সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

১৮

বাণভট্ট : হর্ষচরিত

প্রধান উপদেষ্টা
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদকমণ্ডলী

জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য /
ডঃ রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল।

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু
সহযোগী / রত্না বসু

নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : অশোককুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

বিক্রয় মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
VOL. XVIII

প্রধান উপদেষ্টার কথা

আমাদের পরিকল্পিত প্রথম পর্যায়ের শেষ—দ্বিতীয় পর্যায়ের পালাও শেষ হতে চলল।

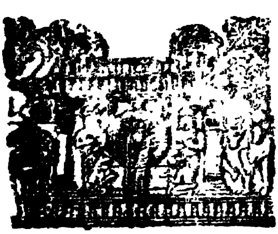
এখন আর অজ্ঞাতকুলশীল নই, প্রথম পরিচয়ের সসংকোচ মনোভাবও কেটে গেছে; আপনাদের প্রসাদপুষ্ট শিশু আজ যৌবনশ্রীর অধিকারী। আজ তার বলবার দিন এসেছে—'গুণা গুণজ্ঞেষু, গুণা ভবন্তি'। নবপত্রের নিষ্ঠা, শক্তি ও আন্তরিকতার পরিচয় যাঁরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তার এই নূতন যাত্রাকে অভিনন্দিত করবেন। এ যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা নিয়ে আমরা কোনো প্রবন্ধ রচনা করতে চাই না—সে কাজের জন্যে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত রয়েছেন। সংস্কৃতের পঠন-পাঠন জাতির পক্ষে অপরিহার্য কিনা, সে প্রসঙ্গও তুলতে চাই না—সে কাজ অসংখ্য শিক্ষাব্রতীরা করবেন। আমাদের লক্ষ্য, সংস্কৃতের জন্যে বিশেষ রুচি সৃষ্টি এবং তারই মাধ্যমে আমাদের বিলুপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তোলা।

এই রুচি ও চেতনা নিয়ে সকলকেই অকুণ্ঠ আগ্রহে তাদের জাতীয় সাহিত্য অনুশীলনে এগিয়ে আসবেন, এ আমাদের শুধু বিশ্বাস নয়—সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাই সাহিত্যসম্ভারের সামনে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বা ঐচ্ছিক—এ সমস্যা নেই। দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা ঘোষণা করতে চাই—শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই সংস্কৃত পাঠ 'অপরিহার্য'। আমরা বিশ্বাস করি, সংস্কৃতকে দূরে রেখে সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না, সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জাতির মানবিকতা আজ বিপর্যস্ত। 'মহতী বিনষ্টি'র সম্মুখীন এই যুগে জাতির পক্ষে প্রথম এবং একমাত্র ব্যবস্থা—সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলন, 'নান্যঃ পন্থাঃ'।

আপনারা সংস্কৃতকে স্বাগত জানিয়েছেন, আপনাদের কাছে এই অবসরে জনান্তিকে এই কথাও জানিয়ে রাখি—সংস্কৃত চিরঞ্জীব, এর মৃত্যু নেই। আমি মনে করি, সংস্কৃতকে নিয়ে অহেতুক ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই; ভাবনা তাদের নিয়েই যারা এই সম্পর্কে আজও বিরুদ্ধ ভাবনায় মত্ত।

'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, আপনাদেরই; আপনারা গুণগ্রাহী সজ্জন, সুতরাং "সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু"'।

শ্রীগৌরীনাথশাস্ত্রী



সূচীপত্র

● হর্ষচরিত

প্রকাশকের নিবেদন

প্রথম প্রতিশ্রুতির সেই আটটি খণ্ড শেষ হয়েছে। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে তৃপ্তিবোধ করছি, কোনোদিন ভাবতেই পারি নি নিঃশব্দে এই গন্তব্যস্থলে পেঁছিতে পারব। গভীর আদর্শ বুকে বেঁধে যে-পথ দিয়ে হেঁটে এলাম, সে-পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ, পদে পদে পিছুটানের বাধা। শতসহস্র পাঠকের আশীর্বাদে কোথায় উড়ে গিয়েছে সেই বাধা।

'সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভারের' নবম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রার শুরু। আজ অষ্টাদশ খণ্ড প্রকাশিত হল। দশ খণ্ডের পরিবর্তে দ্বিতীয় পর্যায় এগারো খণ্ডে শেষ হচ্ছে। অর্থাৎ মোট খণ্ড হচ্ছে উনিশ। বিশাল এই কর্মকাণ্ড যে সহজে হিসাব করা সম্ভব নয় সেকথা আশা করি সহৃদয় পাঠকবৃন্দ অনুধাবন করবেন। আগামী দু'মাসের মধ্যে আমাদের এই দীর্ঘ পথচলার পরিসমাপ্তি ঘটবে। 'সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার' এখন আর খণ্ডিতনয়, পরিপূর্ণ রূপে রূপায়িত হতে চলেছে। ধীর পদক্ষেপে আমরা কর্তব্যসমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছি। সকলের আশীর্বাদে সার্থক হোক এই নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস—প্রথম সূর্যের আলোকে আলোকিত হোক এই কর্মযজ্ঞ।

সুদীর্ঘ এই যাত্রাপথে আমরা অনেক নতুন মুখের সন্ধান পেয়েছি, আবার হারিয়েছিও কাউকে-কাউকে। যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতিও সঞ্চিত আছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। সকলের সাহায্যই আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়। যে-নদীর সন্ধান আমরা পেয়েছি, সে-নদী সমুদ্রে পেঁছিবে, এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

উপদেশে, আশীর্বাদে, অনুবাদকর্মে, সম্পাদনায়, রূপপরিকল্পনায় অসংখ্য বিদগ্ধজনের সাহায্য আমরা পেয়েছি বা পাচ্ছি। নিয়মমাফিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাউকে আর খাটো করতে চাই না। শুধু বলতে চাই—আমরা সকলে-মিলে ছিলাম, সকলে-মিলে আছি, সকলে-মিলে থাকব।

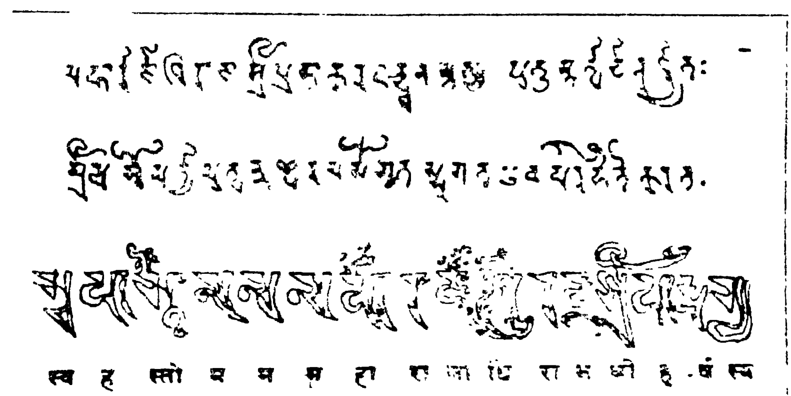
বাণভট্ট : হর্ষচরিত

ভূমিকা : জ্যোতিভূষণ চাকী

অনুবাদ : জ্যোতিভূষণ চাকী ও অবণী আচার্য

বাণভট্ট

হর্ষচরিত



× × × × × × × × ভূমিকা × × × × × × × ×

'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি' অর্থাৎ গদ্যকেই কবিদের কষ্টিপাথর বলে। বামনের এই উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পদ্য-কাব্যের প্রাচীনতা, প্রাচুর্য ও প্রসিদ্ধির মধ্যে দাঁড়িয়েও গদ্যকেই কেন কবিদের যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করলেন আলংকারিকেরা? একটু ভেবে দেখা যাক।

ছন্দের একটা সম্মোহক শক্তি আছে। সাধারণকেও ছন্দের আধারে অসাধারণ না হলেও রমণীয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গদ্যের বেলায় মেকী জিনিস চালানো মুশকিল। আঙ্গিকের দিক দিয়ে, ছন্দ থাকবে না গদ্যে কিন্তু ছন্দঃস্পন্দ থাকবে। বাস্তবের মাটিতে চলতে হবে তাকে। তাই বাস্তব জীবনের বিশেষ রংটি না থাকলে তা মনোরঞ্জন করতে পারবে না, অথচ কল্পনার উৎকর্ষ তাতে আরও বাড়াতে হবে কারণ ছান্দোলালিত্যের আড়ালে তার গা ঢাকা দেবার উপায় নেই। পদ্যে আধার আধেয়কে সাহায্য করে, সেখানে খানিকটা পারস্পরিকতা থাকে কিন্তু গদ্যে আধেয়কে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, আধেয়ের সহায়তা সে অতটা পায় না।

বাণভট্ট চণ্ডীশতকে বা পার্বতীপরিণয়ে কাব্য-কণ্ডূয়ন মেটালেও গদ্যকেই তাঁর প্রকাশ মাধ্যম করলেন। সেই গদ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে তাঁকে কবিচক্রবর্তী বা কবিসার্বভৌম বলতে দ্বিধা হবে না। তাঁর কাদম্বরী হর্ষচরিত পাঠের পর বলতেই হবে 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্'।

শ্রেণী

'করোম্যাখ্যায়িকাম্বোধৌ জিহ্বাপ্লবনচাপলম্'। প্রাগ্‌ভাষণেই বাণ হর্ষচরিতের শ্রেণী নির্দেশ করেছেন। এটি আখ্যায়িকা। গদ্যকাব্যের দুটি প্রধান শ্রেণী 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা'। 'কথা' কবির স্বকপোলকল্পিত, ('কাদম্বরী' কথার নিদর্শন) আর আখ্যায়িকা মূলতঃ তথ্যাভিত্তিক। অলংকারশাস্ত্রে আখ্যায়িকার লক্ষণে বলা হয়েছে কথার মতোই এতে বংশ বর্ণিত হবে, নিজের ও অন্য কবিদের কথাও থাকবে, মাঝে মাঝে থাকবে পদ্য, আখ্যায়িকার বক্তা নায়ক নিজে। আখ্যায়িকার বিভাগগুলোর নাম হবে উচ্ছ্বাস। প্রতিটি উচ্ছ্বাসের শুরুতে যে কবিতা থাকবে তাতে থাকবে ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত—

এই সব লক্ষণ মিলিয়ে দেখলে হর্ষচরিত যে আখ্যায়িকার মধ্যেই পড়বে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ ঃ

১ এর বিষয় ঐতিহাসিক (অর্থাৎ তথ্যাভিত্তিক)।
২ প্রথম আড়াই উচ্ছ্বাসে বাণ আত্মপরিচয় দিয়েছেন।
৩ শুরুতে কিছু শ্লোকে ব্যাস সুবন্ধু, ভট্টার হরিশ্চন্দ্র, সাতবাহন, ভাস প্রমুখ প্রাচীন কবিদের রচনার স্তুতি আছে।
৪ বক্তা স্বয়ং বাণভট্ট।
৫. বিভাগগুলোর নাম উচ্ছ্বাস।
৬. মাঝে মাঝে পদ্য আছে।
৭. উচ্ছ্বাসের শুরুতে ভাবী ঘটনার ইঙ্গিতবাহী শ্লোক আছে।

অগ্নিপুরাণের কাব্যশাস্ত্র-বিভাগেও গদ্যকাব্যের আরও কয়েকটি বিভাগের উল্লেখ

থাকলেও (খণ্ডকথা, পরিকথা, কথানিকা ইত্যাদি) আখ্যায়িকার যে-সব লক্ষণ সেখানে নির্দেশিত, তার সঙ্গে সাহিত্যদর্পণাদি উল্লিখিত লক্ষণের মৌলিক পার্থক্য কিছু নেই।[১]

কথাসংক্ষেপ

প্রথম উচ্ছ্বাস ঃ প্রথমে কবি হরপার্বতী ও ব্যাসকে প্রণাম জানালেন, তারপর পূর্বসূরীদের গুণকথন করে হর্ষচরিত রচনায় তাঁর দ্বিধাসংকোচের কথা শোনালেন ঃ অল্প বুদ্ধি নিয়ে অমন মহাজীবনের বিবরণ দিতে যাওয়া জিহ্বাচাপল্য ছাড়া কিছু নয়। এর পর শুরু হল আখ্যায়িকা।

ব্রহ্মা দেবতাদের নিয়ে বিদ্যাগোষ্ঠীর আয়োজন করেছেন। নানা বিষয়ে আলোচনা চলছে। সামবেদের মন্ত্র পড়বার সময় হঠাৎ এক জায়গায় দুর্বাসার স্বরভঙ্গ হল। এতে সরস্বতী হেসে ফেললেন। দুর্বাসা সক্রোধে শাপ দিলেন, 'দুর্বিনীতে মর্ত্যলোকে চলে যা।' শেষে ব্রহ্মা শাপের কঠোরতা হ্রাস করলেন, বললেন পুত্রজন্মের পর আবার স্বর্গে ফিরে আসা সম্ভব হবে সরস্বতীর।

সখী সাবিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যলোকে এলেন সরস্বতী। শোণনদের তীরে পর্ণকুটির বেঁধে বাস করতে লাগলেন দুজনে। একদিন চ্যবনঋষির পুত্র দধীচ মাতুলালয় থেকে পিতৃগৃহে আসছিলেন। সরস্বতী তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলেন। দধীচও মদনাতুর হলেন সরস্বতীকে দেখে। দধীচের সঙ্গে মিলনে সরস্বতীর পুত্র হল। সরস্বতী ব্রহ্মলোকে ফিরে গেলেন। দধীচ পুত্র সারস্বতের ভার ভ্রাতৃবধূ অক্ষমালার উপরে সমর্পণ করে বাণপ্রস্থে গেলেন। অক্ষমালারও একটি পুত্র জন্মেছিল। তার নাম বৎস। অক্ষমালা দুজনকেই সমানভাবে পালন করতে লাগলেন। বড়ো হয়ে সারস্বত মায়ের কাছ থেকে পাওয়া বেদ-বিদ্যা ভাই বৎসকে সমর্পণ করে এবং তাকে প্রীতিকূট নামে একটি স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। এই বৎসই বাৎস্যায়ন বংশের প্রবর্তক[২]। এই বংশেই বাণের জন্ম। অতি শৈশবেই বাণ মাতৃহীন হন। পিতার স্নেহেই সে পালিত হতে থাকে। কৈশোরে পিতৃবিয়োগের পর বাণ নানা বৃত্তির মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে দেশে ফিরে আসেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে পেয়ে আনন্দিত হয়।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ঃ একদিন গ্রীষ্মকালে হর্ষবর্ধনের খুড়তুতো ভাই কৃষ্ণবর্ধন মেখলক-নামে এক দূতকে বাণের কাছে পাঠালেন একটি পত্র দিয়ে—তোমার গুণ ও বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয় নেই, কিন্তু কিছু লোক তোমার বিরুদ্ধে সম্রাট হর্ষের কান ভারী করছে। আমি তাঁকে বুঝিয়েছি অল্পবয়সে অমন একটু-আধটু উচ্ছৃঙ্খল সকলেই হয়ে থাকে। আমার কথা তিনি মেনে নিয়েছেন। এই জন্যেই বলছি কোনো সংকোচ না করে রাজদরবারে চলে এসো।

অনেক চিন্তাভাবনা করে বাণ শেষপর্যন্ত রাজদরবারে এলেন। রাজা তাঁকে দেখে বললেন ; এই সেই মহাভুজঙ্গ ! বাণ প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, ঐ শব্দটি আমাকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহার করাটা ঠিক হবে না। কারণ আমি শাস্ত্রবিদ কুলীন ব্রাহ্মণ। ছেলেবেলায় কী করেছি সেইটেই বড়া হল ? রাজা বললেন, 'আমি এমনটাই শুনেছি।' শেষে রাজা তাঁকে পরম সমাদরে তাঁর সভায় বরণ করলেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস ঃ বাণ রাজদরবার থেকে ফিরে এলে ভাইয়েরা তাঁকে অনুরোধ করল, আমাদের হর্ষচরিত শোনাও। বাণ বলল, সম্পূর্ণ চরিত শোনাবার ক্ষমতা

আমার নেই, তবে সেই অবদাত চরিত্রের অংশমাত্র শোনাচ্ছি, এই বলে বাণ কাহিনী শুরু করলেন।

শ্রীখণ্ড দেশে স্থাণ্বীশ্বর নামে একটি প্রদেশ আছে। সেখানে পুষ্পভূতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শিবভক্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের এক শৈব সাধকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাজাকে অট্টহাস নামে এক অদ্ভুত তরবারি দিয়েছিলেন। পুষ্পভূতি ঐ শৈবসাধককে তাঁর সাধনকর্মে সাহায্য করতে গিয়ে দেখলেন পৃথিবী বিদীর্ণ করে এক দৈত্যাকৃতি পুরুষ ঐ সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে এগিয়ে আসছে। রাজা বাহুযুদ্ধে তাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করলেন, দেখলেন তাঁর সম্মুখে স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী বিরাজিতা। লক্ষ্মী বললেন, 'রাজন্‌ তোমার শৌর্যে আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি এক চক্রবর্তী রাজবংশের প্রবর্তক হবে। এই বংশে হর্ষনামে এক চক্রবর্তী রাজা জন্ম নেবেন।' এই বলে লক্ষ্মী অন্তর্হিত হলেন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস ঃ কালক্রমে পুষ্পভূতিবংশের প্রভাকরবর্ধন নামে এক রাজা হূন ও গুর্জর রাজাদের পরাজিত করলেন এবং সিন্ধুদেশ, গান্ধার, লাট এবং মালব দেশের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। তাঁর মহিষীর নাম ছিল যশোমতী। প্রভাকরবর্ধন সূর্যভক্ত ছিলেন। সূর্যের কৃপায় তাঁর রাজ্যবর্ধন নামে এক পুত্র হল। তারপর চক্রবর্তী লক্ষণ ধারণ করে আর একটি পুত্রের জন্ম হল। তাঁর নাম হর্ষবর্ধন। রাজ্যবর্ধনের যখন ছয় বছর তখন রানীর এক কন্যা হল, তাঁর নাম রাজ্যশ্রী। এই সময় রানী যশোমতীর ভাই নিজের আট বছরের ছেলে ভণ্ডিকে দুইভায়ের সহচর হিসেবে প্রভাকরবর্ধনের হাতে সমর্পণ করলেন। পরে এদের মধ্যে বন্ধুত্ব হল। রাজা ভণ্ডিকে নিজের তৃতীয়পুত্র বলেই গণ্য করতে লাগলেন। তিন কুমার যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন রাজা প্রভাকরবর্ধন মালবরাজার দুই কুমার কুমারগুপ্ত এবং মাধবগুপ্ত নামে ভাইকে নিজে হর্ষের সঙ্গীরূপে নিয়ে এলেন। বড়োভাই কুমার গুপ্ত তখন ছিল আঠারো বছরের। রাজপুত্রের এই দুই সঙ্গী ছায়ার মতো তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রী যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তার বিয়ে হল মৌখরিবংশীয় কান্যকুব্জের রাজা অবন্তিবর্মার জ্যেষ্ঠপুত্র গ্রহবর্মার সঙ্গে। বিয়ের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে কান্যকুব্জে চলে গেলেন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস ঃ রাজ্যবর্ধন যখন অস্ত্রগ্রহণে যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন তখন প্রভাকরবর্ধন তাঁকে প্রভুভক্ত সামন্তদের সঙ্গে উত্তরে পাঠালেন হূণদের দমন করবার জন্যে। কিছুদূর পর্যন্ত হর্ষবর্ধন ভাইয়ের সঙ্গে গেলেন। কিন্তু রাজ্যবর্ধন কৈলাস-পর্বতশ্রেণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হলে, হর্ষ পিছনে পড়ে গেলেন এবং কিছু সময় সেখানে শিকার করে কাটালেন। এর মধ্যে এক দূত এসে প্রভাকরবর্ধনের গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ দেওয়ায় হর্ষ তৎক্ষণাৎ কিছু অশ্বারোহীর সঙ্গে বহু পথশ্রম সহ্য করে রাজধানীতে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন পিতা রোগশয্যায় শয়ান। বিভিন্ন ধর্মের লোক রাজার আরোগ্য কামনায় প্রার্থনায় রত। স্বামীর মৃত্যু আসন্ন জেনে রানী যশোমতী সতী হলেন। এর সামান্য কিছুক্ষণ পরেই রাজা লোকান্তরিত হলেন। হর্ষ পিতার অন্ত্যেষ্টিতে রাজ্যবর্ধনকে পাবার জন্যে আকুল হলেন, দূত পাঠালেন তাঁর কাছে।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস ঃ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর এক পক্ষকাল পরে রাজ্যবর্ধন ফিরলেন। হূণদের তিনি পরাজিত করেছেন, তবে যুদ্ধে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

রাজ্যবর্ধন পরের দিনই ঘোষণা করলেন তিনি রাজসিংহাসনে বসবেন না, সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনে চলে যাবেন। ভাইয়ের অদ্ভুত সংকল্পের কথা শুনে হর্ষ বিস্মিত হলেন এবং তাঁরই অনুগামী হবেন বলে সিদ্ধান্ত করলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রীর সংবাহক-নামে এক দূত এসে জানালো মহারাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুসংবাদ কান্যকুব্জে পৌঁছনোর দিনই মালবরাজ রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মাকে হত্যা করেছে এবং রাজ্যশ্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। শুধু তাই নয়, তিনি স্থাণ্বীশ্বর আক্রমণ করতেও উদ্যত হয়েছেন। এই সংবাদ শুনেই দু-ভায়ের বৈরাগ্য ক্রোধে রূপান্তরিত হল। হর্ষ সঙ্গে যেতে চাইলেও তাঁকে নিরস্ত করে রাজ্যবর্ধন ভণ্ডিসহ এক হাজার সৈন্যকে নিয়ে মালব আক্রমণ করতে চললেন। বেশ কিছুদিন বাদে অশ্বারোহী সেনানী কুন্তল এসে সংবাদ দিল মালবরাজকে পরাস্ত করলেও রাজ্যবর্ধন নিহত হয়েছেন গৌড়েশ্বরের হাতে। শুনে হর্ষ অধীর হয়ে উঠলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্যে তাঁকে আরও উত্তেজিত করলেন প্রভাকরবর্ধনের বৃদ্ধ সেনাপতি সিংহনাদ। সকলের সামনে হর্ষ গৌড়েশ্বরকে বধ করবার শপথ নিলেন এবং বিদেশ-সচিব অবন্তিকে ডেকে আজ্ঞা দিলেন তিনি যেন সমস্ত রাজাদের জানিয়ে দেন—হয় তাঁরা মাথা নত করুন, না হয় তো অস্ত্র ধারণ করুন। পরের দিন হর্ষ গজসেনাধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্তকে ডেকে সমস্ত গজসেনা প্রস্তুত রাখতে আদেশ দিলেন। স্কন্দগুপ্ত আজ্ঞা শিরোধার্য করলেন কিন্তু প্রসঙ্গত হর্ষকে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সাবধান হতে পরামর্শ দিলেন, বললেন হর্ষ যেন হঠাৎ কারো উপরে অতি আস্থা স্থাপন না করেন।

সপ্তম উচ্ছ্বাস ঃ এবারে হর্ষ, রাজ্যাভিষেকের পর, শুভ মুহূর্তে বিশ্বজয়ে নির্গত হলেন। তিনি প্রথমে থামলেন রাজধানীর কাছেই সরস্বতী নদীর তীরে। সেখানে গ্রাম-প্রধান তাঁকে বৃষচিহ্ন সোনার মোহর উপহার দিলেন এবং তাঁর হস্তাক্ষর দিয়ে আজ্ঞাপত্র জারি করতে অনুরোধ করলেন। দ্বিতীয় দিনের যাত্রাপর্বের শেষে যখন তিনি অন্য আর-একটি স্থানে অবস্থান করলেন, তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা কুমারের (ভাস্কর বর্মার) অন্তরঙ্গ দূত হংসবেগ নিবেদন করল : আমাদের রাজকুমার আপনার সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে চান, তিনি আপনার জন্যে বহু উপহার পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে একটি অদ্ভুত ছাতা আছে, যা ছিল মূলতঃ বরুণদেবের, ঘটনাচক্রে রাজা-মশাইয়ের হাতে এসেছে। রাতে হংসবেগ কুমারের বংশের বিস্তৃত পরিচয় দিল। হর্ষ প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজার উপর প্রসন্ন হলেন, এবং তাঁর উপহার গ্রহণ করে বিনিময়ে তাঁকেও বহু উপহার পাঠালেন। এর পর তিনি গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা চলতে লাগল। একদিন হঠাৎ পথে সাক্ষাৎ হল ভণ্ডির সঙ্গে। ভণ্ডি রাজ্যবর্ধনকে দিয়ে মালবরাজকে পরাজিত করিয়ে বহুজিনিস লুট করে এনেছিলেন, সেই সঙ্গে ছিল মালবরাজের বন্দী সেনারা। ভণ্ডি হর্ষকে এ সংবাদও দিলেন যে গুপ্ত যখন কান্যকুব্জ অধিকার করেছিল তখন রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বিন্ধ্যবনে আশ্রয় নিয়েছেন। হর্ষ গৌড়েন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযানের ভার ভণ্ডির উপর দিয়ে নিজে রাজ্যশ্রীর অন্বেষণে বিন্ধ্যপর্বতে প্রবেশ করলেন।

অষ্টম উচ্ছ্বাস ঃ হর্ষ বিন্ধ্যাচলে এদিকে ওদিকে অনেক ঘুরলেন কিন্তু রাজ্যশ্রীর দেখা পেলেন না। একদিন বনের সামন্ত শরভকেতুর পুত্র ব্যাঘ্রকেতুর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সে তাঁর কাছে নিয়ে এল নির্ঘাত নামে এক ভীলযুবককে। বলল, 'এ হচ্ছে

ভীল সেনাপতির ভাগ্নে। এ-বনের আনাচ-কানাচ সবই এর নখদর্পণে, একে রাজ্যশ্রীর খবর জিজ্ঞেস করতে পারেন।' নির্ঘাত রাজাকে দিবাকর মিত্র-নামে এক পারাশরী ভিক্ষুর কথা বলল। এই ভিক্ষু ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। বিন্ধ্যবনের মধ্যেই তাঁর আশ্রম। হর্ষের মনে পড়ল দিবাকর মিত্র গ্রহবর্মার শৈশবের বন্ধু। নির্ঘাতকে সঙ্গে নিয়ে হর্ষ তাঁর আশ্রমে এলেন। ভিক্ষু নানা সম্প্রদায়ের বহু শিষ্য পরিবৃত হয়ে বিরাজিত ছিলেন। ইতিমধ্যে অন্য কয়েকজন ভিক্ষু দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, 'গুরুদেব, দারুণ এক অনর্থ হতে চলেছে। কাছেই এক সুন্দরী যুবতী অগ্নিপ্রবেশ করছেন, তাঁকে বাঁচান,' একথা শুনেই হর্ষ দিবাকর মিত্র এবং নিজের সঙ্গীদের নিয়ে ঐস্থানে পৌঁছে দেখলেন চিতা জ্বলছে, রাজ্যশ্রী তাতে ঝাঁপ দেবার জন্যে প্রস্তুত। ভাই-বোন দুজনে দুজনকে পেয়ে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। হর্ষ রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে শুনলেন কীভাবে গৌড়েন্দ্রকৃত অরাজকতার মধ্যে গুপ্ত নামে এক কুলপুত্র তাঁকে কান্যকুব্জে কারগার থেকে মুক্ত করেন, কীভাবে তিনি ভাই রাজ্যবর্ধনের হত্যার সংবাদ শুনে অনশন শুরু করেন, কীভাবে এই বিন্ধ্যপর্বতে এলেন, কীভাবে হতাশ হয়ে এই অগ্নিপ্রবেশের জন্যে প্রস্তুত হলেন। এরপর দিবাকর মিত্র হর্ষকে মন্দাকিনী নামে একাবলী (রত্নহার) উপহার দিলেন; নাগার্জুন পাতালে গিয়ে এই মালাটি নাগপতি বাসুকির কাছ থেকে নিয়ে এসে দক্ষিণভারতের সম্রাট সাতবাহনকে দিয়েছিলেন। এরপর রাজ্যশ্রী ভাইয়ের কাছ থেকে কাষায়গ্রহণের অনুমতি চাইলেন। হর্ষ বললেন রাজ্যশ্রী যেন দিবাকর মিত্রের অভিভাবকতায় থাকেন। গৌড়েন্দ্রকে বধ করে এসে তিনিও কাষায় গ্রহণ করবেন। ততদিন রাজ্যশ্রী দিবাকর মিত্রের কাছে জ্ঞানোপদেশ নেবেন। দিবাকর মিত্র হর্ষের এই প্রস্তাব সমর্থন করলে হর্ষ গঙ্গাতীরে সেনাদলের মধ্যে ফিরে গেলেন।

কাদম্বরীর সঙ্গে তুলনা

বাণভট্টের দুটি কাব্যই অর্ধসমাপ্ত, দুটির রচনাশৈলীই মূলত এক। দুটিতেই বর্ণনা-বাহুল্য, বিশেষ্যের আগে বহুপদময় বিশেষণ জুড়ে জুড়ে ছবির পরে ছবি ফুটিয়ে চলা। কলম তুলি হয়ে উঠেছে দুটিতেই। কবির সূক্ষ্মদৃষ্টি শক্তির পরিচয় দুটিতেই লভ্য। তবু একথা বলতে হবে, সাহিত্যিক বিচারে কাদম্বরীর কাছে মাথা নত করতে হবে হর্ষচরিতকে। পদবিন্যাসে, ধ্বনিগ্রন্থনে, কল্পনাবৈচিত্র্যে, মানবহৃদয়ে অবগাহনে কাদম্বরী অনেক পরিণত, অনেক হৃদয়গ্রাহী। পুনরুক্তি ও কষ্টকল্পনা হর্ষচরিতে বহু জায়গায়, কাদম্বরীতে এদুটি দোষ প্রায় নেই বললেই চলে। সমাসের অরণ্যে পথহারা হলে দুরূহশব্দের সম্মুখীন দুটোতেই হতে হয়, তবে হর্ষচরিতের অনেক শব্দ প্রয়োগ যেন অভিধানের অচল শব্দগুলো সচল করার প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। প্রাদেশিক কিছু শব্দও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তবে একথা ঠিক কথা ও আখ্যায়িকার বিষয়-বস্তুর জন্যেও গুণগত কিছু পার্থক্য থাকবে একথা মেনে নিতে হবে। কল্পকথায় কল্পনার যে ভূমিকা ঐতিহাসিক বিষয়ে তা আশা করলে হয় তো সুবিচার করা হবে না। শব্দপ্রয়োগের ব্যাপারেও কবির কোনো বিশেষ পরিকল্পনা থাকতে পারে।

পৌর্বাপর্য

রসাত্মকতার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করে বলা হয়ে থাকে হর্ষচরিত আগে লেখা, কাদম্বরী পরে লেখা। কিন্তু দুটোই আখ্যায়িকা হলে সে-কথা বলা চলত, দুটির মধ্যে

বক্তব্যগত বৈসাদৃশ্য প্রকাশেও বৈসাদৃশ্য আনতে পারে। কাদম্বরী লিখতে লিখতেই কবির লেখনী স্তব্ধ হয়, তাই ঐ-টিই পরবর্তী রচনা বলে মনে করা হয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে অংশত একসঙ্গে দুটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে কীথের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ

It is by no means clear which of the two works really was written first, though there is a good deal to be said for the priority of the Harsacharit

(P 344, A history of Sans. lit.
A. Berriedale Keith)

অর্ধসমাপ্তি ও জল্পনাকল্পনা

হর্ষচরিত হঠাৎ শেষ হওয়ার কারণ কী তা নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন হর্ষের মৃত্যুসংবাদ কানে আসা মাত্র তিনি লেখনী সংবরণ করেছেন কেউ কেউ আবার বলেন হর্ষকে বৌদ্ধদের সমাদর করতে দেখে বাণ মনে মনে হর্ষবিমুখ হয়ে পড়েন, তাই হর্ষচরিত আর শেষ করেন নি। আর একটি মত হল, পুলকেশীর কাছে হর্ষ পরাজিত হলেন, তাই পরবর্তী ঘটনা বর্ণনায় তিনি আর উৎসাহ পান নি।

কিন্তু আসল কারণ বোধ হয় বাণের নিজের কথাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

তৃতীয় উচ্ছ্বাসে বাণ বলছেন ঃ

কঃ খলু পুরুষায়ুষশতেনাপি শক্নুয়াদবিকলমস্য চরিতং বর্ণয়িতুম্। একদেশে তু যদি কুতূহলং বঃ, সজ্জা বয়ম্।

অর্থাৎ কে আর সুদীর্ঘ আয়ু পেলেও তাঁর চরিত্র অবিকল বর্ণনা করতে পারবেন? অংশবিশেষ শোনবার কৌতূহল যদি তোমাদের থাকে তাহলে বলো, আমি প্রস্তুত।

এতে মনে হয় বাণ অল্পপরিসরেই বৃহৎকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। ইচ্ছে করেই আটটি উচ্ছ্বাস রেখেছেন, আর বাড়ান নি।

এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য—

'তিনি যে আট অধ্যায়কে অষ্টাদশ করেন নি, এ আমাদের মহা সৌভাগ্য। কারণ, ও-ধরনের লেখা এর বেশি আর পড়া অসাধ্য। ইংরেজিতে বলে life is short— ; সুতরাং আর্ট যদি অতি লম্বা হয় তো একজীবনে তার চর্চা করে ওঠা যায় না।' (হর্ষচরিত, পৃঃ ২৩৭, প্রবন্ধ সংগ্রহ)

এ মন্তব্যে প্রশ্ন জাগে এদেশে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি কি বৃহদায়তন বলে অসহনীয়? এই উপাদান-গর্ভ গদ্যকাব্যটি হঠাৎ শেষ হওয়ায় ইতিহাস অন্বেষীরাও কি সুখী?

হর্ষচরিতের গুরুত্ব ও ঐতিহাসিকতা

ঐতিহাসিক পদ্যকাব্যে কলহণের রাজতরঙ্গিণীর যে স্থান, ঐতিহাসিক গদ্যকাব্যে হর্ষচরিতের সেই স্থান। হর্ষ সম্বন্ধে ইতিহাসের তিনটি উপাদান ঃ হর্ষের শাসনপত্র বা শিলালেখ, হুয়েন সাঙের বিবরণ এবং হর্ষচরিত। শেষোক্ত উপাদানটি শুধু হর্ষের সম্বন্ধেই তথ্য যোগায় না, তখনকার রীতিনীতি জীবনদর্শন সব কিছুরই পরিচয় দেয়। শিলালেখ এবং হুয়েনসাঙের বিবরণের সঙ্গে তার অনেকক্ষেত্রেই মিল আছে। ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় হর্ষ সম্বন্ধে যে পরিচয়-প্রবন্ধ লিখেছেন তার মূল উপকরণ

হর্ষচরিত। তবে জ্ঞাতব্য তথ্যের অভাব যেমন হুয়েন সাঙের বিবরণে আছে, তেমনি আছে হর্ষচরিতেও। হর্ষচরিতে ভণ্ডির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, এই ভণ্ডি রানী যশোমতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু যশোমতী কার কন্যা সে বিষয়ে বাণ নীরব। এ তথ্য পাওয়া যায় তাম্রলেখ থেকে।

গৌড়াধিপের নামটি হর্ষচরিতে স্পষ্টতঃ অনুল্লিখিত। হর্ষ যে সমস্ত উত্তরাপথের অধীশ্বর হয়েছিলেন তার বিবরণ হর্ষচরিতেও নেই, হুউয়েন সাঙেও নেই।

মালবরাজ কান্যকুব্জ আক্রমণ ক'রে গ্রহবর্মাকে হত্যা করে এ কথা হর্ষচরিতে আছে, কিন্তু এই মালবরাজের নাম এ গ্রন্থে অনুল্লিখিত। Prof Bulher প্রমুখ অনেক গবেষকের মতে তিনি দেবগুপ্ত। এই দেবগুপ্তের উল্লেখ আছে মধুবন-লেখে।

বাণ বলেছেন হর্ষের বংশধরেরা থানেশ্বরে রাজত্ব করতেন, কিন্তু হুয়েনসাঙ্ বলেছেন কান্যকুব্জ ছিল হর্ষের রাজধানী। হুয়েনসাঙ্ যখন হর্ষের কাছে আসেন (৬৪৩ খৃস্টাব্দে) তখন হয়তো কান্যকুব্জ হর্ষের বিপুল সাম্রাজ্যের অন্যতম রাজধানী ছিল। থানেশ্বরের চেয়ে কান্যকুব্জই হর্ষের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবর্তী।

গৌড়েশ্বর যে শশাঙ্ক হুয়েনসাঙ্ সেকথা বললেও হর্ষচরিতে বাণভট্ট কিন্তু শশাঙ্কের নাম সরাসরি উচ্চারণ করেন নি।

ষষ্ঠসর্গে 'প্রকটকলঙ্কমুদয়মান-বিবঙ্কটবিষাণোৎকীর্ণপঙ্ক-সংকর-শংকরশকুর-শক্করককুদকুটসংকাশসমকাশতাকাশে শশাঙ্কমণ্ডলম্।—এই উদ্ধৃতিতে 'শশাঙ্কে'র শ্লিষ্ট অর্থ যে গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক এমন অনুমান করেছেন টীকাকার। মনে হয় শ্লিষ্ট অর্থ বাণের বাঞ্ছিত নয়, তিনি ঐ গৌরাধমের নামোচ্চারণই করতে চান নি—

নামাপি গৃহ্নতোঽস্য পাপকারিণঃ পাপমলেন লিপ্যতে ইব মে জিহ্বা।

গৌড়রাজের হাতে রাজ্যবর্ধনের নিধন সম্বন্ধে বাণভট্ট লিখেছেন যে মিথ্যা উপচারে আশ্বস্ত হয়ে নিরস্ত্র রাজ্যবর্ধন একাকী শশাঙ্কের ভবনে যান এবং সেখানে গৌড়রাজ তাকে বধ করে। রাজ্যবর্ধন কেন এমন অসহায় অবস্থায় শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করলেন বাণ সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। হর্ষচরিতের টীকাকার শংকর লিখেছেন, শশাঙ্ক তাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে রাজ্যবর্ধনকে নিজের ভবনে আনেন এবং রাজ্যবর্ধন সঙ্গীদের নিয়ে আহারে রত হলে ছদ্মবেশে তাঁকে হত্যা করেন। শংকর সম্ভবতঃ দ্বাদশ-চতুর্দশ শতকের লোক।[৭] দীর্ঘ দিন পর শংকর কোন্ সূত্রে একথা জানলেন তা ভাববার বিষয়। এ বিষয়ে হুয়েনসাঙ বলেন—সীমান্তরাজ্যে ধার্মিক রাজা থাকলে নিজের কল্যাণ নেই একথা শশাঙ্কের কাছে বার বার শুনে মন্ত্রীরা রাজ্যবর্ধনকে সভায় আমন্ত্রণ করে হত্যা করেন। একথাও অমূলক, কারণ সিংহাসনে আরোহণ করেই রাজ্যবর্ধন যুদ্ধযাত্রা করেন, তাঁর ধার্মিকতা বিচারের সময় তখনও হয় নাই। হর্ষবর্ধনের শিলালিপিতে বলা হয়েছে সত্যানুরোধে রাজ্যবর্ধন শত্রুভবনে প্রাণত্যাগ করেন। এখানে শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতার কোনো উল্লেখ নাই।[৮]

বাণ পুষ্পভূতিকে হর্ষের বংশপ্রবর্তক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অনেক বংশধরের নাম পেরিয়ে তিনি প্রভাকরবর্ধনের নাম করেছেন। এই প্রভাকরবর্ধনের পত্নী

যশোমতী। প্রভাকরবর্ধনের আদি পুরুষদের নাম পাওয়া যায় ৬৩১ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ হর্ষের মধুবন তাম্রশাসন থেকে। এই দানপত্র অনুসারে হর্ষের বংশতালিকা দাঁড়াবে এইরকম—

নরবর্ধন = বজ্রিণীদেবী
|
রাজ্যবর্ধন = অপ্সরোদেবী
|
আদিত্যবর্ধন = মহাসেনগুপ্ত
|
প্রভাকরবর্ধন = যশোমতী

রাজ্যবর্ধন | হর্ষবর্ধন | রাজ্যশ্রী

বাণের দেশ-কাল

হর্ষচরিতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উচ্ছ্বাসের কিছু অংশে বাণ নিজের কথা বলেছেন। তাঁর কুলপ্রবর্তক হলেন বৎস। এই বৎসকে তাঁর খুড়তুতো ভাই সারস্বত হিরণ্যবাহ অর্থাৎ শোণনদের তীরে প্রীতিকূটে অধিষ্ঠিত করেন। সেই থেকে তাঁর বংশধরেরা ঐখানেই বাস করে এসেছে। ব্রাহ্মণের বসতি বলে তাকে ব্রাহ্মণাধিপথ বলা হয়েছে। এইটিই বাণের জন্মস্থান। এই জন্মস্থান বিহার অঞ্চল।

বাণের সময় নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই। হর্ষের শাসনকালই অভ্রান্তভাবে তাঁর সময়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ ৬২৮ থেকে ৬৪৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করেছেন। বাণের দেওয়া বিবরণের সঙ্গে হুয়েন সাঙের বিবরণের মিল আছে। গরমিল যা আছে তা খুবই সামান্য। হর্ষবর্ধনের শাসনকালের ব্যাপ্তি ৬০৬ থেকে ৬৪৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে বাণের স্থিতিকাল খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগ থেকে সপ্তম শতকের পূর্বার্ধ।

রুয্যকের অলংকারসর্বস্ব (১১৫০), ক্ষেমেন্দ্রের কবিকণ্ঠাভরণ (একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), ভোজের সরস্বতী কণ্ঠাভরণ (একাদশ শতক), ধনঞ্জয়ের দশরূপকে (দশম শতকের শেষাংশ), আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক (৮৫৫—৮৮৩) এবং বামনের কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি (অষ্টম শতক) গ্রন্থে বাণের রচনার উল্লেখ এবং রচনার উদ্ধৃতি আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দ্বাদশ শতক থেকে পিছিয়ে এসে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে বাণ উল্লিখিত। অতএব বাণ যে অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী তা প্রমাণিত হয়। এদিকে বাণ হর্ষচরিতে ব্যাস, ভাস, কালিদাস, সুবন্ধু ও সাতবাহন প্রমুখ যে সব কবি এবং বাসবদত্তা সেতুকাব্য ইত্যাদি যে সব গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন তার কালসীমা ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে বাণের স্থিতিকাল এই দুই সীমার মধ্যবর্তী কোনো সময় অর্থাৎ সপ্তম শতকের পূর্বার্ধ।

বাণের রচনাশৈলী ও কবিত্ব

বাণের কাব্যকলার বৈশিষ্ট্য তার শৈলীতে নিহিত। তাঁর হর্ষচরিত শৈলীপ্রধান রচনা। শৈলীপ্রধান রচনায় ঘটনার প্রাধান্য ততটা নেই যতটা বর্ণনার। এই বর্ণনা-শৈলীর প্রচলন বাণের অনেক আগেই ছিল। একে অলংকৃত-শৈলীও বলা হয়। এই অলংকৃত শৈলীতে প্রতিপাদ্যের চেয়ে প্রতিপাদন-রীতিরই গুরুত্ব বেশি। এই রীতির নিদর্শন পাওয়া যায় শিলালেখে। বাণ হর্ষচরিতের প্রারম্ভিক শ্লোকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রীতির উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

শ্লেষপ্রায়মুদীচ্যেষু, প্রতীচ্যেঽবর্থমাত্রকম্।
উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গোড়েম্বক্ষরডম্বরম্॥

বাণ এই সব বিভিন্ন শৈলীর মধ্যে একটা সমন্বয় করতে চেয়েছেন। এই সমন্বয়ী শৈলীর নাম পাঞ্চালী রীতি ঃ

শব্দার্থয়োঃ সমো গুম্ফঃ পাঞ্চালী রীতিরিষ্যতে।
শীলাভট্টারিকাবাচি বাণোক্তিষু চ সা যদি॥

(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

শীলভট্টারিকার কথা আমরা জানি না, বাণোক্তি আমাদের কাছে হর্ষচরিত ও কাদম্বরী রূপে বর্তমান। এ রীতিতে শব্দ ও অর্থের সমগ্রন্থন। অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয় উদাত্ত, কঠোর বা ওজস্বী হলে ভাষাও অনুরূপ হবে। হর্ষচরিতে এই ধরনের বর্ণনীয় বিষয় দাবানল, দর্পশাত, রাজকুল, বিন্ধ্যাটবী ইত্যাদি ধরা যেতে পারে। এই ধরনের বিষয় বর্ণনায় ভাষায় এসেছে সমাসবাহুল্য, দুরূহ শব্দ প্রয়োগ, শ্লিষ্টোপমা শ্লিষ্টোৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলংকারবাহুল্য। পাঞ্চালী রীতির এই দীর্ঘ সমাস-মালিকাকে বলে উৎকলিকা'। এতে দেখা যায় সাবলীলতার বদলে প্রয়াসসাধ্যতা। ওয়েবার প্রমুখ পাশ্চাত্য গবেষকদের কেউ কেউ আঁৎকে উঠলেও তখন এই ছিল দস্তুর—ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বম্ এতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্। কিন্তু এই শেষ কথা নয়। আলংকারিক নির্দেশেই যখন বক্তব্য অনুযায়ী স্বল্পায়তন সমাস বা সমাসহীনতা প্রয়োজন, বাণ তখন তাই করেছেন। ছোটো ছোটো সমাস গ্রন্থনরীতির নাম 'চূর্ণক' আর সমাস-রহিত রূপের নাম 'আবিদ্ধ'। উৎকলিকারীতিতে সরস্বতী বর্ণনার পরই ব্রহ্মার দুর্বাসা-ভর্ৎসনায় দেখা যাবে চূর্ণক ও আবিদ্ধের মিশ্রপ্রয়োগ—

নিসর্গবিরোধিনী চেয়ং পয়ঃপাবকয়োরিব ধর্মক্রোধয়োরেকত্র বৃত্তিঃ। আলোকমপহায় কথং তমসি নিমজ্জসি। ক্ষমা হি মূলং সর্বতপসাম্। পরদোষদর্শনদক্ষা দৃষ্টিরিব কুপিতা বুদ্ধির্ন তে আত্মরাগদোষং পশ্যতি, ক্ব মহাতপোভার-বৈবধিকতা ক্ব পুরোভাগিত্বম্। অতিরোষণশ্চক্ষুষ্মানন্ধএব জনঃ। ন হি কোপকলুষিতা বিমৃশতি মতিঃ কর্তব্যমকর্তব্যং বা। (প্রথম উচ্ছ্বাস, হর্ষকাব্য)

শুদ্ধ আবিদ্ধের উদাহরণও বিরল নয় ঃ

সমুপনয় মৃণালানি মালতি! তরলয় তালবৃন্তমাবন্তিকে! মূর্ধানং ধাবমানং বধান বন্ধুমতি! কন্ধরাং ধারয় ধারণিকে! সংবাহয় বাহু বলাহিকে; পীড়য় পাদৌ পদ্মাগতি! গৃহাণ গাঢ়মঙ্গমনঙ্গেন! কা বেলা বর্ততে বিলাসবতি! নৈতি নিদ্রা, কথাঃ কথয় কুমুদ্বতি! (হর্ষচরিত, পঞ্চম উচ্ছ্বাস):

তাহলে দেখা যাচ্ছে বাণ বিষয়বস্তু অনুযায়ী জটিল ও সরল দুধরনের পদবন্ধেই সমান

দক্ষ। বহির্জগতের বর্ণনায় তিনি উৎকলিকাপ্রিয়, অন্তর্জগতের চিত্রণে তিনি চূর্ণক বা আবিদ্ধের সরলতায় আকৃষ্ট।

নবোঽর্থঃ জাতিরগ্রাম্যা শ্লেষঃ স্পষ্টঃ স্ফুটো রসঃ।
বিকটাক্ষরবন্ধশ্চ কৃৎস্নমেকত্র দুর্লভম্॥

এই দুর্লভকেই তিনি একত্রসুলভ করার চেষ্টা করেছেন এবং ভবিষ্যৎ রচয়িতাদের কাছে একটি আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে চন্দ্রদেবের বাণপ্রশস্তি স্মরণীয়ঃ

শ্লেষে কেচন শব্দগুম্ফবিষয়ে কেচিদ্ রসে চাপরে-
লংকারে কতিচিৎসদর্থবিষয়ে চান্যে কথাবর্ণনে।
আঃ! সর্বত্র গভীরধীরকবিতাবিন্ধ্যাটবীচাতুরী-
সঞ্চারী কবিকুম্ভিকুম্ভভিদুরো বাণস্তু পঞ্চাননঃ॥

বাণের রচনাকে একটু অন্য চোখে দেখতে হবে। এখনকার সুপ্রীম কোর্টে তার বিচার চলবে না। সেই ভাষা সেই কালের ছবিটা মনে মনে রেখে এগোলে কঠিন ও প্রলম্বতার অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়ঃ

সংস্কৃতভাষার এমন স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানা যন্ত্রের এমন কন্‌সার্ট বাজিয়া উঠে—তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যে, কবিপণ্ডিতে বা বাঙ্‌নৈপুণ্যে পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। সেইজন্য যেখানে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বিষয়কে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক সেখানেও ভাষার প্রলোভন সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয় এবং বাক্য বিষয়কে প্রকাশিত না করিয়া পদে পদে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়।

(প্রাচীন সাহিত্য/কাদম্বরী)

তবু এই প্রলোভনের মধ্যে কিছু সংযমও দেখা যায় মাঝে মাঝে, কথোপকথনের সময় কথাকে দিয়ে কথকের চরিত্রে আলো ফেলা হয়। হর্ষচরিতে এমন সহজসুন্দর আলাপন ছড়িয়ে আছে—সাবিত্রী-সরস্বতী, সরস্বতী-মালতী, প্রভাকরবর্ধন-যশোমতী, রাজ্যবর্ধন-হর্ষবর্ধন, হর্ষ-শবর, হর্ষ-দিবাকর ইত্যাদি। আত্মকথনও আছে সহজসূক্ষ্ম মাত্রায়। বিশেষণের ফ্রেমে বাঁধা সব ছবিই যে মনোরম এমন নয়, তবে মাঝে মাঝেই বিস্ময়ের চমক লাগে বৈ কি ঃ

ছোটো হয়ে আসে নক্ষত্রবতী রাত,
চক্রবাকমিথুনের অভিনন্দিত জ্যোৎস্নের
নদীর মতো, রোদে-আকুল মানুষ
পান করতে থাকে নতুন-ফোটা পারুল-গন্ধি-জল।

স্বল্পাভরণ স্বভাবোক্তির মিছিল দেখি গ্রামের বর্ণনায়। খেটে-খাওয়া মানুষদের কর্মধারা—ওরা বীজ বোনে মাঠে মাঠে। পাকা ধান কাটে।

যেখানে লূতাতন্তুর মতো ঝরে ঝরে যায় প্রীতি। উত্তরীয়ের ঝালর হয়ে দেখা দেয় অশ্রুবিন্দুরা, জলেও জ্বলে ওঠে বিদ্যুতের সারি। মানুষের রুক্ষ দিনের দুঃখের টুকরো ছবির দিকে তাকিয়ে কার নিশ্বাস উষ্ণ হয়ে না উঠবে?

সব কিছুতেই বাণের চোখমেলা বিস্ময় আছে ছড়িয়ে—মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব। তাই সরস্বতীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন ঃ মর্ত্যলোকঃ খলু সর্বাণাং লোকানামুপরি।

হর্ষচরিতের টীকা ও বিদ্যাসাগর সংস্করণ

হর্ষচরিতের একটিমাত্র টীকাই পাওয়া গিয়েছে, তা শংকররচিত। শংকরের টীকাটি খুবই সংক্ষিপ্ত হলেও দুরূহ বা অপ্রচলিত শব্দের অর্থউদ্ঘাটনে এ টীকার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টীকার শেষে তিনি বলেছেন—

দুর্বোধে হর্ষচরিতে সম্প্রদায়ানুরোধতঃ।
গূঢ়ার্থোম্মুদ্রণাং চক্রে শঙ্করো বিদুষং কৃতে॥

(অর্থাৎ দুর্বোধ্য হর্ষচরিতে বিদ্বদ্গোষ্ঠীর অনুরোধে শংকর বিদ্বজ্জনদের জন্যে গূঢ়ার্থ উন্মোচন করলেন)

বিদ্যাসাগরও হর্ষচরিতের দুর্বোধ্যতার কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের হর্ষচরিত প্রকাশের ইতিহাস তাঁর কথাতেই বলা যাক—

বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে গদ্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, আমার পরম বন্ধু, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, অধুনা লোকান্তরবাসী হারাধন বিদ্যারত্ন মহাশয়, জম্বু রাজধানীতে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি আমাকে, একখানি পুস্তক দেখাইয়া, কহিলেন, শ্রীযুত শেষ শাস্ত্রী নামে একটি পণ্ডিত, পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায়, আমার নিকট এই পুস্তকখানি দিয়াছেন। ইহার নাম হর্ষচরিত; ইহা বাণভট্ট প্রণীত। বাণভট্ট প্রণীত, এই কথা শুনিয়া, আমি, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইলাম, এবং পুরস্কারদানের অঙ্গীকার করিয়া, কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে, পুস্তকখানি লইলাম। এইরূপে অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব, অপূর্ব এক গদ্যকাব্য হস্তগত হওয়াতে, আমি কালবিলম্ব না করিয়া নিরতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম।

(বিজ্ঞাপন, ১৮৮৩)

সমাজচিত্র

ছিল রাজধানী, শহুরে চটক, বিলাসবাসন,—শ্রী ও সমৃদ্ধির চিত্র। সুশাসনের সাক্ষ্য তো বটেই। গ্রামশাসক ছিল, বনশাসকও ছিল, তাদের বিভিন্ন পদবীও ছিল। অবাক হতে হয় যখন দেখি সরস্বতী আর সাবিত্রী দুই তরুণী অতুলনীয় রূপ নিয়ে কোনো নদীর তীরে নিকুঞ্জে বাস করছে, সঙ্গে অভিভাবক কেউ নেই। (হুয়েন সাঙকে অবশ্য দস্যুতস্করের হাতে পড়তে হয়েছে প্রান্তদেশে।) সমাজে কত রকমেরই না বৃত্তি ছিল, বোঝা যায় বাণের বন্ধু আর সাঙ্গোপাঙ্গ দেখে। কেউ চারণ, কেউ লেখক, কেউ চিত্রকর, কেউ গায়ক, কেউ নর্তক, কেউ বাদক, কেউ নট, কেউ প্রসাধিকা, কেউ সংবাহিকা, কেউ ধাতুবিদ্যাবসায়ী, কেউ ভাষাকবি, কেউ বর্ণকবি—আরও কত কী?

গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চলেছেন হর্ষ। সেই চিরন্তন দৃশ্য। খড়ের ঘর, পাশে নিম আর বটগাছ, কাছেই আঁখের ক্ষেত। বেড়ায় ঘেরা বাগান। কারো বাঁকে ফল, কারো বাঁকে মৌচাকের মোমের মালা, কেউ বা বয়ে চলেছে মধুর কলসী। কামারশালে হাতুড়ির শব্দ।

ভারীক চলেছে সদ্য-তোলা ধতকীফুলের সম্ভার নিয়ে, তুলোর চাষের জন্যে গাঁটবাঁধা অসংখ্য তুলোর পালা, কারো মাথায় শোণের মল বা অতশী পাটের গাঁট। গাড়িবোঝাই সার চলেছে—ছাই, পচাপাতার সার, কালো ঘুঁটের সার। গোরুর গাড়ি চলেছে। ভার-বোঝাই গাড়ি, গোরুগুলো টানতে পারছে না গাড়ি, শুধু শিং দোলাচ্ছে, চাকায় উঠছে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ!

দীর্ঘাধ্বগ লেখবাহ ডাকহরকরা ছাড়া কী? সারাপথ দৌড়ে এসে হর্ষের হাতে চিঠি দিচ্ছে মেখলক। তার আঙরাখা কাদা-মাখা। এই সব সাধারণ সেবকেরা আন্তরিকতা ও বিনয়ে নম্র, অত্যন্ত বিশ্বস্ত, প্রভুর একান্ত স্বজনের মতো। 'অবিশ্বাস্য কিছু'—একথা বোঝাতে হর্ষ বলেছেন:

যেন পুরাতন সদ্‌ভৃত্যকে বলা—বিশ্বাসঘাতকতা করো।

সমাজে চতুরাশ্রম ও চাতুর্বর্ণ্য প্রচলিত ছিল। আশ্রম ও তপোবনের সঙ্গে গৃহস্থদের যোগাযোগও ছিল। ব্রাহ্মণগৃহ নিত্য অধ্যয়নে মুখর থাকত। ধর্ম বা উপাসনার ব্যাপারে আশ্চর্য ঔদার্য ছিল সমাজে। একই পরিবারে কেউ শিবের উপাসক, কেউ বা সূর্যের। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি সহাবস্থান করত জৈন ও বৌদ্ধধর্ম এবং এই সব ধর্মের নানা বিভাগ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের দৃষ্টান্তও মিলত। বৌদ্ধ সাধক দিবাকর মিত্র আগে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

দিবাকর মিত্রের আশ্রমে বহুরকমের শিক্ষার্থী ছিল—মস্করী, শ্বেতাম্বরী, পাণ্ডুরভিক্ষু, ভাগবতবর্মী, কেশলুঞ্চন, কাপিল, লোকায়তিক, কানাদ, ঔপনিষদিক, ঐশ্বরকারণিক, পূর্বমীমাংসক, শব্দস্ফোটবাদী, পাঞ্চরাত্রিক, আর কত কী? এমন ধর্ম-সমন্বয়ের ছবি সত্যিই দুর্লভ।

সমাজে সতীপ্রথার চল ছিল। প্রভাকরবর্ধনের স্ত্রী স্বামীর মরণ আসন্ন বুঝে আগেই চিতায় প্রবেশ করেন। জ্বলন্ত আগুনে রাজ্যশ্রীর প্রবেশের উদ্যোগ তাঁর অনুমরণের ইচ্ছারই দ্যোতক। অন্যান্য সংস্কারও ছিল। গ্রহবৈগুণ্যেই দুর্দৈব এ বিশ্বাস ব্যাপক ছিল। হর্ষকে রাজ্যবর্ধন রাজ্যচিন্তাভার গ্রহণ করতে বললে তিনি তাকে দুর্দৈব বলেই মনে করলেন—আমার গ্রহগুলো যেন একটি দুষ্ট ক্রীড়ায় মত্ত। পিতৃদেবের মৃত্যুতে হয়তো ভয় ভেঙে গেছে কলির।

কন্যাজন্মকে আজকালকার মতোই খুব প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখা হত না। অপত্যত্বে সমানেঽপি জাতায়াং দুহিতরি দূয়ন্তে সন্তঃ। রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের জন্মের পর উৎসব হল সাড়ম্বরে কিন্তু রাজ্যশ্রীর বেলায় কোনো উৎসব হল না।

প্রভাকরবর্ধন রাজ্যশ্রীর বিয়ের ব্যাপারে রানীর মতামত নিতে গেলে তিনি বললেন—সংবর্ধনমাত্রোপযোগিন্যো ধাত্রীনির্বিশেষা ভবন্তি খলু মাতরঃ, দানে তু প্রমাণমাসাং পিতরঃ-অর্থাৎ মেয়েদের মানুষ করার ব্যাপারে মায়েদের ভূমিকা ধাত্রীর মতোই, বিবাহের ব্যাপারে পিতারাই সিদ্ধান্ত নেবেন। এই উক্তিতে যশোমতীর কোনো চাপা দীর্ঘশ্বাস থাকলেও থাকতে পারে, তবে তিনি বাস্তব দিকটির দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন মনে হয়। যশোমতীর সম্মতি পাবার পরই অবশ্য রাজা মৌখরি বংশের গ্রহবর্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়েছিলেন।

দেশ ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। থানেশ্বরও ছিল এমনি এক রাজ্য। রাজাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে থাকত, চলত রাজনৈতিক দলবাজি ও চক্রান্ত। গ্রহবর্মা ও রাজ্যবর্ধনের

হত্যা এই ধরনের শত্রুতারই পরিণাম।

হর্ষবর্ধন দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে উত্তর ভারতের একটি বৃহৎ অংশকে একতাবদ্ধ করেন এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

হর্ষচরিতে অতিপ্রাকৃত

কথা ও আখ্যায়িকা দুটিতেই আছে অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিন্যাস। বেদপুরাণ রামায়ণ মহাভারতে এবং বাণের পূর্ববর্তী মহাকাব্য নাটকাদিতে অতিপ্রাকৃত উপাদান সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ভারতীয় মানসে স্বর্গমর্ত্যের পারস্পরিকতার বোধ এবং অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস দৃঢ়। তা যে সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হবে এ খুবই স্বাভাবিক। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ সম্বন্ধে গ্যেটের উক্তি স্মরণীয়ঃ স্বর্গ ও মর্ত্য যদি একাধারে দেখতে চাও তাহলে বলব সেই আধারটি হল শকুন্তলা। আর কাব্যজগতে কালিদাসের প্রভাব যে কতখানি তা তো বলে শেষ করা যাবে না।

হর্ষচরিতে প্রথমেই দেখি স্বর্গের মানুষ এসে ঘর বাঁধছে মাটির এই পৃথিবীতে—সরস্বতী আর সাবিত্রী আসছেন শোণনদীতটে বাস করছেন নিকুঞ্জে। সরস্বতী স্পষ্টত বলছেন মর্ত্যলোকই শ্রেষ্ঠ। দেব-মিলন সূত্রেই যে-বংশ, বাণ সেই-বংশের সন্তান। গল্পকথক যতই শক্তিমান হোন দেব যোগ না দেখাতে পারলে তিনি যোগ্য বা সমুচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না।

পুষ্পভূতিবংশের প্রয়োজন হয়েছে ভৈরবাচার্যকে, পেতে হয়েছে অট্টহাস নামে এক অলৌকিক অসি যা শরৎ-আকাশের পুঞ্জীভূত মহিমার মতো। ভৈরবাচার্য বেতাল-সাধনার সহায় হন পুষ্পভূতি। ভূমিতল বিদীর্ণ করে আবির্ভূত হল শ্রীকণ্ঠনাগ যাঁর নামে শ্রীকণ্ঠজনপদের নাম। অকথ্য ভাষায় সে নিন্দা করতে লাগল পুষ্পভূতির। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল রাজার। তিনি আক্রমণ করলেন নাগকে। নাগ যখন বিধ্বস্তপ্রায় তখন আবির্ভূতা হলেন লক্ষ্মী। রাজার শৌর্যরসে আকৃষ্ট হয়ে তিনি এসেছেন। রাজাকে আশীর্বাদ করে তিরোহিত হলেন লক্ষ্মী। ভৈরবাচার্যও লক্ষ্মীর প্রসাদে বিদ্যাধরত্ব লাভ করে ঊর্ধ্বে উত্থিত হলেন। লক্ষ্মীই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন পুষ্পভূতির বংশে জন্মাবে চক্রবর্তী-লক্ষণযুক্ত যুক্ত রাজপুত্রেরা।

এই বংশের চক্রবর্তী লক্ষণ হর্ষ লৌকিক জগতের লোক, কিন্তু তাঁর আবির্ভাবকে লোকোত্তর মর্যাদা দেওয়ার জন্যে বর্ণিত হল রানীর অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত। স্বপ্ন বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে হর্ষচরিতে; প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর আগে হর্ষ স্বপ্নে দেখলেন দাবাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে একটি সিংহ—দুর্নিবারণে দবহুতভুজা দহ্যমানং কেশরিণমদ্রাক্ষীৎ সেই দাবদহনেই, শাবকদের ত্যাগ করে সিংহী ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলাবাহুল্য এখানে প্রবল ব্যাধিতে আক্রান্ত প্রভাকরবর্ধন এবং স্বামীকে মুমূর্ষু জেনে যশোবতীর অগ্নিতে আত্মদান সংকেতিত। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর আগেও হর্ষ স্বপ্ন দেখেছেন একটি গগনচুম্বী লৌহস্তম্ভ বিচূর্ণ হয়ে গেল। জেগে উঠে তিনি ভাবছেনঃ এই সব দুঃস্বপ্ন দেখিয়ে নিয়তি আমার পিছু নিয়েছে কেন।

হর্ষ দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়েছেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ভাস্করবর্মা তার সঙ্গে মৈত্রীর অভিপ্রায়ে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন প্রচুর, তার মধ্যে বিশিষ্ট হল বংশপরম্পরাক্রমে আগত বরুণ-ছত্র আভোগ। অলৌকিক সব গুণের আধার এই ছত্রটি। এটি উভয়ের রাজনৈতিক রৌদ্রতপ্ত পথযাত্রায় শীতল ছায়া বিস্তার করুক এই হয়তো উপহারদাতার

অভিপ্রায় ছিল। রাজ্যশ্রী উদ্ধারের পর আচার্য দিবাকর মন্দাকিনী নামে একাবলী উপহার দিয়েছিলেন হর্ষকে। এই একাবলীও একটি অলৌকিক উপহার। বিরহী চাঁদের অশ্রু মুক্তায় পরিণত হয়েছিল শুক্তির কুক্ষিকোষে। সেই মুক্তাফলগুলি দিয়ে বাসুকি পাতালে রচনা করেন একটি একাবলী হার। নাগার্জুন নামে এক ভিক্ষুকে পাতালে নিয়ে যায় নাগেরা। নাগরাজ বাসুকি তাঁকে উপহার দেন এই একাবলী। হারটি কালক্রমে শিষ্যপরম্পরায় দিবাকর মিত্রের হাতে এসেছে। এটি হল সর্বপ্রাণীর শরীর-রক্ষাবিধানের রক্ষাকবচের মতো। এই দুর্লভ মালিকা যেন অপার মৈত্রীরই প্রতীক।

অতিপ্রাকৃতকে বাণ বাস্তবঘটনার সঙ্গে এমন ক'রে গেঁথেছেন যে তা বর্ণনীয় বিষয়কে রমণীয় করে তুলেছে। ইতিহাস আর পুরাণ একদিন যে প্রায় সমার্থক ছিল এই-সব কবিকৃতিই যেন তার সাক্ষী।

কাদম্বরী পড়েও কেউ প্রশ্ন করে না পাখি কেন কথা বলে, গন্ধর্বেরা মর্ত্য প্রেমে কেন বাঁধা পড়ে।

চরিত্র-চিত্রণ

সরস্বতী ও সাবিত্রী

সরস্বতী বাণীর অধিষ্ঠাত্রী, ব্রহ্মার কুমারী কন্যা। দুর্বাসা সামগান করতে করতে স্বরভ্রষ্ট হলে সরস্বতী হেসে ফেললেন। দুর্বাসার শাপে তাঁকে স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হল। কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীর কাছে সাঙ্গীতিক ত্রুটি অসহনীয় হয়ে উঠতেই পারে, কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত করতে পারেন নি। লঘুপাপে গুরুদণ্ড হতে যাচ্ছে দেখে সাবিত্রী অভিশাপ দিতে যাচ্ছিলেন দুর্বাসাকে, কিন্তু তাঁকে নিবৃত্ত করলেন স্বয়ং সরস্বতী ঃ 'অসংস্কৃতমতয়োঽপি জাত্যৈব দ্বিজন্মানো माननীয়াঃ।' ব্রহ্মা দুর্বাসাকে তাঁর অসহিষ্ণুতার জন্যে তিরস্কার করলেন। এবং শাপের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস করে বললেন, 'পুত্রের মুখদর্শন করে আবার তুমি স্বর্গে ফিরে আসতে পারবে।'

সাবিত্রী সরস্বতীর সঙ্গে মর্ত্যে এলেন। সাবিত্রী সঙ্গে থাকায় সরস্বতীর দুঃখ লাঘব হল। তিনি বললেন, 'প্রিয়সখী, তুমি সঙ্গে থাকলে ব্রহ্মলোকের বিরহ বা শাপজনিত শোক কোনোটাই আমার কাছে বড়ো হয়ে উঠবে না। শুধু কমলাসনের সেবা থেকে বঞ্চিত হব বলে যা দুঃখ।' তাঁরা বাসা বাঁধলেন শোণনদের তটে—লতামণ্ডপে। আশ্চর্য স্পন্দনশীল সরস্বতীর হৃদয়। মর্ত্যলোক তাঁর কাছে স্বর্গের চেয়েও রমণীয় মনে হল। মর্ত্যের ভালোবাসায় বাঁধা পড়লেন সরস্বতী, বাঁধা পড়লেন মর্ত্যের মানুষ দধীচের সঙ্গে। দধীচ যে তাঁর মন রাঙিয়ে গেল সে-কথা সাবিত্রীকে বলেন নি তিনি। বুদ্ধিমতী সাবিত্রী লক্ষণ দেখে বুঝলেন সরস্বতী কামদেবের শরে বিদ্ধ। দধীচের দূতী মালতীর মুখে শুনলেন সব। সাবিত্রীর ভূমিকা এবারে প্রিয়ংবদা বা অনসূয়ার মতো। দুজনের মিলনে যে তিনি সহায় হবেন তা অনুক্ত থাকলেও বোঝা যায়। এর পর সরস্বতীর দধীচের সঙ্গে মিলন ও পুত্রের মুখদর্শন। একটা বছর সরস্বতীর কাছে একটি দিনের মতোই মনে হল। আবার তিনি সাবিত্রীর সঙ্গে স্বর্গে চলে গেলেন। কিন্তু ভালোলাগা মর্ত্যের মাটির স্বপ্ন কি তাঁর দুচোখে লেগে রইল না?

মালতী

মালতী কে? কী বলব? দধীচের দূতী? প্রিয়বান্ধবী? না, তার চেয়েও বেশি —মালতী দধীচের 'উচ্ছ্বসিতমিব'। তিনিই এসে সরস্বতীকে বলেন দধীচের কথা— যা ত্বং দেবি যদেব দৃষ্টাসি দেবেন তত এব আরভ্যাস্য কামো গুরুঃ চন্দ্রমা জীবিতেশঃ মলয়মারুদুচ্ছ্বাসহেতুঃ।' মালতীর কাছে সরস্বতী অকপটে বললেন, 'অয়ি ন শক্নোসি বহু ভাষিতুম্। এষাস্মি স্মিতবাদিনি বচসি স্থিতা। গৃহ্যতামমী প্রাণাঃ।' মালতী এবারে দধীচকে আনতে গেলেন চ্যবনাশ্রম থেকে। কল্পনার চোখে যেন দেখতে পাচ্ছি সানন্দ হৃদয়ে অশ্বারোহিণী মালতী বায়ুবেগে চলেছেন দধীচের কাছে—তাঁকে জানাবেন সরস্বতীর হৃদয়ও তাঁরই জন্যে স্পন্দমান। মালতী শুধু মিলনসাধিকা। এইখানেই তার ভূমিকা শেষ। দধীচের সেবায় এই তরুণী উৎসর্গিতা, দধীচের অনেকখানি হয়েও, কিছুই নয়। তাঁর হৃদয়ের বহির্বাটীতেই তার অবস্থান। মালতীরা যথার্থই কাব্যের উপেক্ষিতা।

যশোমতী

প্রভাকরবর্ধনের মহিষী যশোমতী পতিপ্রেমে সন্তানস্নেহে এবং কর্তব্যনিষ্ঠায় মহীয়সী। তিনি রত্নগর্ভা। রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন ও রাজ্যশ্রীর জননী তিনি। রাজ্যশ্রীকে যৌবনবতী দেখে রাজা যখন তাঁর বিবাহব্যাপারে যশোমতীর মতামত চাইলেন তখন তিনি বললেন, মা কন্যার ধাত্রীর মতো, পালনপোষণই তাঁর প্রধান কাজ, বিবাহব্যাপারে পিতাই আসলে কর্তা। তিনি আরও বললেন, কন্যাকে পরের ঘরে দিতে হয় বলে ছেলের চেয়ে মেয়ের প্রতিই মায়েদের টান বেশি। যশোমতীর কথায় মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-কাতর অনুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে।

রাজ্যশ্রীর বিবাহোৎসবে দেখি যশোমতীও হাতে হাতে কাজ করে চলেছেন। মহিষী-রূপের চেয়ে তার সাধারণ গৃহিণীরূপটি এতে ফুটে উঠেছে। সহমরণ প্রথাগত হলেও রাজার গুরুতর অসুখে তিনি যেভাবে বিহ্বলতা প্রকাশ করেছেন তাতে মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর চিতায় আরোহণ স্বাভাবিক ও আন্তরিক বলেই মনে হবে।

রাজ্যশ্রী

হর্ষবর্ধনের ছোটোবোন রাজ্যশ্রী রূপেগুণে অদ্বিতীয়া। যৌবনবতী হয়ে তিনি সমস্ত তরুণ রাজাদের লক্ষ্য হলেন। গ্রহবর্মা তাঁর পাণিপ্রার্থী হলে রাজা তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন, রাজ্যশ্রীকে তার হাতেই তুলে দিলেন। কিন্তু বিধি বাম। অল্পদিনের মধ্যেই মালবরাজের হাতে নিহত হলেন গ্রহবর্মা, রাজ্যশ্রী নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। বন্ধনমুক্ত হয়ে তিনি সহচরীদের নিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে এলেন। ভাগ্য-বিড়ম্বিত হয়ে প্রাণধারণ নিরর্থক মনে হল তাঁর কাছে। আত্মাহুতিকেই একমাত্র পথ বলে বেছে নিলেন তিনি। রাজ্যশ্রীর অন্বেষণে এসে হর্ষবর্ধন যখন দিবাকর মিত্রের আশ্রমে, তখন পারাশরী ভিক্ষু প্রাণদানে উদ্যত রাজ্যশ্রীকে রক্ষা করার আবেদন জানালেন। ভিক্ষু তাঁর দেখা রমণীলক্ষ্মীর যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা থেকেই রাজ্যশ্রীর ব্যক্তিত্ব, মাধুর্য এবং শোকবিহ্বলভাব চিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অশ্রুর প্রস্রবণে তিনি সলিলময়ী, শূন্যতায় আকাশময়ী। তিনি যেন মন্দাকিনীর ক্ষীয়মাণা মৃণালিনী। বৎসে, মাতঃ, ভগিনি, দেবি, আয়ুষ্মতি, কল্যাণি, চন্দ্রমুখি ইত্যাদি কোনো সম্বোধনই এই নারীর পক্ষে যথাযোগ্য মনে হয় নি তার কাছে। হর্ষ তাঁর

ভাগ্যহীনা ভগিনীর কাছে দাঁড়ালেন। দিবাকর মিত্রের অমৃতবাণীতে শোক প্রশমিত হল রাজ্যশ্রীর। তিনি কাষায় গ্রহণের অনুমতি চাইলেন হর্ষবর্ধনের কাছে। হর্ষবর্ধন তাঁকে তথাগতের দুঃখনাশী দর্শনচর্চায় কাটাতে বললেন দিবাকর মিত্রের সান্নিধ্যে। তিনি শত্রুনাশ করে ফিরে এলে দুজনেই একসঙ্গে কাষায় গ্রহণ করবেন। রাজশ্রী প্রজ্ঞাবতী। তিনি অগ্রজের অনুরোধ শিরোধার্য করলেন।

রাজ্যবর্ধন

বীরত্বে, পিতৃভক্তিতে এবং ভ্রাতৃ-বাৎসল্যে রাজ্যবর্ধন আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। পিতৃ-আজ্ঞায় তিনি দুর্ধর্ষ হূনদের দমন করতে গিয়েছিলেন। রাজধানীতে ফেরার আগেই প্রভাকর বর্ধন প্রয়াত হলেন, তাঁর কিছু আগেই মৃত্যুবরণ করলেন মা যশোমতী। সংবাদ পেয়ে রাজ্যবর্ধন যখন রাজধানীতে এলেন তখন তাঁর সারা অঙ্গ ধুলায় ধূসর, ক্ষতগুলোতে দীর্ঘ পট্টক। শোকের প্রতিমূর্তি যেন। বুকের উপর রাখলেন হর্ষের বুক, যেন অশ্রুতে অভিষেক হল হর্ষের। হর্ষকে বললেন, গ্রহণ করো রাজলক্ষ্মী, আমি তরবারি ত্যাগ করলাম। ইতিমধ্যে ভৃত্য সংবাদক এসে জানালো মালবরাজের চক্রান্তে নিহত হয়েছেন গ্রহবর্মা আর রাজ্যশ্রী নিক্ষিপ্ত হয়েছেন কান্যকুব্জের এক কারাগারে। এসংবাদে রাজ্যবর্ধনের শোক অসির ঝঙ্কারে পরিণত হল। রাজ্যের ভার হর্ষবর্ধনকে দিয়ে তিনি মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন, তাঁকে পরাজিতও করলেন, কিন্তু নিজে নিহত হলেন গৌড়াধিপতির হাতে।

রাজ্যবর্ধন নিজের শৌর্যে বিশ্বাসী ছিলেন, কূটনীতি তার তেমন রপ্ত ছিল না, তাই রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হলেন তিনি।

হর্ষবর্ধন

যশোমতীর দোহদ থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ভাবী সন্তান এক অসাধারণ পুরুষ হবেন। হর্ষ তাই হয়েছিলেন। ভারত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর নাম।

শৈশবেই হর্ষের মধ্যে সাহস ও শক্তির সমন্বয় দেখা যায়। হূণদের দমন করবার জন্যে প্রভাকরবর্ধন যখন রাজ্যবর্ধনকে পাঠালেন তখন হর্ষও তাঁর সহগামী হলেন। তাঁর বয়স তখন ১৪-১৫ মাত্র। কিন্তু কিছুদূরে গিয়েই বালকোচিত উচ্ছ্বাসে তিনি তরাই অঞ্চলে শিকারে মত্ত হয়ে সমস্ত বনকে নিঃসত্ত্ব করে তুললেন। ইতিমধ্যে পিতার অসুস্থতার সংবাদ এল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজধানীতে ছুটলেন। পিতাকে রোগশয্যায় দেখে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন হর্ষ। এরই মধ্যে নিদারুণ শোকাঘাত পেলেন তিনি। স্বামীকে মুমূর্ষু দেখে তাঁর মৃত্যুর আগেই অগ্নিপ্রবেশ করলেন যশোমতী। এরপর প্রয়াত হলেন প্রভাকরবর্ধন। শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন হর্ষ। বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, অমাত্য, বেদান্তী অনেক উপদেশ দিয়ে হর্ষকে প্রকৃতিস্থ করলেন। এবারে হর্ষের চিন্তা তাঁর অগ্রজের জন্যে। তাঁর ভয় রাজ্যবর্ধন পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে হয়তো প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। রাজ্যবর্ধন ফিরলেন। দুই ভাইয়ের মিলনদৃশ্য বড়ো করুণ। অগ্রজের হৃদয়বার্তা হর্ষ জানতেন। তিনি যা অনুমান করেছিলেন তাই ঠিক—হর্ষের উপর রাজ্যভার দিয়ে তিনি কাষায় ধারণ করতে চান। হর্ষ নির্লোভ, অনাসক্ত, অগ্রজ বর্তমানে রাজ্যভার গ্রহণ তাঁর কাছে অসম্ভব, অবাস্তব। হর্ষ অগ্রজের এই প্রস্তাবকে চরম দুর্দৈব বলে মনে করলেন। ইতিমধ্যে পট পরিবর্তন হল। গ্রহবর্মার নিধন ও রাজ্যশ্রীর কারাবন্ধনের সংবাদ শুনে মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন

করলেন রাজ্যবর্ধন। হর্ষ তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন। রাজ্যবর্ধন অসম্মত হলে হর্ষ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন ঃ তুমি যদি ভাব আমি অসমর্থ, তা হলে বলব, আমি পরীক্ষিত হলাম কোথায়? আর যদি ভাব আমিই রক্ষণীয় তাহলে বলব তোমার ভুজপঞ্জরই আমার আশ্রয় স্থান।' কিন্তু রাজ্যবর্ধন তাঁকে যখন বোঝালেন ক্ষুদ্র শত্রুর বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তির সমাবেশে শত্রুর গুরুত্বই বাড়িয়ে দেবে তখন হর্ষ নিরস্ত হলেন। যুক্তিকে হৃদয়াবেগের চেয়ে বড়ো মনে করলেন। অনর্থ ছিদ্রপথেই বহুল হয়ে পড়ে। হর্ষ দুঃসংবাদ পেলেন, মালবরাজকে পরাজিত করে ফেরার পথে গৌড়রাজ বিশ্বাস-ঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে বধ করেছে। স্তম্ভিত অশ্রু নিয়ে গৌড়রাজকে বধ করার সংকল্প নিলেন হর্ষ। কিন্তু কারা-মুক্ত রাজ্যশ্রী বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশ করেছেন একথা শুনে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে বিন্ধ্যাটবীতে এলেন তিনি। দিবাকর মিত্রের সহায়তায় ভগ্নীকে অগ্নিপ্রবেশের সংকল্প থেকে নিরস্ত করলেন শুধু এই আশ্বাসে যে গৌড়রাজকে বধ করে ভাইবোন দুজনেই কাষায় ধারণ করবেন।

হর্ষ শৈব হলেও ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন উদার। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। নিজে উদার-মতাবলম্বী বলেই তাঁর রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থান সম্ভব হয়েছিল। 'হর্ষচরিতে' হর্ষকে প্রথম দেখা গেল রাজসভায়। সভা আলো করে বসে আছেন তিনি অনুপম কান্তি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে। কবি বাণভট্টের উদ্দেশ্যে 'মহান্ অয়ং ভুজঙ্গঃ' বলে কটাক্ষ করলেও, পরে যে তিনি তাঁকে সাদরে সভাকবি হিসেবে গ্রহণ করে-ছিলেন এতে তাঁর গুণগ্রাহিতারই পরিচয় ফুটে ওঠে।

অসমাপ্ত গ্রন্থে হর্ষের যতটুকু পরিচয় বাণ তুলে ধরেছেন তা থেকেই এই রাজচক্রবর্তী আমাদের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

দিবাকর মিত্র

দিবাকরের আশ্রম ছিল বিন্ধ্যাটবীতে। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, ছিলেন গ্রহবর্মার সুহৃদ। পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা নানা দেশের, এবং নানা ধর্মমতের। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মধুর ধ্বনিতে চারদিক মুখর। তরু-লতা-পশু-পাখিদের মধ্যে এই আশ্রম। রাজ্যশ্রীর অন্বেষণে দিবাকর মিত্রের কাছে এলেন হর্ষ। তাঁকে দেখে মন ভরে গেল হর্ষের। হর্ষকে পেয়ে দিবাকরও আনন্দিত। দিবাকর কীভাবে হর্ষের উপকার করতে পারেন তা জিজ্ঞেস করলেন। অকিঞ্চন তিনি, থাকবার মধ্যে আছে বিন্দু-কল্প বিদ্যা। দিবাকরের কাছে হর্ষ এখানে আসবার কারণ বললেন। হঠাৎ এক ভিক্ষু এসে জানালেন একটি নারী আগুনে প্রাণ দিতে উদ্যতা। দিবাকর সবাইকে নিয়ে সেখানে এলেন। যিনি জীবনের অর্থ হারিয়েছিলেন দিবাকরের অমৃতবর্ষী বাণীতে তিনি তা ফিরে পেলেন। দিবাকরের কাছে রইলেন রাজ্যশ্রী, হর্ষ শত্রু দমন করে ফিরে এলে ভাইবোন দুজনেই কাষায় ধারণ করবেন এই আশায়।

দিবাকর ধর্ম ও কর্তব্যের মধ্যে আপাততঃ কর্তব্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, হর্ষ যা চান তোমাকে তা-ই করতে হবে—যদি ভ্রাতেতি যদি জ্যেষ্ঠ ইতি যদি বৎসল ইতি যদি গুণবানিতি যদি রাজেতি সর্বথা স্থাতব্যমস্যা নিয়োগে।

বাণ

হর্ষচরিত হর্ষের চরিতকথা হলেও প্রথম দিকে প্রায় তিনটি উচ্ছ্বাসে বাণ নিজের কথা বলেছেন। এ থেকে বাণের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়।

শৈশবেই মাতৃহীন হন বাণ। পিতাই ছিলেন একাধারে পিতা ও মাতা। পিতৃ-সান্নিধ্যে তাঁর হৃদয়গত গুণ সবই পেলেন বাণ। কিন্তু যৌবনের মুখেই পিতাকেও হারালেন তিনি। ঘরের বাঁধন গেল শিথিল হয়ে। বাউণ্ডুলে হয়ে গেলেন তিনি। সঙ্গীদের সঙ্গে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বিচিত্র বৃত্তির সঙ্গীরা—গায়ক-বাদক নর্তক-নর্তকী, জাদুকর, নট-নটী আরও কত কী! বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল বাণের। শুধু অভিনয় করে আর নেচে গেয়ে বেড়ানোই সব নয়, দেখলেন রাজকুল, গুরুকুল, বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী। যা দেখেন বোঝার চেষ্টা করেন। তাঁর কাব্যসাধনায় এই নানান্‌ ঘাটের-জল-খাওয়াটা যে কাজে এসেছিল তা বলাই বাহুল্য। ফিরলেন বন্ধুবান্ধব ও স্বজনদের মধ্যে। তরী এবারে কূলে ভিড়ল। এবারে গার্হস্থ্য জীবনের সুখশান্তির স্বপ্ন নিয়ে কাটবে। ইতিমধ্যে আহ্বান এল হর্ষের ভাই কৃষ্ণের কাছ থেকে। তিনি তাঁকে রাজার সঙ্গে দেখা করতে বললেন অবিলম্বে। বাণ সম্বন্ধে রাজার মনোভাব যে বদলেছে সেকথাও কৃষ্ণ জানালেন। কৃষ্ণের চিঠি পেয়ে চিন্তিত হলেন বাণ। রাজ-সভার বাঁধনে বাঁধা পড়াটা কি ঠিক হবে? মন-জুগিয়ে চলা, ওজন করে কথা বলা এ-সব পোষাবে না তাঁর।

কিন্তু কৃষ্ণদেবের আন্তরিকতা, তাঁকে বাস্তবদিক বিবেচনা করে দেখার অনুরোধ—এর কি কোনো মূল্য নেই? তা ছাড়া বাণ সম্পর্কে লোকের ধারণা ভালো নয়, তারও তো একটা জবাব দেওয়ার দরকার। রাজার পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর গুণপনার পরিচয় দিতে পারবেন। বাণ নানাদিক বিবেচনা করে রাজদর্শনে যাওয়াই ঠিক করলেন। অবাক হলেন প্রাসাদচত্বরের পরিবেশ দেখে। অবশেষে রাজদর্শন। হ্যাঁ সম্ভ্রম জানানোর মতোই তাঁর আকৃতি। কিন্তু রাজা যখন বাণকে দেখে কটাক্ষ করলেন 'মহানয়ং ভুজঙ্গঃ' বলে, বাণের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। তিনি ভুলেই গেলেন যে রাজাধিরাজ হর্ষবর্ধনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। স্পষ্টতঃ প্রশ্ন রাখলেন 'কা মে ভুজঙ্গতা?' নির্দ্বিধায় বললেন 'আপনি পরের কথায় কান দিয়ে ভ্রান্তধারণা পোষণ করছেন। আমি প্রখ্যাত ব্রাহ্মণবংশজাত, যথাকালে আমার উপনয়নাদি সংস্কার হয়েছে। সাঙ্গ বেদ আমার অধীত, বহু শাস্ত্র আমি শ্রবণ করেছি। দারপরিগ্রহ করে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করছি। আমার উচ্ছৃঙ্খলতা কোথায় দেখলেন? ছেলেবেলার চাপল্যটাই বড়ো হল, আর এ-সবই মিথ্যে?

বোঝা গেল বাণের নৈতিক ক্রোধ রাজা সঙ্গত বলেই মনে করেছেন। তিনি শুধু বললেন 'এবামস্মাভিঃ শ্রুতম্‌'। পাকা জহুরী কি রত্ন চিনতে ভুল করেন? বাণ সমাদৃত হলেন রাজকুলে। আত্মসমালোচনায় কুণ্ঠিত ছিলেন না বাণ! তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন 'অতিদাক্ষিণঃ খলু দেবো হর্ষঃ'।

এই দুই গুণী যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকেন নি ইতিহাসের পক্ষে তা কল্যাণকর হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১ আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা ।
কথানিকেতি মন্যন্তে গদ্যকাব্যং চ পঞ্চধা ॥
কর্তৃবংশপ্রশংসা স্যাদত্র গদ্যেন বিস্তরঃ ।
কন্যাহরণ-সংগ্রাম-বিপ্রলম্ভবিপত্তয়ঃ ॥
ভবন্তি যত্র দীপ্তাশ্চ রীতিবৃত্তিপ্রবৃত্তয়ঃ ।
উচ্ছ্বাসৈশ্চ পরিচ্ছেদো যত্র যা চূর্ণকোত্তরা ॥
বক্ত্রং বাপরবক্ত্রং বা যত্র সাখ্যায়িকা স্মৃতা ।

—অগ্নিপুরাণ, কাব্যশাস্ত্রীয়
বিভাগ ১।১২—১৫

আখ্যায়িকা কথাবৎ স্যাৎ কবের্বংশানুকীর্তনম্
অস্যামন্যকবীনাং চ বৃত্তং পদ্যং ক্বচিৎ ক্বচিৎ ।
কথাংশানাং ব্যবচ্ছেদ আশ্বাস ইতি বধ্যতে ।
আর্যাপবক্ত্রাপবক্ত্রাণাং ছন্দসা যেন কেনচিৎ ।
অন্যাপদেশেনাশ্বাসমুখেন ভাবার্থসূচনম্ ।

সাহিত্যদর্পণ৬/৩৩৪—৩৩৬

লক্ষণীয়—সাহিত্যদর্পণে বিষয়বিভাগকে 'উচ্ছ্বাস' না বলে 'আশ্বাস' বলা হয়েছে।

২ হর্ষচরিতে বাণ-বংশলতিকাঃ

বৎস্য
|
কুবের (বৎস্যবংশজাত)
|
অচ্যুত | ঈশান | হর | পাশুপত
পাশুপত
|
অর্থপতি
|
ভৃগু | হংস | শুচি | কবি | মহীদত্ত | ধর্ম | জাতবেদাঃ | চিত্রভানু | ত্র্যক্ষ | অহিদত্ত | বিশ্বরূপ
চিত্রভানু
|
বাণ

কাদম্বরীতে বাণবংশাবলী

ব্রহ্মা
|
পুলহ
|
বাৎস্য
|
কুবের
|
অচ্যুত | ঈশান | হর | পাশুপত
পাশুপত
|
অর্থপতি
|
চিত্রভানু
|
বাণভট্ট
|
ভূষণভট্ট
(নামান্তর ভূষণবাণ, পুলিন্দ, পুলিন)

৩. এই ধরণের দুরূহ শব্দের কয়েকটি উদাহরণ ঃ
অনপাচীন (=অবিরুদ্ধ), অবট (=গর্ত), আসন্দি (=পিঁড়ে), আপীড় (=স্তবক), উচ্চিত (=জবুথবু), কশিপু (=আহার ও আচ্ছাদন), কুকূল (=তুষাগ্নি), কাপেয় (= চাপল্য), খেটন (=সেবা), খল্লক (= দুঃখী, দরিদ্র), ঘূর্ণি (=সূর্য), চিপিটক (স্থূল), জঙ্ঘাল (=বেগবান), নৈচিকী (=বরাঙ্গ), পেটক (স্থূল), বশিক (=শূন্য), বিকির (কুক্কুট), বীঘ্রক (=বিমল), ব্যাস (=বিকাশ), শীকামান (=সিচ্যমান)—ইত্যাদি।

৪. এখনকার কনৌজ (Kanauj) ঃ
উত্তর প্রদেশের ফারাক্কাবাদ জেলায় শহর। কানপুর থেকে ৮১ কি. মি.)

৫. শংকরের সময় সম্বন্ধে এ মত রমেশ চন্দ্র মজুমদারের। P. V. KANE বলেন ঃ As to the age of the commntator, we can give only an approximate result. As he either names or quotes from Rajsekhara, Udbhata and Dhanyaloka, he is later than the 9th centary AD.

৬. 'তিনটি সমসাময়িক বিবরণে একই ঘটনা সম্বন্ধে এই প্রকার বিরোধিতা দেখিলে স্বতই তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। তারপর ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বাণভট্ট, ও হুয়েনসাঙ উভয়েই শশাঙ্কের পরম বিদ্বেষী, তাঁহাদের গ্রন্থের নানা-স্থানে শশাঙ্ক সম্বন্ধে অশিষ্ট উক্তি ও অলীক কাহিনীতে এই বিদ্বেষভাব প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র এই দুজনের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিল, এই মত গ্রহণ করা সমীচীন নহে'।—বাংলাদেশের ইতিহাস রমেশচন্দ্র মজুমদার ১ম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ পৃ২৮।

সুভাষিত

প্রথম উচ্ছ্বাস

১. কিয়দ্দূরং বা চক্ষুরীক্ষতে ?
চোখ আর কতটুকুই বা দেখে ?

২ বিশুদ্ধয়া হি ধিয়া পশ্যন্তি কৃতবুদ্ধয়ঃ সর্বানর্থানসতঃ সতো বা।
বুদ্ধিমানেরা বিশুদ্ধ বুদ্ধি নিয়ে ভালোমন্দ সব কিছু বিচার করেন।

৩. নিসর্গবিরোধিনী চেয়ং পয়ঃপাবকয়োরেকত্র বৃত্তিঃ।
জল আর আগুনের এই একত্র অবস্থান প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

৪ আলোকমপহায় কথং তমসি নিমজ্জসি ?
আলো ছেড়ে কেন অন্ধকারে মগ্ন হচ্ছ ?

৫ ক্ষমা হি মূলং সর্বতপসাম্।
ক্ষমা সমস্ত তপস্যার মূলে।

৬ পরদোষদর্শনদক্ষা দৃষ্টিরিব কুপিতা বুদ্ধির্ন আত্মদোষং পশ্যতি।
পরের দোষ দর্শনে দক্ষ দৃষ্টির মতো ক্রোধকলুষ বুদ্ধি নিজের দোষ দেখতে পায় না।

৭ অতিরোষণশ্চক্ষুষ্মানন্ধ এব জনঃ।
অতিকোপন ব্যক্তি চোখ থাকতেও অন্ধ।

৮. ন হি কোপকলুষিতা বিমৃশতি মতিঃ কর্তব্যমকর্তব্যং বা।
কোপকলুষ বুদ্ধি কর্তব্য-অকর্তব্য বুঝতে পারে না।

৯. দৈবস্য বামা বৃত্তয়ঃ।
দৈবের গতি বিপরীতমুখী।

১০ অনবরতনয়নজলসিচ্যমানশ্চ তরুরিব বিপল্লবোঽপি সহস্রধা প্ররোহতি শোকঃ।
অনবরত অশ্রুজলসেকে পল্লবহীন তরুর মতো শোকও সহস্রগুণে বৃদ্ধি পায়।

১১ অতিসুকুমারং চ জনং সন্তাপপরমাণবো মালতীকুসুমমিব গ্লানিমানয়ন্তি।
সন্তাপপরমাণুরা অতিকোমল ব্যক্তিকে মালতীকুসুমের মতো শুকিয়ে দেয়।

১২ সহজস্নেহপাশগ্রন্থিবন্ধনাশ্চ বান্ধবভূতা দুস্ত্যজা জন্মভূময়ঃ।
সহজস্নেহ পাশের গ্রন্থিতে বাঁধা বন্ধুতে-পরিণত জন্মভূমি ত্যাগ করা খুবই কঠিন।

১৩. দারয়তি দারুণঃ ক্রকচপাত ইব হৃদয়ং সংস্তুতজনবিরহঃ।
প্রিয়জনের বিরহ নিষ্ঠুর করাতের মতো হৃদয়কে চিরে দেয়।

১৪ সহজলজ্জাধনস্য প্রমদাজনস্য প্রথমাভিভাষণমশালীনতা।
সহজলজ্জা যাদের সম্পদ সেই প্রমদাজনের প্রথম কথা শুরু করা অশালীনতা।

১৫ সতাং হি প্রিয়ংবদতা কুলবিদ্যা। সুভাষিতা সজ্জনদের কুলবিদ্যা।
অক্ষীণঃ খলু দাক্ষিণ্যকোশো মহতাম্। সজ্জনদের দাক্ষিণ্যকোশের ক্ষয় হয় না।

১৬. উত্তমানাং তু চিরন্তনতা জনয়ত্যনুজীবিন্যপি জনে কিয়ন্মাত্রমপি মন্দাক্ষাম্।
দীর্ঘকালীনতা পরিচারকদের প্রতি সজ্জনদের উপেক্ষার ভাব জন্ম করে।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

১৭ ন চ তত্তথা ন সন্তোব তে যেষাং সতামপি সতাং ন বিদ্যন্তে মিত্রোদাসীনশত্রবঃ
সজ্জনদের মধ্যেও এমন কখনও হয় না যে তাদের বন্ধু উদাসীন (মধ্যস্থ) এবং তাদের শত্রু থাকবে না।

১৮ সলিলানীব গতানুগতিকানি লোলানি খলু ভবন্ত্যবিবেকিনাং মনাংসি।
যারা বিবেকবান নয় তাদের মন জলের মতোই গতানুগতিক ও চঞ্চল।

১৯. স্বৈরিণো বিচিত্রাশ্চ লোকস্য স্বভাবাঃ প্রবাদাশ্চ।
লোকের স্বভাব এবং জনশ্রুতি স্বেচ্ছাবিহারী ও বিচিত্র।

২০. মহদ্ভিশ্চ যথার্থদর্শিভির্ভবিতব্যম্।
যাঁরা মহৎ তাঁদের যথার্থদর্শী হওয়া উচিত।

২১ অনুপাচীর্নাচিত্তবৃত্তিগ্রাহিণ্যো হি ভবন্তি প্রজ্ঞাবতাং প্রকৃতয়ঃ।
প্রজ্ঞাবানদের প্রকৃতি অকলুষ চিত্তবৃত্তির ধারক।

২২. উপদিশন্তি হি বিনয়মনুরূপপ্রতিপত্ত্যুপপাদনেন বাচা বিনাপি ভর্তব্যানাং স্বামিনঃ।
প্রভুরা কিছু না বলেও সেবকদের যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে বিনয় শিক্ষা দেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

২৩ মাননীয়ং চ গুরুবন্নোল্লঙ্ঘনমর্হতি গুরোরাসনম্।
গুরুর মতো গুরুর মাননীয় আসনও উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

২৪. প্রতনুগুণগ্রাহ্যাণি কুসুমানীব হি ভবন্তি সতাং মনাংসি।
সজ্জনদের মন সূক্ষ্মগুণ (-তন্তু) গ্রাহ্য কুসুমের মতো হয়।

২৫ ভুজে বীর্যং নিবসতি সতাং ন বাচি।
সজ্জনদের বাহুতে বীর্যের বাস, কথায় নয়।

২৬ বীরাণাং ত্বপুনরুক্তাঃ পরোপকারাঃ।
বীরদের পরোপকার কখনও পুনরুক্ত হয় না।

২৭. অদূরব্যাপিনঃ ফল্গুচেতসানাং মনোরথাঃ।
সংকীর্ণচেতাদের মনোরথ সুদূরপ্রসারী নয়।

২৮. সতাং তু ভুবি বিস্তারবত্যঃ স্বভাবেনৈবোপকৃতয়ঃ।
সজ্জনদের উপকার স্বভাবতই পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে।

২৯ প্রত্যুপকারদুষ্প্রবেশাস্তু ভবন্তি ধীরাণাং হৃদয়াবষ্টম্ভাঃ।
ধীর পুরুষদের হৃদয়গর্ব প্রত্যুপকারের নাগাল থেকে দূরে থাকে।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

৩০. ভক্তজনানুরোধাবধেয়ানি তু ভবন্তি দেবতানাং মনাংসি।
দেবতাদের মন ভক্তজনের প্রার্থনায় প্রভাবিত হয়।

৩১. প্রথমং রাজ্যাঙ্গং দুর্লভাঃ সদ্ভৃত্যাঃ।
দুর্লভ সদ্ভৃত্যেরা রাজ্যের প্রধান অঙ্গ।

৩২. শল্যং হৃদয়ে নিক্ষিপন্তি অতিমার্গণাঃ।
অতিযাচনা হৃদয়ে শল্য নিক্ষেপ করে।

৩৩. যৌবনারম্ভ এব চ কন্যাকানামিন্ধনীভবন্তি পিতরঃ সন্তাপানলস্য।
কন্যাদের যৌবনারম্ভে পিতারা (কন্যাজন্মজনিত) সন্তাপানলের ইন্ধন হয়।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

৩৪. প্রজাভিস্তু বর্ধমন্তো রাজানঃ, ন জ্ঞাতিভিঃ।
প্রজাদের দিয়ে রাজারা বর্ধমান, জ্ঞাতিদের দিয়ে নয়।

৩৫ সামান্যোঽপি তাবচ্ছোকঃ সোচ্ছ্বাসং মরণম্।
সামান্য শোকও নাভিশ্বাস উঠে মরার মতো।

৩৬ অভিনন্দন্তি হি স্নেহকাতরাপি কুলীনতা দেশকালানুরূপম্।
স্নেহবিহ্বল হলেও কৌলীন্য দেশকালের অনুরূপ কর্মধারা অনুমোদন করে থাকে।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

৩৭ যঙ কিল শোকঃ সমভিভবতি তং কাপুরুষমাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ।
শোক যাকে অভিভূত করে শাস্ত্রবিদ্‌রা তাকে কাপুরুষ বলেন।

৩৮ স্ত্রিয়ো হি বিষয়ঃ শুচাম্।
শোক স্ত্রীলোকেরাই করে।

৩৯ প্রতাপসহায়া হি সত্ত্ববন্তঃ।
যারা প্রাণবান প্রতাপই তাঁদের সহায়।

৪০ পিশাচানামিব নীচাত্মনাং চরিতানি ছিদ্রপ্রহারীণি প্রায়শো ভবন্তি।
পিশাচদের মতো নীচাত্মাদের চরিত্র প্রায়ই ছিদ্রান্বেষণ করেই আঘাত করে থাকে।

৪১. হরিণার্থমিতহ্রেপণঃ সিংহসম্ভারঃ।
হরিণই যা করতে পারে তার জন্যে সিংহসম্ভার সাজানোটা লজ্জাকর।

৪২ তৃণানামুপরি কতি কবচয়ন্ত্যাশুশুক্ষণয়ঃ।
খড় পোড়াতে আর বর্ম পরে আসে কোন্ আগুনের দল?

৪৩ কৃতান্তস্য কঃ পরিপন্থী?
যমের পরিপন্থী কে হতে পারে?

৪৪. ছত্রচ্ছায়ায়ামন্তরিতরবয়ো বিস্মরন্ত্যন্যং তেজস্বিনং জড়ধিয়ঃ।
ছত্রচ্ছায়ায় সূর্যের আড়ালে থেকে নির্বোধেরা অন্য তেজস্বীদের কথা ভুলে যায়।

৪৫ অপরিমিতযশঃপ্রকরবর্ষী বিকাসী বীররসঃ।
বিকাশশীল বীররস অপর্যাপ্ত যশোধারা বর্ষণ করে।

৪৬. রিপুরুধিরশীকরাসারেণ ভূরিব স্ত্রীরপানুরজ্যতে।
শত্রুর রক্তজলকণায় পৃথিবীর মতো রাজলক্ষ্মীও রাঙা হয়ে ওঠেন।

৪৭ ন চ স্বপ্নদৃষ্টেষ্বিব ক্ষণিকেষু শরীরেষু নিবধ্নন্তি বন্ধুবুদ্ধিং প্রবুদ্ধাঃ।
স্বপ্নে দেখা ক্ষণস্থায়ী জিনিসের মতো এই শরীরটাকে প্রাজ্ঞেরা কখনও বন্ধু বলে মনে করে না।

৪৮. স্থায়িনি যশসীব শরীরধীর্ধীরাণাম্।
ধীরেরা স্থায়ী যশকে আসল শরীর বলে মনে করেন।

সপ্তম উচ্ছ্বাস

৪৯. অতত্ত্বদর্শিনো হি ভবন্ত্যবিদগ্ধানাং ধিয়ঃ।
যারা বিদগ্ধ নয় সত্যদর্শন তাদের হয় না।

৫০ বালবিদ্যাঃ খলু মহতামুপকৃতয়ঃ।
উপকারধর্মটা মহৎদের বালবিদ্যার মতো।

৫১. সেবাভীরবো হি সন্তঃ।
সজ্জনেরা সেবাভীরু (অন্যের দাসত্ব তাদের অভিপ্রেত নয়)

৫২. আত্মার্পণং হি মহতামমূলমন্ত্রময়ং বশীকরণম্।
আত্ম-উৎসর্গ মহৎদের মন্ত্রহীন বশীকরণের মতো।

অষ্টম উচ্ছ্বাস

৫৩ প্রায়শ্চ জনস্য জনয়তি সুহৃদপি দৃষ্টো ভৃশমাশ্বাসনম্।
প্রায়ই সুহৃদ্‌দর্শন লোকের আশ্বাস জন্মায়।

৫৪ অভিগমনীয়াশ্চ গুণাঃ সর্বস্য।
সকলের গুণটিই অনুকরণীয়।

৫৫. কস্য ন প্রতীক্ষ্যো মুনিভাবঃ।
মুনিভাব করে না ঈপ্সিত ?

৫৬. অলংকারো হি পরমার্থতঃ প্রভবতাং প্রশ্রয়াতিশয়ঃ, রত্নাদিকন্তু শিলাভারঃ।
প্রভাবশালীদের প্রীতির আধিক্যই আসল অলংকার, রত্নাদি শিলাভার মাত্র।

৫৭ কিং নাম নালোক্যতে জীবদ্ভিরদ্ভুতং।
জীবিতেরা কত অদ্ভুত জিনিসই না দেখে !

৫৮ পরলোকসাধনং চ ধর্মো মুনীনাম্।
মুনিদের পরের কল্যাণ করাই ধর্ম। অথবা পরকালের পথ প্রস্তুত করাই মুনিদের ধর্ম।

৫৯ সাধুজনশ্চ সিদ্ধক্ষেত্রমার্তবচসাম্।
সাধুজন দুঃখীদের বাণীর সিদ্ধায়তন।

৬০ শোকো হি নাম পর্যায়ঃ পিশাচস্য।
শোক হল পিশাচশব্দের সমার্থক।

৬১ সর্বমক্ষিণী নিমীল্য সোঢ়ব্যমমূঢেন মর্ত্যধর্মণা।
বুদ্ধিমান মর্ত্যধর্মীদের উচিত চোখ বুজে সব সহ্য করা।

৬২ সর্বমাত্মনোঽনশ্বরং বিশ্বং নশ্বরম্।
আত্মার সবই অবিনশ্বর, বিশ্বই নশ্বর।

৬৩ একোঽপি প্রতিসংখ্যানক্ষণ আধারীভবতি ধৃতেঃ।
বিবেকের একটি মুহূর্তও ধৈর্যের পক্ষে বড়ো সহায়।

৬৪ ভব্যা ন দ্বিরুচ্চারয়ন্তি বাচম্।
সজ্জনেরা এক কথা দুবার বলেন না।

× × × × × × ×·× × হর্ষচরিত × × × × × × × × ×

প্রথম উচ্ছ্বাস

উন্নতমস্তকচুম্বী চন্দ্ররূপ চামরে শোভমান ত্রিভুবনরূপ নগরনির্মাণের মূলস্তম্ভ শম্ভুকে নমস্কার[২]। ১॥

হরকণ্ঠ আলিঙ্গনে নিমীলিতনয়না উমাকে নমস্কার, কালকূট বিষের স্পর্শে তাঁর চেতনা যেন লুপ্ত হতে চলেছে। ২॥

সেই সর্বজ্ঞ কবিবিধাতা ব্যাসদেবকে নমস্কার যিনি তাঁর বাণীদ্বারা (মহা-) ভারতকে পবিত্র করেছেন, সরস্বতী নদীদ্বারা ভারতবর্ষ যেমন পবিত্রীকৃত। ৩॥

এ সংসারে কুকবিদের প্রায়ই দেখা যায়, যাদের দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন, যারা বাগাড়ম্বরপ্রিয় এবং স্বেচ্ছাচারী (কবিধর্মবিরোধী), এরা যেন কোকিলদের মতোই—যাদের নয়নে রক্তিমা, যাদের পটুতা বহুকূজনে এবং যারা কামকারী (কামোদ্রেককারী)।৪॥

শুধু জন্মসূত্রেই কুকুর, এমন কুকুর যেমন ঘরে ঘরে অসংখ্য, তেমনি নামেই কবি এমন কবিও অজস্র। কিন্তু শরভের[৩] মতো কবির সংখ্যা খুবই কম যাঁরা উৎপাদক (শরভ পক্ষে ঊর্ধ্বচরণ, কবিপক্ষে সৃজনশীল)। ৫॥

অন্যের অক্ষরে (শব্দে) কিছুটা হেরফের করলেও এবং তার রচনারীতিকে কিছুটা গোপন করলেও, না বললেও, কবি বিদ্বানদের মধ্যে চোর বলে ধরা পড়ে যায়, সত্যিকারের চোর যেমন চেহারায় রং পালটালে এবং বেড়ির চিহ্ন লুকোবার চেষ্টা করলেও লোকের চোখে ধরা পড়ে যায়।৬॥

উদীচ্য কবিদের মধ্যে শ্লেষের আধিক্য থাকে, প্রতীচ্যের কবিরা কেবল (মুখ্য-) অর্থ প্রতিপাদনেই সন্তুষ্ট, দক্ষিণদেশীয় কবিরা উৎপ্রেক্ষাপ্রিয় আর গোড়ীয়েরা শব্দাড়ম্বরপ্রিয়।৭॥

নূতন বিষয়, গ্রাম্যতা-দোষহীন যথার্থ বস্তুবর্ণন, সহজবোধ্য শ্লেষ, সুব্যক্ত রস এবং ওজস্বী বর্ণবিন্যাস—এসব কোনো একজন কবির মধ্যে পাওয়া কঠিন।৮॥

কবির সর্বছন্দঃপারংগমা বাণী যদি মহাভারতের সর্ববৃত্তান্তগর্ভা বাণীর মতো ত্রিভুবন ব্যাপ্ত না করে তবে সে কবির কাব্য দিয়ে কী হবে? ৯॥

যাঁদের মুখে (পক্ষে বক্ত্র-ছন্দে) সরস্বতী তাঁরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেও (পক্ষে রচনা-বিভাগ এক একটি উচ্ছ্বাসের শেষে) ক্লান্ত হন না। এমন আখ্যায়িকা-রচনাকারী শ্রেষ্ঠ কবিরা কেন বর্ণনীয় হবেন না।১০॥

কর্ণের কাছে আসা বাসবদত্তা (ইন্দ্র দ্বারা প্রদত্তা) শক্তি (ক্ষেপণাস্ত্র) দ্বারা পাণ্ডবদের দর্প চূর্ণ হয়েছিল তেমনি কানে-আসা বাসবদত্তা (ঐ নামের আখ্যায়িকা দ্বারা কবিদের দর্প চূর্ণ হয়েছিল।১১॥

পদবন্ধে উজ্জ্বল (রাজপক্ষে রাজপদ প্রতিষ্ঠায় ভাস্বর) মনোজ্ঞ (রাজপক্ষে রত্নহার মণ্ডিত), সার্থকবর্ণবিন্যাসে রচিত (রাজপক্ষে, চতুর্বর্ণের সুসমঞ্জস স্থাপনে দক্ষ) ভট্টার হরিচন্দ্রের গদ্যবন্ধ রাজার মতোই শোভমান।১২॥

সাতবাহন বিশুদ্ধজাতিছন্দে গ্রথিত সুভাষিতে অবিনশ্বর ও গ্রাম্যতা দোষরহিত কোশ (গ্রন্থ) রচনা করেছিলেন, রাজকোশও যেমন অক্ষয় ও অগ্রাম্য (অর্থাৎ আকর-আহৃত) ও বিশুদ্ধ রত্নে সমৃদ্ধ, তেমনি।১৩

প্রবরসেন (সুগ্রীব) যেমন করে কুমুদোজ্জ্বল (কুমুদনামক সেনানীদ্বারা প্রোৎসাহিত নির্মিত কপিসেনা সেতু দ্বারা সমুদ্রের পরপারে গিয়েছিল, তেমনি করেই কবি প্রবরসেনের কুমুদোজ্জ্বল (কুমুদের মতো ধবল) কীর্তি[10] সেতু (সেতুবন্ধ মহাকাব্য) দ্বারা সমুদ্রের পরপারে পৌঁছেছিলেন ।১৪ ।।

ভাস নাটকগুলির দ্বারা যশ লাভ করেছেন, এই সব নাটকের উদ্বোধক হল সূত্রধার,[11] এগুলি বহুভূমিক[12] অর্থাৎ অনেক চরিত্র নিয়ে লেখা, এতে পতাকাস্থান আছে, (সেদিক থেকে দেখলে, নাটকগুলি যেন দেবমন্দির—যা সূত্রধার নির্মিত (অর্থাৎ শিল্পি-কৃত), বহুভূমিক (অর্থাৎ বহুতলবিশিষ্ট) এবং পতাকা-মণ্ডিত ।১৫।।

সদ্য-উদ্ভিন্ন (কবিসূক্তি পক্ষে, স্বতউৎসারিত) মধুর-সরস (মধুরসগর্ভ), মঞ্জরীর মতো কালিদাসের সূক্তিতে কার না প্রীতি জন্মায় ।১৬ ।।

মদন-দীপক (হরলীলা পক্ষে, মদন-ভস্মকারী, বৃহৎকথা পক্ষে, মদনোদ্দীপক) এবং গৌরীর প্রসাধনকারী (হরলীলা পক্ষে গৌরীর শৃঙ্গারবিধায়ক, বৃহৎকথা পক্ষে নায়কের গৌরী আরাধনা[13] যাতে উল্লিখিত) বৃহৎকথা হরলীলার মতো কার না বিস্ময় উৎপাদন করে ?১৭ ।।

আঢ্যরাজের উৎসাহরাজিকে[14] (কাব্যকৃতিসমূহকে) স্মরণ করা মাত্র তা আমার জিহ্বাকে ভিতরে টেনে ধরে, কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হতে দেয় না ।১৮ ।।

তবু, রাজার প্রতি ভক্তির দরুন নির্ভয় হয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে বা গ্রন্থসমাপ্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে আখ্যায়িকারূপ সমুদ্রে জিহ্বারূপ নৌকা চালনার ধৃষ্টতা করছি ।১৯ ।।

সুষ্ঠু বর্ণযোজনায় রমণীয় ও ঈপ্সিত অর্থ-প্রতিপাদক শব্দ দ্বারা স্বচ্ছন্দ রসোপলব্ধিতে মনোজ্ঞ আখ্যায়িকা শয্যার ন্যায় শোভা পায়, যে শয্যা সুবর্ণসন্নিবেশে উজ্জ্বল পদসন্নিবেশে সুখ-জাগরণ-বিধানে সুমনোহর ।২০ ।।

জ্বলন্ত প্রতাপাগ্নির প্রাকারে জগতের রক্ষাকারী এবং সমস্ত অর্থীর মনোরথ পূর্ণকারী শ্রীপর্বত[15] স্বরূপ শ্রীহর্ষের জয় হোক ।২১ ।।

ব্রহ্মা-গোষ্ঠীতে বিবাদ

লোকপরম্পরায় শোনা যায়—পুরাকালে নিজলোকে অধিষ্ঠিত ভগবান ব্রহ্মা একদিন সুনাসীর প্রমুখ দেবগণ পরিবৃত হয়ে নিত্যপ্রস্ফুটিত পদ্মবেদীতে বসে পরব্রহ্ম বিষয়ে আলোচনা করছিলেন এবং এবং অন্যান্য বিদ্যাবিষয়ে অনিন্দ্য বিচারবিমর্শে রত ছিলেন। এইভাবে উপবিষ্ট ত্রিভুবনপূজনীয় তাঁকে মনু, দক্ষ ও চাক্ষুষ প্রমুখ প্রজাপতিরা এবং সপ্তর্ষি প্রমুখ সমস্ত মহর্ষিরা সেবা করছিলেন। স্তুতিচতুর কেউ কেউ ঋক্ উচ্চারণ করছিলেন, কেউ কেউ পূজাবিষয়ক যজুঃ পাঠ করছিলেন, কেউ বা স্তুতিবিষয়ী সাম গান করছিলেন, কেউ বা যজ্ঞক্রিয়ার সিদ্ধান্তবিষয়ক ব্যাখ্যা পাঠ করছিলেন। সেখানে বিদ্যাবিষয়ে মতভেদ হওয়ার দরুন তাঁদের মধ্যে বিদ্যাবিতর্ক শুরু হয়েছিল।

তারপর স্বভাবতঃ অতিকোপন, অত্রির পুত্র, তারাপতির সহোদর, দুর্বাসা নামে মুনি সঙ্গী মন্দপাল মুনির সঙ্গে কলহ করতে করতে ক্রোধান্ধ হয়ে সামগানে স্বরপ্রয়োগে ভুল করে বসলেন।

সরস্বতী বর্ণনা

সকলেই শাপের ভয়ে চুপ করে রইলেন। মুনিদের সঙ্গে আলপনলীলায় রত ব্রহ্মা তা উপেক্ষা করলেন। ভগবতী কুমারী সরস্বতী চামর নিয়ে ভুজলতা দুলিয়ে পিতামহ ব্রহ্মাকে হাওয়া করছিলেন। তিনি সদ্য কৈশোর ত্যাগ করে নবযৌবনের বিশেষ বয়সের শোভায় শোভমানা ছিলেন। তিনি স্বাভাবতই অরুণরাঙা চরণে অলংকৃতা ছিলেন, তবু মনে হচ্ছিল, (মুনির স্বরভঙ্গটি শুনে) তিনি ধিক্কার দিয়ে মাটিতে যে পদাঘাত করেছিলেন তাতেই তা রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। নূপুরদুটি যেন তার দুই শিষ্য, ওরা কেবলই তাঁর পায়ের ছন্দ অনুকরণ করে চরণদুটিকে মুখর করে রেখেছে। তিনি যে জঙ্ঘাদুটি ধারণ করে আছেন তা যেন মদনতোরণের দুটি স্তম্ভ। তিনি মেখলায় তাঁর বাম করকিশলয়টি স্থাপন করছেন, ঐ মেখলা লীলাচ্ছলে সমুৎসুক কলহংসকাকলির অনুকরণ করছে, তাঁর স্কন্ধে প্রলম্বিত যজ্ঞোপবীতে তাঁর দেহ পবিত্রীকৃত। বিদ্বজ্জনের মানসে বাস করার দরুন গুণরাজির মতো তা যেন তাঁর দেহে লগ্ন হয়েছে।[১] তিনি হার পরে আছেন। এই হার যেন মোক্ষমার্গ, যা সূর্যমণ্ডল-প্রাপক ও বহুমুক্তপুরুষসেবিত।

স্ফুরিত রক্তিম ওষ্ঠে বিরাজমানা তাঁর মুখে সমস্ত বিদ্যার প্রবেশ ঘটেছে, ঐ বিদ্যারূপ দেবীদের পায়ের আলতার ছোপ লেগেই তার অধর যেন রক্তবর্ণ। তাঁর গণ্ডদেশে প্রতিফলিত হয়েছিল ব্রহ্মার কৃষ্ণাজিন (কৃষ্ণমৃগচর্ম); তাঁর সামবেদের মধুর গান শোনবার জন্যে চাঁদের হরিণ যেন নিচে নেমে এসেছিল। অবজ্ঞায় তিনি একটি ভ্রূলতা উন্নমিত করলেন, বেসুর শুনে একটি কানকে যেন প্রক্ষালিত করলেন অপাঙ্গনিঃসৃত নয়নকিরণরূপ জলধারায়, আর একটি কানে তিনি ধারণ করেছিলেন বিকসিত সিন্ধুবার, তাতে যেন হাস্যচ্ছলে তিনি তাঁর বিদ্যাদম্ভ প্রকাশ করছিলেন। তাঁর কর্ণাভরণের কুসুমদামে প্রণয়ী ভ্রমরেরা তাঁর সেবা করছিল, দেখে মনে হচ্ছিল এরা যেন শ্রুমির অনুগামী বারংবার উচ্চারিত ওঙ্কারধ্বনি। তাঁর দেহ আবৃত ছিল সূক্ষ্ম ও বিমল বুদ্ধির মতো রেশমী বস্ত্রে। নির্মল বাঙ্মণ্ডলের মতো চারদিকে দন্তজ্যোৎস্না বিকীর্ণ করে দেবী সরস্বতী (ঐ স্বরভঙ্গ) শুনে হেসে উঠলেন।

দুর্বাসার ক্রোধ

তাঁকে ঐভাবে হাসতে দেখে সেই মুনি 'আঃ পাপিনী, ভ্রান্তবিদ্যাকণার গর্বে গরবিনী। আমাকে উপহাস!' এই বলে ক্রোধজনিত কাঁপুনিতে আঙুল নড়া হাতে ক্রোধপ্রশমনের জন্যে লগ্ন অক্ষরমালার মতো রুদ্রাক্ষমালাকে ছিঁড়ে ফেলে কমণ্ডলুর জলে আচমন করে শাপ-জল গ্রহণ করলেন। তাঁর শিরঃকম্পে বিস্রস্ত জটাজালের রক্তিম কিরণে তিনি যেন ক্রোধাগ্নিকে তরল করে নিয়ে দশদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে এনেছিলেন ভ্রূকুটি। সেই ভ্রূকুটি তার কপালের শতরঙ্গকে যম-সন্নিধানের মতো অন্ধকার করে তুলেছিল[১], যা ছিল যমপত্নীর মুখে মকরচিত্রণের মতো। অতিলোহিত চক্ষুতে তিনি যেন ক্রোধের দেবতাকে নিজের রক্ত উপহার দিচ্ছিলেন।

নির্দয়ভাবে তিনি অধরদংশন করছিলেন, তাতে ভয় পেয়ে পলায়মান বাকাকে তিনি যেন দন্তকিরণের ছলে রোধ করছিলেন। তাঁর কাঁধ থেকে শাপের শাসনপট্টের মতো যে কৃষ্ণাজিন খসে পড়ছিল—তা তিনি অন্যভাবে বিন্যস্ত করছিলেন। তাঁর স্বেদকণায়

প্রতিবিম্বিত হয়েছিল সুরাসুর ও মুনিরা, মনে হচ্ছিল শাপভয়ে তাঁরা যেন শরণাগত হয়ে তাঁর সর্বাঙ্গে সংলগ্ন হয়েছেন।

সাবিত্রী বর্ণনা

এসময়ে ব্রহ্মার কাছেই বসে ছিলেন মূর্তিমতী সাবিত্রীদেবী। তাঁর পরিধানে ছিল অমৃতফেনপাণ্ডুর নন্দনতরুর দুকূলবল্কল, মৃণালতন্তুময় সূক্ষ্ম বস্ত্রে তাঁর উন্নত স্তন-সন্ধিতে বাঁধা ছিল স্বস্তিকাগ্রন্থি। তপোবলে তিনি যে ত্রিভুবন জয় করেছিলেন তারই জয়পতাকা স্বরূপ তিনটি ভস্মপুণ্ড্রকে ভূষিত ছিল তাঁর ললাট-অঙ্গন। তাঁর কাঁধে ছিল অমৃত-ফেনের মতো শুভ্র যোগপট্টকে রচিত এমন বৈকক্ষ্যক[২০] যা দেখে মনে হচ্ছিল তপস্যার প্রভাবে তিনি গঙ্গার প্রবাহকে গোলাকারে ধারণ করেছেন; তার বাঁ হাতে ব্রহ্মোৎপাদ কমলমুকুলের মতো স্ফটিক-কমণ্ডলু। রুদ্রাক্ষমালাজড়ানো শঙ্খের আংটিতে বন্ধুর, ভর্ৎসনার জন্যে চঞ্চল তর্জনীযুক্ত ডান হাত তুলে, 'রে পাপী, দুরাত্মা, অজ্ঞ, অনাত্মজ্ঞ, নীচ ব্রাহ্মণ, অধম মুনি! নিকৃষ্ট ও নিরাকৃত! নিজের দোষে লজ্জিত হয়ে তুই দেবদানব মুনি ও মানুষের পূজনীয় ত্রিভুবনজননী—ভগবতী সরস্বতীকে শাপ দিতে চাস?' এই বলে সাকার চতুর্বেদের সঙ্গে কুশাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সাবিত্রী। এই চতুর্বেদ ক্রোধে বেত্রাসন পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের মুখে ছিল ওংকারধ্বনি, উৎক্ষিপ্ত জটাভারে তাঁরা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করেছিলেন, কটিবস্ত্ররূপে চালিত কৃষ্ণাজিনের বিস্তারে তাঁরা দিনকে কৃষ্ণবর্ণ করে তুলেছিলেন। ক্রোধনিশ্বাসের দোলায় তাঁরা ব্রহ্মলোককে দোলায়িত করছিলেন, তাঁরা স্বেদ-বিন্দুর ছলে সোমরস ক্ষরণ করছিলেন, অগ্নিহোত্রযজ্ঞের ভস্মে তাঁদের ললাট প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। তাঁরা কুশতন্তুর চামর, তাপসের বল্কলবসন ও পলাশদণ্ড ধারণ করেছিলেন এবং কমণ্ডলু ছিল তাঁদের প্রহরণের মতো।

দুর্বাসার শাপদান

তারপর 'ভগবন্, ক্ষমা করুন, ইনি শাপের যোগ্য নন' এই বলে দেবতারা প্রার্থনা করলেও, 'উপাধ্যায়! একটি অপরাধ ক্ষমা করুন' এই বলে নিজের শিষ্যেরা তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করলেও, 'পুত্র, তপস্যার বাধা সৃষ্টি কোরো না' অত্রি এই বলে নিবারণ করলেও ক্রোধে আত্মহারা দুর্বাসা 'দুর্বিনীতা! তোমার বিদ্যাজনিত উন্নতি দূর করছি, নিচে মর্তালোকে যাও।' এই বলে শাপজল ছিটিয়ে দিলেন। প্রতিশাপ দিতে উদ্যত সাবিত্রীকে, 'সখী, ক্রোধ দমন করো, অমার্জিত বুদ্ধি হলেও ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ বলেই মাননীয়।' এই বলে সরস্বতীই নিবৃত্ত করলেন।

দুর্বাসাকে ব্রহ্মার ভর্ৎসনা ও সরস্বতীকে আশ্বাসদান

তারপর তাঁকে ঐভাবে শাপগ্রস্তা দেখে পিতামহ ভগবান গাত্রোত্থান করলেন। তাঁর দেহে ছিল শুভ্র যজ্ঞোপবীত। মনে হচ্ছিল কমল থেকে জন্ম নেবার পর একটি মৃণালসূত্র যেন লেগে রয়েছে। তাঁর ডান হাতে ছিল আংটি, সেই আংটির মরকতমণির আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল উপর দিকে, তা দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন ত্রিভুবনের সংকট প্রশমনের জন্যে ধৃত কুশগুচ্ছ। ঐ ডান হাত তুলে তিনি শাপের কোলাহল থামালেন। অতি শুভ্র ও দীর্ঘ দন্তকিরণ রূপ সূত্র চারদিকে স্থাপন করে তিনি যেন আসন্ন সত্যযুগের সূচনাকে মেপে (আদি সত্যযুগ আর কতদূর) দেখলেন এবং সরস্বতীর প্রস্থানমঙ্গলে বাদিত পটহের মতো গম্ভীর স্বরে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করে বললেন—'হে ব্রাহ্মণ, তুমি যে-

পথে চলেছ তা সজ্জনসেবিত পথ নয়। এপথ ভবিষ্যতে মারাত্মক হয়। উদ্দামগতিতে ছুটে চলা ইন্দ্রিয়রূপে অশ্ব (পদচালনায়) যে ধুলো তোলে তা অজিতেন্দ্রিয় লোকদের দৃষ্টি কলুষিত করে। চোখ আর কতদূরেই বা দেখে ?

শুদ্ধমতিরা বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে সদসৎ সমস্ত বিষয়ই দেখতে পান। ধর্ম ও ক্রোধের এই একত্র অবস্থান জল ও আগুনের মতো প্রকৃতিবিরোধী। আলোক ত্যাগ করে কেন অন্ধকারে ডুব দিচ্ছ ? সমস্ত তপস্যার মূল ক্ষমা।

পরদোষদর্শনে দক্ষ দৃষ্টির মতো কুপিত বুদ্ধি নিজের আসক্তি ও দোষ দেখতে পায় না। কোথায় মহাতপস্যার ভারবাহিকতা আর কোথায় পরদোষদর্শিতা। চোখ থাকতেও অতিকোপন লোক অন্ধের মতোই। ক্রোধে কলুষিত বুদ্ধি কর্তব্য-অকর্তব্য বিচার করতে পারে না। যে ক্রুদ্ধ প্রথমে তার বিদ্যায় অন্ধকার সঞ্চারিত হয়, তার পর ভ্রূকুটিতে। রাগ (আসক্তি লালিমা) প্রথমে আক্রমণ করে ইন্দ্রিয়কে তার পর চক্ষুকে। প্রথমে ঝরে যায় তপস্যা, তারপর ঘাম। আগে স্ফুরিত হয় অপযশ; তারপর অধর। কেন লোকবিনাশের জন্যে বিষবৃক্ষের মতো তোমার এই জটাবল্কলের জন্ম ? বৃত্তমুক্ত (গোল মোতির মালা) হারযষ্টির মতো তোমার বৃত্তমুক্ত (আচারভ্রষ্ট) মনোবৃত্তি তোমার মুনিবেশের সঙ্গে খাপ খায় না। শান্তিশূন্য মনে তুমি বৃথাই নটের মতো তপস্বীর কৃত্রিম বেশ ধারণ করে আছে। তোমার সামান্যতম মঙ্গলও আমি দেখতে পাচ্ছি না। এই অতিলঘুতার দরুন তুমি আজও জ্ঞানসমুদ্রের উপরে ভাসছ। এসব মহর্ষিরা কেউ বোবা-কালা বা বোকাহাবা নন। যেখানে ক্রোধদোষের আধার তোমার নিজের হৃদয়কেই দমিয়ে রাখা দরকার, সেখানে নিরপরাধ সরস্বতীকে কেন দমন করলে তুমি ? এ সব হচ্ছে সেই নিজের ভ্রান্তিজনিত দোষ, যার জন্যে মূঢ় মানুষ নিন্দাভাজন হয়। এই বলে আবার বললেন, 'বৎসে সরস্বতি। তুমি দুঃখ কোরো না। এই সাবিত্রী তোমার সঙ্গে যাবেন, আমার বিচ্ছেদে দুঃখিত তোমাকে সান্ত্বনা দেবেন। যত দিন নিজের সন্তানের মুখকমল না দেখছ ততদিন এই শাপ তোমার উপর বর্তাবে।'

একথা বলে দেব দানব মুনি মানুষ সকলকে বিদায় দিয়ে, সসম্ভ্রমে আগত নারদের কাঁধে হাত রেখে সমুচিত দৈনিক নিত্যকর্ম করার জন্যে উঠলেন। অভিশপ্ত সরস্বতীও কিছুটা মুখ নিচু করে সাবিত্রীর সঙ্গে গৃহে গেলেন। যাবার সময় কৃষ্ণাজিনের চিহ্নের মতো সাদা-কালোয় মেশানো দৃষ্টিকে বুকের ওপরে ফেললেন। ভ্রমরেরা তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, এরা যেন মূর্ত শাপাক্ষরের মতো তাঁর সুরভি নিশ্বাসের গন্ধে সংলগ্ন হয়ে ছিল। শাপের দুঃখে তাঁর হাতদুটো হয়েছিল শিথিল। তাঁর নখের কিরণ নিম্নমুখী হয়ে তাঁর মর্ত্যলোকে নামার পথের নির্দেশ দিচ্ছিল।

ভবনের কলহংসেরা তাঁর নূপুরের ধ্বনিতে আমন্ত্রিত হয়ে তাঁর অনুগমন করছিল, মনে হচ্ছিল ব্রহ্মলোকনিবাসী সমস্ত হৃদয়ই তাকে অনুসরণ করছে।

সন্ধ্যাবর্ণনা

ইতিমধ্যে সরস্বতীর অবতরণের সংবাদ দিতেই যেন সূর্য মধ্যম লোকে অবতরণ করলেন। ক্রমে দিন দীপ্তিহারা হল, মুকুলিত কমলিনীদের দুঃখে তার সরোবরেরা বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। মদিরার নেশায় প্রফুল্ল কামিনীদের কটাক্ষে আকৃষ্ট হয়েই যেন তরুণতর কপিমুখের মতো লোহিতবর্ণ নিখিলবিশ্বের একমাত্র চক্ষু ভগবান সূর্য অতিদ্রুত পর্বতশিখরে অবতরণ করলেন।

স্তনবৃন্ত থেকে ক্ষরিত গাভীদের দুগ্ধধারারায় স্বর্গের আশ্রমপ্রান্ত শুভ্র হয়ে গেল, মনে হল আসন্ন চন্দ্রোদয়ে ক্ষীরসাগরের তরঙ্গে তা যেন স্নাপিত। সান্ধ্য টহলে চলল চামরধারী ঐরাবত, স্বর্গঙ্গার সুবর্ণতট তাড়নায় তার দাঁতে লেগেছে লাল রং, ঐ অবস্থায় স্বচ্ছন্দে সে স্বর্গঙ্গার তট খুঁড়ে চলল। আকাশে রক্তিমতা দেখা দিল, মনে হল সহস্র বিদ্যাধরী অভিসারে নির্গত হলে তাদের পায়ের আলতার ছাপ লাগল আকাশ পথে। নক্ষত্রপথে অস্তসূর্যকে অর্ঘ্য দান করে প্রস্থান করলেন সিদ্ধেরা। রক্তচন্দনে কুসুম্ভ-ফুলের মতো রক্তিম হয়ে উঠল চারদিক। দেখে মনে হল শিব-প্রণামে আনন্দিত সন্ধ্যার অঙ্গ থেকে স্বেদবিন্দু ঝরছে। বন্দনাকারী শ্রেষ্ঠ মুনিবৃন্দ অঞ্জলি বন্ধ করেছিলেন, তা দেখে মনে হল ব্রহ্মা যে-কমল থেকে জাত সেই কমলের সেবার জন্যে সমস্ত কমল যেন ব্রহ্মালোকে আগত। স্বয়ং ব্রহ্মা সায়ংসবনের বেদমন্ত্র উচ্চারণ করবেন। সপ্তর্ষিদের ধর্মগৃহের প্রাঙ্গণ যজ্ঞীয় অগ্নির প্রজ্বলিত শিখায় পূর্ণ হল। মনে হল যেন ধর্মসাধন শিবিরে আরতি আরম্ভ হয়েছে। অঘমর্ষণমন্ত্র উচ্চারণে পাপরূপ বিষব্যাধি থেকে মুক্ত হল ঋষিরা। সন্ধ্যা-উপাসনার জন্যে তপস্বীরা সার বেঁধে বসলেন, এতে মন্দাকিনীর তট পবিত্র হল, আর কমলযোনির বাহন হাঁসেরা ভাসতে লাগল। ঐ হাঁসেরাই যেন তাঁর হাসি, সে হাসিতে মন্দাকিনীর জলে তরঙ্গাবক্ষোভ দেখা দিল। জলদেবতার এবং পতত্রথপক্ষিবধূদের অন্তঃপুর-সৌধ স্বরূপ কুমুদবন নিজের মধুমধুর গন্ধ ছড়িয়ে মধুকরদের আনন্দের কারণ হল। দিনের শেষে পদ্মের মধুর মধু এক সঙ্গে পান করে রাজহংসকুল শয়নে ইচ্ছুক হয়ে মৃদু মৃণাললতার অঙ্কুর পাবার জন্যে কাঁধ কুণ্ডলিত করল এবং পাখা ঝাপটিয়ে সরোবরের পদ্মকুলকে হাওয়া দিল। চারলতার ফুলের পরাগে নদীকে ধূসরিত করে এবং সিদ্ধনগরে মহিলাদের কেশপাশে বদ্ধ টগমেলফুলের গন্ধ নিয়ে নিশার নিশ্বাসের মতো সায়ংকালীন মৃদুমন্দ পবন বইতে লাগল। সংকুচিত হওয়াতে খাড়া-হয়ে-ওঠা কেসরকোটিতে-ভরা কমল মুকুলের ভিতরকার-কুটিতে ভ্রমরেরা শুয়ে পড়ল। নৃত্যপরায়ণ ধূর্জটির উৎক্ষিপ্ত কেশরাশির অরণ্যে ফুটন্ত কলির মতো গুচ্ছ গুচ্ছ তারায় আকাশ উঠল ভরে। সন্ধ্যার অনুগমনে তাম্রবর্ণ, পরিণত তালফলের ত্বকের বর্ণযুক্ত কৃষ্ণমেঘের মতো ঘন নবীন অন্ধকার পৃথিবী ঢেকে নিল। অতিতরুণ অন্ধকারকে বিদীর্ণ করতে দক্ষ নিশা-কামিনীর কর্ণভরণে চম্পককলিরূপ প্রদীপরাশি উঠল জ্বলে। শীর্ণ চন্দ্রকিরণের লাবণ্যের প্রকাশের দরুন পাণ্ডুবর্ণ শুষ্কনীলজলমুক্ত যমুনানদীর বালুকাময় পুলিনের মতো পূর্ব দিকের অগ্রভাগের অন্ধকার ক্ষীণ হয়ে গেল। আকাশ ছেড়ে বিকশিত কুমুদের সরোবরটা কালো করে তুলল অন্ধকার।

চন্দ্রকিরণ কেশগ্রহণ করায় কামিনীর মনের তৎক্ষণিক বিক্ষোভ-অন্ধকার যেমন পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়, শর্বরীরূপ শবরীর কেশাগ্রচয়ের মতো এবং চাষপাখির - বর্ণের মতো অন্ধকার তেমনি মিলিয়ে গেল। শ্বেতভানু উদিত হলেন। উদয়গিরির উদয়-রাগ ধারণ করে তা যেন বিভাবরী বধূর অধররাগের মতো। উদয়গিরির শিখরে গুহাস্থিত কোনো সিংহের তীক্ষ্ণ নখাস্ত্রে নিহত তারই মৃগের রুধির ধারায় তিনি লোহিত দেহ ধারণ করেছেন বুঝি। অস্তপর্বতের চন্দ্রকান্তমণির জলধারায় ধৌত হয়ে হয়ে যেন অন্ধকার বিধ্বস্ত হল। কোনো দন্তের মকরমুখ মহাপ্রণালী দিয়ে গোলক থেকে দুগ্ধ ধারা বর্ষিত হয়ে চন্দ্রমণ্ডলের সমুদ্রটিকে যেন পূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছে।

সাবিত্রীর সরস্বতীকে সান্ত্বনা দান

এইভাবে প্রদোষ যখন সুস্পষ্ট তখন সাবিত্রী যেন কোনো ধ্যানে মগ্না শূন্যহৃদয়া অশ্রুমতী সরস্বতীকে বললেন—সখী ; ত্রিভুবনের উপদেশদানে তুমি দক্ষ। তোমার সামনে কিছু বলতে আমার জিভ সংকোচ বোধ করছে। তুমি তো জানই ভাগ্যের ধর্মই বিপরীত—তা দুর্জনের মতো গুণবানেও অব্যবস্থিত, নিষ্ঠুর, ক্ষণভঙ্গুর, দুরতিক্রম্য ও অসুন্দর।

অধমের কাছ থেকে আসা সামান্যতম অপমানও মনস্বি-মনকে মলিন করে দেয় ;
অনবরত অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে নিষ্পল্লব তরুর মতো শোক সহস্র পল্লব বিস্তার করে।
মালতীফুলের মতো অতি কোমল ব্যক্তিকে সামান্যতম সন্তাপও ম্রিয়মাণ করে।

হাতির উপরে পড়া ছোট্ট অংকুশের মতো মহৎ ব্যক্তির উপর এসে পড়া সামান্য ক্লেশও পীড়া দিতে কম যায় না। স্বাভাবিক স্নেহপাশের গ্রন্থিতে বাঁধা স্বজনে পরিণত জন্মভূমি ত্যাগ করা খুবই কঠিন। পরিচিত প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ করাতের মতো হৃদয়কে চিরে যায়। তবে তোমার তো এমন হবার কথা নয়। তুমি নিশ্চয় সে ভূমি নও যেখানে দুঃখের বিষাংকুর ফলবে। তাছাড়া যেখানে সামনে বা পিছনে নিয়ন্তার মতো রয়েছে পুরাকৃত কর্ম যা ভালোমন্দ যে-কোনো ফল ফলাবার শক্তি রাখে সেখানে প্রাজ্ঞজনের শোকের অবসর কোথায়? তাহলে, যে মুখ ত্রিভুবনের একমাত্র মঙ্গলকমল তাকে এই অশুভ অশ্রুবিন্দুতে কেন অপবিত্র করছ? তোমার হৃদয় কোন্ পুণ্য প্রদেশে অবতরণে ইচ্ছুক? কোন্ তীর্থকে তুমি অনুগৃহীত করতে চাও? কোন্ ধন্য আশ্রমেই বা তুমি তপশ্চরণা করে থাকতে চাও?

এই তোমার সেবানিপুণ প্রিয় সখীজন পৃথিবীতে অবতরণের জন্যে প্রস্তুত, যে একসঙ্গে ধুলোমাটিতে খেলার ঘনিষ্ঠ প্রীতিবন্ধনে বাঁধা।[২২] আজ থেকেই অনন্যশরণ হয়ে কায়মনোবাক্যে দেবাদিদেব ত্রিভুবনগুরু শিবকে আশ্রয় করো—যিনি সর্ববিদ্যার আধার বিশ্ববিধাতা, নিজের চরণধূলিতে যিনি দেব-দানবকে পবিত্র করেছেন, চন্দ্রকলাকে যিনি কর্ণালংকার রূপে ব্যবহার করেন। অল্প কালের মধ্যেই তিনি তোমার শাপশোকের বিরতি বিধান করবেন।'

একথায় সরস্বতী একবিন্দু মুক্তাধবল অশ্রু বিসর্জন করে বললেন, 'প্রিয়সখী, তোমার সঙ্গে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ ব্রহ্মলোক থেকে বিচ্ছেদ বা শাপশোক আমাকে কোনো দুঃখই দিতে পারবে না। কেবল কমলাসনের সেবাসুখই আমার হৃদয়কে আর্দ্র করে তুলছে। তাছাড়া তুমি-ই জান পৃথিবীতে আমার ধর্মসাধন, সমাধিসাধন ও যোগসাধনের জন্যে থাকবার উপযুক্ত জায়গা কোন্‌টি।' এই বলে থামলেন। উদ্বেগে দুচোখের পাতা এক না করে বিনিদ্রভাবে রাত কাটালেন।

পরদিন ভগবান ত্রিভুবনশেখর, উদয়াচল-চূড়ামণি সূর্য উদিত হলেন। তাঁর রথাশ্বের মুখে কঠিন লাগামের রাশে ক্ষত হওয়ায় যে রক্ত ঝরেছে তাইতেই যেন তাঁর দেহ রক্তবর্ণ হয়েছে, তাঁর আগে চলেছেন অরুণ, বুড়োমোরগের ঝুঁটির মতো লাল রং। কাছেই ছিল ব্রহ্মার বাহন হংসকুলের পালক। সে তখন অপরবক্তুছন্দে[২৩] উচ্চস্বরে গাইল—

ওগো নির্মলমানসবাসলালিতা কলহংসী! উৎসুক দৃষ্টিকে কেন চঞ্চল করে তুলছে! বাপিকায় অবতরণ করো, আবার পদ্মালয়ে যাবে।[২৪]

স্বর্গ থেকে বিদায়

তা শুনে সরস্বতী আবার চিন্তা করল—মনে হচ্ছে আমাকেই প্রশ্নটা করল। তাই হোক, মুনির (দুর্বাসার) কথাই মেনে নিলাম'। এই বলে উঠলেন। পৃথিবীতে অবতরণের সংকল্প করে বিচ্ছেদদুঃখে কাতর পরিজন ও জ্ঞাতিবর্গের দিকে না তাকিয়ে, বিচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে অনুগামী জ্ঞাতিকুলকে কোনোরকমে ফিরিয়ে দিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে ব্রহ্মালোক থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

মন্দাকিনী ও শোণ বর্ণনা

তারপর ক্রমে আকাশ থেকে নির্গত মন্দাকিনীকে অনুসরণ করে মর্ত্যলোকে অবতরণ করলেন। এই মন্দাকিনী নিচের দিকে শুভ্র জলধারাবাহিনী, হোমধেনু যেমন শুভ্র পয়োধরধারিণী। নিরন্তর ধ্বনিমুখর এই নদী। এ শিবের মাথার মালতীমালার মতো; জললীন বালখিল্য ঋষিরা এর তটরোধ করে বাস করতেন, এখানে অরুন্ধতী তরুবল্কল ধুয়ে রেখেছিলেন, এর উদ্বেলিত তরঙ্গে চঞ্চল দেদীপ্যমান তারা সাঁতার কাটছিল, এবং পুলিন মুনিদের ছড়ানো তরল-তিলোদকস্পর্শে পুলকিত, এর পরে স্নানপূত পিতামহস্থাপিত পিতৃ-পিণ্ডে পাণ্ডুবর্ণ, এর পাশে নিদ্রিত সপ্তর্ষিদের বিছানো কুশশয্যা দেখে গ্রহণ থেকে সূর্যের মুক্তিজনিত জন্মোপবাস সূচিত হল, পবিত্র ইন্দ্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত অর্চনাকুসুমে (নির্মাল্যে) এতে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ হয়েছিল, শিবপুর থেকে পতিত মন্দারকুসুম নির্মাল্যেও এ বক্ষে ধারণ করেছিল, এ অবলীলাক্রমে মন্দর-পর্বতের গুহাপ্রস্তর বিদীর্ণ করেছিল, স্বর্গের বসুদেবতার দয়িতাদের স্তনকলস সংঘাতেএ আলোড়িত, কুমিরে-পাথরে আছাড় খেয়ে পড়ার দরুন এর তরঙ্গ ছিল মুখরিত। সূর্যের সুষুম্নাকিরণে[১৩] ক্ষরিত শশিসুধার শিশিরপাতে এর তীর যেন নক্ষত্রময় হয়েছিল, এর সৈকত ছিল বৃহস্পতির হোমাগ্নির ধূমে ধূমায়িত, এখানে সিদ্ধেরা যে মাঙ্গলিক চিহ্ন এঁকেছিলেন, আজ তা লংঘন করে ফেলেন এই ভয়ে বিদ্যাধরেরা পালিয়ে গিয়েছিলেন, এ যেন আকাশ-রূপ সাপের খোলস। স্বর্গলোকের বিটের কৌতুকতিলক, পুণ্য পণ্যের বিপণি, নরকনগরে দ্বারের হাতির দাঁতে-তৈরি খিলকাঠি, সুমেরু রাজের রেশমী-উষ্ণীষের পটি, কৈলাসগজের রেশমী পতাকা, মোক্ষের পথ, সত্যযুগচক্রের পরিধি, সপ্তসাগরের[২] রাজমহিষী। সরস্বতী আকাশে অবস্থানের সময়ই স্বচ্ছ, শীতল ও সুস্বাদুজলে পূর্ণ হিরণ্যবাহু নামে মহানদ দেখলেন, লোকে যাঁকে শোণ বলে—যা বরুণের হারের মতো, দিঙ্মণ্ডলের লাবণ্যপ্রস্রবণের মতো, দিব্যাঙ্গনাদের স্ফটিকমণিময় শিলাপট্টের শয়নের মতো। ঐ নদ দেখে তার লাবণ্যে মোহিত হয়ে তারই তীরে বসে করতে চাইলেন এবং সাবিত্রীকে বললেন—এই মহানদের উপকণ্ঠভূমিই আমার মন হরণ করছে। এখানে আছে ময়ূরের মধুর রব, এখানকার তরুতল পুষ্পপরাগে বালুকাতটের মতো, এ স্থানটি সুগন্ধমত্ত ভ্রমর শ্রেণীরূপ বীণারবে রমণীয়। মন্দাকিনীর দীপ্তিকেও এ নদ যেন ম্লান করে দেয়। এখানে বাস করতেই আমার হৃদয় সায় দিচ্ছে। 'তাই হোক' বলে সাবিত্রী তাঁর কথা সমর্থন করলে ঐ মহানদের পশ্চিমতীরে অবতরণ করলেন। একটি পবিত্র শিলাতলযুক্ত লতামণ্ডপ দেখে ভাবলেন এইটি আমাদের ঘর হোক। একটু বিশ্রাম করেই উঠে সাবিত্রীর সঙ্গে পুজোর ফুল তুলে স্নান করলেন। পুলিনপ্রদেশে বালুকার শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পরম ভক্তিতে পঞ্চব্রহ্ম[২৮] প্রার্থনান্তে মাঝে মাঝে ধ্রুবাগীতি সন্নিবেশিত করে সুষ্ঠু মুদ্রাবন্ধনে পূজা করলেন, তারপর (শিবের) পৃথিবী,

পবন, জল, আকাশ, সূর্য ও চন্দ্র এই অষ্টমূর্তি[২৯] অনেকক্ষণ ধরে ধ্যান করে আটটি পুষ্প নিবেদন করলেন। তারপর অনায়াসে পাওয়া ফলমূল এবং অমৃতরসকে পরাস্ত করা স্বাদুশীতল শোণনদের জল দ্বারা দেহধর্ম পালন করলেন।

এইভাবে দিন কাটিয়ে ঐ লতামণ্ডপের শীলাতলে শয্যারচনা করে নিদ্রা গেলেন। অন্যান্য দিনগুলিতেও দিন ও রাত একইভাবে কাটাতে লাগলেন।

দধীচি সমাগম : প্রণয় ও মিলন

এইভাবে দিন কাটছিল। একদিন সূর্যোদয়ের একপ্রহর পরে তিনি উত্তর দিকে গম্ভীর হ্রেষারব শুনলেন, বনানিকুঞ্জ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল ঐ রবে। তিনি কৌতূহলী হয়ে লতামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন অদূরেই প্রস্ফুটিত কেতকীর গর্ভপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ ধূলিজাল তাঁর দিকেই ছুটে আসছে। ক্রমে আরও কাছে আসার দরুন স্পষ্টতা বাড়লে ঐ শফর মাছের পেটের মতো শুভ্রবর্ণ ব্যাপক ঐ ধূলিরাশির মধ্যে দেখলেন অশ্ববৃন্দ, তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন জলের মধ্যেকার শফরমাছের ঝাঁক। এদের সঙ্গে আগে আগে দৌড়চ্ছিল হাজারখানেক পদাতিক সৈন্য। এরা অধিকাংশই যুবক। এদের কপালে ঝুলছিল লম্বা ও কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ, এদের গণ্ডস্থল উদ্ভাসিত ছিল হাতির দাঁতের কর্ণাভরণের আভায়, এদের পরিহিত পরিচ্ছদে কৃষ্ণাগুরু ছিটিয়ে দেওয়ায় তা বিচিত্রবর্ণ ও সুবাসিত হয়েছিল, এদের মাথায় ছিল চাদরের পাগড়ি, বাম মণিবন্ধে ছিল উজ্জ্বল সোনার বালা, রেশমি কাপড়ের পাকানো গ্রন্থিতে ছিল ছুরি। নিরন্তর ব্যায়ামে এদের শরীর ছিল কৃশ, কিন্তু সুদৃঢ়, বায়ুগতি হরিণের মতো এরা বার বার শূন্যে উড়ছিল এরা সমতল ও বন্ধুর ভূমি, খানাখন্দর ও ঝোপঝাড় অতিক্রম করে চলছিল, এদের হাতে ছিল দণ্ড ও কৃপাণ, পূজার জন্যে এরা বনের নানারকম ফলমূল সংগ্রহ করেছিল। এরা অনবরত বলছিল—চলো চলো, যাও যাও, সরো সরো, সামনে রাস্তা দাও। এতে কোলাহলের সৃষ্টি হচ্ছিল। এদের মধ্যে তিনি প্রায় আঠারো বছরের একটি যুবককে দেখলেন। তাঁর মাথার উপর ছায়া বিছিয়েছিল একটি শূন্যে-তুলে-ধরা অর্ধচন্দ্রাকার ছত্র। মুক্তামালায় ও নানা রত্নখণ্ডে খচিত। ঐ ছত্রটি ছিল শঙ্খ ও দুগ্ধফেনের মতো শুভ্রবর্ণ। দেখে মনে হচ্ছিল ক্ষীরসমুদ্র স্বয়ং যেন লক্ষ্মী (সৌন্দর্য) দান করতে এসেছেন।[৩০] তার চারদিকে ছিল সমুজ্জ্বল অলংকারের দীপ্তি, দেখে মনে হচ্ছিল যেন দিকচক্রবাল তাঁকে দেখবার লোভে তাঁকে ঘিরে তাঁর সঙ্গে চলেছে।

মালতীফুলে রচিত শিরোমাল্য তাঁর নিতম্ব পর্যন্ত লম্বিত ছিল, ওষ্ঠ যেন তাঁর বিশ্বসৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় জয়-করা পতাকা। তাঁর চূড়ামণির পদ্মরাগমণির রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল কোনো অদৃশ্য বনদেবী যেন তরুণ পল্লব দিয়ে তাঁর পায়ের ধুলোয় ধূসরিত দেহ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। বকুলমুকুলের অলংকারে রমণীয় কুটিল কেশরাশিমণ্ডিত মস্তক দ্বারা তিনি যেন ক্ষীণরৌদ্র দিবসকে পান করছিলেন। তাঁর স্বভাবসুন্দর মনঃশিলাপঙ্কের মতো পীতলোহিতবর্ণ ললাট লাবণ্যে তিনি যেন আকাশকে লেপন করছিলেন ঐ ললাট যেন শিবের জটামুকুটে লগ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদ দিয়ে তৈরি। তাঁর চোখদুটি আয়ত, নবযৌবনের গর্বোদ্ধত দৃষ্টিপাতে তা যেন ত্রিভুবনকে তুচ্ছ করছিল, এবং শরৎঋতুকে ছাড়িয়ে চলছিল, যে শরত কুমুদ-কুবলয়ে শোভিত হাজার সরোবরে দশদিক মণ্ডিত করে। দীর্ঘ নাসিকায় তিনি

শোভমান। ঐ নাসিকা যেন ললাটরূপ চন্দ্রকান্তশিলা থেকে ঝরে-পড়া লাবণ্যরূপ স্রোত, তা যেন আয়ত নয়ন রূপ নদীসমীপে সেতুবন্ধের মতো। তাঁর মুখে ছিল অতি সুরভি সহকার, কর্পূর, কক্কোলফল, লবঙ্গ ও পারিজাতের গন্ধ, ঐ গন্ধে আকৃষ্ট মত্ত ভ্রমরকুলের কোলাহলে তা ছিল মুখর। ঐ মুখ যেন নন্দনবন সহ বসন্তকেই উদ্গিরণ করছিল। সন্নিহিত সুহৃদদের পরিহাস উপভোগ করবার জন্যে তিনি মুখ তুলছিলেন। সে মুখের স্নিগ্ধ হাসির দন্তদীপ্তিতে তিনি যেন দিঙ্‌মণ্ডলকে স্নান করিয়ে দিচ্ছিলেন। ঐ দীপ্তিতে তিনি যেন বারবার আকাশে ভ্রাম্যমাণ জ্যোৎস্না রচনা করছিলেন; তাঁর কানে ছিল কদম-কলির মতো মরকতমণিগর্ভ দুটি মুক্তোয় তৈরি ত্রিকোণ কর্ণভূষণ। এর বিচ্ছুরিত আলোয় মনে হচ্ছিল তিনি যেন সাদা ফুলে গাঁথা সবুজ রঙের কুন্দপল্লব ধারণ করেছেন। তাঁর হাতদুটি ছিল সুরভি কস্তুরীপঙ্কে আঁকা পত্ররচনায় সুন্দর। মনে হচ্ছিল ও-দুটি হাত যেন ভীষণ কামদেবের দুটি পতাকাদণ্ড যার মাথায় আঁকা থাকে ভীষণ মকরের চিহ্ন। তাঁর দেহ ছিল শ্বেতবর্ণ যজ্ঞোপবীত-সূত্রে সীমাঙ্কিত (বিভক্ত), যেন সমুদ্রমন্থনে ক্রুদ্ধ গঙ্গার প্রবাহ দিয়ে বেঁধে রাখা মন্দারপর্বত। তাঁর বুক একমুঠো কর্পূরচূর্ণ ছড়ানোয় শ্বেতবর্ণ হয়ে বিপুল পুলিনের শোভা ধারণ করেছিল। তাঁর (ভাবী পত্নীর) স্তনযুগল যেন ঐ পুলিনরূপ বক্ষের দুটি চক্রবাক। বিশাল দুটি বাহুতে সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে একত্রিত করে তিনি সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হারিতপাখির[১১] রঙের মতো রং ছিল তার অধোবাসে। তাঁর ক্ষীণ কোমরে তা (অধোবাস) শক্ত করে বাঁধা ছিল, শরীর যেন তাতে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল। সামনে ঐ অধোবাসের একটি কোণ নাভির নিচে শোভমান ছিল, আর একটি কোণ মেখলায় গিয়ে পড়েছিল। দুই কোণের গিট বাঁধার ফলে টান লেগে তার উরুর একতৃতীয়াংশ উদ্ভাসিত হয়েছিল তিনি উরু দণ্ড দুটি দ্বারা ঐরাবতের শুঁড়ের দৈর্ঘ্যকে উপহাস করছিলেন। নিরন্তর ব্যায়াম করার দরুন মাংসল ও স্থূল জানুতে সংলগ্ন বিশাল বক্ষস্থলরূপ পাষাণবেদীর ধারণ-স্তম্ভ রূপে ঐ উরুদণ্ড দুটি ছিল সুন্দর চন্দন-লেপনে মনোজ্ঞ। অতিস্থূল উরু বহনের পরিশ্রমেই যেন তাঁর জংঘাস্থি ক্ষীণ। তাঁর দুপাশে ঝোলানো পা দুটি যেন কল্পতরুর দুটি পল্লবের মতো পাটল রঙের। ঐ পা দুটির দোলায়মান নখের কিরণে তিনি যেন ঘোড়াকে সাজাবার জন্যে চামরমালা তৈরি করছিল। তিনি একটি বিরাট ঘোড়ায় চড়ে ছিলেন। সম্মুখে দুলকিচালে চলার সময় ঐ খুরগুলো উঁচুতে উঠে যেন বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছিল, তারপর মাটিতে পড়বার সময় মাটিকে ক্ষতবিক্ষত করছিল এবং ক্ষণেক্ষণে দাঁত দিয়ে লাগামের কঠিনরাশ ধরবার আর ছাড়বার সময় তাকে বাজিয়ে চলছিল। তার লম্বা নাকে লগ্ন ছিল লাগামের প্রান্ত, আর কপালে ছিল ইতস্ততঃ দোলায়িত স্বর্ণচক্র। শব্দায়মান সুবর্ণমালায় সজ্জিত ঐ ঘোড়ার গতিবেগ ছিল মনের গতিবেগের মতো। লোম ছিল গোলাঙ্গুল-নামে বানরের গালের মতো কালো রঙের। ঘোড়াটির রং ছিল সিন্ধুবার ফুলের মতো। অশ্বারোহীর দুদিকে নিকটবর্তী দুই পরিচারক এক হাতে জিনের কাপড় ধরে (অন্য হাতে) শ্বেত চামর দোলাচ্ছিল। তাঁর আগে আগে একজন চারণ; সুভাষিত পাঠ করছিল। তা শুনে তাঁর কপোলে রোমাঞ্চ দেখা দিয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন সংলগ্ন কর্ণোৎপলের পরাগ এসে পড়েছে সেখানে। এমন মুখচন্দ্র নিয়ে তিনি ঐ সুভাষিতের মর্ম উপলব্ধি করছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন যুগান্তরে কামদেবের অবতার হয়ে চন্দ্রময় এক

সৃষ্টি বয়ে আনছেন, বিলাসময় এক নূতন জীবলোক সৃষ্টি করছেন, অনুরাগময় এক দ্বিতীয় সৃষ্টি রচনা করছেন, শৃঙ্গারময় এক দিন উৎপাদন করছেন, এবং রাগরাজ্যের প্রবর্তন করছেন। চোখের পক্ষে তিনি যেন আকর্ষণের অঞ্জন, মনের পক্ষে যেন বশীকরণ মন্ত্র, ইন্দ্রিয়ের পক্ষে যেন এমন এক চূর্ণ যা সবল মনের মানুষকেও সম্মোহিত করে। তিনি যেন কৌতূহলের অতৃপ্তি, যেন সৌভাগ্যের অব্যর্থ প্রীতিবিধান, কামদেবের পুনর্জন্মদিন, ৩১ যৌবনের রসায়ন, সৌন্দর্যের একরাজ্য, রূপের কীর্তি-স্তম্ভ, লাবণ্যের মূলধন, সংসারের পুণ্যকর্মফল, কান্তিলতার প্রথম অংকুর, প্রজাপতির সৃষ্টি-অভ্যাসের শ্রেষ্ঠ ফল, বিলাসের গৌরব বৈদগ্ধ্যের যশঃপ্রবাহ।

তাঁর (এই দুবার) পাশে দেখলেন আর একজন দীর্ঘকায় ও ঈষৎ স্থূলোদর পুরুষকে। তিনি কিন্তু পূর্বোক্ত যুবাপুরুষের অশ্বকে স্পর্শ না করে অপর একটি ঘোড়ায় আরূঢ় ছিলেন, তিনি ছিলেন উত্তপ্ত সোনার স্তম্ভের মতো, তাঁর বয়স হলেও দেহ ছিল ব্যায়ামে সুদৃঢ়, তার নখ, দাড়ি ও চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা ছিল, রং ঝিনুকের মতো সাদা, তাঁর বুক ছিল লোমশ, সৌম্যবেশে তিনি যেন জরাকেও বিনয় শিক্ষা দিচ্ছিলেন, গুণাবলীকেও তিনি যেন গরিমা দান করছিলেন, মহানুভবতাকেও যেন তিনি শিষ্য করে তুলছিলেন, আচারেও তিনি যেন আচার্যকতা করছিলেন। তিনি সাদা রঙের বর্ম পরে ছিলেন, তাঁর মাথায় ছিল সাদা রেশমী পাগড়ী।

তারপর আগে আগে যে-সব পদাতিক সৈন্যরা যাচ্ছিল তারা ফিরে এসে কন্যার কথা বলাবলি করলে যুবক দুটি দিব্যাকৃতি কন্যার কথা জানতে পেরে কৌতূহলী হলেন এবং তাদের দেখতে পেয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে লতামণ্ডপের উদ্দেশে এলেন। দূরে থাকতেই ঘোড়া থেকে নামলেন। পরিজনদের দূরে রেখে সেই সজ্জনের সঙ্গে পায়ে হেঁটেই সবিনয়ে সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা সাদরে অভিবাদন করলে সাবিত্রী সরস্বতীকে নিয়ে যথাক্রমে পত্রাসনাদি দিয়ে এবং ফুলফল অর্ঘ্য নিবেদন করে বনবাসের উপযোগী আতিথ্য দ্বারা যোগ্য অতিথিসৎকারে সম্মানিত করলেন। তাঁরা দুজনে আসনে বসলে নিজে আসনগ্রহণ করে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঐ বয়স্ক দ্বিতীয় জনকে উদ্দেশ্য করে বললেন; আর্য, লজ্জা যাঁদের স্বভাব-সম্পদ সেই স্ত্রীলোকের প্রথম কথা বলাটা অশালীন, বিশেষতঃ বনমৃগীর মতো সরল কুলকুমারীর পক্ষে। কেবল আপনাদের দর্শনে কৃতার্থ এই চোখকে ঈর্ষা করেই সংবাদশ্রবণে কৌতূহলী আমার শ্রবণেন্দ্রিয় আমাকে চালিত করছে। সজ্জন প্রথমদর্শনে উপহার হিসাবেই যেন প্রীতিদান করেন। সহনীয় ব্যক্তির প্রশ্রয়ে অর্পিত মন মদিরার মতো অপ্রগল্‌ভকেও বাচাল করে তোলে। অতি-নমনীয় ধনুতে যেমন স্বচ্ছন্দে প্রান্ত-কোণে ছিলা পরানো যায়, অতিনম্র সজ্জনেও তেমনি বিশ্বাস চরমকোটিতে পৌঁছয়। সংসারে বিধাতার অদৃষ্টপূর্ব সৃষ্টিপ্রকর্ষ প্রখরধীশক্তিসম্পন্ন মানুষেরও বিস্ময় সৃষ্টি করে। এই মহানুভব পুরুষের রূপ যথার্থই ত্রিভুবনকে পরাজিত করে। এই দেবপ্রিয় মানুষটির সৌজন্যসুন্দর আচরণই আমাকে কিছু বলবার প্রেরণা দিচ্ছে, নিছক যুবতিসুলভ চাঞ্চল্য নয়।

এবারে বলুন এখানে আসার ফলে বিরহব্যথায় কাতর কোন্ অভাগা দেশকে ইনি শূন্য করেছেন। কোথায় যাবেন ইনি? মহাদেবের হুংকারের অহংকারকে খর্ব করে নূতন দেহধারী অপর একজন কামদেবের মতো কে যুবক? বিষ্ণুর হৃদয়ে অমৃতবর্ষী

কৌস্তুভমণির মতো তপস্যাবন্ধ কোন্ পিতার হৃদয়কে ইনি আহ্লাদিত করেছেন? প্রাতঃসন্ধ্যার মতো ত্রিভুবননমস্যা কে এই মহাতেজস্বীর জননী? কোন্ কোন্ পুণ্য বর্ণে এঁর নাম চিহ্নিত? আর্যের পরিচয় জানতে কৌতূহলী হৃদয়ের এই প্রশ্নপরম্পরা। তিনি (সাবিত্রী) এ কথা বলবার পর বিনয় প্রকাশ করে তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন —আয়ুষ্মতি! মধুর বচন সজ্জনদের বংশগত বিদ্যা। আপনার মুখই শুধু নয়, হৃদয়ও চন্দ্রময় কারণ তা অমৃতের শীতল শীকরের মতো কথায় আহ্লাদের সঞ্চার করছে। সৌজন্যের জন্মভূমি আপনারা মহাপুণ্যে সজ্জননির্মাণের শিল্পকলার মতো। পরস্পর আলাপের কথা না-ই বা বললাম, অভিজাতদের সঙ্গে মিলিত দৃষ্টিই আমাদের অনেক উঁচুতে নিয়ে যায়। শুনুন—ইনি হলেন ভার্গববংশের অলংকার চ্যবনের পুত্র দধীচ। এই চ্যবন নিজের বিপুল প্রভাবে ইন্দ্রের স্তম্ভের মতো বাহুকে প্রতিরুদ্ধ করেছেন। এর চরণকমল সুর ও অসুরের মুকুটরত্নশিলায় পড়তে পড়তে দুরারাধ্য হয়েছে। ইনি পুলোমা-রাক্ষসকে ভস্ম করেছেন। দধীচ এঁরই বহিশ্চারী প্রাণের মতো॥ এর জননী হলেন জগজ্জয়ী বহু সহস্র নৃপতিসেবিত শর্যাতের সন্তান রাজকন্যা সুকন্যা, যিনি ত্রিভুবনের কন্যারত্নরূপা। সুকন্যা গর্ভবতী জেনে তাঁর পিতা দশম মাসে প্রসবের জন্যে তাঁকে স্বামীর কাছ থেকে স্বগৃহে আনালেন। দেবী সেখানে এই আয়ুষ্মানকে প্রসব করেন। ক্রমে কমলনয়ন এই শিশু চন্দ্রের মতো জ্ঞাতিবর্গকে আনন্দ দিয়ে সেই গৃহেই বড়ো হতে লাগলেন। কন্যা পতিগৃহে এলেও পিতামহ এই মন-খুশি-করা নাতিটিকে ছাড়লেন না। নাতিকে নিরন্তর দেখেও তৃপ্তি হত না তাঁর।[১১] সেইখানেই সমস্ত বিদ্যা ও সমস্ত কলা শিখলেন তিনি। ইনি যৌবনে পদার্পণ করলে আমার মতো এঁর পিতাও তাঁর মুখকমল দেখে আনন্দ পাক এই ভেবে সম্প্রতি এঁকে পাঠিয়েছেন। আর, আমাকে আপনি ঐ সুগৃহীতনামা শর্যাতের আজ্ঞাকারী বিকুক্ষি-নামে তুচ্ছ এক ভৃত্য বলে জানবেন। ইনি পিতার পাদমূলে এলে প্রভু আমাকেই এঁর সহচর করলেন। এই রাজকুলকে আমরা বংশপরম্পরায় সেবা করে চলেছি। দীর্ঘকাল সেবাকরার ফলে ভৃত্যের প্রতি উত্তমদের পক্ষপাত জন্মায়। মহৎদের দাক্ষিণ্যের ভাণ্ডার অফুরান। এখান থেকে মাত্র দু-ক্রোশ দূরে শোণনদীর পারে সেই পূজনীয় চ্যবনের নিবাস চৈত্ররথের মতো বন, যার নাম তিনি নিজের নাম অনুসারে 'চ্যাবন' রেখেছেন। আমাদের দুজনের গন্তব্য এই পর্যন্তই। যদি সৌজন্য ক্ষণমাত্র সময় দেয়, অথবা হৃদয়ে আমাদের উপর অবজ্ঞার ভাব না থাকে, অথবা যদি এই অধম জন কৃপার পাত্র বা বৃত্তান্ত শোনবার যোগ্য হয় তা হলে আমাদের কৌতূহলের এই প্রথম প্রার্থনা অপূর্ণ রাখবেন না। আমরাও আপনাদের বৃত্তান্ত শুনতে ইচ্ছুক। এই আকৃতি দেবত্বের বিরোধী হতে পারে না।[১২] আপনাদের গোত্র ও নাম শুনতে চায় আমাদের দুজনের হৃদয়। অতএব বলুন জন্মগ্রহণ করে কোন্ বংশকে আপনারা স্পৃহণীয় করেছেন? আর আপনার পার্শ্ববর্তিনী, বিরোধী পদার্থের সমবায়ের মতো ইনি কে? এঁর কাছে তরুণ অন্ধকার (১ নতুন অন্ধকার, ২ কেশের কৃষ্ণতা) তবু এঁর ভাস্বর মূর্তি। এঁর মুখ পুণ্ডরীকের (১ ব্যাঘ্র, ২ কমল) মতো অথচ নয়ন হরিণের মতো, ইনি তরুণ রবিরশ্মির প্রভা ধারণ করেছেন অথচ এঁর হাসি কুমুদের মতো, এঁর মধ্যে কলহংসের ধ্বনি অথচ ছেয়ে আছে পয়োধর (১ মেঘ, ২ স্তন), এঁর হাত পদ্মের মতো কোমল, কিন্তু নিতম্ব হিমালয়শিলার মতো প্রশস্ত, উটের মতো

দীর্ঘ এর জংঘা কিন্তু চলন বিলম্বিত, এখনও এঁর কুমার ভাব (১ বাল্য, ২ কার্তিকেয়) বজায় আছে, তবু দৃষ্টিতে স্নেহ। (তারক—অক্ষিতারকা, ২ তারকাসুর) তিনি বললেন, আর্য, সময়ে সব শুনবেন। আমাদের দুজনের হৃদয়ই এখানে দীর্ঘদিন থাকতে অভিলাষী। খুব কাছেই তো থাকবেন। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে সবই প্রকাশিত হবে। হঠাৎ-দেখা-হয়ে-যাওয়া এঁকে কিন্তু ভুলে যাবেন না। এই বলে তিনি নীরব হলেন। দধীচি জলগর্ভ মেঘের মতো গম্ভীর স্বরে কুঞ্জবাসী ময়ূরদের নাচিয়ে ধীরে ধীরে বললেন—আর্য! প্রসন্ন হলে ইনি নিশ্চয় অনুগ্রহ করবেন। পিতার সঙ্গে দেখা করব। উঠুন। এখন যাই। 'তাই হোক' বলে বিকুক্ষি অনুমোদন করলে ধীরে ধীরে উঠে নমস্কার করে প্রস্থান করলেন। অশ্বারোহণ করে তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন সরস্বতী অনেকক্ষণ নিমেষহীন দৃষ্টিতে যেন ছবি আঁকা স্থির চোখে তাঁকে দেখলেন। শোণনদী পার হয়ে অল্প সময়েই দধীচি পিতার আশ্রমে গেলেন। তিনি চলে যাবার পরও স্বরস্বতী সেই দিকেই বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন। বহুকষ্টে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

তারপর তাঁর হৃদয় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাঁর (দধীচের) রূপসম্পদ স্মরণ করে বিস্ময়ে পূর্ণ হল। তাঁর চোখ তাঁকে আবার দেখবার জন্যে উৎসুক হল। কেউ যেন জোর করে তাঁর শ্রবণ দৃষ্টিকে সেইদিকেই আকৃষ্ট করছিল। কেউ না পাঠালেও তাঁর মন তাঁরই সঙ্গে চলে গেল। সুকুমার বনলতায় নবপল্লবের মতো তাঁর চিত্তেও অনুরাগ অঙ্কুরিত হল। তখন থেকেই তিনি যেন আলস্যে, শূন্যমনে ও নিদ্রালুভাবে দিন কাটাতে লাগলেন। যখন পশ্চিমে ঢলেপড়া, রক্তিকাফুলের গুচ্ছের মতো তামাটে, বৃদ্ধসারসের শিরোদেশের মতো রাঙা কমলিনীপ্রেমিক ক্ষীণমণ্ডল সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, আতরুণ তমালের মতো শ্যামল আকাশব্যাপী অন্ধকার আকাশকে মলিন করে তুলছিল, সঞ্চরণশীল সিদ্ধাঙ্গনাদের নূপুরের ধ্বনির অনুসরণকারী আকাশগঙ্গার হংসের মতো চন্দ্র আকাশে ধীরে ধীরে উদিত হচ্ছিল, সেই সময়ে সন্ধ্যাবর্ণনা করে এবং রাত শুরু হতেই শিথিল দেহে পল্লবশয়নে শায়িত হলেন। সাবিত্রীও সান্ধ্য ক্রিয়াদি সমাপন করে পল্লবশয়নে এসে নিদ্রা এলে শুয়ে পড়লেন।

অপরজন (অর্থাৎ সরস্বতী) বার বার পাশ ফিরতে ফিরতে পল্লবশয়নকে আলুলায়িত করে তুলছিলেন, চোখ বন্ধ করে রইলেও তাঁর ঘুম আসছিল না। ভাবছিলেন—মর্ত্যই সকল লোকের সেরা, যেখানে ত্রিভুবনের অলংকার সকলগুণ-গৌরবে পূর্ণ রত্নরাজি। যেমন—চাঁদ সেই মুখলাবণ্যপ্রবাহের বিন্দুমাত্র। তাঁর দৃষ্টিপাত কুমুদ এবং নীল ও লোহিত পদ্মের মতো। তাঁর অধরমণির কান্তি বিকশিত বন্ধুকফুলের বনরাজি। তাঁর অঙ্গের লাবণ্যই কামদেবের লাবণ্যের উপকরণ। সেই স্ত্রীলোকদের নয়ন মন ও যৌবনই পুণ্যভাজন যারা এঁকে দেখে নি। আমি যে ক্ষণকালের জন্যে তাঁকে দেখেছি তা আমার পূর্বজন্মকৃত কোনো অধর্মের ফল। কী যে করি এখন! স্বপ্নে তিনি যে দ্বিতীয়বার তাঁকে দেখলেন তাতে মনে হল কামদেব তাঁকে নির্দয়ভাবে পীড়ন করার জন্যে কান পর্যন্ত আকর্ষণ করে বাণ মেরেছেন। মদনবাণে আহত তাঁর ঘুম ভাঙলে মনে হল স্বয়ং অরতি (বৈরাগ্য) যেন তাঁর খবর নিতে এসেছে। সেই থেকে পুষ্পপরাগে শুভ্রবর্ণ লতায় আহত হয়েও তিনি বেদনায় কাতর। •মৃদুমন্দ বায়ুতে কম্পিত পুষ্পপরাগ চোখে না পড়লেও তিনি অশ্রুজল মোচন

করছিলেন। হাঁসের পাখার হাওয়ায় উৎক্ষিপ্ত শোণনদের জলকণায় সিক্ত না হয়েও তিনি ভিজে উঠছিলেন। দোলায়মান কৃষ্ণহংসমিথুন দ্বারা বাহিত না হলেও তিনি বনকমলিনীপল্বলের দোলায় বিচলিত হচ্ছিলেন। বিচ্ছিন্ন চক্রবাকমিথুনের বিরহনিশ্বাসরূপ ধূম তাঁকে স্পর্শ না করলেও তিনি মলিন হয়ে পড়ছিলেন। পুষ্পপরাগে ধূসরিত মাধুকরেরা দংশন না করলেও তিনি বিচলিত হয়ে উঠছিলেন। এইভাবে কয়েক রাত কেটে গেলে একদিন পরিজনদের দূরে অপেক্ষমাণ রেখে, একই পথে বিকুক্ষি এলেন সেখানে। তাঁর সঙ্গে ছিল ছত্রধারী। সরস্বতী তাঁকে দূর থেকে সম্মুখে আসতে দেখে সাদরে সসম্ভ্রমে উঠে বনমৃগীর মতো গ্রীবা তুলে দশদিক শুভ্রবর্ণকরা দৃষ্টিতে পথশ্রান্ত তাঁকে যেন স্নান করালেন। আসন গ্রহণ করার পর সাবিত্রী সাদরে জিজ্ঞাসা করলেন—আর্য. কুমার ভালো আছেন তো? তিনি বললেন, আয়ুষ্মতি! ভালো আছেন তিনি। আপনাদের দুজনের কথা তাঁর বিলক্ষণ মনে আছে। তবে ইদানীং তাঁর শরীর যেন ক্ষীণ হয়েছে। ঠিক জানি না কেন কেমন এক শূন্যতা তাঁকে আশ্রয় করেছে। হ্যাঁ. একটা কথা, শীগ্‌গিরই মালতী নামে এক দূতী আপনাদের সংবাদ নিতে আসবেন। তিনি কুমারের নিশ্বাসের মতো।' একথা শুনে সাবিত্রী আবার বললেন—কুমার যথার্থই মহানুভব, তা না হলে কিছুক্ষণের জন্যে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার সঙ্গে এই বহুপরিচিতের মতো আচরণ করবেন কেন? তিনি গেলেন কিন্তু যাবার সময় তাঁর মন ক্ষণেকের জন্যে আমাদের উপর আসক্ত হল, অনেকটা মার্গলতায় হঠাৎ-আটকে-যাওয়া বস্ত্রপ্রান্তের মতো। আপনার প্রভুপুত্রের কৌলীন্যের সঙ্গে সৌজন্যও আছে।

এমন সহজেই যা বন্ধুত্বে উন্মুখ সেই মহতের মন উদাসীন সংসার যে কোনো মূল্যে কেন কিনে নেয় না? এমন ঔদার্যের আতিশয্য মহাত্মাদেরই হয়, অপর কারো নয়, যার দ্বারা তাঁরা ত্রিভুবনকে বশে আনেন। বিকুক্ষি একথা-সেকথায় দীর্ঘসময় কাটিয়ে তাঁর ঈপ্সিত স্থানে প্রস্থান করলেন। পরদিন পদ্মবিকাশবিলাসী সহস্ররশ্মি ভগবান আকাশমণি প্রখর আলোকে অন্ধকার দূর করলে মালতীকে দেখা গেল। দেহের তরল প্রভায় তিনি শোণনদের সমস্ত জলকে আরও নির্মল করছিলেন। তিনি যেন প্রস্ফুটিত মাধবীফুলের স্তবকের বর্ণের মতো কেশরযুক্ত বিশাল সিংহের উপর উপবিষ্টা গৌরীর মতো। লীলাভরে তিনি তাঁর চরণ রেকাবে রেখেছেন, যখন পায়ের নূপুর বাজছে তখন ঘোড়া কান খাড়া করে ঘাড় বেঁকিয়ে তা শুনছে। আলতায় তাঁর চরণ রঞ্জিত, তালুতে লেগেছে কুঙ্কুম।

মালতী-সরস্বতী সংলাপ

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে গেলে সাবিত্রী স্নানের জন্যে শোণনদে অবতরণ করলেন। তখন পরিজনদের সরে যেতে বলে মালতী পুষ্পশয্যাশায়িনী সরস্বতীর কাছে এসে একান্তে বললেন—দেবি, গোপনে কিছু বলার আছে আপনাকে। তাই কিছুক্ষণ অনুগ্রহ করে শুনুন এই অনুরোধ। সরস্বতী হয়তো দধীচিরই কোনো সংবাদ হবে এই আকাঙ্ক্ষা করে 'কী জানি এ কী বলবে' তাই ভাবতে লাগলেন। তাঁর বুকের উপর রাখা বাঁ-হাতের নখের কিরণ দেখে মনে হচ্ছিল যেন কুতূহলের অংকুর হৃদয় থেকে বেরিয়ে পড়েছে। তিনি সেই হৃদয়কে দুকূলবল্কলের আঁচল দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করছেন। তাঁর কানের পল্লব পড়ে যাচ্ছে, তা দেখে মনে হচ্ছে তা যেন শোনার কৌতূহলেও ধাবিত। অনবরত দীর্ঘশ্বাসে

কাছেই দুলছে একটি তরুণতরুলতা, তাকেই ধরে আছেন তিনি, ঐ কম্পমান তরুলতা যেন তাঁর জীবনের আশারই প্রতীক। উৎফুল্ল মুখপদ্মের লাবণ্যপ্রবাহে যেন শৃঙ্গার রসেই সমস্ত জীবলোককে প্লাবিত করছেন তিনি।

শয্যাপুষ্পের সুবাসে সংলগ্ন মদনাগ্নিতে দগ্ধ তাঁরই মনোরথের মূর্ত প্রতীক শ্যামবর্ণ ভ্রমরেরা তাঁকে বিরক্ত করায় মদনজ্বরে পীড়িত তিনি ধীরে ধীরে উঠলেন। 'গোপনে বলো' একথা বলে কপোলতলে প্রতিবিম্বিত মালতীকে লজ্জায় যেন কর্ণমূলে প্রবেশ করিয়ে মধুর বচনে ধীরে ধীরে বললেন, 'সখি মালতী, এমন করে বলছ কেন? আমি মনোযোগ দেবার মতো কেউ নই। শরীর বা প্রাণের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। বিনা প্রার্থনাতেই প্রিয়জনের প্রভুত্ব সকলের উপর বর্তায়। এমন কোনো সম্বন্ধই নেই যা তোমার সঙ্গে আমার নেই, তুমি আমার ভগিনী, সখী ও প্রণয়িনী,—প্রাণস্বরূপিণী। তুমি আমার এই শরীরকে, ছোটোবড়ো যে-কোনো যোগ্য কাজে নিযুক্ত করো। তোমার কাছে আমার হৃদয় সম্পূর্ণ উন্মোচিত ও সমর্পিত। হে বরবর্ণিনি! তোমার যা বক্তব্য তা অকপটে বলো। মালতী বললেন, বিষয় যে মধুর, ইন্দ্রিয় যে লোলুপ, নবযৌবন যে উন্মত্ত, মন যে চঞ্চল এসব তো আপনার জানা কথাই। কামের দুর্নিবারতা প্রসিদ্ধ। তাই আমাকে ভর্ৎসনা করবেন না। আমার বাচলতার কারণ মূখতা, চপলতা বা ধূর্ততা নয়। অসাধারণ প্রভুভক্তি করাতে পারে না এমন কিছুই নেই। আপনাকে দেখার পর থেকেই তাঁর কাম গুরুতর (কামদেব তাঁর গুরু), চন্দ্র তাঁর জীবনদেবতা চন্দ্র তাঁর যম, বা পুরোহিত) মলয়পবন তাঁর উচ্ছ্বাসের কারণ (মলয় পবন তাঁর শ্বাসরোধী), মনোবেদনা তাঁর অন্তর্দেহে (মনোবেদনা তাঁর সচিবাদি বিশ্বস্ত জনে), সন্তাপ তাঁর পরম সুহৃদ (সন্তাপ তার শত্রু), জাগরণ তার আপ্ত (বন্ধুর মতো), মনোরথ অব্যবস্থিত (মনোরথই তাঁর দূত বা চর), নিঃশ্বাস তাঁর অগ্রানুচর (দেহের গতির আগেই দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয়), মৃত্যু তার অনুগামী, (যে কোনো মুহূর্তেই মৃত্যু হতে পারে তাঁর), অশান্তি তাঁর বার্তাবাহী (তাঁর সঞ্চালক শক্তি), সংকল্পই তাঁর বুদ্ধিধর উপদেশক বৃদ্ধবৃন্দ। কী আর বলব? যদি বলি দেব দধীচ সুযোগ্য তাহলে তো তা আত্মপ্রশংসা হবে; যদি বলি সচ্চরিত্র তা হলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে, যদি বলি ধীর তা হলে তা মদনদশার বিরোধী হবে, যদি বলি সুভগ বা যোগ্য, সে কথা একমাত্র তুমিই তো বলতে পার, যদি বলি 'প্রেমে অচঞ্চল' সেটা হবে তোমারি অভিজ্ঞতার বিষয়, যদি বলি তিনি সেবা করতে জানেন প্রভুর সম্বন্ধে সে কথা বলা অসম্মানজনক হবে, যদি বলি আমরণ তিনি তোমার দাসত্ব করতে প্রস্তুত তাহলে তা ধূর্তবাঘের মতো শোনাবে, যদি বলি তুমিই হবে তাঁর গৃহস্বামিনী তাহলে তা হবে উপযাচক হয়ে লোভ দেখানো, যদি বলি অমন স্বামী ভাগ্যবতীই পায় তাহলে তা হবে প্রভুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব। যদি বলি তুমিই তাঁর মরণ' তা হলে তা হবে অপ্রিয়, যদি বলি তুমি গুণগ্রাহিণী নও, তা হলে তা হবে ভর্ৎসনার মতো, যদি বলি 'স্বপ্নেও এসে তুমি তাকে অনুগৃহীত করেছ' তাহলে তার সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না, যদি বলি 'প্রাণরক্ষার জন্যে তিনি ভিক্ষা চাইছেন' তাহলে তা হবে কাতরতা, যদি বলি 'সেখানে যান' তাহলে তা শোনাবে আদেশের মতো, যদি বলি 'নিবারিত হয়েও জোর করে আসেন' তা হলে তা হবে পরাজয় স্বীকার। এই যা বললাম তাতে কিছুই বলা হল না তোমাকে—একথা শুনে তুমি যা ভালো বুঝবে তা করবে—এই বলে তিনি নীরব হলেন।

তারপর প্রত্যুত্তরে প্রীতিবিস্ফারিত চোখে বললেন, 'ওগো, বেশি কথা বলার শক্তি আমার নেই। হে স্মিতবাদিনি! আমি তোমার কথাই মানছি। আমার এই জীবনের ভার তুমিই গ্রহণ করো। মালতী বললেন, দেবি, তুমি যা আদেশ করো, আর এই আদেশ মহা অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। এ কথা বলে অত্যন্ত আনন্দে অধীর হয়ে প্রণাম করে দ্রুতগামী অশ্বে শোণ পার হলেন এবং দধীচকে চ্যবনাশ্রমে আনতে গেলেন। আর একজন (অর্থাৎ সরস্বতী) সখীস্নেহে সাবিত্রীকে সবকথা জানালেন। উৎকণ্ঠার ভারে ভেঙে পড়ে দুঃখিত চিত্তে কোনোরকমে দিনের শেষ অংশটি যাপন করলেন, ঐ সময়টুকুকে তাঁর মনে হচ্ছিল এক কল্প বুঝি! সূর্য অস্ত গেলে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল। সিংহ যেমন গুহা ছাড়ে তেমনি সহাস্য চন্দ্রও উজ্জ্বল পূর্ব দিক ছাড়তে লাগল। তখন সরস্বতী চীনাংশুকের মতো কোমল তরঙ্গচিহ্নিত চাদরে বিছানো কোমল শয্যার মতো শোণসৈকতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি ললাটভূষণ ধারণ করেছিলেন, প্রার্থনা জানাবার জন্য স্বপ্নে তিনি দধীচের চরণে প্রণত হয়েছিলেন। ঐ ললাটভূষণ যেন তাঁর নখজ্যোৎস্না। তাঁর কপোলরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে কানের কাছে এসে যেন কামদেবের বার্তা শোনাচ্ছিল, চারুহাসিনি, তোমার মনের মানুষকে এইখানেই তো এনে দিচ্ছি। তিনি হাওয়া দিচ্ছিলেন ঘর্মাক্ত গালদুটিকে, এতে তাঁর নখগুলো ছড়াচ্ছিল কিরণের দিগন্ত। মনে হচ্ছিল একগুচ্ছ চন্দ্রকলা যেন ঐ চামরের রূপ ধারণ করেছে। তিনি স্তনের উপরে কোনোরকমে একটি তরুণ মৃণাল ধারণ করেছিলেন। তা দেখে মনে হচ্ছিল 'এখানে দধীচি ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার নেই', একথা ঘোষণা করার জন্যেই যেন কামদেব সকৌতুক নিজের বেত্রলতাটিকে এখানে স্থাপন করেছেন। মনে মনে ভাবছিলেন, আমি সরস্বতী, তবু সব জেনে শুনেও কামদেবের তাড়নায় আমি পরবশ হলাম, তা হলে অতিচপল তরুণীবেচারীদের আর দোষ কী?

দধীচ-সরস্বতী মিলন

মালতীর সঙ্গে দধীচ এলেন। তিনি যেন (সুগন্ধি পবনযুক্ত) বসন্তকালের মতো সুগন্ধ ছড়িয়ে এলেন। (মৃণাল দ্বারা যার জীবন ধারণ সেই) হংসের মতো মৃণাল ধারণ করেছিলেন তিনি। (মেঘপ্রীতিতে উন্মুখ) ময়ূরের মতো ঘন অর্থাৎ গভীর প্রেমে উন্মুখ হয়ে এলেন তিনি। (চন্দন আর ধব-তরুর আশ্রয় পাওয়া তম্বীলতায় কাঁপন-জানানো) মলয়ানিলের মতো সান্দ্র চন্দনলিপ্ত হয়ে তনুলতার কম্পন (প্রণয়াভিলাষ-জনিত) নিয়ে এলেন তিনি। গ্রহপতি চন্দ্র যেন তাঁকে চুল ধরে টেনে আনল। মনে হল তিনি যেন কামোদ্দীপনে দক্ষ মলয়ানিলের দ্বারা প্রেরিত। অভিলাষের তরঙ্গে ভরা রতিরসে তিনি যেন বাহিত। সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে ভ্রমরেরা ঘিরে ধরছিল। দেখে মনে হল ওরা যেন তাঁর দেহ নীলাম্বরে ঢেকে দিচ্ছে। তাঁর কপোলে চন্দ্র প্রতিফলিত হয়ে দীপ্তি পাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল তা যেন মদমত্ত মদনরূপী হাতির কানের সঙ্গ অথবা প্রথম মিলন বিলাসের স্মিতহাস্যে তাঁর কপোলের কান্তি যেন আরও প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি এসে হৃদয়গত প্রিয়ার নূপুরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হংসধ্বনির মতো মধুর স্বরে তাঁকে সম্ভাষণ জানালেন। কামদেব যেমন আজ্ঞা দেন, যৌবন যেমন উপদেশ দেয়, অনুরাগ যেমন শিক্ষা দেয়, বৈদগ্ধ্য যা বুঝিয়ে দেয় তেমনি করে রূপবতী প্রিয়ার

সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন। তা বিশ্বাস অর্জন করে সরস্বতী তাঁর কাছে আত্মপরিচয় দিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে একটিমাত্র দিন ব'লে প্রতিভাত পূর্ণ একটি বছর কাটালেন।

সরস্বতীর পুত্রলাভ ও স্বর্গে প্রস্থান

তারপর দৈবযোগে সরস্বতী গর্ভধারণ করলেন। এবং যথাকালে সুন্দর ও সর্বসুলক্ষণ পুত্রের জন্ম দিলেন।[১৮] জন্মগ্রহণ করা মাত্র তিনি তাঁকে সরহস্য সর্ববেদ, সর্বশাস্ত্র ও সকল কলা 'আমার প্রভাবে সম্যক্‌রূপে স্বয়ং আবির্ভূত হোক' এই বর দিলেন। সৎপতির গৌরবে, যেন দেখানোর জন্যেই তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করে, ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে সাবিত্রীকে নিয়ে আবার ব্রহ্মলোকে আরোহণ করলেন। তিনি চলে যাবার পর দধীচের হৃদয়ে যেন নিদারুণ বজ্রপাত হল। তিনি পুত্রটির লালনপালনের ভার ভার্গবংশীয় ব্রাহ্মণ সহোদরের পত্নী অক্ষমালা নামে মুনিকন্যাকে দিয়ে বিরহকাতর হয়ে বনে গেলেন।

বাৎস্যায়ন বংশলতা

যে-সময়টিতে সরস্বতী পুত্রপ্রসব করেছিলেন ঠিক সেই সময়টিতেই অক্ষমালারও একটি পুত্র জন্মেছিল। দুটি শিশুকে নির্বিশেষে স্তন্যদানাদি দ্বারা ধীরে ধীরে বড়ো করে তুললেন। তাদের দুজনের মধ্যে একজনের নাম হল সারস্বত, আর একজনের নাম বৎস। দুজনের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ স্পৃহণীয় প্রীতি জন্মালো।

তারপর মাতৃমহিমায় যৌবনের শুরুতেই সারস্বতে অশেষ বিদ্যা আবির্ভূত হলে তিনি সমবয়সী প্রিয় প্রাণতুল্য মিত্রপ্রতিম ভাই বৎসে সমস্ত বাঙ্ময় সঞ্চারিত করে দিলেন এবং তাঁর বিবাহ দিয়ে ঐ প্রদেশেই প্রীতিহেতু প্রীতিকূট নামে এক আবাস বানিয়ে দিলেন আর নিজে পলাশদণ্ড, কৃষ্ণাজিন, অক্ষবলয়, বল্কল, মেখলা ও জটা ধারণ করে তপস্যার জন্যে পিতা দধীচের কাছে চলে গেলেন।

বৎস থেকে বিমল বংশ পবিত্র গঙ্গাপ্রবাহের মতো প্রবর্তিত হল, যার প্রবর্ধিত আদি পুরুষেরা নিজেদের বিভিন্ন বৈদিক শাখার বিদ্যার্থীদের উন্নতি করেছিলেন (গঙ্গাপ্রবাহ পক্ষে, প্রবর্ধমান বামনরূপ আদিপুরুষ যার পদোন্নতি বা মাহাত্ম্য ঘটিয়েছেন), যার নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে (গঙ্গাপ্রবাহ পক্ষে, যার স্রোতোনির্ঘোষ নির্গত হয়ে চলেছে), রাজারা যাকে শিরে ধারণ করেছে (গঙ্গাপক্ষে, মহেশ্বর যাকে শিরে ধারণ করেছে) যা সমস্ত কলাবিদ্যায় পারদর্শী (গঙ্গাপ্রবাহপক্ষে, কলকল ধ্বনিতে যা মুখরিত), মহামুনিরা যাকে সম্মান করেন (গঙ্গাপ্রবাহ পক্ষে, জহ্নুমুনি যাকে সম্মান করেন), যা (উৎকর্ষে) শত্রুপক্ষের ক্ষোভ উৎপন্ন করে (গঙ্গাপ্রবাহ পক্ষে, যা নিজের বেগে বিপক্ষ অর্থাৎ পর্বতকে ক্ষুভিত করে), পৃথিবীতে যার প্রতাপ পরিব্যাপ্ত (গঙ্গাপ্রবাহপক্ষে, পৃথিবীতে যার বিস্তার সংঘটিত), যা অসদাচার থেকে অস্খলিত বা অভ্রষ্ট এবং প্রকৃষ্ট বৃত্ত বা চরিত্রের অধিকারী (গঙ্গাপ্রবাহপক্ষে, যা অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত)। এই বংশ থেকেই বাৎস্যায়ন নামে অসাধারণ ব্রাহ্মণেরা উদ্ভূত। যারা গৃহী হয়েও মুনি।[১৯] এঁরা চিরবৃত্তি গ্রহণ করলেও মিথ্যা বক-কাকু অর্থাৎ ভণ্ডামি করেন না, কুক্কুটব্রত করলেও বিড়ালবৃত্তি (হিংসাবৃত্তি) গ্রহণ করেন না, এঁরা জনপঙ্‌ক্তি এড়িয়ে চলেন (অর্থাৎ অন্যের রান্না খান না), এঁরা কপটতা, কুটিলতা ও দম্ভ পরিহার করে চলেন, পরনিন্দায় এঁরা পরাঙ্মুখ, তিন বর্ণকে পৃথক করে এঁরা বিশুদ্ধ অন্ন গ্রহণ করেন, এঁদের বুদ্ধি অচঞ্চল, এঁরা কারো কাছে প্রার্থী হন না, এঁদের স্বভাব কোমল, মিত্রজনের প্রতি অনুকূল, এঁরা (বৈদিক) অন্য শাখা বিষয়ে সংশয়ের নিরসন করেন, সমস্ত গ্রন্থের

অর্থকাঠিন্যকে এঁরা দূর করেন, এঁরা কবি, বাগ্মী, মাৎসর্যহীন। অন্যের ভালোকথা শুনতে এঁরা আগ্রহী, বিদগ্ধজনের পরিহাসের মর্মগ্রহণে এঁরা দক্ষ, অন্যের সঙ্গে পরিচয় সাধনে এঁরা কুশলী, নৃত্যগীত ও বাদ্য এঁরা পরিহার করে চলেন না,[১০] এঁরা আগমে সতৃষ্ণ, এঁরা দয়াবান, অতিথিপরায়ণ, ও সমস্ত সাধুজনের আদৃত, সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমান সৌহার্দে এঁদের চিত্ত আর্দ্র, এঁরা সর্বগুণযুক্ত কিন্তু রাজোগুণে অভিভূত নয়, পৃথিবীতে থেকেও এঁরা নন্দনকে আশ্রয় করে আছেন (খড়্গ ধারণ না করেও এঁরা বিদ্যাধর, এঁরা অশীত কিন্তু কলাবান, এরা অনৈশ তারকা, এরা করতাপী নয়, অথচ সূর্য, এরা তাপহীন অথচ অগ্নি, এরা বক্রগামী নয়, অথচ সর্প, এরা স্তম্ভহীন' অথচ মন্দির, এরা যজ্ঞধ্বংসকারী নয় অথচ দক্ষ, এরা সর্পহীন তবু শিব।

এইভাবে এই বংশে ব্রাহ্মণ উদ্ভূত হতে থাকলে, সংসারচক্র আবর্তিত হতে থাকলে যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর, দিনের পর দিন এইভাবে বহু সময় বিগত হলে জন্মপরম্পরায় বাৎস্যায়ন বংশ ক্রমাগত বিবর্ধিত হতে থাকলে, একসময় কুবের নামে বৈনতেয়ের মতো গুরু-পক্ষপাতী—(কুবের পক্ষে, গুরুজনদের প্রতি ভক্তি পরায়ণ, বৈনতেয় পক্ষে, বিশালপক্ষযুক্ত) দ্বিজ জন্ম গ্রহণ করল। তাঁর অচ্যুত, ঈশান, হর ও পাশুপত নামে চার পুত্র হল। তাঁরা চার যুগারম্ভের মতো ছিলেন। এঁদের ব্রাহ্মতেজে সম্ভীত চারদিকে বিস্তার লাভ করেছিল। নারায়ণের বাহুদণ্ডগুলির মতো এঁরা সজ্জনদের সন্তুষ্ট করেছিলেন (নারায়ণের বাহু দণ্ড সুদর্শন নামক চক্র এবং নন্দননামক খড়্গযুক্ত)। তাঁদের মধ্যে পাশুপতের অর্থপতি নামে একটিই পুত্র, তিনি মহানুভব ভূভাগের মতো কুলমর্যাদাপালনকারী (পক্ষে, পর্বতকুল বলে যাঁর স্থিতি), সমুদ্রের মতো গম্ভীর, সমস্ত ব্রাহ্মণকুলের চূড়ামণি। অর্থপতি রুদ্রতুল্য এগারটি পুত্রের জনক—ভৃগু, হংস, মহীদত্ত, ধর্ম, জাতবেদাঃ, চিত্রভানু, ত্র্যক্ষ, অহিদত্ত এবং বিশ্বরূপ। এঁরা ছিলেন পবিত্র, সোমনদের অমৃতময় বারিকণায় এঁদের মুখমণ্ডল ছিল সিক্ত। তাঁদের মধ্যে চিত্রভানু রাজদেবী নামে ব্রাহ্মণীতে বাণকে পেয়েছিলেন পুত্ররূপে।[১১] প্রবল দৈবের বিধানে মাতার মৃত্যু ঘটায় বাল্যকালেই তিনি মাতৃহীন হলেন। স্নেহাসক্তিতে পিতাই সম্পূর্ণভাবে তাঁর মাতার স্থান পূরণ করেন।

নিজের বাড়িতেই তিনি বড়ো হলেন। পিতা তাকে ক্রমশ বেশি করে ধৈর্যশীল করে তুললেন। তার উপনয়নাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হল, সমাবর্তন-সংস্কারও হল। কিন্তু চোদ্দবছর না পূর্ণ হতেই তাঁর পিতা বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র সম্মত ব্রাহ্মণজনোচিত সমস্ত পুণ্যকর্ম করে একসময় অপূর্ণবয়সেই পরলোক গমন করলেন। পিতার মৃত্যু হলে মহাশোকে কষ্ট পেয়ে দিনরাত দগ্ধ হৃদয়ে কোনোরকমে কিছুদিন স্বগৃহেই রইলেন।

বাণের পর্যটন ও প্রত্যাগমন

শোকাবেগ কমে এলে ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতাজনিত চাপল্যে শৈশবজনিত কৌতূহলের আতিশয্যে যৌবনারম্ভজনিত ধৈর্যহীনতায় শৈশবোচিত বহু উচ্ছৃংখল আচরণ করে ভবঘুরে হয়ে পড়লেন তিনি। তার সমবয়সী ও একইধরনের বন্ধু ও সঙ্গীসাথী জুটল। যেমন, শূদ্রাজাত দুই দ্বিজভ্রাতা চন্দ্রসেন ও মাতৃষেণ পরমমিত্র ভাষকবি ঈশান, প্রণয়ী রুদ্র ও নারায়ণ, বিদ্বান বারবাণ ও বাসবান, বর্ণকবি, বেণীভারত, প্রাকৃতরচনায় দক্ষ কুলপুত্র বায়ুবিকার, দুই চারণকবি অনঙ্গবাণ ও

সূচীবাণ, কষায়ধারিণী চক্রবাকিকা, বিষবৈদ্য ময়ূরক, তাম্বূলদায়ক চণ্ডক, বৈদ্যপুত্র মন্দারক, পুস্তকপাঠক সুদৃষ্টি, স্বর্ণকার চামীকর, হীরাকার সিন্ধুষেণ, লেখক গোবিন্দ, চিত্রকার বীরবর্মা, মৃৎশিল্পী কুমার দত্ত, মৃদঙ্গবাদক জীমূত, গায়ক সোমিল ও গ্রহাদিত্য প্রসাধিকা কুরঙ্গিকা, বংশীবাদক মধুকর ও পারাবত, সঙ্গীতগুরু দর্দুরক, সংবাহিকা কেরলিকা, নর্তক তাণ্ডবিক, অক্ষক্রীড়াবিদ আখণ্ডল, ধূর্ত ভীমক, যুবকনট শিখণ্ডক, নর্তকী হরিণিকা, সন্ন্যাসী সুমতি, জৈনসাধু বীরদেব, কথক জয়সেন, শৈব বক্রঘোণ, মন্ত্রসাধক করাল, পাতালসিদ্ধাই [১২] লোহিতাক্ষ, সায়নবিদ বিহংগম, দর্দুর-বাদক দামোদর, ঐন্দ্রজালিক চকোরাক্ষ, পরিব্রাজক তাম্রচূড়ক। এরা এবং এইরকম অন্য আরও কিছু লোক তাঁর সঙ্গে চলাফেরা করত। বালকত্বের দরুন তিনি বিবশ হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে অন্য দেশ দেখবার ইচ্ছে ছিল খুব। তাই যদিও পিতা পিতামহের উপার্জিত ব্রাহ্মণজনোচিত ধনসম্পত্তি তাঁর ঘরে ছিল আর বিদ্যার অবিচ্ছন্ন ধারা সেখানে প্রবাহিত ছিল, তবু তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। স্বাধীন ও গৃহতাড়িত ব'লে এবং নবযৌবনের দরুন স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের জন্যে মহতেরা তাঁকে উপহাস করতে লাগলেন।

তারপর ধীরে ধীরে উদার ব্যবহারে মনোহারী বৃহৎ রাজকুল দেখতে দেখতে, অনবদ্য বিদ্যায় উজ্জ্বল গুরুকুলের সেবা করতে করতে, গুরুত্বপূর্ণ আলাপনে গম্ভীর গুণসমৃদ্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গ লাভ করতে করতে ধন ও বিদগ্ধমণ্ডলে ডুব দিতে স্বভাবগম্ভীর তিনি আবার সেই পণ্ডিতোচিত ও আত্মবংশোচিত প্রকৃতিতে ফিরে এলেন। অনেক কাল ধরে আবার বাৎস্যায়নবংশাম ব্রাহ্মণবসতি নিজের জন্মভূমিতে গেলেন। সেখানে দীর্ঘদিন পরে তাঁকে দেখে স্বজনেরা নূতন স্নেহের অভিব্যক্তিতে সমাদর ও প্রীতি জানালেন। মনে হল এ যেন তাঁর ফিরে আসার আনন্দে পালিত উৎসবের দিন। বাল্যবন্ধুদের মধ্যে থেকে তিনি যেন মোক্ষসুখ অনুভব করলেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

অতিগভীর কূপে অবতরণের উপকরণ (সোপানাদি না থাকায় রজ্জুবদ্ধ মাটির ঘট যেমন ঈপ্সিত সিদ্ধি (জল আহরণ) দেয়, অতিগম্ভীর ভূপেও তেমনি প্রবেশাধিকার না থাকায় গুণবান সংযোজকেরা বাঞ্ছিতফলদান (রাজানুগ্রহ) করে। ১ ॥[১]

দিন রক্তিম পদ্মে সূর্য-সম্ভূত শোভাসম্পদ স্থাপন করে। পরোপকার সজ্জনদের এক আসক্তির মতো, কোনো দোষগুণই তারা বিচার করে না। ২ ॥ [২]

বন্ধুভবনে বাস

তারপর বাণ সেখানে দীর্ঘদিন পর দেখাহওয়া বন্ধুদের চোখের মণি হয়ে তাদের ভবনে ভ্রমণ করে সুখে কাল যাপন করতে লাগলেন। সেইসব ভবন অনবরত অধ্যয়নের ধ্বনিতে মুখর ত্রিপুণ্ড্রভস্মে ললাটদেশ পাণ্ডুবর্ণ ক'রে সোমযজ্ঞের লোভে বটুরা এখানে একত্রিত হত, কপিল বর্ণের জটাজালে শোভিত তাদের দেখে মনে হত এরা যেন অগ্নি। জলসেকে কোমল সোমলতার কেয়ারিগুলোতে আঙিনাগুলো সবুজ হয়ে উঠেছে। যজ্ঞের পিঠে বানাবার জন্যে কৃষ্ণাজিনে বিছানো শ্যামধান শুকোচ্ছে। বালিকারা বলি হিসেবে নীবার ধান ছড়াচ্ছে। শত শত পবিত্র শিষ্য কুশতৃণের সবুজ আঁটি এবং পলাশের সমিধ্ বয়ে আনছে, জ্বালানি হিসেবে গোবরের পিণ্ড জমা

হচ্ছে। যজ্ঞীয়দধির দুগ্ধক্ষরা অগ্নিহোত্র-ধেনুদের খুরবলয়ে অঙ্গন ও বেদী চিহ্নিত হচ্ছে। মুনিরা কমণ্ডলু তৈরির জন্যে মৃৎপিণ্ড মর্দন করছে, বৈতানিক বেদী পরিমাপের শংকুর জন্যে আনা ডুমুরের শাখার রাশিতে অঙ্গনপ্রান্ত পবিত্র হয়ে উঠেছে বৈশ্বদেবের (বিশ্বেদেবাঃ) উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সারি সারি পিণ্ডে চত্বরটি সাদা দেখাচ্ছে, যজ্ঞধূমে অঙ্গনতরুর কিসলয় ধূসরবর্ণ ধারণ করেছে। বৎস-পরিচর্যায় দক্ষ বলকেরা ক্রীড়াশীল চঞ্চল গোবৎসদেব আদর করছে, ক্রীড়া-রত কৃষ্ণমার্গ শাবকদের দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ধারাবাহিক পশুবধের আয়োজন চলছে শুক ও সারিকারা পাঠ দেবার ফলে উপাধ্যায়েরা বিশ্রাসসুখ লাভ করছেন। এই ভবনগুলি যেন সাক্ষাৎ তৃতীয় তপোবন।

গ্রীষ্মবর্ণনা

তিনি যখন সেখানে ছিলেন সেইসময়ে গ্রীষ্মনামধারী মহাকাল প্রফুল্ল মল্লিকায় ধবল অট্টহাস্য করে হাই তুললেন এবং বসন্তকালের দুটিমাসকে গ্রাস করে ফেললেন। সদ্যপরাজিত ও পলায়িত বসন্তসামন্তের (পরিত্যক্ত) শিশুসন্তানের মতো তৃষ্ণার্ত নবোদ্যানগুলির উপর স্নেহ দেখিয়ে তিনি (গ্রীষ্মকাল) কোমল হলেন। এবং প্রথম আবির্ভাবে সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত কুসুমের রন্ধন সেবন করলেন, তাপ বিস্তার করে। ঋতুরাজ বসন্তের অভিষেকে আর্দ্র সুন্দরীদের চামরকলাপের মতো কেশপাশে আশ্রয় নিলেন স্বয়ং কুসুমায়ুধ কামদেব। সমস্ত কমলিনী দগ্ধ হয়েছে ব'লে সক্রোধে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করলেন সূর্যদেব।

তারপর ললাটতাপী সূর্য তাপ দিতে থাকলে ললনাদের ললাটরূপ চন্দ্রেরা তাকে আরাধনা করার ব্রত গ্রহণ করল, (ব্রতোচিত সজ্জা গ্রহণ ক'রে)। সেখানকার (ললাটের) চন্দনে আঁকা ললাটিকাই হল পুণ্ড্রক, চূর্ণকুন্তল হল ছিন্নবস্ত্র ও সংবীত, মুক্তাতুল্য স্বেদবিন্দু হল অক্ষবলয়। চন্দনের মতো ধূসরবর্ণ এবং সূর্যালোকে কাতর কুমুদিনীর মতো সুন্দরীরা দিনের বেলাতেই নিদ্রিত হতে লাগল। যারা নিদ্রালু তারা রত্নের আলোও সহ্য করতে পারে না, এবার সূর্যালোক তো দূরের কথা। গ্রীষ্মকাল নদীর মতো জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিকেও ছোটো করে আনে বলে ঐ নদী ও রাত্রিকে অভিনন্দন জানায় চক্রবাকমিথুনেরা। সূর্যের তাপে লোকে শুধু যে তীরপাটলগন্ধি জলই নয় পবনও পান করতে চায়।

ক্রমে গ্রীষ্ম কঠোর হয়ে গেল। সূর্যকিরণের শৈশব কেটে গেল। সরোবর শুকোতে লাগল, স্রোত স্তিমিত হল, নির্ঝর ক্ষীণ হয়ে গেল, ঝিল্লিকার ঝঙ্কার শুরু হল। কাতর কপোতের একটানা কূজনে বিশ্ব যেন বধির হল। পাখিরা হাঁপাতে লাগল, হাওয়া গোবরচূর্ণ ছড়াতে লাগল, ঝোপঝাড়ের নিবিড়তা গেল কমে। পরিণ ঘাতকীকুসুমকে রক্ত মনে করে সিংহশাবকেরা তা চাটতে লাগল। ক্লান্ত হাতিরা শুঁড়ের জলে বিশাল পর্বতের গা ভিজিয়ে দিতে লাগল, সূর্যতাপে কাতর হাতিদের স্বল্পনিঃসৃত শুষ্ক দান-জলের শ্যামরেখায় ভ্রমরেরা মূক হয়ে বসে রইল। মন্দার ফুলের রক্তিমায় সীমান্তদেশ ছেয়ে গেল। জল ঝরছে মনে করে মোহগ্রস্ত মহিষেরা শিঙের অগ্রভাগ দিয়ে স্ফটিক-শিলা আঁচড়াতে লাগল, প্রচণ্ড তাপে শুষ্ক লতা থেকে মর্মর ধ্বনি উঠছিল তুষাগ্নির মতো তপ্ত ধূলিতে বনমোরগেরা কাতর হল, সজারুরা গর্তে আশ্রয় নিল। তীরবর্তী অর্জুন গাছে বসা ক্রৌঞ্চপাখিদের চিৎকাররূপ অস্বস্তিতে

শফরীরা পঙ্কশেষ তড়াগের জলে লাফিয়ে লাফিয়ে চিৎ হতে লাগল। বনাগ্নি এমন করে জ্বলে উঠল যে মনে হল সমস্ত জগৎকেই যেন আরতি করছে তা, রাত্রিকে যেন ক্ষয়রোগে ধরল।

রুক্ষভূমিতে চারদিকে পবনরাশি উন্মত্তের মতো ছুটতে লাগল। তারা খোলাখুলি-ভাবে জল-ঘরের ছাদগুলো উড়িয়ে নিচ্ছিল। সুপক্ক কপিকচ্ছুঝোপের কাঁটায় বিদ্ধ হওয়ায় তারা যেন চুলকিয়ে-ওঠা গা ঘষে নিচ্ছিল কর্কশ কাঁকুড়ে মাটিতে। ছড়াচ্ছিল পাথরের স্থূল চূর্ণ। মুচুকুন্দের নবনাল ছিঁড়ে নিয়ে চলছিল। ঐটি যেন তাদের তীক্ষ্ণ দাঁত। সর্বদা সূর্য-তাপে তপ্ত হয়ে যে চিলেরা রব করছিল তাদেরই মুখের জল-কণায় ভিজে উঠছিল তাদের দেহ, যেন তারা সাঁতার দিচ্ছিল মরীচিকা-নদীর মিথ্যা জলধারায় যা তরুণতর সূর্যের তাপে চঞ্চল ও তরঙ্গিত। শুষ্ক শমীগাছের মর্মরযুক্ত মরুময় পথ তারা যেন অদ্ভুত দক্ষতায় সবেগে পার হয়ে যাচ্ছে।

ধূলির ঘূর্ণিতে যে মণ্ডলী সৃষ্ট হয়েছে তা যেন রাসনৃত্যের রসবাহী। ঐ রাসনৃত্যের পর আবার আরভটী নৃত্য শুরু হল যেন। তারা যেন সেই নৃত্যের নট, দাবদগ্ধ ভূভাগের মসীলিপ্ত হওয়ায় তারা মলিন, ক্ষপণকের বৃত্তি শিখে তারা যেন ময়ূরপুচ্ছরাশি ধারণ করছে, শুষ্ক করঞ্জমঞ্জরীর বীজ ধ্বনিত হওয়ায় মনে হচ্ছে এ যেন তাদের প্রস্থান-বাদ্য, সূর্যতাপে কাতর বনমহিষদের নানারূপ নিকুঞ্জ থেকে নির্গত স্থূল নিশ্বাস শুনে মনে হচ্ছিল তাদের অঙ্কুর যেন ফুটে বেরুচ্ছে, বেগে-উড়ে চলা বাতহরিণের যূথ সঙ্গে থাকায় মনে হচ্ছিল এবং যেন তাদের অপত্য. দহ্যমান খলধানের ভূষি থেকে বক্রভাবে ধূম উদ্গিরণ দেখে মনে হল এ তাদের ভ্রূকুটি। গরম ভাপ বের হওয়ায় মনে হচ্ছে তারা যেন অবীচি-নরকের জ্বালাযুক্ত. শুকিয়ে আসা শিমুলতুলোর আঁশ দেখে মনে হচ্ছিল তারা লোমশ, শুকনো পাতার গুচ্ছ আকর্ষণ করে চলছিল বলে মনে হচ্ছিল তারা দদ্রুরোগাক্রান্ত। তৃণবেণী (পাকখাওয়া সুতোর মতো খড়কুটো. সঙ্গে নিয়ে চলার দরুণ মনে হচ্ছিল তারা যেন শিরাওঠা রোগী, নূতন যবের তীক্ষ্ণ শিষ দোলানোয় মনে হচ্ছিল তারা যেন উদ্গত শ্মশ্রু। সজারুদের ছুঁচলো পাখা উড়িয়ে নেওয়ায় মনে হচ্ছিল এগুলো তাদের দাঁত। আগুনের শিখা যেন তাদের জিভ। উড়ন্ত সাপের খোলস যেন তাদের চূড়া। (ভবিষ্যতে) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রস শোষণ করবে বলে (সম্প্রতি) কমলবনের মধু খেয়ে তারা অনুশীলন করে নিচ্ছে। 'সমস্ত জল শোষণ করে নেব'—শুষ্কবেণুবনে প্রচণ্ডশব্দ সৃষ্টির বলে গ্রীষ্মের এই ভেরী ঘোষণা করে তারা ত্রিভুবনের বিভীষিকা সৃষ্টি করছে। চাষ-পাখির পাখা ঝরিয়ে পথ ঢেকে দিয়েছে তারা, স্ফুটিত গুঞ্জাফলের স্ফুলিঙ্গ রূপ অঙ্গারে তারা অঙ্গ রঞ্জিত করেছে, যেন সূর্যকিরণের রং নিয়েই দেহকে তারা কালো ও লালরঙে চিত্রিত করেছে, গিরিগুহায় গম্ভীর ও ভীষণ শব্দ তুলে তারা ভ্রমণ করছে।

পৃথিবীকে ভস্ম করতে অভিচার-অনুষ্ঠানের জন্যে তারা চরু-রান্নায় চতুর, তরুস্থিত বনাগ্নিকে তর্পণ-করার জন্যে পারিভদ্র (-নিম্ব) তরুর স্তবক এমন করে বর্ষণ করছে, দেখে মনে হচ্ছে এ যেন রক্তাহুতি। তাদের গতিবেগ তপ্তবালুকায় নক্ষত্রখচিত, তপ্ত শৈলে শিলাজতুকে গলিয়ে তা দিয়ে তারা সমস্ত দিককে বর্ণিত করছে। দাবদাহে বিদীর্ণ চটকপাখির ডিমের খণ্ড তার কোটরের কীটদের সঙ্গে মিলিত ক'রে পুটপাকের মতো পাক ক'রে তারা কটুগন্ধ ছড়াচ্ছে।

দাবানল বর্ণনা

চারদিকে দেখা গেল দাবানলরাশি। এরা বহু সহস্র ভস্ত্রার হাওয়ায় যেন সংক্ষুভিত। বৃদ্ধসর্পের গভীর গলগুহানির্গত নিঃশ্বাসের সঙ্গে তুলনীয়, কোথাও এরা স্বচ্ছন্দভাবে তৃণচারী শুভ্র (পক্ষে, হরিণের মতো) কোথাও বা তরুতলের গর্তবাসী, কপিলবর্ণ (পক্ষে, নকুলতুল্য). কোথাও শিখাধারী পিঙ্গল বর্ণ (পক্ষে, জটাধারী কপিলব্রতচারী) কোথাও বা পক্ষিকুলায়-নিক্ষেপী—, শুক্লবর্ণ (পক্ষে শ্যেনতুল্য) কোথাও কোথাও বিলীন লাক্ষারসে লোহিত দেহ বিশিষ্ট অপ্রধৃষ্য (পক্ষে, অন্তরিত), কোথাও বা আহত পক্ষীর পক্ষচালনাজনিত দ্রুতিগতি জ্বালাময় (পক্ষে, বাণরাশি) কোথাও নিঃশেষে জন্মহেতুদগ্ধকারী—; শান্ত (নির্বাণ বা) কোথাও ধূমরাশিতে নভস্তল সুবাসিতকারী লোহিতবর্ণ (পক্ষে, পুষ্পে বস্ত্রসুবাসিতকারী প্রেমিকবৎ')
কোথাও ধূমোদ্গার হেতু ম্লানকান্তি (পক্ষে, অরুচিগ্রস্ত), কোথাও বা সমগ্র জগৎ-ভক্ষণে আসক্ত ভস্মবহুল (পক্ষে, অতিভক্ষণ-রোগগ্রস্ত), কোথাও বেণুশীর্ষে সংলগ্ন অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত (পক্ষে, যষ্টি-হাতে স্থবির), কোথাও বা পর্বতের শিলাজতু সংলগ্ন, ক্ষয়শীল (পক্ষে চলচ্ছক্তির অভাবে শিলাজতু সেবনকারী যক্ষ্মারোগী), কোথাও এরা সর্বরসপায়ী শক্তিমান (পক্ষে, নির্বিচারে মধুরাদি সর্বরসভোগী অতএব স্থূলরুচি), কোথাও গুগ্গুলদগ্ধকারী, ভয়ংকর (পক্ষে গুগ্গুল দাহ করে আরতি-কারী রুদ্রভক্ত), কোথাও বা এরা মূলে দগ্ধ করে মদনতরুর কুসুম ও কণ্টক দগ্ধ ক'রে স্থাণুতে (পুষ্প-পত্রহীন কাণ্ডমাত্রে) অবস্থিত (পক্ষে, নয়নাগ্নিতে কুসুমশর মদনকে দগ্ধ করে স্থাণুবৎ অর্থাৎ শিবের ন্যায় আচরণকারী; কোথাও চঞ্চল শিখায় নৃত্য আরম্ভ করে আরভটী-শৈলীতে নর্তনকারী নট (আরভটীও চটুলশিখানর্তন), কোথাও শুষ্ক জলাশয়ে ছড়িয়ে পড়ে উন্মুক্ত নীরসনীবার ধানের বীজরূপ লাজবর্ষণ করে শিখারূপ অঞ্জলিতে সূর্যের অর্চনারত, ঘৃণারহিতভাবে যারা হঠাৎ আহুতি দেওয়া পূর্ণাঙ্গ স্থূলকূর্মের কাঁচা মাংসের গন্ধলোলুপ পাছে উপরে উঠে মেঘ না হয় এই ভয়ে এরা নিজেদের ধূমও ভক্ষণ করছে, ঘাসে আগুন লাগায় ছোটোছোটো পোকারা ফুটতে থাকলে মনে হয় এরা (দীপাগ্নিরব) যেন তিলাহুতি দিচ্ছে, শুষ্ক সরোবরে শামুক ও ঝিনুকের আবরণ পুড়িয়ে সাদা করে দেয় বলে মনে হচ্ছে এরা যেন ধবলরোগগ্রস্ত, অরণ্যে মৌমাছিদের চাক উজাড় করে এরা এমন করে মধু ঝরাচ্ছে যে মনে হচ্ছে এরা ক্লান্তদেহে স্বেদবর্ষণ করছে। বিস্তীর্ণ উষরভূমিতে এদের শিখাসংহতি (কেশসংহতি) বিলীয়মান হওয়াতে মনে হচ্ছে এদের মাথায় টাক, প্রোজ্জ্বল সূর্যকান্তমণি সংবলিত পর্বতগুলি দেখে মনে হয় এরা যেন সমস্ত পর্বতটাকেই এক-গ্রাস ভক্ষ্য করে তুলেছে।

দূতাগমন

এই অবস্থায় ঐ অতি প্রখর গ্রীষ্মকালে একদিন বাণ ভোজনান্তে স্বগৃহে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় অপরাহ্ণে ভ্রাতা পরাশর (শূদ্রা মাতার গর্ভজাত) চন্দ্রসেন প্রবেশ করে বললেন—'যিনি চতুঃসমুদ্রের অধিপতি; যাঁর নখমণি সমস্ত রাজন্যবর্গের চূড়ামণির শাণকোণের ঘর্ষণে নির্মল, যিনি সমস্ত চক্রবর্তী রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর হর্ষদেবের ভাই কৃষ্ণ বিশ্বস্ততম ও দীর্ঘপথ অতিক্রমণে দক্ষ দূত পাঠিয়েছেন। সে দ্বারে প্রতীক্ষমাণ। তিনি বললেন—'আয়ুষ্মন্! অবিলম্বে তাকে ভিতরে আনো। তারপর বাণ সে (ভাই) তাকে প্রবেশ করালে বাণ সেই

পত্রবাহককে দেখলেন। অতি দীর্ঘপথ অতিক্রম করায় তার জঙ্ঘা গুরুভার ও আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মেটে রঙের এক ফালি কাপড় দিয়ে তার দীর্ঘ অধোবাস আঁট করে বাঁধা ছিল, তার পিঠে গলায়-বাঁধা জীর্ণবস্ত্রে তৈরি গামছা ঝুলে ছিল, সুতো দিয়ে শক্ত করে বাঁধা দুভাগে ভাগ করা চিঠির পেটিকা তার মাথায় ছিল। দূর থেকেই জিজ্ঞেস করলেন,—ভদ্র! সমস্ত বিশ্বের অকারণবন্ধু কৃষ্ণের কুশল তো?' 'কুশল'—একথা বলে সে কাছেই বসল। বিশ্রাম নিয়ে বলল, 'প্রভু এই পত্র পাঠিয়েছেন।' এই বলে পত্রটি বের করে তাঁর হাতে দিলেন। বাণ তা সাদরে গ্রহণ করে নিজেই পড়তে লাগলেন—'মেখলকের কাছে বার্তা পেয়ে বুদ্ধিমান আপনি একটুও বিলম্ব করবেন না, কারণ বিলম্ব মানেই ফললাভে বিঘ্ন। এইটুকুই আসল কথা। আর সব সৌজন্যসংবাদ মাত্র।

পত্রের মর্ম বুঝে পরিজনদের চলে যেতে বলে সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। মেখলক, 'প্রভু মেধাবী আপনাকে বলেছেন, 'মাননীয় আপনি তো জানেনই যে এক গোত্র হওয়া, একরকম বিদ্যাবুদ্ধি হওয়া, এক জাতি হওয়া, এক সঙ্গে মানুষ হওয়া, এক দেশে বাস করা, নিয়মিত দেখাশোনা হওয়া, পরস্পরের প্রতি অনুরূপ বা সেই অনুরাগের কথা শোনা, পরোক্ষে উপকার করা, একই স্বভাব চরিত্রের হওয়া প্রীতির কারণ। কিন্তু বিনা কারণেই আপনাকে না দেখলেও কাছে থাকা স্বজনের মতো আপনার প্রতি আমার পক্ষপাত, কেন জানি না, দূরগত হলেও চাঁদের যেমন কুসুম-বনের উপর স্নেহ, আপনার প্রতি আমার হৃদয়ও তেমনি স্নেহময়। আপনার অনুপস্থিতিতে দুর্জনেরা সম্রাটের কান ভারী করছে আপনার বিরুদ্ধে, কিন্তু এ তো সত্য নয়। সজ্জনদের মধ্যেও এমন কেউ নেই যে তার শত্রু মিত্র বা মধ্যস্থ (শত্রুও নয় মিত্রও নয় এমন) কেউ নেই। শৈশবোচিত চপলতা আপনার স্বভাববিরুদ্ধ ছিলনা বলে কোনো কোনো অসহিষ্ণু লোক আপনার বিপক্ষে যা বলেছে অন্য লোকেও তাই বুঝেছে এবং সেই রকমই বলছে। অবিবেকীদের মন জলরাশির মতো গতানুগতিক এবং চঞ্চল হয়। বহুমুখে নানা কথা শুনে সম্রাটের সংকল্প নিশ্চল হয়ে পড়েছে, কী আর করবেন তিনি? আমরা প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে চাই। তাই দূর থেকেও আপনাকে আমরা লক্ষ্য করেছি। আপনার জন্যে সম্রাটের কাছে আমরা সুপারিশ জানিয়ে বলেছি প্রায়ই প্রথম বয়সে সকলেই শৈশবোচিত চাপল্যে অপরাধী। প্রভু সেকথা মেনেও নিয়েছেন। তাই বলছি আপনি কোনো সময় নষ্ট না করে অবিলম্বে রাজকুলে আসুন। সম্রাটকে দর্শন করে নিষ্ফল তরুর মতো আপনার বন্ধুদের মধ্যে বাস আমি ঠিক পছন্দ করছি না। আর রাজসেবায় প্রতিবন্ধকতা ঘটতে পারে এই ভেবে মন খারাপ করে সম্রাটের কাছে আসতেও আপনি ইতস্তত করবেন না। কারণ, যদিও—হায়!

দুর্বোধ্য রাজা কামদেবের মতো—স্বেচ্ছায় যে-কোনো বিষয় (মণ্ডল) তিনি পেতে পারেন, কিন্তু 'দাও' একথা তিনি বলতে চান না, শত প্রার্থনাতে কান না দিয়ে তিনি দুঃখই দেন, মোহবশে হঠাৎ হয় তো জীবনই নিয়ে বসেন!

[কামপক্ষে, যদিও তাঁর রাজ্য কল্পনাজাত, কিন্তু নিজেকে তিনি দেহী অর্থাৎ দেহবান বলতে পারেন না। তিনি শতবাণে (পুষ্পবাণে) (প্রেমিকদের) দুঃখ দেন। মোহবশতঃ তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ শিবের ক্রোধে নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে হঠাৎ জীবন দান করেন][৬]

তবু এ ধরণের রাজা অন্যেরা, ইনি (হর্ষ) অন্য ধরনের। অমৃতময় প্রভু নৃগ, নল, নহুষ, নিষধ, অম্বরীষ, দশরথ, দিলীপ, নাভাস, ভরত, ভগীরথ ও যযাতিকে লজ্জা দেন। এঁর দৃষ্টি অহংকাররূপ কালকূটের বিষে দুষ্ট নয়। এঁর বাণী গর্বরূপ বিষে অবরুদ্ধ ও বিস্মৃত নয়, তাঁর হাবভাব অতিদম্ভের তাপরূপ অপস্মারে স্থিরতা ভোলে না। তাঁর মনোপরিবর্তন উচ্ছ্বাস দর্পরূপ জ্বরবেগে উচ্ছৃংখল নয়, তাঁর পদচারণা অভিমানরূপ মহাসন্নিপাতে জড়তাগ্রস্ত নয়। তাঁর কথা মদরূপ বাতব্যাধিতে বক্রতাপন্ন ওষ্ঠ থেকে নির্গত নিষ্ঠুর অক্ষরে ভরা নয়। তাঁর রত্নবুদ্ধি চচ্চরিত্র সাধুজনেই, শিলাখণ্ডে নয়— মুক্তাধবল গুণেই তার প্রসাধনবুদ্ধি, আভরণসম্ভারে নয়। দান-যুক্ত কর্মেই তাঁর সাধন-শ্রদ্ধা, (দানবারিযুক্ত) তুচ্ছ গজে নয়। সকলকে অতিক্রম করা যশেই তাঁর মহাপ্রীতি, জীবনরূপ শুষ্ক তৃণে নয়। তাঁর ঔদার্য যে সব অঞ্চলের কর তিনি নেন তাদেরই প্রসাধন বা সৌন্দর্য সম্পাদন করা, নিজের ধর্মপুত্তলিকারূপ পত্নীদের শৃংগার রচনা নয়। তাঁর সহায়বুদ্ধি গুণময় (জ্যাযুক্ত) ধনুতে, অন্নভোজী সেবকদের উপর নয়।

তা ছাড়া,—তাঁর কাছে মিত্রদের উপকরণ তিনি নিজেই, ভৃত্যদের উপকরণ তাঁর প্রভুত্ব, পন্ডিতদের উপরকরণ বৈদগ্ধ্য, বন্ধুবান্ধবদের উপকরণ ধনবৈভব, দীনজনের উপকরণ তাঁর ঐশ্বর্য, ব্রাহ্মণদের উপকরণ সর্বস্ব, সুকর্মস্মরণের উপকরণ হৃদয়, ধর্মের উপকরণ আয়ু, সাহসের উপকরণ শরীর, খড়্গলতার উপকরণ পৃথিবী, বিনোদের উপকরণ রাজন্যবর্গ, প্রতাপের উপকরণ প্রতিপক্ষ। সর্বাতিশায়ী সুখরসের হেতু তাঁর পাদপল্লবের ছায়া স্বল্প-পুণ্য লোকের অলভ্য। একথা শুনে সেই চন্দ্রসেন আদেশ দিলেন—ভোজনাচ্ছাদনে একে আপ্যায়িত করে এর বিশ্রামের ব্যবস্থা করো।

বাণের রাজকুলে প্রস্থানের সংকল্প

সে চলে গেলে এবং দিনাবসান হলে অপরাহ্নের রোদ শিশুবয়সের ঠোঁটের মতো লাল হলে এবং মুকুলিত রক্তপংকজের সম্পুটে সেই রোদ পান করায় তা ক্ষীণ হয়ে পড়লে, কমলিনীর কণ্টকে যার পদপল্লব ক্ষত হয়েছে সেই জপাস্তবকের মতো পাটলবর্ণ সূর্য অস্তাচলশিখরে স্খলিত হয়ে খোঁড়াতে থাকলে, রজনীমুখে অন্ধকার কেশরাশি প্রলম্বিত হলে এবং চাঁদের বিরহশোকে তা শ্যামবর্ণ হলে, সন্ধ্যা-উপাসনা করে তিনি শয্যায় গেলেন এবং একাকী ভাবতে লাগলেন—কী করব ? সম্রাট আমার সম্বন্ধে অন্য রকম ভেবেছেন। এদিকে অকারণ বন্ধু কৃষ্ণ এই বার্তা পাঠিয়েছেন। সেবা কণ্টকর। ভৃত্যত্ব ও বড় ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। বৃহৎ রাজদরবারও বিপজ্জনক। আমার পূর্বপুরুষের এতে কোনো প্রীতি ছিল না, এ আমার বংশানুক্রমিক ব্যাপারও নয়। এ কৃতজ্ঞতাজনিত কোনো অনুরোধও নয়, শৈশবে রাজকুল থেকে এমন কোনো সেবা পাই নি যা থেকে স্নেহ জন্মাবে, এ গোত্রগৌরবও নয়, পূর্বদর্শনজনিত আনুকূল্য দেখানোও নয়, পারস্পরিক সংবাদবিনিময়জনিত কোনো প্রলোভনও এ নয়। অধিকতর কোনো বিদ্যা-আহরণের কৌতূহলও তো আমার নেই, কারো আকৃতিগত সৌন্দর্যের প্রতি সমাদরও এ নয়, সেবার কাজে প্রয়োজনীয় কাকু-কৌশলও আমার জানা নেই, বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলনে যে বৈদগ্ধ্য প্রয়োজন তাও আমার নেই, বিত্তব্যয় করে কাউকে বশ করব সে সঙ্গতি বা প্রয়োজনও আমার নেই, রাজার প্রিয়পাত্রদের সঙ্গে পরিচয়ও আমার নেই, তবু অবশ্যই যাব। একান্তভাবে ত্রিভুবনপতি ভগবান শঙ্করের শরণ নিচ্ছি,[১০] তিনিই যা করা দরকার করবেন। এই ভেবে যাওয়া স্থির করলেন।

তারপর পরের দিন সকালে স্নান করে শুভ্র রেশমী বস্ত্র পরিধান করে, অক্ষমালা নিয়ে প্রাস্থানিক সূক্ত ও মন্ত্রপদ বহুবার আবৃত্তি করে আগে দুগ্ধ স্নান করিয়ে পরে সুরভি কুসুম, ধূপ, গন্ধ, পতাকা, নৈবেদ্য বিলেপণ, এবং প্রদীপ সহযোগে পরমভক্তিতে দেবাদিদেব শংকরের পূজা করলেন। তারপর তিনি অগ্নিতে আহুতি দিলেন। প্রথম আহুতিতে তরল তিলের খোসা ফেটে গিয়ে চটুল ও মুখর হয়ে উঠল শিখাগ্র। তারপর পর্যাপ্ত ঘৃতের আহুতি শেষে ব্রাহ্মণদের যথাসাধ্য দক্ষিণা দিলেন, পূর্বদিকে দাঁড়ানো গাভীকে প্রদক্ষিণ করলেন। শ্বেত চন্দন শ্বেত মাল্য ও শ্বেত বস্ত্র ধারণ করলেন। গোরোচনা লাগিয়ে দূর্বার শিষ ও পল্লবে গাঁথা শ্বেতকর্ণিকায় রচিত কর্ণফুল পরিধান করলেন। শিখায় গাঁথলেন সরষে। সমস্ত প্রস্থান-মঙ্গলের কাজ করলেন মালতী নামে তাঁর ছোটপিসিমা। মায়ের মতোই তাঁর হৃদয় স্নেহে সিক্ত, শ্বেতবসন তাঁর পরনে, শুভ্রবর্ণ তাঁর। তিনি যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।

স্বজন বৃদ্ধারা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, পরিজন বৃদ্ধারাও তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। গুরুজনদের চরণ বন্দনা করলে তাঁরা গমনানুমতি দিলেন, অভিবাদন করার পর কুলবৃদ্ধেরা মস্তক আঘ্রাণ করলেন। শুভলক্ষণ দেখা দেওয়ায় প্রস্থানের আগ্রহ বেড়ে গেল তাঁর, তবু জ্যোতিষীরা নক্ষত্রদের প্রসন্ন করার ব্যবস্থা করলেন, সবুজরঙের গোবরে আঙিনা নিকিয়ে কলস স্থাপন করা হয়েছিল, কালো রং ছাড়া অন্যান্য রঙের ফুলের মালা ছিল সেই কলসের কণ্ঠে, মাঙ্গলিক লেপনে পঞ্চাঙ্গুলি ছাপ দেওয়ায় তা হয়ে ছিল উজ্জ্বলবর্ণ, তার মুখে রাখা হয়েছিল আমের পল্লব। শুভ মুহূর্তে ঐ কলস দেখলেন তিনি, প্রণাম করলেন কুলদেবতাদের। নিজেদের পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা তাঁর অনুগমন করলেন। তাঁদের হাতে ছিল ফুল ও ফল। তাঁরা প্রাস্থানিক মন্ত্র জপ করছিলেন। প্রথমে ডান পা সামনে ফেলে প্রীতিকূট থেকে প্রস্থান করলেন তিনি।

পথ বর্ণনা

প্রথম দিন চণ্ডিকাবন পার হয়ে মল্লকূট নামে এক গ্রামে পৌঁছলেন। চণ্ডিকাবনে গ্রীষ্ম-কাল-জনিত কষ্ট খুব ছিল। জল ছিল না মোটে, গাছে পাতা ছিল না বলে তা ছিল কষ্ট-দায়ক। বনের প্রবেশ-তরুতে কাত্যায়নীর মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। পথিকেরা ঐ মূর্তিকে প্রণাম করছিল। বন শুকিয়ে গেলেও শ্বাপদ জন্তুদের লকলকে জিভের হাজার লতা তাকে যেন পল্লবিত করে রেখেছিল। ভল্লুক ও বানরেরা মৌমাছির চাক চাটতে থাকলে ওরা উড়তে লাগল। মনে হল বন এই দৃশ্যে পুলকিত। দাবাগ্নিতে দগ্ধ বন-ভূমিতে অভীরু-তরুর মোটা মোটা অংকুর বেরিয়েছিল, তাতে মনে হচ্ছিল বন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে, মল্লকূট গ্রামে বাণের অভিন্নহৃদয় ভাই ও বন্ধু জগৎপতি তাঁকে আপ্যায়ন করল এবং তিনি সেখানে সুখেই রইলেন। পরের দিন তিনি গঙ্গা পার হয়ে যষ্টিগৃহক-নামে বন-গ্রামে রাত কাটালেন। অন্যদিন অজিরবতী নদীর কিনারে মণিপুর-নামে এক গ্রামের কাছে যে ছাউনি পড়েছিল তিনি সেইখানে পৌঁছলেন এবং রাজ-ভবনের কাছেই রইলেন।

রাজশিবির বর্ণনা

স্নানাহার সেরে বিশ্রাম করলেন তিনি, দিনের এক প্রহর অবশিষ্ট থাকতে থাকতে মহা-রাজের আহার শেষ হলে মেখলকের সঙ্গে তিনি রাজাদের নানা শিবির দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে রাজদ্বারের কাছে এলেন। রাজদ্বার গজেন্দ্রসমাবেশে কালো হয়ে উঠেছিল,

কিছু পট্টবন্ধনের জন্যে আনা হয়েছে, কিছু ঘোষণা-ভেরী বইবার জন্যে আনা হয়েছে, কিছু নতুন ধরা হয়েছে, কিছু কর হিসেবে পাওয়া, কিছু পাওয়া গিয়েছে উপকার হিসেবে, কিছু আনা হয়েছে (সম্রাটের) প্রথম দর্শনের কৌতূহল মেটাতে, কিছু পাঠিয়েছে নাগবনের অধিপতিরা, শবরবস্তীর সর্দারেরাও কিছু পাঠিয়েছে, কিছু চেয়ে আনা হয়েছে গজযুদ্ধ আর ক্রীড়াকৌতুকের জন্যে, কিছু দূত পাঠানোর জন্যে উপহার দেওয়া হয়েছে, কিছু এমনিতেই দেওয়া হয়েছে, কিছু সবলে ছিনিয়ে আনা হয়েছে, কিছু বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে, কিছু পাহারার জন্যে রাখা হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন সমস্ত দ্বীপ জয় করার ইচ্ছায় সমুদ্রেসেতু বাঁধার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের পর পাহাড় লুট করে আনা হয়েছে। ধ্বজ-পট, পটহ, শঙ্খ, চামর, অঙ্গরাগ ইত্যাদিতে সজ্জিত হাতি দেখা যাচ্ছে, যেন পুণ্য অভিষেকের দিন।

সেখানে তুরঙ্গেরা পরিবেশটিকে তরঙ্গময় করে তুলেছে। তারা অনবরত খুর চালনায় মাটি বাজিয়ে চলছে। সেই পদ-বাদনে তারা যেন রাজলক্ষ্মীকে নাচাচ্ছে, থুতনি পর্যন্ত গড়িয়ে আসা ফেন-রূপ অট্টহাসিতে তারা যেন মৃদুগতি বলে হরিণজাতিকে ডাকছে (অর্থাৎ ডেকে বলছে গতি কাকে বলে আমাদের দেখে শিখবি), আনন্দে উচ্চ হ্রেষারবে তারা যেন উচ্চৈঃশ্রবাকে প্রতিযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছে, সূর্যের রথের ঘোড়াদের উপর আক্রোশে তারা যেন মণ্ডল রূপে দেহে লগ্ন চামরমালাকে পাখা হিসেবে ব্যবহার করে লাফিয়ে আকাশে উঠতে চাইছে।

কোথাও কপিকপোলের মতো কপিলবর্ণ উটেরা কপিলবর্ণ করে তুলেছিল জায়গাটি। তাদের কিছু অন্যত্র থেকে সেখানে পাঠানো, কিছু অন্যত্র পাঠানো হবে, কিছু যেখানে পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে ফিরেছে। তাদের মুখে কড়ি গেঁথে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে অলংকার হিসেবে, মনে হচ্ছে তা যেন বহুযোজন পথ পাড়ি দেবার সংখ্যানির্ণায়ক অক্ষরমালা, তারকাপ্লাবিত টুকরো টুকরো সন্ধ্যার আলোর মতো লাল চামরে রচিত হয়েছে তাদের কানের অলংকার, মনে হচ্ছে লাল শালিধানের ক্ষেতে লাল পদ্ম ফুটেছে। সোনার তৈরি ঘুঙুরের মালা তাদের গলায় অনবরত ঝনঝন্ শব্দ করছে, মনে হচ্ছে, শুষ্ক করঞ্জ বনে চোখের মধ্যে বীজগুলো যেন বাজছে। তাদের কানের পাশে পাঁচরঙা উলের সুতো ঝুলছে।

অন্যখানে একটি অঞ্চল শুভ্র ছত্রসমাবেশে যেন শ্বেতদ্বীপের রূপ নিয়েছে। ঐসব ছত্রকে সদ্য জলবর্ষণের পর শুভ্র মেঘের মতো দেখাচ্ছিল, কল্পতরুর মতো সেগুলিতে মুক্তোর ঝালর লেগেছিল, তারই আলোয় তরুচ্ছায়া লুপ্ত হয়েছে। ঐগুলিতে গারুড় রত্ন গ্রথিত হয়েছিল, মনে হচ্ছে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে যেন গরুড়ের পাখা লেগে আছে। এগুলি দণ্ড প্রবালে তৈরি, মনে হচ্ছিল এগুলির যেন ক্ষীরোদ-সমুদ্রেরই একশটি অংশ। শেষনাগের ফণায় যেমন থাকে এগুলিতেও তেমনি উজ্জ্বল মাণিক্যখণ্ড খচিত, শুভ্র গঙ্গাপুলিনের মতো এগুলিতেও রাজহংস চিত্রিত। গ্রীষ্মকালকে এরা যেন পরাভূত করে রেখেছে, সূর্যের প্রতাপকে এরা যেন উপহাস করছে, রোদকে যেন এরা পান করছে, জীবলোককে যেন চন্দ্রলোক করে তুলছে। কালকে যেন কুমুদময় করে তুলছে, দিনকে যেন জ্যোৎস্নাময় করে তুলছে, আকাশকে যেন ফেনময় করে তুলেছে, (অসময়ে)যেন সহস্র জ্যোৎস্না সৃষ্টি করে চলেছে, ইন্দ্রের সম্পদকেও যেন উপহাস করছে। আর-একটি অঞ্চল চন্দ্রকিরণের মতো দ্যুতিময় সঞ্চরমাণ সহস্র চামরে দোলায়িত।

আটটি দিককে এরা মুহূর্তেই স্পষ্ট করে তুলছে আবার মুহূর্তেই, আবৃত করছে, এইভাবেই যেন এরা ত্রিভুবনকে অপহরণ করছে। উপরে-নিচে দালানো চামর সূর্য-কিরণকে পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করে এবং আচ্ছন্ন করে দিনের গমনাগমনকেই ঘটিয়ে তুলছে, কুনৃপতির সংসর্গে কলঙ্কিত কলিযুগকেই যেন এরা ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে, এরা শরৎ-কালকেই যেন সৃষ্টি করছে যে-ঋতুতে প্রস্ফুটিত শুভ্র কাশবনে দশ দিক শুভ্রবর্ণ ধারণ করে, এরা যেন আকাশকে মৃণালসূত্রে ভরিয়ে দিছে। স্থানটি যেন হাতির কানের শঙ্খে হংসযূথময়, কদলীস্তম্ভে কল্পলতাময়, ময়ূরপেখমে মাণিক্য তরুময়, কিরণজালে মন্দাকিনীপ্রবাহময়, পট্টবস্ত্রে ক্ষীরোদসমুদ্রময় এবং মরকতমণির কিরণে কদলীবনময় দেখাচ্ছে। পদ্মরাগমণির তরুণ কিরণে মনে হচ্ছে আর-একটি দিনের সূচনা হচ্ছে বুঝি। ইন্দ্রনীলমণির প্রভায় মনে হচ্ছে আর-একটি আকাশ সৃষ্টি হল বুঝি, মহানীলমণির প্রভায় অন্ধকারে মনে হচ্ছে অপূর্ব এক রাত্রির সূচনা হচ্ছে বুঝি, গরুড় মণির রশ্মি-রাশিতে মনে হচ্ছে সহস্র কালিন্দীর ধারা বুঝি। পুষ্পরাগের দীপ্তিতে মনে হচ্ছে স্থানটি যেন অঙ্গারে ছেয়ে গিয়েছে। ভুজনির্জিত অনেক শত্রু মহাসামন্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন এঁদের মধ্যে অনেকেই ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পান নি বলে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, পায়ের নখে তাঁদের মুখের ছায়া পড়ছে। মনে হচ্ছে লজ্জায় নিজের অঙ্গে মিশে যেতে চাইছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বসে বসে আঙুল দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছেন, মনে হচ্ছে তাদের নখের কিরণজালে তাঁরা যেন মহারাজের সেবায় চামর অর্পণ করেছেন। কারো কারো বুকে দোলায়মান ইন্দ্রনীলের প্রভা তরল হচ্ছে, এতে মনে হচ্ছে তাঁরা যেন মহারাজের ক্রোধ শান্ত করার জন্যে নিজের নিজের কণ্ঠে তরবারি বেঁধে নিয়েছে। কারো কারো নিঃশ্বাসবায়ুর সুগন্ধে ভ্রমরেরা উড়ে এসে বসে মুখমণ্ডলকে অন্ধকার করে তুলছে, মনে হচ্ছে লক্ষ্মী অপহৃত হওয়ার শোকে এঁরা যেন লম্বা দাড়ি রেখেছেন।

এঁদের শিরোদেশে উড্ডীয়মান ভ্রমর দেখে মনে হচ্ছিল প্রণামের বিড়ম্বনার ভয়ে তাঁদের কেশচূড়া যেন উড়ে পালাচ্ছে। তাঁরা বিজিত হলেও সম্মানিত, এঁদের অন্য কোনো আশ্রয় এখন নেই। মাঝে মাঝে দ্বারপালেরা ভিতরে ঢুকছিল এবং বেরিয়ে আসছিল, অসংখ্য প্রার্থিজন দৌড়ে গিয়ে তাঁদের অনুচরদের অভ্রান্তভাবে জিজ্ঞেস করছে 'ভদ্র! দেখা কি আজই হবে? উনি কি সাধারণ দর্শনকক্ষেই আসবেন, নাকি বহিঃসভাগৃহে আসবেন। এইভাবে দর্শনের আশায় তাঁরা দিন যাপন করছেন। সম্রাটের প্রতাপের অনুরাগে অন্যান্যদেশে যে-সব মহারাজারা এসেছেন তাঁরাও তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে বসে আছেন। এক প্রান্তে বসেছিলেন জৈন, আর্হত, পাশুপত, পারাশর ব্রাহ্মণ, সমস্ত দেশের অধিবাসী, সমুদ্রবেলালগ্ন অরণ্যের আদিবাসী এবং সমস্তদেশ থেকে আসা দূতেরা। এটি যেন ছিল প্রজাপতিদের সর্বপ্রজা নির্মাণের স্থান,[১২] যার সমৃদ্ধিসম্ভার শত মহাভারতের পক্ষেও বলে ওঠা সম্ভব নয়, সহস্র সত্যযুগ যেন সেখানে বাস করবার জন্যে আবাস নির্মাণ করেছেন, সংখ্যাতীত স্বর্গ যেন এর রমণীয়তা বিধান করেছে, কোটি কোটি রাজলক্ষ্মী যেন এখানে মূর্তিপরিগ্রহ করেছে। বাণ সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন —কী আশ্চর্য। এই বিপুলপরিমাণ প্রাণিসৃষ্টিতে প্রজাপতির কি পরিশ্রম হয় নি, পঞ্চমহাভূতের কি ঘাটতি হয় নি? পরমাণুর কি অভাব হয় নি? সময় কি শেষ হয় নি? আয়ু কি ফুরিয়ে যায় নি? অবয়বেরও সমাপ্তি ঘটে নি? এদিকে মেখলককে দূর

থেকে দেখেই প্রতিহারী চিনতে পারল।' পুণ্যভাগী আপনি ক্ষণমাত্র এখানে অপেক্ষা করুন, এই বলে মেখলক অবাধে ভিতরে প্রবেশ করল।

দৌবারিকবর্ণনা ও বাণের অভ্যন্তরে প্রবেশ

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মেখলক বাইরে বেরিয়ে এল আয় তার পিছনে পিছনে আর একজন পুরুষ। সে দীর্ঘকায় কর্ণিকারের মতো গৌরবর্ণ। তার দেহ নির্মল কঞ্চুকে ঢাকা। তাঁর কোমরে উজ্জ্বল মাণিক্য-পদকযুক্ত সুন্দর পেটিতে শক্ত করে বাঁধা থাকায় ক্ষীণ দেখাচ্ছিল. তার বুক হিমালয়ের কোনো পাথরের মতো প্রশস্ত, আর কাঁধ শিবের বাহন ষাঁড়ের কুঁজের মতো উঁচু। সে নিজের চঞ্চল ইন্দ্রিয়রূপ হরিণদের বেঁধে রাখবার জন্যে বুকের উপর হাররূপ পাশ ধারণ করছিল। চন্দ্র ও সূর্যের মতো মণিকুণ্ডলে শোভমান ছিল সে, ঐ কর্ণকুণ্ডলদুটি যেন তার কানদুটিকে জিজ্ঞেস করছিল. বলো তো চন্দ্রবংশ অথবা সূর্যবংশেজাত কোনো রাজা এমন (হর্ষতুল্য) কিনা? তাঁর মুখলাবণ্যের নিঃসৃত ধারায় তিরস্কৃত হয়ে সূর্যরশ্মিরা তাঁর অধিকার বিবেচনা করে সসম্ভ্রমে তাকে পথ দিয়েছে। দূর থেকেই সে বাণকে দীর্ঘ দৃষ্টিতে আনন্দ দিয়েছে, সে দৃষ্টি যেন প্রস্ফুটিত পরিচিত শিরোমাল্যের অর্ঘ্য।

অত্যন্ত নিয়মবন্ধ কঠিন পদে অধিষ্ঠিত হলেও সে তার নতমস্তকে বিনয়রূপ শুভ্রশিরস্ত্রাণ ধারণ করেছিল. তাঁর বাম করপদ্মে ছিল স্থূল মুক্তাফল সন্নিবেশে কর্কশ তরবারি, এবং দক্ষিণকরপদ্মে ছিল চঞ্চলতাহীন উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-লতার মতো সোনার যষ্টি। মেখলক বেরিয়ে এসে বলল—এ হল মহাপ্রতিহারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজের প্রিয় পারিযাত্র-নামে দৌবারিক। কল্যাণকামী আপনি এর যোগ্য সম্মান করবেন। দৌবারিক এগিয়ে এসে প্রণাম করে মধুর বচনে সবিনয়ে বলল—আসুন। দেবদর্শনের জন্যে প্রবেশ করুন। প্রভু অনুগ্রহ করেছেন। বাণও, 'আমি ধন্য যে মহারাজ আমাকে অনুগ্রহের যোগ্য মনে করেছেন' এ কথা বলে তার নির্দেশিত পথে ভিতরে প্রবেশ করল।

অশ্ববর্ণনা

তিনি ভিতরে প্রবেশ করে রাজার প্রিয় অশ্বে রচিত মন্দুরা (অশ্বশালা) দেখলেন। বনায়ু আরট্ট, কম্বোজ, ভরদ্বাজ, সিন্ধু এবং পারস্য দেশের ঘোড়া ছিল সেখানে। লাল, কালো, সাদা, হলুদে-নীল, সবুজ, তিতির পাখির মতো চিত্রাবিত্র ছিল তারা। এরা পঞ্চকল্যাণ সমন্বিত. ` ` কদম্বকল্প চিহ্নযুক্ত ছিল। এদের মুখ ছিল লম্বা ও মাংসহীন. কানগুলো ছিল ছোটো ছোটো, মাথা ও ঘাড়ের মাঝের অংশটি ছিল গোল, মসৃণ ও সডৌল, গ্রীবা উন্নত এবং যূপের মতো বক্র ও আয়ত ছিল, স্কন্ধসন্ধি ছিল মাংসল, বক্ষঃস্থল ছিল স্ফীত, জঙ্ঘা ক্ষীণ ও ঋজু, খুর ছিল শিলাতলের মতো কঠিন, অতি বেগে বিদীর্ণ হতে পারে বলেই যেন উদর অন্ত্রহীন ও গোলাকার, প্রকটিত দ্রোণীলাবণ্য স্থূল জঘনদেশকে বিভক্ত করেছিল, পুচ্ছ মাটিতে দুলছিল. দুপাশেই মাটিতে আটকানো দৃঢ় পাশে বেঁধে তাদের নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। লম্বা হলেও পিছনের দিকের বাঁধুনির বাইরে পা দিয়ে ঘাড় এগিয়ে দেওয়ায় তাদের আরও লম্বা লাগছিল, তাদের গলার গণ্ডক অলংকার অনেক পাকে পাকানো সুতোয় গাঁথা হয়েছিল এরা চোখ বুঁজে ছিল এবং চুলকিয়ে-ওঠা অঙ্গ নড়াচ্ছিল, যে অঙ্গ সে দাঁত দিয়ে ধরে আবার ছেড়ে দিচ্ছিল, ফলে দূর্বার রসের সঙ্গে শ্যামলারঙের ফেনা মিশে

গিয়ে তার ছোপ লাগছিল, অঙ্গটি মৃদু মৃদু কেঁপে উঠছিল, কোনো কোনোটি আলস্যে লেজ দোলাচ্ছিল, একই খুরে ভর দিয়ে বিশ্রাম করায় তাদের জঘনদেশ নুয়ে পড়ছিল এরা যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চিন্তা করছিল এবং ধীরে ধীরে ভাঙা ভাঙা হ্রেষারব করছিল ; খুর দিয়ে এরা মাটিতে আঘাত করছিল। তাতে খুরের অগ্রভাব মুখর হয়ে উঠছিল, ঐ খুরতাড়নায় মাটিতে আঁচড় কেটে তারা যেন ঘাস পাবার ইচ্ছা প্রকট করছিল। এদিকে-ওদিকে বিক্ষিপ্ত তৃণগ্রাস দেখে তাদের তৃণক্ষুধা বর্ধিত হচ্ছিল এবং তৎক্ষণিক অপ্রাপ্তিতে তাদের যেন ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। ক্রুদ্ধ ও ভীষণ সহিসদের হুংকারে তাদের চঞ্চল চোখের মণি কাতর হয়েছিল, কুঙ্কুমবিলেপনে এদের দেহ চিত্রিত হওয়ায় মনে হচ্ছিল এদের কাছেই সর্বদা আরতির আগুন জ্বলছে এবং এতে তারা সুরক্ষিত থাকছে। এদের উপরে চাঁদোয়া টাঙানো ছিল। এদের সম্মুখে অভীষ্ট দেবতার (গোবেন্দের) পুজো করা হয়েছিল। এদের দেখে বাণের মন বিস্ময়ে ভরে গেল।

গজবর্ণনা

একটু এগিয়ে দূর থেকে বাঁদিকে আশ্চর্যভাবে দেখলেন হাতিশাল। উচ্চতায় আকাশকেও নিরবকাশ করে তুলেছিল, বিশাল কদলী বনে এর প্রান্তদেশ পূর্ণ ছিল, চারদিকে নদীর মতো এসে পড়ছিল ভ্রমরময়ী মদবারির ধারা ; বিকসিত বকুলবনের চারদিকে ছড়িয়ে পড়া গন্ধ প্রবলভাবে নাকে আসছিল। বাণ জিজ্ঞেস করলেন, এখানে মহারাজ কী করেন ? দৌবারিক বলল, এই হল দর্পশাত নামে গজপতি। এ হল মহারাজের বাহন, তাঁর বাহ্য হৃদয়, তাঁর জন্মান্তরের আত্মা, তাঁর বহিশ্চর প্রাণ, তাঁর পরাক্রম ও ক্রীড়ার সঙ্গী। এই অবস্থান রূপটি তারই। বাণ তাকে বললেন, দর্পশাতের কথা শুনেছি। যদি তাই হয় (এ যদি রাজার দ্বিতীয় প্রাণের মতোই হয়), আর আমার দেখার যদি কোনো বিধিনিষেধ না থাকে তাহলে এই গজরাজকে দেখি। আপনি তাহলে আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন। আমি কৌতূহল আর ধরে রাখতে পারছি না। সে বলল, তাই হোক, আপনি আসুন। ক্ষতি কী ? গজরাজকে দেখুন আপনি।'

গজরাজ দর্পশাত বর্ণনা

সেখানে গিয়ে দূর থেকেই তিনি দর্পশাতকে দেখলেন। তার গম্ভীর কণ্ঠধ্বনিতে (মেঘভ্রমে) আকাশে চাতকদল এবং ভূমিতে কেকারবে মুখরকণ্ঠ ভবনময়ূরেরা অকালে কোলাহল শুরু করে দিয়েছিল। প্রস্ফুটিত কদম্বের গন্ধের মতো সুরাসুরভিতে সে ভুবন ভরিয়েছিল, সে যেন ছিল অকালবর্ষার সাকার রূপ, ঘনমধুবিন্দুবর্ষণে যার পদ্মজাল পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করেছে (গজপক্ষে, ঘনমধুবিন্দুর মতো পিঙ্গলবর্ণ পক্ষ্মক যার দেহে [১০] সেই পূর্ণ সরসীর মতো সে চতুর্থী দশা [১১] (প্রৌঢ়াবস্থা পরিত্যাগ করছিল। তার শঙ্খভূষণের সঙ্গে অনবরত কর্ণদোলনের আঘাত যে ধ্বনির সৃষ্টি হচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল তা যেন তার পঞ্চমী দশা[১২]-প্রবেশের মাঙ্গলিক দুন্দুভি-ধ্বনি। অবিরত আন্দোলিত সুন্দর ত্রিপদীলয়ের (তিন পা তুলে অবস্থানের) নৃত্য-ভঙ্গীতে তার দোলায়মান দেহবিস্তার দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হবার ভয়ে নিজের ভার লাঘব করছিল। দিঙ্মণ্ডলের দেয়ালে সে যেন গা ঘষছিল। শুঁড় তুলে থাকায় মনে হচ্ছিল সে যেন যুদ্ধের জন্যে দিগ্বারণদের আহ্বান করছিল। স্থূল

ও ধারালো দাঁতের করাতে সে যেন সংসারের ভিত্তিস্তম্ভকে কাটছিল। এ পৃথিবীতে তার দেহ আঁটছিল না বলে সে বাহিরের কোথাও যেতে চেষ্টা করছিল। সেবক ও চালকেরা গ্রীষ্মকালের উপযোগী নানা উপচারে তার আনন্দবিধান করছিল। কেউ কেউ সরসকিসলয় লতা বয়ে আনছিল, দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন তার চিরপরিচিত সমৃদ্ধ বন, কেউ কেউ ছিটিয়ে দিচ্ছিল শৈবালযুক্ত পদ্মনালমিশ্রিত জলকণা, তা যেন সরোবরের কাজ করছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী গজের হাওয়ায়-ভেসে-আসা মদবারির গন্ধ পেয়ে সে শুঁড় তুলছে, হাতে সংক্ষা বলিবলয়ের চিহ্নগুলো যে তার অনেকযুদ্ধজয়ের স্মারক-লিপি। শুঁড় তুলে সে যেন কুলপর্বত, ·· সমুদ্র, দ্বীপ ও অরণ্যসমেত সমস্ত দিক্‌চক্রবালে আগল দিয়ে দেবে। দুটি দন্ত সে ধারণ করে আছে। একটি দেখে মনে হচ্ছে তা যেন একটি পাতা-সুদ্ধ কলাগাছ, যারমূলটা আছে মুখের ভিতরে রস যোগানের জন্যে, আর আর-একটি যেন পাতা-হীন কলাগাছ। তাতে লেগে আছে পদ্মনাল। দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধের আনন্দে তা যেন রোমাঞ্চ-কণ্টকে আকীর্ণ। তার দুটি দাঁতের থেকে নির্গত শুভ্রকান্তিচ্ছটা দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন সরোবর-কেলির সময় আস্বাদিত কুমুদবনকেই নিঃশেষে বমন করছে। নিজের যশোরাশিকেই যেন দিঙ্‌মণ্ডলকে সমর্পণ করছে। যেন অতি তুচ্ছ মনে করে হাতিদের মেরে যারা গর্বিত সেই সিংহদের উপহাস করছে, মুখে যেন পট্টবস্ত্রের আবরণ ধারণ করছে। লীলাভরে শুণ্ডদণ্ডটি তুলে ধরায় তার তালুটি দেখাচ্ছে রক্তাংশুকের মতো কোমল। মনে হচ্ছে আস্বাদিত রক্তপদ্মের বন বর্ষণ করছে অথবা নবকিসলয়রাশি বমন করছে। স্বভাবত পিঙ্গল চোখে দিয়ে সে যেন পীত পদ্মমধুবন বমন করছে। গণ্ড থেকে নির্গত প্রচুর মদবারির ছলে সে যেন উপযুক্ত লবলী, লবঙ্গ, কক্কোল এবং এলালতামিশ্রিত সহকার ও কর্পূর যুক্ত পারিজাতবন নিঃসারিত করছিল। দিনরাত সে সবিলাসে সুমধুর ইক্ষুদণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে তা দিয়ে দান-স্থল (দানবারির নির্গমনস্থল অর্থাৎ গণ্ডদেশ) কণ্ডূয়ন করছে, মনে হচ্ছিল ইক্ষুদণ্ড দিয়ে সে যেন গজপতিদের সমস্ত বিলিয়ে দেবার দানপত্র রচনা করছে এবং গুঞ্জনরত ভ্রমরেরা যেন সেই দানপত্রের বিষয়টি পাঠ করছে। তার মাথায় হিমশিলাখণ্ডে রচিত 'নক্ষত্রমালা' নামে একটি বিলাসমালা যা দিয়ে অনবরত জল ঝরছে মাথাটি শীতল রাখবার জন্যে। ঐ অবস্থায় উচ্চমস্তকে শোভমান তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন সমস্ত গজরাজদের মধ্যে আধিপত্য ঘোষণার জন্যে উন্নতাবনত পট্টবন্ধন ধারণ করে আছে। মুহুর্মুহু সে কান নাড়াচ্ছে, তাতে দিঙ্‌মণ্ডল একবার আবৃত হচ্ছে একবার উন্মুক্ত হচ্ছে, মনে হচ্ছে প্রভুর প্রতিভক্তিবশতঃ তার দণ্ডরূপ পর্যঙ্কে সমাসীনা রাজলক্ষ্মীকে হাওয়া করছে। বিস্তৃত কুলপরম্পরায় প্রাপ্ত গজাধিপত্যের চিহ্নস্বরূপ চামরের মতো দোলায়মান পুচ্ছে সে শোভিত। এই পুচ্ছ তার পৃষ্ঠাস্থি থেকে নির্গত। দিগ্‌বিজয়ের সময়ে পীত নদীকে সে যেন স্বচ্ছ শীতল জলকণারূপে মুখ দিয়ে বারবার বের করছে। অন্য গজের উপরে বাদিত পটহধ্বনি মন দিয়ে শুনে সেই মুহূর্তেই সে সমস্ত দেহকে নিস্পন্দ করে দিচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ যেন পাক খেয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ ফুৎকারে সে যেন পরাজয়ের দুঃখ জানাচ্ছে। যুদ্ধ করতে না পারায় সে যেন নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে, তার আরোহী উপরে বসে থাকবার অপমানে লজ্জিত হয়ে সে যেন আঙুল দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে, মদবারি নিঃসৃত করছে, অবজ্ঞায় গৃহীত তৃণগ্রাস ফেলে দেওয়ায় ক্রুদ্ধ মাহুত তাড়না করায়

মদতন্দ্রায় চোখ দুটোর এক-তৃতীয়াংশ নিমীলিত করে কোনোরকমে ধীরে ধীরে তৃণগ্রাস গ্রহণ করছে। অর্ধভুক্ত তমালপল্লব থেকে ক্ষরিত শ্যামলবর্ণ রসের আধিক্য দেখে মনে হচ্ছে সে যেন মুখ দিয়ে মদবারি নিঃসৃত করছে। সে যেন সদর্পে চলছে, সবিক্রমে শ্বাস নিচ্ছে। মদগর্বে সে যেন স্ফীত হচ্ছে। তারুণ্যে সে যেন ফেটে পড়ছে। মদবারিতে সে যেন বিগলিত হচ্ছে। বলে সে যেন প্লাবিত হচ্ছে। মানে সে যেন মত্ত হচ্ছে। উৎসাহে সে যেন উদিত হচ্ছে। তেজে সে যেন উপচে পড়ছে, লাবণ্যে সে যেন লেপন করছে। সৌভাগ্যে সে যেন সেচন করে দিচ্ছে। নখে সে স্নিগ্ধ। রোমাবলীতে সে কঠোর। মুখে সে গুরু। বিনয়ে সে সৎ-শিষ্য। মাথায় সে মৃদু। পরিচয়ে সে দৃঢ়। স্কন্ধবন্ধে (=গলমূলে) সে লঘু, আয়ুতে সে দীর্ঘ। উদরে সে দরিদ্র। দানে সে সদাপ্রবৃত্ত। মদলীলায় সে বলরাম।[১০] বশ্যতায় সে কুলস্ত্রী।[১১] ক্ষমায় সে জিন।[১১] ক্রোধপ্রকাশে অগ্নিবর্ষ। নাগ-উৎপাটনে সে গরুড়।[১২] কলহকুতুলে সে নারদ।[২২] শত্রুআক্রমণে সে শুষ্ক বজ্রপাত, বাহিনীক্ষোভে (নদী-উচ্ছ্বাসে) সে মকর, দশনকর্মে সে সর্প, হস্তপাশ-আকর্ষণে সে বরুণ। শত্রুবেষ্টনে সে কালপাশ, পরিণতিতে সে কাল। তীক্ষ্ণকরগ্রহণে (সূর্যগ্রহণে, তীক্ষ্ণশুণ্ডগ্রহণে) সে রাহু, বক্রগতিতে লোহিতাঙ্গ (১. রক্তাঙ্গ ২. মঙ্গলগ্রহ)। মণ্ডলভ্রান্তিবিজ্ঞানে সে অলাতচক্র, বিক্রমের সে মনোবাঞ্ছাপূরক চিন্তামণিপর্বত। অভিমানের সে দত্তরূপ মুক্তাশৈলস্তম্ভের নিবাস-প্রাসাদ। মনস্বিতার সে ইচ্ছাভ্রমণ বিমান যা ঘণ্টা চামর ও অলংকারে মনোহর, ক্রোধের সে সুবাসিত জল-ধারাগৃহ যা মদবারিক্ষরণে অন্ধকার। অবলেপের গণ্ড অহংকারের সে মহানিকেতন যেখানে স্বর্ণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। অবলেপের সে ক্রীড়াপর্বত যা গণ্ডশৈলের প্রস্রবণযুক্ত। দর্পের সে বজ্রমন্দির যার তোরণ দন্তময়। রাজ্যের সে গতিশীল গিরিদুর্গ যা উচ্চ কুম্ভযুক্ত অট্টালিকায় রম্য (হস্তিপক্ষে, যা উচ্চ কুম্ভরূপ প্রাকারগৃহে দুষ্প্রবেশ্য)। পৃথিবীর সে লৌহপ্রকারের মতো, যাতে বাণ নিক্ষেপের জন্যে বহু সহস্র ছিদ্র নির্মিত। পৃথিবীরূপ নন্দনবনের সে পারিজাতবৃক্ষ, কর্ণতালনৃত্যের সংগীতগৃহ, ভ্রমরদলের পানপাণ্ডব। সিঁদুর-সজ্জা ও আভরণের অন্তঃপুর। যৌবনমদজনিত লীলানৃত্যের (মদক্ষরণরূপ লীলানৃত্যের) মহোৎসব। নক্ষত্রমালামণ্ডলের (সাতাশটি মুক্তায় গ্রথিতমালাসমূহের) মেঘমুক্ত প্রদোষ। দানবারিরূপ মহানদীপ্লাবনের অকাল বর্ষাকাল। সপ্তপর্ণীতরুসুগন্ধের অলীক শরৎকাল, জলকণারূপ নীহাররাশির অপূর্ব হেমন্তকাল। বৃংহণ-আড়ম্বরের মিথ্যামেঘ।

তাঁর মনে হল—'এর নির্মাণে নিশ্চয় পর্বতকে পরমাণুতে পরিণত করতে হয়েছে। না হলে এর এই বিশালতা আসবে কেমন করে? আশ্চর্য! এ যেন দুটি দন্তসংযুক্ত বিন্ধ্যপর্বত। অথবা শুণ্ডযুক্ত আদি বরাহ।[২৩] এই মনে করে বিস্ময়ে অভিভূত তাঁকে দৌবারিক বলল—'দেখুন—

পরাজিত হয়ে বনে পলায়মান শত্রুরাজারা নিজের হাতে ধনসম্পত্তি ফিরে পাবার হাজার কল্পনা করতে থাকে। কিন্তু কোনোভাবে যেই তাঁদের দর্পশাতের কথা মনে হয় অমনি তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। এইভাবে ঐ গজরাজ মনের আশারূপী গজেন্দ্রকেও সইতে পারে না।

'এখন আসুন। আবার দেখবেন একে। এখন মহারাজকে দেখুন'। দৌবারিক একথা বললে বাণ দর্পশাতের মদজলে পঙ্কিল গণ্ডস্থলে নিবদ্ধ থাকায় মত্ত এব মদগন্ধে

নিমীলিত নিজের দৃষ্টি কোনোরকমে ফিরিয়ে নিয়ে দৌবারিকের নির্দেশিত পথে চলতে চলতে সহস্র নৃপকুলে পূর্ণ তিনটি কক্ষ পার হয়ে চতুর্থটিতে রাজচক্রবর্তী হর্ষকে দেখলেন।

রাজবর্ণনা

তিনি মুক্তাস্থানমণ্ডপের সামনে অঙ্গনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁকে ঘিরে একটু দূরে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সারিবদ্ধ দীর্ঘকায় কুলপরম্পরাগত দেহরক্ষীরা। তাদের শরীর ছিল ব্যায়ামপুষ্ট, কর্ণিকারের মতো গৌরবর্ণ ছিল তারা, দেখে মনে হচ্ছিল রাজা যেন স্বর্ণস্তম্ভমণ্ডলে বেষ্টিত। সামনেই বসে ছিলেন বিশিষ্ট বন্ধুজন। রাজা উপবিষ্ট ছিলেন মুক্তাশৈলশিলা পর্যঙ্কে যা ছিল হরিচন্দনরসে প্রক্ষালিত, হিমজলকণায় যার তল ছিল শীতল, যার পায়াগুলো ছিল গজদন্তে নির্মিত অতএব শুভ্রবর্ণ, যেন চন্দ্রময়। শয্যাপ্রান্তে বিন্যস্ত ভুজে তিনি দেহভার রক্ষা করছিলেন, চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তার দেহপ্রভা, তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল মণিকিরণ, মনে হচ্ছিল গ্রীষ্মকালে রমণীয় মৃণাল-জালমণ্ডিত সরোবরে তিনি যেন রাজকুলকে নিয়ে জলকেলি করছেন। কেবল তেজঃ-পরমাণু দিয়েই তিনি যেন নির্মিত। অনিচ্ছুক হলেও তাঁকে যেন জোর করে সিংহাসনে বসানো হয়েছে, সমস্ত অবয়বে (রাজোচিত) সমস্ত লক্ষণ থাকাতেই তিনি রাজপদে গৃহীত হয়েছেন, ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করলেও রাজলক্ষ্মীর আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছেন। খড়্গধারণব্রত গ্রহণ করেও তিনি ছিলেন অবিরোধী রাজর্ষি।[২১] বন্ধুর রাজপথে চলতে গিয়ে পদস্খলনের ভয়েই যেন তিনি ধর্মে দৃঢ়মূল, সমস্ত রাজারা ত্যাগ করায় সত্য যেন সভয়ে তাঁর আশ্বাস পেয়ে সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করছে। সন্নিহিত বারবণিতাদের প্রতিবিম্ব রাজার চরণনখে পতিত হওয়ায় মনে হচ্ছে দশটি দিক (দিগঙ্গনা) নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করছে। দীর্ঘ দিগন্তপাতী দৃষ্টিতে তিনি যেন লোকপালদের কাজের ভালোমন্দ নিরীক্ষণ করছেন। সূর্যকিরণ এসে তাঁর মণি-পাদপীঠে পড়েছে, মনে হচ্ছে সূর্য যেন উপরে ওঠবার জন্যে তাঁর অনুমতি ভিক্ষা করছে, তাঁর অলংকারের প্রভা ছড়িয়ে পড়ে একটি মণ্ডল রচিত হয়েছে, মনে হচ্ছে দিন যেন তাঁকে প্রদক্ষিণ করছে। পর্বতেরা প্রণত হচ্ছে না বলে তিনি মনঃকষ্ট ভোগ করছেন। তিনি চন্দনশুভ্র লাবণ্যসমুদ্র ধারণ করছেন, যা তাঁর একাধিপত্যের শৌর্য-দর্পে অসহিষ্ণু হয়ে ফেনিল হয়ে পড়েছে। নৃপচক্রের চূড়ামণিতে প্রতিফলিত নিজের প্রতিবিম্বকেও তিনি যেন সহ্য করতে পারছেন না। দর্পে অধীর রাজলক্ষ্মী চামরের হাওয়ার ছলে বারবার শ্বাস ফেলছেন, ইনি যেন সেই রাজলক্ষ্মীকে ধারণ করে আছেন। চতুঃসমুদ্রের সমস্ত লাবণ্য নিয়ে উত্থিত লক্ষ্মী একে আলিঙ্গন করে আছেন, অলংকারের মণিকিরণজাল দেখে মনে হচ্ছে ইনি যেন দেবরাজপ্রেরিত সহস্র ইন্দ্রধনু লাভ করেছেন। রাজাদের সঙ্গে আলাপচারীতে মধু পরিত্যাগ করেও যেন মধুবর্ষণ করছেন, কাব্যকথায় তেমনি অপীত অমৃত বমন করছেন,। বিস্রম্ভালাপে কেউ না চাইলেও, সমস্ত হৃদয়টিকে খুলে ধরছেন, অনুগ্রহাবতরণে নিশ্চলা লক্ষ্মীকেও বিশেষ বিশেষ স্থানে স্থাপন করছেন, বীরগোষ্ঠীতে একান্তে যেন রোমাঞ্চিত কপোলে রণলক্ষ্মীর অনুরাগবার্তা শুনছেন। সুযোধারা বিগত যুদ্ধের কাহিনী বলতে থাকলে স্নেহবৃষ্টির মতো দৃষ্টি দিচ্ছেন নিজের প্রিয় তরবারিটির দিকে।[২২] হাস্যপরিহাসে তাঁর প্রবল প্রতাপে ভীত রাজকুলের কাছে দন্তচ্ছটায় স্বচ্ছ হৃদয়টিকে মেলে ধরছেন। সকল লোকের হৃদয়ে থেকেও তিনি

বিশেষ করে ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। মহত্ত্বে তিনি সমস্ত গুণের অগোচর, সাধারণ সাফল্যের (নাগালের) বাইরে, আশীর্বাদের আওতা ছাড়িয়ে, বাসনার পরপারে, মনোরথের অতি দূরে, দৈবের প্রভাব ছাপিয়ে, উপমার নাগালের বাইরে, লক্ষ্মীর পূর্ব-অভিজ্ঞতার অগোচরে। সমস্ত দেবতার মিলনে তিনি যেন এক অবতার, কারণ তাঁর চরণ অরুণবর্ণ (পক্ষে অরুণের অপহৃত কোমল চরণ তাঁর), সুন্দর গতির উরু তাঁর (পক্ষে বুদ্ধের ধীর গতি উরু তাঁর) বজ্রের মতো কঠিন তাঁর প্রকোষ্ঠ (ইন্দ্রের সুদৃঢ় প্রকোষ্ঠ তাঁর), বৃষের মতো তাঁর স্কন্ধ (পক্ষে, ন্যায়দেবতার স্কন্ধ তাঁর), উজ্জ্বল বিম্বাধরে শোভমান সে (পক্ষে, সূর্যের সুডৌল অধর তাঁর), প্রসন্ন দৃষ্টি তাঁর (পক্ষে অবলোকিতের কোমল দৃষ্টি তাঁর), চাঁদের মতো সুন্দর তাঁর মুখ (পক্ষে, চন্দ্র তাঁর মুখ), কৃষ্ণবর্ণ কেশে শোভমান (কৃষ্ণের কেশ তাঁর)। তিনি লীলাভরে বাম চরণ রেখেছেন মহানীল মণিতে নির্মিত প্রকাণ্ড ও মহামূল্য পাদপীঠে, মুক্তামালায় যার মধ্যভাগে বেষ্টিত, যার প্রদীপ্ত কিরণমালায় ভূমি কৃষ্ণায়মান। এই পাদপীঠ যেন কলিকালের মস্তকের মতো।[১] এই অবস্থায় তাঁকে দেখাচ্ছিল কালিয়নাগের ফণাচক্রে পা-রাখা বালকৃষ্ণের মতো। তাঁর চরণনখের ক্ষৌমশুভ্র কিরণমালা ছড়িয়ে পড়ায় মনে হচ্ছিল তিনি যেন পৃথিবীকে পট্টবস্ত্র পরিয়ে রাজমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন।

লোকপালেরা প্রণত না হবার দরুন তাঁর চরণদুটি যেন ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল, সমস্ত নৃপতিকুলের মৌলিমালার অত্যধিক পানকরা পদ্মরাগমণি যেন বমন করছিল। সমস্ত বীরজ্যোতিষ্কের অস্ত যাওয়ায় তা যেন সন্ধ্যাকে ধারণ করছিল; অজস্র রাজার মৌলিমালার মধুরসের স্রোত যেন বইয়ে দিচ্ছিল, সমস্ত সামন্তরাজার কেশে বিন্যস্ত মালার সুগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরেরা সেখানে সম্মিলিত, মুহূর্তের জন্যেও সেখানে থেকে নড়ছেনা, মনে হচ্ছে সেগুলো (মুকুটহীন) শত্রুশির। তা যেন সেবাপরায়ণ লক্ষ্মীর প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মের বাসভবন নির্মাণ করছিল, এবং তলদেশদুটি তাঁর চতুঃসমুদ্র ভোগের চিহ্নরূপে পদ্ম শঙ্খ, মৎস্য ও মকর চিহ্নে মণ্ডিত ছিল। এমন দুটি চরণ তিনি ধারণ করছিলেন। তাঁর উরুদুটি যেন দিগ্‌গজের দন্ত-মুসলের মতো, দেখে মনে হচ্ছে উদ্বেল লাবণ্যসমুদ্রের দুটি প্রবাহ মকরমুখে বাধা পেয়ে যেন বন্ধুর হয়ে উঠেছে এবং তার ফেনরাশি ছড়িয়ে পরে শোভা বিস্তার করেছে। ওদুটি যেন দুটি চন্দনতরুর মতো, যার মূলদেশ সর্পমণ্ডলের (পক্ষে, রাজমণ্ডলের) মণিকিরণে রঞ্জিত। তাঁর যে বক্ষে পৃথিবী ধারণের চিন্তা সেই হৃদয়কে ধারণ করে আছে যেন মণিস্তম্ভের মতো ঐ দুটি উরু। বাসুকির নির্মোকে (খোলসে) মন্দরপর্বত যেমন শোভা পায় অধোবাসে তিনি তেমনি শোভমান ছিলেন। সেই অধোবাস ছিল অমৃতফেনের পিণ্ডের মতো পাণ্ডুবর্ণ (নির্মোকপক্ষে, অমৃতফেনের পিণ্ড সংলগ্ন হওয়ায় পাণ্ডুবর্ণ), মেখলালগ্ন মণিকিরণে খচিত (নির্মোক পক্ষে, পর্বতের মধ্যভাগে স্থিত মণি কিরণে রঞ্জিত), তা নিতম্বে সংলগ্ন ছিল (নির্মোকপক্ষে, সানুসংলগ্ন তা ছিল বিমল জলে ধৌত (নির্মোকপক্ষে, দুগ্ধে ক্ষালিত), রেশমীসূত্রে বিশেষ শোভমান (নির্মোক পক্ষে, মন্থনরজ্জুর সূত্রে শোভমান) সূক্ষ্ম (আকাশ পক্ষে, মেঘমুক্ত) তারকাচিহ্নসমন্বিত (আকাশ পক্ষে, নক্ষত্রমণ্ডিত), উপরে পরিহিত (আকাশ পক্ষে, উপরে স্থিত দ্বিতীয় উত্তরীয়-অম্বরে (বস্ত্রে,—পক্ষে, আকাশে) তিনি পৃথিবীর বিস্তারের মতো শোভমান ছিলেন। কৈলাসপর্বতের স্ফটিকতট যেমন ঐরাবতের সহস্র

দণ্ডপ্রহারে কঠিন ও মসৃণ আকাশের বিস্তারও যার আয়তনের পক্ষে অপর্যাপ্ত এবং বিভিন্ন নদীর কোলাহলপূর্ণ আঘাতসহিষ্ণু. সম্রাটের অরুণবর্ণ বক্ষের কপাট ও গজদন্তের প্রত্যাঘাতে কঠিন এবং মসৃণ অম্বরের (বস্ত্রের) পক্ষে অপর্যাপ্ত বিশালতাযুক্ত এবং বিভিন্ন সেনাকোলাহলেও অক্ষুব্ধ। তাঁর হারদণ্ড তার কাঁধ বেষ্টন করে আছে। মনে হচ্ছে তা যেন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর রাজ্যের বিভাগসূত্র, অথবা তা যেন শেষনাগ যিনি তাঁরই ভুজস্তম্ভে সমস্ত পৃথিবীর ভার অর্পণ করে বিশ্রামসুখে প্রসুপ্ত রয়েছেন। তাঁর বক্ষস্থল হারের মুক্তামণির কিরণে বিধৌত. মনে হচ্ছে আজীবন সম্ভৃত সমস্ত সম্পদের মহাদানব্রতের দীক্ষাবস্ত্র ধারণ করছেন তিনি।[১২] তিনি যেন মণিক্যপর্বতের মতো শোভমান যার মণিময় পক্ষ উভয়দিকে প্রসারিত। তাঁর অঙ্গদের রক্তবর্ণ কিরণরাশি দেখেই এমন মনে হচ্ছে। এরা (এই কিরণররাশি) যেন বাহুবলে অর্জিত গৌরবের চলার পথ অথবা তাঁর বহু উপাধানে শয়ান লক্ষ্মীর কর্ণোৎপলনির্গত নিরবচ্ছিন্ন মধুধারা অথবা এরা যেন অন্য বাহু যা বিষ্ণুর চারটি বাহুর প্রতিদ্বন্দ্বী হবার জন্যে নব-উদ্ভিন্ন। তার অতিদীর্ঘ দোর্দণ্ড দুটি বাহু লোকালোকপর্বতের অর্গলের মতো, যেন চতুঃসমুদ্রপরিবেষ্টনীর শিলাপ্রাকারের মতো, যেন সমস্তনৃপতিরূপ হংসবন্ধনের বজ্রপিঞ্জরের মতো, অথবা যেন ভুবনলক্ষ্মীপ্রবেশের মহামণি নির্মিত মঙ্গলতোরণের মতো। ওই দুটি বাহু যেন সমস্ত দিক্‌পালের বিস্তারকে একইসঙ্গে অপহরণ করছে। তাঁর কৌস্তুভমণির মতো (রক্তবর্ণ) অধর যেন ভগিনী লক্ষ্মীকে চুম্বন করবার জন্যে তার মুখের অবয়ব গ্রহণ করেছে, ওই অধর থেকে পরিজাতপল্লবের রস ক্ষরিত হয়ে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলকে সিক্ত করছে। মাঝে মাঝে সুহৃদদের সঙ্গে হাসাপরিহাস করবার সময় তার শুভ্রদন্তপঙ্‌ক্তির যে রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে তা দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন প্রকৃতিমুগ্ধা রাজলক্ষ্মীকে প্রজ্ঞার আলো দেখাচ্ছেন। মুখকে ভুল করে চাঁদ ভেবে এসে-পড়া কুমুদবনকে যেন তিনি ফিরিয়ে দিচ্ছেলেন।[১৩] উজ্জ্বল স্ফটিকশুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তির আলোককে কুমুদবন ভেবে শরৎজোৎস্না প্রবেশ করছিল। তাকেও তিনি ঠিক এমনি করেই ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর মুখের মদিরা, অমৃত ও পরিজাতের মিলিত গন্ধে মনে হচ্ছিল তিনি যেন মন্দনাদিনটিকে সৃষ্টি করছেন।[১৪] প্রস্ফুটিত মুখকমলের বীজকোশের মতো তাঁর নতমুখ নাসিকাদণ্ড যেন অনবরত মুখনিঃসৃত সুগন্ধ পান করছে। তাঁর ক্ষীরস্নিগ্ধ নেত্রের শুভ্রতায় তিনি যেন দিঙ্‌মণ্ডলকে অপূর্ব মুখচন্দ্রোদয়ে উদ্বেলিত ক্ষীরসমুদ্রে প্লাবিত করছিলেন। তাঁর বিমল কপোলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল চামরধারিণী, মনে হচ্ছিল তাঁর মুখবাসিনী বাণীই যেন রূপ ধারণ করেছে। তাঁর আয়ত ললাটতট চূড়ামণির আলোকে রক্তবর্ণ, মনে হচ্ছে সরস্বতীর ঈর্ষায় কুপিত লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করবার জন্যে ইনি যে তাঁর চরণে প্রণত হয়েছেন, তাতেই আলতার রঙে রাঙা হয়েছে তা (ললাটতট)। ঈষৎরক্তবর্ণ কিরণরূপ তন্ত্রী বেষ্টন করেছিল তাঁর কর্ণকুণ্ডলের মণিপ্রান্তকে, ভ্রমরকুল অনবরত চরণচালনায় তাকে বীণা করে নিয়ে বাজিয়ে চলেছে, আর তিনি এই মধুর ধ্বনিকে যেন স্বরব্যাকরণে দক্ষ শ্রোতার মতোই শুনছেন। তিনি কেশে প্রস্ফুটিত মালতীফুলে-গাঁথা মুণ্ডমালা ধারণ করেছিলেন, মনে হচ্ছিল রাজলক্ষ্মী তাঁর চুলে হাত বুলিয়ে দেবার সময় মুখচন্দ্রের পরিবেশমণ্ডলটি তাঁর (রাজলক্ষ্মীর) নখাকিরণে শুভ্ররেখাঙ্কিত হয়েছে। তাঁর কেশচূড়ার আভরণজাত মুক্তফলের আলোক মরকতমণিকিরণরাশির সঙ্গে মিলিত হওয়ায় মনে হচ্ছে প্রয়াগপ্রবাহের সঙ্গমস্থ জল

যেন নিজেই এসে তাঁর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করছে। বারবিলাসিনীরা তাঁর সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে যেন নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দিচ্ছিল। চন্দ্রলেখার মতো এদের ললাটে শ্রমজলে বিলীন ঘনকৃষ্ণাগুরু চন্দনের কালিমায় লিপ্ত ছিল. মনে হচ্ছিল প্রার্থনা-চতুরতায় বার বার তাঁর পায়ে পড়ায় এদের কপালে যেন কালশিরা পড়েছে। এদের বুকে হার দুলছিল, মনে হচ্ছিল যেন তারা উচ্ছ্বসিত মানসের নিরোধিত তরঙ্গমালা. সবিলাস চালনায় চটুল

ভ্রূলতায় তারা যেন শ্রীকে ভর্ৎসনা করছিল। এরা অবিরল নির্গত মলয়মারুতের মতো দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল তারা যেন পাশ দিয়ে (তাঁকে) আকর্ষণ করছিল। প্রস্ফুটিত বকুলমালারূপ রজ্জুতে বাঁধা ছিল তাদের বৃহৎ স্তনকলস. ঐ স্তনকলসে তারা যেন (রাজার) স্পর্শ-প্রীতির রস নিঃশেষে বহন করছিল।[৩১] হারের উজ্জ্বল মণিরাশির রশ্মিতে এরা তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করে যেন সবলে তা হৃদয়ে প্রবেশ করাচ্ছিল, ভাস্বর অলংকারের কিরণরূপ বহুবাহু দিয়ে এরা যেন তাঁকে আলিঙ্গন করছিল। হাই তোলার সুন্দর মুখপদ্মগুলো করকিশলয় দিয়ে আবৃত করছিল, তাতে মনে হচ্ছিল সবেগে প্রধাবিত হৃদয়গুলিকে তারা যেন প্রতিরোধ করছে। কামান্ধ ভ্রমরেরা তাদের কর্ণ-কুসুমের পরাগ ছড়িয়ে দেওয়ায় তার চোখ বন্ধ করছিল, তাতে মনে হচ্ছে কামদেবের বাণপ্রহারের মূর্ছাপ্রাপ্ত নিমীলিত নয়নগুলি এরা চতুরভাবে চালনা করছে। পারস্পরিক ঈর্ষায় উদ্ভূত ভঙ্গুর ভ্রূকুটিবিভ্রমযুক্ত কটাক্ষ নিক্ষেপে এরা যেন কর্ণোৎপলগুলিকে ভর্ৎসনা করছে। তিনি যেন এদের অনিমেষ দর্শনজনিত সুখরাশি স্তিমিতপদ্মনয়নে তারা যেন তা পান করেছে. এদের কোমল কপোলে প্রতিবিম্বিত রাজাকে এরা যেন বহন করছে. এরা যেন কামদেবের সহায়তা করার জন্যে কামনাকুতূহলে অকারণ হাসি হেসে বহুচন্দ্রোদয়ের উদয় সাধন করছে। কখনও কখনও এরা অঙ্গবিভ্রম করে এ ওর হাতে আঙুল জড়িয়ে করতল উপরে তুলছে, এতে আঙুলফোটার শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে বাঁকানো আঙুলের নখকিরণগুলো যেন কামদেবের ব্যর্থ ধনু—যা এরা সক্রোধে ভাঙছে। একজন চরণসেবিকার স্পর্শজনিত ঘর্মসিক্ত কম্পিত করপথ থেকে তাঁর চরণপদ্ম স্খলিত হতেই তিনি একটু হেসে সকৌতুকে তাঁর মাথায় বীণাদণ্ড দিয়ে আঘাত করলেন। নিরন্তর বাদনদণ্ডটি হাতে ধরে আছেন তিনি, মনে হচ্ছে একই সঙ্গে তাঁর প্রিয় বীণা এবং শ্রীকে শিক্ষা দিচ্ছেন। ধনের কাছে ইনি নির্দয়, দোষের কাছে ইনি অনাশ্রয়, ইন্দ্রিয়ের কাছে ইনি নিগ্রহপরায়ণ, কলির কাছে ইনি দুর্গম, বিলাসের কাছে ইনি নীরস, অখ্যাতির কাছে ইনি ভীরু, কামদেবের কাছে ইনি দুর্জয়চিত্ত, সরস্বতীর কাছে ইনি স্ত্রৈণ,[৩২] পরকলত্রের কাছে ইনি ক্লীব, মুনিদের কাছে ইনি মহর্ষি, বেশ্যাদের কাছে ইনি প্রতারক, সুহৃদদের কাছে ইনি নেয়, (অনাত্মপ্রত্যয়ী),[৩৩] ব্রাহ্মণের কাছে ইনি ভৃত্য, শত্রুযোদ্ধাদের কাছে ইনি সুসহায়,—এই ভাবে এক হয়েও তিনি বিভিন্নজনের কাছে বিভিন্নভাবে গৃহীত। শান্তনুর মহাবাহিনীপতি (অর্থাৎ শান্তনু কেবল বাহিনী-পতি বা গঙ্গাপতি কিন্তু ইনি মহাবাহিনীপতি অর্থাৎ মহাসেনাপতি), ভীষ্মের চেয়েও জিতেন্দ্রিয়[৩৪] (বা জয়শালী), দ্রোণের চেয়েও ধনুষ্প্রিয় (বা ধৈর্যবান), অশ্বত্থামার চেয়ে সফল বাণবর্ষী (বা সত্যপথাবলম্বী), কর্ণের চেয়েও মিত্রপ্রিয় (মিত্রের প্রিয় অথবা প্রিয় মিত্র যার), যুধিষ্ঠিরের চেয়ে বহু ক্ষমাশীল (অথবা বহুভূমির অধিকারী,) ভীমের চেয়েও বহুগজবলীয়ান (বা বহু নাগ, ও অযুত সৈন্যের অধিকারী), অর্জুনের

চেয়েও মহাভারতরণে যোগ্য (বা মহাভারবহনে যোগ্য)। তিনি যেন সত্যযুগের কারণ বিদ্বজ্জনসৃষ্টির বীজ, দর্পের জন্মদ্বীপ, করুণার একাধার, পুরুষোত্তমের প্রতিবেশী, পরাক্রমের খনিপর্বত, সরস্বতীর সমস্ত বিদ্যার সঙ্গীতগৃহ, দ্বিতীয় অমৃতমন্থনের লক্ষ্মী-সমুত্থানের দিন, বৈদগ্ধ্যের বলদর্শন, সমস্ত স্থিতির একমাত্র স্থান, কান্তির সর্বস্বকথন, রূপপরমাণু সৃষ্টির অপবর্গ, রাজ্যের সমস্ত দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত, কামদেবের সর্বশক্তি-আক্রমণ, পুরন্দরদর্শনের উপায়, ধর্মের আবর্তন, কলাসমূহের কন্যান্তঃপুর, সৌভাগ্যের পরমপ্রমাণ, সমস্ত প্রজাপ্রতির রাজসৃষ্টিসমাপনে অবভৃথদিবস। গম্ভীরও বটে প্রসন্নও বটে, ভয়ংকরও বটে সুন্দরও বটে। কৌতুকজনকও বটে, পুণ্য ও চক্রবর্তীও বটে।

তাঁকে দেখে বাণ অনুগৃহীত হয়েও যেন নিগৃহীত (নিয়ন্ত্রিত) এবং সাকাংক্ষ হয়েও যেন পরিতৃপ্ত হয়ে রোমাঞ্চিত মুখে আনন্দাশ্রুবিন্দু মোচন করে দূর থেকেই সবিস্ময় সহাস্যমুখে ভাবলেন—

এই, সেই সুজন্মা স্বনামধন্য সম্রাট হর্ষদেব যিনি তেজোরাশি, চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত ক্ষেত্রের (অর্থাৎ সসাগরা ধরিত্রীর) স্বজন, ব্রহ্মাণ্ডফলের ভোক্তা (অর্থাৎ সংসারে সর্বোত্তমবস্তুর ভোক্তা)। পূর্ববর্তী সমস্ত নৃপতিজয়ে জ্যেষ্ঠ মল্ল। এর জন্যে পৃথিবী রাজন্বতী, কৃষ্ণের মতো এঁর চরিত বৃষবিরোধী নয় (কৃষ্ণপক্ষে, বৃষভানুর নিহন্তা, হর্ষপক্ষে, ধর্মবিরোধী)। তাঁই পশুপতির মতো দক্ষজনের উদ্বেগকারী ঐশ্বর্যবিলাস নাই (পশুপতিপক্ষে, দক্ষোদ্বেগকারিণী=দক্ষের উদ্বেগজনক, হর্ষপক্ষে, চতুরজনের উদ্বেগকারী)। ইন্দ্রের মতো তাঁর সম্বন্ধে গোত্রনাশসূচক জনরব নেই। (হর্ষপক্ষে কুলবিনাশসূচক জনরব)। যমরাজের অতিপ্রিয় দণ্ডগ্রহণের মতো এর দণ্ডগ্রহণ (জরিমানা নেওয়া) অতিপ্রিয় নয়। বরুণের মতো এঁর রত্নালয় (বরুণপক্ষে, সমুদ্র) সহস্র খড়্গধারী দ্বারা সংরক্ষিত (বরুণপক্ষে, সহস্র হাঙর রক্ষিত) নয়, কুবেরের মতো এঁর সন্নিধিলাভ নিষ্ফল নয় (কুবের পক্ষে সন্নিধিলাভ =সৎনিধিলাভ, হর্ষ পক্ষে সান্নিধ্য)। এর দর্শন (হর্ষপক্ষে -সাক্ষাৎকার। বুদ্ধদেবপক্ষে অধ্যাত্মতত্ত্ব) অর্থবাদশূন্য নয় (হর্ষপক্ষে, অর্থদানঘটিত স্তুতি, বুদ্ধপক্ষে, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বুদ্ধিহীন) চন্দ্রমার মতো তার স্ত্রী (রাজলক্ষ্মী) বহুদোষে দুষ্ট (পক্ষে, কৃষ্ণপক্ষরাত্রিতে আচ্ছন্ন) নয়। এঁর দেবাতিশায়ী রাজত্ব সত্যিই বিস্ময়কর। এঁর ত্যাগের অনুরূপ প্রার্থী, প্রজ্ঞার অনুরূপ শাস্ত্র, কবিত্বের অনুরূপ বাণী, বলের অনুরূপ সাহসস্থান, উৎসাহের অনুরূপ ব্যাপার, অনুরাগের অনুরূপ লোকহৃদয়, গুণগণের অনুরূপ সংখ্যা, কৌশলের অনুরূপ কথা যথেষ্ট পর্যাপ্ত নয়। এই রাজার শাসনে মুনিদের মধ্যেই যোগপট্ট ধারণ চলে (জাল তাম্রপত্র চলে না), পুতুল তৈরির ব্যাপারেই মৃন্ময় বিগ্রহ রচনা চলে (রাজাদের মধ্যে কোনো বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধ নেই), মধুকরদের মধ্যেই দান (গজরাজের মদবারি) গ্রহণে কলহ আছে, অন্য কারো মধ্যে নেই, ছন্দেই কেবল পাদচ্ছেদ (যতি বা বিরাম) আছে। অপরাধের দরুন পাদচ্ছেদ (পাদকর্তন) নেই; পাশা খেলাতেই চতুরঙ্গ কল্পনা (গজাশ্ব প্রভৃতির)-বিন্যাস আছে, হস্তপাদাদি চারিঅঙ্গের কল্পনা (ছেদন) নেই, সর্পকুলেই দ্বিজগুরু অর্থাৎ গরুড়ের বিরুদ্ধে দ্বেষ আছে, অন্য কারো দ্বিজ ও গুরুতে দ্বেষ নেই। মীমাংসকদের মধ্যেই অধিকরণ বিচার আছে, সাধারণের মধ্যে ন্যায়ালয়ের দোষবিচার নেই। এই ভেবে বাণ ডান হাত তুলে বললেন—'স্বস্তি!'

ঠিক এই সময়েই উত্তরদিকে রাজভবনের অনতিদূরে একটি মাহুত মধুর অপর-

বক্রস্বরে উচ্চকণ্ঠে গাইল—

হে গজশাবক, চঞ্চলতা পরিত্যাগ করো, অবনত মুখে বিনয়ব্রত পালন করো। বাঘনখের অগ্রভাগের চেয়েও বক্র ও কর্কশ অঙ্কুশ তোমাকে ক্ষমা করবে না।[২১]

হর্ষ-বাণ সাক্ষাৎ

রাজা একথা শুনে গিরিগুহাগত সিংহনাদের মতো গম্ভীর স্বরে গগনমণ্ডল পূর্ণ করে জিজ্ঞাসা করলেন—এই সেই বাণ?

'আপনি ঠিকই বলেছেন, বাণই বটে' দৌবারিক একথা বললে হর্ষ বললেন—একে দেখে আমার মনে প্রসন্নতা এল না, তাই এর দিকে আর তাকাব না।' এই বলে নীল ও সাদায় চিত্রিত পর্দার মতো তাঁর অপাঙ্গে নীয়মান চঞ্চল তারকাযুক্ত চোখের দীপ্তিকে ফিরিয়ে নিয়ে পিছনে-বসা পরমপ্রিয় মালবরাজকে বললেন—এই সেই 'ভয়ানক ভুজঙ্গ (দুশ্চরিত্র)।'[২২]

একথা ঠিক বুঝতে না পেরে রাজসভার সকলে নীরব থাকলে বাণও মুহূর্তকাল নীরব থেকে বললেন—

মহারাজ, আপনি আসল কথা না জেনে, অন্যের কথায় বিশ্বাস করে অবজ্ঞা করে, লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থেকে এমন কথা কেন বলছেন? লোকের স্বভাব ও কথাবার্তা মন-গড়া এবং বিচিত্র। মহতেরা তো যথার্থদর্শী হবেন। আমাকে সাধারণ লোকের মতো দেখা আপনার উচিত হবে না। আমি ব্রাহ্মণ, সোমপায়ী বাৎস্যায়ন বংশে জাত। যথাকালে আমার উপনয়নাদি সংস্কার সাধিত হয়েছে। সাঙ্গ বেদ আমি যথাযথভাবে অধ্যয়ন করেছি। শাস্ত্রও যথাসাধ্য শুনেছি। দারপরিগ্রহ করে সংসারী হয়েছি। কোথায় আমার ভুজঙ্গতা (দুশ্চরিত্রতা)? শৈশবে কিছুটা চাপল্য অবশ্য ছিল কিন্তু তা তো ইহলোকপরলোকে সবারই কিছুটা থাকে। তাই এ ব্যাপারে আমি সত্যের বিকৃতি ঘটাতে চাই না। এ জন্যে আমার মনে অনুশোচনাও আছে। আর এখন বুদ্ধের শান্তমন, মনুর মতো ধর্মাশ্রমমর্যাদার রক্ষক, সাক্ষাৎ যমের মতো দণ্ডধর (পক্ষে দণ্ডদাতা) আপনি যখন সপ্তসমুদ্রের মেখলাবেষ্টিত দ্বীপময়ী পৃথিবীর শাসনকর্তা তখন এমন নির্ভয় কে আছে যে সমস্ত বিপদের জন্মদাতা অবিনয়কে মনে মনেও অভিনয় করে? মানুষের কথা বাদই দিলাম, আপনার প্রভাবে ভ্রমরও সভয়ে মধুপান করে, চক্রবাকপাখিও নিজের পত্নীর প্রতি অতি-আসক্তির ব্যসনে লজ্জিত হয়, বানরও শঙ্কিত হয়ে চপলতা করে, হিংস্র জন্তুরাও সদয় হয়ে মাংস ভক্ষণ করে, সময় হলে আপনি নিজেই আমার সম্বন্ধে জানতে পারবেন, কারণ প্রজ্ঞাবানদের প্রকৃতিই এই যে তাঁরা বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন না। এই বলে চুপ করলেন। রাজাও 'আমি এইরকমই শুনেছিলাম' এই বলে চুপ করলেন, সম্ভাষণ ও আসনদানাদি অনুগ্রহ দেখিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন না। কেবল অমৃতবর্ষী স্নেহগর্ভ দৃষ্টিপাতমাত্র করে তাঁর অন্তর্গত প্রীতি প্রকাশ করলেন। সূর্য অস্তগমনে ইচ্ছুক হয়ে লম্ববান হলে রাজন্যবর্গকে বিদায় দিয়ে তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

সন্ধ্যাবর্ণনা

বাণও বেরিয়ে এসে নিজের নিবাসস্থানে গেলেন। তখন পড়ন্ত বেলা, রোদের রং মাজা পিতলের মতো কোমল, সূর্য আকাশ ছেড়ে চলে যাবার মুখে অস্তাচলের চূড়া নিচুল মঞ্জরীর রঙের মতো কিরণ ছড়াচ্ছিল। বনভূমির কোমল গোষ্ঠগুলিতে হরিণপরিবার

বসে অতিধীরে রোমন্থন করছিল। নদীতটগুলি শোকাকুল চক্রবাকমিথুনের কূজনে করুণ হয়ে উঠেছিল, গৃহসংলগ্ন উপবনগুলিতে আলবালে জলসেকের জন্যে সমস্ত কলসগুলো উপুড় করা হয়েছিল আর শাখাগৃহে বসে চড়ুইপাখিরা ডেকেই চলছিল। সারাদিন মাঠে চড়ে গাভীগুলো ফিরে এল, তাদের স্তন তখন দুধে টনটন করছে, ক্ষুধার্ত বাছুরেরা সেই স্তন পান করছিল। ক্রমে অস্তাচলের (গৈরিকাদি) ধাতুঝরনায় ডুব দেওয়ায় লাল হয়ে সূর্য সন্ধ্যার সমুদ্ররূপ পানপাত্রে ডুবে যাচ্ছিল। ভিক্ষুরা কমণ্ডলুর জলে হাত পা ধুয়ে পবিত্র হয়ে চৈত্যে প্রণাম নিবেদন করছিল, যাজ্ঞিকেরা চারিদিকে কুশতৃণ ছড়ানো প্রজ্বলিত আগুনে ঘৃতাহুতি দিচ্ছিলেন। আশ্রয়তরুর নীড়ে কাকেরা নিদ্রালস হয়ে পড়েছিল, বানরেরাও চপলতা ত্যাগ করে বিশ্রাম নিচ্ছিল, জীর্ণতরুকোটরের বাসগৃহ থেকে পেঁচারা বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, গুচ্ছ গুচ্ছ তারা এসে আকাশ ভরে দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ওগুলো যেন মুনিদের সহস্র হাতে ছড়ানো সন্ধ্যাবন্দনার জলকণা। রাত্রিরূপ শবরীর কেশচূড়া আকাশ-আশ্রয় করছিল। শিবের কণ্ঠের মতো কালো সন্ধ্যার বাল-অবতার দিনের শেষ আলোটুকু গ্রাস করছিল, দীপমালার স্ফুরণ দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন অগ্নিতে প্রবিষ্ট সূর্যের কিরণরূপ আঙুল, যা অন্ধকারকে ভর্ৎসনা করবার জন্যে নির্গত হয়েছে। পাল্কি পড়ার আওয়াজে পুরদ্বার ঘোষণা করছে তার বন্ধ হবার সময় হল। শয্যায় চুপচাপ শুয়ে পড়া তন্দ্রাজড়িত শিশুদের গল্প বলছিলেন প্রবীণারা। বুড়ো মহিষ আর কালির মতো কালো অন্ধকার রাত্রির ভয়ংকর মুখে হাই তুলে যক্ষদের ঘুম ভাঙাচ্ছিল। সমস্ত সংসারের বুদ্ধি-অপহরণকারী কামদেব ধনুকে গুণ দিয়ে টংকার তুলতে লাগলেন এবং নিরন্তর বাণ বর্ষণ করে চললেন। গণিকারা সুরতকালের বেশরচনা শুরু করে শোভমানা হল এবং কুট্টনীদের উপদেশ মতো অলংকার ধারণ করতে লাগল। বধূদের জঘনে প্রসাধিকারা মেখলা বেঁধে দিলে তা মুখর হয়ে উঠল, অভিসারিকারা কামের সহায়তায় শূন্য পথে চলতে লাগল; পল্বলশায়িনী হংসীদের নূপুরধ্বনির মতো মধুর কূজন কমে যেতে লাগল, নিদ্রালস সারসদের তীক্ষ্ণ স্বর যেন বিরহিণীদের হৃদয় বিগলিত করে দিচ্ছিল, প্রদীপগুলো দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন ভাবী দিবসের বীজাংকুরের মতো ছড়িয়ে আছে।

বাণের রাজসভায় স্থানলাভ

বাণ মনে মনে ভাবতে লাগলেন সত্যি মহারাজ হর্ষ অত্যন্ত উদার কারণ, আমার বাল্যকালের চপলতা সম্বন্ধে অনেক জনরব শুনে কুপিত হলেও আমাকে তাঁর স্নেহ থেকে আদৌ বঞ্চিত করেন নি। যদি আমি তাঁর চক্ষুশূল হতাম তিনি কি অনুগ্রহ করে দেখা করতে দিতেন? তিনি আমাকে গুণবান দেখতে চান। স্বামীরা কোনো কথা না বলে শুধু যোগ্য অভ্যর্থনা দিয়েই সেবকদের বিনয় শিক্ষা দেন। ধিক্ আমাকে, আমি নিজের দোষে মনটাকে অন্ধ করে অনাদর পেয়ে এমন আশ্চর্য গুণবান রাজা সম্বন্ধেও যা তা ভেবেছি! এখন আমি শুধু তাই করব যাতে সময়ে তিনি আমাকে ঠিক বুঝতে পারেন। এই স্থির করে পরের দিন সকালে শিবির থেকে বেরিয়ে বন্ধু ও স্বজনদের বাড়িতে কাটালেন। সময়ে সম্রাট স্বয়ং তাঁর উপর প্রসন্ন হলেন। আবার বাণ রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। অল্প দিনেই সম্রাট তাঁর উপর প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রসাদজনিত সম্মান, প্রীতি, বিশ্বাস, ধনসম্পদ পরিহাস ও প্রভাবের শীর্ষে তাঁকে স্থাপন করলেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

বর্ষাকালের সুবর্ষণে মাটি স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠে ও তাতে প্রচুর অন্নশস্য জন্মে। এরূপ সুসময়ের মতই স্বদেশপ্রেমী বহু ভক্তজনের দ্বারা যুক্ত হয়ে রাজারা সুখে বিরাজ করেন। প্রজাদের পুণ্যবলেই তা সম্ভব হয় ॥১॥

সাধু সজ্জনের উপকার সাধনে, লক্ষ্মীর দর্শনে অর্থাৎ সম্পদলাভে, আকাশপথে গমনে ও মহাপুরুষদের চরিতকথা শ্রবণে কার চিত্ত না উৎসুক হয় ? ॥২॥[১]

শরৎ বর্ণনা

তারপর শরৎকাল আরম্ভ হল। এ সময়ে আকাশে মেঘ বিরল। ফলে চাতক-পাখিদের আতঙ্ক দেখা দিল। কলহংসদল অর্থাৎ বালিহাঁসেরা কং কং করে ডেকে উঠল। বৃষ্টি না থাকায় ব্যাঙেরা বিপদে পড়ল; ময়ূরদের গর্ব চূর্ণ হল। হংস-পথিকেরা সুদূর মানস সরোবর থেকে ফিরে আসছে। আকাশ 'জলহারা মেঘে' ধৌত তরবারির মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে; সূর্যদেব দীপ্তিমান হন; রাতের আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ-তারাগুলি জ্বল জ্বল করে। ইন্দ্রধনু তিরোহিত হয়েছে, বিদ্যুতের ঝলকানিও নেই। ভগবান বিষ্ণুর নিদ্রায় ব্যাঘাত হয়।[২] জল বৈদূর্যমণির রঙ ধারণ করে। ঘূর্ণমান কুয়াশার মত মেঘ হালকা হয়ে যাওয়ায় ইন্দ্রদেব অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন। বর্ষার অভাবে কদম্ব কুসুম শুকিয়ে যায়। কুটজ বৃক্ষে আর ফুল ফোটে না। কন্দলপুষ্পের গাছে আর মুকুল হয় না। কমল হয়েছে কোমল, নীল পদ্ম থেকে ঝরছে মধু; কহ্লারে জেগেছে আহ্লাদ। এ সময়ে শেফালিকার স্নিগ্ধ স্পর্শে রাত্রি শীতল হয়। যূথিকার সুবাসে চারিদিক মধুর হয়, ফুটন্ত কুমুদ কুসুমের হাসিতে দশদিক শুভ্র হয়। আবার সপ্তপর্ণ (ছাতিম) ফুলের পরাগে বাতাস ধূসর হয়ে ওঠে। রক্তবর্ণ ও সুচারু বন্ধুজীব পুষ্পের (বাঁধুলি ফুল) গুচ্ছগুলি অকাল সন্ধ্যার সৃষ্টি করছে। রাজাদের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে যথারীতি অশ্বদের নীরাজন[৩] পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। হাতিগুলি উদ্দাম হয়ে উঠেছে, বৃষগুলি মদোদ্ধত হয়েছে। পথের কাদা অনেকটা শুকিয়ে গিয়েছে। বর্ষার জল নেমে যাওয়ায় নদীর তীরে তীরে ছোটো ছোটো বালির চর গজিয়েছে। শ্যামাক ধান পেকে ওঠায় গাছগুলি কিছুটা শুকিয়ে পড়েছে। প্রিয়ঙ্গু ফুলের মঞ্জরীতে পরাগ ধরেছে। কাঁকুড়ের ছাল শক্ত হয়েছে। ফুটন্ত ফুলে শরবন হাসছে। এই সময়ে সভাপণ্ডিত বাণভট্ট রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার স্বগ্রাম ব্রাহ্মণাধিবাসে গমন করলেন।

বাণের প্রত্যাগমন

রাজা হর্ষের কাছে প্রভূত সম্মান পাওয়ায় বাণের জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধুবান্ধবেরা পরিতুষ্ট হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে করতে এগিয়ে এলেন। এখন কত তাঁর সমাদর। অনেককে তিনি অভিবাদন জানালেন, আবার অনেকে তাঁকে অভিবাদন করল। কেউ কেউ তাঁর শিরশ্চুম্বন করলেন, তিনি আবার কারো কারো মস্তক আঘ্রাণ করলেন; কেউ কেউ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, তিনি নিজে অন্যদের আলিঙ্গন করলেন। কেউ কেউ তাকে শুভাশীর্বাদ দিয়ে অনুগৃহীত করলেন, নিজেও অন্যদের আশীর্বাদ দিয়ে সুখী করলেন। এভাবে বহু বন্ধুবান্ধবের মধ্যে উপস্থিত হয়ে বড়োই আনন্দিত হলেন। উৎফুল্ল পরিজন তাড়াতাড়ি তার বসার জন্যে আসন পেতে দিল।

স্বজনদের মধ্যে বাণ

তারপর গুরুজনেরা উপবেশন করলে বাণও আসনে বসলেন। সকলে মিলে তাঁর অর্চনা-সৎকার করলে তিনি খুবই প্রসন্ন হলেন। প্রীতমনে তিনি সকলের দিকে ঘুরে ফিরে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—"এতদিন তোমরা সুখে ছিলে তো? যজ্ঞাদি কাজে কোনরকম বিঘ্ন ঘটেনি তো? যথাবিধি যজ্ঞাদি সম্পাদিত হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট আছেন তো? আশা করি যথাশাস্ত্র মন্ত্রদ্বারা আহূত হবি ভগবান অগ্নিদেব গ্রহণ করেছেন। ছাত্রেরা ঠিক সময়ে পড়াশোনা করছে তো? প্রতিদিন অবিচ্ছিন্নভাবে বেদাধ্যয়ন চলেছে তো? সনাতন সেই বেদবিদ্যা ও যজ্ঞিয় কর্মে তোমাদের মনোযোগ অব্যাহত ছিল তো? ব্যাকরণ অধ্যয়নকালে একে অন্যকে হারিয়ে দেওয়ার মন নিয়ে তোমাদের ব্যাখ্যান-মণ্ডল বসত তো? এমন সুষ্ঠু সমালোচনাদ্বারাই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পূর্ণ হয়। তোমাদের দিনগুলিও সেভাবে সফল হত তো? আর অন্য-সব কাজ-ভুলিয়ে-দেওয়া ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণসভা? আর মীমাংসা দর্শন?—যার অত্যধিক রস অন্য সকল শাস্ত্রের রসকে লঘু করে দেয়? তাছাড়া, নব নব সুভাষিত-রূপী অমৃতবর্ষী কাব্যালাপ? এই সবই তোমাদের মধ্যে চলত তো?"

তখন তাঁরা বললেন—"তাত! আমরা তো স্বভাবতই সন্তুষ্টচিত্ত। আর সর্বদাই শাস্ত্রাদি চর্চায় আমাদের মন আনন্দিত হয়। বৈতানবহ্নি আমাদের একমাত্র সহায়। আমাদের তো সুখের অভাব নেই। অতি অল্পই আমাদের প্রয়োজন। শেষ নাগের দেহের মতো দীর্ঘবাহুমণ্ডিত পৃথিবীপতি মহারাজ হর্ষদেব সকলকে রক্ষা করে পৃথিবী পালন করছেন আমরা সবরকমেই সুখী আছি। বিশেষতঃ তুমি আলস্য ত্যাগ করে পরমেশ্বরের (মহারাজের) পাশে বেত্রাসনে বসেছ। এখানে সকলেই শক্তি, অর্থ ও সময় অনুসারে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করছেন।" স্বজনবান্ধবদের সঙ্গে এই রকম নানান আলাপে, মহারাজ হর্ষদেবের শিবিরসংক্রান্ত কথাবার্তায় ছোট-বেলাকার খেলাধুলার স্মৃতিচারণে এবং পূর্বপুরুষদের কথাপ্রসঙ্গে খুশি মনে বেশ অনেকটা সময় কাটালেন। ভোজনপর্ব শেষ হলে, জ্ঞাতি-কুটুম্বরা সকলে আবার তাঁকে ঘিরে বসল।

এ সময়ে আমাদের পুস্তকবাচক "সুদৃষ্টি" এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ময়ূরের নেত্রোপান্তের মতো পাণ্ডুবর্ণ পৌণ্ড্রদেশীয় দুটি রেশমী কাপড় পরেছিলেন। স্নানান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি করার জন্যে তিনি তীর্থমৃত্তিকা ও গোরোচনা দিয়ে তিলক রচনা করেছিলেন। তেল ও আমলক দিয়ে তাঁর কেশপাশ মসৃণ করা হয়েছিল। ছোটো শিখায় হালকা করে পুষ্পস্তবক রাখা হয়েছে। শলাকা দিয়ে চোখে কাজল টানা হয়েছে। তাতে তাঁর চোখদুটি আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। তিনি একটু আগেই ভোজন করেছেন। তারপর একবার তাম্বুল চর্বণ করেছেন। এতে তাঁর নির্মল অধর-কান্তি আরও বিকসিত হয়েছে। পরিধানে তাঁর বিনীত ও আর্যবেশ। এসেই তিনি অদূরবর্তী বেত্রাসনে উপবেশন করলেন। পরে মুহূর্তকাল বিশ্রাম নিয়ে পুস্তকের ডোর খুলে সামনে ছড়ানো শরশলাকার পাঁড়ির উপর রাখলেন। ডোর খুলে নিলেও পুস্তকের উপর তাঁর নখের কিরণসম্পাতে পুস্তকটিকে আবার মৃদু মৃণালতন্তু দ্বারা ছড়ানো রয়েছে বলেই মনে হল। তাঁর ঠিক পিছনেই বাঁশি হাতে "মধুকর" ও পারাবত" নামে দুই বংশীবাদক বসে স্থানক নামে তাল দিতে লাগলেন। প্রভাতে

যতটা পড়া হয়েছে, তার সমাপ্তিসূচক চিহ্নরূপে একটি পাতা বইয়ের ভিতর রাখা ছিল। সেটি সরিয়ে রেখে কতকগুলি পাতা-রয়েছে—এমন একটি কপাটিকা নিয়ে গানের সুরে বায়ুপুরাণ পাঠ করতে লাগলেন। সে সময়ে তিনি দন্তরুচিতে যেন মসী-মলিন অক্ষরগুলিকে ধুইয়ে দিলেন, শুভ্র পুষ্পরাজি দিয়ে যেন গ্রন্থের পূজা করলেন এবং তাঁর মুখে অবস্থিত সরস্বতীর নূপুরের মধুর ধ্বনির মতো মধুর গমকে তিনি শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করলেন।

বাণকে হর্ষচরিত শোনাবার অনুরোধ

সুদৃষ্টি এইভাবে শ্রোতাদের শ্রবণসুখকর মধুর স্বরে পাঠ করে চলেছেন, এমনি সময়ে কিছু দূরে অবস্থিত স্তুতিপাঠক সূচীবাণ গীতধ্বনির অনুবর্তন করে উচ্চমধুর কণ্ঠে আর্যাচ্ছন্দে রচিত এই শ্লোক দুটি পড়লেন।

"তদপি মুনিগীতমতি পৃথু তদপি জগদ্ব্যাপি পাবনং তদপি।
হর্ষচরিতাদভিন্নং প্রতিভাতি হি মে পুরাণমিদম্ ॥ ৩ ॥
বংশানুগমবিবাদি স্ফুটকরণং ভরতমার্গভজনগুরু।
শ্রীকণ্ঠবিনির্গতং গীতমিদং হর্ষরাজ্যমিব ॥ ৪ ॥"

অর্থাৎ "এই পুরাণ (তুমি যার গান করছ) আমার কাছে হর্ষচরিত থেকে ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে না। বায়ুপুরাণ মুনিই (ব্যাসদেব) গেয়েছেন, শ্রীহর্ষের চরিতকথাও মুনিরই গান; এই পুরাণ অতিবিশাল, হর্ষচরিত মহারাজ পৃথুর কথাও অতিক্রম করেছে। এই পুরাণ জগদ্ব্যাপী—হর্ষচরিতকথাও জগতের সর্বত্র প্রচারিত। এই পুরাণ পাবন অর্থাৎ পবনরচিত আর হর্ষচরিতও পাবন (পবিত্র)।

'তোমার এই পুরাণের গীত সর্বপ্রকারে হর্ষরাজ্যের সমান। এই গান বাঁশির সুরের সঙ্গে গাওয়া হচ্ছে' হর্ষদেবের রাজ্যও বংশপরম্পরায় এসেছে। এই গানে 'বিবাদী' নামক সুর বিশেষ নেই, হর্ষরাজ্যেও কোথাও কোনো বিরোধ অর্থাৎ বিবাদবিসংবাদ নেই। এই গানে স্বরগ্রামের করণগুলিকে অর্থাৎ তাল-লয় প্রভৃতিকে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করা হচ্ছে, হর্ষরাজ্যেও ধর্মাধিকরণ সংক্রান্ত লেখপত্র ঠিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। এই পুরাণ-গীতি ভরতমুনির মার্গ অনুসারে ধ্বনিত হচ্ছে, হর্ষের রাজ্য ও রাজা ভারতের নীতি অনুসারে সুশাসিত হচ্ছে, এই সঙ্গীত মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে, আর এই রাজ্যও শ্রীকণ্ঠ নামক দেশবিশেষ থেকে বিনির্গত হয়েছে।

সেখানে বাণের চার জ্যাঠতুতো ভাই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের নাম গণপতি, অধিপতি, তারাপতি ও শ্যামল। ব্রহ্মার চারিটি মুখপদ্মের মতো বেদাভ্যাসবশতঃ এরাও পবিত্রমূর্তি, রাজনীতির চারিটি উপায়ের মতো সামবেদের মন্ত্রের প্রয়োগে তাদের মুখমণ্ডল অতি সুন্দর হয়ে উঠেছিল। সংসারে সকলের প্রতি তাদের যেমন সৌম্য-ব্যবহার ছিল, সেইরকম ব্যাকরণাদি শব্দশাস্ত্রেও তাঁদের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট ও বিশদ ছিল: গুরুজনদের বাক্য তাঁরা শ্রবণ করতেন, তেমনি পাণিনির বৃত্তিকার কাত্যায়নের বার্তিক অথবা ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ও তাঁরা শিখেছিলেন; তাঁরা যেমন গুরু অর্থাৎ আচার্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন তেমনি পাণিনীয় সূত্রের কঠিন কঠিন শব্দের যথোচিত ব্যাখ্যাও অভ্যাস করতেন। তাঁরা ছিলেন ন্যায়বিৎ—উচিত-অনুচিত বিষয়ে তাঁদের যেমন জ্ঞান ছিল, তেমনি ব্যাকরণের নিয়মবাক্য সম্বন্ধেও তাঁরা অভিজ্ঞ ছিলেন। সংসারে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যে যেমন তাঁরা পুনঃ পুনঃ সংকার্য করতেন, তেমনি সুষ্ঠুভাবে

ব্যাড়িকৃত ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অনুশীলন করে (সাধু শব্দের সম্যক অভ্যাস করে) ব্যাকরণে আচার্যের স্থান পেয়েছিলেন। সমস্ত পুরাণ ও রাজর্ষিদের চরিতকথায় তাঁরা অভিজ্ঞ ছিলেন ; মহাভারতপাঠে তাঁদের মনপ্রাণ সর্বদা বিশুদ্ধ ছিল ; ইতিহাসও তাঁরা খুব ভালোই জানতেন। তাঁরা বড়ো বিদ্বান ও মহাকবিও ছিলেন ; মহাপুরুষবৃত্তান্ত জানার জন্যে তাঁরা খুব উৎসুক ছিলেন ; সৎকথাশ্রবণের আনন্দরসায়নলাভে তাঁরা সতত আগ্রহী ছিলেন ; এবং বয়সে, বাক্যে, যশে তপস্যায়, তেজে, শরীরে, যজুর্বেদের অধ্যয়নে তাঁরা অগ্রগণ্য ছিলেন। পূর্বেই সম্ভবত তাঁদের স্থির করা হয়েছিল—তাই এখন কিছু একটা বলতে ইচ্ছুক হলেন। তখন অর্থাৎ সূচীবাণের মুখে শ্লোকদুটি শুনে ঈষৎ হাসির সুধায় গালের মধ্যাংশ শুভ্র করে তাঁরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।

তাদের সকলের ছোটো ভাই শ্যামল বাণের প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন। তাঁর চোখদুটি পদ্মপত্রের মতো দীর্ঘ, মুখ চাঁদের মতো রমণীয়। তিনি সকলের সংকেত পেয়ে দন্ত-রুচিতে সকলদিক উদ্ভাসিত করে প্রীতিভরে সবিনয়ে বললেন,—"

তাত বাণ! দ্বিজরাজ চন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করেছিলেন।[৯] পুরূরবা ব্রাহ্মণের ধনের প্রতি লোভ করায় প্রিয় পুত্র আয়ুকে হারিয়েছিলেন,[১০] (প্রাণ হারিয়েছিলেন?)। আয়ুর পুত্র নহুষ পরস্ত্রীকামী, মহালম্পট ছিলেন, ব্রাহ্মণের শাপে অজগর হয়েছিলেন। নহুষের পুত্র যযাতি[১১] ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, ফলে তাঁর পতন হল—তিনি অকালে জরাগ্রস্ত হন। সুদ্যুম্ন[১২] স্ত্রীময় অর্থাৎ স্ত্রীরূপধারী বা অতিস্ত্রীলম্পট হয়েছিলেন। সোমক[১৩] নিজ পুত্র জন্তুকে বধ করার নির্দয়তায় বিখ্যাত। মান্ধাতা[১৪] অত্যন্ত সমরাসক্ত হওয়ায় পুত্রপৌত্রাদি সহ রসাতলে গিয়েছিলেন। রাজা পুরুকুৎস[১৫] তপস্যায় ব্রতী থাকার কালে মেকল কন্যকা নর্মদার উপর কুৎসিত ব্যবহার করেছিলেন। রাজা কুবলয়াশ্ব[১৬]নাগলোক অধিকার করে অশ্বতর নামক নাগের কন্যাকে (অথবা অশ্বতরী অর্থাৎ খচ্চরীকে)-ও ছেড়ে দেন নি—বিবাহ করেন। পৃথু প্রথম পুরুষক (নিচু পুরুষ) হয়ে গোরূপধারিণী পৃথিবীকে পরাভূত করে অপমানিত করেছিলেন। নৃগ[১৭]নামক রাজা কৃকলাস হয়েছিলেন, তাঁর সময়েই বর্ণসংকরের সৃষ্টি হয়েছিল। রাজা সৌদাস[১৮] রাক্ষস হয়ে নরকুল ধ্বংস করেছিলেন, পৃথিবীকে রক্ষা না করে পর্যাকুলিত করেছিলেন। পাশাখেলার রহস্য না জেনেই পাশাখেলায় মত্ত হয়েছিলেন রাজা নল। ফলে কলি তাকে অভিভূত করেছিলেন। সম্বরণ মিত্রদুহিতাকে দেখে আত্মসম্বরণ করতে পারেন নি। রাজা দশরথ প্রিয়পত্নীর প্রতি অত্যধিক ভালবাসায় উন্মাদ হওয়ায় তিনি মারা পড়েন। জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসার দরুন তাঁর বনগমনে মর্মাহত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। কার্তবীর্যার্জুন[১৯] গোব্রাহ্মণগণকে অত্যধিক নিপীড়িত করায় সমূলে বিনষ্ট হন। রাজা মরুত্ত[২০] বহুসুবর্ণক যজ্ঞানুষ্ঠান করেও বৃহস্পতির প্রিয় হতে পারেন নি। শান্তনু অত্যাসক্তিবশতঃ বাহিনীবিযুক্ত (গঙ্গা বা সেনা থেকে বিচ্ছিন্ন) হয়ে বনে ঘুরে ঘুরে কেঁদেছিলেন। পাণ্ডু[২১]অত্যধিক কামাক্রান্ত হয়ে বনমধ্যে (জল মধ্যে) মৎস্যের মতো প্রাণত্যাগ করেছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির[২২] অত্যধিক ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এইভাবে সপ্তদ্বীপাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ ব্যতীত আর কোনো রাজাকে তো নিষ্কলঙ্ক দেখা যায় না। এঁর সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা শুনতে পাওয়া যায়।—

বলজিৎ ইন্দ্র চলন্ত পর্বতসমূহের পক্ষচ্ছেদ করে তাদের নিশ্চল করেছিলেন, এখানে শত্রুসৈন্যজয়ী হর্ষদেবও অপরাপর চঞ্চল রাজাদের পরাজিত করে স্ববশীভূত করে তাদের নিশ্চল ও পঙ্গু করে দিয়েছেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা শেষনাগের ফণামণ্ডলের উপর পৃথিবীকে স্থাপন করেছিলেন, প্রজাপালক শ্রীহর্ষ অবশিষ্ট রাজাদের ক্ষমা করেছিলেন। পুরুষোত্তম বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করে লক্ষ্মীকে লাভ করেছিলেন, এখানে পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীহর্ষ সিন্ধুদেশের অধিপতিকে পরাজিত করে তাঁর রাজলক্ষ্মীকে আত্মবশে এনেছিলেন। এই বলবান হর্ষদেবই মদোদ্ধত মহাগজের বেষ্টনী থেকে রাজা শ্রীকুমারকে মুক্ত করে সেই হাতিটিকে বনে ত্যাগ করেছিলেন। দেবগণ কার্তিকেয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। মহারাজ হর্ষদেবও রাজকুমারকে অভিষিক্ত করেছেন। এখানে আমাদের প্রভু শ্রীহর্ষদেব সেনাপতি কার্তিকেয়ের মতো এক আঘাতেই শত্রুকে নিপাতিত করে স্বীয় শক্তি প্রখ্যাপিত করেছিলেন। নরসিংহরূপী বিষ্ণু স্বহস্তে শত্রু হিরণ্যকশিপুকে বধের বিক্রম প্রকাশ করেছিলেন, এখানে নরসিংহ রাজা আমাদের হর্ষদেব সেনাসহায় ছাড়াই নিজ হাতে শত্রু বিনাশ করে আপন শক্তি প্রকট করেছেন। পরমেশ্বর শিব হিমালয়-দুহিতা দুর্গার (পার্বতীর) পাণিগ্রহণ করেছিলেন, এখানেও রাজরাজেশ্বর হর্ষদেব দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশ থেকেও কর আদায় করেছেন। লোকনাথ ব্রহ্মা দিক্ বিভাগ করে ইন্দ্রাদিলোকপালদের নিযুক্ত করেছেন, আর এই লোকনাথ হর্ষদেব দিকে দিকে উচ্চাধিকারী জনরক্ষকদের নিয়োগ পরিকল্পনা করেছেন। ব্রহ্মা যেমন আদিম মনু, পৃথু প্রভৃতি নৃপতিদের এই জগৎ-মণ্ডল ভাগ করে করেছিলেন, তেমনি রাজা হর্ষদেবও অগ্রজন্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কররূপে গৃহীত সকল ঐশ্বর্য বিভাগ করে দিয়েছেন। এ-সব থেকেই আমরা প্রথম সত্যযুগের মতোই বিপুল সমারম্ভ দেখছি। এই জন্যেই স্বনামধন্য মূর্তিমান পুণ্যরাশি এই রাজা শ্রীহর্ষদেবের প্রথম থেকে বংশপরম্পরা-চরিতকথা শুনতে অভিলাষী হচ্ছি। শোনার ইচ্ছা হওয়ার পরও অনেক কাল গত হয়েছে। চুম্বক পাথর যেমন লোহাকে টেনে আনে, মহাপুরুষের গুণাবলীও তেমনি সংকীর্ণচিত্ত নির্দয়কঠোর মানুষকেও আকর্ষণ করে—যাদের হৃদয় স্বভাবসরস ও কোমল, তাদের কথা আর কী বলব? দ্বিতীয় মহাভারতের মতো এঁর চরিতকথা শুনতে কার না কুতূহল হয়? আপনি আমাদের হর্ষচরিত বলুন। আমাদের এই ভার্গববংশ পবিত্র এই রাজর্ষি-চরিত শ্রবণে যথার্থই শুচিতর হোক।' এই বলে শ্যামল নীরব হলেন।

বাণের সম্মতি

বাণ তখন হেসে বললেন—'আর্য! আপনার কথাটি যুক্তিসঙ্গত হল না। আপনাদের ঔৎসুক্য আমি বুঝি, কিন্তু আপনাদের বাসনা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে মনে করি। স্বার্থ সাধনের ইচ্ছা অনেক সময়ই সম্ভব-অসম্ভব বিবেচনাশূন্য হয়। অন্যের গুণের প্রতি অনুরাগী ও প্রিয়জনের কথার শ্রবণলালসার আধিক্যে মুগ্ধ মহাপুরুষদের চিত্তও মনে হয় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। আর্য! দেখুন—কোথায় এই পরমাণুপরিমাণ বটু-হৃদয়, আর কোথায় সমগ্র জগদ্ব্যাপী মহারাজ শ্রীহর্ষদেবের চরিত! পরিমিত কয়েকটি মাত্র বর্ণ যাদের সম্বল এমন সামান্য কয়েকটি শব্দ কোথায়! আর মহারাজ শ্রীহর্ষের সংখ্যাতীত গুণাবলী কোথায়! মহারাজ হর্ষের চরিতকথা সর্বজ্ঞের অগোচর, বৃহস্পতিরও অবিষয়, সরস্বতীর কাছেও অতিভার—আমাদের মতো ক্ষুদ্রলোকদের কথা আর কী বলব? শতবর্ষ পরমায়ুর একশত পুরুষ

ধরে বললেও শ্রীহর্ষদেবের সমগ্র চরিত বর্ণনা করতে কেউ সমর্থ হবে না। যদি আংশিক শ্রবণে আপনাদের কৌতূহল হয়, তবে আমি প্রস্তুত। কয়েকটি অক্ষরের কণামাত্র সম্বল করে চলতে চলতে আমার জিহ্বা হালকা হয়ে গেছে। এখন সে আবার কোন্ কাজে লাগবে। আপনারা শ্রোতা, বর্ণিত হবে হর্ষচরিত। আর কী? আজ প্রায় বেলা শেষ হয়ে গেছে। পশ্চাতে লম্বমান পিঙ্গল জটাভার নিয়ে কুরুক্ষেত্রের সমস্ত পঞ্চকের শোণিতসাগরে মজ্জমান ভগবান পরশুরামের মতো পশ্চাতে লম্বমান লোহিতবর্ণ রশ্মিজালে ভাস্বর সূর্য সন্ধ্যাকালীন লালিমায় ডুবে যাচ্ছেন। সুতরাং আজ নয়। আগামী কাল আমি সব বলব। তাঁরা সকলে 'তাই হবে' বলে সম্মত হলেন। তখন আর বিলম্ব না করে বাণ সন্ধ্যাবন্দনাদি করতে শোণনদের তীরে চললেন।

তারপর মদিরার নেশায় লাল মালব রমণীদের গালের মতো কোমল রোদ নিয়ে দিন ঢলে পড়ল। কমলিনী সংকুচিত হওয়ার ফলেই যেন সাতিশয় রক্তবর্ণ সূর্য অন্ধকারকে লেহন করে পশ্চিম দিকে লম্বমান হয়ে ঝুলে পড়ল। সূর্যদেবের ঘোড়ার পথ ধরে পিছে পিছে যমের মহিষের মতো অন্ধকার দ্রুত আকাশে ছুটে এল। ক্রমে গৃহতাপসদের ছোটো ছোটো কুটিরের ছাদ থেকে ঝুলানো পরিধেয় বল্কলসমূহ রক্তাভ ফালি ফালি রোদের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের ঘরগুলি থেকে কলিযুগের পাপরাশি হরণ করেই যেন ধূম আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলল। নিয়ম পালন করে যজমানেরা মৌনব্রত অবলম্ব করলেন। গৃহকর্ম থেকে অবকাশ পেয়ে বেড়াবার সময় পেয়ে মহিলারা ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করতে লাগল। হোমধেনুদের সামনে শ্যামাক ধানের আঁটি ছড়িয়ে দিয়ে তাদের দোহন করা হল। বৈতানহুতাশনে আহুতি করা হতে লাগল। পরিধানে কৃষ্ণমৃগচর্ম থাকায় লোমশ্রের মতো দৃশ্যমান জটাধারী যোগী পবিত্র কুশাসনে উপবিষ্ট হলেন। ব্রাহ্মণবালকেরা জপ করতে থাকল। যোগী ব্রহ্মাসনে বসে ধ্যান করতে লাগলেন। অধ্যাপকদের করতালধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যেরা দৌড়ে আসতে থাকল। অলস ও বৃদ্ধ শ্রোত্রিয় অধ্যাপকগণের অনুমতি পেয়ে মূর্খ ও দুর্বুদ্ধি শিষ্যরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গ্রন্থের দণ্ডকগুলি ভুলভাবে উচ্চারণ করতে লাগল। ব্রাহ্মণবালকেরা আবার মনোযোগ দিয়ে সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রগুলি শুনতে লাগল। আকাশে তারকানামক জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হল। অতঃপর এইভাবে পুরোপুরি সন্ধ্যা হয়ে গেল। এ সময়ে বাণ ঘরে এসে স্নেহশীল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সভায় এসে বসলেন। এইভাবে প্রহর গত হলে গণপতির ভবনে গিয়ে তাঁর জন্যেই রচিত শয্যায় শয়ন করলেন। আর সকলে শুয়ে চোখ বন্ধ করে রয়েছে বটে, কিন্তু তাহাদের চোখে ঘুম নেই। কমলবন যেমন সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় থাকে, তারাও তেমনি কৌতূহলী হয়ে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করে কোনোরকমে রাত্রি যাপন করল।

তারপর রাত্রির চতুর্থ প্রহরে সেই স্তুতিপাঠকের ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে তিনি এই দুটি শ্লোক গান করলেন—

ঘোড়ার ঘুম ভেঙে গেছে। জেগে সে পিছনদিকের একটি পা প্রসারিত করে, মেরুদণ্ড নত করে বাঁকিয়ে তার দীর্ঘ শরীর আরও দীর্ঘ করে দিয়েছে, ঘাড় বাঁকিয়ে বুকের কাছে মুখ এনে ধূলিধূসরিত কেসরগুলিকে ঝাড়া দিয়ে ঘাসের গ্রাসের অভিলাষে অনবরত নাসিকা স্ফুরিত করে অল্প অল্প ফরর্ ফরর্ শব্দ করতে করতে

খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে।৫॥

ঘোড়া মাথার উপরকার কেসর দিয়ে কানের শুক্তি ঈষৎ ঢেকে দিয়েছে; পরে পিঠ বাঁকিয়ে কোমরটি মুখের কাছে এনেছে, তারপর ঘাড় বেঁকা করে খুর দিয়ে নিদ্রাকণ্ডুকষায় চোখের কোণ ঘসছে। তখন চঞ্চল খুর দিয়ে ঘসার সময় নেত্রলোমে লগ্ন সূক্ষ্ম শিশিরকণা খুরের চারপাশে লেগেছে।

বাণের হর্ষচরিত বর্ণনা

গান শুনে বাণের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম থেকে উঠে তিনি মুখ ধুয়ে (প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে) ভগবতী সন্ধ্যাদেবীর উপাসনা করলেন। তারপর সূর্যোদয় হলে মুখে পান নিয়ে সেখানেই বসলেন। এর মধ্যে জ্ঞাতিবান্ধবেরা সকলে সমাগত হয়ে বাণকে ঘিরে বসলেন। তিনিও পূর্বদিনের প্রস্তাবমতো সকলের মনোবাসনা বুঝে তাঁদের সামনে শ্রীহর্ষচরিত বলতে আরম্ভ করলেন

শ্রীকণ্ঠবর্ণনা

শুনুন—শ্রীকণ্ঠ নামে এক দেশ ছিল। দেশটি পুণ্যবান লোকদের আবাসস্থল হওয়ায় তাকে দেবরাজ ইন্দ্রের বাসস্থান স্বর্গলোক যেন পৃথিবীতে নেমে এসেছে বলে মনে হত। সেখানে বর্ণাদি সকল বর্ণের আচার-ব্যবহার ও নিরন্তর সংকরদোষরহিত (অসংকীর্ণ) ছিল। সেখানে ব্যবস্থা ছিল সত্যযুগের মতো।

এই শ্রীকণ্ঠে অগণিত স্থলপদ্মের গাছ জন্মে। তাই জমিতে হলকর্ষণের সময় লাঙলের ফলায় এত মৃণাল (বিস তন্তু) উপড়িয়ে আসে যে উড়ন্ত ভ্রমরেরা যেন তাদের গুঞ্জনরবে মাটির উর্বরতাই তাদের গানের সুরে প্রচার করে। এখানে অনেক আখের (ইক্ষুর) ক্ষেত। পুণ্ড্রজাতীয় এই আখ খুব মিষ্টি। নিবিড় সেই আখগাছের সারি। তার এত মিষ্টি সেই আখ, যেন মনে হয় ক্ষীরসাগরের দুধ পান করে মেঘেরা জলে ভিজিয়ে দিয়েছে তাদের।[২০] আবার, সেখানে সর্বদিকেই ধান ঝাড়াই করার খলিয়ান সমূহে সীমান্ত অঞ্চল বিভক্ত হয়েছে। প্রতি খলিয়ানে ছোটো ছোটো শস্যের গাদা উঁচু উঁচু হয়ে আছে। এক-একটি যেন ছোটো ছোটো পাহাড়। ফলে সীমান্ত অঞ্চলে যেন সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে ক্ষেতে ক্ষেতে প্রভূতপরিমাণে জিরাশস্যে অনেকটা জমি ঘনভাবে ঢাকা রয়েছে এবং চাষীরা ঘটীযন্ত্রের ছোটো ছোটো ঘটি দিয়ে ক্ষেতে জল সেচন করল। এই দেশ ভূমির উর্বরতাবশতঃ অতি উৎকৃষ্ট শালিধান্যের ক্ষেতে সুশোভিত থাকে। আকাড়া (অনাবাদী) জমিতেও সেখানে রাজমাষা নামক ছালজাতীয় শস্য পাক ধরায় সেগুলো ফুটে উঠেছে, মুগদালের বীজের ছোবাগুলোতে সোনালি রং ধরেছে, আর অজস্র গম ফলেছে—এইরকম নানারঙের ফসলে ভূমি বিচিত্র রূপ ধরেছে।

যেখানে রাখালবালকেরা মোষের (মহিষের) পিঠে চড়ে গান গেয়ে গেয়ে গোরু চরায়।[২১] গোরুগুলো বনের অতি কোমল, যেন শিশিরকণা দিয়ে কাটা যায়, এমন নরম ঘাস খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। পরম পরিতৃপ্ত সেই গোরুগুলির গলায় ছোটো ছোটো ঘণ্টা বাঁধা। সেগুলো টুং টুং করে বাজছে। আবার গোরুগুলোর পিছনে পিছনে চড়াই পাখিরা গোরুর শরীরে-বসা পোকা খাওয়ার জন্যে উড়ে যাচ্ছে। এই গোরুগুলির দুধ ক্ষীরের মতো মিষ্টি। মনে হয় শিবঠাকুরের ষাঁড় যেন ক্ষীরোদসাগরকে পান করে অজীর্ণ রোগের আশংকায় এই সব বহুসংখ্যক গোরুর মধ্যে সেই ক্ষীর বিভক্ত করে

ছড়িয়ে দিয়েছে। আর সাদা রঙের সেই গোরুগুলো যেন সমগ্র বনরাজিকে ধবল করে রেখেছে। সে দেশে নানারকমের যে-সব যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, তাদের হোমের ধোঁয়ায় শতক্রতু দেবরাজ ইন্দ্র যেন অন্ধ হয়ে তাঁর সহস্রলোচন পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলেছেন। আর বিচিত্র সেই সহস্রনেত্রের মতোই হাজার হাজার বিচিত্রবর্ণের কৃষ্ণসার (মৃগবিশেষ) সেখানে বিচরণ করে।

সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে কেতকীফুলের বন রয়েছে। তাদের পরাগে সব সাদা হয়ে পড়ে। যেন শিবের গাত্রবিভূতির ধূলিতে শিবপুরীর প্রবেশ পথ ধূসর হয়েছে। গ্রামের আশেপাশে ক্ষেত্রগুলি শাকসব্জীর অংকুরে সবুজ শোভা ধারণ করে।

স্থানে স্থানে উটের বাচ্চাগুলো সারি সারি চলে দ্রাক্ষাবনের দিকে। দ্রাক্ষাকুঞ্জের মাঝে মাঝে পিলুপাতা থাকায় সুন্দর শোভা হয়েছে। কোথাও বা লোকেরা দুহাতে মাতুলুঙ্গীর পাতা কচলে রস বের করছে ; কোথাও স্বচ্ছন্দে মিলিত কুংকুমকেসর পুষ্পস্তবকের শোভা বানিয়েছে , এভাবে সুসজ্জিত দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলো যেন বনদেবীদের অমৃতের প্রপাগৃহ (পথিকদের পানশালা)। সেখানে টাটকা আঙুরের রস পান করে পথিকজনেরা সুখে ঘুমিয়ে পড়ে।

আবার কোনো কোনো অঞ্চলে ডালিম গাছের বন। পাকা ডালিম ফলগুলো ফেটে যাওয়ায় বড়ো-বড়ো দানাগুলি শুকপাখির ঠোঁটের মতো লাল হয়ে উঠেছে। ফলের লোভে বানরেরা ডালিম গাছে উঠেছে। তখন ডালিমফুলের রক্তরাগ ও বানরদের গালের লালিমা এক হয়ে গেছে। চারিদিকে ছোটোবড়ো এমন উদ্যানসমূহে সেই দেশ সকলেরই চিত্তাকর্ষক। ছোটোবড়ো আরও নানারকম উপবনে সেই দেশ বড়োই মনোরম—কোনো কোনো উপবনে এসে রণরক্ষকেরা নারকেল-রসের মদ খায় ; কোথাও পথিকেরা পিণ্ড-খেজুর খেয়ে গাছগুলোকে শেষ করে দেয়; আবার কোনো কোনো উদ্যানে গোলাঙ্গুলেরা (গোপুচ্ছের মতো দীর্ঘ লেজওয়ালা কালোমুখ বানরবিশেষ, হনুমান জাতীয় বানর ?) এসে পিণ্ডীখেজুরের সুগন্ধি-রস চাটতে থাকে। কোথাও বা চকোরপাখিরা আরুক গাছের ফলগুলিকে ঠোঁটের আঘাতে জর্জরিত করে।

সে দেশে বনের অভ্যন্তরভাগে অনেক জলাশয় রয়েছে। তাদের তীরে তীরে চারদিকে উঁচু উঁচু অর্জুন গাছের সারি। গোরুর পাল জলে নেমে পারের কাছাকাছি জল পঙ্কিল করে। আর পথিকেরা এসে সেখানে আশ্রয় নেয়। বাইরে থেকে বনের রন্ধ্রপথে এ সব দৃশ্য দেখা যায়।

সে দেশে বিপুলসংখ্যক উট ও ভেড়ার পাল ছড়িয়ে আছে। যে সব ছেলে উটের বাচ্চাগুলোর দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত, তারাই সবগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে।

সে দেশের অনেক স্থান বাতহরিণীদের মতো স্বচ্ছন্দচারিণী বড়বাদের পালে ভরা। চারদিকে বিচরণশীল সূর্যের রথের ঘোড়াগুলোকে আকর্ষণ করার জন্যেই যেন এরা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কুংকুমের রসে গা রাঙিয়ে প্রসাধন করে ; আবার এরা নিজের পেটের বাচ্চাদের বেগ উৎপাদনের জন্যেই যেন নাক ও মুখ উপর দিকে তুলে প্রভঞ্জন (ঝোড়ো বাতাস) পান করে।

সে স্থান অনবরত যজ্ঞের ধূমের অন্ধকারে অগ্নিশিখায় হাঁসের মতো শ্বেতবর্ণ রূপ ধারণ করে। সেখানে নৃত্যবাদ্যসহ গানে মৃদঙ্গধ্বনিতে হর্ষোন্মত্ত ময়ূরের মতো ধন-সম্পদে মর্ত্যবাসী জনসমাজ মুখরিত হয়। (আনন্দে উৎফুল্ল হয়)।

সে দেশ চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো শুভ্র, গোলাকার ও সুতোয় গাঁথা মুক্তারাজি-তুল্য চাঁদের কিরণের মতোই বিশুদ্ধাচারী দয়া-দাক্ষিণ্যাদিগুণযুক্ত মানুষের দ্বারা সমলংকৃত।

কোনো কোনো স্থানে ফলসম্পদে পূর্ণ অনেক বড়ো বড়ো গাছ থাকে। শত শত পথিকজন সে-সব ফল খেয়ে শেষ করে। শ্রীকণ্ঠজনপদেও বহু অতিথি-অভ্যাগতের সমাবেশ হয়। এঁরা প্রভূত ঐশ্বর্যবান। আর শত শত পথিক এঁদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ (টাকাকড়ি) লাভ করে। (অতিথিবর্গ সে দেশ থেকে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করে অন্য শত শত পথিকদের মধ্যে বিতরণ করে)।

কোনো কোনো স্থানে বড়ো বড়ো অনেকগাছ আছে। তাতে প্রচুর ফল ধরে। কত শত পথিক সে-সব ফল খেয়ে শেষ করে ফেলে। শ্রীকণ্ঠদেশে তেমনি ধনসম্পদশালী অনেক অতিথি-অভ্যাগতের আগমন হয়। শত শত পথিক সে-সব অতিথিদের কাছ থেকে অনেক টাকাকড়ি পায়।

সেই দেশ কস্তুরীসুবাসিত মৃগরোমাবলীতে ঢাকা হিমাচলের প্রত্যন্তপর্বতের মতো কস্তুরীর সুগন্ধযুক্ত মৃগচর্মের বসনপরিহিত গ্রামের প্রধান প্রধান পুরুষগণের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

ঊর্ধ্বে উত্থিত নালদণ্ডযুক্ত পদ্মাসনে উপবিষ্ট শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার নাভিমণ্ডলের মতো শ্রেষ্ঠ পক্ষিকুলের আবাসস্থল বহু জলাশয়ে সেই দেশ সুসজ্জিত ছিল।

দেবাসুরগণের ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থনকালে মথিত জলের তরঙ্গে পৃথিবী ধৌত হয়েছিল। সে সময়ে মন্থনচেষ্টায় ভীষণ শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর শ্রীকণ্ঠদেশে ঘোল ও দুধের স্রোতে মাটি ভিজে থাকত। কারণ বহুসংখ্যক গোয়ালা সেখানে দুধ-মন্থনের কাজ করত। এ সব গোয়ালার ব্যবস্থায় দেশের লোকজনের অনেক আশা পূরণ হত।

এমনই সকল দিকে সমৃদ্ধ ছিল সেই শ্রীকণ্ঠদেশ।

রোগগ্রস্ত চোখে ঔষধ প্রয়োগ করলে অশ্রুপাত হয় এবং চোখের জলেই চোখ ধোয়া হয়। ফলে চোখের দোষ নষ্ট হয়। এখানেও দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়—এই তিন আগুনের ধূমে যে অশ্রুপাত হয়, তাতেই যেন নাস্তিকতা বা বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তসমূহ দূরীভূত হত।

সেখানে যজ্ঞবেদী নির্মাণের জন্যে কাঁচামাটির ইঁটগুলি পাকানোর জন্যে যখন আগুনে পোড়া হত, তখন সেই আগুনে দগ্ধ হয়েই যেন পাপরাশি অদৃশ্য হয়ে যেত। (সে দেশে ধর্মাত্মা লোকেরা নিষ্পাপ ছিলেন)।

যজ্ঞস্তম্ভ নির্মাণের জন্যে কুঠার দিয়ে কাটা কাষ্ঠখণ্ডের মতোই যেন অধর্ম ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

সে দেশে যজ্ঞাগ্নির ধূমজাত মেঘের বর্ষণে বিধৌত হয়েই যেন (ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে প্রতিলোম বিবাহজনিত সন্তান) বর্ণসংকর বিনষ্ট হয়ে যেত বিভিন্ন রক্তের মিশ্রণ ধুয়ে যাওয়ার মতো। সে দেশে সহস্র সহস্র যে গাভী দান করা হয়। তাদের শিং-এর গুঁতোয় ছিদ্রমান হয়েই যেন কলি সে দেশ থেকে পালিয়েছিল।

দেবমন্দিরের পাথরগুলিকে বিশেষ বিশেষ আকারে গঠন করার জন্যে পাথরকাটা বাটালির দ্বারা কর্তিত (কাটা) হয়েই যেন সকল বিপদ-আপদ বিদারিত হত। কেটে

যেত)। মহাদান-বিধানের কোলাহলে আক্রান্ত হয়েই যেন সব উপদ্রব ছুটে পালাত। যজ্ঞানুষ্ঠানে হাজার হাজার পাকশালায় জ্বলন্ত উনুনের তাপেই যেন সকল রকমের রোগ প্রশমিত হত।

বৃষবিবাহে[৫] (বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে) যে পুণ্য দুন্দুভি বাজানো হত তার প্রচণ্ড শব্দে ভীত হয়েই যেন অপমৃত্যু বা অকালমৃত্যু এদিকে আসত না।

অনবরত বেদধ্বনিতে বধির হয়েই যেন 'ঈতি' (আপদ) সে দেশ থেকে অপসরণ করেছিল। ধর্মের শাসনে পরাজিত হয়েই যেন সে দেশে দুর্ভাগ্য আপন প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে নাই।

স্থাণ্বীশ্বর বর্ণনা

এ হেন শ্রীকণ্ঠদেশে স্থাণ্বীশ্বর নামে এক প্রদেশ ছিল। সে স্থানটি ছিল যেন ভুবনের মূর্তিমান নব যৌবন। অনেক অনেক বাগানের সুন্দর কুসুমরাজির সুগন্ধে এবং সুন্দরী রমণীদের অঙ্গসুবাসে তা ছিল সতত সুরভিত। কুঙ্কুমমাটি দলিত করে যাদের শরীর পিঙ্গল হত সেই সব হাজার হাজার মহিষীদ্বারা (স্ত্রী মহিষদ্বারা) শোভিত সেই প্রদেশ যেন হাজার হাজার মহিষী (রাজরানী) দ্বারা সুশোভিত ধর্মরাজের অন্তঃপুরস্থান হয়েছিল। সেখানে শত শত চমরীমৃগীর শুভ্র পুচ্ছ সতত বাতাসে আন্দোলিত হত। তাই সে-স্থানকে যেন স্বর্গরাজ্যের একাংশ বলে মনে হত। সহস্র সহস্র যজ্ঞাগ্নিতে দশদিক আলোকিত হওয়ায় সে-স্থান সত্যযুগে অবস্থান-ভূমি বলে প্রতীত হয়েছিল। সে-স্থানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মর্ষিগণ ধ্যানবলে সব অমঙ্গল নাশ করতেন। তাতে স্থানটিকে বিষ্ণুর নাভিকমলরূপী আসনে উপবিষ্ট স্বয়ং ব্রহ্মারূপী ঋষির ধ্যানে যেখানকার সকল অমঙ্গল দূরীভূত হয়, সেই ব্রহ্মলোকের প্রথম অবতার বলে মনে হত।

কলরবকারী বিশাল বিশাল সেনাবাহিনীতে ভরা এ দেশ যেন কলকল-নিনাদকারী বহুসংখ্যক বড়ো বড়ো নদনদীতে মুখরিত উত্তর কুরুদেশের শত্রু।

কর আদায়ের জন্যে রাজারা প্রজাদের উপর যে উৎপীড়ন চালায়, এখানকার প্রজারা তেমন উৎপীড়নজনিত দুঃখ অনুভব করত না। তাই স্থাণ্বীশ্বর প্রদেশ যেন ময়দানব-নির্মিত ত্রিপুর (তিনটি পুরীকে) জয় করতে ইচ্ছুক হয়েছিল।

চুনকাম করা এখানকার সারি সারি ঘরগুলি সাদা রঙে ধবধব করত। তাই মনে হত যেন এই স্থান অমৃতরসের সেচনে শুভ্র চন্দ্রলোকের স্থান প্রাপ্ত হয়েছে। এই দেশ মদিরামত্ত পুরসুন্দরীদের অলঙ্কারের ঝনৎকারে ভরে উঠত। তাতে মনে হত যেন মদিরামত্তা যক্ষিণীদের অলঙ্কারের মধুরধ্বনিতে ভরা কুবেরনগরী অলকাপুরীর নাম অপহরণ করেছে। (স্থাণ্বীশ্বর অলকাপুরীরই নামান্তর হয়েছে)।

এই স্থাণ্বীশ্বর ছিল মুনিদের কাছে তপোবন, বারাঙ্গনাদের কাছে কামায়তন।[২৬] নটদের কাছে সঙ্গীতশালা, শত্রুদের কাছে যমপুরী, প্রার্থীদের কাছে সকলমনোবাঞ্ছা-পূরণকারী চিন্তামণিভূমি, শস্ত্রজীবীদের কাছে বীরক্ষেত্র, ছাত্রদের কাছে গুরুকুল (বিদ্যাস্থান), গায়কদের কাছে গন্ধর্বনগর, বিজ্ঞানীদের[২৭] অর্থাৎ চৌষট্টিকলাবিৎ শিল্পীদের কাছে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার গৃহরূপে বিবেচিত হত।

আরও, এ স্থানকে বণিকরা মনে করত লাভের জায়গা, স্তুতিপাঠকরা দ্যূতশালা (জুয়াখেলার ঘর), সজ্জনেরা মনে করত সাধুজনের সম্মেলন স্থান। আর সে নগর

ছিল শরণাগতদের কাছে বজ্রনির্মিত পঞ্জর, বাগ্‌বিলাসীদের কাছে এটি ছিল কামাসক্ত বিষয়ীদের আড্ডাস্থল (রঙ্গরসের জায়গা)। পথিকজনের কাছে এ স্থান ছিল পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য ফল, ধনগৃধ্নুদের কাছে অসুরদের গর্ত, শান্তিকামীদের কাছে বৌদ্ধ মঠ, কামীদের কাছে অপ্সরাদের দেশ, চারণদের কাছে মহোৎসবের সমাজ এবং ব্রাহ্মণদের স্থাণ্বীশ্বর নগর ছিল বসুধারা (ধনপ্রবাহ)।

সেখানকার রমণীরা মাতঙ্গগামিনী (গজগামিনী) ও সচ্চরিত্রা, গৌরবর্ণা ও ঐশ্বর্যশালিনী, তারা সুন্দরী ও পদ্মরাগমণিভূষিতা, তাদের দন্তরাজি ধবল, মুখ-মণ্ডল শুভ্র, আর নিঃশ্বাসে মদিরার গন্ধ ; তাদের দেহ চাঁদের মতো মনোহর ও শিরীষ-কুসুমের মতো কোমল ; কামার্ত লম্পটেরা তাদের কাছে যেতে পারে না, তাঁরা কঞ্চুক-পরিধানা। তারা বিশালনিতম্বা ও তনুমধ্যা (কটিদেশে ক্ষীণ) হওয়ায় শ্রীমন্ডিতা ; তারা লাবণ্যবতী ও মধুরভাষিণী ; কর্তব্যবিষয়ে প্রমাদরহিতা (সচেতনা) ও প্রসন্নোজ্জ্বলবর্ণা, এবং তারা প্রিয়সমাগমবিষয়ে বালোচিত ঔৎসুক্যরহিতা ও প্রৌঢ়া (প্রবীনা) ছিল।

সেই স্থাণ্বীশ্বরের রমণীদের নয়নই ছিল স্বাভাবিক শিরোমালারূপ অলংকার, নীলোৎপলপত্রমালা তাদের মস্তকে ভারস্বরূপ ছিল, কারণ তাদের নয়ন নীলকমল থেকেও বেশি নীল ছিল।

চূর্ণকুন্তলের প্রতিচ্ছায়ই তাদের গণ্ডস্থলে পতিত হয়ে দুই কানের অলংকার হয়েছিল, তমালপল্লব প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল। নিজ নিজ প্রিয়তম মানুষের সম্পর্কিত কথাবার্তাই ছিল তাদের কানের সুন্দর অলংকার—কানের কুণ্ডল আড়ম্বরমাত্র—অনাবশ্যক।

দীপ্যমান গণ্ডস্থলই ছিল সতত আলোর প্রকাশক, রাত্রিতে প্রজ্বলিত মণিখচিত প্রদীপ নিছক ঐশ্বর্যপ্রকাশ মাত্র।

তাদের নিঃশ্বাসসৌরভে আকৃষ্ট ভ্রমরকুলই ছিল সেই রমণীদের মুখের সুন্দর আবরণ, সূক্ষ্মবস্ত্রের অবগুণ্ঠন (ঘোমটা) ছিল উচ্চকুলের মহিলাসমাজের প্রথারক্ষা মাত্র।

বাণীই ছিল তাদের যথার্থ বীণা, অঙ্গুলি দিয়ে তন্ত্রীতাড়ন বাহ্য কলাজ্ঞান মাত্র।

তাদের হাসিই ছিল সুগন্ধি পটবাসক (পাউডার), কর্পূরের ধূলি নিষ্প্রয়োজন। অধরোষ্ঠের শোভার প্রসারই ছিল তাদের অত্যুজ্জ্বল অঙ্গরাগ, কুংকুমের দ্রব সৌন্দর্যের কলংকই হত।

অতিশয় কোমল বাহুলতাই ছিল পরিহাসকালে প্রহারের জন্যে তাদের বেত্রলতা, মৃণাল তো নিরর্থক।

যৌবনের উত্তাপজনিত ঘর্মজলকণাই নৈপুণ্য অর্থাৎ সুন্দর, স্তনযুগলের অলঙ্কার মুক্তারমালা তাদের কাছে ভারস্বরূপ ছিল।

স্ফটিকনির্মিত শিলাতলের মতো বিশাল চতুষ্কোণ নিতম্বদেশই ছিল অনুরাগী প্রেমিকদের বিশ্রামের উপায়, গৃহমধ্যস্থিত মণিবেদিকা ছিল অকারণ।

পদ্মের লোভে সেখানকার রমণীদের চরণপদ্মে উপবিষ্ট অলিকুলই শব্দায়মান হওয়ায় পদভূষণ ইন্দ্রনীলমণির নূপুর নিরর্থক হল।

নূপুরের রুনুঝুনু ধ্বনিতে আকৃষ্ট গৃহপালিত কলহংসরাই ছিল সে-সব রমণীর ভ্রমণসহচর, গৃহের ভৃত্যবর্গ কেবল ঐশ্বর্যের বিস্তার।

পুষ্পভূতি বর্ণনা

সেখানে পুষ্পভূতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি সকল বর্ণের রক্ষাকারী ধনু ধারণ করায় মনে হত যেন তিনি সাদা, লাল, নীল পীত প্রভৃতি সব রঙের ধনুর্ধারী সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র।

প্রজাবর্গের কল্যাণসাধনের স্বভাব থাকায় তিনি যেন সুবর্ণময় মেরুপর্বত; শত্রুরাজার ধনসম্পদ টেনে আনার কাজে তিনি ছিলেন সমুদ্র থেকে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করার কাজে মন্দর পর্বতের মতো। মর্যাদায় সমুদ্রের মতো, যশের বিস্তারে তিনি শব্দগুণের উৎপাদক আকাশের মতো। গীতবাদ্যাদি চৌষট্টি শিল্পবিদ্যা সংগ্রহ ব্যাপারে তিনি ষোলকলা সংগ্রাহক চন্দ্রের মতো। সর্বদা সত্য কথা বলায় তিনি নিত্য শব্দের হেতু বেদস্বরূপ। প্রজাবর্গের পালনকার্যে তিনি নিজদেহে সর্বজীবের ধারণকর্ত্রী পৃথিবীর মতো। অন্য সব রাজার কামক্রোধাদি সমস্ত রজোগুণের বিকার দূর করার ব্যাপারে তিনি পৃথিবীর ধূলিরাশির কাজে বাতাসের মতো।

রাজা পুষ্পভূতি ছিলেন বাক্যে শ্রেষ্ঠ ও বৃহস্পতি; তিনি বিশালবক্ষ এবং পৃথুরাজসদৃশ। অন্তঃকরণে বিশাল (বিস্তৃতি বুদ্ধি) ও বিশাল নামক বোধিসত্ত্বতুল্য। তপস্যায় তিনি রাজা জনক; তেজে সুযাত্র (অমিততেজ বলে তাঁর বিজয়াভিযান সফল হত এবং তিনি সুযাত্র নামক রাজার মতোই ছিলেন) রহস্য বা গুপ্ত মন্ত্রণা ব্যাপারে তিনি সুমন্ত্র, কর্তব্যনির্ধারণে সুনীতিমান ও রাজা দশরথের প্রিয় সারথি সুমন্ত্রের মতো); সভাস্থলে তিনি ছিলেন বুধ (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ও চন্দ্রের পুত্র); সুকীর্তি বিষয়ে অর্জুন (শুভ্র-ধবল, অথচ তৃতীয় পাণ্ডব); ধনুর্ধারণে তিনি ছিলেন ভীষণ (শত্রুর কাছে ভয়ঙ্কর ও কুরুবৃদ্ধ পিতামহ); দেহে তিনি নিষধ (কঠোর ও রাজা নলের পিতা বা পর্বতবিশেষ)। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি শত্রুঘ্ন (শত্রুনাশকারী ও রামের কনিষ্ঠ ভাই)। বীরগণের আক্রমণকালে তিনি ছিলেন শূর (শৌর্যপূর্ণ এবং যদুবংশীয় রাজাবিশেষ)। প্রজাদের কাজে তিনি দক্ষ (নিপুণ ও প্রজাপতি দক্ষ); আর মনে হয় তিনি যেন আদিকালের পৃথুপ্রভৃতি সব রাজার তেজঃপুঞ্জে নির্মিত হয়েছিলেন।

আদিকালের রাজা পৃথু পৃথিবীকে গাভীরূপধারিণী করেছিলেন, তাই সেই পৃথুর প্রতিস্পর্ধিত ঈর্ষ্যায়ই যেন রাজা পুষ্পভূতি মহী অর্থাৎ পৃথিবীকে কৃতাভিষেকা মহিষী (পাটরানী) ও মহিষী (স্ত্রী-মহিষ) করেছিলেন।

বড়োলোকদের মতি স্বভাবতই স্বচ্ছন্দচারী এবং তা আপন রুচি অনুসারেই কাজ করে চলে। কারণ, শৈশবকাল থেকেই অন্য কারও কাছে কোনোরকম উপদেশ না পেয়েও স্বাভাবিকভাবেই তাঁর (রাজা পুষ্পভূতির) মতি অন্যদেবতা বিষয়ে পরাঙ্মুখী হয়ে ভক্তিদ্বারা সুলভ, ভুবনধারক (বিশ্বম্ভর), ভূতভাবন, পুনঃ পুনঃ জন্মমরণচক্ররূপ ভবনাশক ভগবান শিবের প্রতি অত্যধিক ভক্তিমতী ছিল।

[কারণ, শৈশব কাল থেকেই অন্য কারও কাছে কোনোরকম উপদেশ ছাড়াই ভক্তিতে সুলভ, বিশ্বম্ভর, ভূতভাবন, পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ রতিভবনাশক ভগবান শিবের প্রতি তাঁর নিরতিশয় স্বাভাবিকী ভক্তি ছিল। অন্য দেবতা বিষয়ে তিনি (রাজা পুষ্পভূতি)

সতত পরাঙমুখ ছিলেন।]

বৃষভধ্বজ মহাদেবের পূজা না করে স্বপ্নেও তিনি আহার করতেন না। যিনি জন্ম-রহিত (নিত্য), নিজ্জর, দেবগণের পূজ্য গুরু, ত্রিপুরারি, যিনি নন্দীপ্রমুখ অসংখ্য গণের প্রভু, হিমালয়সুতা পার্বতীর পতি, সমস্ত বিশ্ববাসী যাঁর চরণযুগলে প্রণত হয়, সেই পশুপতির শরণাগত হয়ে তিনি ত্রিভুবনকে অন্যদেবতাশূন্য বলে মনে করতেন। রাজা পুষ্পভূতির আশ্রিত অনুগামীদের স্বভাবও প্রভুর চিত্ত অনুসরণ করে। তাই কথা আছে—যেমন রাজা তেমন প্রজা। সেখানে ঘরে ঘরে খণ্ডপরশুর (শিবের) পূজা হত। সে সময়ে হোমের জন্যে সাজানো অগ্নিকুণ্ডে প্রচুর গুগ্গুল পোড়ানো হত, তার গন্ধ বাতাসের মধ্যে মিশত। মহাদেবের স্নানোপকরণ দুগ্ধবিন্দুর অতিক্ষুদ্র কণা বাতাস চারদিকে ছড়িয়ে দিত; আর, কচি কচি বেলপাতার মালা উড়িয়ে পুণ্য দেশে বয়ে যেত।

মহাদেবের পূজার যোগ্য উপহার ও ভেট নিয়ে পুরবাসীরা, কর্মচারীরা, মন্ত্রিবর্গ এবং ভুজবলে পরাজিত ও করদাতা বড়ো বড়ো সামন্তভূপালগণ রাজা পুষ্পভূতির সেবার জন্যে উপস্থিত হত। যেমন—কৈলাসপর্বতের চূড়ার মতো শ্বেতবর্ণ, সোনার পত্রলেখাকার চিহ্ন দ্বারা ভূষিত, সোনার পাতে মোড়া শৃঙ্গের অগ্রভাগ যাদের এমন, বিশালকায়, স্বায়ংকালীন পূজায় উৎসর্গীকৃত বহুসংখ্যক বৃষ, স্নানের জন্যে অনেক সোনার কলস, সোনার অর্ঘ্যপাত্র, পুষ্পপট্ট, মণিখচিত দণ্ডাধারে স্থাপিত প্রদীপমালা, যজ্ঞোপবীত, বহুমূল্য মণিখণ্ড দ্বারা অন্তগ্রন্থিত মুখস্থানীয় ছিদ্রযুক্ত শিবলিঙ্গের জন্যে আচ্ছাদন বস্ত্র প্রভৃতি উপহার-দেওয়া দ্রব্যসামগ্রী দেখে রাজা পুষ্পভূতির মন প্রসন্ন হত।

অন্তঃপুরের মহিষীরাও রাজার ইচ্ছার অনুসরণ করে চলতেন (পূজার নৈবেদ্যর তণ্ডুল (চাল) তাঁরা নিজেরাই শূর্পদ্বারা শোধন (কুলো দিয়ে ঝাড়া) করতেন; গোবর দিয়ে দেবমন্দির লেপন করতে গিয়ে তাঁরা রক্তিম করপল্লব অধিকতর লাল করতেন, এবং মহিষীদের ভৃত্যেরা ফুলের মালা গাঁথার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

এই সময়ে পরম শিবভক্ত রাজা পুষ্পভূতি লোকমুখে মহাশৈব ভৈরবাচার্যের নাম শুনলেন। শুনলেন যে, তিনি যেন দক্ষযজ্ঞ বিনাশক সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিব। দাক্ষিণাত্যে তাঁর জন্ম। তিনি আরও জানলেন যে বিবিধ বিদ্যাবলে প্রখ্যাত অসংখ্য শিষ্যের মতো বহুবিধ গুণে তিনি জগৎ পরিব্যাপ্ত করেছেন। চরিত্রের সাদৃশ্য অদৃষ্ট ব্যক্তিকেও হৃদয়ে প্রবেশ করায় অর্থাৎ কাছে টেনে আনে। তাই ভৈরবাচার্যের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই দূরে থাকা সত্ত্বেও রাজা তাঁকে ভগবান দ্বিতীয় শংকর বলে বিবেচনা করে তাঁর প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান হন এবং মনোরথেই সর্বপ্রকারে তাঁর দর্শন কামনা করলেন।

সন্ন্যাসি-বর্ণনা

এরপর একদিন দিবাশেষে সূর্য অস্তাচলগামী হলে প্রতিহারী অন্তঃপুরে রাজার কাছে এসে নিবেদন করল—

'দেব! দ্বারে একজন সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বলছেন তিনি ভৈরবাচার্যের আদেশে মহারাজের কাছে এসেছেন।'

শোনা মাত্রই রাজা সাদরে বললেন, 'কোথায় তিনি? তাঁকে এখানেই নিয়ে এস, এখানেই আনো।' প্রতিহারী তাই করল। অবিলম্বেই রাজা আগত সেই সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলেন। সন্ন্যাসী দীর্ঘকায়, আজানুলম্বিতবাহু, তিনি ভিক্ষাজীবী ও কৃশকায়

হলেও দেহের অস্থিসমূহ স্থূল হওয়ায় তাঁকে স্থূলদেহ বলেই মনে হচ্ছিল। তাঁর মাথাটি বেশ বড়ো, লম্বা কপাল, তাতে বলিরেখা থাকায় বন্ধুর (উঁচুনিচু)। চোখের নিচে নির্মাংস দুই গণ্ডকূপ। মধুবিন্দুর মতো পিঙ্গলবর্ণ ও গোলাকার দুই চোখ, নখটি কিছু বাঁকা, একটি কান বেশি লম্বা, দন্তপংক্তি অলাবুবীজের মতো বড়ো বড়ো ও উঁচু অধররেখা ঘোড়ার নিচের ঠোঁটের মতো কিছুটা ঝুলানো ; চিবুক লম্বা হওয়ায় তার মুখটিও লম্বা ছিল ; তাঁর এক স্কন্ধ অবলম্বন করে বৈকক্ষের রচনার মতো গৈরিকবর্ণের যোগপট্টক ছিল ; (যজ্ঞোপবীতের মতো তির্যকভাবে বুকের উপর দিয়ে বিপরীত কক্ষ প্রদেশে নিয়ে ঝুলানোকে বেকক্ষক বলা হয়)। তাঁর বুকের মাঝখানে গিট দিয়ে বাঁধা ও গেরুয়া রঙে রাঙানো ও খণ্ড খণ্ড করা জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডকে উত্তরীয় (চাদর) করা হয়েছে। খণ্ড খণ্ড করা বস্ত্রখণ্ডটি যেন তাঁর যাবতীয় কামনা বাসনার টুকরা টুকরা অর্থাৎ ছিন্নভিন্ন অবশেষ মাত্র। তাঁর কাঁধে একটি যোগ ভারক (ঝোলা), সন্ন্যাসী সেটিকে বাঁ-হাতে ধরে রেখেছিল ; যোগ ভারকটি (ঝোলাটি) নিশ্চলমূলে রোমরজ্জু দিয়ে বার বার ঘের দিয়ে দৃঢ়ভাবে বাঁধা ছিল—ঝোলায় মাটি শোধন করার জন্যে বাঁশের-ছালের তৈরি এক চালুনি রাখা ছিল ; ঝোলার উপরিভাগে কৌপীন রাখা, খেজুর পাতার তৈরি পেটির ভিতর ভিক্ষাপাত্র রাখা ; তিনখানি কাষ্ঠ ফলকের তৈরি এক পাটি। তার তিন কোণে খাড়া তিনটি যষ্টির মধ্য স্থলে জলপাত্র (কমণ্ডলু), বাইরের দিকে একজোড়া কাষ্ঠপাদুকা (খরম), এবং তার মধ্যে কাপড়ের মোটা পাড়ের সুতো দিয়ে বাঁধা কয়েকটি হাতে লেখা পুস্তিকা। সন্ন্যাসীর ডান হাতে ধরা ছিল বেতের তৈরি একটি চাটাই (বসার আসন)। রাজা তখন আগত সেই মস্করী বা সন্ন্যাসীকে যথোচিত সমাদর করে অনুগৃহীত করলেন। তারপর তিনি আসনে উপবিষ্ট হলে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভৈরবাচার্য কোথায় ?'

রাজার সমাদরপূর্ণ কথা শুনে পরিব্রাজক প্রসন্নচিত্তে বললেন, 'তিনি নগরের উপকণ্ঠে সরস্বতীনদীর তীরবর্তী বনে এক শূন্য দেবালয়ে অবস্থান করছেন।' তারপর আরও বললেন—'ভগবান (ভৈরবাচার্য) মহাভাগ মহারাজকে আশীর্বাদদ্বারা সম্মানিত করছেন।'—এই বলে ঝোলা থেকে ভৈরবাচার্যপ্রেরিত পাঁচটি রত্নখচিত রজতকমল রাজাকে উপহার দিলেন, সেই রৌপ্যকমল পাঁচটির প্রভায় অন্তঃপুর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল।

প্রিয়জনের প্রণয়ভঙ্গের আশঙ্কায় ভীত রাজা শিষ্টতার অনুরোধে উপহার গ্রহণ করে লঘুতা প্রকাশে অসমর্থ হয়ে দোলায়মান চিত্তে কিছুক্ষণ স্তব্ধ রইলেন। পরে সৌজন্য পরবশ হয়ে তা গ্রহণ করলেন। পরে বললেন—সকল ফলের উৎপত্তির হেতু আমার এই শিবভক্তিই মনোরথেরও দুর্লভ ফল প্রদান করেছেন, যাতে পূজাপাদ জগদ্‌গুরু ভগবান ভৈরবাচার্য আমাদের প্রতি এমন প্রসন্ন হয়েছেন। আগামীকাল আমি ভগবানকে দর্শন করব। এই বলে তিনি মস্করীকে (সন্ন্যাসীকে) বিদায় দিলেন। আর ভৈরবাচার্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন—এ সংবাদে রাজা বড়োই আনন্দিত হলেন।

পরদিন প্রভাতেই ঘুম থেকে উঠে রাজা অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়লেন ; মাথার উপরে তাঁর উত্তোলিত শ্বেতবর্ণ রাজচ্ছত্র, সঙ্গে দুই শ্বেত চামর, তা দিয়ে রাজাকে বাতাস করা হচ্ছে। কয়েকজন রাজপুত্র-পরিবৃত হয়ে রাজা ভৈরবাচার্যকে দর্শন

করতে চললেন—চাঁদ যেন সূর্যদর্শনে যাচ্ছেন। কিছু দূরে গিয়েই রাজা দেখতে পেলেন ভৈরবাচার্যের অপর একজন শিষ্য তাঁর দিকেই আসছেন। মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'ভগবান ভৈরবাচার্য কোথায় আছেন।' তিনি বললেন—'এই জীর্ণ মাতৃমন্দিরের উত্তর দিকে বিল্ববাটিকায় তিনি অবস্থান করছেন।' সুতরাং তিনি সেই দিকেই গেলেন এবং অশ্ব থেকে অবতরণ করে বিল্ববাটিকায় প্রবেশ করলেন।

ভৈরবাচার্যবর্ণন

অতঃপর রাজা একদল তীর্থযাত্রীদের মধ্যে সাক্ষাৎ বিরূপাক্ষের (শিবের) মতো ভগবান ভৈরবাচার্যকে দর্শন করলেন। তিনি (ভৈরবাচার্য) প্রাতঃকালেই স্নান করে অষ্টমূর্তি শিবের উদ্দেশ্যে অষ্টপুষ্পিকার অর্ঘ্যদান ও অগ্নিতে হোমকার্য সম্পন্ন করেছেন। তিনি ভস্মরেখাদ্বারা কৃত এক পরিধির (অঙ্কিত গোলাকৃতি সীমারেখার) ভিতর হরিদ্বর্ণ গোময়লিপ্ত ভূমিতে বিছানো ব্যাঘ্রচর্মের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। গায়ে ছিল এক কালোকম্বলের চাদর—যেন তিনি অসুরের গর্তে প্রবেশ করতে হবে এই আশঙ্কায়ই পাতালে অন্ধকারে বাস করার অভ্যাস করছিলেন। প্রকাশমান বিদ্যুতের মতো কপিলবর্ণ তেজে তিনি যেন শিষ্যগণকে লিপ্ত করে দিচ্ছিলেন। সেই তেজ যেন নরমাংস বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা ক্রীত মনঃশিলার পঙ্ক (দ্রব—ভেজানো গাঢ় রঙবিশেষ)। তাঁর মাথার এক ভাগে জটাযুক্ত কেশপাশ থেকে রুদ্রাক্ষ বীজ ও শঙ্খগুটিকা মালাকারে লম্বমান ছিল। সেই কেশপাশ বা শিখাপাশ মাথায় উপর দিকে বাঁধা ছিল। ভৈরবাচার্য যেন ঊর্ধ্বদেশে বাঁধা সেই শিখাপাশে বিদ্যাগর্বে দুর্বিনীত উপরে-বিচরণশীল সিদ্ধপুরুষগণকে নিচের দিকে টেনে বেঁধে রেখেছেন। তাঁর মাথায় কয়েকগাছি পাকা চুল, বয়সে তিনি পঞ্চান্ন বৎসর অতিক্রম করেছেন। মাথায় টাক পড়ায় কপালের উপরের দিকে চুলের রেখা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কানের ছিদ্রপথ রোমশ, ললাটতট প্রশস্ত, কপালের উপর ভস্মদ্বারা আঁকা তির্যক ত্রিপুণ্ড্রক ছিল। তাতে মনে হচ্ছিল যে মাথার উপরে চারদিকে গুগ্‌গুল পোড়ানো হয়েছিল বলে সেই দগ্ধ গুগ্‌গুলের তাপে কপাল ফেটে হাড়ের শ্বেত সারি বেরিয়ে পড়েছে। কপালের স্বাভাবিক বলিভঙ্গে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থ কূর্চভাগ সঙ্কুচিত হয়েছে এবং দুই ভ্রূর মধ্যস্থ মুখ বা প্রান্তদুটি পরস্পর সম্মিলিত হওয়ায় নিরবকাশ ও দীর্ঘায়িত হয়ে যেন একটিই ভ্রূ হয়েছে।

তার চোখদুটি বেশ বড়ো—দীর্ঘ। চোখের তারাদুটি কাচের মতো হরিৎপীত বর্ণ, লাল অপাঙ্গ থেকে কিরণচ্ছটা বেরিয়ে আসছে, মধ্যভাগ শুভ্র কান্তি—ইন্দ্রধনুর মতো অতিদীর্ঘ দুই চোখ যেন শ্বেত, হরিৎ, পীত প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র রঙে রঞ্জিত মহামণ্ডল রচনা করছে। এবং শিবপূজার উদ্দেশ্যেই তাঁর চোখ যেন শ্বেত, পীত ও রক্ত প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের সারি সারি পতাকাবলী বলিহিসেবে সব দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাঁর নাকটি গরুড়ের চঞ্চুর অগ্রভাগের মতো বাঁকা ছিল। ওষ্ঠের দুই প্রান্ত অনেকটা দূরে পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় গাল দুটি ছোটো ছোটো হয়ে পড়েছে। তাঁর দাঁতগুলি ঈষৎ উঁচু উঁচু ছিল। ফলে তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত শিবের মস্তকস্থ চাঁদের বহিরাগত আলোকের মতোই যেন দন্তচ্ছটায় সমস্ত দিক শুভ্র হয়েছে। তাঁর জিহ্বাগ্রে স্থিত সমগ্র শৈব সংহিতার অত্যধিক ভারেই যেন তাঁর ঠোঁট কিছুটা ঝুলে পড়েছে। তাঁর দুই কানের পাতায় দুটি স্ফটিককুণ্ডল ঝুলছে। তাতে মনে হয় যেন দেবতা ও অসুরদের বিজয় বিদ্যাসিদ্ধি (মন্ত্ররূপা) লাভের দৃঢ় বিশ্বাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর অনুসরণ করছেন। তাঁর

এক মণিরন্ধ্রে লৌহবলয় এবং সেই সঙ্গে নানারকম ঔষধ (শিকড়াদি—জড়ীবুটী) ও মন্ত্রপূত সূত্র বাঁধা ছিল। আর-একটি শঙ্খের টুকরাও তিনি ধারণ করেছিলেন। শঙ্খের টুকরাটিকে মনে হয়েছিল যেন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কালে ভগবান বীরভদ্ররূপী ধূর্জটি দেবতা পূষণের [২৮] যে দাঁতগুলি ভেঙে দিয়েছিলেন, এটি তারই একটি। ভগবান ভৈরবাচার্য সেটিকে ভক্তিভরে অলংকাররূপে ধারণ করেছিলেন। ডান হাতে তিনি রুদ্রাক্ষের মালা ঘোরাচ্ছিলেন। এ যেন জগতের সমগ্র আসক্তিরূপ রসের আধার তাঁর হৃদয়রূপ থেকে তোলার ঘটীযন্ত্রমালা। (কূপ থেকে ঘটীযন্ত্র দিয়ে জল তোলার মতোই হৃদয় থেকে সাংসারিক আসক্তি তুলে ফেলার মতো)। তাঁর বুকের উপর দুলছে ঈষৎ পিঙ্গলাগ্র শ্মশ্রুগুচ্ছ। তিনি যেন সম্মার্জনীর (ঝাঁটার) মতো এই রোমরাজি হৃদয়স্থ রজোগুণরূপ ধূলিরাশি ঝেড়ে বের করে দিচ্ছেন। তাঁর বুকের মধ্যভাগ অতিঘন শ্যামবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) রোমরাজিতে ঢাকা, যেন ধ্যানলব্ধ জ্ঞানাগ্নিতে হৃদয়দেশ দগ্ধ হওয়ায় শ্যামবর্ণ হয়েছে। তাঁর উদরদেশ কিঞ্চিৎ শিথিল বলি অর্থাৎ চর্মরেখার বলয়ে ভরা। কোমরে দুই ধারে মাংসপিণ্ড অনেকটা বেড়েছে। তাঁর গুহ্যাঙ্গ শুভ্র ও পবিত্র ক্ষৌমবস্ত্রে আবৃত ছিল। দৃঢ়ভাবে তিনি পর্যঙ্কবন্ধ নামক আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সে অবস্থায় অমৃতফেনার মতো শ্বেতবর্ণ চমক-দেওয়া যোগপট্টক মণ্ডলাকারে তাঁকে ঘিরে বাঁধা রয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে যেন দুর্নিবার নানা মন্ত্রের প্রভাবে প্রকট হয়ে নাগরাজ বাসুকি তাঁকে পরিক্রমা করছেন। লালকমলের মতো তাঁর পদযুগলের তলদেশ অতি কোমল। সেই পদদ্বয়ের স্বচ্ছ কিরণজালে তিনি যেন বিপুল ধনসম্পৎ লাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় রসাতলকে খণ্ড খণ্ড করছিলেন। জলে ধৌত শুচিশুভ্র একজোড়া কাষ্ঠপাদুকা তাঁর পায়ের কাছে রাখা ছিল। এ দুটি যেন এক জোড়া হংস। ভৈরবাচার্যের ভাগীরথীর তীর্থস্থানগুলিতে যাত্রাকালে তাঁর পরিচয় পেয়ে সেই হংসযুগল যেন এসে তাঁর পদতল ছেড়ে যাচ্ছে না। সতত তাঁর পাশে এক বিশাখিকা বাঁশের দণ্ড রাখা আছে। দণ্ডটির মাথায় প্রোথিত এক বাঁকানো কৃষ্ণবর্ণ লৌহকণ্টক—এটি যেন সর্ববিদ্যার বিঘ্নকর বিনায়ক (গণেশ) গজাননকে [২৯] তাড়াবার জন্যে লৌহাংকুশদণ্ড।

ভৈরবাচার্য ছিলেন মিতভাষী, স্মিতহাস্যযুক্ত, সকলের উপকারী, বালব্রহ্মচারী, মহাতপস্বী, মহামনা—শ্রেষ্ঠমনস্বী, ক্রোধহীন (বস্তুতঃ ক্রোধ নাই বললেই চলে)।

তিনি যেন অদীনপ্রকৃতিশোভিত এক মহানগর।

মহানগর যেমন দৈন্যরহিত (ঐশ্চর্যশালী) প্রকৃতিদ্বারা (প্রজাপুঞ্জ দ্বারা) শোভিত (সুসজ্জিত), ভৈরবাচার্যও তেমনি দৈন্যরহিত (অত্যন্ত উদার প্রকৃতিদ্বারা (স্বভাব-বশত) শোভিত (প্রসন্নভাবযুক্ত)। তিনি ছিলেন মেরুপর্বতের মতো কল্পতরুর পল্লব-রাশির ছায়ার দ্বারা কোমলকান্তিবিশিষ্ট।

তিনি ছিলেন কৈলাসপর্বতের মতো,—পশুপতি শিবের চরণধূলায় সেই পর্বতের-চূড়া পবিত্র হত, আর শিবের পদরজে তাঁর (ভৈরবাচার্যের) মস্তক পবিত্র হয়েছিল।

তিনি ছিলেন শিবলোকের মতো শিবভক্তগণের দ্বারা অনুগত (শিবলোক সর্বদা শিবের অনুচর প্রমথগণের দ্বারা সংযুক্ত থাকে)। তিনি বহুসহস্রনদীদ্বারা ধৌতদেহ সাগরের মতো ছিলেন। ভাগীরথী যেমন বহু পুণ্য তীর্থস্থানের সংস্পর্শে পবিত্র আছেন, তিনি তেমনি বহু পুণ্যতীর্থস্থানে বাসের ফলে পবিত্র হয়েছিল।

তিনি ছিলেন ধর্মের ধাম, সত্যের তীর্থক্ষেত্র, কল্যাণের নিধি, পবিত্রতার নগর, সদাচারের গৃহ, ক্ষমার ক্ষেত্র, লজ্জাশীলতার ভবন, শিষ্টাচারের স্থান, ধৈর্যের আশ্রয়, করুণার খনি, কৌতুকের নিকেতন (তাঁকে দেখার জন্যে সমস্ত লোকের অত্যধিক কৌতূহল হত), রমণীয়তার উদ্যান, প্রসন্নতার হর্ম্য (অট্টালিকা), গৌরবের আগার, সৌজন্যের সম্মেলন, সদ্ভাবের উৎপত্তিস্থল, কলিযুগের যম।

পুষ্পভূতি ও ভৈরবাচার্যের সাক্ষাৎ

মহারাজ পুষ্পভূতি এ অবস্থায় ভৈরবাচার্যকে দেখলেন। ভৈরবাচার্যও দূর থেকেই রাজাকে দর্শন করে চঞ্চল হয়ে উঠলেন—যেমন চাঁদকে দেখে সমুদ্র চঞ্চল হয়। শিষ্যেরা প্রথমেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর আচার্যদেবও গাত্রোত্থান করে অগ্রসর হয়ে রাজাকে অভ্যর্থনা করলেন। পরে একটি শ্রীফল (বেল) উপহার দিয়ে জহ্নুরাজের কান থেকে বহির্গত হওয়ার কালে গঙ্গার প্রবাহের ধ্বনির মতো গম্ভীর স্বরে স্বস্তি শব্দ উচ্চারণ করলেন।

রাজাও দূর থেকেই খুব নিচু হয়ে অভিনব প্রণাম করলেন। সে-সময়ে তিনি যেন প্রীতিভরে বিস্তার্যমাণ ধবলতাপূর্ণ নয়নে অধিকতর সংখ্যায় শ্বেতকমলরাশি প্রত্যর্পণ করছিলেন (ভৈরবাচার্য পূর্বে রাজাকে পাঁচটি রাজত শ্বেতপদ্ম উপহার পাঠিয়েছিলেন, এবার রাজা বিনিময়ে যেন অনেক বেশি সংখ্যায় শ্বেতপদ্ম প্রত্যর্পণ করলেন)। প্রণামকালে তাঁর মস্তকস্থিত চূড়ামণি থেকে উদ্গত কিরণ কপালে পতিত হয়ে যেন তৃতীয় নয়নরূপে ভগবান শংকরের অনুগ্রহ প্রকটিত করছে। অবনত হয়ে প্রণামকালে মাটিতে-ঝুঁকে-পড়া কর্ণপল্লবদুটি থেকে ভ্রমরেরা পলায়নপর হওয়ায় মনে হচ্ছে যেন শিবসেবার গুণে সর্বপ্রকার পাপের লেশমাত্রও তাঁকে মুক্ত করে চলে যাচ্ছে। (কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমরেরা পাপের প্রতীক। এতে রাজা সর্বপাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিনির্মুক্ত বলে প্রতীত হয়)।

আচার্যও 'এসো এখানে বসো'—বলে নিজের ব্যাঘ্রচর্মটি দেখিয়ে দিলেন।

রাজা অতীব বিনীতভাবে হর্ষোন্মত্ত হাঁসের অস্পষ্ট মধুর, হর্ষগদ্গদ রবে রমণীয় মধুর জল পূর্ণ মহানদীর মতো হর্ষোন্মত্ত হাঁসের অস্পষ্ট মধুর গদ্গদ ধ্বনির মতো মনোহরও মাধুর্যপূর্ণ বাণী উচ্চারণ করে বললেন—'ভগবন্! অন্য রাজাদের দোষে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা আপনার পক্ষে উচিত হবে না। গুরুদেব যে আমার প্রতি এরকম আচরণ করছেন, তার জন্যে অপরাপর রাজাদের দ্বারা পরিত্যক্তা আমার দুষ্টপ্রকৃতি লক্ষ্মীর চরিত্রাপরাধ অথবা ধনসম্পদের দুঃশীলতাই দায়ী। আমি আপনার এতটা শিষ্টাচারের পাত্র নই। এ অভাজন (আমি) দূরে থাকলেও আপনার মনোরথ-শিষ্য। আপনি এতটা ক্লেশ করবেন না। গুরুর আসনও গুরুর মতোই মাননীয়। তাকে উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়। 'আপনিই এখানে উপবেশন করুন'—এই বলে স্বীয় পরিজনকর্তৃক আনীত এক বস্ত্রের উপর বসলেন। ভৈরবাচার্যও রাজার বাক্য আগ্রহ্য করা অনুচিত বিধায় তাঁর অনুরোধ মেনে নিয়ে আগের মতোই ব্যাঘ্রচর্মে উপবেশন করলেন।

পরিজন সহ রাজা এবং শিষ্যেরা সকলে আসন গ্রহণ করলে আচার্য যথাযোগ্য অর্ঘ্যাদি দিয়ে রাজার অভ্যর্থনা করলেন। ক্রমে রাজার মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে ভৈরবাচার্য সাক্ষাৎ শিবভক্তির মতো চন্দ্রকিরণবৎ শুভ্র দন্তচ্ছটা বিকিরণ করতে

করতে বললেন,—'তাত ! তোমার অতিনম্রতাই গুণের উৎকর্ষ বুঝিয়ে দিচ্ছে। তুমি সকল সম্পদের পাত্র। ঐশ্বর্যের অনরূপ তোমার প্রতিপত্তি। জন্ম থেকেই ধনসম্পদের পাত্র। ঐশ্বর্যের অনুরূপ তোমার প্রতিপত্তি। জন্ম থেকেই ধনসম্পদের প্রতি আমার দৃষ্টি ছিল না। কারণ, সবরকম দোষরূপ অগ্নির ইন্ধন এই ধনের দ্বারা বিক্রীত হয় নাই, এমন কোনো তুচ্ছ দেহ আছে কি ? ভিক্ষাদ্বারা আমার জীবন রক্ষা হয়। অত্যন্ত কষ্টলব্ধ কিঞ্চিৎ বিদ্যার অক্ষর আমার আছে। আমার প্রভু ভগবান শঙ্করের চরণসেবা দ্বারা কিঞ্চিৎ পুণ্যের অতিক্ষুদ্র এক কণা আমার লাভ হয়েছে। উক্ত প্রাণ, বিদ্যা ও পুণ্যকণার যেটি তোমার প্রয়োজনের যোগ্য হয় তা তুমি গ্রহণ করো। অতি সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে বাঁধার যোগ্য ফুলের মতো সজ্জনের মন অত্যল্পমাত্র দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের দ্বারা বাঁধা পড়ে (আকৃষ্ট হয়)। বিদ্বান লোকদের দ্বারা অনুমোদিত সাধু (ব্যাকরণ-শুদ্ধ) শব্দের মতো বিদ্বান লোকদের মান্য (সাধু) সজ্জন লোকের কথা কানে এলে সকলেরই সুখ হয়। সজ্জনদের যশোরাশি অতিদৃঢ়চিত্তেও প্রবেশ করে। আমার হৃদয়ে তোমার বিষয়ে গভীর কৌতূহল ছিল। সে কৌতূহলের ফেনধবল প্রবাহ যখন আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তখন কল্যাণময় তুমি দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণরূপ গুণ অর্থাৎ রজ্জু দিয়ে আমাকে এখানে তোমার কাছে টেনে এনেছ।'

রাজা তখন উত্তরে তাঁকে বললেন,—'ভগবন্ ! সাধুসজ্জনের দেহাদি প্রিয় হলেও সেই দেহাদির অধিকারীই যাথার্থ প্রণয়ী (মিত্র) হয়। (অর্থাৎ আপনার সেবা নয়, কিন্তু আমি আপনাকেই চাচ্ছি। আপনার দর্শনপ্রাপ্তিতেই আমার প্রভূত কল্যাণ উপার্জিত হয়েছে। (আমার রাজ্যে) গুরুদেবের (আপনার) এই আগমনেই আমি গুরুদেবকর্তৃক স্পৃহণীয়পদে আরোপিত হয়েছি (স্থান পেয়েছি)'। এই সব কথাবার্তায় বহুক্ষণ অবস্থান করে রাজা ঘরে ফিরলেন।

রাজাকে তরবারিদান

অন্য একদিন ভৈরবাচার্যও রাজাকে দর্শন করতে গেলেন। এ সময়ে রাজা অন্তঃপুরস্থ মহিষীগণ সহ ভৃত্যবর্গ ও রাজকোষ এবং নিজেকেও তাঁর কাছে সমর্পণ করে দিলেন। তিনিও হেসে বললেন,—'বৎস ! কোথায় ঐশ্বর্য, আর কোথায় অরণ্যে বর্ধিত আমরা। মনস্বিতা অর্থাৎ উচ্চমনস্কতা লতার মতো ধনের তাপে খুবই ম্লান হয়ে যায়। আমাদের তেজস্বিতা জোনাকিপোকার মতো চমক দেয়, অপর ব্যক্তিকে তাপিত করতে পারে না।' এর পর আরও কিছুক্ষণ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ভৈরবাচার্য কর্তৃক পূর্বপ্রেরিত সেই পরিব্রাজক আগেরমতোই পাঁচ-পাঁচটি করে রৌপ্য-পুণ্ডরীক প্রত্যহ রাজাকে উপহার দিতেন। একদিন তিনি সাদা বস্ত্রখণ্ড দিয়ে ঢাকা একটাকিছু নিয়ে প্রবেশ করলেন। বসে কিছুক্ষণ অবস্থান করে বললেন—'মহাভাগ ! ভগবান ভৈরবাচার্য আপনাকে বললেন—'পাতালস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ আমাদের শিষ্য। তিনি এক ব্রহ্মরাক্ষসের হাত থেকে অট্টহাস নামে এক বড়ো খড়্গ অপহরণ করেছেন। এ খড়্গ তোমার হাতেরই যোগ্য, গ্রহণ করো'—এই বলে বস্ত্রের আচ্ছাদন সরিয়ে খাপ থেকে খড়্গটি (তরবারিটি) টেনে বের করলেন। তরবারিটিকে মনে হচ্ছিল যেন শরৎকালীন আকাশ লৌহত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, যমুনানদীর জল যেন জড়ীভূত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে ক্রোধে উত্তেজিত করেছিলেন। কালীয়নাগ

কল্পিত হয়েই যেন তরবারির রূপ ধারণ করেছে। জগৎ ধ্বংস করার জন্যে অগ্রভাগে তীক্ষ্নধার প্রকাশিত থাকায় যেন তরবারির রূপ ধরে বর্ষার প্রচণ্ড জলবর্ষণকারী প্রলয়কালীন মেঘখণ্ড আকাশ থেকে পড়েছে। এ যেন মূর্তিমতী হিংসার হাসি—যাতে তার করাল দ্রংষ্ট্রারাজি দেখা যাচ্ছে ; সবলে ধরার জন্যে মুষ্টিবন্ধ ভগবান বিষ্ণুর বাহুদণ্ডের মতো (এ যেন বলরামরূপী ভগবান বিষ্ণুর বাহুদণ্ড যা দিয়ে তিনি মুষ্টিকাসুরকে দৃঢ়ভাবে হাতের মুষ্টিতে ধরেছিলেন), এ তরবারিটি সমগ্রজগতের প্রাণনাশে সমর্থ কালকূট নামক তীব্রবিষ দিয়েই যেন নির্মিত হয়েছে. এ যেন যমরাজের ক্রোধাগ্নিতে উত্তপ্ত ও গলিত লৌহখণ্ডে নির্মিত। তরবারিটি অত্যন্ত তীক্ষ্ন হওয়ায় বাতাসের স্পর্শেও যেন ক্রুদ্ধ হয়েই ঝংকার তুলছে। এটি যেন রত্নখচিত সভাগৃহের বাঁধানো তলদেশে (মেঝেতে) পতিত প্রতিবিম্বের ছলে নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। তরবারিটির উপর সূর্যকিরণ পড়ায় অগ্রভাগ দন্তুরিত (ভীষণ) হওয়ায় মনে হচ্ছে যেন শত্রুর শিরশ্ছেদকালে এতে চুল লেগে রয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মতো চঞ্চল দীপ্তিমণ্ডলের ছটায় রোদের ঝলকানিতে মনে হচ্ছে যেন দিনটাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলা হচ্ছে।

এ তরবারি যেন কালরাত্রির কটাক্ষ, যেন কানের অলঙ্কার নীলকমল, যেন ক্রূরতার ওঁ-কার ধ্বনি (আরম্ভসূচক অক্ষর), যেন অহংকারের অলঙ্কার, যেন ক্রোধের বংশপরম্পরালব্ধ বন্ধু, যেন দম্ভের শরীর, যেন শৌর্যের চমৎকার (উত্তম) সহায়, যেন কালের সন্তান, যেন লক্ষ্মীর আগমনের পথ, আর যশের বেরিয়ে যাওয়ার সরণি (চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে)।

এমনটা ছিল সেই খড়্গ বা তরবারি বা অসি বা কৃপাণ।

রাজা পুষ্পভূতি হাত দিয়ে তরবারিটি তুলে ধরলেন। তরবারিটি স্বচ্ছ বলে তাতে রাজার প্রতিচ্ছায়া পড়েছিল। তাই শস্ত্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি যেন আপন প্রতিমাচ্ছলে অবস্থিত তরবারিটিকে আলিঙ্গন করছেন। এ অবস্থায় তিনি বেশ অনেকটা সময় ধরে সেটিকে দেখলেন। এবং আদেশ দিলেন—'ভগবান ভৈরবাচার্যদেবকে বলবেন—পরদ্রব্যগ্রহণ বিষয়ে আমার মন অবজ্ঞাবশত দুর্বিনীত হলেও আপনার আদেশলংঘনজনিত অপরাধ করতে সমর্থ নয়।' অতঃপর রাজা তরবারিটি গ্রহণ করলে পরিব্রাজক পরিতুষ্ট হয়ে, 'আপনার মঙ্গল হোক। এবার আমি বিদায় নিচ্ছি'—এই বলে চলে গেলেন। এবং স্বভাবতই বীররসানুরাগী রাজা সেই তরবারি দ্বারা পৃথিবীকে করতলগত বলে মনে করলেন।

ভৈরবাচার্যের সাধনা

অতঃপর দিন চলে যাচ্ছে। একদিন ভৈরবাচার্য একান্তে প্রার্থনার ভঙ্গিতে রাজাকে বললেন,—বৎস ! সজ্জনদের প্রকৃতি স্বার্থবিষয়ে আলস্যযুক্ত (অমনোযোগী) আর পরোপকারনিপুণ। তোমার মতো লোকের পক্ষে যাচকের দর্শনপ্রাপ্তি মহোৎসব, যাচককর্তৃক প্রার্থনা তাঁদের প্রসন্নতার উপায়, যাচককর্তৃক সজ্জনদের দেওয়া বস্তুর গ্রহণে তাঁরা (সজ্জনেরা) নিজেদেরকে উপকৃত বলে মনে করেন। যাতে তোমাকে সমস্ত লোকের আশার স্থল বলা যায়।

শোনো। শাস্ত্রকথিত কালো পুষ্পমাল্য, কালো বস্ত্র ও কালো অনুলেপন (গন্ধদ্রব্য-চন্দনাদি) যুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করে আমি মহাশ্মশানে এককোটি বার 'মহাকালহৃদয়' নামক মহামন্ত্র জপ করে পূর্বেই ভগবান শংকরের সেবা করেছি। সেই মন্ত্রের সিদ্ধির

জন্যে সবশেষে বেতাল-সাধন আবশ্যক। যাদের সহায়ক নাই, যাদের কাছে এ সিদ্ধি দুর্লভ। তুমি এ কাজের ভার গ্রহণ করলে আর তিনজন সহায়ক পাওয়া যাবে। একজন আমার বাল্যবন্ধু টিটিভ নামক পরিব্রাজক। ইনি তো তোমার সেবাকর্মে আগে থেকেই রয়েছেন। দ্বিতীয় পাতাল স্বামী। অপর একজন আমারই শিষ্য কর্ণতাল-নামক দ্রাবিড় (দ্রাবিড়দেশীয়)। যদি ভালো মনে কর, তবে অট্টহাস-নামক তরবারিটি গ্রহণ করে সারারাতের জন্যে দিগ্‌গজের শুঁড়ের মতো দীর্ঘ তোমার বাহুটিকে একটি দিগ্‌ভাগের অর্গল করে দাও (তুমি একটা দিকের রক্ষক হও)। ভৈরবাচার্যের কথা শেষ হলে অন্ধকারে প্রবিষ্ট ব্যক্তির মতো রাজা যেন আলো দেখতে গেলেন এবং প্রাপ্ত উপকারের প্রত্যুপকারের সুযোগ পেয়ে প্রসন্ন মনে বললেন—'ভগবান ! আপনি আমাকে শিষ্যজনসামান্য-বোধে নির্দেশ দিয়ে আপন করে নিয়েছেন, এতে আমি বড়োই অনুগৃহীত হয়েছি।'

ভৈরবাচার্য রাজার কথায় আনন্দিত হলেন এবং সংকেত করলেন অর্থাৎ মিলনস্থলে যাওয়ার সময় নির্ধারণ করলেন,—'আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে এই সময়ে সেই মহাশ্মশানের সমীপবর্তী শূন্যগৃহে তুমি আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। তখন তুমি কেবল শস্ত্র (অট্টহাস) নিয়ে যাবে।' (অন্য কোনো পরিজন নয়)।

তারপর কয়েকদিন গত হলে পূর্বোক্ত কৃষ্ণচতুর্দশী তিথি এল। সেদিনই শৈবশাস্ত্রবিধিতে দীক্ষিত হয়ে উপবাসাদি নিয়ম পালন করে রইলেন। তারপর অধিবাস-সংস্কার সম্পাদন করে গন্ধ, ধূপ ও মাল্যাদি দিয়ে খড়্গ অট্টহাসের পূজা করলেন। তারপর দিন শেষ হয়ে এল। দিকসমূহ লাল রঙে রঞ্জিত হল, মনে হল কে যেন কোনো কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রক্তবলি সম্পাদন করেছে এবং সেই রক্তবলির লোভে বেতালের লোলজিহ্বার মতো সূর্যের রশ্মিরাজি নিচে লম্বমান হয়ে পড়ল। রাজার প্রীতি অনুরাগ-বশতঃ সূর্য স্বয়ং যেন পশ্চিম দিকে দিকপালের কাজ করতে ইচ্ছা করলেন। গাছের ছায়া-গুলি বড়ো বড়ো রাক্ষসের মতো আরও বৃদ্ধি পেতে থাকল। শুভকর্মে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যেই যেন পাতালতলবাসী দানবদলের মতো অন্ধকারমণ্ডলী চারদিক থেকে উঠে আসছে। আকাশে নক্ষত্রেরা কী এক ভয়ংকর কর্ম দেখার জন্যেই যেন এখানে সেখানে পুঞ্জীভূত হয়েছে। রাত্রি গভীর হলে সব লোক ঘুমিয়ে পড়ল ; চারিদিক নিস্তব্ধ হল। তখন অর্ধরাত্রে রাজা মহিষীদের ভৃত্যদের না জানিয়ে বাম হাতে একটি ঝকঝকে ছুরিকা এবং ডান হাতে কোষমুক্ত তরবারি অট্টহাসকে নিয়ে একাকী নগর থেকে বেরিয়ে এলেন। সে-সময়ে তরবারির বিচ্ছুরিত দীপ্তিসমূহে তাঁর অঙ্গ আচ্ছাদিত হয়েছিল। মনে হল কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়েই যেন তিনি নীল রেশমী বস্ত্রে তাঁর সমগ্র দেহযষ্টি ঢাকা দিয়েছেন। আদিষ্ট না হলেও রাজলক্ষ্মী যেন তাঁর পিছে পিছে আসছেন। পশ্চাদ্‌ভাগে সৌরভে লগ্ন ভ্রমরপংক্তির ছলে তিনি যেন কর্মসিদ্ধিকে টেনে নিয়ে আসছেন। অতঃপর পূর্বনির্ধারিত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এরপর মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বে[৩] বর্ণিত কবচধারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার ধৃতকবচ সেই তিন ব্যক্তি টিটিভ, কর্ণতাল ও পাতালস্বামী অগ্রসর হয়ে রাজাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজেদের পরিচয় নিবেদন করল। তারা স্নান করে মালা পরে বিকটবেশ ধারণ করেছিল। তার মাথায় পরা ছিল ফুলের মালা, তাতে সঞ্চরণশীল ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছে,—মনে হচ্ছে তারা যেন মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক শিখাবন্ধন করে

দিচ্ছে। তারা ললাটের মধ্যস্থলে বিকট স্বস্তিকাকার গ্রন্থিযুক্ত শিরোবেষ্টন বস্ত্র (পাগড়ি) পরেছিল—এগুলিকে যেন মহামুদ্রাবন্ধন বলে মনে হচ্ছিল। তাদের এক ছিদ্র থেকে ঝুলানো দন্তপত্রের প্রভার ছটায় গালটি শ্বেতবর্ণ দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন তারা রাক্ষসদের সংখ্যা কমাবার ইচ্ছায় রাত্রির অন্ধকারকে মুখ দিয়ে পান করছিল। আর অপর কান থেকে ঝুলানো রক্তকুণ্ডলের অতি স্বচ্ছ কান্তিতে মনে হচ্ছিল যেন মন্ত্রশোধিত গোরোচনা দ্বারা মুখটি অনুলিপ্ত করা হয়েছে। তাদের হাতের তরবারিগুলি ঝিকমিক করে উঠছিল। তরবারির তীক্ষ্ণ ধারে তাদের নিজ নিজ অংশ রক্ষার জন্যে তারা যেন রাত্রিটাকে তিন ভাগে কেটে নিয়েছে। তাদের তিন জনের হাতে কালো কালো চর্মফলক (ঢাল) ছিল; তাতে অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন ও সুবর্ণ বিন্দু পংক্তিতে অংকিত ছিল। এগুলি যেন চঞ্চল নক্ষত্রদল। তীক্ষ্ণ তরবারির ধারে কর্তিত রাত্রির এক-একটা খণ্ড যেন তারা হাতে নিয়েছে। মনে হয় যেন অসময়ে আর-একটা রাত্রি তৈরি করেছে। সোনার কটিবন্ধ দিয়ে তাদের পরিধানবস্ত্র কসে বাঁধা ছিল। সেই সঙ্গে একটি ছুরিকাও বাঁধা ছিল।

রাজা তিনজনকেই জিজ্ঞাসা করলেন,—'কে? এখানে কে তোমরা?' তারা তিনজনেই নিজের নিজের নাম বলল। রাজা তখন তাদের সঙ্গে নিয়ে কার্যসাধন-ক্ষেত্রে গমন করলেন। সেখানে পুজোর প্রদীপের আলোতে অন্ধকার সরে যাওয়ায় এবং ধূপ ও গুগ্গুলে দিকসমূহ আচ্ছন্ন হওয়ায় মনে হচ্ছিল যেন বিঘ্নাশের জন্যে সব দিকে ছড়ানো সর্ষপদ্বারা অর্ধদগ্ধ অন্ধকারময় রাত্রি পলায়ন করছে। সেখানে পুজোর জন্যে যাবতীয় উপকরণ সাজানো ছিল। স্থানটি ছিল নিঃশব্দ, গম্ভীর ও ভয়ংকর।

সেখানে রাজা ভৈরবাচার্যকে দেখতে পেলেন। সেখানে তিনি কুমুদপুষ্পের (সাপলাফুল) পরাগের মতো শ্বেতবর্ণ ভস্মদ্বারা অংকিত এক বিশাল বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। তখন তাঁকে নিরতিশয় দেদীপ্যমান, তেজঃপ্রসারী বিশাল জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যবর্তী শরৎকালীন সূর্যের মতো দেখাচ্ছিল। তাঁকে মন্থনকালে ক্ষীরোদ-সমুদ্রের আবর্তের মধ্যস্থিত মন্দরপর্বতের মতো মনে হচ্ছিল। তিনি রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত রক্তবর্ণ আভরণে যুক্ত ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি চিত-করে-শোয়ানো একটি শবের বুকের উপর উপবিষ্ট হয়ে তার মুখবিবরে মন্ত্রবলে উৎপন্ন অগ্নিতে আহুতি আরম্ভ করেছেন, কালোরঙে তাঁর অঙ্গরাগ করা হাতে কালো রঙের ডোর পরা, পরিধানে কৃষ্ণ বস্ত্র, আহুতি দিচ্ছেন কৃষ্ণতিলের, যেন বিদ্যাধরত্বলাভের তৃষ্ণায় মনুষ্যদেহের কারণভূত কলুষতার পরমাণুরাশিকে বিনষ্ট করছেন, আহুতি-প্রদানকালে তাঁর হাতের শুভ্র নখের বিকীর্ণ কিরণচ্ছটাদ্বারা তিনি যেন প্রেতের মুখস্পর্শদোষে অপবিত্র-হওয়া অগ্নিকে ধৌত করে বিশুদ্ধ করছেন। আগুনের ধূমে তাঁর চোখদুটি ঈষৎ রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন তিনি আগুনে রুধির-আহুতি ঢালছেন। সে সময়ে তিনি কোনোকিছু জপ করছিলেন। তখন আধখোলা ঠোঁটের মধ্য দিয়ে শুভ্র দন্তাগ্রভাগ দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সেই দন্তাগ্রশ্রেণী যেন মূর্তিধারী মন্ত্রাক্ষরের পংক্তি। আহুতিদানের পরিশ্রমের ফলে তাঁর শরীরস্থ স্বেদজলে পার্শ্ববর্তী প্রদীপমালার প্রতিবিম্ব পড়ায় মনে হচ্ছিল যেন সিদ্ধিলাভের জন্যে তিনি সর্ব অবয়ব দাহ করেছেন। তিনি অধিক প্রভাবশালী (বহুগুণ) বিদ্যারাজনামক মন্ত্রবিশেষের মতো অনেক সূত্রনির্মিত (বহুগুণ) যজ্ঞোপবীত স্কন্ধে ধারণ করেছেন। রাজা পুষ্পভূতি ভগবান ভৈরবাচার্যকে এ অবস্থায় দেখতে পেলেন। অতঃপর নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ভৈরবাচার্যও তাঁকে অভিনন্দন

জানালেন। এর পর তিনি (রাজা) পূর্বনির্ধারিত কর্মে প্রবৃত্ত হলেন।

ইত্যবসরে পাতালস্বামী পূর্বদিক রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করল। কর্ণতাল উত্তর দিক এবং পরিব্রাজক পশ্চিমদিক গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাজা ত্রিশঙ্কু দ্বারা চিহ্নিত দক্ষিণ দিক অলংকৃত করলেন।

দিকপালগণ এ ভাবে অবস্থান করার পর দিক্‌রক্ষকগণের বাহুরূপ পঞ্জরে প্রবিষ্ট ভৈরবাচার্য বিশ্বস্তচিত্তে তাঁর ভয়ংকর কর্মে ব্রতী হলেন। বিঘ্নকারী নিশাচরদল দীর্ঘ-সময়ব্যাপী কোলাহল করেছিল। পরিশেষে রাক্ষসদের চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারা নিবৃত্ত হয়ে নীরব হল। তারপর অর্ধরাত্র অতিক্রান্ত হলে মণ্ডলের অনতিদূরে উত্তরদিকে অকস্মাৎ ভূমি দ্বিধা বিভক্ত হল। এক বিশাল গহ্বর দেখা গেল। মনে হল যেন প্রলয়-কালীন মহাবরাহ (বিষ্ণুর বরাহ-অবতার) দন্তাঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ করেছে। সহসা সেই গহ্বর থেকে নীল পদ্মের মতো কালোরঙের এক পুরুষ গহ্বর থেকে উপরে উঠে এল। সে ছিল দিগ্‌গজ দ্বারা উৎখাত লোহার বন্ধন-স্তম্ভের মতো। এ যেন মহাবরাহের মতো স্থূলস্কন্ধযুক্ত নরকাসুর ভূগর্ভ থেকে উঠে এল; এ যেন পাতাল ভেদ করে উত্থিত বলিদানব। মসৃণ ও গাঢ় নীলবর্ণ মেঘের মতো নিবিড় ও কুঞ্চিত কেশরাজিতে কমনীয় তার মুখমণ্ডল আর মাথায় পরা ছিল স্ফোটনোন্মুখ (আধফোটা) মালতী-কুসুমের শিরোমালা। মনে হল যেন উপরে প্রজ্বলিত রত্নপ্রদীপ সহ ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত প্রাসাদ।

গলার স্বরে জড়তাবশতঃ এবং চোখ স্বভাবতই রক্তবর্ণ হওয়ায় সে যেন যৌবনমদে ঘোর মত্ত হয়েছিল। গলায় পরা ছিল লম্বমান মালা। পালোয়ানের মতো সে মিলিত দুই করপুটে পিষ্ট মাটি দিয়ে দিগ্‌গজের কুম্ভের মতো দুই স্কন্ধের উপরিভাগ বার বার রগড়াতে রগড়াতে আসছিল। ঘন আর্দ্র চন্দনে এর শরীরটি অনিয়মিতভাবে (এবড়ো-খেবড়োভাবে) চিত্রিত ছিল বলে মনে হচ্ছিল এ যেন অতি শ্বেতবর্ণ খণ্ড খণ্ড মেঘ দ্বারা বিচিত্রিত শরৎকালীন আকাশের একটা অংশ। কেতকী ফুলের গর্ভপত্রের মতো পাণ্ডুর-বর্ণ চণ্ডাতকের (অধোবাসের) উপর এর কোমর ছিল খুবই কৃশ। কাপড়ের ফালি দিয়ে কোমরবন্ধ কসে বাঁধার পর কাপড়ের শেষাংশটি অনিচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়া অবস্থায় ছিল; সাদা ও লম্বা কোমরবন্ধ বস্ত্রের শেষাংশটি (ফালিটি) মনে হচ্ছে যেন পাতালগত শেষনাগ তার পশ্চাদ্দিক রক্ষা করছে। দণ্ডসদৃশ তার উরুদুটি স্থির ও দৃঢ় ছিল; পৃথিবী ভেঙে যাবে—এই ভয়েই যেন সে খুব ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করছিল। অত্যধিক গর্বে ভারি পাহাড়ের মতো বিরাট দেহটি সে যেন দর্পভরে বহন করে এল। সে বাঁ-হাতটি তার বুকের উপর দ্বিগুণিত করে অর্থাৎ মুড়ে রাখছে, আর একজন হাতটি তির্যক (তেরছা)-ভাবে উঠিয়ে বাঁকানো জঙ্ঘাদণ্ডে বার বার আঘাত করছে; সেই আঘাতের বিকট 'ফটফট' শব্দে (দম্ভভরে তাল ঠোকার শব্দে) ভৈরবাচার্যের আরব্ধ কাজে বিঘ্নস্বরূপই যেন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতের নির্ঘোষ তুলে ছুঁড়ে ফেলছে এবং তার ফলে সমগ্র জীবলোকের শ্রবণেন্দ্রিয়টি বিকল করে দিচ্ছে।

[এ অবস্থায় নীলোৎপল দলের মতো শ্যামবর্ণ (অর্থাৎ কৃষ্ণকায়) পুরুষটি উপরে উঠে এল।]

এরপর সে উচ্চ হাস্য করে ভগবান নৃসিংহদেবের গর্জনের প্রতিধ্বনির মতো ভয়ংকর শব্দে বলল—'রে বিদ্যাধারী-শ্রদ্ধাকামুক! বিদ্যার কণামাত্রলাভে তোর এত অহঙ্কার

বা সহায়ক প্রাপ্তিতে এত মদোদ্ধত হয়েছিস যে এই ব্যক্তিকে (আমাকে) পূজা না দিয়ে মূর্খের মতো সিদ্ধিলাভের অভিলাষী হয়েছিস ? এ তোর কী দুর্মতি ? এতটা সময়ের মধ্যেও তোর কানে এ কথাটা যায় নি যে আমার নামেই যার নাম হয়েছে, সেই এ দেশের ক্ষেত্রাধিপতি আমি শ্রীকণ্ঠ-নামে নাগ ? আমার অনিচ্ছায় গ্রহদের আকাশে বিচরণের কি শক্তি আছে ? পৃথিবীনাথ হয়েও এ বেচারা (রাজা পুষ্পভূতি) অনাথই বটে, কারণ সে তোর মতো শিবভক্তাধমের হাতের পুতুল হয়ে তোর কাজের সহায়ক সেজেছে। এখন তাহলে এই দুষ্ট রাজার সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রে অনভিজ্ঞ সর্পবিষ চিকিৎসকের দুর্নীতির ফল সহ্য করো।' এই বলে টিটিভ প্রভৃতি তিনজনকেই—যারা তার দিকে দৌড়ে আসছিল—প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে কবচ কৃপাণ সহ ধরাশায়ী করে ফেলল।

এর আগে রাজা (পুষ্পভূতি) কখনও এরকম কটূক্তি শোনেন নি। তাই এ কুৎসিত নিন্দাবাদ শ্রবণে শস্ত্রাঘাত ছাড়াই প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁর সারা অঙ্গ দিয়ে স্বেদজল নির্গত হতে লাগল—এ যেন বহু যুদ্ধে পান করা তরবারির ধারের কালো জল ঘর্মজলের ছলে বমি করে ফেলছে ; প্রচণ্ড ক্রোধে রাজার সারা অঙ্গে রোমাঞ্চ হল। আসলে এর আগে অনেক যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত শত শত তীরাগ্রভাগ তাঁর (রাজার) দেহে প্রবিষ্ট ছিল। ফলে তাঁর শরীর ভারি হয়েছিল। এখন ক্রোধজনিত রোমাঞ্চের ছলেই যেন সে সমস্ত তীরাগ্রভাগগুলি নাগের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে রাজার দেহটিকে হালকা করার জন্যেই বের হয়ে আসছে। তরবারি অট্টহাসের উপর নক্ষত্ররাজির প্রতিবিম্ব পড়েছে। এতে মনে হচ্ছে যেন সে শুভ্র দন্তশ্রেণী স্পষ্টভাবে দেখিয়ে অবজ্ঞাভরে হাসতে হাসতে রাজার উদ্যম ও স্থৈর্যের কথা প্রকাশ করছে। কোমরবন্ধটি দৃঢ়ভাবে বাঁধবার জন্যে রাজা বিচিত্রভাবে দুটি হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চালিত করছিলেন। সে-সময়ে তাঁর হাতের নখ-কিরণমণ্ডল দ্বারা, শ্রীকণ্ঠনাগ পালিয়ে যেতে পারে এই আশংকায় নাগদমনার্থে গারুড়শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রজালমন্ত্রে বৃত্তরচনা করে দশ দিক বন্ধন করতে করতেই যেন রাজা তাঁর তিরস্কার করে বললেন,—ওরে কাকোদর কাক। আমি রাজহংস থাকতে বলি (পূজা) প্রার্থনা করতে তোর লজ্জা হচ্ছে না ? এ সব কর্কশ কথা বলে কী হবে ? সজ্জনের বল বাহুতে থাকে, কথায় নয়। শস্ত্র ধর। এবার তোর মরণ। আমার বাহু নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করতে শেখে নি।'

পুষ্পভূতির কাছে শ্রীকণ্ঠনাগের পরাজয়

নাগও অবজ্ঞার সঙ্গে বলল,—'আয় ! শস্ত্র দিয়ে কী হবে ? এই দু বাহু দিয়েই তোর দর্প চূর্ণ করব।' এই বলে সে বাহু ও উরুতে তাল ঠুকতে লাগল। রাজাও যুদ্ধে শস্ত্রহীন লোককে শস্ত্র দ্বারা জয় করতে সংকোচ বোধ করেন বলে ঢাল ও অট্টহাস তরবারি ফেলে দিয়ে বাহুযুদ্ধ করার জন্যে কাছার উপর কসে কোমরবন্ধ বাঁধলেন।

এবার দুজনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রচণ্ডবিক্রমে উভয়েই উভয়ের বাহুতে বাহু-দ্বারা আঘাত করতে লাগল। সে আঘাতে উভয়েরই বাহু ফেটে রক্তের ছিটে পড়তে থাকল। শিলাস্তম্ভের মতো উভয়ের বাহুদণ্ড পরস্পরের উপর পড়তে থাকায় পৃথিবী যেন শব্দময় হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা নাগকে ভূপাতিত করে তার চুলের মুঠি ধরলেন। তার শিরশ্ছেদ করার জন্যে খাপ থেকে অট্টহাসতরবারি বার করলেন। তখন তিনি নাগের বুকের উপর তির্যকভাবে রাখা ফুলের মালার মধ্যে দেখতে পেলেন যজ্ঞোপবীত। শস্ত্রকার্য সংবরণ করে রাজা বললেন—'দুর্বিনীত ! এটি তোর

দুষ্কর্মনির্বাহের বীজ। কারণ এর দ্বারাই তুই নিঃশঙ্কচিত্তে দুর্বৃত্ততা করে চলছিস।'—এই বলে তাকে ছেড়ে দিলেন।

লক্ষ্মীর আবির্ভাব ও পুষ্পভূতিকে বরদান

এরপর অকস্মাৎ রাজা অতি গাঢ় জ্যোৎস্নার আবির্ভাব দেখতে পেলেন। আবার শরৎকালে বিকসিত কমলবনের মতো ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে (নাসিকাকে) আমোদিত করে অতি মিষ্ট গন্ধ ভেসে এল। সহসা তিনি নূপুরধ্বনি শুনতে পেলেন। শব্দ অনুকরণ করে সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

ক্ষণপরেই রাজা করস্থ তরবারি অট্টহাসের মধ্যে (প্রতিবিম্বরূপে) এক রমণীমূর্তির আবির্ভাব দেখলেন। এ যেন নীল মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের বিচ্ছুরণ। রমণী আপন প্রভায় যেন রাত্রিকে পান করছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি পদ্মফুল। তাঁর কোমল চরণাঙ্গুলি থেকে লালরঙের আভা ছড়িয়ে পড়ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্র থেকে উঠে আসার সময় তিনি তটস্থিত নূতন নূতন বিদ্রুম-লতাবনকে পায়ে-জড়ানো অবস্থায় টেনে নিয়ে এসেছেন। চাঁদের কিরণে পদ্মফুল নিমীলিত হয়। তাঁর হাতের কমল চাঁদের আলোতে সংকুচিত হয়ে যাবে আশঙ্কা করেই যেন চন্দ্রমণ্ডলকে খণ্ড খণ্ড করে চরণতলে নির্মল নখরূপে সাজিয়ে রেখেছেন। গুল্‌ফদেশে নূপুর-পুট পরা ছিল। তাই মনে হচ্ছে যেন তিনি কোনো কারাগার থেকে পায়ের ঘন বন্ধন শৃঙ্খল থেকে ছুটে এসেছেন, আর তার কিছু অংশ (বলয়) পায়ে লেগে রয়েছে। তাঁর অঙ্গে পরা ছিল এক অতি স্বচ্ছ রেশমী বস্ত্র। তাতে সুতো দিয়ে গাঁথা নানারকম শত শত পুষ্প ও পাখিতে শোভিত সেই বস্ত্র বায়ুতরঙ্গে হালকা রেখা ফুটে ছিল। এতে মনে হচ্ছিল যেন শত শত নানারকম ফুল ও পাখিতে শোভিত এবং বাতাসে ঢেউ-খেলানো সমুদ্র থেকে তিনি উঠে আসছেন। তাঁর উদরদেশে সুচারু ত্রিবলির শোভা। তাতে মনে হয় যেন সমুদ্র থেকে তাঁর জন্ম হওয়ায় গঙ্গাদেবী প্রীতিবশতঃ তাঁর মধ্যদেশে জড়িয়ে আলিঙ্গন করছেন। (গঙ্গা সমুদ্রের পত্নী। তাই সমুদ্রে জাত এ রমণী লক্ষ্মীদেবীর প্রতি গঙ্গানদীর প্রীতি স্বাভাবিক)। অত্যুন্নত তাঁর স্তনমণ্ডল। মনে হচ্ছে যেন দিগ্‌গজের কপোলকুম্ভ দৃশ্যমান হয়ে রয়েছে। মদমত্ত ঐরাবতের শুঁড়ের জল-কণাসমূহের মতোই যেন শরৎকালের নক্ষত্ররাজিসদৃশ উজ্জ্বল মুক্তাহার তিনি গলায় পরেছেন। তাঁর মৃদুমন্দ নিঃশ্বাসে দোলায়িত মুক্তার মালার রশ্মিরূপে শুভ্র চামর দ্বারা যেন তিনি বীজিত হচ্ছেন অর্থাৎ কেউ যেন তাঁকে তাঁর মুক্তাহারের প্রভারূপে চামর দিয়ে শরীরে হাওয়া করছে। স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ করতলে তিনি চমৎকার শোভা পাচ্ছেন, মনে হয় যেন মদমত্ত গন্ধগজের গণ্ডস্থল মর্দনে তাঁর দু'হাতে সিঁদুর লেগে রয়েছে। গজদন্তনির্মিত 'দন্তপত্র'-নামে এক উত্তম কর্ণভূষণে তিনি শোভমানা ছিলেন। সেই কর্ণালঙ্কার থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন মহাদেবের চূড়াস্থিত চাঁদের দ্বিতীয় খণ্ডটিকে কুণ্ডলাকারে পরিণত করে কানে পরানো হয়েছে। আর-এক কানে অলংকার রূপে পরা-ছিল অশোকপল্লব, মনে হচ্ছে যেন নারায়ণের বক্ষস্থিত কৌস্তুভ মণি থেকে বিকীর্ণ কিরণগুচ্ছ। গজমদে তাঁর ললাটে বড়ো গোলাকৃতি তিলক রচিত হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন তিনি অদৃশ্য ছত্রচ্ছায়ামণ্ডলে শোভা পাচ্ছেন। [ইনি রাজলক্ষ্মী —মাথার উপর তাঁর রত্নোচিত ছত্র। ছত্রটি অদৃশ্য, কিন্তু ছত্রের ছায়া তাঁর ললাটে সুন্দর শোভা রচনা করেছে।] তাঁর পদতল থেকে আরম্ভ করে সীমান্ত পর্যন্ত সারা দেহ

শ্বেতচন্দনেচর্চিত—মনে হচ্ছে যেন মনুপ্রভৃতি আদি রাজগণের যশে তাঁর শরীর শ্বেতবর্ণ হয়েছে। ধরণীতলে প্রবাহিত ও সমুদ্রে অধিষ্ঠিত নদীসমূহের মতোই যেন গলদেশে ভূতলস্পর্শী পুষ্পমালা পরিহিতা হয়ে তিনি শোভা পাচ্ছেন। মৃণালসুকুমার অঙ্গদ্বারা তিনি বিনা বাক্যেই যেন আপনার কমলসম্ভবতা প্রকাশ করে দিচ্ছেন।

এ ভাবেই সেই রমণীমূর্তি রাজার নয়নগোচর হল।

আকস্মিক এই ঘটনায়ও রাজা চমকিত হলেন না। বললেন—"ভদ্রে! তুমি কে? কার পত্নী? কেনই বা আমার দর্শনপথে এসেছ?"

তিনি কিন্তু স্ত্রীজনবিরুদ্ধ গর্বে রাজাকে যেন অভিভূত করেই তাঁকে বললেন—

'হে বীর! আমাকে বিষ্ণুবক্ষ-বিলাস-বিহারিণী হরিণী বলে জেনো। জেনো আমি পৃথু, ভরত, ভগীরথ প্রভৃতি রাজাদের কুলধ্বজা, বীরদের বাহুরূপী বিজয়স্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ শোভাবর্ধক পুতুল, যুদ্ধে রক্তনদীর তরঙ্গে ক্রীড়াভিলাষে দুর্বিনীত রাজহংসী; রাজাদের শ্বেতচ্ছত্রবনে আমি ময়ূরী, আমি অতি তীক্ষ্ন শস্ত্রসমূহের ধারালো অগ্রভাগরূপ বনে বিহারবিলাসে সিংহীস্বরূপা। আবার, জেনো আমি তরবারির ধার-রূপ জলে পদ্মরূপালক্ষ্মী (রাজলক্ষ্মী)। তোমার বীরত্বরসে আমি আকৃষ্ট হয়েছি। আমি তোমায় বাঞ্ছিত বর প্রদান করছি, প্রার্থনা করো।'

বীরগণের পরোপকার পুনরুক্তিদোষগ্রস্ত হয় না অর্থাৎ পরোপকার করতে তাঁরা কখনও ক্লান্ত হন না। তাই রাজা তাঁকে প্রণাম করে স্বার্থবিমুখ হয়ে ভৈরবাচার্যের সিদ্ধি প্রার্থনা করলেন।

লক্ষ্মীদেবী প্রীতা হয়ে উপরে-পাতিত ক্ষীরোদ সাগরের মতো বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রাজাকে অভিষিক্ত করে বললেন—তথাস্তু (তাই হবে)। আবার বললেন—'তোমার উৎকৃষ্ট মহত্ত্ব ও ভগবান শিবরাজের প্রতি অসাধারণ ভক্তির বলে পৃথিবীতে সূর্য ও চন্দ্র-বংশের পর তুমি তৃতীয় এক রাজবংশের প্রবর্তক হবে। সেই বংশ সতত অবিচ্ছিন্ন থেকে প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। এই মহান রাজবংশে পবিত্রমনা, সদাচারী, সৌভাগ্য-যুক্ত এবং সত্য ত্যাগ ও ধৈর্যে দক্ষ প্রশস্তচিত্ত রাজগণের আবির্ভাব হবে। এই বংশে জন্ম গ্রহণ করবেন হরিশ্চন্দ্রের মতো সর্বদ্বীপের পালক, ত্রিভুবনজয়েচ্ছু দ্বিতীয় মান্ধাতার মতো মহারাজ চক্রবর্তী হর্ষদেব (হর্ষবর্ধন)। একদা আমার এই হাত কমল ছেড়ে তাঁর চামর ধারণ করবে'—এই বলেই তিনি অন্তর্হিতা হলেন।

রাজা পুষ্পভূতিও এ কথা শুনে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করলেন। ভৈরবাচার্যও সেই দেবীর সেই কথায় এবং সুষ্ঠুভাবে নিজের কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হলেন। তিনি মাথায় কুণ্ডল ও মুকুট, গলায় মুক্তার হার, বাহুতে কেয়ূর (বাজুবন্ধ), কটিদেশে মেখলা এক হাতে গদা ও খড়্গ ধারণ করে সুসজ্জিত হলেন। তারপর বললেন,—'রাজন্! দুর্বলচিত্ত ও অলসলোকদের আকাঙ্ক্ষা দূরপ্রসারী হয় না কিন্তু সজ্জনের উপকার স্বভাবতই পৃথিবীতে বিস্তারলাভ করে। তুমি ছাড়া অপর কোনো ব্যক্তি স্বপ্নেও অকল্পনীয় এই দানাদানে সমর্থ? সম্পদের একটি কণা পেয়েও ক্ষুদ্রপ্রকৃতির লোক তুলাদণ্ডের মতো উঁচু হয়ে থাকে। তোমার শৌর্যাদিগুণে আমি উপকৃত হয়েছি, তোমার কাছ থেকেই আমার আত্মলাভ হয়েছে। এর পরেই আমার মূঢ় হৃদয়ের একটা নির্লজ্জতা যে তোমার অতি ক্ষুদ্র কোনো কাজে লেগে আমি নিজে তোমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চাই।'

কিন্তু ধীরজনের অন্তঃকরণের গর্ববোধ, তার হৃদয়কে প্রত্যুপকার-প্রাপ্তির কাছে প্রবেশের অযোগ্য করে রাখে অর্থাৎ ধীর ব্যক্তিরা কারও উপকার করে প্রত্যুপকার পাওয়ার ইচ্ছাকে মনেও স্থান দেয় না। রাজা তাই প্রত্যুত্তরে বললেন,—'আপনার কার্যসিদ্ধিতেই আমি কৃতকৃত্য হয়েছি। আপনি যথাভীষ্ট স্থানে গমন করুন।'

রাজার এ কথার পর ভৈরবাচার্য গমনেচ্ছু হয়ে টিটিভাদি তিন ব্যক্তিকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে শিশিরকণাস্রাবী নীলকমল সমূহের মতো অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রাজার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন,—"প্রিয় ! যদি বলি—'যাই' তবে তা স্নেহানুরূপ হয় না। যদি 'আমার এ প্রাণ তোমারই অধীন,' তাহলে তা পুনরুক্ত হয়। আমার এ তুচ্ছ শরীরটাকে তুমি গ্রহণ করো'—এ কথায় পদার্থের মধ্যে ভেদ-প্রতীতি হয়।'

'তুমি তিল তিল করে আমায় কিনে নিয়েছ'—এই যদি বলি, তবে যে-উপকার পেয়েছি তার অনুরূপ কিছুই বলা হল না।

'তুমি আমার বান্ধব'—এটাতে দূর করে দেওয়ার মতো কথা হয়।

'তোমাতেই আমার হৃদয় মগ্ন রয়েছে'—এটি প্রত্যক্ষ নয়।

'তোমার বিরহ এনে দিয়েছে আমার সফলতা—এ বড়ো বেদনাদায়ক'—এ কথা অশ্রদ্ধেয়, কেউ বিশ্বাস করবে না।

তোমার এ উপকার নিঃস্বার্থ—এটি অনুবাদ (পুনরুক্তি)।

'আমাকে মনে রেখো'—এটা আদেশ।

'যখন কৃতঘ্ন ব্যক্তিদের বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হবে এবং অসজ্জনদের প্রসঙ্গ উঠবে, তখন এই স্বার্থনিষ্ঠুর লোকটিকে মনে স্থান দিও'—এই বলেই ভৈরবাচার্য দ্রুতবেগে আকাশে উঠে গেলেন। উত্থানবেগে মুক্তার হার ছিন্ন হয়ে গেল, উচ্ছলিত মুক্তাফলগুলি তারকারাশির উপর আঘাত হানল। গ্রহনক্ষত্রগণ দ্বিধা বিভক্ত হলে।" তার মধ্য দিয়ে ভৈরবাচার্য সিদ্ধজনোচিত ধামে চলে গেলেন।

তখন শ্রীকণ্ঠনাগও বলল—'মহারাজ ! আপনার পরাক্রমে আমি আপনার কেনা হয়ে গেলাম। করণীয় কর্মে নিয়োজিত করে আমায় অনুগৃহীত করুন। আপনি আমাকে বিনয়-শিক্ষা গ্রহণ করিয়েছেন।' এই কথা বলে আবার পৃথিবীর গহ্বরে প্রবেশ করল।

তখন রাত্রি অবসিতপ্রায় হলে কমলিনীরা জেগে উঠছে; তাদের নিশ্বাসে সুরভিত আরণ্যসমীর বইতে আরম্ভ করল। তুষারকণায় ভরা সেই বায়ু,—যেন সে পরিহাস-কেলিতে বনদেবীদের স্তনাবরণ কৌষেয়বসন সরিয়ে ফেলায় ঘর্মসিক্ত হয়ে উঠেছে। সুগন্ধে ভ্রমরকুলকে টেনে এনে কুমুদিনীকে ঘুমপাড়িয়ে দিচ্ছে সেই প্রভাতবায়ু। রাত্রির অবসানে শীতল ও তুষারকণাবাহী হয়েছে পবন। বিরহবিধুর চক্রবাকদলের বিরহ-জনিত নিঃশ্বাসে সন্তাপিত হয়েই যেন রজনী পশ্চিম সমুদ্রে অবতরণ করছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীকে দর্শনের উৎকট অভিলাষেই যেন পদ্মিনীরা চোখ মেলে তাকাচ্ছে (পদ্মফুলগুলি প্রস্ফুটিত হচ্ছে)। পাখিরা ঘুম থেকে জেগে উঠল। বনে মন্দ মন্দ পবনে লতাগুলি নেচে উঠল আর সেই লতাবিতান থেকে কুসুমরাশির মতোই যেন শিশিরবিন্দু ঝরতে লাগল। রাত্রির অবসানে কুমুদিনীরা মুদ্রিত হতে লাগল আর তাদের পত্রান্তরে বন্ধ হয়ে ভ্রমরকুল গুঞ্জন করতে লাগল। মনে হল যেন কমল-লক্ষ্মীকে জাগাবার জন্যে বেজে উঠল।

সূর্যদেব ক্রমে উপরদিকে উঠছে। তার রথাশ্বদের নাকের নিঃশ্বাসবায়ুতে বিতাড়িত হয়েই যেন রজনীলতার কলিকাসমূহরূপ নক্ষত্রগণ পশ্চিমদিকে এসে পুঞ্জীভূত হয়েছে। মন্দরপর্বতের শিখরাশ্রয়ী সপ্তর্ষিমণ্ডল ধূসরবর্ণ ধারণ করেছে, মনে হচ্ছে যেন মন্দ মন্দ বাতাসে প্রকাশিত কল্পলতার বনকুসুমের পরাগ তাদের গায়ে মেখে দেওয়া হয়েছে। ঐরাবতের অঙ্কুশের মতো তারকাময় মৃগশিরা নক্ষত্র নিচে পতিত হল (অস্তগত হল)।

রাজা পুষ্পভূতি তখন টিটিভাদি তিনজনকেই সঙ্গে নিয়ে বনের এক জলাশয়ের নির্মল জলে শ্রীকণ্ঠনাগের সঙ্গে যুদ্ধকালে মলিন হওয়া অঙ্গ ধৌত করে নগরে প্রবেশ করলেন। অন্যদিন রাজা নিজের জন্যে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা না করে (নিজের দেহের সঙ্গে অভিন্নভাবে) স্নান, ভোজন ও আচ্ছাদন প্রভৃতিদ্বারা তাদের প্রীতি সম্পাদন করলেন।

কিছুদিন পর পরিব্রাজক (টিটিভ) রাজার বারণ সত্ত্বেও বনে চলে গেল। কিন্তু পাতালস্বামী ও কর্ণতাল রাজার শৌর্যানুরক্ত হয়ে তাঁরই সেবা করতে লাগল। তারা দুজন তাদের আশার অতিরিক্ত ধনসম্পদ প্রাপ্ত হল। উত্তম যোদ্ধাদের মধ্যে তাদের তরবারি কোষমুক্ত থাকত। রণক্ষেত্রের অগ্রভাগে সকলের আগে তারাই নিয়োজিত হত। আর বাক্যালাপপ্রসঙ্গে রাজার আজ্ঞায় ভৈরবাচার্যের বিচিত্র কাহিনী ও শৈশব বৃত্তান্ত বর্ণনা করত। এইভাবে রাজারই সঙ্গে বার্ধক্যে পৌঁছে গেল।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

মহাপুরুষেরা স্বপ্নেও (রাজ্যলাভের জন্য) কুটিল উপায় অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেন না, প্রজাদের কাছ থেকে বলপূর্বক কর আদায় করেন না। তাঁরা একমাত্র নামের বলেই পৃথিবীর অধিপতি হন।[১] ১॥

গণেশের মুখ বড়ো হলেও তার মধ্যে বৃহদাকার একটাই দাঁত আছে[২]। তেমনি বিপুল হলেও এই রাজবংশে সকল ভূপতির হৃৎকম্প উৎপাদক পৃথুর মতো একজন রাজাই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।[৩]

পুষ্পভূতিবংশস্তুতি

তারপর, পুণ্ডরীকনেত্র বিষ্ণুর নাভিকমলের মতো কমলনেত্র পুষ্পভূতি থেকে এক রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা যেমন স্বেচ্ছামতো সেই নাভিপদ্মের কোষে অধিষ্ঠান করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তেমনি এই রাজবংশ থেকে স্বেচ্ছামতো ধন লাভ করতেন। রত্নাকর সমুদ্র থেকে যেন লক্ষ্মীকে আগে নিয়ে কৌস্তুভাদি রত্নসঞ্চয় সমুদ্ভূত হয়েছিল, সর্বসম্পদশালী রাজা পুষ্পভূতি থেকে উদ্ভূত এ রাজবংশ সর্বসমৃদ্ধিযুক্ত ছিল। উদয়গিরি থেকে প্রকাশিত গ্রহগণের মধ্যে যেমন বৃহস্পতি (গুরু), বুধ, শুক্র, চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল প্রধান, তেমনি এই রাজবংশে আচার্য, জ্ঞানী, কলাবান কবি, তেজস্বী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান ছিলেন। সগররাজা থেকে উদ্ভূত সাগর যেমন বিপুল পরিমাণ ভার বহনের যোগ্য, রাজা পুষ্পভূতি থেকে উদ্ভূত এই রাজবংশও রাজ্যভার বহনে যোগ্য ছিল। যদুবংশীয় রাজা শূরসেন থেকে সমুদ্ভূত হরিবংশে যেমন কৃষ্ণ ও বলরাম নেতা ছিলেন, বীর রাজা পুষ্পভূতি থেকে সঞ্জাত এই রাজবংশও দুর্জয় সেনাদলের দ্বারা বিক্রমশালী ছিল। সত্যযুগের আরম্ভকাল থেকে সুরক্ষিত ধর্মহেতু বিশুদ্ধ প্রজাবর্গের সৃষ্টির মতো সংস্কৃত-

বাণীযুক্ত এই বংশ থেকে সৎকর্মাদির অনুষ্ঠানে যশস্বী নৃপতিবৃন্দের জন্ম হয়েছিল। সূর্য থেকে প্রকাশিত কিরণরাশি যেমন প্রতাপে জগৎ পরিব্যাপ্ত করে, এই বংশের রাজারাও তেমনি পূর্ণ তেজে পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন পর্বতেরা যেমন নিজেদের বিশাল দেহদ্বারা সকল দিক আচ্ছন্ন করেছিল, তেমনি এ রাজবংশের নৃপতিরাও প্রবল যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা সমস্ত দিকে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার হাত থেকে যেমন পৃথিবীধারণে সমর্থ দিগ্‌গজ-দের সৃষ্টি হয়েছিল[৪] বেদোক্ত ধর্ম রক্ষায় অগ্রণী এ বংশের রাজারাও পৃথিবী-রক্ষার কাজে সমর্থ ছিল। বর্ষা ঋতু থেকে সমুদ্রজল পান করতে উদ্যত মেঘসমূহের মতো দৃঢ় শাস্ত্রজ্ঞান থেকে সমুদ্রপালনে উদ্যোগী এ রাজারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নন্দন-কানন থেকে উদ্ভূত কল্পবৃক্ষ সমূহ যেমন প্রার্থিজনের ইচ্ছামতো ফলদায়ী হয়, তেমনি লোকের আনন্দদায়ক এই রাজবংশ থেকে উৎপন্ন রাজারাও প্রার্থিজনের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করতেন। শ্রীধর বিষ্ণু থেকে সমস্ত প্রাণিগণের বা ক্ষিতি-অপ্‌তেজ প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন রূপের আশ্রয় প্রকাশ পায়, তেমনি ধনসম্পদে পূর্ণ এই রাজবংশ থেকে সমস্ত প্রজা ও প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এ বংশে এ রকম অনেক রাজার জন্ম হয়েছিল। ক্রমে তাঁদের মধ্যেই একজন জন্মগ্রহণ করলেন, তিনি রাজাধিরাজ প্রভাকরবর্ধন। তিনি প্রতাপশীল নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

প্রভাকরবর্ধন বর্ণনা

রাজা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন হূন-হরিণদের সিংহ[৫], সিন্ধুরাজের জ্বর, গুর্জর-রাজের নিদ্রানাশক। গান্ধারদেশের অধিপতি ছিলেন গন্ধগজ স্বরূপ। প্রভাকর-বর্ধন ছিলেন সেই গন্ধগজেরও কূটপাকল নামক রোগবিশেষ।[৬] এ রোগে হাতিরও নিস্তার নেই। তিনি আরও ছিলেন লাটদেশের রাজার দক্ষতাহরণকারী এবং মালব-রাজের রাজশ্রীলতার কুঠারস্বরূপ। স্নান করার সময় কোনো ব্যক্তি যেমন তার অঙ্গে-লেগে-থাকা ময়লা ধুয়ে ফেলে, রাজা প্রভাকরবর্ধন রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যাঙ্গে লগ্ন ধনসম্পদ (ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের জন্যে) উৎসর্গ করেছিলেন। যুদ্ধারম্ভ কালেই কোনো শত্রুও ভীরুলোকদের প্রিয় জীবনটাকে মুখে তৃণের মতো ধারণ করলে তিনি লজ্জা বোধ করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর হাতে ধরা স্বচ্ছ তরবারিতে নিজের প্রতিবিম্বকেও সহায়ক দেখলে তিনি দুঃখ বোধ করতেন—দুঃখ হত তাঁর শত্রুর সামনে ধনু নত করতে। তিনি অত্যধিক মানী ছিলেন বলেই মনে কোনোরকম খেদ করতেন না। তিনি শরীর-অভ্যন্তরে শত্রুনিক্ষিপ্ত অসংখ্য শল্য ও কীলক দ্বারা যেন নিখাত, ফলে নিশ্চল রাজলক্ষ্মীকে ধারণ করেছেন। এই রাজা সমস্ত দিকেই নদীতট, গর্ত, বৃক্ষশাখা, অরণ্য, বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, বল্মীক (উই ঢিপি), পাহাড় ও গহ্বর—সব সমতল করে সৈন্যদলের চলাচলের জন্যে বিস্তৃত পথ রচনা করেছিলেন, মনে হয় যেন নিজের ভৃত্যদের প্রয়োজনে পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড করে বহু অংশে বিভক্ত করে দিয়েছেন (অর্থাৎ সকলের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন)। তিনি নিজের প্রতাপে সমস্ত শত্রুকে উৎসারিত করে ফেলেছিলেন। তবুও তাঁর যুদ্ধের অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় তাঁর নিজের তেজ যেন শত্রুতেজ হয়ে তাঁকে উদ্দীপিত করে রাখত। রাজা প্রভাকরবর্ধনের প্রতাপে বিপক্ষ নৃপতিবৃন্দ নিহত হলেও তাঁর সেই প্রতাপ শত্রুপক্ষের

অন্তঃপুরে পঞ্চভূতরূপে যেন মূর্তিমান হয়ে দেখা দিল,—যেমন অন্তঃপুরস্থিত মহিলাদের হৃদয়ে আগুন, চোখে জল, নিঃশ্বাসে বায়ু, সকল অঙ্গে ক্ষিতি এবং শূন্যতায় আকাশ। [শত্রুরা নিহত হওয়ায় তাদের অন্তঃপুর-মহিলারা পতির মৃত্যুতে অন্তঃকরণে শোকানলে দগ্ধ হয়েছিল, পতিবিরহের ব্যথায় তাদের চোখে জল, শোকে দীর্ঘনিঃশ্বাস, ভূমিতে পড়ে লুণ্ঠিত হওয়ায় সারা অঙ্গ ধুলোমাটি, তাদের কাছে সব শূন্য বলে আকাশ —এ ভাবে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চমহাভূত মূর্তিমান হয়েছিল]।

তাঁর সম্পদলক্ষ্মী তাঁর পার্শ্ববর্তী ভৃত্য-রত্নসমূহে প্রতিবিম্ব হওয়ায় যেন সমানরূপে ধারণ করেছিল অর্থাৎ রাজা তাঁর সন্নিকটবর্তী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও নিজের মতোই ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

এই রাজার অগ্নির সমান প্রতাপ থেকে এমন ঐশ্বর্য হয়েছিল, যেমন প্রতাপের মতো অগ্নি থেকে ভস্ম পাওয়া যায়, উষ্ণতাতুল্য শৌর্যদ্বারা কার্যসফলতা, যেমন শৌর্যতুল্য উষ্ণতায় অন্ন পাক হয়। নদীর জলধারার মতো স্বচ্ছ তাঁর তরবারির ধারে বংশের ক্রমোন্নতি হয়েছিল। রণক্ষেত্রে শত্রুর শস্ত্রপ্রহারজনিত ক্ষতের মুখে তাঁর পৌরুষের প্রশংসা ছিল। তাঁর হাতের ধনুর্গুণের আঘাতচিহ্ন দ্বারা শত্রুদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় সূচিত হত।

রাজা প্রভাকরবর্ধন অন্য রাজাদের দ্বারা তাঁর প্রতি শত্রুতাকে ভেট (উপহার), যুদ্ধঘোষণাকে অনুগ্রহ, যুদ্ধঘটনাকে মহোৎসব, শত্রুকে অর্থভাণ্ডার-সাক্ষাৎকার, শত্রুর বাহুল্যকে উন্নতি, যুদ্ধের আহ্বানকে বরদান, শত্রুর অকস্মাৎ আক্রমণকে ভাগ্যবৃদ্ধি, শস্ত্রঘাতে শত্রুর পতনকে ধনসম্পদের নদী বলে মনে করতেন।

এই রাজার রাজত্বকালে অবিরাম যজ্ঞস্থলে পশুবন্ধনের স্তম্ভ (খুঁটি) ভূমিতে প্রোথিত হওয়ায় মনে হত যেন সত্যযুগের অংকুর মাটি থেকে উপরে উঠছে; যজ্ঞের ধূম সমস্ত দিকে ছড়িয়ে পড়ত, মনে হত যেন কলিযুগ পলায়ন করছে; চুনকাম-করা শ্বেতবর্ণের দেবমন্দির থাকায় মনে হত যেন স্বর্গলোক নিচে নেমে আসছে; দেবমন্দিরগুলির চূড়ায় শ্বেতপতাকাসমূহ উড্ডীয়মান থাকায় মনে হত যেন ধর্ম (সৎকর্ম) পল্লবিত হয়েছে; নগরের বাইরে বিরাটাকার সভামণ্ডপ (যেখানে বহুলোক একত্র সমবেত হয়), সত্রমণ্ডপ (যেখানে সকলকে অন্ন দান করা হয়), প্রপামণ্ডপ (যেখানে তৃষ্ণার্তদের জল দান করা হয়) ও প্রাগ্বংশমণ্ডপ (যেখানে যজ্ঞকার্যে উপস্থিত সস্ত্রীক যজমানের আবাস হয়) নির্মাণ করা হয়েছিল। এত সব মণ্ডপ নির্মিত হওয়ায় মনে হত যেন বহু গ্রাম উদ্ভূত হয়েছে। সেখানে যাবতীয় পাত্রাদি উপকরণ সমস্তই স্বর্ণময় ছিল বলে মনে হত যে সুমেরুপর্বতকে যেন খণ্ড খণ্ড করে ফেলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ-গণকে ধনপূর্ণ কলশ দান করা হত বলে মনে হত যেন ভাগ্যবলে সম্পৎপ্রাপ্তি কথাটা সফল হয়েছিল।

যশোমতীবর্ণনা

সেই রাজা প্রভাকরবর্ধনের যশোমতী নামে মহিষী ছিলেন। শংকরের সতীনামক পত্নী জন্মান্তরেও সতী পার্বতীর মতো প্রজাকল্যাণকারক সেই রাজার মহিষীও সতী (পতিব্রতা) ছিলেন। লোকগুরু বিষ্ণুর হৃদয়বিহারিণী লক্ষ্মীর মতো তিনিও লোক-মান্য সেই রাজার চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন। কলাবান চন্দ্রের প্রভাময় চঞ্চল তারকাযুক্ত রোহিণীর মতো তিনিও ছিলেন সঙ্গীতাদি কলায় নিপুণ সেই রাজার উজ্জ্বল

চঞ্চল তারাময় নেত্রবিশিষ্টা। প্রজাপতি ব্রহ্মার সকল প্রাণীদের সৃষ্টিকারিণী বুদ্ধির মতো তিনি ছিলেন প্রজাপালক সেই রাজার প্রজাবর্গের জননী। নদীনায়ক সমুদ্রের পত্নী গঙ্গা যেমন পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমাচলের অঙ্গ থেকে উৎপন্না, সেনানায়ক রাজা প্রভাকরবর্ধনের পত্নী যশোমতীও শ্রেষ্ঠ রাজার বংশজাতা ছিলেন। রাজহংসের মানস-সরোবরে গমনকালে চতুরা রাজহংসী যেমন তার অনুসরণ করে, রানী যশোমতীও তেমনি রাজশ্রেষ্ঠ প্রভাকরবর্ধনের মনের অনুবর্তন করে চলতে নিপুণা ছিলেন।

ধর্মের পত্নীস্বরূপা—ঋক্ যজু, সাম নামক বেদত্রয়ীর চরণস্বরূপ কণ্বাদি শাখা সমস্ত লোকের কাছে আদৃত হয়. ধর্মস্বরূপ প্রভাকরবর্ধনের পত্নীর চরণযুগলও প্রজাদের দ্বারা পূজিত হত। অরুন্ধতী যেমন দিবারাত্রে কখনও মহামুনি বশিষ্ঠের পার্শ্ব ত্যাগ করেন না। রানী যশোমতী দিবারাত্রে কখনও তাঁর (রাজার) পার্শ্ব ত্যাগ করতেন না।

রানী যশোমতী ছিলেন গতিতে হংসরূপা (হংসগামিনী), আলাপে কোকিলার মতো, ও পতিপ্রেমে চক্রবাকীর মতো পতিবিরহে কাতর। বর্ষার মেঘ যেমন পরিপূর্ণ থাকে, তেমনি তাঁর স্তনদ্বয়ও পূর্ণভাবে উন্নত ছিল। তিনি বিলাসে মদিরারূপিণী ছিলেন। ছিলেন ধনসঞ্চয়ে কোষরূপিণী, অনুগ্রহবিতরণে ধনবৃষ্টিরূপা (অর্থাৎ প্রার্থীদের উপর বৃষ্টিধারার মতো ধন বিতরণ করতেন), কোষ অর্থাৎ ধনসংগ্রহের বেলায় যেন পদ্মরূপা, যাচকদের অভীপ্সিত ফলদানের ব্যাপারে যেন পুষ্পের মতো। বন্দনীয়তায় ছিলেন তিনি সন্ধ্যারূপা, উষ্ণতার অভাবে যেন চন্দ্রময়ী, প্রত্যেক প্রাণীর গ্রহণের বিষয়ে অর্থাৎ বশীকরণের বিষয়ে দর্পণস্বরূপা (প্রতিবিম্বগ্রহণের কাজে দর্পণের মতো), পরের অভিপ্রায় অর্থাৎ মনের ইচ্ছা জানার ব্যাপারে সামুদ্রিক শাস্ত্রের মতো, নিজ প্রবৃত্তি বা সকল প্রজায় হৃদয়ে প্রভাব স্থাপনের কাজে তিনি ছিলেন সর্বব্যাপকতায় পরমাত্মার মতো। এছাড়াও, পুণ্যকর্মে তিনি ছিলেন যেন ধর্মময়ী অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্ররূপা, অন্যের সঙ্গে কথাবার্তায় যেন মধুময়ী (মধুরভাষিণী) তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিদের কাছে যেন সুধাময়ী, ভৃত্যদের কাছে যেন বৃষ্টিময়ী (তিনি ভৃত্যদের সকলের ইচ্ছাই পূরণ করতেন)। তিনি ছিলেন সখীদের কাছে সুখময়ী, গুরুজনদের কাছে বেতসের মতো নম্রস্বভাবা, বিলাস-বিভ্রমে উন্নতিযুক্তা অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি চেষ্টায় তৎপরা—মহাবিলাসময়ী স্ত্রীজাতির চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যেন শুদ্ধিকরণস্বরূপা, কামদেবের যেন আদেশপালন-রূপিণী (তাঁর রূপ অর্থাৎ সৌন্দর্য সকলের মধ্যে বিকার—তাঁর রূপ সকলের হৃদয় আকর্ষণ করে)। তিনি ছিলেন রূপের যেন সমাধিনিবৃত্তি, যেন রতি-অনুরাগের ভাগ্যবৃদ্ধি, রমণীয়তার অভিলাষপ্রাপ্তি, লাবণ্যের স্বর্গীয়সম্পদ, অনুরাগের উত্তরোত্তর বংশবৃদ্ধি, কমনীয়তার বরণীয় বস্তুপ্রাপ্তি, সৌন্দর্যের সৃষ্টিসমাপ্তি, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে ছিল সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা, যেন তারুণ্যের মহিমা, যেন নৈপুণ্যের মেঘশূন্য বর্ষণ। 'লক্ষ্মী চঞ্চলা'—লক্ষ্মীর এই অপযশ নাশ করেছেন রাজমহিষী যশোমতী। অধিকন্তু, তিনি ছিলেন যেন সচ্চরিত্রতার সুনামপুষ্টিকারিণী, যেন ধর্মের হৃদয়াহ্লাদিনী, যেন ব্রহ্মা কর্তৃক সৌন্দর্যপরমাণুসমূহে সৃষ্টা, যেন শান্তিরও শান্তি, বিনয়েরও নম্রতা, অভিজাতবোধেরও কুলীনতা, সংযমেরও সংযম, ধৈর্যেরও ধৈর্যরূপা, এবং বিলাসেরও বিভ্রান্তি। এই রানী যশোমতী ছিলেন রাজা প্রভাকর-বর্ধনের প্রাণ, প্রেম, বিশ্বাস, ধর্ম ও সুখের স্থান। তাছাড়া, নরকাসুরবিজয়ী বিষ্ণুর

বক্ষস্থিতা লক্ষ্মীর মতো তিনিও ধর্মাচরণ দ্বারা নরকনাশক রাজা প্রভাকরবর্ধনের বক্ষবিলাসিনী হয়ে বিরাজ করতেন।

যশোমতীর স্বপ্নদর্শন

স্বভাবতঃ সেই রাজা সূর্যের উপাসক ছিলেন। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পর স্নান করে একটি রেশমী কাপড় পরতেন। পরে একটি সাদা বস্ত্রখণ্ড দিয়ে মাথা ঢেকে মাটিতে পূর্বমুখী হয়ে হাঁটু গেড়ে বসতেন। পাশে (সামনে) কুঙ্কুমদ্রবে অনুলিপ্ত এক মণ্ডলের ভিতর পবিত্র পদ্মরাগমণির পাত্র থাকত। তাতে সূর্যের প্রতি অনুরক্ত আপন হৃদয়ের মতন যেন সূর্যের প্রকাশে (অনুরাগে) লাল একগোছা রক্তকমল সাজানো থাকত। রাজা সেই রক্তকমলের গুচ্ছ দিয়ে সূর্যদেবের পূজা করতেন। পরে সদ্‌ভাবাপন্ন সেই রাজা প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় সতত জপ করতেন। কেবল তাই নয়, তিনি পুত্রলাভের কামনায় সংযতচিত্তে প্রণত হয়ে মনে মনে আদিত্যহৃদয় মন্ত্র বার বার জপ করতেন।

দেবতাদের মন ভক্তজনদের প্রার্থনাদ্বারা প্রভাবিত হয়। কারণ, একদা গ্রীষ্মকালে সেই রাজা স্বেচ্ছানুসারে জ্যোৎস্নাশুভ্র চুনকাম করা অট্টালিকার ছাদে শুয়ে ছিলেন। পাশে আর একটি পালঙ্কে রানী যশোমতী শয়ানা ছিলেন। রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। অসন্ন প্রভাত বেলায় ক্ষীণতেজ চাঁদের লাবণ্য বিলুপ্তপ্রায়। পশ্চিম প্রান্তে অস্তগামী চাঁদ সে সময় তার কর (কিরণ) রূপী কর (হাত) দিয়ে কুমুদিনীকে স্পর্শ করছে। সেই আনন্দে তার দেহ থেকে যেন হিমকণারূপী ঘর্মজল ঝরে পড়ছে। মধুমদিরায় মাতাল অথচ ঘুমন্ত সীমন্তিনীদের নিঃশ্বাসের ছোঁয়াচ লেগে অন্তঃপুরের দীপশিখাগুলো কাঁপছে, যেন মদের মত্ততা তাদের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ায় তারা এদিক ওদিক টলছে।

রাজা ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর দু'পায়ের স্বচ্ছ নখের উপর আকাশের তারাদের প্রতিবিম্ব পড়েছে। মনে হয় যেন তারকারা তাঁর পদযুগল সংবাহন করে দিচ্ছে। রাজার পদদ্বয় নিঃশঙ্ক ও স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয়েছে, মনে হয় দিগ্‌বধূদের কোলে তাঁর দেহ অর্পণ করে দেওয়া হয়েছে। ঘুমন্ত রাজার নাকে সুগন্ধ সুরভিত নিঃশ্বাস পড়ছে, মনে হয় যেন আননলক্ষ্মী স্বহস্তস্থিত সুগন্ধ সুবাসিত কমলরূপ তালবৃন্ত দিয়ে তাঁকে বাতাস দিচ্ছে। রাজার স্বচ্ছ কপোলতলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়ায় সুন্দর শোভা করেছে, যেন রতিকেলিকালে মহিষী কর্তৃক রাজার কেশ গ্রহণের ফলে মাথার শ্বেত ফুলমালাটি নিচে লুটিয়ে পড়েছে। রাজা ঘুমোচ্ছেন। সহসা রানী যশোমতী 'আর্যপুত্র! রক্ষা করো, রক্ষা করো,'—বলতে বলতে অলঙ্কারের নিক্কণে পরিজনদের ডাকতে ডাকতেই যেন কাঁপতে কাঁপতে উঠে পড়লেন।

রানীর মুখে তো দূরের কথা, সারা পৃথিবীতে এর আগে রাজা কখনও এমন কথা শোনেন নি। তাই দেবীর মুখে অশ্রুতপূর্ব এই 'রক্ষা করো' চীৎকারে তাঁর কানদুটি যেন দগ্ধ হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। মাথার কাছে রাখা ছিল এক স্বচ্ছ-ধার খোলা তরবারি। ক্রোধে কম্পমান ডান হাতে কানের অলঙ্কার একটি উৎপলের মতো সেই তরবারি টেনে নিলেন। শাণে তীক্ষ্ণকরা তরবারিটি দিয়ে রাজা রাত্রিকে যেন কেটে দ্বিধা বিভক্ত করছেন। মাঝখানে ব্যবধায়ক আকাশের মতো তাঁর গায়ের চাদরটিকে বাম করপল্লবে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। হাতের বিক্ষেপের বেগে তাঁর হৃদয়ের মতোই যেন হাতের

সোনার বলয়টি ছিটকে বেরিয়ে গেল। মনে হল যেন সেটি (বলয়টি) মহারানীর এ আকস্মিক ভয়ের কারণ সন্ধান করতে এধার ওধার ঘুরছে। রাজা দ্রুতবেগে পালঙ্ক থেকে বাঁ পা নিচে নামালেন এবং সেই পদভরে প্রাসাদ কেঁপে উঠল। বেগে নামার ফলে তরবারির ধারে খণ্ডিত জ্যোৎস্নার মতো তাঁর গলার মুক্তার হার ছিঁড়ে সামনে পড়ে গেল। লক্ষ্মীর চুম্বনের ফলে লেগে-থাকা পানের রসে লাল হয়ে যাওয়ার মতোই যেন ঘুমের ঘোরেও ক্রোধে রক্তবর্ণ তাঁর দুচোখের দৃষ্টিতে দিকসমূহের দূরপ্রান্ত পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। আর ক্রোধে তাঁর ত্রিরেখাময় ভ্রূকুটিতে অন্ধকার উৎপাদন করে আবার যেন রাত্রিকাল সৃষ্টি করে দিল। এ অবস্থায় রাজা 'দেবি, ভয় নাই, ভয় নাই' বলতে বলতে সবেগে উঠে পড়লেন। চার দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও যখন তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না, তখন তিনি মহিষীকেই ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

এরপর গৃহদেবতাদের মতো রাতজাগা প্রহরিণীরা তাড়াতাড়ি ছুটে এল, কাছাকাছি যারা শুয়ে ছিল সেই পরিজনেরা জেগে উঠল, আর বুক-কাঁপা সেই ভয় প্রশমিত হল। রানী তখন বললেন,—'আর্যপুত্র! আমি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি। আমি দেখলাম ভগবান শ্রীসূর্যের মণ্ডল থেকে দুটি ছোট্ট ছোট্ট কুমার বের হয়ে এল। জ্যোতির্ময় সেই দুই শিশু যেন অরুণোদয়ে সকল দিক পূর্ণ করে দিল, বিদ্যুৎ-আলোকে উদ্ভাসিত করে দিল সমগ্র জগৎ। তাদের মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ (বাজুবন্ধ), বুকে কবচ। তারা উভয়েই শস্ত্রধারী, বর্ষাকালীন কীটবিশেষের (ইন্দ্রগোপকীট) কান্তিসদৃশ কুঙ্কুমে যেন স্নান করেছে, তখন নিখিলবিশ্ববাসী সকলে উর্ধ্বমুখ হয়ে ও শিরে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তাদের প্রণাম করছে, আর তাদের পিছে পিছে সূর্যদেবের সুষুম্না-রশ্মি থেকে উৎপন্ন চাঁদের মতোই কমনীয়কান্তি, আগত এক কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ দুই কুমার পৃথিবীতে নেমে এল। আর আমি চীৎকার করে কাঁদছি, তা সত্ত্বেও তারা এক শস্ত্র দিয়ে আমার নিম্নোদর বিদীর্ণ করে ভিতরে প্রবেশ করছে। ভয়ে আমার বুক কাঁপছে, তাই আমি আর্যপুত্রকে জোরে ডাকতে জেগে উঠলাম।'

ঠিক এই সময়েই রাজলক্ষ্মীর প্রথম আলাপের মতো স্বপ্নফল ঘোষণা করতেই যেন বহির্দ্বারের কাছে প্রাতঃকালীন শঙ্খ বেজে উঠল! ভাবী সমৃদ্ধি ঘোষণা করেই যেন উচ্চ নিনাদে দুন্দুভি ধ্বনিত হল। দণ্ডাহত হয়ে প্রাতঃকালীন নাকাড়া যেন আনন্দেই উচ্চ ধ্বনিতে বেজে উঠল। রাজার ঘুম ভাঙানোর জন্যে নিয়োজিত বন্দিগণের মুখে উচ্চ 'জয় জয়' ধ্বনি শোনা গেল। অশ্বশালায় রাজার প্রিয় ঘোড়াগুলি মধুর হ্রেষারব করছে। একজন পুরুষ (অশ্বপাল) ধীরে ধীরে ঘুম থেকে উঠে ঘোড়াগুলির সামনে মরকতমণির মতো সবুজ ঘাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঘাসগুলি থেকে হিমজল কণা টপ টপ করে ঝরছে। ঘাস দিতে দিতে সে বক্‌ত্র ও অপরবক্‌ত্র ছন্দে দুটি শ্লোক পাঠ করল।

নিখিলতরুবিকারেণ সম্মণিঃ স্ফুরতা ধাম্না।
শুভাগমো নিমিত্তেন স্পষ্টমাখ্যায়তে লোকে॥ ৩॥

শাখা অধোমুখী হওয়া বা অনুরূপভাবে গাছের বিকৃত অবস্থার দ্বারা গাছের নিচে অর্থভাণ্ডার সূচিত করে, প্রকাশমান প্রভাদ্বারা খাঁটি মণিরত্ন বুঝায়, বিশেষ বিশেষ লক্ষণদ্বারা পৃথিবীতে স্পষ্টই ভাবী মঙ্গলাগম জানা যায়।

অরুণ ইব পুরঃসরো রবিং পবন ইবাতিজবো জলাগমম্।
শুভমশুভমথাপি বা নৃণাং কথয়তি পূর্বনিদর্শনোদয়ঃ॥ ৪॥

পূর্বগামী অরুণ আসন্ন সূর্যোদয় সূচিত করে, প্রবল বাতাস বারিপাত নির্দেশ করে, সেই রকম প্রথম লক্ষণ দ্বারা মানুষের ভাবী মঙ্গল বা অমঙ্গল জানা যায়।

এই শ্লোকদুটি শুনে রাজা হৃষ্টান্তঃকরণে রানীকে বললেন—'দেবি! আনন্দের সময় তুমি বিষণ্ণ হচ্ছ কেন? তোমার উপর গুরুজনদের আশীর্বাদ সফল হয়েছে। আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। আমাদের কুলদেবতাগণ তোমার প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। ভগবান সূর্যদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। শীঘ্রই তিনটি অতি গুণবান সন্তান দিয়ে তোমায় আনন্দ দেবেন।'

এরপর রাজা প্রাসাদের উপর থেকে নেমে যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করলেন। যশোমতীও স্বামীর কথা শুনে খুশি হয়ে উঠলেন।

গর্ভবতী যশোমতীর বর্ণনা

অনন্তর কিছু কাল গত হলে প্রথমেই মহারাজ রাজ্যবর্ধন রানী যশোমতীর গর্ভে সঞ্জাত হলেন। ইনি গর্ভে থাকতেই তাঁর যশেই যেন জননী পাণ্ডুবর্ণা হলেন। তাঁর বীরত্বাদি গুণসমূহের ভারে ক্লান্তা হয়েই যেন আর শরীর বহন করতে সমর্থা হচ্ছেন না। তাঁর কান্তিবিস্তাররূপ অমৃতরসে তৃপ্তা হয়েই যেন আহারে রুচিহীনা হলেন। ধীরে ধীরে গর্ভ বাড়তে থাকে। তার ভারে দেহ তাঁর অলস হয়ে উঠছে। এ সত্ত্বেও দেবতাদের ও গুরুজনদের বন্দনা করতে অগ্রসর হন। গুরুজনদের বারণ সত্ত্বেও তিনি কোনোরকমে সখীদের হাত ধরে আসেন। প্রকৃতপক্ষে সখীরাই তাঁকে হাতে ধরে আনেন। চলতে চলতে পথে তাঁকে বিশ্রাম করতে হয়। তখন তাঁকে পার্শ্ববর্তী স্তম্ভগাত্রে খোদাই-করা পুতুলের মতো দেখাত। চরণকমলের লোভে ভ্রমরেরা ঘিরে রেখেছে বলেই যেন তিনি পা ওঠাতে পারতেন না। তাঁর চরণযুগলের নখকিরণে মৃণালের লোভেই লগ্ন গৃহস্থিত হাঁসেরা যেন তাঁকে চলা শেখাচ্ছে, তাই তিনি অতি ধীরে ধীরে হাঁটেন। মণিময় গৃহভিত্তিতে প্রতিফলিত নিজ মূর্তির হাতের দিকেও তিনি অবলম্বনের লোভে করকমল প্রসারিত করছেন, সখীদের সম্বন্ধে তো কথাই নেই। তিনি মণিময়-স্তম্ভের কিরণমালাকেও সাহায্যের আশায় ধরতে চান, ভবনলতাদের কথা আর কী বলব? গৃহকর্ম করা তো দূরের কথা পরিচারকদের প্রতি আদেশ করতেও সমর্থা হচ্ছেন না। নূপুরভারে ক্লিষ্টপদযুগল দূরে থাক, তিনি মনে মনেও প্রাসাদের উপর আরোহণ করতে সাহস করছেন না। অলংকার তো দূরের কথা, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তিনি বহন করতে পারছেন না। ক্রীড়াপর্বতে আরোহণ করার কথা চিন্তা করতেও তাঁর স্তনদ্বয় কেঁপে উঠত, আতঙ্কে সীৎকার ধ্বনি করতেন। প্রাসাদে আগত গুরুজনদের অভ্যর্থনার জন্যে তিনি স্বয়ং আসন থেকে উঠতে চান। এই তিনি দুই জানুর উপরিভাগে দুই কর-পল্লব রেখে উঠতে চেষ্টা করেন; কিন্তু গর্ভ অর্থাৎ গর্ভস্থিত শিশু যেন গর্বভরে তাঁকে নত হতে দিচ্ছে না।[১] সারা দিন তিনি অধোমুখী হয়ে থাকেন, মনে হয় যেন স্তনপৃষ্ঠে পতিত তাঁর মুখপদ্মের প্রতিবিম্ব দিয়েই পুত্রকে দর্শনের জন্যে অত্যধিক অভিলাষে ভিতরে প্রবেশ করছে। এ ভাবেই প্রসন্নচিত্তে তিনি আগ্রহভরে গর্ভকে দেখেন। রানীর উদরে পুত্র ও হৃদয়ে পতি থাকায় তাঁর রূপ যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। সখীদের কোলে শরীরটি ছেড়ে দিলেন আর পা-দুটো রাখলেন শরীরপরিচারিকাদের কোলে ও সপত্নীদের মাথায়।

রাজ্যবর্ধনের জন্ম

অতঃপর দশম মাস পড়লে তিনি (ভাবী) রাজা রাজ্যবর্ধনকে প্রসব করলেন। পর্বতসমূহের পক্ষচ্ছেদনের মতো সমস্ত ভূপতির পাতনের জন্যে বজ্রের পরমাণু দিয়েই যেন নবজাত রাজ্যবর্ধনের দেহ নির্মিত হয়েছে। ত্রিভুবনের ভার বহনকারী শেষনাগের মতো ইনিও পৃথিবীর ভার বহন ও পালনে সমর্থ হওয়ায় মনে হয় শেষনাগের ফণামণ্ডলের উপকরণ দিয়েই তাঁর দেহ নির্মিত হয়েছে। পর্বতদের মতো সমস্ত রাজাদের কম্পন-জাগনো এ কুমারকে দেখে মনে হয় যেন দিগ্‌হস্তীদের অঙ্গ দিয়ে তাঁর দেহ নির্মাণ করা হয়েছে।

এই বালকের জন্ম হওয়ায় প্রজারা আনন্দে যেন নৃত্যময় হয়ে উঠল। রাজা মহান্ উৎসব করলেন—বহুসংখ্যক শঙ্খের ধ্বনিতে সমস্ত দিক মুখর হয়ে উঠল. বাদকেরা শত শত দুন্দুভি বাজাতে লাগল, তাদের তীব্র শব্দে সব দিক পূর্ণ হয়ে উঠল গম্ভীর ভেরীর শব্দে পরিপূর্ণরূপে জগৎ ভরে উঠল, আনন্দস্ফূর্তিতে উল্লসিত হল. মর্ত্যলোক—রমণীয় হয়ে উঠল এই মহোৎসব। দেখতে দেখতে একমাস অতিক্রান্ত হল. মনে হল যেন একদিন মাত্র।

হর্ষের জন্ম ও জন্মোৎসব

তারপর আরও কিছু কাল গত হল। এল শ্রাবণ মাস। কন্দনফুলের গাছগুলি ফুলে ভরে উঠল, কদম্বের গাছে গাছে মুকুল ধরল, শ্যামল পাতার তৃণগুচ্ছে দৃঢ়মূল হল, রক্তকমলগুলি দৃঢ় হয়ে উঠল। চাতকের চিত্ত উল্লসিত হয়ে উঠল, রাজহংসরা নীরব হল। এমনি সময়ে দেবী দেবকীর হৃদয়ে হর্ষ (আনন্দ) গর্ভে চক্রপাণির (কৃষ্ণের) মতো রানী যশোমতীর হৃদয়ে হর্ষ (প্রসন্নতা) ও গর্ভে চক্রপাণি (হাতে চিহ্ন-যুক্ত) রাজা হর্ষদেব একই সময়ে উৎপন্ন হলেন। প্রজাবর্গের পুণ্যবলেই যেন তাঁর দেহযষ্টি আবার ধীরে ধীরে পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করল। গর্ভারম্ভে সুন্দর স্তনাগ্রভাগের শীর্ষস্থল শ্যামবর্ণ ধারণ করল। কৃষ্ণবর্ণ চুচুকাগ্রভাগযুক্ত পয়োধররূপ কলস (কলস সদৃশ স্তনযুগল) ধারণ করায় মনে হল যেন রানী-যশোমতী রাজচক্রবর্তী হর্ষের পানের জন্যে মুদ্রাঙ্কিত[10] জল ভরা কলস রেখে দিয়েছেন। স্তনযুগলে দুধের জন্যে তাঁর মুখের উপর দীর্ঘ স্নিগ্ধ ধবল দৃষ্টি মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে, মনে হল যেন স্নিগ্ধধবল দুগ্ধ নদী বয়ে চলেছে।[11] গর্ভভারে তাঁর গতি মন্থর হয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন সবরকম মঙ্গলের গুরুভারেই তাঁর চলার ধীরতা। অতি ধীরে ধীরে তিনি চলেন। স্বচ্ছ মণিময় কুট্টিমে (মেঝেতে) পড়ছে তাঁর প্রতিবিম্ব। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী এই প্রতিবিম্ব ধারণের ছলে তাঁর পদপল্লব ধরে আগে থেকেই তাঁর (যশোমতীর) সেবা করতে আরম্ভ করেছেন। সারা দিন তিনি পালঙ্কে শুয়ে থাকেন। উপরে চাঁদোয়ায় অঙ্কিত পুতুলের প্রতিচ্ছবি তাঁর নির্মল কপোলে পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন লক্ষ্মীদেবী তাঁর (রানী যশোমতীর) পুত্রের জন্মগ্রহণের সময়ের প্রতীক্ষা করছেন। রাতের বেলায় প্রাসাদ-সৌধের উপর অর্থাৎ ছাদে গিয়ে তিনি শুয়ে পড়তেন। গর্ভভারের ক্লেশে তিনি বুকের উপর থেকে আবরণবস্ত্র সরিয়ে ফেলতেন। তখন তাঁর স্তনমণ্ডলের উপর আকাশস্থ চন্দ্রবিম্বের প্রতিচ্ছবি পড়ত। তাতে মনে হত গর্ভের উপরে কেউ যেন রাজকীয় চিহ্নস্বরূপ শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করেছে। তারপর নিবাসগৃহে শয়নকক্ষে যখন তিনি শুয়ে পড়েন, তখন কক্ষের চিত্রযুক্ত ভিত্তিতে অঙ্কিত চামরধারিণীরাও যেন তাঁকে

চামর দিয়ে বীজন করতে থাকে। যখন তিনি ঘুমিয়ে থাকেন তখন স্বপ্নে দেখেন যে চার দিগ্‌গজই শুঁড় দিয়ে পদ্মপত্রের পুটে-ধরা জল দিয়ে তাঁর অভিষেক করছে। যখন জেগে থাকেন, তখন প্রাসাদের চন্দ্রশালায় কাঠের-তৈরি পুতুলগুলি যেন পরিজন হয়ে বারবার জয়ধ্বনি করে। ভৃত্যগদের ডাকা হলে, "আদেশ করুন'—এমন অশরীরী বাণী যেন বের হয়ে আসত। খেলার ছলেও তিনি নিজের আদেশ লঙ্ঘন করা সহ্য করতে পারেন নি। আবার চার সমুদ্রের একত্র সংগৃহীত জলরাশিতে তাঁর স্নান করার ইচ্ছা হত। সমুদ্রতটের বনলতাদের রচিত নিকুঞ্জের মধ্যে সৈতকভাগের সমীপবর্তী ভূমিতে বিচরণ করতে তাঁর হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা হত। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তাঁর ভ্রূযুগল বিলাসমধুর হয়েই চলত—দৃষ্টিতে কোনোরকম উদ্বেগ বা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হত না। অর্থাৎ বিপৎকালেও তিনি স্থিরচিত্তা ছিলেন। কাছেই মণিময় মুকুর থাকা সত্ত্বেও তিনি কোষমুক্ত তরবারির উজ্জ্বল ফলকেই তাঁর মুখ দেখার অত্যধিক আগ্রহ হত। বীণাযন্ত্র দূরে সরিয়ে রেখে স্ত্রীজনবিরুদ্ধ ধনুষ্টংকার ধ্বনি তাঁর কানে সুখকর বোধ হত। পিঞ্জরে আবদ্ধ তাঁর চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। গুরুজনদের প্রণাম করার সময় তাঁর মাথা যেন নিশ্চল হত, তারপর কোনোরকমে তা নত করতেন। তাঁর আসন্নপ্রসবরূপ মহোৎসবের বিষয় চিন্তা করে সখীদের চোখগুলি আনন্দে বিস্ফারিত হয়ে উঠত এবং উৎসবের উপলক্ষে গৃহটিকে ধবল বর্ণে রঞ্জিত করে দিত। পরে বিকসিত কুমুদ, কমল ও নীলোৎপলের দলসমূহের বর্ষণদ্বারা সমস্ত দিকে গর্ভরক্ষার জন্যে পূজাবিধি সম্পন্ন করত। নিরন্তর এই পূজায় রত হয়েই তাঁরা (সখীরা) ক্ষণকালের জন্যেও তাঁর পার্শ্ব ত্যাগ করত না। স্ব স্ব স্থানে অবস্থানকারী নানারকম ঔষধযুক্ত বড়ো বড়ো পর্বত যেমন ধরণীকে ধারণ করে, তেমনি আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে নিজনিজ স্থানে বসে নানা রকম ঔষধ নিয়ে বড়ো বড়ো চিকিৎসকেরা রানী যশোমতীর ধৈর্য রক্ষা করছিলেন। সমুদ্রের হৃদয়ের মতো লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভূত উত্তম রত্নখণ্ডসমূহ রানীর কণ্ঠসূত্রের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বেঁধে দেওয়া হল।

তারপর জ্যৈষ্ঠ মাস এল। কৃষ্ণপক্ষ। কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী তিথি। সন্ধ্যাকাল অতীত হয়েছে। রাত্রির যৌবনকাল আরম্ভ হচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ অন্তঃপুরে মেয়েদের কোলাহল উঠল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল স্বয়ং রানী যশোমতীর হৃদয়তুল্যা সুযাত্রা নামে ধাত্রীকন্যা। ছুটে গিয়ে সে রাজার চরণতলে প্রণাম করল আর বলল, —'মহারাজ! অতি সৌভাগ্যের বিষয়। দ্বিতীয় কুমার জন্মগ্রহণ করেছেন।'—এই বলে পারিতোষিক রূপে পূর্ণপাত্র ১১ আহরণ করল।

এই সময়ে রাজার অতিপ্রিয় ও হিতকারক তারক নামে জ্যোতিষী এলেন। ইতিপূর্বে শত শত ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রত্যক্ষ করিয়ে নিজের প্রভাব দেখিয়েছিলেন। গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিষয়ে নানা তথ্য গণনা করে জ্যোতিষশাস্ত্রের সংকল্প করেছেন; সমস্ত গ্রহ-সংহিতাগ্রন্থের পারদর্শী ছিলেন। সমস্ত জ্যোতিষীদের পূজিত, ত্রিকালজ্ঞ, ভোজকজাতীয় এই জ্যোতিষী রাজার কাছে এসে নিবেদন করলেন,—'মহারাজ শ্রবণ করুন। শোনা যায়, ব্যতীপাতাদি সবরকম দোষরহিত এমনই লগ্নে মান্ধাতা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তখন রাশিচক্রে এমনি ভাবেই সব গ্রহই উচ্চস্থানগত ছিল। তারপর এ সময়ের মধ্যে রাজচক্রবর্তীর জন্মলাভের উপযোগী এমন দ্বিতীয় কোনো শুভ

যোগ আর হয় নি। আপনার এই পুত্র সাতটি চক্রবর্তী নৃপতির অগ্রগণ্য, চক্রবর্তী চিহ্নযুক্ত ও মহারত্নের পাত্র। তিনি সাত সমুদ্রের পালক ও সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ও সূর্যের মতো তেজস্বী হবেন।'

এ সময়ে কেউ না বাজালেও শঙ্খ নিজেই উচ্চ ও মধুর ধ্বনিতে বেজে উঠল। বাজাবার জন্যে দণ্ডাঘাত না করলেও দুন্দুভি বিক্ষুব্ধ সমুদ্রজলের গর্জনের মতো গম্ভীর অভিষেককালীন নির্ঘোষে বেজে উঠল। অনাহত হয়েই মঙ্গলতূর্য আপনা-আপনি রণ রণ করে বেজে উঠল। সারা পৃথিবীকে অভয়দানের ঘোষণার জন্যে ঢোলবাদ্যের মতোই যেন তূর্যধ্বনির প্রতিশব্দ দিগ্‌দিগন্তরে ঘুরতে লাগল। রাজকীয় ঘোড়াগুলি উল্লাসে ঘাড়ের কেশরজটা সঞ্চালিত করতে লাগল। চমৎকার ঠাট দেখিয়ে তারা সবুজ দূর্বাঘাসের গ্রাস মুখে তুলেছে। তাতে মুখের পুট প্রশস্ত হয়েছে। এ অবস্থায় খুশি মনে তারা হ্রেষাধ্বনি করতে লাগল। হাতির দল বিলাসভঙ্গিতে শুঁড় ঊর্ধ্বে তুলে যেন নৃত্য করছে এমনিভাবে শ্রুতিসুখকর গর্জন করতে লাগল। অচিরেই মদিরামোদ-সুবাসিত দিব্য বায়ু বইতে লাগল, মনে হল যেন হর্ষের জন্ম হওয়ায় লক্ষ্মী চক্রধর বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করে মদিরার পরিমলে সুরভিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের যজ্ঞশালাগুলিতে সমিধ ছাড়াই যজ্ঞিয় অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে সে আগুনের দক্ষিণমুখী শিখাকলাপে শুভাগম সূচিত হচ্ছে। গলদেশে সোনার-শিকল-বাঁধা মহানিধি ভরা বহু কলস মাটির তল ভেদ করে উপরে উঠতে লাগল। প্রাসাদচত্বরে মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্র ঢোলপ্রভৃতি বাজানো হতে লাগল, তারই শব্দ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। মনে হল যেন দিক-পালেরাও তূর্যধ্বনির ছলে হর্ষের জন্মগ্রহণে আনন্দে কোলাহল করে রাজার সৌভাগ্যবৃদ্ধি ঘোষণা করতে লাগল। ঠিক সেই ক্ষণেই শুক্লবস্ত্রপরিহিত সত্যযুগের প্রজাপতিরা যেমন ব্রহ্মাকে অগ্রণী করে প্রকাশিত হয়েছিলেন, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত ব্রাহ্মণেরাও তেমনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে নবজাত প্রজা রাজপুত্র হর্ষের অভ্যুদয়কামনায় এসে উপস্থিত হলেন। শান্তিজল ও ফল হাতে নিয়ে সাক্ষাৎ ধর্মের মতো পুরোহিত এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন। প্রাচীন মর্যাদার মতোই যেন বন্ধুবান্ধব ও বৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে সমাগত দেখা গেল। হর্ষের জন্ম-উপলক্ষ্যে কারাগারের বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকায় তাদের দীর্ঘ গোঁফ-দাড়িতে তাদের মুখ জটিল হয়ে উঠেছে। ময়লা কাদার দাগে তাদের দেহ কালো হয়ে গিয়েছে। মুক্তি পেয়ে 'আমি আগে', 'আমি আগে', এ ভাবে তারা ব্যবস্থা ভেঙে ছুটে যেতে লাগল; মনে হল যেন হর্ষের জন্মগ্রহণে ভীত হয়ে পালায়নপর কলিকালের বান্ধবেরা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি পালাচ্ছে।[১] লোকেরা আনন্দে দোকানপাট লুট করে নিয়ে গেল। তখন সেগুলিকে ভেঙেচুরে দূরে ফেলে দেওয়া অধর্মের শূন্য শিবিরশ্রেণীর মতো দেখাচ্ছিল।[২] নাচের ভঙ্গি করে ঊর্ধ্বমুখ বামন ও বধির লোকদের সঙ্গে নিয়ে বহুসংখ্যক ছোটো বড়ো বালকবালিকাদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূত সাক্ষাৎ মাতৃকাদেবীদের মতোই বৃদ্ধা ধাত্রীরা (ধাইমা) আনন্দে নাচতে লাগল। এদিকে রাজপুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে মহোৎসব আরম্ভ হল—এই উৎসবে রাজপরিবারের বিশেষ মর্যাদা উপেক্ষিত হল। দ্বারপালের ভীষণ আকৃতিকে কেউ গ্রাহ্যই করল না, বেত্রধারীর বেত্র লোকেরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল, অন্তঃপুরে প্রবেশে কারও কোনো

অপরাধবোধ থাকল না (অর্থাৎ অন্তঃপুর সকলের কাছেই উন্মুক্ত হল), প্রভু ও ভৃত্য সব একাকার হয়ে গেল, শিশু ও বৃদ্ধের মধ্যে পার্থক্য রইল না, শিষ্ট ও অশিষ্ট লোক সব এক হয়ে পড়ল। কে মাতাল, আর কে মাতাল নয় এ বিভেদ করা কঠিন হয়ে পড়ল, কুলবধূ ও বারবনিতাদের কথাবার্তা ও বিলাসভঙ্গী সমান হয়ে পড়ল,—সমগ্র রাজধানীর লোকজন সব নেচে উঠল।

পরদিন থেকে আরম্ভ করে চারদিক থেকে সামন্ত রাজাদের অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারা হাজারে হাজারে নাচতে নাচতে আসছে দেখা গেল, মনে হয় যেন সকল দিক থেকে একের পর এক স্ত্রীরাজ্য[১৭] প্রবল বেগে ছুটে আসছে। মহিলাদের খনি (গহবর) যেন উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে; ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নী যেন উপস্থিত হয়েছে; অপ্সরারা যেন পৃথিবীতে নেমে এসেছে, তাদের পিছনে পিছনে চলেছে ভৃত্যেরা—তাদের একদল বড়ো বড়ো করণ্ডকের মধ্যে স্নানীয় চূর্ণ পরিব্যাপ্ত পুষ্পমালা সমূহ বয়ে আনছে, আর একদল শ্বেতপাথরের টুকরোর মতো স্বচ্ছ কর্পূরখণ্ড দিয়ে পূর্ণ করা বহুসংখ্যক পাত্র নিয়ে আসছে, আর-একদল আসছে সুবাসিত কুঙ্কুমচূর্ণে-ভরা মণিময় পাত্ররাশি নিয়ে। আবার আর-এক দল নিয়ে আসছে শত শত হাতির দাঁতের পেটিকা,—তাতে চন্দনের মতো শুভ্র সুপারির ফালিতে সাজানো পেটকাগুলিকে দন্তুর বলে মনে হয়, আর সেই সঙ্গে আম্রতেল মাখানো খদিরের চিকন কেশরজাল। কোনো দল নিয়ে আসছে লাল ও পাটল বর্ণ ছোটো ছোটো পেটিকা, সে সব পেটিকায় রয়েছে সিঁদুর ও সুবাসিত চূর্ণ,—ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছে আর পারিজাত-সুগন্ধ পান করছে। তারা আরও নিয়ে আসছে অনেক অনেক পানগাছ—পানগাছের লতা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশটি করে পানের বিড়া। এমনিভাবে অগণিত ভৃত্যবাহিনী আসছে। এরা নাচতে নাচতে আসছে। মাটিতে তাদের দ্রুত পাদপ্রক্ষেপে পায়ের নূপুর মুখর হয়ে উঠেছে, আর নূপুরঝঙ্কারে দশদিক প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হচ্ছে।

ধীরে ধীরে উৎসবের আনন্দ বাড়তে লাগল। কোনো স্থানে নাচে অনভ্যস্ত প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে এমন, লজ্জাশীল, কুলীন নব্যযুবকেরা লাস্যদ্বারা মহারাজের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করছে, কোথাও নিম্নশ্রেণীর দাসীরা মদমত্তা হয়ে রাজা প্রভাকরবর্ধনের প্রিয়জনদের টানাটানি করছে দেখে তিনি মনে মনে ঈষৎ হাস্য করছেন। কোথাও রাজধানীর মদিরামত্তা কুট্টনীদের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ কুলীন সামন্ত নৃপতির নাচ দেখে মহারাজ জোরে হেসে উঠছেন, আবার কোথাও মহারাজের চোখের সংকেতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে দুষ্ট দাসীপুত্রেরা নিজ নিজ গান গেয়ে গেয়ে সচিবদের গোপন প্রণয়লীলা-বৃত্তান্ত প্রকাশ করে দিচ্ছে। কোথাও বা মদিরামত্তা ঘটজলবাহিকারা বৃদ্ধ সন্ন্যাসীদের গল-লগ্ন হয়ে আলিঙ্গন করছে দেখে লোকদের মধ্যে হাসির রোল উঠেছে; কোথাও ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিট ও নিম্নশ্রেণীর দাসেরা আপসে অত্যধিক উচ্ছৃংখল হয়ে পরস্পরের প্রতি অশ্লীল গালাগালির যুদ্ধ আরম্ভ করছে। কোথাও রাজার অন্তঃপুরমহিলারা অন্তঃপুররক্ষী কঞ্চুকীদের জোর করে নাচাচ্ছে[১৮] আর নাচ দেখে উচ্ছিষ্টভোজী কিংকরীরা খুব স্ফূর্তি পাচ্ছে। উৎসবে পুঞ্জীভূত ফুলের যেন ফোয়ারার ধারা ছুটছে, পারিজাতকুসুমের সুগন্ধ থেকে মনে হচ্ছে যেন নন্দনবনের আবির্ভাব হয়েছে, চারদিকে কর্পূরের ধূলি যেন শিশিরকণারাশি, পটহের অর্থাৎ নাকাড়ার উচ্চরব যেন উচ্চ অট্টহাস্য। উচ্চ কোলাহলে মনে হয় যেন অমৃতমন্থনের

কলরোল, গোপীগণ সহ কৃষ্ণেররাসলীলার[১৭] মতো মণ্ডলাকার নারীপুরুষের খেলায় মনে হচ্ছে যেন জলের আবর্ত চলছে, অলংকারের রত্নকিরণে যেন রোমাঞ্চ উঠছে, কপালে চন্দনের তিলককে মনে হচ্ছে বস্ত্রের পট্টি বাঁধা হয়েছে ; প্রতিধ্বনিতে মনে হচ্ছে যেন তা মূল শব্দেরই উৎপন্ন সন্তান। প্রসন্নতার সঙ্গে দানদক্ষিণায় যেন উৎসবের অংকুর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে।

উৎসবে হাজার হাজার যুবা ক্রীড়ারসে মেতে উঠল। তাদের গলায় ঝুলছে বকুল-ফুলের মালা। গলায়-কেশর কম্বোজদেশীয় অশ্ব যেমন পা ফেলে মাটিতে আঘাত করে, ক্রীড়ামত্ত নব্যযুবারাও তেমনি মাটির উপর দুর্দান্তভাবে লাফালাফি করছে, চঞ্চলনেত্র হরিণদের মতো যেন উড়ে চলছে, আর সাগররাজার ষাটহাজার পুত্রেরা যেমন ভারি ভারি কঠিন কোদাল দিয়ে পৃথিবী খনন করেছিল, এখানেও হাজার হাজার যুবক উদ্দণ্ড লাফালাফিতে পায়ের নির্দয় আঘাতে যেন পৃথিবীকে খুঁড়ে ফেলছে। চারণেরা করতালির সঙ্গে সঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে থাকলে তাদের পদাঘাতজনিত কম্পন পৃথিবী কোনোরকমে সহ্য করছেন। খেলায়-মত্ত রাজকুমারেরা পরস্পরকে আঘাত করতে থাকলে তাদের অলংকারস্থিত মুক্তাফলগুলি ছিটকে ছিঁড়ে পড়তে লাগল। সিঁদুরের রেণুতে জগৎ লালে লাল হয়ে উঠেছে, যেন হিরণ্যগর্ভের গর্ভরুধিরে দশদিক রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। সুগন্ধি চূর্ণরাশির ধূলিসমূহে গগনতল এমন শোভা ধারণ করেছে, মনে হয় যেন স্বর্গস্থা মন্দাকিনীর সহস্র সহস্র বালুকাময় তটস্থল প্রকটিত হয়েছে। চারিদিকে বিকীর্ণ পিষ্টতকের (সুগন্ধিত চূর্ণের) ধূলিতে হলদে রোদে দিনগুলি মনে হচ্ছে যেন জগৎ কম্পিত হওয়ায় খসে-পড়া ব্রহ্মার কমলকেশরের পরাগরাশি রঞ্জিত হয়েছে।

পরস্পরে ধাক্কাধাক্কি-হুড়োহুড়ির ফলে ছিন্ন হার থেকে মুক্তাফল পড়ে যাওয়ায় লোকেরা সেখানে স্খলিত হয়ে (পিছলিয়ে) পড়ছে।

নানা-স্থানে বারবনিতারা নাচতে লাগল। নানারকম বাদ্যের তালে তালে তাদের নৃত্য চলল। হাত দিয়ে মৃদুমন্দ ধ্বনি তুলে লম্বা ধরণের মৃদঙ্গ (খোল) বাজানো হচ্ছে ; মধুর রাগিণীতে বাঁশি বাজানো হচ্ছে ; ঝল্লরী-নামে করতাল বিশেষের ঝনঝন্ শব্দ হচ্ছে, তারসংযুক্ত ছোটো ঢোলক বাজানো হচ্ছে আর ঢপঢপ শব্দ হচ্ছে, নিম্নমুখী অলাবুবীণা (তুম্বী) বাজানো হচ্ছে ; কাঁসা নির্মিত মোটা ও হালকা করতালের মধুর কনকন শব্দের সঙ্গে বড়ো বড়ো ঢাকের বাদ্য হচ্ছে, আর সমকালে অনুচ্চ শব্দে হাতে তালি দেওয়া হচ্ছে, বারাঙ্গনাদের নাচের সঙ্গে চার-রকমের মিশ্রিত বাদ্য বাজছে। তাদের পায়ে পায়ে অলংকারের ঝন ঝন শব্দ হচ্ছে, তারা যেন সচেতন হয়ে নাচের তাল ও লয়ের অনুসরণ করে বাজছে। আনন্দে মধুর কোমল অস্পষ্ট ধ্বনিকারী কোকিলাদের মতো মদিরার নেশায় অস্পষ্ট মধুর কোমল আলাপে লম্পটদের কানে অমৃতবর্ষণ করে তারা গ্রাম্য অকথ্য কথার গান করতে লাগল। তাদের সকলেরই মাথায় ফুলেরমালা শোভা পাচ্ছে, কানে কিশলয়পল্লব, কপালে চন্দনের তিলক। বহুসংখ্যক বলয়সংযোগে মুখর বাহুলতাগুলিকে উপরের দিকে তুলে তারা যেন সূর্যদেবকে আলিঙ্গন করছে। সারা দেহে কুংকুম মাখায় মনোরম হয়েছে তারা, আনন্দে উচ্ছল হয়েছে তারা, যেন সারা দেহে কুংকুম মাখিয়ে উচ্ছল কাশ্মীরী তরুণী ঘোটকী। নিতম্ববিম্ব (মণ্ডল) পর্যন্ত লম্বিত রক্তবর্ণ কুরণ্টক পুষ্পের শিরোমালায় তারা এমন শোভা ধারণ করেছে,

মনে হচ্ছে তারা যেন কামাগ্নিতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। আবার সিন্দুর রেখায় তাদের মুখের আকৃতি এমন হয়েছে যে মনে হচ্ছে যেন অপ্রতিহতশাসন কামদেবের আদেশপত্রে সিঁদুর মাখিয়ে মুদ্রাঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছে (ছাপ মারা হয়েছে)। কামুকেরা তাদের উপর মুঠো মুঠো কর্পূর ও পিষ্টাতকের সুরভিত চূর্ণ ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেই সুগন্ধিত ধূলিতে নৃত্যবিলাসিনীদের সারা দেহ শুভ্র হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন এরা যৌবন মনোরথের চলার সড়ক (পথ)। অনেক অনেক ফুলের মালা দিয়ে তারা তরুণরাজির উপর প্রহার করছে, তাতে মনে হচ্ছে যেন তারা মহোৎসবের দ্বারপালিকা সেজেছে।

নৃত্যরতা বারাঙ্গনারা যেন মদনরূপ চন্দনগাছের লতা। লতায় দুলছে কুণ্ডলের মতো নব কিসলয়, তেমনি তাঁদের (বারাঙ্গনাদের) কানে দোলে নব কিশলয়ের মতো কুণ্ডল। রমণীয় পদযুগলে নূপুরের মধুর নিক্কণে মুখর তারা শৃঙ্গার-রস-রূপ সাগরের রূপ-সাগরের উচ্ছল তরঙ্গাবলীর মতো দর্শনীয় হয়ে উঠল, সে তরঙ্গমালা কমনীয়গতি হাঁসের কলধ্বনিতে মুখরিত হল। আনন্দের ছেলেখেলার মতো তারা বাচ্যাবাচ্যবিবেকশূন্য হয়ে গেল। পণ্যবিলাসিনীরা নৃত্য করছে—নাকাড়ার উচ্চ রবে রোমাঞ্চিত হয়েছে তাদের দেহ। তারা দেহসজ্জার ফুলের পরাগ ছড়িয়ে দিচ্ছে সব দিকে, যেমন নাকাড়ার মতো মেঘের শব্দে উৎকণ্টকিত কেতকীকুসুমেরা রেণু বিকিরণ করে। সারাদিন তাদের মুখ বিকসিত পদ্মফুলের মতো হর্ষোৎফুল্ল ছিল, আবার রাতের বেলায়ও তাদের মুখ কুসুমপুষ্পের মতো বিনিদ্র ছিল। ওঝারা (বিষ-ভূতাদি চিকিৎসক) যেমন ভূতগ্রস্ত স্ত্রীলোকদের ঘিরে থাকে, সামন্ত নৃপতিরা তেমনি তাদের (বারাঙ্গনাদের) ঘিরে ছিল। প্রীতি (ভালোবাসা) যেমন সকলের হৃদয় হরণ করে, তারাও তেমনি সকলের মন আকর্ষণ করেছিল। গান যেমন মধুর স্বর প্রকটিত করে, তারা আবার তেমনি কামনাকে উদ্দীপিত করেছিল। পুষ্টির মতো তারাও আনন্দ দিয়েছিল, তারা মদকেও যেন মাতাল করছিল, অনুরাগকে যেমন অধিকতর অনুরঞ্জিত করেছিল; আনন্দকেও যেন আনন্দিত করছিল, নৃত্যকেও যেন উৎসবে মত্ত করছে। কটাক্ষে দর্শনের বেলায় তারা যেন নেত্র-প্রান্তরূপ শুক্তি দ্বারা (ঝিনুক দিয়ে) পান করছে। ভর্ৎসনা করার বেলায় তারা অঙ্গুলির নখের কিরণ-রজ্জুতে যেন বন্ধন করছে। প্রণয়কোপের অভিনয়ে তারা যেন ভ্রূলতার ভঙ্গিতে প্রহার করছে, প্রেমালাপ যেন সমগ্র শৃঙ্গাররস বর্ষণ করছে, বার বার চক্রাকারে ঘূর্ণনের মধ্যে তারা যেন সকলের মধ্যে কামবিকার ছড়িয়ে দিচ্ছে—এভাবেই বার-বিলাসিনীরা হর্ষের জন্মোৎসবে নৃত্য করছে।

অন্যত্র সামন্ত নৃপতিবৃন্দের মহিষীরা নানা বিলাসভঙ্গীতে নৃত্য আরম্ভ করলেন। তাদের চলার জন্যে বেত্রধারী কঞ্চুকীদের বেত্রাঘাতের ভয়ে লোকেরা দূরে দূরে সরে স্থান করে দিচ্ছে, নৃত্যরতা রাজমহিষীদের কল্পতরুতলে বিচরণশীলা বনদেবীদের মতো মনে হচ্ছিল। তাদের কেউ কেউ কাঁধের দুধার দিয়ে ঝুলানো লম্বা চাদরের (ওড়নার) দু প্রান্ত দুহাতে ধরে এমন করে নাচছে, যে মনে হচ্ছে যেন তারা বিশেষ ভঙ্গিমায় দোলনায় উঠে আনন্দে দুলছে। নৃত্যরতা সেই রানীদের কারো কারো সোনার কেয়ূরের কোণে লেগে তাদের রেশমী চাদর ছিঁড়ে গেছে। নাচের গতিতে সেই চাদরে ঢেউ উঠছে এবং সেই রানীদের এক-একটা নদীর মতো মনে হচ্ছে, যার প্রবাহ চক্রবাক-চক্রবাকীদের দ্বারা দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। রাজমহিষীদের মধ্যে আবার কেউ কেউ হাতে চামর নিয়ে দোলাচ্ছেল (সবই নাচের ভঙ্গিতে); সেই শ্বেত চামরের কেশ-

গুচ্ছে 'ত্রিকণ্টক' নামে কাণের অলঙ্কার আটকে গেল। তখন তাদের বিশাল কটাক্ষ সেদিকে সেই কর্ণালঙ্কারে পড়েছে। এ অবস্থায় তাদের সরোবরের মতো রূপ ধারণ করছে—সে সরোবরে হাঁসেরা নীল পদ্মগুলিকে আকর্ষণ করছে। নৃত্যরতা কোনো কোনো রাজরানীর চঞ্চল চরণযুগল থেকে ঘর্মসিক্ত আলতার লাল লাল বিন্দু পড়ছে, আর তাতে গৃহভিত্তিতে চিত্রিত শুভ্র হাঁসগুলি লাল রঙে রঞ্জিত হচ্ছে—মনে হয় যেন শারদ পূর্ণিমার সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত চন্দ্রমণ্ডলের শোভা দৃশ্যমান হচ্ছে। রাজমহিষীরা শারদ জ্যোৎস্নাধবল রজনীর রূপ ধারণ করছে। আবার এদিকে বৃদ্ধ কঞ্চুকীদের নিয়ে রানীদের মজার খেলা—তাদের সোনার কাঞ্চীদাম কঞ্চুকীদের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। ফলে তারা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং তাদের মুখ বিকৃত হয়ে পড়েছে। ফলে তারা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং তাদের মুখ বিকৃত হয়ে পড়েছে। তাই দেখে রানীদের ভ্রূযুগল আনন্দরঙ্গে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তাদের প্রসারিত বাহুপাশযুগলকে মনে হয় যেন কামদেবের জাল (ফাঁদ)।

চারদিকে নৃত্যপরা রমণীদের পা থেকে গলে-পড়া আলতায় রাস্তা হয়েছে মাটি, যেন অনুরাগে লাল হয়ে উঠেছে ভূমি। উজ্জ্বল স্তনমণ্ডলসমূহ দ্বারা মহোৎসব যেন মঙ্গলকলসময় হয়ে উঠছে। তাদের ভুজলতাসমূহের সঞ্চালনে জীবজগৎ যেন মৃণাল বলয়ময় হয়ে শোভা পাচ্ছে। সমুদ্ভাসমান মৃদু মন্দ হাসিতে-বিলাসে সময়টি যেন বিদ্যুম্ময় করা হয়েছে। চঞ্চল নয়নরাশির রশ্মিতে দিনটি যেন কৃষ্ণসারময় হয়ে গেল। কানের অলঙ্কাররূপে-পরা শিরীষকুসুমের সমুচ্ছল স্তবকরাশিতে দিনের রোদ যেন শুক পাখির সবুজ পুচ্ছময় হওয়ার মতো হরিৎছটায় মনোরম হয়ে উঠল। নৃত্যরতা রমণীদের কেশপাশ (খোপা) থেকে খসে-পড়া তমালেরকিশলয়ে আকাশ যেন কজ্জলময় দেখাচ্ছিল। ঊর্ধ্বে উত্তোলিত রমণীদের করপল্লবরাশিতে সৃষ্টি যেন কমলিনীময় হয়েশোভিত হচ্ছে। আভরণখচিত রত্নসমূহের ইন্দ্রধনুর মতো দ্যুতিতে সূর্যের কিরণমালা যেন নীলকণ্ঠ-পাখির পাখার মতো ঝকঝক করছে। নৃত্যরতা রমণীদের অলঙ্কারগুলির ঝুনঝুন রবের প্রতিধ্বনিতে দিকসমূহ যেন কিঙ্কিণীময় (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাযুক্ত) হয়ে ঝনঝন ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরাও উন্মত্তা রমণীদের মতো চীৎকার করছে। অতি বৃদ্ধ লোকেরাও ভূতগ্রস্ত মানুষদের মতো লজ্জারহিত হয়ে পড়ল। বিদ্বান লোকেরাও মাতালের মতো আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ল। নাচার ইচ্ছায় মুনির মনও অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়ল। রাজা প্রভাকরবর্ধন ব্রাহ্মণদের, দরিদ্র ও অনাথ লোকদের সর্বস্ব দান করে দিলেন। দিকে দিকে লোকেরা কুবেরের ভাণ্ডারের মতো বিপুলপরিমাণ ধনরাশি লুট করে নিল।

শিশু হর্ষ

এইভাবে মহোৎসব সমাপ্ত হল। পরে ধীরে ধীরে দিন যেতে থাকলে হর্ষও ক্রমশঃ বড়ো হতে লাগলেন। তিনি ধাই মার আঙুল ধরে পাঁচ-ছয় পা চলতে থাকেন। তখন তাঁর মাথায় রক্ষা-সর্ষপ রাখা হল। সর্ষপদানা মাথা থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল যেন সেগুলো তাঁর অন্তর্নিহিত প্রত্যাপাগ্নির বিস্ফোরিত স্ফুলিঙ্গরাশি। গোরোচনায় পিঙ্গলবর্ণ হয়েছে তাঁর দেহ। তাতে যেন তাঁর স্বাভাবিক ক্ষাত্র তেজ উদ্ভাসিত হচ্ছিল। সোনায় মোড়া ব্যাঘ্রনখের বেশ বড়ো এক সারিতে তাঁর গলদেশ অলংকৃত করা হয়েছিল, মনে হয় যেন তাঁর বুকের দর্পের অঙ্কুর

ফুটে বেরুচ্ছে। তাঁর প্রথম অস্পষ্ট আধো-আধো বুলিতে যেন ধীরে ধীরে সত্যগুণের অর্থাৎ বেদমন্ত্রের আরম্ভ ওঁ-কার উচ্চারণ করছেন। কুসুমরাশি যেমন রূপে গন্ধে ভ্রমরকুলকে আকর্ষণ করে শিশু হর্ষও তেমনি তাঁর অকারণ মৃদুমধুর হাসিতে বন্ধু-বান্ধবগণের মন মোহিত করতেন। মাতা যশোমতীর কলসসদৃশ স্তনযুগলের দুগ্ধ বিন্দুসমূহের সিঞ্চনে হর্ষদেবের মুখকমলে মৃদু হাসি ফুটে উঠত, আর সঙ্গে সঙ্গে নবাঙ্কুরের মতো শুভ্র ক্ষুদ্র দন্তরাজিতে সেই মুখকমল যেন আরও অলংকৃত হয়ে উঠত।[১৯] অন্তঃপুরমহিলারা নিজেদের চরিত্রের মতোই যেন শিশু হর্ষদেবকে রক্ষা করেছিলেন। মন্ত্রিবর্গ গুপ্ত মন্ত্রের মতোই যেন তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। কুলীন রাজপুত্রগণ বা অনুরূপ স্বজনবর্গ সদাচারের মতোই যেন তাঁকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখছিলেন। জ্ঞাতিরা তাঁকে আপন বংশমর্যাদার মতোই যেন পরিবর্ধিত করছিলেন। প্রাসাদের রক্ষিপুরুষেরা তাঁকে শস্ত্ররূপে পিঞ্জরে সিংহশিশুর মতোই যেন আটক করে রাখছিল। রাজ্যবর্ধন তখন ছয় বছরে পড়েছে। এ সময়ে নারায়ণ যেমন প্রলয়কালে পৃথিবীকে স্বীয় উদরে ধারণ করেন, তেমনি রানী যশোমতী দেবী রাজ্যশ্রীকে গর্ভে ধারণ করলেন।

রাজ্যশ্রীর জন্ম

প্রসবের দিন পূর্ণ হলে সরোবর যেমন দীর্ঘ রক্তবর্ণ নাল ও মূল সহ কমলিনীর উৎপাদন করে, বর্ষাকাল যেমন হাঁসের মধুর স্বরযুক্ত শরৎকালের সৃষ্টি করে, বসন্ত-শোভা যেমন কুসুমমনোহর অরণ্যরাজির সৃষ্টি করে, আকাশ যেমন প্রচুর সুবর্ণে দেদীপ্যমান ধনবৃষ্টি করে, সাগরবেলা যেমন প্রভাময়ী রত্নপংক্তি প্রকাশ করে, প্রতিপৎ তিথি যেমন সকল লোকের নয়নানন্দদায়িনী চন্দ্রকলা উৎপন্ন করে, শচী যেমন সহস্র-লোচন দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শনীয়া কন্যা জন্ম দিয়েছিলেন, মেনা (মেনকা) যেমন সমস্ত পর্বতদের প্রার্থিত পার্বতী অর্থাৎ গৌরীকে উৎপন্ন করেছিলেন, রানী যশোমতীও তেমনি দীর্ঘ, রক্তবর্ণ কমলনয়না কন্যা প্রসব করলেন। শরৎকালের হাঁসের স্বরের মতোই তার কণ্ঠ মধুর ছিল; কুসুমসুকোমল তার অঙ্গ, তিলসুবর্ণ পুষ্পের মতো দীপ্তিমতী, সুবর্ণবৎ উজ্জ্বলা, সকল লোকের নয়নানন্দকারিণী, সহস্র লোকের দর্শনযোগ্যা, বিবাহার্থে সমস্ত রাজাদের প্রার্থনীয়া এক কন্যা প্রসব করলেন। দুই পুত্রের উপর নবজাত এ কন্যাটি নিয়ে রানী অত্যধিক সুন্দর শোভা প্রাপ্ত হলেন, মনে হল যেন দুই স্তনের উপর এক লহর মুক্তার হার পরেছেন।

যশোমতীর ভ্রাতুষ্পুত্র ভণ্ডি

এ সময়ে দেবী যশোমতীর ভাই আট বৎসর বয়সের নিজ 'ভণ্ডি'-নামক পুত্রকে দুই রাজকুমারের অনুচর রূপে সমর্পণ করলেন। তার কুটিল কাকপক্ষ ও ময়ূরপুচ্ছবৎ শিখা বাতাসে উড়ত। আর মাথাটি মহাদেবের হুংকার-জাত আগুনের ধূম্ররাজিতে যেন আবেষ্টিত ছিল। তাতে মনে হত যেন কামদেব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এসেছেন। তার এক কানের ইন্দ্রনীলমণির কুণ্ডলে শরীরের অর্ধাংশ কালো এবং ত্রিকণ্টক মুক্তার আভায় দ্বিতীয়ার্ধ শ্বেতবর্ণ হওয়ায় তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন হরি ও হর সম্মিলিত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার সুপুষ্ট মণিবন্ধে পুষ্পলোহমণির বলয় পরা ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল যেন সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতি বিনাশ করার ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত পরশুরামের কুঠারটি বলয়াকার ধারণ করেছে। সেই বলয় নিয়ে স্বয়ং পরশুরাম যেন বালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে এসেছেন। তার গলায় সুতোয় গাঁথা কুটিল প্রবালাঙ্কুর বুকের উপর

ঝুলছিল। তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন পুনর্জন্ম গ্রহণ করে হিরণ্যকশিপু এসে উপস্থিত হয়েছে, আর তার কঠিন বুকে আঘাত করার সময়ে নরসিংহদেবের রক্তাক্ত নখর যেন খণ্ডিত হয়ে পড়েছে। শৈশবকালেও গর্বভাবাপন্ন তাকে দেখে মনে হয় যেন সে দৃঢ়বদ্ধ শৌর্যবৃক্ষের বীজ।

মহাদেবের দুই নয়নের উপর তৃতীয় নেত্রেও যেমন একই রকম দৃষ্টি থাকে, রাজারও দুই পুত্রের পর তৃতীয় পুত্র স্বরূপ ভণ্ডির উপরেও সমান দৃষ্টি ছিল। ভণ্ডি স্বভাবতঃই শিষ্টতাপূর্ণ ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দুই রাজকুমার সকল জীবজগতের হৃদয়ানন্দকারী হয়ে মলয়সমীরণের সঙ্গে যুক্ত সকলের মনে আনন্দদায়ী চৈত্র-বৈশাখের মতো সুশোভিত হয়েছিল। দুই রাজপুত্রকে পেয়ে প্রজাদের আনন্দ যেন তাদের আর-এক সহোদর। তাই সেই ভাই প্রজাদের আনন্দের সঙ্গে বাড়তে বাড়তে তারা উভয়েই যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হল। তাদের উরুদ্বয় স্তম্ভের মতো দৃঢ়, মণিবন্ধ বিস্তীর্ণ, দীর্ঘ ভুজযুগল অর্গলদৃশ, বক্ষস্থল কপাটের মতো বিশালকার। উচ্চ সালবৃক্ষের মতো (উচ্চ প্রাকারের মতো) তাঁরা অভিরাম এবং সকল লোকের আশ্রয়দানে সমর্থ মহানগরের ভূমির মতো হয়ে উঠল।

মহাবীর দুই সহোদর

এরপর রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন—এই দুই নাম-শব্দ সারা পৃথিবীতেই বিখ্যাত হয়ে গেল, আর অল্পদিনের মধ্যেই অন্যান্য দ্বীপেও তা ছড়িয়ে পড়ল। দুই চন্দ্র সূর্যের স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মতো যশ এবং দীপ্যমান তেজের মতো শৌর্য দিয়ে পৃথিবীর সকল লোককে অভিভূত করে একই সময়ে সৌম্য ও দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠল। দুজন অগ্নি ও বায়ুর মতো তেজ ও বল প্রকটিত করে পরস্পর সম্মিলিত হয়ে অবস্থান করতে লাগল তাদের শরীর-বন্ধ ছিল প্রস্তরের মতো দৃঢ় ও কঠিন—হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মতো অচল। দুজনেই সত্যযুগের উপযোগী দুই বৃষরূপী ধর্মের মতো (হর্ষবর্ধনের কালে যুগ অর্থাৎ জোয়াল বহনকারী দুই বিশালাকার বৃষের মতো)।

'হরি' শব্দে সূর্য ও বিষ্ণু—দুইই বুঝায়। অরুণ সূর্যদেবের সারথি, আর গরুড় বিষ্ণুর বাহন। অরুণ ও গরুড় দুইই হরির বাহন। রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করে চলে। তাদের দুজনের শরীরই সুগঠিত। ইন্দ্র ও উপেন্দ্র (বিষ্ণু) যেমন যথাক্রমে গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবতে ও সর্পকুলশ্রেষ্ঠ শেষ নাগের উপর উঠে গমন করেন, তারা দুজনও তেমনি গজেন্দ্রবৎ গমন করে। কর্ণ ও অর্জুনের মতো কুণ্ডল ও কিরীট ধারণ করে। পূর্ব ও পশ্চিম দিগ্বিভাগ যেমন সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উদয় ও অস্ত বিধানে সমর্থ তারা দুই ভ্রাতাও তেমনি তেজস্বী নৃপতিবর্গের উত্থান ও পতন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল। অত্যধিক অভিমান ভরে তারা দেখল যে সমুদ্র যেন কাছে এসে গিয়েছে, তটরূপী অর্গলে আবদ্ধ হয়ে পৃথিবীটা যেন সংকুচিত হয়ে পড়েছে। তখন ভীষণ পৃথিবীরূপী অতি ক্ষুদ্র কুটিরে তেজের বিপরীতমুখী আপন আপন ছায়াকেও যেন তারা ঘৃণা করে। [বস্তুতঃ অতি ক্ষুদ্র আয়তনের পৃথিবী পেয়ে তারা যেন অসন্তুষ্ট।] নিজনিজ পদনখে পতিত নিজ নিজপ্রতিবিম্ব দেখেও তারা লজ্জাবোধ করত। মাথার কেশ কুঞ্চিত হওয়াতেও যেন তারা দুঃখ অনুভব করত। তাদের মাথার উপর ধৃত রাজছত্রের প্রতিবিম্ব তাদের চূড়াস্থিত মণিতে পতিত হত। তখন প্রতিবিম্ব-রূপী ছত্রকে দ্বিতীয় ছত্র বলে মনে করে তারা লজ্জা বোধ করত। ভগবান কার্তিকেয়ের

সম্বন্ধে ও 'স্বামী' শব্দের প্রয়োগে তাদের কানের পীড়া হত। দর্পণেও প্রতিবিম্বরূপী পুরুষ দেখে তাদের চোখের যন্ত্রণা হত। সন্ধ্যাবন্দনার কালেও অঞ্জলি বন্ধন করতে তাদের শিরঃশূল আরম্ভ হত। তাদের মন মেঘে জাত ইন্দ্রধনুতেও বিচলিত হয়ে উঠত। চিত্রগত রাজারাও প্রণাম না করায় তাদের পদযুগল সন্তপ্ত হয়ে উঠত। সীমিত মণ্ডলে সন্তুষ্ট সূর্যের তেজ দেখেও তার প্রতি তাদের মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টি ছিল না। মন্দরপর্বত দ্বারা রত্নাদি এবং রাজাদের দ্বারা রাজশ্রী অপহৃত হওয়ায় তাঁরা যেন সাগরকেও উপহাস করত। বেগবান কিন্তু শরীররহিত এবং সৈন্যযুক্ত কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহশূন্য পবনকেও তারা নিন্দা করত। হিমালয়ের চমরীগাইয়ের পুচ্ছব্যজন দ্বারা বাতাসেও তারা জ্বালা অনুভব করত। সাগরসমূহের শঙ্খ প্রভৃতি থাকায় দুঃখ বোধ করত। চার সমুদ্রের অপর অধিপতি বরুণকেও তারা সহ্য করতে পারত না। রাজাদের ছত্র ছিনিয়ে না নিয়েও তারা রাজাদের ছায়ারহিত করেছিল। প্রসন্না সুরা অর্থাৎ মধু পান না করেও তারা সজ্জনের উপর মুখের মধু বর্ষণ করত। দুষ্ট রাজারা বহু দূরে থাকলেও নিজেদের প্রতাপে তাদের পতন ঘটাত। দিনের পর দিন শাস্ত্রাভ্যাস করায় তাদের করতলে কালো কালো দাগ পড়েছে, তাতে মনে হয় যেন যাবতীয় নৃপতিগণের প্রতাপাগ্নি নিভিয়ে দেওয়ার কারণেই হাতে কালো চিহ্ন পড়েছে। সৈনিকরূপে অভ্যাসকালে তাদের গম্ভীর ধনুর টঙ্কার-ধ্বনি শুনে এমন মনে হত যেন একটু আগেই সম্ভোগের পর এখন তারা দিগবধূদের সঙ্গে বার্তালাপ করছে।

পিতার আদেশ

একদিন আহারের পর অন্তঃপুরে বসে দুই পুত্র আহ্বান করে সস্নেহে তাদের বললেন,—বৎস! রাজ্যের সর্বপ্রধান অঙ্গ সদ্‌ভৃত্য দুর্লভ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ক্ষুদ্র পরমাণুরাশি সমবায়ে অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধবিশেষ অনুকূল হয়ে পার্থিব দ্রব্য দ্ব্যণুকাদি গঠন করে। তেমনি নীচ লোকেরা রাজার সাহচর্যে এসে অনুকূল হয়ে তাঁকে (রাজাকে) দ্রব্য অর্থাৎ দ্রব্য দোহনের উপায় বানিয়ে ফেলে।[১১] ছেলেরা খেলার রঙ্গে যেমন একটি ছেলেকে ময়ূর সাজিয়ে নাচায়, তেমনি মূর্খ, ধূর্ত লোকেরা ইচ্ছামতো নির্বোধ রাজাকে নাচাবার ময়ূর বানায়। দর্পণে প্রবিষ্ট হয়ে বৃক্ষপল্লব নিজেদের শরীর যেমন তাতে প্রতিফলিত করে,তেমনি ধূর্ত কামুক লোকেরা রাজার হৃদয়ে প্রবেশ করে নিজ স্বভাবটি তার মধ্যে আরোপিত করে।

স্বপ্ন যেমন মিথ্যা বস্তু দেখিয়ে অসদ্‌বস্তুর জ্ঞান করায়, প্রবঞ্চকরাও তেমনি জীবনবিষয়ে মিথ্যা সিদ্ধান্ত দিয়ে রাজার মধ্যে অশুভ বিচারবুদ্ধি উৎপন্ন করে। উপেক্ষা করলে বাতিক অর্থাৎ বায়ুজনিত বিকার যেমন গীত, নৃত্য, হাসিতে মানুষের মধ্যে উন্মাদরোগের সৃষ্টি করে, তেমনি ধূর্ত লোকেরা—যদি তাদের উপেক্ষা করা হয়—গান, নাচ ও হাসি দিয়ে রাজাকে উন্মত্ত করে ফেলে। আকাশচারী জলপিপাসু চাতকপাখির মতো নীচকুলজাত ধনলোভী লোককে বশীভূত করা যায় না। ধীবরেরা মানসসরোবরে উচ্ছল মৎস্যকে যেমন ধরে; ধূর্তেরাও তেমনি রাজার মনে ফুটে ওঠা ইচ্ছাকেও ধরতে পারে। যমপট্টধারী (যারা চিত্র ফলকে সপরিবার যমরাজও নরকযন্ত্রণার দৃশ্য সম্বলিত পট অঙ্কিত করে) পটুয়ারা কাপড়ে চিত্র অঙ্কিত করে উচ্চৈঃস্বরে গান করতে করতে সে সব দেখায়, তেমনি ধূর্ত লোকেরাও উঁচু গলায় নানা প্রকার স্তুতিগান করে আকাশে অসম্ভাব্য চিত্র অঙ্কিত করে রাজাকে দেখায়। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণ যেমন

বুকে ফলক বিদ্ধ করে, তেমনি বড়ো বড়ো বস্তু যাচঞা করে ধূর্ত লোকেরা রাজাদের হৃদয়ে শল্যবৎ বেদনা উৎপন্ন করে। এই জন্যে উক্ত সকল রকম দোষসম্পর্কশূন্য, বহুবার নানাভাবে পরীক্ষিত, পবিত্রমনা, বিনীত ও পরাক্রমশীল মালবরাজের পুত্র কুমার গুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক দুই ভাইকে তোমাদের দু'ভায়ের অনুচর নিযুক্ত করেছি। তারা আমার দুটি বাহুর মতো আমার দেহের অভিন্ন অংশ। এ দুজনের সঙ্গে তোমরা অন্য ভৃত্যদের মতো ব্যবহার কোরো না।"—এই বলে রাজা তাদের ডেকে আনার জন্যে দারোয়ানকে আদেশ দিলেন।

কুমার গুপ্ত ও মাধবগুপ্ত

রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন, অচিরেই দ্বারপালের সঙ্গে প্রবিষ্ট প্রথমেই জ্যেষ্ঠ ভাই কুমারগুপ্তকে দেখতে পেলেন। তার বয়স আঠারো বছর। আকারে নাতিদীর্ঘ ও নাতিখর্ব। পৃথিবী অনেক অনেক রাজাদের কাছে গমনাগমনের চঞ্চলা। কিন্তু নবাগত কুমারগুপ্তের গুরু পাদবিক্ষেপে মনে হয় যেন পৃথিবী নিশ্চলা হয়েছে। নিরন্তর লাফালাফিতে অভ্যস্ত হওয়ায় নিবিড় ও দৃঢ় ভাবে মাংসবৃদ্ধিতে তাঁর উরুদ্বয় পরিপুষ্ট। জানুগ্রন্থি অনুন্নত। ক্ষীণতর জংঘাদণ্ডদ্বয়ে শোভিত সেই যুবা। তাঁর দুই পার্শ্বভাগ অর্থাৎ কক্ষের অধোভাগ ক্রমশঃ কৃশ হয়ে পড়েছে,—দেবাসুর কর্তৃক বাসুকি নাগ দিয়ে বেগে ঘর্ষণের ফলে মন্দরপর্বতের মধ্যভাগ যেমন ক্ষীণ হয়েছিল, তেমনি—তাঁর কটিদেশ ক্ষীণ দেখা গেল। অতি বিস্তীর্ণ ছিল তাঁর বক্ষঃস্থল। তাতে মনে হয় যেন প্রভুর প্রদত্ত প্রভূত সম্মান ও উপহারের (স্বর্ণপদকাদির) জন্যে যথেষ্ট স্থান রয়েছে। দীর্ঘ ভুজযুগলের শান্ত ও রমণীয় সঞ্চালনে তিনি যেন দুস্তর যৌবনরূপী সমুদ্র পার হচ্ছেন; তাঁর বাম হাতের বলয়স্থিত মাণিক্যের কিরণাবলী দ্বারা যুক্ত এবং ধনুর্গুণের আঘাত চিহ্ন দ্বারা রেখাঙ্কিত স্থূল প্রকোষ্ঠভাগ থাকায় মনে হয় যেন তাঁর মধ্যস্থিত প্রতাপরূপ অগ্নির জ্বালারূপ কিশলয় প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর উন্নত স্কন্ধভাগের উপর ঈষৎ রক্তবর্ণ কর্ণভূষণের মণির প্রভা পড়ায় মনে হয় যেন অস্ত্রধারণ ব্রত পালনের জন্যে রুরু মৃগের চর্ম ধারণও করেছেন। তাঁর কেয়ূরের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য অঙ্কিত পুতুলের প্রতিবিম্ব তাঁর কপোলের মধ্যে পড়েছে; তাতে তাঁর মুখটি দেখে মনে হয় যেন হৃদয়স্থিত রোহিণীযুক্ত চন্দ্রমাকে তিনি ধারণ করে রয়েছেন। তাঁর স্থির অচপল দৃষ্টি নিম্নমুখী। মনে হয় যেন লক্ষ্মী (শোভা, সম্পদ) লাভের জন্যে উন্মুখ (উপরের দিকে মুখ তুলে আছে এমন) কমলসমূহকে বিনয় শিক্ষা দিচ্ছে। তিনি লালবর্ণ অম্লান পুষ্পমালাকে শেখররূপে মাথায় ধারণ করেছেন, মনে হয় যেন প্রভুর প্রতি অনুরাগই শিরে ধারণ করেছেন। গোলাকার ধনুর শিখর ভঙ্গ করায় অন্য সব ধনু যেন ভীত হয়েই যে বিনীত সমর্পণ করেছে, তাই যেন তিনি প্রকাশ করেছেন; বশীভূত শত্রুর মতোই তিনি শৈশবেই ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করেছিলেন; নিজের কুলীনতাকে তিনি বিশ্বাসভাজন প্রণয়িনীর মতো অনুসরণ করে চলছেন (সর্বদা বংশকৌলীন্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলছেন); প্রখর সূর্য যেমন অভ্যন্তরগত আহ্লাদজনক চন্দ্র সহ বিরাজ করে, তিনিও তেজস্বী হয়েও হৃদয়স্থিত আনন্দকর সুন্দর চরিত্র নিয়ে শোভমান রয়েছেন। তেজোময় সূর্যের মধ্যে থাকে আহ্লাদকর চন্দ্র, তেজস্বী এই রাজপুত্রের মধ্যেও ছিল মধুর আনন্দকর চরিত্র), শরীরের কঠোরতা দিয়ে মনে হয় যেন পর্বতকেও ভেদ করছেন;

তাঁকে দর্শন মাত্রই লোকেরা তাঁর সৌন্দর্যে যেন কেনা হয়ে বশীভূত হয়ে পড়েছে।

সেই কুমারগুপ্তের পিছনে তাঁর ছোটো ভাই মাধবগুপ্তকেও দেখা গেল। দীর্ঘদেহ ও গৌরবর্ণ সেই রাজপুত্রকে চলন্ত মনঃশিলাপাহাড়ের মতো মনে হচ্ছিল। তিনি ছোটো ছোটো চামেলী ফুলের শিরোমালা পরেছেন, মনে হয় যেন দেশান্তর গমনেচ্ছু মহৎ যশ তাঁর শিরোদেশে চুম্বন করছে; তাঁর ভ্রূযুগল পরস্পর মিলিত হয়েছে, মনে হয় যেন পরাস্পরবিরুদ্ধ বিনয় ও যৌবন সুদীর্ঘকাল পর প্রথম মিলিত হয়েছে এবং যুগ্ম ভ্রূ সেই মিলনচিহ্নই সূচিত করছে। অতি গম্ভীর ও ধীরপ্রকৃতি বলে হৃদয়স্থ প্রভুভক্তির মতো স্থির দৃষ্টি ধারণ করেছেন। অতি স্বচ্ছ আর্দ্র চন্দনের লেপনে তাঁর বিশাল বক্ষঃস্থল শীতল, তাতে শোভা পাচ্ছে সুচারু মুক্তার হার; মনে হয় যেন অসংখ্য সামন্ত নৃপতিগণের কাছে যাতায়াতে শ্রান্ত-ক্লান্ত রাজলক্ষ্মীর বিশ্রামার্থে তিনি চন্দ্রকান্ত-মণির শিলাপট্টের শয্যা ও মুক্তাহারের উপাধান ধারণ করেছেন। আবার তিনি মৃগয়ায় যে-সব জন্তু বধ করেছেন, তাদের অবশিষ্ট জন্তুরা ভীত হয়ে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যেন ঘুস দিয়েছে—হরিণেরা দিয়েছে চোখ, শূকর দিয়েছে উঁচু নাক, মহিষ দিয়েছে পুষ্ট স্কন্ধভাগ, বাঘ দিয়েছে মণিবন্ধ, সিংহ পরাক্রম, ও হাতিরা দিয়েছে তাদের গতি। (নির্গলিতার্থ এই যে মাধবগুপ্তের চোখ হরিণের চোখের মতো সুন্দর, শূকরের নাকের মতো তাঁর উঁচু নাক, মহিষের স্কন্ধের মতো বিস্তীর্ণ তাঁর স্কন্ধ, বাঘের মণিবন্ধের মতো দৃঢ় তার মণিবন্ধ, সিংহের মতো তার পরাক্রম আর গজের মতো মন্থর তাঁর গমন।)

তাঁরা দুজনেই সেই কক্ষে প্রবেশ করে দূর থেকেই দুইহাত ও দুই জানু—এই চার অঙ্গ ও মস্তক দিয়ে ভূমি স্পর্শ করে নমস্কার করলেন। রাজা স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে যে স্থান নির্দেশ করলেন দুজনে সেখানেই বসলেন। মুহূর্তকাল পরে রাজা তাদের আদেশ করলেন,—'আজ থেকে তোমরা দুজন দুই কুমারের অনুসরণ করে চলবে। অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে তোমরা অহর্নিশ দুই কুমারের প্রতিচ্ছায়ার মতো তাদের অঙ্গসঙ্গী হবে। তাদের চলায় বলায় শয়নে, জাগরণে ক্ষণকালের জন্যেও তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে না। এ কাজ করলে তোমাদের দুজনের সকল মনোবাসনা শীঘ্রই কল্পতরুর মতো অভিমত ফল স্বরূপ অত্যুৎকৃষ্ট সম্পদ প্রদান করবে।' এ কথা শুনে তারা একই সময়ে উভয়েই 'মহারাজের যে আজ্ঞা'—এই বলে ভূমিতে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন। এ সময়ে রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন দাঁড়িয়ে উঠে পিতাকে প্রণাম করলেন এবং দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সেই সময় থেকে তারা দুজন চোখের উন্মীলন-নিমীলনের মতো তাদের অগোচর হতেন না, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো দিনরাত তাদের সামনে থাকতেন এবং ভুজযুগলের মতো সর্বদা দুই কুমারের পাশে থাকতেন।

রাজ্যশ্রী

এর পর রাজ্যশ্রীরও দিনের পর দিন সব রকমের ললিতকলা এবং চতুর সখীদের সঙ্গে পরিচয় বাড়তে লাগল। ধীরে ধীরে কিছু দিনের মধ্যেই তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন। একই লক্ষ্যস্থলে যেমন বহুসংখ্যক বাণ পতিত হয়, তেমনি তাঁর (রাজ্যশ্রীর) প্রতি সমস্ত নৃপতির দৃষ্টি নিপতিত হল। রাজারা দূত পাঠিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে তাঁকে যাচ্ঞা করতে লাগলেন। একদিন রাজা প্রভাকরবর্ধন অন্তঃপুরের প্রাসাদে বসেছিলেন। সে সময়ে প্রাসাদের বহির্বাটিতে কোনো একজন পুরুষ আপন মনে

অর্যাছন্দে রচিত একটি গান করছিলেন। রাজা তা শুনতে পেলেন। আর্যাটি[২২] এই—

'উদ্বেগমহাবর্তে পাতয়তি পয়োধরোন্নমনকালে।
সরিদিব তটমনুবর্ষং বিবর্ধমানা সুতা পিতরম্‌' ॥ ৫ ॥

এর অর্থ—'মেঘোদয়ে বৃষ্টিপাতের পর নদী স্ফীতা হয়, তখন জলের প্রচণ্ড বেগশালী আবর্তে তীর ভেঙে ফেলে দেয়। ঠিক তেমনি কন্যাও স্তনযুগলের উদ্গমন কালে বৎসরের পর বৎসর বড়ো হয়ে পিতাকে দুশ্চিন্তারূপ প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তে ফেলে দেয়।'

এই আর্যা গীতি শুনে ভৃত্যদের সকলকে সরিয়ে দিয়ে পাশে-বসা রানীকে বললেন,—'রানি, বৎসা রাজ্যশ্রী যৌবনপ্রাপ্তা হয়েছে। এর গুণবত্তার মতোই দুশ্চিন্তা ক্ষণকালের জন্যেও আমার মন থেকে সরছে না। দুহিতাদের যৌবনারম্ভেই মাতা পিতা দুঃখ রূপ অগ্নির ইন্ধন হয়ে পড়ে।[২৩] মেঘের উদয় দিন যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তেমনি এর (রাজ্যশ্রীর) স্তনযুগলের উদ্গমে আমার হৃদয়ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হচ্ছে। কার দ্বারা এই ধর্মীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে যে, শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছে, কোলে পিঠে করে লালন পোষণ করা হয়েছে আর যাকে ত্যাগ করা যায় না, এমন যে কন্যা, তাকেও সহসা কোনো এক অপরিচিত ব্যক্তি এসে নিয়ে চলে যাবে। এ ব্যবস্থা আমার অভিমত নয়। সংসারে এ সব ব্যাপার কলঙ্কজনক। শোকানল সকলকেই অভিভূত করে। কিন্তু তার এমনই দাহিকাশক্তি যে সন্তানেরা সকলেই সমান হলেও কন্যার জন্ম হলে সজ্জনেরা দুঃখিত হয়ে পড়ে। এ জন্যে জন্মকালেই সৎলোকেরা অশ্রু দিয়ে কন্যাদের জল দান করে। এই ভয়ে মুনিরা অবিবাহিত থেকে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করে নির্জন বনে গিয়ে বাস করে।[২৪] সচেতন কোন্‌ প্রাণী সন্তানের বিরহ সহ্য করতে পারে? বরপক্ষীয় দূতেরা যেমন যেমন আসে তেমন তেমনই বেচারী চিন্তা যেন অধিকতর লজ্জিতা হয়েই আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে। কী করা যায়? তবু গৃহস্থদের লোকব্যবহার মানতেই হবে। বরের অন্য অনেক গুণ থাকলেও বুদ্ধিমান লোকেরা প্রায়ই বংশের মর্যাদাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। পর্বতকুলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত মহেশ্বরের পাদন্যাসের মতো নৃপতিবর্গের শিরোমণি ও মহাদেবের উপাসক মৌখরি রাজবংশ সমগ্র সংসারের বন্দিত। তার মধ্যেও তিলকস্বরূপ (শ্রেষ্ঠ) অবন্তিবর্মার জ্যেষ্ঠপুত্র গ্রহবর্মা। গুণে সে পিতার চেয়ে ন্যূন নয়। তাকে দেখলে মনে হয় যেন সূর্য পৃথিবীতে নেমে এসেছে! সে রাজ্যশ্রীকে যাচ্ঞা করছে। যদি তোমারও এই প্রস্তাবে সম্মতি থাকে তবে তাকেই কন্যাদান করতে চাই।'

স্বামীর এ কথা শুনে কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ আকুল হৃদয়ে জলভরা চোখে রানী উত্তর করলেন,—'আর্যপুত্র! মায়েরা কেবল সন্তানের পালন-পোষণের ব্যাপারেই উপযুক্তা। বাস্তবে তারা কন্যাদের ধাত্রীদের (ধাই মা) সমান হয়ে থাকে। এর সম্প্রদানের কাজে পিতাই নির্ণায়ক। কেবল দয়াজনিত বিশেষতার দরুন পুত্রদের চেয়ে কন্যাদের প্রতি অত্যধিক স্নেহ হয়। যাতে সারাজীবন সে আমাদের কোনো রকম দুঃখের কারণ না হয়, তার ব্যবস্থা আর্যপুত্রই জানেন।'

বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন

কন্যাদানের ব্যাপারে কৃতনিশ্চয় হয়ে রাজা দুই পুত্রকে ডেকে তাদের সব কথা জানালেন। কন্যা রাজ্যশ্রীকে প্রার্থনা করার জন্যে গ্রহবর্মার দূত আগেই এসেছিল।

এখন শুভ দিনে রাজা অন্যান্য সব নৃপতিদের সমক্ষে সেই প্রধান দূত পুরুষের হাতে কন্যাদানের সংকল্পজল প্রদান করলেন।[২৭] সেই প্রধান দূত সন্তুষ্ট ও কৃতার্থ হয়ে চলে। আর বিববাহের দিন আসন্ন হলে সমগ্র রাজপ্রাসাদ মঙ্গলপূর্ণ হয়ে উঠল। সব লোককেই মুক্ত হস্তে পান, পটবাস (সুগন্ধিদ্রব্য চূর্ণবিশেষ) ও পুষ্পাদি দিয়ে সম্মানিত করা হল; সারা দেশ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পীদের আসতে আদেশ দেওয়া হল; বিবাহের জন্যে গ্রামবাসীরা নানারকম জিনিস আনতে লাগল এবং রাজার কর্মচারীরা সে-সব জিনিস গ্রহণ করতে লাগল, সামন্ত নৃপতিরা যে সব উপহার দ্রব্য পাঠাচ্ছেন, দ্বারপাশের সে-সব উপায়ন এলে যথাস্থানে রাখতে লাগল. নিমন্ত্রিত হয়ে যে-সব বন্ধু-বান্ধব এসেছেন, বর্গক্রমে তাঁদের যথোচিত সম্বর্ধনা করার কাজে রাজা প্রভাকর-বর্ধনের প্রিয় অধিকারীরা ব্যস্ত ও ব্যাপৃত হল; চর্মকারেরা এসেই মদ পেয়ে গেল। তা পান করে তারা সব মত্ততায় উত্তেজিত হয়ে দুই হাতে ডাণ্ডা তুলে খুব জোরে জোরে পটহ (নাকাড়া) বাজাতে লাগল; পিষ্ট হরিদ্রাচূর্ণের গোলার পাঁচ আঙুলের চিহ্ন দিয়ে উলূখল মুষল ও শিলাসমূহ মণ্ডিত করা হচ্ছে; সব দিক থেকে সমাগত চারণশ্রেণী দ্বারা চতুঃশাল ভরে উঠতে লাগল; আবার পুজোর জন্যে ইন্দ্রাণীদেবীর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এক স্থানে শ্বেত পুষ্প চন্দনাদি বিলেপন ও বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মানিত হয়ে সূত্রধারেরা (স্থপতিরা) বিবাহ বেদীর সূত্রপাত করেছেন অর্থাৎ সুতো দিয়ে ভূমিতে বেদীনির্মাণের জন্যে মাপজোক করছেন; হাতে তুলি নিয়ে উপর দিকে তুলে আর কাঁধের উপর চুনের পাত্র লটকিয়ে রং করার লোকেরা সিঁড়ির উপর উঠে প্রাসাদ ও গলির দেয়ালের উপরি-ভাগ সাদা করছে; লোকেরা প্রচুর সংখ্যায় কুসুম্ভক পুষ্পরাশি প্রথমে চূর্ণ করে ধুয়ে ফেলার ফলে জলের স্রোতোধারায় সকলের পাদপল্লব লাল হতে লাগল; যৌতুক দেওয়ার উপযোগী গজ ও অশ্ব প্রভৃতিতে অঙ্গন যেন তরঙ্গিত হয়ে উঠল আর লোকেরা ভালো-করে সেগুলিকে নিরীক্ষণ করছে, গণনা-কাজে ব্যাপৃত জ্যোতিষীরা লগ্নের গুণাগুণ বিচার করে শুভ লগ্ন গ্রহণের চিন্তা করছেন; সুবাসিত জলবাহী মকরমুখো প্রণালী-সমূহদ্বারা ক্রীড়াসরোবরগুলিকে পূর্ণ করা হচ্ছে; স্বর্ণকারেরা সোনার অলংকারাদি নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেছে এবং তার ঠকঠক শব্দে দ্বারের বাইরে অলিন্দমুখরিত হয়ে উঠেছে; নূতন নূতন প্রাচীর নির্মাণ করা হতে থাকলে উপর-থেকে বালি পড়েছে আর সেই বালুকারাশির কাঁটার মতো প্রচুর কণা প্রলেপক লোকদের (পলেস্তরা করার লোকদের) চোখে পড়ায় তারা আকুল হয়ে উঠছে। নিপুণ চিত্রকরেরা—মাঙ্গলিক চিত্রাবলীর অংকনের কাজে ব্যাপৃত আছেন; মাটির মূর্তিকারেরা মাটির মাছ, কচ্ছপ, মকর এবং নারকেল, কলা ও সুপারি গাছ প্রভৃতি বানাচ্ছে। সমস্ত রাজারাও কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেলেন। মহারাজ প্রভাকরবর্ধন যে-সব কাজের ভার তাদের উপর অর্পণ করেছেন, সে-সব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যে তাঁরা ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। তাঁরা সিঁদুর লেপন করে ভিত্তিভূমিকে ঘসে মসৃণ করছেন, বিবাহবেদীর স্তম্ভগুলিকে খাড়া করছেন। তাতে পিষ্টীয় চূণের গোলায় হাতের ছাপ দিচ্ছেন, স্তম্ভগুলির অগ্রভাগ আলতায় রঙীন করে তার উপর আম ও অশোকের পল্লব সাজিয়ে দিচ্ছেন এবং অনুরূপ বিবিধ কাজ করছেন। এদিকে সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করেই সামন্ত রাজাদের পতিব্রতা পতিপ্রিয়া, সুন্দরী, সুন্দর বেশভুষায় সজ্জিতা, সৌভাগ্যবতী এবং সিন্দুরচূর্ণের রেখায় সুশোভিত ললাটে সামন্তরাজগণের পত্নীরা এসে সমবেত হলেন; তাঁরা বর ও বধূর নাম

মধ্যে রেখে শ্রুতিসুখকর মঙ্গলমধুর গীত গান করতে লাগলেন, তাদের অনেকে নানা-রঙে আঙুল ডুবিয়ে কণ্ঠসূত্র রঙীন করছে। বিচিত্ররূপ পাতা, লতা প্রভৃতির চিত্রাংকনে দক্ষা মহিলারা কলসগুলিকে সাদা রং দিয়ে রঞ্জিত করে নানারকম চিত্রে বিভূষিত করছেন, উপরের শীতল সরাগুলিও নানাভাবে সজ্জিত করছেন; একদল অভিন্ন বীজকোষ কার্পাস তুলার পল্লব এবং বিবাহে প্রয়োজনীয় মাঙ্গলিক হস্তসূত্র রচনার জন্যে মেষাদি রোমের তন্তুগুলিকে লাল রঙে রঞ্জিত করছেন; কেউ কেউ বলাশল নামক ওষধি-বিশেষের ঘৃত দিয়ে কুংকুম গোলা মিশিয়ে আরও ঘন করে তার সুগন্ধিত অঙ্গরাগে মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির বিচিত্র আলেপনের কল্পনা করছেন; আবার কেউ কেউ লবঙ্গের মালা গাঁথছেন, তাতে মাঝে মাঝে কক্কোল (সুগন্ধি লতা বিশেষের ফল) ও জায়ফল সহ শুভ্র স্ফটিকের মতো বড়ো বড়ো কর্পূরখণ্ড দিয়ে খচিত করছেন; সহস্র প্রাসাদ সহস্র সহস্র ইন্দ্রধনুর মতো নানা রং বে-রং-এর অসংখ্য বিচিত্র উজ্জ্বল বস্ত্ররাশিদ্বারা যথাচ্ছাদিত হয়েছে। সেখানে স্তরে স্তরে রং-বেরঙে চিত্রাদিরচনায় নিপুণা বৃদ্ধা পুরন্ধ্রীরা কতগুলি কাপড় বাঁধছেন, কতগুলি বাঁধা হয়েছে। আবার, লোকব্যবহারে নিপুণা কিছু কিছু অন্তঃপুরস্থ বৃদ্ধাদের দ্বারা সম্মানিত রজকেরা কিছু বস্ত্র রঞ্জিত করছে, আবার কতগুলিকে রাঙানো হয়ে গেছে। কোনো কোনো কাপড়ের দুই প্রান্ত ধরে ভৃত্যজনেরা ঝাড়াঝাড়ি করে ছায়াতে শুকোচ্ছে, আবার কতগুলি কাপড়কে শুকানো হয়েছে। কতক কাপড়ে আঁকা বাঁকা সুন্দর পল্লব রচনা করা হচ্ছে, আবার শুষ্ক মিহি কাপড়ে কুংকুমপংক (গোলা) দিয়ে লেপ দেওয়া হচ্ছে আর কিছু কাপড় পরিচারিকারা হাত উপরে উঠিয়ে ভাঁজ করতে করতে ফালি করে ফেলেছে। কয়েকটি অতি পাতলা চাদর ছিঁড়ে গেছে। নানারকম কাপড়—তসরী, সুতী, রেশমী, এবং মাকড়সার জালের তন্তু দিয়ে তৈরি করা কিছু কাপড় এবং 'নেত্র' নামক কিছু বস্ত্রও ছিল! আর সাপের কঞ্চুকের মতো সূক্ষ্ম, কলাগাছের ভিতরকার অংশের মতো কোমল, নিঃশ্বাসের স্পর্শে বা উড়ে যায়, আর স্পর্শদ্বারাই অনুমান করা যায়—চোখে দেখা যায় না। সেখানে বিছানাগুলি এমন উজ্জ্বল-শুভ্র চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করা হচ্ছে, যা রাজহংসকেও যেন অন্ধকার ফেলে রাখছে। মহিলাদের কঞ্চুকগুলি (বক্ষাবরক) তারার মতো উজ্জ্বল মুক্তাফলে খচিত করা হচ্ছে। অনেকরকম কাজের প্রয়োজনে বহুসংখ্যক মিহি কাপড় গুলিকে ছিন্ন করে হাজার হাজার টুকরা করা হচ্ছে; নূতন নূতন রঙে কোমল রেশমী কাপড় দিয়ে আতপ নিবারণের জন্যে উপরে বিতান অর্থাৎ শামিয়ানা টাঙানো হচ্ছে; আবার স্তবরক নামক বস্ত্রসমূহদ্বারা ভিতরের সমস্ত তৃণরাশি নিশ্ছিদ্রভাবে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে—এমন ভাবে সাজানো হচ্ছে সব কয়টি মণ্ডপ। আর উপরের দিকে নানা রঙে চিত্রিত মিহি রেশমী বস্ত্র সমূহ দ্বারা প্রাসাদের স্তম্ভগুলিকে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে—নানাভাবে সাজসজ্জায় সমগ্র রাজপুরী উজ্জ্বল, রমণীয়, মঙ্গলপূর্ণ ও ঔৎসুক্যজনক (চমৎকার) হয়ে উঠেছে।

রানী যশোমতী একাই একশ

এদিকে রানী যশোমতী বিবাহ-উৎসবের ব্যাপারে ব্যগ্রচিত্তা হয়ে একাই বহুধা বিভক্ত হয়ে সব দিকেই লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি অন্তঃকরণে স্বামীর প্রতি কৌতূহলে জামাতার প্রতি, স্নেহে কন্যার প্রতি, শিষ্টাচার অর্থাৎ স্বাগতসম্ভাষণাদিতে নিমন্ত্রিতা মহিলাদের প্রতি, আদেশ পরিচারকদের প্রতি, শরীর দিয়ে এখানে

ওখানে চলাফেরা-দেখাশুনার কাজে, চোখ দিয়ে কোন কাজ হল আর কোনো কাজ হল না—এ স দেখার ব্যাপারে, আর আনন্দ দ্বারা সমগ্র মহোৎসবে বর্তমান থেকে যেন শত ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। রাজা প্রভাকরবর্ধনও অনেক উট ও ঘোটকী পাঠিয়ে জামাতার প্রীতি সম্পাদন করে, তাঁর আজ্ঞা পালনে দক্ষ বহু ভৃত্য থাকলেও এবং তাঁর আদেশ পাওয়ার জন্যে তারা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও কন্যার প্রতি স্নেহাকুল হৃদয়ে দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কখনও কখনও নিজেই সব কিছু কাজ করছেন।

বিবাহ-দিবস

এর পর রাজভবন যেন সৌভাগ্যবতী রমণীময় (সধবা রমণীকুল সমাকীর্ণ) হয়ে উঠল, জীবলোক যেন মঙ্গলময় হয়ে গেল, দিকসমূহ যেন চারণময় দেখা যেতে লাগল, আকাশ যেন ভেরী-দুন্দুভিময় করা হল, ভৃত্যেরা নানাবিধ অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে এদিকে ওদিকে চলাফেরা করতে লাগল, সংসার যেন বান্ধবময় বলে দৃশ্যমান হতে লাগল, সময় যেন আনন্দময় বলে লক্ষিত হতে থাকল, মহোৎসব যেন লক্ষ্মীময় হয়ে বাড়তে লাগল। তখন যেন সুখের নিধি, যেন জন্মের ফল, যেন পুণ্যের পরিণাম, যেন ঐশ্বর্যের যৌবন, আনন্দের যৌবরাজ্য, যেন মনোরথের পূর্তিকাল উপস্থিত হল। আর লোকেরা আঙুল দিয়ে যেন গণনা করছে, অভ্যর্থনার জন্যে পথের উপর স্থাপিত পতাকাসমূহ দূরে থেকে যেন তাকিয়ে আছে, মাঙ্গলিক বাদ্যাদির প্রতিধ্বনি যেন আগুয়ান হয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, জ্যোতিষীরা যেন ডেকে আনছে, মনের আকাঙ্ক্ষা যেন টেনে আনছে এবং কন্যা রাজ্যশ্রীর সখীরা যেন হৃদয় দিয়ে আলিঙ্গন করছে—এমনি ভাবে সেই প্রত্যাশিত বিবাহের দিনটি এসে উপস্থিত হল। সেদিন সকালবেলাতেই প্রহরীরা বিবাহব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কহীন সমস্ত লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে প্রাসাদের ভীড় কমিয়ে ফেলল। কেবল বিবাহকর্মে সংশ্লিষ্ট লোকেরাই রয়ে গেল।

এর পর প্রধান দ্বারপাল রাজার কাছে এসে বলল,—'মহারাজ! জামাতার কাছ থেকে পারিজাতক নামে তাম্বুলদায়ক (পানপ্রদানকারী) এসে পৌঁছেছে এই বলে এক সুদর্শন যুবককে দেখিয়ে দিল। রাজা তখন জামাতার প্রতি অত্যধিক আদর বশতঃ দূরে থেকেই তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'বালক! গ্রহবর্মার কুশল তো?'

সেবায় দক্ষ সেই যুবক রাজার কথা শুনে দ্রুতগতিতে ছুটে কাছে এসে দুই বাহু প্রসারিত করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ থেকে আবার মাথা তুলে নিবেদন করল—'মহারাজ, আপনার যেমন আদেশ, তিনি কুশলেই আছেন, আর আপনাকে নমস্কার পূর্বক অর্চনা করছেন'। সে জামাতার রাজধানীতে আগমন বার্তা জানাতেই এসেছে জেনে তার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখিয়ে রাজা বললেন—'রাত্রির প্রথম প্রহরে বিবাহের লগ্ন অতিক্রান্ত হওয়ার দোষ যেন না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখো।' এই বলে তাকে পুনরায় পাঠিয়ে দিলেন।

জামাতা গ্রহবর্মার আগমন

তারপর কমলবনের সম্পূর্ণ শ্রী বধূ রাজ্যশ্রীর মুখে স্থানান্তরিত করেই যেন দিবস অবসিত হল। বিবাহদিবস-লক্ষ্মীর (শোভার) চরণকিশলয়ের মতো সূর্য লাল হয়ে উঠল। নব বধূবর রাজ্যশ্রী ও গ্রহবর্মার পারস্পরিক প্রেমের দ্বারা নিজেদের প্রেম

লঘুকৃত হয়েছে মনে করে'লজ্জিত হয়েই যেন চক্রবাক মিথুনেরা সব বিযুক্ত হয়ে পড়ল। প্রেমপূর্ণ দাম্পত্যসুখের পতাকার মতো লাল রেশমীবসনতুল্য কমনীয়দেহ সন্ধ্যারাগ আকাশে সমুদ্ভাসিত হল।

বরযাত্রীরা এগিয়ে এসেছে। পথের উপর উড়ছে ধূলিরাশি, আর এই ধূলিরাশি যেন পায়রার গলদেশের মতো ধূসর অন্ধকারে চারদিক মলিন হয়ে গেল। বিবাহের লগ্ন নির্ধারণের জন্যে জ্যোতিষীদের মতো তারাগুলি উদিত হল। ধবলশরাযুক্ত বিবাহের মঙ্গলকলসের মতোই বর্ধমান ধবল ছটাযুক্ত চন্দ্রমণ্ডল উদয়াচলের উপর উদিত হল। উদয় গিরি যেন নিজেই চন্দ্রমণ্ডলকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে দিল)।

তখন সন্ধ্যাকাল। বধূ রাজ্যশ্রীর মুখের লাবণ্যরূপী জ্যোৎস্না সেই প্রদোষের অন্ধকারকে পান করে নিল আর তখনই ঊর্ধ্বমুখ কুমুদরাশি 'আজ বৃথাই তোমার উদয়' বলে যেন আকাশের চাঁদকে উপহাস করছে। ঠিক এই সময়ে গ্রহবর্মা এসে পৌঁছলেন। তার আগে আগে নব কিশলয়ের মতো লাল অগ্রভাগযুক্ত বহুসংখ্যক চামর সঞ্চালিত করতে করতে পদাতিবাহিনী দৌড়ে আসছে,—চামরের অগ্রভাগ তখন উপরদিকে উত্তোলিত। আর জামাতা গ্রহবর্মার অনুরাগরঞ্জিত কামনাও তাঁর অগ্রগামী হয়ে ছুটে আসছে। গ্রহবর্মার অশ্বদের হ্রেষারবের উত্তরে রাজধানীর অর্থাৎ রাজা প্রভাকর-বর্ধনের অশ্বগুলি কান উপর দিকে তুলে প্রতি-হ্রেষাধ্বনি করে বরযাত্রীসহ আগত অশ্বদের যেন স্বাগত জানাচ্ছে। জামাতার সঙ্গে আগত সেই অশ্ববৃন্দ দ্বারা চার দিক ভরে উঠেছে।

জামাতা গ্রহবর্মা বিবাহশোভাযাত্রায় যে-সব হাতি নিয়ে এসেছেন, তারা তাদের কানের সঙ্গে লাগা চামরগুলি সঞ্চালিত করছে। সোনা দিয়ে মোড়া সমস্ত সাজসজ্জা-যুক্ত রঙীন বস্ত্র হাতিগুলির পিঠের উপর থেকে ঝুলছে। সেই বর্ণক (রঙীন বস্ত্র) থেকে ঝুলানো ঘণ্টাগুলি ঠন ঠন করে বাজছে। বলবান ও বিশালদেহ হাতির দল চন্দ্রোদয়ে বিদূরিত অন্ধকারকে যেন আবার সৃষ্টি করছে। নক্ষত্রমালায় মণ্ডিত অগ্রভাগযুক্ত পূর্ব দিকে আরূঢ় চন্দ্রের মতো নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল ও দীপ্যমান সাতাশটি মতির মালায় মণ্ডিতশির এক হস্তিনীর উপর আরোহণ করেছেন জামাতা গ্রহবর্মা।

নব বসন্তের আগে আগে উপবন সমূহ বিবিধ পাখিদের কাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে। এরাই (উপবন সমূহই) অগ্রগামী হয়। তেমনি বালক (তরুণ) গ্রহবর্মার আগে আগে (যেন তাঁর পথ দেখিয়েই) পাখিদের মতোই কলরব করে এবং নৃত্য ও সঙ্গীতে নিয়মিত তাল দিয়ে আসছে চারণদল! সঙ্গে রয়েছে অনেক অনেক বড়ো বড়ো দীপ—যেন দীপামালা, সুগন্ধি তৈলসেকে সুবাসিত দীপালোকে,—যেন কুঙ্কুম চূর্ণ-জগৎটাকে পিঙ্গল বর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রহবর্মা মাথায় পরেছে এক মল্লিকাকুসুমের শিরোমাল্য, মধ্যস্থলে একগুচ্ছ ফুল। এভাবে সজ্জিত হয়ে তিনি যেন পরিবেশযুক্ত চন্দ্রে মণ্ডিত জ্যোৎস্নায় ভরা সন্ধ্যাকেও উপহাস করছেন। অতি সুন্দর গ্রহবর্মা নিজ রূপে কামদেবকেও নির্জিত করেছেন। মদনদেবের হাতে ফুলধনু। গ্রহবর্মা উপবীতের মতো করে একটি পুষ্পমালা পরেছেন। মনে হয় যেন পরাজিত কামদেবের ধনুটি তিনি ছিনিয়ে (বৈকক্ষক) বাম কাঁধের উপর থেকে ডান বাহুর তল দিয়ে পরেছেন। তাতে তিনি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছেন।

ফুলে ফুলে সুসজ্জিত গ্রহবর্মা। পুষ্পের সৌরভে গর্বিত ও গুঞ্জনরত ভ্রমরদল তাঁর উপর ঘুরছে, তাতে আরও সুন্দর হয়েছেন তিনি। আর রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়েই তাঁর জন্ম। তাই তাঁকে দেখে মনে হয় যেন কুসুম সুগন্ধিতে অভিমানী ও কলগুঞ্জন করে ভ্রমণরত এবং লক্ষ্মীর সঙ্গে সমুদ্র থেকে উৎপন্ন পারিজাততরু, যা স্বর্গলোকে নীত হয়েছিল তাই আবার পৃথিবীতে নেমে এসেছে। তারপর নববধূর মুখটি দেখার কৌতুহল তাঁর হৃদয়কে আকর্ষণ করে সামনে টেনে নিয়ে আসছে, আর বক্ষস্থলে আকৃষ্ট হয়েই যেন তিনি সম্মুখে পতনোম্মুখ হয়ে পড়ছেন। গ্রহবর্মার বিবাহলগ্ন তখন প্রত্যাসন্ন।

বিবাহবাসরে গ্রহবর্মার অভ্যর্থনা

গ্রহবর্মা প্রাসাদের দ্বারের পাশে উপস্থিত হলেন। পিছনে সামন্ত নৃপতিবৃন্দকে নিয়ে দুই পুত্র রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের সঙ্গে পায়ে হেঁটেই অগ্রসর হয়ে রাজা প্রভাকরবর্ধন তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিলেন। গ্রহবর্মা হস্তিনীর পিঠ থেকে অবতরণ করে রাজাকে নমস্কার করলে বসন্তকাল যেমন মদন দেবকে আলিঙ্গন করে তিনিও (রাজাও) তেমনি দুই বাহু প্রসারিত করে তাঁকে (গ্রহবর্মাকে) গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। গ্রহবর্মা তখন ক্রমানুসারে রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনকে আলিঙ্গন করলে রাজা স্বয়ং তাঁকে হাতে ধরে অন্তঃপুর নিয়ে গেলেন এবং নিজের সমান আসনদানাদি যথাবিধি শিষ্টাচারে তাঁকে সম্মানিত করলেন।

কৌতুকগৃহ

অনতিবিলম্বেই গম্ভীর নামে রাজা প্রভাকরবর্ধনের স্নেহপাত্র বিদ্বান ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে গ্রহবর্মাকে বললেন,—'বৎস! প্রতাপশালী ও দীপ্তিমান চন্দ্র ও সূর্যবংশের মতোই তেজোময় পুষ্পভূতি ও মুখর বংশ। চন্দ্রবংশীয় বুধ ও সূর্যবংশীয় কর্ণের আনন্দজনক বহুগুণে ভূষিত এবং সংসারের সকল লোকের প্রশংসিত চন্দ্র ও সূর্যবংশের মতো সমগ্র জগতের প্রশংসিত এবং বিদ্বান-পণ্ডিতজনের কর্মানন্দকর পুষ্পভূতি ও মুখরবংশ। আজ তোমাকে পেয়ে রাজলক্ষ্মীর মতোই রাজ্যশ্রী ' নববধূ ' সুদীর্ঘকাল পর এই চন্দ্র ও সূর্যবংশকে মিলিত করল। নারায়ণের বক্ষস্থলে কৌস্তুভমণির মতো তুমি আপন গুণে মহারাজের হৃদয়ে আগে থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। এখন পরমেশ্বর মহাদেবের মস্তকে চন্দ্রের মতো পরমেশ্বর মহারাজ তোমাকে মাথায় বহন করবেন।' একথা বলতে বলতেই জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা সামনে এসে বললেন—'মহারাজ। বিবাহ-লগ্ন এসে গেছে। জামাতা এখন কৌতুকগৃহে চলুন।'

এরপর রাজা—'ওঠো, চলো' বললে গ্রহবর্মা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। সেখানে জামাতাকে দেখার জন্যে উৎসুক স্ত্রীলোকেরা দাঁড়িয়েছিল। তাদের বিকসিত নীল কুবলয়সমূহের মতো হাজারহাজার চোখের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ল। তিনি তাদের অতিক্রম করে কৌতুকগৃহের দ্বারদেশে এসে পৌঁছলেন, আর ভৃত্যপরিজনকে বারণ করে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন।

তারপর সেখানে তিনি বধূটিকে দেখলেন,—বধূ রাজ্যশ্রীর পাশে তার কিছুসংখ্যক বান্ধব, প্রিয় সখী, স্বজন ও ভৃত্য—অধিকাংশই স্ত্রীলোক—ছিল। তিনি প্রাতঃকালীন লালিমাযুক্ত হালকা কিরণে আচ্ছাদিত প্রাতঃসন্ধ্যার মতো লাল রেশমী কাপড়ে আবৃত ছিলেন। কিন্তু আপন প্রভায় তিনি কক্ষের দীপাবলীকেও নিষ্প্রভ করেছিলেন।

তিনি অতি সুকুমারী ছিলেন। তাঁর কোমলতায় শঙ্কিত হয়েই যেন যৌবন তাঁকে গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করে নাই। বিবাহজনিত নব জীবনের আকস্মিক ভয়ে নিবার্যমাণ হৃদয়দেশ থেকে অতিকষ্টে রাজ্যশ্রীর চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে যেন অপাসৃয়মাণ কুমারীভাবের জন্যে তিনি শোক করছেন। ভাবাবেগে তিনি কাঁপছিলেন, তাই তিনি যেন পড়ে না যান, মনে হয় এই জন্যেই যেন লজ্জা এসে তাঁকে ধরে নিষ্পন্দ (স্থির) করে রাখছে। রাজ্যশ্রীর হাতটি পদ্মফুলের মতো সুন্দর ও কমনীয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই হাতটি বরকর্তৃক গৃহীত হবে, তাই ভয়ে কম্পিত-হৃদয়া বধূ সেই হাতের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছেন, যেমন রাহুকর্তৃক চন্দ্রের গ্রাস আসন্ন দেখে ভয়ে কম্পনানহৃদয়া রোহিণী তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাঁর তনুটি চন্দনবৎ শুভ্র; মনে হচ্ছে যেন চাঁদের জ্যোৎস্নার সহযোগে পরিপূর্ণলাবণ্যযুক্তা কুমুদিনীর গর্ভ থেকে তিনি উৎপন্না হয়েছেন। তিনি দেহ থেকে ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছেন, মনে হচ্ছে যেন তিনি বসন্তের হৃদয় থেকে বহির্গত হয়েছেন। তিনি নিঃশ্বাসের সুগন্ধে ভ্রমরকুলকে আকর্ষণ করে আনছেন, মনে হচ্ছে যেন তিনি মলয়-সমীরণ থেকেই উৎপন্ন হয়েছেন। প্রণয়ানুরাগিণী বধূটি দেখে মনে হয় যেন স্বয়ং রতিদেবী পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং কামদেব তার অনুগমন করছেন। সমুদ্র মন্থনের ফলে কৌস্তুভমণি, চন্দ্র, মদিরা, পারিজাত কুসুম ও অমৃত উৎপন্ন হয়েছিল। এ-সব দ্রব্যের গুণ যথাক্রমে প্রভা, লাবণ্য, মদ, সৌরভ ও মাধুর্য। এ সমস্ত সম্মিলিত গুণের আধার রাজ্যশ্রী—নববধূ। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সমুদ্র দেবাসুরের প্রতি ক্রোধবশতঃ এ সবগুণ সমন্বিত দ্বিতীয় এক লক্ষ্মীকে উৎপন্ন করেছেন। স্নেহশীল বালিকারা শুভ্র সিন্ধুবারপুষ্পের মঞ্জরীর মতো মুক্তার কিরণজাল দ্বারা তাঁর (বধূর) কানের অলংকার রচনা করে দিয়েছে। তাঁর কর্ণাভরণের মরকতমণির দ্যুতি কপোলতলে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে তাঁর কপোলদ্বয় সবুজ নবতৃণাচ্ছাদিত ভূমির মতো মনোরম হয়েছে। তখন মনে হয় যেন তাঁর চোখের মনোহর সৌন্দর্য কপোলের শাদ্বলসদৃশ রমণীয়তার মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। নববধূ মুখ নিচু করে বসে রয়েছেন। সাথীজনেরা কৌতূহলভরে বরকে দেখার জন্যে বার বার তাঁর মুখটি উঁচু করার চেষ্টা করছে, আর তিনি নিজেও বরের মুখ দেখার জন্যে অধীরা হয়েছেন এবং হৃদয় তাঁর মুখটি উপরে তোলার চেষ্টা করছে। তখন সে কৃত্রিম কোপে একদিকে সখীদের এবং অন্যদিকে নিজের হৃদয়কে ভর্ৎসনা করছেন।

গ্রহবর্মা এমনি অবস্থায় নববধূকে দর্শন করলেন।

বিবাহের অনুষ্ঠান

নববধূর হৃদয়চোর গ্রহবর্মা কৌতুকগৃহে প্রবেশ করা মাত্রই তাঁকে বেঁধে মদনদেবের কাছে সমর্পণ করা হল, আর সেই দেবতাও তাঁকে ধরলেন। পরিহাসহাস্যমুখী প্রমদাগণ কৌতুকগৃহে যা যা করিয়ে থাকে গ্রহবর্মা অতিনিপুণভাবে সে সবই সম্পন্ন করলেন। তারপর তিনি বিবাহোচিত বেশভূষাধারিণী বধূর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন এবং বিবাহবেদীর পাশে চলে গেলেন। বেদীটি নূতন করে চুনকাম করায় শ্বেতবর্ণ হয়েছে, নিমন্ত্রিত রাজারা এসেছেন। তাঁরা সে স্থানটিকে ঘিরে বসেছেন—এ যেন মহাদেব ও পার্বতীর বিবাহে সমাগত পর্বতগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হিমালয়ের তুষার-শুভ্র নিম্ন ও সন্নিহিত ভূমি।

বেদীর প্রান্তভাগে সাজানো হয়েছে হালকা-রঙের বিবিধ চিত্রে চিত্রিত পঞ্চমুখী কলস। উপরে জলসিঞ্চনে কোমল যবাংকুরে কলসগুলি আর উঁচু হয়েছে। কলসগুলির মুখ সিংহমুখাকার। আবার মঙ্গল্য ফল হাতে ছোটো ছোটো মাটির পুতুলে সুশোভিত সেই বেদীর ধার। সেখানে পুরোহিত হোমাগ্নিতে সমিধরাশি চাপিয়ে দেওয়ায় প্রচুর ধোঁয়া উঠতে থাকলে পর্যবেক্ষক ব্রাহ্মণেরা অগ্নি প্রজ্বলিত করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আগুনের পাশে রাখা হয়েছে তাজা-তাজা সবুজ কুশদল; নিকটেই রাখা হয়েছে শিলা, মৃগচর্ম, ঘৃত, স্রুক, গোছা গোছা কাঠ—তাও অনেক পরিমাণ। নূতন কুলাতে সবুজ শমীপাতার সঙ্গে লাজরাশি (খই)। সেই শুভ্র লাজরাশিতে বেদী যেন হাসছে। চন্দ্রিকাসহ চন্দ্র যেমন আকাশে আরোহণ করে, বর গ্রহবর্মাও বধূকে নিয়ে বেদীতে উঠে পড়লেন। তারপর চঞ্চল কিসলয়ের মতো রক্তবর্ণ শিখাযুক্ত আগুনের ধারে উপস্থিত হলেন, যেন রতিদেবীকে সঙ্গে নিয়ে কামদেব লাল শিখার মতো চঞ্চল পত্রযুক্ত রক্তাশোকবৃক্ষের পাশে গেলেন। অগ্নিতে আহুতিদানের পর গ্রহবর্মা বধূকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণাবর্তে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।[২] অগ্নির শিখাগুলিও ছিল দক্ষিণাবর্ত! বরবধূর প্রদক্ষিণকালে বধূর মুখটি দেখার কৌতূহলে যেন আগুনের শিখাগুলি সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাবর্তে তাদের প্রদক্ষিণ করছে। লাজাঞ্জলি দেওয়া হলে বধূর নখকিরণে শুভ্রতনু অগ্নিদেবকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন বরবধূর অদৃষ্টপূর্ব এ রূপ দেখে তিনি বিস্ময় ও আনন্দে হাসছেন।

এ সময়ে রাজ্যশ্রীর দুই নির্মল গালের মধ্যে আগুনের প্রতিবিম্ব পড়েছে। তা নির্বাসিত করার জন্যেই যেন স্থূল মুক্তাফলের মতো তাঁর চোখ থেকে ঝরে পড়ছে—যেন বর্ষার দুর্দিনের সৃষ্টি করছে। মুখের কোনো বিকার নেই, কিন্তু বধূ রোদন করছেন। সমাগত বন্ধু-বান্ধবী ও অপরাপর বধূদের চোখেও অশ্রু উদ্গত হল এবং তাদের মধ্যেও বড়ো কান্নার রব উঠল।

বাসরঘর

বিবাহসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সমাপ্ত হল। জামাতা বধূকে নিয়ে শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম করলেন। তারপর বাসগৃহে প্রবেশ করলেন। দরজার পাশেই অঙ্কিত ছিল প্রেমাধিষ্ঠাত্রী দেবতা রতির চিত্র। সেখানে যেন প্রণয়ীদের মিত্র ভ্রমরকুল আগেই এসে গুঞ্জনে কোলাহল আরম্ভ করেছে! ঘরে মঙ্গল প্রদীপাবলী জ্বলছে। এদিকে ভ্রমরদের পাখার বাতাসে তারা নড়ছে, রাজ্যশ্রীর কর্ণভূষণ রূপে ধৃত কমলদলের আঘাতের ভয়েই যেন তারা (প্রদীপসমূহ) কাঁপছে। চিত্রের এক স্থানে পুষ্পস্তবকযুক্ত রক্তাশোক-বৃক্ষের তলে কামদেব উপবিষ্ট হয়েছেন। সেখানে তিনি পুষ্পধনুতে গুণ আরোপণ করে চোখের তৃতীয়াংশ তির্যকভাবে মুদিত করে লক্ষ্য বস্তুর (প্রেমিক-প্রেমিকাদের) দিকে সোজা করে শরসন্ধান করছেন।

কক্ষে রয়েছে সুন্দর শোভমান শয়নীয় পালংক; তার একদিকে রয়েছে সোনার পিকদান এবং অন্য পাশে গজদন্ত নির্মিত পাত্র হাতে দাঁড়ানো এক সোনার পুতুল যার আর এক হাতে ধরা আছে এক দীর্ঘ নালদণ্ড সহ পদ্মফুল, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী! পালংকের সুন্দর চাদর-বিছানো শয্যা। তাতে সুসজ্জিত উপাধান। পালংকের শিরোভাগে স্থাপিত রয়েছে রৌপ্যনির্মিত নিদ্রা-কলস এবং তার উপর কুমুদকুসুম। এতে

বাসরঘরের শোভা এমন হয়েছে যাতে মনে হয় যেন চন্দ্রদেব কামদেবের সাহায্যের এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

গ্রহবর্মার বধূ সহ স্বরাজ্যে গমন

বাসরঘরে নববধূ লজ্জাবশত বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিলেন। কক্ষের মণিময়ভিত্তিরূপ দর্শনসমূহে প্রতিবিম্ব পড়েছে রাজ্যশ্রীর মুখের। গ্রহবর্মার কাছে মনে হল এ মুখগুলি যেন গৃহদেবতাদের। তাঁরা মণিময় গবাক্ষপথে বরবধূর প্রথম সংলাপ শোনার কৌতুহলেই যেন এসে দাঁড়িয়েছে। এ দৃশ্য দেখে দেখে তিনি রাত কাটালেন। অতঃপর শ্বশুরগৃহে অবস্থানকালে আপন সচ্চরিত্রগুণে শ্বশ্রূদেবীর হৃদয়ে যেন অমৃতবর্ষণ করতে লাগলেন।[৩১] নব নব আদর উপচারে নব নব আনন্দময় দশ দিন অতিবাহিত করলেন। তারপর রাজদ্বারে সতত অবস্থানরত দৌবারিকের মতো রাজপ্রাসাদের সর্বদার জন্যে বিষাদ রেখে এবং পথের সম্বল যৌতুকের মতোই যেন সকলের হৃদয় নিয়ে নিলেন। রাজা অতি কষ্টে আবেগ সংবরণ করে জামাতা গ্রহবর্মাকে বিদায় দিলে তিনি বধূ রাজ্যশ্রীকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশে গমন করলেন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

চঞ্চলা বিদ্যুৎ যেমন প্রথমে উজ্জ্বল আলোক দিয়ে পরে প্রচণ্ড বজ্রপাত করে, চঞ্চল ভাগ্যও তেমনি প্রথমে মানুষকে সুখ দিয়ে পরে দারুণ দুঃখ দিয়ে থাকে ॥১॥

একাকী অনন্তদেব (শেষনাগ) মস্তক পরিবর্তন করার সময় যেমন অবহেলাভরেই বহুসংখ্যক পর্বতকে নিপাতিত করেন,[১] পরিবর্তনশীল একা অনন্ত কালও তেমনি অবহেলা ভরেই এক সঙ্গেই অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বিধ্বস্ত করে ফেলে ॥২॥[২]

রাজ্যবর্ধনের হূণাভিযান

এরপর এক সময়ে রাজা প্রভাকরবর্ধন যুবক পুত্র রাজ্যবর্ধনকে ডেকে পাঠালেন এবং সিংহ যেমন হরিণ বধের জন্যে আপন শিশু-সিংহকে পাঠায় তেমনি হূনদের ধ্বংস করার জন্যে তাকে (রাজ্যবর্ধনকে) উত্তরাপথে পাঠালেন। এক বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং পূর্বপুরুষাগত অমাত্যবর্গ ও প্রভুভক্ত বিশিষ্ট সামন্তনৃপতিরা তাঁর (রাজ্যবর্ধনের) সহগামী হলেন।

তিনি রওনা হলে হর্ষদেবও অশ্বারোহণে কিছুটা পথ পর্যন্ত তাঁর পশ্চাদ্গামী হলেন। ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন কৈলাসশিখর-প্রভায় উজ্জ্বল উত্তর দিগ্‌বিভাগে প্রবেশ করলে হর্ষবর্ধন আর অগ্রসর হলেন না। হর্ষবর্ধন নবযুবা, স্বভাবতঃই শৌর্যরসানুরোধি বয়সে বর্তমান। তিনি তুষারগিরি হিমালয়ের উপকণ্ঠে শিকারে মত্ত হলেন। মৃগনেত্র হর্ষদেব বনদেবীদের কটাক্ষকিরণে বিচিত্রিত দেহকান্তি নিয়ে বনে বিচরণ করতে লাগলেন। সে অঞ্চলে সিংহ, শরভ, ব্যাঘ্র, শূকর প্রভৃতি পশুর সংখ্যা অত্যধিক থাকায় সেখানেই তাঁর শিকারখেলা চলল। এ ভাবে তিনি কয়েকটা দিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিলেন। এ সময়ে তিনি আকর্ণ-আকৃষ্ট ধনু থেকে অর্ধচন্দ্রাকার সুতীক্ষ্ন বাণবর্ষণে অত্যল্প দিনের মধ্যেই সেই বনাঞ্চল শ্বাপদরহিত করে ফেললেন। তারপর একদিন রাত্রির চতুর্থ প্রহরে প্রত্যুষেই তিনি এক স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন অরণ্যে দাবানল জ্বলছে। তার চঞ্চল শিখাপুঞ্জে সমস্ত দিক লাল হয়ে গিয়েছে। সেই দুর্নিবার দাবাগ্নিতে একটা সিংহ দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও দেখলেন যে সেই সিংহের

সিংহীটি শাবকদের ছেড়েছুড়ে সেই দাবানলেই লাফ দিয়ে পড়ল।

তখন তাঁর (হর্ষবর্ধনের) মনে হল,—সংসারে স্নেহের বন্ধনপাশ লোহার চেয়েও বেশি কঠিন, যাতে আকৃষ্ট হয়ে পশুপাখিরাও এমন করে থাকে।

ঘুম ভেঙে গেল। হর্ষবর্ধন লক্ষ্য করলেন,—তাঁর বাঁ-চোখ মুহুর্মুহু স্পন্দিত হচ্ছে। অকস্মাৎ সারা শরীর কাঁপছে। কোনো কারণ নেই, অথচ অন্তরের বন্ধনস্থান থেকে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে হৃদয়। অকারণেই দুঃখের বেদনা প্রচণ্ডতর হয়ে উঠেছে। এটা কী হল? মনে এমনি নানারকম চিন্তায় ও আশংকায় তাঁর বুদ্ধি বিপর্যস্ত হল। চক্ষু চকোরের চোখের মতো রক্তবর্ণ হল। অন্তরে তিনি অধীর হয়ে পড়লেন। দুশ্চিন্তায় তাঁর মুখ অবনত হল। চোখের তারা নিশ্চল হল। ক্ষণকালের জন্যে তিনি পৃথিবীকে যেন প্রস্ফুটিত স্থলকমলময়ী করলেন। সেদিন দিনের বেলায় তিনি শূন্য হৃদয়েই মৃগয়া খেলায় মেতে রইলেন।

এল মধ্যাহ্ন—হরিদশ্ব সূর্যদেব তখন মধ্যগগনে আরূঢ় হয়েছেন। পটভবনে ফিরে এলেন হর্ষ। ভৃত্যরা তখন দুধারে দাঁড়িয়ে ছোটো ছোটো তালপাতার পাখা দিয়ে ধীরে বাতাস করতে লাগল। মাটিতে-বিছানো অতিশীতল চন্দনপংকের বিন্দুছিটানো বেতের চাটাইতে চাঁদের মতো শুভ্র বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু মনে তাঁর দারুণ আশংকা রয়েই গেল।

বার্তাবহ কুরঙ্গক

তারপর শ্রীহর্ষ দূর থেকেই অশুভ বার্তাবহ কুরঙ্গক নামক দীর্ঘাধ্বগকে (যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে) আসতে দেখলেন। এক নীলবস্ত্রের পট্টিকা দিয়ে রচিত শিরোমালা সে মাথায় পরেছে। এই শিরোমালাস্থ বস্ত্রপেটিকার মধ্যে এক পত্র নিয়ে সে এসেছে। দূর থেকে ছুটে আসার শ্রমে ও রোদে তার শরীর কালো হয়ে গিয়েছে। এখন হৃদয়স্থ শোকানলে যেন অঙ্গার হয়েছে। অতিদ্রুত ছুটে আসায় অধিকতর বেগে পদক্ষেপে ধূলিরাশি উড়ছে; তাতে মনে হচ্ছে যেন আপন পতি মহারাজ প্রভাকরবর্ধনের প্রেরিত বার্তা শোনার আগ্রহেই পৃথিবী তার পিছে পিছে আসছে।

বাতাস তার সামনে থেকে বইছে। তাই উত্তরীয়বস্ত্র বাতাসে সঞ্চালিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তার উভয়দিকেই হাওয়া দিচ্ছে; এতে মনে হচ্ছিল যেন অতি দ্রুত চলে আসার জন্যে দুটিপাখা লাগিয়ে উড়ে আসছে; যেন পিছন থেকে প্রভুর অর্থাৎ মহারাজের আদেশ যেন তাকে পিছন দিক থেকে ঠেলে দিচ্ছে, শ্রমজনিত দীর্ঘশ্বাস দ্বারা সম্মুখ-দিকে যেন আকৃষ্ট হচ্ছে, তার ললাটপ্রান্ত ঘর্মসিক্ত হয়েছে। সে-সব স্বেদজল-বিন্দুতে প্রতিবিম্বরূপী সূর্য তার কাজটা কী জানার কৌতূহলেই যেন তার পত্রটি ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। অতিদ্রুত ছুটে আসতে থাকায় তার ইন্দ্রিয়সমূহ যেন বিচ্যুত হয়ে পিছনে পড়ে রয়েছে, আর তার দেহটি ইন্দ্রিয়শূন্য হয়ে গেছে। পত্রে লিখিত কর্তব্যবিষয়ের গুরুত্ববশতই যেন তার চলার পথ সমতল হওয়া সত্ত্বেও শূন্যহৃদয় হওয়ায় সে বারবার হোঁচট খাচ্ছে—ঠিক মতো চলতে পারছে না। তাকে মনে হচ্ছে সে যেন পতনোন্মুখ অশুভ সংবাদরূপী বজ্রধারী কাল মেঘের খণ্ড। সে যেন শোকরূপী অগ্নির ধূম্রপল্লব—যে অগ্নি শীঘ্রই জ্বলে উঠবে। সে যেন ফলনোন্মুখ পাপরূপী শালিধান্যের বীজ।

এমনি অবস্থায় শ্রীহর্ষ বার্তাবহ কুরঙ্গককে দেখলেন।

অশুভ বার্তা ও হর্ষের রাজধানী প্রত্যাগমন

তাকে দেখেই দুর্নিমিত্তপরম্পরায় ভীত হর্ষবর্ধনের বুক যেন ফেটে গেল। কুরঙ্গক প্রণাম করে কাছে এসে প্রথমে মুখে লগ্ন বিষাদ ও পরে পত্র তাঁর হাতে দিল। হর্ষদেব নিজেই তা পড়লেন। পত্রের মর্মার্থ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে সন্তাপ পেয়ে বললেন,—'কুরঙ্গক! পিতৃদেবের কী অসুখ?'

সে সজলনেত্রে ও স্খলিতবচনে বলল,—'মহারাজ! প্রবল দাহজ্বর।' একথা শোনামাত্রই সহসা হর্ষের হৃদয় যেন সহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ হল। তিনি আচমন করে পিতার দীর্ঘায়ু কামনায় অসংখ্য মণিরত্ন, সোনা, রুপো প্রভৃতি এবং স্বকীয় রাজোচিত বসনভূষণ পরিচ্ছদ সবই ব্রাহ্মণগণকে দান করলেন। অভুক্ত অবস্থায়ই তিনি উঠে চললেন। মাথার সামনে তরবারি খাড়া করে যে-যুবকটি দাঁড়িয়েছিল তাকে হর্ষদেব বললেন—'ঘোড়ায় জীন চড়াতে বলো।' অশ্বপাল তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে এল। তিনি তাতে চড়ে একাকীই চললেন। অসময়ে যাত্রার সংকেতের শঙ্খধ্বনিতে সকলেই চমকিত হল, তাড়াতাড়ি সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহী সৈন্যেরা চারদিক থেকে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হল। দৌড়ে আসায় অশ্বদের মুখর খুরের শব্দে ভুবনবিবর ভরে উঠল। হর্ষবর্ধনের প্রস্থানকালে তাঁর বাম দিকে হরিণগুলি ঊর্ধ্বতভাবে চলে যাচ্ছিল যাতে বনরাজ সিংহের অভাব সূচিত হচ্ছিল, এতে রাজসিংহ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর চিহ্নই পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সূর্যমণ্ডলের দিকে মুখ রেখে কাকগুলি দাবানলে শুষ্ক গাছের উপর থেকে অতি কর্কশ রবে ডাকতে লাগল, আর এ শব্দে হর্ষের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হচ্ছিল। বহুদিনের জমানো কাজলের মতো ময়লায় কালোবর্ণের এক নগ্ন ক্ষপণক সামনের দিকে থেকে এসে উপস্থিত হল। হাতে তার ময়ূরপুচ্ছ। নানা দুর্লক্ষণবশতঃ এ যাত্রায় আনন্দ ছিল না, বরং অত্যন্ত শঙ্কাকুল হলেন কিন্তু পিতার প্রতি স্নেহে ও অনুরাগে বিগলিত-হৃদয় হর্ষবর্ধন সব অমঙ্গলচিহ্ন উপেক্ষা করে ঘোড়ার কাঁধে স্থির রেখে অগ্রসর হতে লাগলেন। মনের দুঃখে হাস্যপরিহাস ও কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত নৃপতিবর্গও নীরবে পিছে পিছে চলতে লাগলেন; এবং বহুযোজন বিস্তীর্ণ পথ তিনি একদিনেই পার হয়ে গেলেন।

রাজা প্রভাকরবর্ধনের পীড়ার খবর পেয়ে বিষণ্ণ হয়েই যেন নিস্তেজ হয়ে ভগবান সূর্য মুখ নিচু করলেন (অর্থাৎ সন্ধ্যা হয়ে গেল।) তখন ভণ্ডি-প্রমুখ স্নেহশীল রাজপুত্রগণের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও হর্ষবর্ধন কিছুই আহার করলেন না। হর্ষের সঙ্গে যে-সব দৌবারিক ছিল, তারা তার চলার পথে অনেক গ্রামবাসীদের ধরে এনেছিল। একের পর এক তাদের প্রদর্শিত সরলতম ও নিকটতম পথে অবিরাম চলতে চলতে রাত কাটিয়ে দিলেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে হর্ষবর্ধন রাজধানীতে পৌঁছলেন। সেখানে তখন কোনো 'জয়-জয়' ধ্বনি ছিল না, তূর্যনিনাদ বন্ধ ছিল; কোনো কথা বা গীতবাদ্য শোনা যাচ্ছিল না; রাজধানীতে স্বাভাবিক আনন্দোৎসব আর ছিল না; চারণদের স্তুতিগান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; বাজারে বা রাজপথে পণ্যজীবীদের দোকানপাট খোলা হয় নাই। রাজার রোগশান্তির জন্যে রাজধানীতে কোটি হোমের যজ্ঞ করা হচ্ছিল। তাই স্থানে স্থানে বাতাসের বেগে তরঙ্গায়িত সেই কোটি হোমের ধূমরাশি আকাশে উঠছে, যেন

যমরাজের বাহন মহিষের শিঙদুটির বাঁকা বাঁকা অগ্রভাগ দিয়ে খোদাই করা হচ্ছে। অথবা, রাজধানী যেন যমরাজের বন্ধনজালে বেষ্টিত হচ্ছে। উপরে আকাশে যমরাজের মহিষের অলংকারভূত কালো লোহার ঘণ্টার ধ্বনির মতো কর্কশ কা-কা শব্দ করতে করতে কাকের দল সারাদিন ঘুরে ঘুরে উড়ছে—যাতে অত্যাসন্ন অশুভই সূচিত হচ্ছে। কোনো কোনো স্থানে মহারাজের প্রিয় বন্ধুবান্ধবেরা উপবাস করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে মহাদেবের আরাধনা করছে। কোনো স্থানে প্রদীপের আগুনে উচ্চ-কুলজাত যুবকেরা দহ্যমান হয়ে দিব্যমাতৃগণের ১ প্রসন্নতা সম্পাদনের চেষ্টা করছেন। কোনো স্থানে নরমুণ্ডের উপহার সংগ্রহে উদ্যত কোনো দ্রাবিড় দেশীয় লোক বেতালের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। কোথাও অন্ধ্রপ্রদেশীয় কোনো রাজভক্ত প্রাকারের মতো দুই বাহু উপরদিকে তুলে দেবী চণ্ডিকার কাছে প্রার্থনা করছেন। অন্য এক স্থানে নব-নিযুক্ত কয়েকটি ভৃত্য উত্তাপে বিগলিত সুবাসিত গুগ্‌গুলুর পাত্র মাথায় নিয়ে ব্যাকুল জগদ্‌বিনাশক রুদ্র বা মহাকালের কাছে কাতরভাবে যাচ্‌ঞা করছে। আর-এক স্থানে কোনো কোনো বন্ধুজন তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে নিজের মাংস কেটে তা দিয়ে হোম করছে। আর এক স্থানে কয়েকজন রাজকুমার প্রকাশ্যভাবেই নরমাংস বিক্রয় করতে আরম্ভ করেছে[২]। রাজধানী যেন শ্মশানের ধূলিতে দূষিত হয়েছে; অমঙ্গল যেন সব দিক ঘিরে রেখেছে; রাক্ষসদের দ্বারা যেন বিধ্বস্ত হয়েছে, কলিকাল যেন তাকে গ্রাস করেছে; পাপসমূহদ্বারা যেন আচ্ছাদিত হয়েছে; অধর্মের আক্রমণে যেন লুণ্ঠিত হয়েছে; অনিত্যতার ধিক্কারে যেন অভিভূত হয়েছে, ভাগ্যের খেলায় যেন তারই বশীভূত হয়েছে, যেন সব দিকে শূন্য হয়ে গিয়েছে, যেন নিদ্রিত হয়ে পড়েছে; যেন সবকিছু লুটপাট হয়ে গিয়েছে, যেন নিষ্প্রভ ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে; যেন ছলিত, দলিত ও মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। এমনি ছিল রাজধানীর অবস্থা।

হর্ষবর্ধন বাজারের পথে প্রবেশ করতেই তিনি সামনে এক যমপটুয়া দেখলেন। কৌতূহলী অনেক বালকবালিকা সেই পটুয়াকে ঘিরে ধরেছে। পটুয়ার বাঁ হাতে-ধরা এক খাড়া দণ্ডে রাখা ছড়ানো চিত্রপটে প্রেতলোকের বৃত্তান্ত আঁকা রয়েছে। তার ডান হাতে একটি নলকাণ্ড। তা দিয়ে সে চিত্রপটে যমপুরীর ঘটনাবলী দেখিয়ে কথা বলছে। গানের সুরে সেই পটুয়ার গাওয়া একটি শ্লোক হর্ষবর্ধন শুনতে পেলেন। যথা—

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্য তে কস্য বা ভবান্‌ ॥৩॥ ইতি।

অর্থাৎ-'এ জগতে হাজার হাজার মাতাপিতা ও শত শত পত্নী-পুত্র আসছে ও যাচ্ছে। তারা কার? আর তুমিই বা কার?'

এ শ্লোক শুনে তাঁর হৃদয় আরও বিদীর্ণ হতে লাগল। এ অবস্থায় তিনি ক্রমে রাজদ্বারে এসে পৌঁছলেন। ভিতরে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অশ্ব থেকে অবতরণ করে তিনি দ্বারের মুখে সুষেণ নামে বৈদ্যযুবককে দেখতে পেলেন। তিনি ভিতর থেকে বাইরে আসছিলেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। সে নমস্কার জানালে হর্ষবর্ধন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'সুষেণ! পিতৃদেবের রোগের উপশম হয়েছে কি?' তিনি (সুষেণ) বললেন—'এখন পর্যন্ত কোনোরকম উপশম হয় নাই। আপনাকে

দেখতে পেলে যদি হয়। (অর্থাৎ সম্ভবতঃ আপনাকে দেখলে তাঁর রোগোপশম হতে পারে)।' দ্বাররক্ষীরা তাঁকে প্রণাম করল এবং তিনি ধীরে ধীরে রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে ব্রাহ্মণাদি সকলকে সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করে দেওয়া হচ্ছিল; কুলদেবতার পূজা করা হচ্ছিল; আহুতির জন্যে ঘৃত, দুগ্ধ, যবাদি সম্পৃক্ত করে অমৃতচরুপাকের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল; ছয়টি আহুতিযুক্ত হোমকার্য করা হচ্ছে ও পৃষদাজ্য (দধিযুক্ত ঘৃত)-এর অংশ দ্বারা লিপ্ত অতএব হেলেপড়া দূর্বাঙ্কুরের আহুতি চলছে; মহামায়ূরীর (বৌদ্ধ বিদ্যামন্ত্র) পাঠ চলছে; গৃহশান্তির কার্য হচ্ছে; আর ভূতপ্রেত থেকে রক্ষার জন্যে বলি দেওয়া হচ্ছে; পবিত্র ব্রাহ্মণগণের দ্বারা ঋক্-প্রভৃতি বেদসমূহের জপ আরম্ভ হয়েছে; একাদশাবৃত্তি রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী পঠিত হতে থাকায় শিবমন্দির মুখর হয়ে উঠেছে; অতিপবিত্র শিবোপাসকগণ হাজার হাজার দুধের কলস দিয়ে শিবঠাকুরকে স্নান করাচ্ছেন; সেখানে সামন্ত নৃপতিবর্গ প্রাসাদের বহিরঙ্গনে ছবির মতো চুপচাপ বসে বসে দিন রাত কাটাচ্ছেন; তাঁরা প্রভু রাজাধিরাজের দর্শন না পেয়ে অন্তরে বড়ো দুঃখিত হয়ে রয়েছেন—ভিতর থেকে মাঝে মাঝে মহারাজ প্রভাকরবর্ধনের খাসভৃত্যেরা বেরিয়ে এসে খবর দিচ্ছে। সামন্ত রাজারা তাই শুনছেন। তাঁরা নামেই কেবল স্নান, আহার ও শয়ন করছেন। তাঁরা শরীরের প্রসাধন একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন—তাঁদের বেশভূষা, পরিচ্ছদ মলিন হয়ে পড়েছে। দুঃখে মলিনবদনে বাহ্যপ্রকোষ্ঠে বাইরের চাকরবাকরেরা মণ্ডলাকারে বসে ফিসফিস করে মহারাজের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ চিকিৎসকগণের দোষ দেখছে, কেউ অসাধ্য রোগের লক্ষণ সব বলছে; কেউ বা দুঃস্বপ্নের কাহিনী বর্ণনা করছে; কেউ আবার পিশাচের কথা বলছে; কেউ জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করছে; কেউ কেউ প্রাকৃতিক উৎপাত অর্থাৎ ধূমকেতু প্রভৃতির বিবরণ বলছে; অন্যেরা মনে মনে জীবনের অনিত্যতার কথা চিন্তা করছে; কেউ বা সংসারের নিন্দা করছে; কেউ আবার কলিকালের ধারার নিন্দা করছে; আর-এক জন দৈবের দোষ দিচ্ছে; অন্য এক ব্যক্তি ধর্মের উপর ক্রোধ প্রকাশ করছে; অন্য জন রাজকুলের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার উপর দোষারোপ করছে; অন্যেরা দুঃখে ক্লিষ্ট উচ্চকুলজাত যুবকদের ভাগ্যের নিন্দা করছে। এভাবে বাইরের পরিচারকেরা মহারাজের দুঃখকর অবস্থা বিশ্লেষণ করছে।

পিতার পরিচারকেরা অনবরত অশ্রুপূর্ণ নেত্রে শ্রীহর্ষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে সময়ে বিবিধ ওষধিদ্রব্যের রসের গন্ধ ভিতরে রেখে সেগুলির ক্বাথ করা হচ্ছে এবং ঘৃত ও তৈল—যা পাক করা হচ্ছে, তার গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে তিনি মহলের তৃতীয় অঙ্গনের মধ্যে পৌঁছলেন।

পিতার পাশে হর্ষবর্ধন

সেখানে চুনকাম করা ধবলগৃহে রুগ্ণ পিতাকে দেখলেন। বারান্দার অগ্রভাগে বেত্রধারী অনেক দ্বারপাল খাড়া দাঁড়িয়ে ছিল। বারান্দার সুন্দর পথটি ত্রিগুণিত তিরস্করণীতে (পর্দায়) ঢাকা ছিল। ভিতরের দরজাও বন্ধ ছিল। খোলার সময়ে যাতে কপাটের কোনো আওয়াজ না হয়, তেমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গবাক্ষের পথে বাইরের বাতাস যাতে না আসে সে ভাবে বন্ধ করা হয়েছিল। ঘরে বারান্দায় সেবক-ভৃত্যেরা সকলেই অন্তরে দুঃখবোধ নিয়ে অবস্থান করেছিল। চলাফেরার সময় সিঁড়িতে

পদক্ষেপ কালে শব্দ হলে দ্বারপালেরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল। সেখানে সমস্ত কাজকর্ম কেবল নিঃশব্দ সংজ্ঞা অর্থাৎ সংকেতেই করা হচ্ছিল। বর্মধারী পুরুষেরা খুব কাছাকাছি ছিল না (বর্মের শব্দ হওয়ার আশংকায়)। এক প্রান্তে আচমনের জল-বহনকারী ভৃত্যেরা হঠাৎ ডাকে চমকে উঠছিল। চন্দ্রশালায় অর্থাৎ প্রাসাদের উপরিতন প্রকোষ্ঠে (চিলে কোঠায়) কুলক্রমাগত বিশিষ্ট মন্ত্রীরা নীরবে বসে ছিলেন। মহারাজের বন্ধুবান্ধবের পত্নীরাও গভীর মনোবেদনা নিয়ে নিভৃতে পিছনের দরজার পথে বসে ছিল। উদ্বিগ্ন ভৃত্যবর্গ চতুঃশালে একত্রিত হয়ে বসে ছিল। অতি অল্প কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু (আত্মীয়) ভিতরে প্রবেশ পেয়েছিল। ভীষণ জ্বর আরম্ভ হওয়ায় বৈদ্যরা ভীত হয়ে পড়লেন। অমাত্যেরা দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। পুরোহিতেরা নিজেদের কাজে শিথিল হয়ে পড়লেন। সুহৃদরা অবসাদগ্রস্ত হলেন। পণ্ডিতকুল বিনিদ্র অবস্থায় বসে রইলেন। বিশ্বস্ত সামন্ত নৃপতিরা সন্তপ্ত হয়ে পড়েছেন। চামরধারীরা শূন্যমনা হয়ে পড়েছে। অঙ্গরক্ষকেরা বিষাদক্ষীণ হয়ে পড়েছে। রাজার কৃপায় যারা ধনসম্পদ পায়, তাদের মনোরথ-সম্পদ ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। প্রিয় রাজগণ স্বামিভক্তিতে আহার ত্যাগ করায় ক্ষীণবল ও অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। সারারাত জেগে থাকায় যুবক রাজকুমারেরা মাটিতে পড়ে রয়েছে। বংশপরম্পরাগত কুলীন যুবকেরা অন্তরে শোকাভিভূত হয়ে পড়েছে। কঞ্চুকীরা শোকে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। স্তুতিপাঠকেরা নিরানন্দ হয়ে পড়েছে। অতি কাছের সেবকেরা মহারাজের আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। নৃত্যাঙ্গনারা পান খাওয়া ছেড়ে দেওয়ায় তাদের অধর ধূসরবর্ণ হয়েছে। মহারাজের রোগের উপশম না হওয়ায় বৈদ্যেরা লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা তখন যে-সব পথ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন পাকশালার অধ্যক্ষ সে-সব দ্রব্য সংগ্রহে সসত্বর হয়েছেন। অনুজীবী পরিচারকেরা ঊর্ধ্বে উত্তোলিত পানপাত্র থেকে পতিত ধারাবারি পানে মুখের শোষ্যতা নিবারণ করছে। রাজার ইচ্ছায় বহুভোজী ঔদরিকদের ভোজন করানো হচ্ছে। ঔষধের সমগ্র উপকরণ সংগ্রহের জন্যে ব্যাপারীরা সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জল দেওয়ার কাজে নিয়োজিত লোকদের মুহুর্মুহু ডাকায় রোগার্তের প্রবল তৃষ্ণা অনুমিত হচ্ছে। বরফ দিয়ে ঘেরা মাটির হাঁড়িতে আধা-জল মেশানো ঘোল ঠাণ্ডা করা হচ্ছে। শ্বেতবর্ণের আর্দ্র বস্ত্রখণ্ডে রাজা কর্পূর চূর্ণ দ্বারা অঞ্জনশলাকা শীতল করা হয়েছে। (রাজার চোখের পক্ষে প্রয়োজন বোধে)। গোলা মাটি দিয়ে লেপা মাটির নূতন ভাড়ে 'কুলি' করার জন্যে দই-এর জল রাখা হয়েছে। আর্দ্র ও কোমল পদ্মপত্র দিয়ে মৃদু মৃণালগুলিকে ঢেকে রাখা হয়েছে। যে স্থানে পানীয় জলের পাত্র রাখা হয়েছে সে স্থানটি নালবৃন্ত নীলকমলের গুচ্ছে সংযোজিত রাখা দেওয়া হচ্ছে। পীতরক্ত বর্ণ সিতখণ্ড (শর্করা) অধিক সুগন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বালুকানির্মিত জলভাণ্ডে রাজা আন্তরচক্ষু রাখছেন। ভেজা শৈবল (জলজাত ঘাসবিশেষ) দ্বারা পরিবৃত এবং বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে এমন বহুছিদ্র জলভাণ্ড সেখানে রাখা হয়েছে। স্ফটিক-নির্মিত পাত্রে খই-এর ছাতু রাখা হয়েছে; পীতবর্ণের মরকতমণির পানপাত্রে শ্বেত শর্করা রাখা হয়েছে। শীতল ঔষধের রস ও চূর্ণ দিয়ে প্রচুর স্ফটিক, শুক্তি ও শঙ্খ জমা করে রাখা হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে খুব পুরানো আমলকী, মাতুলুঙ্গক, আঙুর ও আনার প্রভৃতি ফল সঞ্চিত রাখা হয়েছে। যে-সব ব্রাহ্মণ দান-প্রতিগ্রহ

করেছেন, তাঁরা সকলে শান্তিজল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। মহারাজের কপালে লেপ দেওয়ার জন্যে পরিচারিকারা যে ঔষধ পেষণ করছে, তাতে সেই ধবলগৃহের প্রস্তরখণ্ডও লিপ্ত হয়েছে। সেই কক্ষেই মহারাজ শুয়ে আছেন।

পরলোক বিজয়ের জন্যে জ্বরাগ্নি দ্বারা যেন মহারাজের নীরাজনা সম্পাদিত হচ্ছিল। প্রচণ্ড জ্বরবশতঃ অঙ্গ পরিবর্তন করে শয্যার উপর এমনই ছটফট করছিলেন যে মনে হচ্ছিল যেন তরঙ্গিত ক্ষীরসাগরে বিষাগ্নির জ্বালায় শেষনাগ ছটফট করছে। মুক্তার বালুকার (চূর্ণের) ধূলিতে শাদা হয়ে রাজা এমনই শুকিয়ে গেছেন, যেমন মুক্তা আর বালুকার ধূলিতে প্রলয়কালে সমুদ্র শুকিয়ে যায়। কৃষ্ণবর্ণ রাবণ যেমন কৈলাস-পর্বতকে উঠিয়ে ফেলেছিল তেমনি কাল অর্থাৎ মৃত্যুরূপী রাবণ তাঁকে (রাজা প্রভাকর বর্ধনকে) উঠিয়ে স্বর্গলোকে নিয়ে যাচ্ছে। " পরিচারকরা মহারাজের সর্বদেহে নিরন্তর চন্দন লেপ দিচ্ছিল। রাজার অত্যুষ্ণ অঙ্গ স্পর্শ করায় তাদের মধ্যভাগ যেন ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে। এবং তাদের হাতগুলি যেন তাই শ্বেতবর্ণ হয়েছে। মহারাজ লোকান্তরে প্রস্থান করছেন, তাই শরীরের উপর চন্দনের লেপের ছলে আপন যশ, পৃথিবীতে স্থির রয়ে যাচ্ছে এবং সেই সুনাম যেন তাকে বিদায় দিয়ে দিচ্ছে। তাঁর দেহের উপর পদ্ম-পত্র, কুমুদের দল ও ইন্দীবর অর্থাৎ নীলপদ্মের দল রাখা হয়েছে, যেন মৃত্যুর কুটিল কটাক্ষপাতে দেহটি রং-বেরঙে বিচিত্র হয়ে পড়েছে। রাজার কেশের প্রান্তভাগ এক রেশমী বস্ত্রখণ্ড দিয়ে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে। এ বন্ধনে মাথায় তীব্র বেদনা অনুমিত হয়। এ অবস্থা সহ্য করেই তিনি স্বীয় মস্তক ধারণ করে আছেন। অত্যন্ত তীব্র বেদনায় রাজার কপালে শিরাগুলি নীল হয়ে ফুলে উঠেছে যেন যমরাজ স্বয়ং করাল অঙ্গুলি দিয়ে মৃত্যু অবধি দিনের সংখ্যা লিখে দিচ্ছে। ললাটের এ অবস্থা হর্ষবর্ধনের মনে ভীতির সঞ্চার করছে। অতি নিকটে উপস্থিত যমকে দেখে ভীত হওয়ারই যেন তাঁর চোখের মণিদুটি কোটরগত হয়ে পড়েছে।

রাজার দন্তপংক্তি শুষ্ক হয়ে যাওয়ায় তিনি দন্তরাজির ধূসর কিরণ মিশ্রিত ও তরঙ্গিত উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন, এ যেন মৃগতৃষ্ণিকার তরঙ্গিত উষ্ণ প্রবাহ।

অত্যন্ত উষ্ণ নিঃশ্বাসে যেন জ্বলে গিয়ে তাঁর জিহ্বা কালো হয়ে গিয়েছে এবং এতে বাত-পিত্ত-কফের বৈষম্যজনিত ভীষণ সন্নিপাত জ্বর সূচিত হচ্ছে।

রাজার বুকের উপর রয়েছে মণি ও মুক্তার হার; আরও রয়েছে চন্দন ও চন্দ্রকান্ত মণি। তাতে মনে হচ্ছে যেন তিনি নিজেকে যমদূতের দর্শনযোগ্য সাজে সজ্জিত করেছেন। (এখানে, রাজাকে 'আত্মকর্ম' ও যমদূতকে 'কর্তা' বুঝতে হবে)।

তিনি অঙ্গসমূহের আকুঞ্চন ও সঞ্চালনে বাহুদুটিকে উৎক্ষিপ্ত করছেন। এভাবে প্রসৃত (ছড়ান) হাতের নখকিরণ দ্বারা জ্বরজনিত তাপের শান্তির জন্য যেন ধারাগৃহ (ফোয়ারা) রচনা করছেন।

অতি সন্নিকটবর্তী জল, মণিময় গৃহভিত্তি (মেঝে) ও দর্পণে তাঁর দেহের প্রতিবিম্ব পড়েছে। মনে হয় যেন দেহের সন্তাপ প্রশমনের জন্যে তিনি এ-সব শীতল বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়েও উত্তাপ নিবারণ করতে পারছেন না। যেন সন্তাপের কথা বলছেন।

স্পর্শকারিণী সুখদায়িনী প্রণয়িনীর মতো সর্বতাপহারিণী মূর্ছাকেও সবিশেষ স্বাগত জানাচ্ছেন। বৈদ্যেরা ভয়ে ভীত হয়ে দেখছেন যে মৃত্যুচিহ্ন দ্বারা তিনি আবিষ্ট

হয়ে পড়েছেন, যেন সে-সব যমের আহ্বানের লিপির অক্ষরমালা।

মহাযাত্রা কালে (মৃত্যুসময়ে) দেহের যন্ত্রণা ও দুঃখ সব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়দের মধ্যে সংক্রামিত করছেন।

অস্থিরতা তাঁকে আরও আয়ত্ত করায় ঈর্ষ্যাবশতঃই যেন দেহকান্তি তাঁকে পরিত্যাগ করছে।

এই সময়ে জ্বরপ্রকোপজনিত অন্যান্য ব্যাধিরাও যেন মনে হয় রাজার উপর প্রবল চাপ দিচ্ছে। আর কৃশতাও মনে হয় যেন তার উপর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করছে। ব্যাধি দূর করার অসাধ্যতা যেন রাজাকে অধিকার করে নিয়েছে। বিবশতা যেন তাঁকে বশীভূত করে ফেলেছে। বিষমদশা যেন তাঁকে আশ্রয় করেছে। ধাতুক্ষয় যেন তাঁকে আপন ক্ষেত্র করেছে। বিষাদ যেন তাকে আপন (অধিকারভুক্ত) করে নিয়েছে। দুঃখ যেন অসিকা অর্থাৎ ছুরিকার মতো ক্ষতবিক্ষত করছে। অস্বাস্থ্য যেন তাঁকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। ব্যাধি যেন তাকে অধীন করে নিয়েছে। যম যেন তাঁকে কোলে নিয়ে আলিঙ্গন করেছে। দক্ষিণ দিক যেন তাঁকে লক্ষ্যবস্তু করে নিয়েছে। পাড়াসমূহ যেন পান করে ফেলেছে। নিদ্রাক্ষয় অর্থাৎ অনিদ্রা যেন তাঁকে ভক্ষণ করেছে। রোগকৃত বিবর্ণতা যেন তাকে জীর্ণ করেছেন। অঙ্গের আকুঞ্চন ও প্রসার যেন তাঁকে গ্রাস করেছে। সর্বপ্রকার বিপদ যেন তাঁকে অপহরণ করছে। দেহের ব্যথা-বেদনাসমূহ যেন নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করে নিয়েছে। দুঃখক্লেশ যেন তাঁকে লুণ্ঠন করে নিচ্ছে। দেব (ভাগ্য) যেন তাঁকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। নিয়তি যেন তাঁকে দেখে নেওয়ার বিধান নির্ধারিত করে ফেলেছে। মৃত্যু যেন সব দিকে ঘিরে ধরেছে।

দুঃখকে যেন তিনি স্থান দিয়েছেন। মানসিক বিষাদকে যেন বাসস্থান দিয়েছেন।

পুত্র হর্ষবর্ধন পিতাকে মৃত্যুর সমীপে, অন্তিম নিঃশ্বাসের পাশে মহাযাত্রার মুখে, চিরনিদ্রার দ্বারদেশে অবস্থিত দেখলেন। আরও দেখলেন পিতা যমের-জিহ্বাগ্রে বর্তমান রয়েছেন। তিনি কথা বলতে পারছেন না। চিত্তে কম্পায়মান, শরীরে বিহ্বল, আয়ুবিষয়ে ক্ষীণ, কিন্তু প্রলাপে অধিক এবং শ্বাসে খুব দ্রুত।

অত্যধিক জৃম্ভণে (হাই তোলায়) তিনি অভিভূত হয়েছেন। মনোবেদনা তাঁকে বশীভূত করে। হিক্কা তাঁকে অনুসরণ করেছে।

দেবী যশোমতী তখন রাজার পাশেই বসেছিলেন। অনবরত রোদন করায় তাঁর চোখদুটি ফুলে উঠেছে; হাতে চামর নিয়েও তিনি নিঃশ্বাস দিয়েই যেন ব্যজন করছেন, নানারকম ঔষধের রজ অর্থাৎ চূর্ণীকৃত ধূলিতে তাঁর শরীর ধূসরবর্ণ হয়েছে। তিনি বারংবার 'আর্যপুত্র! ঘুমুচ্ছ,'—বলে মহারাজের মাথায়ও বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

অচেতনপ্রায় রাজকুমার

পিতাকে এ অবস্থায় দেখে জীবনে সর্বপ্রথম এই দুঃখের আঘাতে তাঁর মন ভীষণভাবে আলোড়িত হতে লাগল এবং ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর ধারণা হল যে পিতা যমালয়ে চলে গেছেন অর্থাৎ পিতার মৃত্যু হয়েছে। ক্ষণকালের জন্যে তিনি যেন মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন অর্থাৎ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। অতঃপর হর্ষবর্ধন ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়লেন, তাঁর হৃদয় ক্ষোভের ক্ষেত্র হয়ে পড়ল। তিনি সর্বপ্রকার আনন্দ ও শান্তি দ্বারা বর্জিত হলেন।

স্বয়ং গভীর বিষাদের পাত্র হয়ে পড়লেন। তাঁর হৃদয় যেন অগ্নিময় হয়ে উঠল। দারুণ বিষে দূষিত হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। তাঁর অন্তঃকরণের অন্ধকার পাতালকেও অতিক্রম করেছে। হৃদয়ের শূন্যতা তাঁর আকাশকেও পিছিয়ে দিয়েছে। ঐ অবস্থায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তখন তিনি হৃদয় দিয়ে ভয়কে এবং শির দিয়ে ভূমি স্পর্শ করলেন।

পিতার শয্যাপার্শ্বে

রাজা কিন্তু দূর থেকেই অতিপ্রিয় পুত্রকে দেখে এমন অবস্থার মধ্যেও গভীর স্নেহে আকৃষ্ট হয়ে ও মনে মনে দৌড়ে এসে দুই বাহু প্রসারিত করে 'এস, এস' বলে আহ্বান করতে করতে বিছানা থেকে অর্ধেকটা উঠে পড়লেন। রাজকুমার তাড়াতাড়ি কাছে বিনয়ে নত হয়ে ঝুঁকে পড়লে রাজা তাঁকে জোর করে উঠিয়ে বুকের উপর রাখলেন। এ অবস্থায় তিনি (রাজা) যেন চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করলেন, যেন অমৃতের মহাসরোবরে মগ্ন হলেন, যেন বৃহৎ হরিচন্দনের রসের ঝরনার ধারায় স্নান করতে লাগলেন, যেন হিমালয়ের তুষার-সলিল-প্রবাহে অভিষিক্ত হতে লাগলেন। আবার নিজের অঙ্গ দিয়ে হর্ষবর্ধনের দেহকে চেপে ধরতে লাগলেন, তাঁর কপোলে কপোল ঘসতে লাগলেন এবং নেত্রলোমাগ্রে অশ্রুবিন্দু সহ দুটি চোখ নিমীলিত করে দাহজ্বরের উত্তাপ ভুলে গিয়ে বহুক্ষণ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর পুত্র হর্ষবর্ধন দীর্ঘসময় পরে কোনোরকমে পিতার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে পিতাকে নমস্কার করলেন এবং মাতাকেও প্রণাম করলেন। পরে পিতার বিছানার ধারে উপবেশন করলে তিনি অনিমেষ স্থির নেত্রে যেন তাঁকে পান করছেন এমনি ভাবে তাঁকে দেখতে লাগলেন, আর কম্পমান করতলে বারংবার তাঁকে স্পর্শ করতে লাগলেন। পরে শক্তিহ্রাসের ফলে অতি কষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—'বৎস! বড়ো কৃশ হয়ে পড়েছ।' কিন্তু ভণ্ডি বললেন—'মহারাজ! ইনি আহার করার পর আজ তৃতীয় দিন, অর্থাৎ আজ তিনদিন ধরে অনাহারে আছেন।'

এ কথা শুনে রাজা বাষ্পবেগরুদ্ধ কণ্ঠে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'বৎস! তোমাকে আমি জানি। তুমি পিতৃপ্রেমী ও বড়োই কোমলহৃদয়। এমন সংকটপূর্ণ অবস্থায় দুঃসহ ও সর্বাভিভাবী বান্ধবস্নেহ ধীমান পুরুষের বুদ্ধিকেও আকুল করে তোলে। অতএব নিজেকে শোকের কাছে ডালি দেওয়া উচিত নয়। উৎকট দাহজ্বরে দহ্যমান হয়েও তোমার এ মনোব্যথায় আমি অধিকতর দগ্ধ হচ্ছি। তোমার শরীরের কৃশতা আমাকে ধারালো শাস্ত্রের মতো কাটা ছেঁড়া করছে। আমার সুখ, রাজ্য, কুল, প্রাণ ও পরলোক সব তোমাতেই বিদ্যমান (তুমিই এ সবকিছুর অবলম্বন)। যেমন আমার তেমনি সকল প্রজাবর্গেরও অবলম্বন তুমি। তোমার মতো লোকদের পীড়া সারা পৃথিবীকে পীড়িত করে। তোমার মতো ছেলেরা পুণ্যহীনদের বংশ অলঙ্কৃত করে না। তুমি অনেক জন্মের অর্জিত পুণ্যের ফল। তোমার লক্ষণগুলি চতুঃসমুদ্রের আধিপত্য সূচিত করে। আমার পুত্ররূপে তোমার জন্মগ্রহণেই আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা নেই। বৈদ্যদের অনুরোধই আমাকে ঔষধ সেবন করাচ্ছে। তা ছাড়া, সমস্ত প্রজার পুণ্যবলে সকল ভুবনতল রক্ষার জন্যে তোমার মতো ব্যক্তিদের জন্মলাভের উপায় মাতা ও পিতা। রাজারা প্রজাদের দ্বারাই বন্ধুমান হয়, নিজেদের জ্ঞাতিবর্গের দ্বারা নয়। অতএব তুমি ওঠো।

আবার তুমি সব কাজকর্ম করো। তুমি আহার কারলে আমিও পথ্যাদি গ্রহণ করব।'

মহারাজ এ কথা বললে হর্ষবর্ধনের শোকানল যেন তাঁকে অতিমাত্রায় দগ্ধ করতে লাগল। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আহারের জন্যে পুনরায় পিতার আদেশ পেয়ে ধবলগৃহ থেকে তিনি নেমে এলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন—'বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো অসময়ে অকস্মাৎ এ মহাপ্রলয় উপস্থিত হল। সাধারণ হলেও এ শোক শ্বাস ও উচ্ছ্বাস সহ মৃত্যু; ঔষধের অসাধ্য ভীষণ ব্যাধি; শোক হল এমন অগ্নিতে প্রবেশ, যখন তাতে দেহ ভস্মীভূত হয় না। এতে মরণ ছাড়াই নরক বাস হয়। শোক দীপ্তিহীন অঙ্গার বর্ষণ করে। শোক মানুষকে করাতের মতো দিবারিত করে কিন্তু খণ্ড খণ্ড করেন। ক্ষত না করেও দেহে বজ্রশলাকার প্রবেশ। কী আর বলব, (পিতৃবিয়োগ জনিত) শোক বিশেভাবেই দুর্বহ। এখন আমি কী করব?

শোকাচ্ছন্ন হর্ষবর্ধন

কোনো রাজকর্মচারী তাঁর (হর্ষবর্ধনের) সংরক্ষণে নিযুক্ত ছিল। তিনি সেই কর্মীর সঙ্গে নিজের গৃহে যেয়ে কয়েকগ্রাস অন্ন গ্রহণ করলেন। কিন্তু সে খাদ্য যেন ধূমময় ছিল বলে তিনি ভোজনকালেও অশ্রুবিসর্জন করছিলেন, যেন অগ্নিময় ছিল বলে তাঁর হৃদয় উত্তাপিত হচ্ছিল, যেন বিষময় ছিল বলে তিনি মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন, যেন মহাপাপময় ছিল বলে তাতে লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক হচ্ছিল, যেন ক্ষারময় ছিল বলে তাতে দেহে ও মনে বেদনা উৎপাদিত হয়েছিল। আচমন করতে করতেই তিনি চামরধারী কর্মচারীকে আদেশ করলেন—'পিতা কেমন আছেন জেনে এসো।"

সে ব্যক্তি গিয়ে ফিরে এসে বলল—'দেব! তিনি তেমনই আছেন।'

একথা শুনে তিনি পান না নিয়েই অস্থির চিত্তে, সূর্য অস্তাচলগামী হলে, চিকিৎসকগণের সকলকে একত্র আহ্বান করে বিষণ্ণমনে জিজ্ঞাসা করলেন—'বৈদ্যগণ! পিতার এমন অবস্থায় এখন কী করণীয়?

তারা কিন্তু বললেন, 'দেব! ধৈর্য ধরুন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হবেন, (আপনি) শুনতে পাবেন।'

সেই চিকিৎসকগণের মধ্যে এক বৈদ্য ছিলেন। তিনি যুবক। বয়স তার প্রায় আঠারো বছর। নাম রসায়ন। তিনি পুনর্বসু-মুনি-কৃত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র[১১] অধ্যয়ন করেছেন। তিনি বংশপরম্পরায় রাজকুলে চিকিৎসক হয়ে আছেন। এই তরুণ বৈদ্য অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ[১২] শাস্ত্রে পারংগম। রাজা প্রভাকরবর্ধন তাকে পুত্রনির্বিশেষে পালন করেছেন। স্বভাবতই তিনি অতি পটীয়সী প্রজ্ঞার বলে বিভিন্ন রোগের প্রকৃতি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। রাজকুমারের প্রশ্ন শুনে তিনি কিন্তু সজলনেত্রে অধোমুখ হয়ে নীরব থাকলেন। রাজকুমার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'সখে! রসায়ন! বলো, পিতার সম্বন্ধে যদি অশুভ কিছু দেখে থাক।'

তিনি বললেন—'দেব! আগামী কাল প্রভাতে যথাযথ অবস্থা বলব।'

ইতিমধ্যে প্রাসাদের পদ্মবনরক্ষী চক্রবাক (স্থলজলচর পক্ষিবিশেষ) কে সান্ত্বনা দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে অপর বক্ত্রছন্দে এই শ্লোকটি পাঠ করল—

"বিহগ কুরু দৃঢ়ং মনঃ স্বয়ং ত্যজ শুচমু আস্স বিবেকবর্ত্মনি।
সহ কমলিনীশ্রিয়া শ্রয়তি সুমেরুশিরো বিরোচনঃ ॥ ৪ ॥

"ওহে চক্রবাক! তুমি নিজে মনকে দৃঢ় করো, শোক পরিহার করো, বিবেক

অবলম্বন করো, কমলবনের শোভার সঙ্গে দিবাকর সুমেরু শিখরে হয়েছে আরূঢ়।'

এ কথা শুনে কথার শুভাশুভ বিষয়ে বিজ্ঞ হর্ষবর্ধন পিতার জীবন সম্বন্ধে আশা প্রায় ত্যাগ করলেন। বৈদ্যেরা চলে গেলে তিনি ধৈর্যহারা হয়ে সায়ংকালে রাজার কাছে (ধবলগৃহে আরোহণ করে) গেলেন। সেখানে তিনি পিতার এই কথা শুনলেন—"বড়ো জ্বালা। হরিণি (পরিচারিকাবিশেষ)! মুক্তার মালাগুলি আনো, আমার দেহের উপর রাখো! বৈদেহি! মণিখচিত দর্পণগুলি আমার উপর রাখো। লীলাবতী! তুষারকণা দিয়ে আমার কপালে লেপ দাও। ধবলাক্ষি! কর্পূরচূর্ণের ধূলি শরীরে মাখিয়ে দাও। কান্তিমতি! আমার চোখের উপর চন্দ্রকান্তমণি ধরো। কলাবতি! আমার গালে নীলকমলদল রাখো। চারুমতি! চন্দনের লেপ দাও। পাটলিকা! পট (পুরু বস্ত্রখণ্ড) দিয়ে জোর বাতাস করো। ইন্দুমতি! পদ্মফুল দিয়ে আমার দাহযন্ত্রণা কমাও। মদিরাবতি! সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়ে দাহোপশম ঘটিয়ে আমায় একটু শান্তি দাও। মালতি! অনেক পদ্মমৃণাল নিয়ে এসো। অবন্তিকা! তালপাতার পাখা চালাও। বন্ধুমতি! আমার মাথা বেঁধে দাও। ধরণিকা! আমার ঘাড় ধর। কুরঙ্গবতি! তোমার জলে ভেজা হাত আমার বুকের উপর রাখো। বলাহিকা! আমার বাহু দুটি সংবাহন করো পদ্মাবতি। পা দুটি টিপে দাও। অনঙ্গসেনা! শরীরটা দৃঢ়ভাবে চেপে ধরো। বিলাসবতি! এখন সময় কী? ঘুম আসছে না। কুমুদ্বতি! গল্প বলো।' অনবরত পিতার এমন সব কথাবার্তা শুনতে শুনতে ব্যথিত হৃদয়ে দুঃখদীর্ঘ রাত্রি জেগে জেগেই কাটালেন।

বৈদ্যকুমার রসায়ন

প্রভাতবেলায় নিচে নেমে এসে দ্বারদেশে আগত পরিবর্ধক-নামে অশ্বপাল ঘোড়া নিয়ে হাজির হল। তা সত্ত্বেও তিনি পায়ে হেঁটেই নিজ মহলে এলেন। সেখানে অতি সত্বর ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের আসার জন্যে একের পর এক ক্ষিপ্রগামী ও দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে সমর্থ অতিবেগবান উষ্ট্রারোহী পুরুষদের পাঠালেন। মুখধোয়ার পর ভৃত্যবর্গ প্রসাধনী সামগ্রী নিয়ে এলে তিনি তা গ্রহণ করলেন না। এ সময়ে সামনে কয়েকজন তরুণ রাজপুত্র দাঁড়িয়ে ছিল। তারা বিমর্ষমনে 'রসায়ন' 'রসায়ন' বলে অস্পষ্টভাবে কী কথাবার্তা বলছিল। হর্ষবর্ধন তাদের কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভদ্রগণ! 'রসায়ন' সম্বন্ধে কী বিষয় বলুন।' জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সবাই যুগপৎ নীরব হয়ে থাকল। হর্ষবর্ধন বার বার অনুরোধ করলে তারা দুঃখের সঙ্গে কোনো-রকমে বলল—'দেব। আগুনে প্রবেশ করেছে।' এ কথা শুনে আগুনে যেন তার হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেল, এমনিভাবে তৎক্ষণাৎ তার মুখ মলিন হয়ে গেল। হৃদয় যেন তার উৎপাটিত হয়ে গেল—তাই শোকান্ধ এ হৃদয়কে আর ধারণ করতে পারলেন না। তাঁর মনে তখন এ কথার উদয় হল—কুলীন লোক বরং স্বয়ং নিজেকে শেষ করে দেন, কিন্তু হীনচেতা পুরুষের মতো তিনি অপ্রিয় ও দুঃখদায়ক কথা শোনান না। সংকট-কালে ইনি যেমন আচরণটি করলেন তাতে এর অগ্নিপ্রবেশে আপন ভদ্রপ্রকৃতি অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—যেমন খাঁটি সোনা আগুনে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। আবার তিনি চিন্তা করলেন—অথবা, এ ব্যাপার এঁর (রসায়নের) স্নেহের উপযুক্তই হয়েছে। আমার পিতা কি এঁরও পিতা নন? আমার মাতা কি এঁরও মাতা নন? আমরা কি তাঁর ভাই নই? সাধারণ কোনো প্রভুও পরলোকগত হলে অনুজীবীদের সংসারে বেঁচে

থাকা লজ্জার কারণ হয়। কিন্তু যিনি সেবকদের কাছে অমৃতময়, তাদের অকপট বন্ধু এবং যাঁর অনুগ্রহ কখনও বিফল হয় না, এমন স্বনামধন্য আমার পিতৃদেবের বেলায় আর কী বলার থাকতে পারে ? এ সময়ে নিজেকে দগ্ধ করে ইনি সমুচিত কাজই করেছেন। অথবা কল্পান্তকাল স্থায়ী, স্থিরতর ও যশোময় এ ব্যক্তির (রসায়নের) আর দগ্ধ হওয়ার আর কী আছে ? তিনি তো কেবল আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন। দগ্ধ হয়েছি তো আমরা ; পুণ্যাত্মাদের মধ্যে অগ্রগামী এই রসায়নই ধন্য ! এই রাজগৃহ তো পুণ্যহীন (পাপময়),—যে গৃহ এই রসায়নের মতো কুলপুত্রবিরহিত হল ! আর আমার এ জীবনেরও বা কোন্ মহত্ত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে, বা কোন্ কাজ করার বাকী আছে, আমার কোন্ কার্যব্যস্ততা আছে যে, এখনও এ নিষ্ঠুর প্রাণ গেল না ? অথবা আমার হৃদয়ের কোন্ বাধা রয়েছে যে এটি (হৃদয়) সহস্র খণ্ডে টুকরো হয়ে গেল না ?'

দুঃখার্ত হয়ে তিনি রাজপ্রাসাদে গেলেন না। সব কিছু কাজকর্ম বর্জন করলেন। বিছানায় পড়ে আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে পড়ে রলেন।

শোকার্ত প্রজাকুল

রাজকুমার হর্ষবর্ধনের যখন এমন অবস্থা এবং রাজা প্রভাকরবর্ধনের অবস্থাও তেমনি রয়েছে, তখন প্রজাগণ সহ সকলেরই গালে হাত যেন দৃঢ়ভাবে লেগে গেল। সকলের চোখেই অশ্রুধারা যেন লেপন করা অবস্থায় থাকল। সকলেরই দৃষ্টি যেন নাসিকাগ্রে গাঁথা হয়ে রইল। সকলের কানে রোদনধ্বনি যেন মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। সকলেরই জিহ্বায় 'হা কষ্ট, হা কষ্ট' শব্দগুলি যেন সহজাত হয়ে গেছে। মুখে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস যেন কিশলয়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সকলের ঠোঁটে বিলাপের শব্দগুলি যেন লিপিবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সকলের অন্তঃকরণে সকল দুঃখ যেন সংগৃহীত হয়েছে। উষ্ণ অশ্রুর জ্বালার ভয়ে ভীত হয়েই যেন নিদ্রা কারও চোখের ভিতর আসে নি। নিঃশ্বাসের বাতাসে সকলেরই হাসি যেন দূরীভূত হয়ে বিলীন হয়ে গেল। শোকে তাপে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েই যেন কারও মুখ থেকে কথা ফুটল না—সকলেই নির্বাক হয়ে রইল। পরিহাস-বিনোদ কারও কথার মধ্যেও শোনা গেল না। সঙ্গীতসভাসমূহ কোথায় চলে গেছে তা কেউ জানল না অর্থাৎ সঙ্গীতসভা প্রভৃতির কথা সকলেই ভুলে গেছে। নাচগান যেন জন্মান্তরের অতীত কথার মতো স্মৃতিপথে আসছে না, অর্থাৎ কেউ স্মরণ করতে পারছে না। শরীরের সাজ-সজ্জা প্রসাধন কেউ স্বপ্নেও করছে না। মালাচন্দনাদির উপভোগের বার্তাও কেউ কোথাও পায় নি। খাওয়ার নামটাও কেউ করে নি। মদিরাপানের গোষ্ঠীর আয়োজন আকাশ-কুসুম হয়ে গেছে। স্তুতিপাঠকদের বাণী যেন পরলোকে চলে গেছে। আনন্দ প্রমোদ প্রভৃতি যেন যুগান্তরের বস্তু হয়ে গেছে। কামদেব শোকানলে যেন দ্বিতীয়বার দগ্ধ হল। দিনের বেলায়ও লোকেরা শয্যা ত্যাগ করছে না। ধীরে ধীরে যুগপৎ চারিদিকে মহাপুরুষের বিনাশসূচক এবং প্রাণীদের ভয়োৎপাদক ভীষণ উৎপাতাদি পৃথিবীতে প্রকট হতে লাগল।

প্রাকৃতিক উৎপাত

উদাহরণ যথা—সকল কুলপর্বতযুক্তা পৃথিবী দুলে উঠল। ধরিত্রীদেবী পতির সঙ্গে সাথেই চলে যেতে চাচ্ছেন বলেই যেন আগেই নড়ে চড়ে উঠল। এই

সময়ের মধ্যে স্বর্গচিকিৎসক ধনন্তরিকে স্মরণ করেই যেন পরস্পর সংঘট্টে শব্দায়মান তরঙ্গ নিয়ে সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। রাজার আসন্ন মৃত্যুতে ভয়ভীত দিগ্‌বধূগণের বিস্তৃত ময়ূরপাখার মতো কোঁকড়ানো কেশপাশের মতো, যেন ছড়ানো অগ্নিশিখার চেয়ে ভীষণ ও বক্রকুটিল পুচ্ছযুক্ত তারামণ্ডল (ধূমকেতু) উপরে আকাশে প্রকট হয়েছে।

ধূমকেতু দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও ভয়ানক দিঙ্‌মণ্ডলযুক্ত সমগ্র ভুবনকে এমন মনে হচ্ছিল যেন অষ্টদিকপাল রাজার আয়ুষ্কামনায় যজ্ঞ আরম্ভ করেছে এবং সেই যজ্ঞের ধূমে সমস্ত দিক ধূমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। নিষ্প্রভ তপ্ত লৌহকুম্ভের মতো লাল—পিঙ্গলবর্ণ সূর্যমণ্ডলের ভিতর ভয়ংকর এক কবন্ধ-শরীরের ছলে রাজার দীর্ঘ জীবন কামনায় কেউ যেন সূর্যকে নরবলি উপহার দিয়েছে। প্রদীপ্ত পরিবেশমণ্ডলের বিস্তারে উজ্জ্বল চন্দ্রকে এমন মনে হচ্ছিল যেন তাকে গ্রাস করতে ইচ্ছুক রাহু মুখব্যাদান করেছে এবং তার ভয়ে চাঁদ নিজের চারদিকে যেন আগুনের প্রাকার রচনা করেছে। রাজার শৌর্যবলে জিত হয়ে দিগ্‌বধূগণ যেন তাঁর প্রতি অনুরক্ত উজ্জ্বলতর শোভা ধারণ করেছে, আবার প্রভাতেই দিকসমূহ লালে লাল হয়েছে এবং রাজার প্রতাপে অলঙ্কৃত হয়ে তারা রাজার আগেই অগ্নি প্রবেশ করেছে বলে মনে হয়। আবার আকাশ থেকে রক্তবিন্দুর বৃষ্টিধারার ফলে পৃথিবী লাল হয়েছে। এতে মনে হয় যেন ধরিত্রী-দেবী পতি রাজার মৃত্যুতে 'সতী' হবেন বলে লাল রেশমী শাড়ী পড়েছেন। পতির মৃত্যুতে সতী সহমরণে যাওয়ার জন্যে যেন সাজ সজ্জা করেছেন। রাজার মৃত্যুর পর যে তুমুল অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে তার ভয়ে ভীত হয়েই ইন্দ্রাদি দিকপালেরা লৌহকপাটের অসময়ের মেঘের ঘটায় দিকসমূহের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। রাজার প্রাণ হরণের জন্যে যমরাজ প্রেতপুরী থেকে প্রস্থান করলে বাদিত তাঁর ধ্বনিযুক্ত ভেরীর মতোই যেন গুরু-গুরু ধ্বনিকারী ও পরস্পর সংঘটমান বাতাসের হৃদয়বিদারী নির্ঘোষ খুবই বেড়ে গেল। যমরাজের মহিষ যতই নিকটবর্তী হচ্ছে ততই তার খুরের আঘাতেই যেন উত্থিত উটের কেশরাশির মতো পিঙ্গলবর্ণ ধূলিবৃষ্টিতে আকাশ ধূসরবর্ণ হয়ে গেল। উৎকট কর্কশ স্বরে চিৎকারকারী শৃগাল ও শৃগালীর দল ঊর্ধ্বমুখে আগুনের জ্বালারাশির মতো আকাশ থেকে পতিত উল্কারাশিকে যেন মুখে ধরে চেঁচাতে লাগল। রাজপ্রাসাদে কুলদেবতাদের মূর্তিদের মাথা থেকে ধূমরাশি উঠতে লাগল, দেখে মনে হতে লাগল যে তাঁরা যেন বিস্রস্ত কেশপাশ দিয়ে শোক প্রকাশ করতে লাগল। রাজসিংহাসনের পাশে কাল রাত্রির ঝুলেপড়া কুটিল বেণীবন্ধের আকারে চঞ্চল কালো ভ্রমরদল ঘুরছে। অন্তঃপুরের উপর দাঁড়কাকগুলি উড়ছে আর 'কা' 'কা' করে ডাকছে, ক্ষণকালের জন্যেও থামছে না। একটা বৃদ্ধ শকুনি চীৎকার করতে করতে চঞ্চল চঞ্চু দিয়ে শ্বেতচ্ছত্রের উপরকার ঘেড়ের মধ্য থেকে (দেখতে) রক্তমাখা মাংসখণ্ডের মতো—রাজ্যের প্রাণের মতোই যেন—লাল রত্নখণ্ড উৎপাটিত করে নিয়েগেল। এ সব বড়ো বড়ো প্রচণ্ড প্রাকৃতিক উৎপাতে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে কোনপ্রকারে রাত কাটালেন।

বেলার বার্তা—আর এক দুঃসংবাদ

পরদিন রাজপ্রাসাদ থেকে রানী যশোমতীর বেলা নামে প্রতিহারী রাজকুমার হর্ষবর্ধনের কাছে ছুটে এল। সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসতে থাকায় সেই গতিবেগে তার

শরীরের অলঙ্কারগুলো ঝন ঝন রব করতে লাগল, তাতে মনে হতে লাগল যেন বিষাদের জয় ঘোষণা হচ্ছে। সেই প্রতিহারী তাড়াতাড়ি পায়ের নূপুর পরে আসায় তার ঝঙ্কার শুনে মাথা উপরদিকে তুলে গৃহহংসীরা দূর থেকেই মনে হয় যেন জিজ্ঞাসা করছে—'কী হল, কী হল'? সেই প্রতিহারী বেলা আসার সময়ে অশ্রুপাতে অন্ধ হওয়ায় সে স্খলিত হয়ে পড়ে। তখন তার বিশাল নিতম্বে কাঞ্চীদাম শব্দায়মান হতে থাকে। রাজভবনের সারসীরা অনুকরণ করে বাষ্পান্ধা প্রতিহারীকে যেন পথের নিশানা বুঝিয়ে দিচ্ছে। সেই বালা (বেলানাম্নী) অশ্রুতে চোখ ঢেকে যাওয়ায় না দেখে কবাটে ধাক্কা খাওয়ায় তার কপাল ফেটে যায়। তাই রক্তে তার রেশমী বস্ত্রাঞ্চল লাল হয়ে যায়। তখন সে যেন লাল রেশমী বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢেকে রোদন করছে বলে মনে হল। শোকের উত্তাপে বিগলিত সুবর্ণবলয়ের দ্রবীভূত ধারার মতো তার বেত্রলতাটি ফেলে দিয়েছে। (প্রতিহারীর হাতে সর্বদাই বেত্রযষ্টি থাকে। সোনার মতো তার বর্ণ। দুঃখে দিশাহারা হয়ে সে এখন তা ফেলে এসেছে)।

সর্পিণী যেমন মুখের নিশ্বাসবায়ুতে তরঙ্গিত চটকদার নির্মোক টেনে নিয়ে চলে, সেই প্রতিহারীও তেমনি নিঃশ্বাসবায়ুতরঙ্গিত চটকদার রেশমী চাদরটিকে শরীরে ঠিক জায়গার টানতে টানতে নিয়ে আসছিল। তার নত কাঁধের উপর ঝুলে-পড়া, বাতাসে চঞ্চল, বেণীবন্ধনহীন শোকোচিত ছড়িয়ে-পড়া কালো কালো চুল দিয়ে—তমালগাছের কালো-কালো পল্লবের জীর্ণ বস্ত্র দিয়েই যেন—স্তনযুগলকে আবৃত করে রেখেছিল।

শোকার্তা প্রতিহারী তার স্তনদ্বয়ের উপর হাত দিয়ে আঘাত করেছে। সেই আঘাতের বেদনায় করতল ফুলে উঠেছে এবং ঈষৎ রক্ত কালো হয়েছে। আবার, হাত দিয়ে বারংবার উষ্ণ অশ্রু মুছতে থাকায় যেন জ্বালা করছে, এমনিভাবে সে হাতটা ঝাড়ছে। তার দুচোখে অশ্রুঝরনা বইছে। নিকটে যে সব লোক রয়েছে, তাদের প্রতিবিম্ব তার গালে পড়ছে। তাদের সকলকে যেন শোকাগ্নিতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রতিহারী বেলা তার অশ্রুধারায় স্নান করাচ্ছে। তার চঞ্চল চোখের মণিদুটির চপল কিরণে দিনমান কালো হয়েছে। এখন আপন দুঃখের জ্বালায় দিনটাকে যেন দগ্ধ করছে। এমনিভাবে আসতে আসতে প্রত্যেক মানুষকে জিজ্ঞাসা করছে—'রাজকুমার কোথায়?' 'রাজকুমার কোথায়?'

তার আচরণ দেখে সমস্ত লোকেরই মন বেদনায় ভরে উঠল। তারা চোখ দিয়ে যেন 'স্বাগত' জানালো। কাছে এসে সে বাঁধানো মেঝেতে দুটি হাত রেখে, শুকিয়ে-যাওয়া ঈষৎ ধূসরবর্ণের ঠোঁটটিকে দাঁতের আলোতে সিক্ত করেই যেন অবনত মুখে নিবেদন করল,—"কুমার! রক্ষা করো, রক্ষা করো।" স্বামী মহারাজ প্রভাকরবর্ধন জীবিত থাকতেই মহারানী যশোমতী কী জানি কী করলেন'!

তারপর আর এক দুঃখজনক সমাচার পেয়ে রাজকুমার হর্ষবর্ধন যেন আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। তিনি যেন ধৈর্যচ্যুত হয়ে, দুঃখে যেন বিগলিত হয়ে, চিন্তাদ্বারা যেন নিঃশেষে পীত হয়ে, সন্তাপে যেন উপরে উত্তোলিত হয়ে, আতঙ্কে যেন চিহ্নযুক্ত হয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। পরে চেতনা ফিরে এলে তার মনে হল—যেমন কঠিন প্রস্তরখণ্ডে অনেকবার লোহার আঘাতে আগুন ওঠে, তেমনি আমার এ কঠিন হৃদয়ের উপর পর পর দুঃখের আঘাতে আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু আমার এ শক্ত শরীরটাকে তো ভস্মীভূত করল না।' পরে উঠে তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে গেলেন। তার সেখানে মরণকে

বরণ করতে উদ্যত রাজমহিষীদের নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা দূরে থেকেই শুনতে পেলেন,—'বৎস! আম্র। তুমি এবার নিজের কথা ভাবো. তোমার মা প্রবাসে চলল।'

'বৎসে! চামেলী! আমি চলে যাচ্ছি! আমায় বিদায় দাও।'

'ভগিনি! গৃহ দাড়িম্বলতা! আমাকে ছাড়া তুমি অনাথা হলে!'

'রক্তাশোক! তোমার উপর আমার পদাঘাত এবং কর্ণাভরণ করার জন্যে তোমার কিসলয় ছিন্ন করার অপরাধ ক্ষমা করো।

'ওরে পুত্রক! অন্তঃপুরের ছোটো বকুল গাছ! মদিরার গণ্ডূষ পেয়ে তুমি দুর্বিনীত হয়েছিলে! তোমাকে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছি!'

'বাছা! প্রিয়ঙ্গুলতা! আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করো। এর পর আর আমায় দেখতে পাবে না।'

'হে মহাভাগ! অন্তঃপুর-দ্বারস্থ সহকার! তুমি আমার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ ও তর্পণের জলাঞ্জলি দিও। কারণ, তুমি যে আমার সন্তান।'

'ভাই পিঞ্জরস্থ শুক! যাতে আমায় ভুলে না যাও, তাই করো। কী বলছ? আমি আজ তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি।'

'ওগো শারিকা! স্বপ্নে আবার আমাদের মিলন হবে।'

'মা! (ময়না) আমার পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে ময়ূরটি। একে আমি কার হাতে দিয়ে যাব?'

'মা! এই হংসমিথুনকে সন্তানবৎ প্রতিপালন করো।'

'অভাগিনী আমি এই চক্রবাক যুগলের বিয়ের অনুষ্ঠান করে যেতে পারলাম না।'

'মাতৃবৎসলা! গৃহহরিণিকা! এবার তুমি ফিরে যাও।'

'ও কঞ্চুকী! প্রিয়তমের বীণাযন্ত্রটি আমার কাছে আনো। এখন আমি একে আলিঙ্গন করি।'

'চন্দ্রসেনা! আমায় ভালো করে দেখো। পরে আর দেখতে পাবে না।'

'বিন্দুমতি! তোমাকে আমার এই অন্তিম বন্দনা।'

'দাসি! পা ছেড়ে দে।'

'আর্যা কাত্যায়নি! (মাননীয়া বিধবা সন্ন্যাসিনি) কেন কাঁদছ। আমার দুর্ভাগ্য আমায় নিয়ে যাচ্ছে।'

'তাত কঞ্চুকী! আমি কুলক্ষণা। আমাকে কেন প্রদক্ষিণ করছ।'

'ধাত্রীদুহিতা! আত্মসম্বরণ করো। আমার পায়ে পড়ছ?'

'ভগিনি! আর তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে না। আমায় তোমার গলায় রাখো।'

'হায় কষ্ট! প্রিয়সখী মলয়বতীকে আর দেখলাম না।'

'কুরঙ্গবতি! এই আমার বিদায় অঞ্জলি।'

'সানুমতি! এই আমার শেষ প্রণাম।'

'কুরঙ্গবতি! এই আমার শেষ আলিঙ্গন।'

'সপত্নীগণ। তোমাদের সঙ্গে প্রণয়কলহ করেছি। এখন সে সব ক্ষমা করো।'

—এমন সব কথাবার্তা রাজকুমার শুনতে পেলেন।

যশোমতীর সহমরণে যাওয়ার প্রস্তুতি

এ সব আলাপে তাঁর কানদুটো দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তিনি অন্দরে প্রবেশ করছেন এমন সময়েই ভিতর থেকে মাতৃদেবীকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন। রাজমহিষী তখন আপনার যাবতীয় ধনসম্পদ ব্রাহ্মণাদিকে দান করে দিয়েছেন। পতির সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার উপযোগী বসনভূষণ পরিধান করেছেন। তিনি সীতাদেবীর মতোই পতির আগে অগ্নিতে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন। সদ্য স্নান করায় দেহ আর্দ্র থাকায় তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন ভগবতী লক্ষ্মীদেবী সদ্য সমুদ্র থেকে উঠে এলেন। কুসুম্ভপুষ্পের রসে রাঙানো দুটি বস্ত্র (অধোবাস ও উত্তরীয়) ধারণ করায় তিনি (প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন) দুই সন্ধ্যাকালীন দিব-শব্দ সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ রূপ-ধারিণী দ্যুলোকের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। তাম্বুল অর্থাৎ পান খাওয়ায় রানীর অধর লাল হয়েছে। সেই রঙে পাটলবর্ণ পট্টবস্ত্রের মতো তিনি বিধবার সহমরণোচিত রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ ও অপরাপর চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করেছেন। স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যচিহ্নস্বরূপ রক্তবর্ণ মঙ্গলসূত্র তিনি কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। সেই সূত্র তাঁর স্তনযুগলের মধ্যস্থলে ঝুলানো ছিল। সেই সূত্র এখন হৃদয়দেশে স্ফুটিত হওয়ায় তা থেকে রক্তের ধারা বের হতে পারে বলে তিনি সন্দেহ করছেন।

রানীর দুইকাণের কুণ্ডলদুটি তির্যকভাবে ঝুলে পড়েছে। কুণ্ডলের অগ্রভাগের বাঁকা কাটা তার গলার মুক্তামালার সুতায় আটকে পড়ে টান লাগিয়েছে। তাতে মুক্তার মালাটি গোলাকারে কুঞ্চিত হয়ে পড়েছে। এতে মনে হচ্ছে যেন শ্বেতবর্ণ রেশমী বস্ত্রাংশের রজ্জুতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে রয়েছেন। দেহে গোলা কুঙ্কুমের অঙ্গরাগ হওয়ায় অর্থাৎ কুঙ্কুমপঙ্কে শরীর লেপন করায় মনে হচ্ছিল যেন দগ্ধ করতে ইচ্ছুক চিতাগ্নি তাকে গ্রাস করেছে।

চিতাগ্নির অর্চনার জন্যে ফুলের মতোই যেন তিনি অতিশুভ্র অশ্রু বিন্দুরাশি দিয়ে রেশমী বস্ত্রের আঁচল পূর্ণ করছেন। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে (অথবা, ক্ষণে ক্ষণে) হাতে বলয় খসে খসে পড়ছে। তাতে মনে হয় যেন তিনি কুলদেবতার বিসর্জনের বলি (উপহার) ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁর গলায় দুলছে সুতায়-গাঁথা এক ফুলের মালা। মালাটি তাঁর পায়ের অগ্রভাগ পর্যন্ত লম্বা। এ মালা পরায় তাঁকে মনে হচ্ছে যেন তিনি যমরাজের দোলায় উঠেছেন।

তাঁর কানের অলংকার উৎপলের মধ্যস্থিত ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ শব্দ করছে। তাতে মনে হয় যেন কর্ণোৎপল রানীর নয়নোৎপলকে বিদায় দিয়ে দিচ্ছে।

তাঁর মণিখচিত নূপুরের বন্ধুস্থানীয় ভবন হংসগণ মণ্ডলাকারে ঘুরতে ঘুরতে তাঁকে (রানীকে) যেন প্রদক্ষিণ করছে।

প্রত্যাসন্ন প্রাণতুল্য পতিদেবতাকে চিত্তে ধরে রাখার মতো প্রাণসম প্রিয়তম পতি-দেবকে তিনি পটে অংকিত করে রেখেছিলেন। এখন সেই চিত্রফলকটি দৃঢ় হস্তে ধারণ করে তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছেন। পূজার জন্যে বাঁধা (গাঁথা) শ্বেতপুষ্পের মালা সহ পতিব্রতার পতাকার মতো বাতাসে দোদুলামান শ্বেতপুষ্পের মালাযুক্ত পতির প্রিয় 'কুন্ত'-দণ্ডাকার অস্ত্রবিশেষ (বর্শা বলে অনুমিত হয়) দণ্ডটিকে[১৩] রানী গলায় জড়িয়ে ধরেছেন।

তিনি শুভ্রচরিত্রের মতো শ্বেতবর্ণ রাজচ্ছত্রের সামনে এমনভাবে অশ্রু বিসর্জন

করছেন, যেমন শোকাকুলচিত্তে মানুষ বন্ধুজনের সামনে অশ্রুপাত করে।

রানী যশোমতী যখন স্বামী (রাজা প্রভাকরবর্ধনের) পায়ে পড়ে প্রণাম করেছেন, তখন রাজার মন্ত্রিগণের অত্যধিক অশ্রুপ্রবাহে তাঁদের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে পড়ল। এমন অবস্থায়ও রানী কোনো রকমে পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

রাজমহিষী অনুনয়-বিনয় ও প্রার্থনা জানিয়ে উপস্থিত বৃদ্ধ বন্ধুগণকে ঘরে ফেরাচ্ছেন। তাঁরা তখন বিহ্বল হয়ে সরবে কাঁদতে লাগলেন। রাজপ্রাসাদে আগেই উচ্চ ক্রন্দন রোল উঠেছিল। বয়োবৃদ্ধদের রোদনে গৃহের ক্রন্দনধ্বনি আরও বেশি বেড়ে গেল। এমন উচ্ছ্বসিত উচ্চক্রন্দনে রানীর কানেও বড়ো বেশি বাজল। (তিনিও অভিভূতা হয়ে পড়লেন)

খাঁচায় বদ্ধ সিংহটির গুরুগম্ভীর গর্জন পতি প্রভাকরবর্ধনের কণ্ঠধ্বনির মতো ছিল বলে রানীর মনপ্রাণ তাতে আকৃষ্ট হল।

রানী যশোমতীর আপন ধাত্রী এবং আপন পতিভক্তি আজ সহমরণে যাত্রাকালে তাঁকে সাজিয়েগুজিয়ে দিল।

কোনো পরিচিতা বৃদ্ধা তাঁকে (রানীকে) ধরে রাখছেন। আর মুহুর্মুহু মূর্ছাও তাঁর সুপরিচিতা হয়ে দুঃখের মধ্যে তাঁকে আশ্বসিত করছে। (মূর্ছাও যেন রানীকে ধরে রাখছে)।

বিপত্তিকালে সর্বদা সঙ্গতা সখী ও বেদনা—উভয়ই তাঁকে আলিঙ্গন করেছে।

পরিজনের এবং শোক উভয়ই সর্বাঙ্গ ধরে তাঁকে ঘিরে রেখেছে।

তাঁর আগে আগে যাচ্ছে উচ্চবংশজাত যুবকের দল, আর যাচ্ছে বড়ো বড়ো দীর্ঘশ্বাস। আর পিছে পিছে যাচ্ছে অতি বৃদ্ধ কঞ্চুকী, আর যাচ্ছে অতি গভীর মর্মবেদনা।

রাজার প্রিয় কুকুরগুলির দিকেও তিনি সজল নেত্রে তাকিয়ে দেখছেন। সপত্নীদেরও তিনি পায়ে পড়ে প্রণাম করছেন। পটে চিত্রিত পুতুলগুলির কাছ থেকেও বিদায় নিচ্ছেন। রাজভবনের পক্ষিকুলের সামনেও তিনি যোড় হাতে দাঁড়াচ্ছেন। গৃহের পশুগুলির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন; এবং গৃহস্থিত গাছগুলিকেও তিনি গলায় জড়িয়ে আলিঙ্গন করছেন।

শোকার্ত পুত্র ও মাতা

দূর থেকেই হর্ষবর্ধন সজল চোখে বলে উঠলেন,—'মা! ভাগ্যহীন আমি। তুমিও আমায় ত্যাগ করছ? প্রসন্না হও। নিবৃত্ত হও।' এই বলতে বলতেই তিনি মায়ের পদতলে নিপতিত হলেন। তখন মায়ের পায়ের নূপুরের মণির কিরণরাজি যেন সস্নেহে তাঁর শিরশ্চুম্বন করল। পায়ে মাথা রেখে অতি প্রিয় ছোটো ছেলে এমনি বিহ্বল হয়ে পড়েছে দেখে রানী যশোমতী গুরুভার পাহাড়ের মতো উদ্বেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন (তিনিও যেন পাথরের মতো স্তম্ভিত হলেন।)

মোহরূপ নিবিড়ান্ধকার রসাতলে যেন প্রবেশ করছেন; অশ্রুপ্রবাহের মতো দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকার পর এখন প্রকটিত বাৎসল্যভাবাতিশয্যে গভীরভাবে অভিভূত হলেন এবং সবিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও অশ্রুধারাকে আর রোধ করতে পারলেন না। তাঁর স্তনদ্বয়ের প্রবল কম্পনে অসহনীয় শোকের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল; এবং গদ্‌গদ স্বরে কণ্ঠ রুদ্ধ হতে থাকায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন; অসাধারণ দুঃখ বেদনায়

কাতর হওয়ায় তাঁর অধরপ্রান্ত স্ফুরিত (কম্পিত) হচ্ছিল। বারবার স্পন্দনের ফলে তাঁর নাসাপুট সঙ্কুচিত হচ্ছিল ; চোখ দুটি বন্ধ করে তিনি দুচোখের জলের প্রবাহে স্বচ্ছ দু-গাল প্লাবিত করছিলেন।

তারপর তিনি চাঁদের মতো সুচারু মুখটি কিছু উঁচু করে তাঁর উত্তরীয় বসনের (চাদরের) আঁচল দিয়ে ঢাকা দিলেন। তখন তাঁর কর-নখের কিরণাবলী সেই সূক্ষ্ম বস্ত্র ভেদ করে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে—যেন স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দুরাশি ঝরে পড়ছে। অন্তরে তিনি বড়োই ব্যথিতা হয়ে পড়লেন।

আবার, প্রসবদিন থেকে আরম্ভ করে কোলে শায়িত হর্ষবর্ধনের শৈশবকালীন সকল অবস্থা স্মরণ করতে লাগলেন। তখন তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ ধারা ক্ষরিত হতে লাগল। ক্ষণকালের মধ্যেই তার হৃদয় অনায়াসেই পিতৃগৃহে চলে গেল। বারংবার আপন মাতা-পিতাকে স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন—'মা! বাবা! আমি পরলোকে যাত্রা করছি। এমত অবস্থায়ও অতি দুঃখিনী পাপিনী আমাকে দেখছ না?' এই বলে তিনি আর্তনাদ করতে লাগলেন। বিদেশ-গত অত্যন্ত প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধনকে লক্ষ্য করে উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগলেন—'হায় বাছা! মন্দভাগিনী আমি তোমাকে দেখতে পারলাম না।' শ্বশুরগৃহে গতা কন্যা রাজ্যশ্রীর জন্যে শোক প্রকাশ করে বলতে লাগলেন,—'বাছা! তুই অনাথা হলি!"

দৈবকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগলেন—'নির্দয়! আমি তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি।' আবার নানাভাবে আপন ভাগ্যের নিন্দা করে বললেন—'আমার মতো দুঃখিনী নারী আর কেউ নেই!' অসময়ে যমরাজের নিন্দা করে বলতে লাগলেন—'ওরে নিষ্ঠুর কৃতান্ত! তুই আমায় লুট করে নিলি।' এই বলে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো দীর্ঘসময় ধরে মুক্ত কণ্ঠে কাঁদতে লাগলেন!

শোকের বেগ প্রশমিত হলে রানী যশোমতী সস্নেহে পুত্রকে ওঠালেন। হর্ষবর্ধন খুব রোদন করছেন। তাঁর নেত্রলোমের প্রান্তদেশে লেগে থাকা অশ্রুবিন্দুগুলি হাত দিয়ে মুছে দিচ্ছেন। তখন তাঁর উদ্গত অশ্রু আরও বেশি করে ঝরতে লাগল।

রানী যশোমতীর শোক ও আভিজাত্যবোধ

তিনি নিজের চোখ দুটিও মুছেন। গাঢ় রক্তিমা চারদিক থেকে রানীর চোখদুটির ধবলতাকে পান করতে থাকায় সেই ধবলতা চোখের ভিতরভাগ ছেড়ে দিল। [চোখের সর্বাংশই লাল হয়ে গেল। অবিরত কান্নার দরুনই এরূপ হল।] সেই চোখ দুটি উদ্গত অশ্রুবিন্দুরাশিতে বারংবার পূর্ণ হচ্ছে। আর শুভ্র অশ্রুকণা নেত্রলোমের উপর তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটানা চোখের জল ঝরতে থাকায় তাঁর নেত্রপক্ষ্ম বিকল হয়ে পড়ল। চোখ দুটি বার বার জলে ভরে উঠতে থাকায় বারবারই তিনি (রানী) মুছতে লাগলেন। চোখের জলে সিক্ত কপোলে লতার মতো ছড়িয়ে লেগে থাকা লম্বা চুলগুলি কানের উপর তুলে দিলেন। নিচের দিকে নেমে-আসা ঝুলানো গোলাকার কর্ণভূষণে বাঁকাভাবে লেগে থাকা এবং কাঁধে লম্বমান কেশরাশি সরিয়ে দিলেন। আবার চোখের জলের স্রোতে ভিজে গিয়ে তাঁর স্তনদ্বয়ের আবরণী চাদরটি কিছুটা নিচে পড়ে গিয়েছিল। তিনি হাত দিয়ে সে বস্ত্রটি উঠিয়ে দিলেন। সে সময়ে তার করনখরাজির কিরণে উত্তরীয়টি তরঙ্গিত হয়েছিল।

চোখের জলে ভিজে গিয়ে তাঁর কপোলে লেপটে থাকা রেশমী চাদরের ধার লাল

থাকায় তাতে তাঁর মুখের সৌন্দর্য আরও বেড়ে যায়। এ সময়ে এক কুব্জা দাসী নত হয়ে রাজহাঁসের আকৃতিবিশিষ্ট এক রূপোর জলপাত্র থেকে জল ঢেলে দিচ্ছে আর সেই জলে তিনি মুখপদ্ম ধুয়ে ফেললেন। পরে এক মূক-বধির লোক এক স্বচ্ছ বস্ত্রখণ্ড এনে দিলে, তিনি হাতদুটি মুছলেন। তারপর পুত্রের মুখের দিকে স্থির নেত্রে বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে এবং বারবার দীর্ঘনিঃশাস ফেলে বললেন—'বৎস! তুমি আমার প্রিয় নও—এ তো নয়, কিম্বা তুমি নির্গুণ নও অথবা পরিত্যাগের যোগ্যও নও। স্তনদুগ্ধের সঙ্গে তুমি আমার হৃদয়টিও পান করে নিয়েছ। এখন স্বামীর প্রভূত অনুগ্রহে আমার দৃষ্টি অন্তরিত হওয়ায় আমার চোখ তোমার উপর পড়ে নি। ওরে আমার আদরের সন্তান! পরপুরুষ দর্শনে আসক্ত রাজ্যসম্পদ, নিষ্করুণ রাজলক্ষ্মী অথবা পৃথিবী তো আমি নই! আমি কুলবধূ। চরিত্রই আমার ধন। আর ধর্মোজ্জ্বল বংশে আমার জন্ম হয়েছে। তুমি কি ভুলে গেছ যে আমি শত শত যুদ্ধে মদমত্ত প্রকাণ্ড বীর-পুরুষের পত্নী, যেমন সিংহী সিংহের গৃহিণী? বীরের কন্যা, বীরের পত্নী, বীরজননী আমি। আমার মতো শৌর্যে ক্রীতা নারী কেমন করে অন্য কোনো কিছু করতে পারে? ভরত, ভগীরথ ও নাভাগ সদৃশ রাজশ্রেষ্ঠ আমার পাণিগ্রহণ করেছেন। আমার সেবার জন্যে ব্যস্ত অনেক অনেক সামন্ত নৃপতির পত্নীরা সোনার কমল উঠিয়ে আমার মাথায় জল ঢেলে (অভিষেক করে) আমার সেবা করেছে। মনোরথেও দুর্লভ মহাদেবীর (পাটরানীর) পট্টবন্ধ সৎকারও আমার কপালে জুটেছে।

কারাগারে বন্দিনী শত্রুপত্নীরা চামর ঢুলিয়ে আমায় বাতাস করেছে। সেই বাতাসে সঞ্চালিত রেশমী বস্ত্রধারী আমার স্তনের দুধ তোমাদের মতো পুত্রদ্বয় পান করেছ। সমগ্র রাজধানীর মহিলারা মাথা নত করলে তাদের মুকুটের মাণিক্যমালায় আমার চরণযুগল অর্চিত হয়েছে এবং আমার সেই পদদ্বয় সপত্নীদের মস্তকে স্থাপিত হয়েছে। এ ভাবে আমি সর্বাঙ্গে কৃতার্থ হয়েছি। আজ ভাগ্যহীনা আমি আর কী কামনা করব? আমি অবিধবা অবস্থাতেই মরতে চাই। (মহাদেবের তৃতীয় নেত্রাগ্নিতে) ভস্মীভূত স্বামীর জন্যে রতির মতো আমি পতিহীনা হয়ে ব্যর্থ প্রলাপ করতে পারি না।[১৪] তোমার পিতার পদধূলির মতো আমি। তাঁর স্বর্গারোহণের (আকাশগমনের) আগে পূর্বেই তাঁর সূচনা করে আমি বীরানুরাগিণী সুরাঙ্গনাদের কাছে বহুলভাবে সম্মানিতা হব আমি। চোখের সামনে দেখা দারুণ দুঃখের আগুনে আমি দগ্ধ হয়েছি। আগুন আমার আর কী দগ্ধ করবে। এ সময়ে মরণ অপেক্ষা বেঁচে থাকাটাই আমার পক্ষে সাহসের কাজ হবে। অক্ষয় প্রেমের (স্নেহের) ইন্ধনদ্বারা প্রজ্বলিত এই পতি-শোকানল থেকে ভৌতিক অগ্নি (চিতানল) খুবই শীতল। কৈলাসতুল্য আমার প্রাণনাথ যখন (স্বর্গলোকে) প্রবাসে যাচ্ছেন, তখন জীর্ণতৃণকণার মতো তুচ্ছ এই জীবনের লোভ করা কী করে সম্ভব হতে পারে? ওরে পুত্র! রাজার মৃত্যুকে অবহেলা করার মহাপাপ নিয়ে জীবিত থাকলেও পুত্রের (তোমার) রাজ্যসুখ আমাকে স্পর্শ করবে না। দুঃখে দগ্ধ ব্যক্তিদের ভূতি (ঐশ্চর্যও ভস্ম) অশুভ, গর্হিত ও ব্যর্থ। আমি জগতে বিধবাদের (বিশ্বস্তাদের) যশ নিয়ে থাকতে চাই, এই শরীর দিয়ে নয় (অর্থাৎ বেঁচে থেকে নয়)। তাই, তাত! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি—আমার ইচ্ছা প্রতিকূল আচরণ করে আমায় অবজ্ঞার পাত্র কোরো না।' এই বলে পুত্রের পায়ে পড়লেন।

সরস্বতী তীরে

কুমার হর্ষবর্ধন তাড়াতাড়ি দুই পা পিছে সরিয়ে নিলেন এবং দুই হাতে মাকে ধরে মাটিতে লুটানো মায়ের মাথাটি উঠালেন। তিনি শোকের অসহনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন। কুলাঙ্গনাদের পক্ষে সে কাজ (সহমরণ)-ই উত্তম বলে বুঝতে পেরে এবং মাতাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে নীরবে অধোমুখ হয়ে রইলেন।

স্নেহবিহ্বল হয়েও কুলীন লোকেরা দেশকালের অনুরূপ আচার অনুমোদন করেন। রানী যশোমতীও পুত্রকে আলিঙ্গন করে ও তাঁর মাথার আঘ্রাণ নিয়ে পদব্রজেই অন্তঃপুর থেকে বের হলেন। পরক্ষণেই পুরবাসীদের আর্তনাদে প্রতিধ্বনিত দিকবধূগণদ্বারা যেন নিবার্যমানা হয়েও সরস্বতী নদীর তীরে[১৫] গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে স্ত্রীস্বভাববশতঃ পরিপূর্ণরূপে বিকশিত রক্তপদ্মসদৃশ ভয়ত্রস্ত দৃষ্টিপাতে প্রজ্বলিত ভগবান অগ্নিদেবের অর্চনা করে তাতে প্রবেশ করলেন—যেমন অমাবস্যা-তিথিতে চাঁদের এক কণা সূর্যের মধ্যে প্রবেশ করে।

মাতৃহারা হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধনও মায়ের মৃত্যুতে ব্যাকুল হয়ে বন্ধুগণ পরিবৃত হয়ে পিতার কাছে চলে গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন পিতার প্রাণ স্বল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্রমণ্ডলী ও অস্তোন্মুখ চাঁদের মতো তাঁর চোখের তারাদুটিও বিঘূর্ণিত হচ্ছে এবং তিনিও মুমূর্ষু হয়েছেন। অসহ্য শোকাবেগে অভিভূত হয়ে তিনি স্নেহের টানে টানে ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়লেন (আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না)। সমস্ত সামন্ত নৃপতির মুকুটমালায় যাঁর চরণযুগল সেবিত হত, সেই পাদপদ্মদুটি দুহাতে আঁকড়ে ধরে আলিঙ্গন করে পড়ে রইলেন।—হৃদয়ের তাপে তার মুখচন্দ্র যেন দ্রবীভূত হতে লাগল, 'দন্তরুচি কৌমুদী' যেন জলে পরিণত হতে থাকল, চোখের সৌন্দর্য যেন বিলীন হতে লাগল, মুখামৃত রস যেন বিন্দু বিন্দু করে ঝরে পড়ছে,—এ ভাবে তিনি ঘনীভূত মেঘের মতো অবিরত অশ্রু প্রবাহ রাশি বর্ষণ করতে লাগলেন এবং সাধারণ লোকের মতো মুক্ত কণ্ঠে দীর্ঘ সময় ধরে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু

রাজার চোখে তখন আর দৃষ্টি ছিল না—চোখ মুদ্রিত। কিন্তু কুমারের অবিরত কান্নার শব্দ তাঁর কানে আসছিল। তিনি পুত্রের কণ্ঠস্বর বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন,—'পুত্র! তোমার এমন অধীর হওয়া উচিত নয়। তুমি মহাসত্ত্ব। বস্তুতঃ তোমাদের মতো লোক অধীরমনা হয় না। বস্তুতঃ মহাসত্ত্বতা লোকের প্রথম অবলম্বন, পরে রাজকুলে জন্মলাভের কথা। মনস্বীদের অগ্রগণ্য ও গুণপ্রকর্ষের আশ্রয়ভূত তুমি কোথায়, আর কোথায় এ ব্যাকুলতা (বৈক্লব্য)। 'তুমি কুলপ্রদীপ' —এ কথা বলা সূর্যসমান তেজস্বী তোমাকে লঘু করা। 'তুমি পুরুষসিংহ'—একথা বললে শৌর্য ও তীক্ষ্নবুদ্ধিতে বর্ধিত পরাক্রম তোমার নিন্দা করা হয়। 'এই পৃথিবী তোমার'—এ কথা বলা লক্ষণ দ্বারাই তোমার চক্রবর্তী পদ লাভের বিষয়টি পুনরুক্তির মতো শোনাবে। 'তুমি রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করো'—এ কথা বললে স্বয়ং রাজলক্ষ্মী যে তোমাকে গ্রহণ করেছে, তার বিপরীত কথা বলা হয়। 'এ সংসারের উপর আধিপত্য করো'—এ কথা বললে (মর্ত্যলোক ও স্বর্গলোক) এই দুই লোক জয়ে ইচ্ছুক তোমার সম্বন্ধে অপর্যাপ্ত বলা হয়। 'ধন ভাণ্ডার অঙ্গীকার করো'—এ কথা বললে চন্দ্রকিরণ-

সদৃশ নির্মল যশ সঞ্চয়ে দৃঢ় ইচ্ছাপরায়ণ তোমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। 'রাজমণ্ডলকে তোমার অধীন করো'—এ কথা বললে বহুবিধ গুণে সমগ্র সংসারকে যে আয়ত্ত করেছে, সেই তোমার বেলায় তা নিরর্থক হয় (অর্থাৎ এটা তো জানা কথা।) (রাজ্যভার বহন করো'—এ কথা বললে ত্রিলোকের ভার বহনে সমর্থ তোমার প্রতি অনুচিত নির্দেশ হয়। 'প্রজাদের রক্ষা করো'—এমন বলায় তোমার ক্ষেত্রে তা পুনরুক্ত হয় ; কারণ, তুমি তো দীর্ঘ দুই ভুজদণ্ড দিয়ে সমস্ত দিক আগলিয়ে রেখেছে। 'ভৃত্যবর্গকে পরিপালন করো'—একথা বলা লোকপালসদৃশ তোমার বেলায় নিতান্ত গোণ ব্যাপার। 'নিয়ম মতো শস্ত্রাভ্যাস করবে'—এ কথা বললে ধনুর্গুণের ব্যবহারে দাগ লেগে যার প্রকোষ্ঠ কালো হয়ে গেছে সেই তোম্যাক কি আদেশ করা হয় ? 'চপলতা সংযত করো'—এ কথা বলার অবকাশ তোমার বেলায় নেই । কারণ নবীনতারএই বয়সে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করেই রেখেছে। 'শত্রুদের নিঃশেষ করতে হবে'—এ কথায় তো সহজাত তেজের চিন্তা থাকেই।—এ কথা বলতে বলতেই রাজসিংহ (প্রভাকরবর্ধন) চিরতরে চোখ মুদলেন।

প্রভাকরবর্ধনের দেহত্যাগ

ঠিক এই সময়ে সূর্যও প্রাণসম তেজ হারালেন (সূর্য অস্তগত হল)। অতঃপর রাজার প্রাণহরণরূপ আপন (পুত্র যমের) অপরাধবশতঃ লজ্জিত হয়েই যেন তিনি (সূর্য) মুখ নিচু করলেন। রাজার মৃত্যুজনিত শোকানলে ভিতর-ভিতর উত্তপ্ত হয়েই যেন (সূর্য) তাম্রবর্ণ হয়ে গেল। লৌকিক রীতি অনুসরণ করে সূর্যদেব (রাজার মৃত্যুসম্বন্ধীয়) অপ্রিয় প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করার জন্যেই যেন ধীরে ধীরে আকাশ থেকে নিচে নেমে এলেন। রাজার উদ্দেশ্যে তর্পণের জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্যেই যেন পশ্চিম সমুদ্রের ধারে চলে গেল। রাজাকে সদ্য সদ্য জলাঞ্জলি অর্পণের দুঃখানলে দগ্ধ হয়েই যেন হাজার হাজার কর (কিরণ)-রূপী কর (হাত) ধারণ করলেন।

এভাবে মহারাজের মৃত্যুজনিত শোকে অত্যন্ত বৈরাগ্যভাবাপন্ন হয়েই যেন শান্তভাবে সূর্য গিরিকন্দরে প্রবেশ করলেন। বহু বহু লোকের অত্যধিক প্রবহমাণ অশ্রুধারার বর্ষাদুর্দিনে আর্দ্র আতপ পড়ে গেল (আবহাওয়া শীতল হল)। অত্যধিক রোদনের ফলে সকলেরই চোখ লাল হয়ে গেল। চোখের লালিমায় সমস্ত সংসারটাই যেন লালবর্ণ হয়ে গেল। শোকহেতু বহুলোকের উষ্ণ নিঃশ্বাসের তাপে দগ্ধ হয়েই যেন দিনটা নীলবর্ণ হয়ে উঠল। রাজার মৃত্যুতে তাঁর অনুগমন করতেই যেন চলতে চলতে লক্ষ্মী কমলবন ছেড়ে গেলেন। ছায়ায় ঢাকা পৃথিবীকে মনে হল যেন পতি শোকে কালো হয়ে পড়েছে। কুলীনপুত্রদের মতো চক্রবাকরা দুঃখিত হয়ে আপনাপন পত্নীদের ত্যাগ ও করুণভাবে ক্রন্দন করে বনে গিয়ে আশ্রয় নিল। রাজার মৃত্যুর পর ছত্রভঙ্গের ভয়ে ভীত হয়েই যেন প্রদ্মফুলেরা আপন আপন কোষ বন্ধ করে দিল। দিগ্‌বধূদের বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তস্রোতের মতোই যেন লাল আতপ বিলীন হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে অনুরাগ শেষ হয়ে সূর্যদেব লোকান্তরে (পশ্চিম দিগ্বিভাগে) চলে গেলেন। আকাশমণ্ডলে ঘন রক্তবর্ণের প্রেতপতাকার মতো ছড়িয়ে-পড়া পাটল বর্ণের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। (প্রবৃত্ত হল)। শববাহী শিবিকাতে শোভার জন্যে কালো চামরমালা দিয়ে তা সাজানো হয়। কিন্তু তা যেমন দর্শনের অযোগ্য—অশুভসূচক, তেমনি দৃষ্টিবিঘাতক অন্ধকারের রেখা ফুটে উঠতে লাগল। কালো অগুরুকাঠ দিয়ে রচিত চিতার মতো কেউ যেন কৃষ্ণ অগুরু বৃক্ষের দিকেসমূহ দিয়ে রাত্রিটা রচনা করেছে। সুন্দরী

কমুদলক্ষ্মীরা নির্মল পত্ররূপী গজদন্তপত্র ও বীজ কোশরূপী কর্ণালংকারে এবং পরাগের শিরোমালায় প্রসাধন করে সতী নারীদের মতোই মৃতপতির অনুসরণ করার জন্যেই যেন হাসতে হাসতে প্রস্তুত হয়েছে। নিচে নিচে নেমে আসা দেববিমানের ক্ষুদ্র ঘণ্টাগুলির ঝন-ঝন শব্দের মতো তরু শিখরের নীড়গুলিতে অবস্থিত পাখিদের কূজন শোনা যেতে লাগল। স্বর্গপথে প্রস্থিত রাজা প্রভাকরবর্ধনের প্রতি স্বাগত অভিনন্দনের জন্যে উপস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রের ছত্রের মতোই যেন পূর্বদিকে চাঁদ দেখা গেল (দৃশ্যমান হল)। এই সময়ে পুরোহিতকে আগে আগে নিয়ে সামন্ত নৃপতিরা ও পুরবাসীরা শিবি-তুল্য উদার রাজা প্রভাকর বর্ধনকে কাঁধে করে সরস্বতী নদীর তীরে নিয়ে গেল এবং রাজোচিত চিতায় অগ্নিসংস্কার করে যশঃশেষ করলেন। (রাজা নেই, কিন্তু তাঁর যশ রয়ে গেল।)

হর্ষবর্ধনের শোক

সারা সংসার যেন একত্র হয়েছে—এমনি ভাবে রাজকুলের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত সকল লোক (সম্মিলিত হয়ে) শোকে মৌন হয়ে রইল এবং রাজকুমার হর্ষবর্ধনকে ঘিরে রইল। হর্ষদেবও ভিতরের শোকানলে উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত স্নেহদ্বারাই যেন (অশ্রুধারায় বাইরে সিচ্যমান হলেন। (অশ্রুধারায় তাঁর গাত্র সিক্ত হল)। এ অবস্থায় তিনি নগ্ন ভূমিতেই বসে পড়লেন এবং সামন্ত রাজাদের সঙ্গে ভীমরথী নামক[১১] নরকনদীর মতো ভয়ংকরী কালরাত্রি জেগে থেকেই অতিবাহিত করলেন। পরে তাঁর মনে এ চিন্তার উদয় হল—'পিতা চলে যাওয়ার পর সংসারের অবস্থা এই হল—লোকের (উন্নতির) পথ ভেঙে গেল। অভিলষিত সমৃদ্ধির স্থান শূন্য হয়ে গেল। আনন্দের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। সত্যবাদিতা ঘুমিয়ে পড়ল। মানুষের (সুখের) জীবনযাত্রা লুপ্ত হয়ে গেল। বাহুবল বিলীন হয়ে গেল। প্রিয়ভাষিতা বিলুপ্ত হল। পুরুষোচিত বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টা বিদেশে চলে গেছে। রণমত্ততা সমাপ্ত হয়ে গেছে। পরের গুণের প্রতি প্রীতি বিনষ্ট হয়ে গেছে। বিশ্বাসের পাত্র আর নেই প্রশস্ত কর্ম স্থানভ্রষ্ট হয়ে গেছে। শাস্ত্রের আর উপযোগিতা নেই (নিষ্প্রয়োজন হয়েছে শাস্ত্র)। বীররসের প্রতি একনিষ্ঠা নিরাশ্রিত হয়ে গেল। বিশেষজ্ঞতা কথামাত্র শেষ হয়ে গেছে। লোকে উর্জস্বিতাকে জলাঞ্জলি প্রদান করুক। প্রজাপালনধর্ম সন্ন্যাস গ্রহণ করুক। উদাত্ত মানবতা বৈধব্যের এক বেণী বন্ধন করুক। রাজলক্ষ্মী আশ্রম-বাসিনী হোক। পৃথিবী দুটি শ্বেতবস্ত্র পরিধান করুক। ভোগ-বিলাসিতা-বল্কল ধারণ করুক। তেজস্বিতা তপোবনে তপস্যা করুক। বীরতা দুই জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করুক তাঁর (মহারাজ প্রভাকরবর্ধনের) অন্বেষণে কৃতজ্ঞতা এখন কোথায় যাবে? ব্রহ্মা তাঁর মতো মানুষ নির্মাণ করার জন্যে ক্ষিত্যাদি পরমাণু এখন আর কোথায় পাবে? গুণের ক্ষেত্রে সকল দিক শূন্য হয়ে গেল। ধর্মব্যাপারে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। শস্ত্রজীবীদের জন্ম এখন বিফল। আমার পিতৃদেব ছাড়া অনুপম যুদ্ধরাগ থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধের নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে সুসৈনিক অর্থাৎ বীরদের গণ্ডস্থল যে রোমাঞ্চিত করে দেয়, সারাদিন ধরে এরকম বীর সম্মেলন আর কোথা থেকে আসবে? দীর্ঘ-রক্তনেত্র তাঁর সেই মুখপদ্ম স্বপ্নেও কি আর দেখতে পাব? জন্মান্তরেও কি লোহহস্তসম্ভদৃশ তাঁর ভুজযুগল আর আমায় আলিঙ্গন করবে? লোকান্তরেও কি সেই অমৃতরসোদগারী ও মথ্যমান ক্ষীর সাগর থেকে উদভূত গম্ভীর

ধ্বনিতে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত তাঁর 'পুত্র !' পুত্র !' বাণী আর শুনতে পাব ? এমনি ও আর অন্যান্য নানা কথা চিন্তা করতে করতেই তাঁর সেই রাতটা কোনো রকমে কেটে গেল।

সর্বত্র শোকের ছায়া

তারপর, ময়ূরগণুলি শোকবশতঃই যেন গলা ছেড়ে চীৎকার করে উঠল। গৃহ-ময়ূরেরা প্রাসাদস্থ কৃত্রিম পর্বতের ও বৃক্ষের উপর থেকে নিচে নেমে আসতে লাগল। পাখিরা নিজ নিজ বাসা ছেড়ে বনের দিকে প্রস্থান করল। দুঃখিত হয়েই যেন সেই ক্ষণে অন্ধকার ক্ষীণ হতে থাকল। স্নেহ (ভালবাসা ; তেল) কমে যাওয়ায় প্রদীপগুলি নির্বাণোন্মুখ হল। (প্রভাতের) বিচ্ছুরিত অরুণকিরণ-রূপী বল্কল পরিধান করে আকাশ যেন সন্ন্যাস নিয়েছে। রাজার অস্থি-খণ্ডের কণাসমূহের তুল্য গ্রাম্য চড়ুইপাখির গলদেশের মতো ধূসরবর্ণের তারাগুলি প্রভাতকালের মধ্যে আকাশ থেকে নামতে লাগল। রাজার অস্থির অবশেষ রাখা কলসগুলি নিয়ে বন্য গজসমূহ বিবিধ সরোবরে, নদী ও তীর্থস্থানের দিকে চলে গেল। প্রেতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গের জন্যে পবিত্র অন্নের শুভ্র পিণ্ডের মতো চন্দ্রমা পশ্চিম সমুদ্রের তটস্থলীতে নামিয়ে দেওয়া হল। ক্রমে রাজার চিতানলের ধূমরাশির বিস্তারে চাঁদের আলো ধূসর হয়ে গেল ; অথবা, রাজার মৃত্যুতে শোকানলের দহনের ফলে যেন তার (চাঁদের) ভিতরটা ক্ষত হওয়ায় কালো হয়ে পড়েছে ; (রাজার সঙ্গে) প্রবাসে গত (মৃত) অন্তঃপুরের রাজমহিষীদের মুখচন্দ্রসমূহের উদ্বেগেই যেন সে (চাঁদ) শরীর নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অথবা, পূর্বেই অস্তগতা রোহিণীর জন্যে উৎকণ্ঠাবশতঃ ব্যাকুলমনা হয়েই যেন চন্দ্র অস্তগত হলেন। আর রাজা প্রভাকরবর্ধন যেমন স্বর্গে আরোহণ করেছেন, সূর্যও তেমনি আকাশে আরোহণ করে প্রকটিত হলেন। রাজ্যের মতো রাত্রিরও বিপর্যয় ঘটল। পূর্বেই জাগরিত রাজহংসগণের দ্বারা জাগিয়ে তোলা কমলবনের মতো জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ রাজগণের দ্বারা প্রবোধিত রাজকুমার হর্ষবর্ধন অশৌচ-স্নানে চললেন। তারপর, অন্তঃপুরে নূপুরের ঝঙ্কারের অভাবে গৃহ-হংসগুলি নীরব ও মন্থর হয়ে পড়েছে। শোকাকুল কয়েকজন কঞ্চুকীমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। পিতার ভৃত্যবর্গ প্রাসাদস্থ কক্ষমধ্যে যূথপতিহীন বন্য হাতিদের মতো পড়ে আছে। ঘরের দাওয়ায় বসে বিষণ্ণ রাজহস্তীর মাহুত কাঁদছে, আর রাজার নিজ হাতি শোকাকুল হয়ে আলানস্তম্ভে ঠেস দিয়ে নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হয়ে শিথিল গাত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অশ্বশালায় অশ্বপালকেরা চীৎকার করে কাঁদছে। সেই করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত অশ্বগুলি অঙ্গনে চুপচাপ রয়ে গেছে। রাজার বিশাল সভামণ্ডপে জয়-জয় শব্দের কোলাহল নেই এবং শূন্য পড়ে আছে। এ অবস্থায় শোকের জ্বালায় দহ্যমান দৃষ্টি নিয়ে রাজভবন থেকে বের হয়ে গেলেন রাজকুমার হর্ষ। চলে গেলেন সরস্বতীর তীরে। সেখানে নদীতে স্নান করে পিতার উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিলেন। মৃতশৌচ স্নান করে, মাথার চুল না মুছেই, ধৌত বস্ত্রযুগলরূপ দুটি রেশমী কাপড় পরিধান করলেন। বার বার দীর্ঘশ্বাস নিলেন। (তারপর প্রাসাদে ফেরার পথে) ছাতা নিলেন না ; পথের লোকজনদের সরিয়ে দেওয়ার প্রতিহারী ছড়োই নিকটে ঘোড়া এনে দিলেও পায়ে হেঁটেই তিনি প্রাসাদে এলেন। তাঁর রক্ত পদ্মের মতো লাল চোখ দুটি নাসিকার অগ্রভাগে লগ্ন ছিল। মনে হয় যেন তাঁর

হৃদয়ে অবশিষ্ট পিতার দাহ-আশংকায়, অন্তঃস্থিত শোকানলকে বের করে দিচ্ছেন।[১৭] তিনি পান খান নি, দীর্ঘ সময় আগে মুখ ধুয়েছেন। তবু তাঁর অধরপল্লব অত্যন্ত স্বচ্ছ, কল্পবৃক্ষের নবপল্লবের মতো কোমল ও স্বভাবতই লাল ছিল। তাঁর অধরের প্রভায় হৃদয়ে শোকরূপী বজ্রের আঘাতের ফলে উষ্ণ নিঃশ্বাস মোচনের দ্বারাই যেন মাংস ও রুধিরের গ্রাস উদ্বমন করছেন।

শোকাহত অনুজীবীদের আত্মহত্যা

কিন্তু রাজা প্রভাকরবর্ধনের প্রিয় ভৃত্য, সুহৃদ ও অমাত্যগণ সেই দিনই (ঘর থেকে) বের হয়ে প্রিয় পুত্র ও পত্নীগণকে পরিত্যাগ করে সাশ্রুনেত্রে বান্ধবগণের দ্বারা নিবার্যমাণ হয়েও রাজার বহুবিধগুণে আকৃষ্ট হৃদয় হয়ে কেউ কেউ নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার জন্যে পাহাড়ের ভৃগুস্থলে (সানুদেশে) আপন দেহ বাঁধলেন (এবং মৃত্যু বরণ করলেন)। কেউ কেউ তীর্থযাত্রার জন্যে সেখানেই রয়ে গেলেন। কেউ কেউ ঘাস ও কুশ বিছিয়ে দুঃখিত মনে অনশন করে অতুল শোকের উপশম করার চেষ্টা করলেন (অনশনে প্রাণত্যাগ করলেন)। কেউ কেউ শোকাবেগে বিবশ হয়ে শলভের মতো অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। কেউ কেউ দারুণ দুঃখানল দগ্ধ-চিত্তে মৌনী হয়ে তুষারগিরিতে (হিমালয় পর্বতে) আশ্রয় নিলেন। কেউ কেউ বিন্ধ্যপার্বত্য অঞ্চলে বন্যগজের শুঁড়ে ছড়ানো জলকণার ধারায় শরীর ভিজিয়ে পল্লবশয্যায় শুয়ে হৃদয়ের তাপ প্রশমিত করলেন। কেউ বা সমীপস্থ বিষয় সম্পদ ছেড়ে দিয়ে রাজ্যসেবা বৃত্তিতে বিমুখ হয়ে সীমিত গ্রাস নিয়ে (স্বল্পাহারে) শূন্য বনভূমিতে বাস করতে লাগলেন। কিছু লোক বায়ুভুক হয়ে কৃশদেহে (শিরা ওঠা শরীর নিয়ে) মুনি হয়ে গেলেন। কেউ বা গেরুয়া বসন পরে পর্বতে গিয়ে কপিলমত (সাংখ্যশাস্ত্র) অধ্যয়ন করতে লাগলেন। কেউ কেউ মাথা থেকে রত্নমুকুট নামিয়ে ফেললেন এবং মহাদেবের শরণ নিয়ে জটাধারী হলেন। অন্য কেউ কেউ লাল রঙের লম্বা জীর্ণবস্ত্র পরে প্রভুভক্তিকে সমুজ্জ্বল করল। আর কেউ কেউ তপোবনে (মুনিব্রত নিয়ে) কাল কাটাতে লাগল। আশ্রমমৃগেরা তাদের শরীর চাটতে থাকে। এমনি করে তাঁরা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হলেন। অন্যেরা আবার পল্লবের মতো হাত দিয়ে মোছা ঈষৎ লাল নেত্রপুটে অশ্রু এবং হাতে মাজা তাম্র বর্ণের কমণ্ডলুতে জল নিয়ে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে মাথা মুড়িয়ে বিচরণ করতে লাগলেন (ভিক্ষু হয়ে গেলেন[১৮])।

রাজা হর্ষও পিতার শোকে বিহ্বলচিত্ত হয়ে পড়লেন। তিনি রাজলক্ষ্মীকে অভিশাপ, পৃথিবীকে মহাপাপ, রাজ্যকে রোগ, ভোগবিলাসকে ভুজঙ্গ (সাপ), ঘরকে নরক, বন্ধুজনকে বন্ধন, জীবনকে অপযশ, দেহকে দ্রোহ (অশিষ্ট চিন্তার হেতু), স্বাস্থ্যকে কলংক, আয়ুকে পাপের ফল, ভোজনকে বিষ, বিষকে অমৃত, চন্দনকে অগ্নি, রাজ্যভোগেচ্ছাকে করাত, হৃদয় ফেটে যাওয়াকে সৌভাগ্যসমৃদ্ধি বলে মনে করতে লাগলেন। তিনি সকল কাজে বিমুখ হয়ে পড়লেন। তখন পিতৃ-পিতামহর কুলপরম্পরা চিরন্তন আত্মীয়স্বজন প্রাচীন ব্যক্তিগণ, বংশপরম্পরা রাজগৃহে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত এমন গুরুজন—যাঁদের কথা সর্বদা গ্রাহ্য করা হয়, শ্রুতি, স্মৃতি (ধর্মশাস্ত্র), ইতিহাসে প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, কুলশীলে বিশিষ্ট অমাত্যগণ, এবং মূর্ধাভিষিক্ত (রাজ্যে অভিষিক্ত) রাজগণ যথাবিধি আত্মতত্ত্ববিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত পরিচিত সন্ন্যাসিগণ, সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন মুনিগণ, সংসারের অসারতা প্রতিপাদনে কুশল ব্রহ্মবাদিগণ (শাংকর বেদান্তের

মতানুসারী বৈদান্তিকগণ), এবং শোক অপনয়নে (দূরীকরণে) নিপুণ পৌরাণিকগণ— সকলে এসে তাঁকে (হর্ষবর্ধনকে) ঘিরে রাখলেন।

রাজ্যবর্ধনের জন্যে উৎকণ্ঠা

সে সব লোকের উপদেশ ও কথাবার্তায় হর্ষবর্ধন আর স্বতন্ত্র থাকতে পারলেন না। মনেও তিনি আর শোকানুসারী আচরণ করতে পারলেন না। বহুসংখ্যক বন্ধুজনের প্রবোধবাক্যে বশীভূত হয়ে তাদের অনুনয় ও প্রার্থনায় কোনো রকমে আহারাদিকার্যে প্রবৃত্ত হলেন। বড়ো ভাই রাজ্যবর্ধনকে হৃদয়ে স্মরণ করে চিন্তা করতে লাগলেন—'মহাপ্রলয় তুল্য পিতৃদেবের এই মৃত্যুবার্তা শ্রবণ করে আর্য কেঁদে কেঁদে অশ্রুজলস্নাত হয়ে বল্কল ধারণ না করেন, অথবা সেই রাজর্ষি কোনো আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিংবা, সেই পুরুষসিংহ কোনো গিরি বন্দরে চলে না যান। অথবা অশ্রুজলে নিজের দুই চোখ পূর্ণ করে এই পৃথিবীকে অনাথা না দেখেন। কিংবা সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ দুঃখের প্রথম আঘাতে অভিভূত হয়ে আত্মতত্ত্বচিন্তায় না লেগে যান। অথবা সংসারের অনিত্যতাবশতঃ বৈরাগ্যমান হয়ে সমাগতা রাজলক্ষ্মীর প্রতি বিমুখ না হন। অথবা দারুণ দুঃখরূপ অগ্নিতে প্রজ্বলিত দেহ নিয়ে জলে না ডোবেন অথবা, অভিষেক স্বীকার না করেন। অথবা, এখানে আসার পর রাজাদের অনুরোধের পরও সিংহাসনে আরোহণে পরাঙ্মুখ আর্য সর্বদাই পিতার প্রতি অতীব ভক্তিমান। সর্বদা পিতার শ্লাঘা করে আমাকে বলেন,—'ভাই হর্ষ। সোনার তাল বৃক্ষের মতো লম্বা দেহ আর কার বা ছিল, বা আর কার হবে? সূর্যের প্রীতিবশতঃ সারা দিন তাঁর (সূর্যের প্রতি) উন্মুখ ও বিকশিত এমন মুখরূপী মহাকমল (কি কোথাও ছিল অথবা আর হবে?), আর বজ্রস্তম্ভের মতো এমন দুই ভুজদণ্ড, এবং হাস্যে ও মত্ততায় অলস (মন্থর) বলরামের মতো বিলাসচেষ্টা কার কোথায় ছিল অথবা, হবে? এমন মানী পরাক্রমশালী ও দানশীল দ্বিতীয় আর কে ছিল বা আছে?' এমনি ও আরও অন্য অনেক কথা চিন্তা করতে করতে ভাই রাজ্যবর্ধনকে দেখার জন্যে হৃদয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে ও তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করে কোনোরকমে কালাতিপাত করতে লাগলেন।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

বিজিগীষু রাজার মতো যমরাজ পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত গুপ্তচরদের দ্বারা খুঁজে খুঁজে আনা বীর সৈনিকদের সংগ্রহ করেন।[১] ॥১॥

বিশ্বস্ত জনকে হত্যা করার দোষে হত্যাকারী খল বীরপুরুষের ক্রোধ উৎপাদন করে এবং নিজেই মারা পড়ে, যেমন হাতি গাছ ভেঙে ফেললে তার শব্দে সিংহের ঘুম ভেঙে যায়[২] (পরিণামে হাতি সিংহের আক্রমণে মারা পড়ে)।

প্রথম প্রেতপিণ্ড-ভোজী ব্রাহ্মণ ভোজন সমাপ্ত করলেন। উদ্বেগে ভরা অশৌচের দিনগুলি অতিবাহিত হল। তারপর, যা দেখে চোখ জ্বলে যায় তাই হল—রাজার নিজ ব্যবহারের যাবতীয় সামগ্রী যেমন, পালংক, আসন, চামর, ছত্র, পাত্র (বাসন কোসন) অস্ত্র শস্ত্র ও বাহনাদি ব্রাহ্মণদের দান করা হল।[৩] জনগণের হৃদয়ের সঙ্গে রাজার (প্রভাকরবর্ধনের) অস্থি বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হল। চিতাস্থানের শোকশেলের উৎপাদক এক চৈত্যচিহ্ন (শ্মশানস্থ দেবগৃহ) স্থাপন করা হল। সেই স্মৃতি-

মন্দির ইষ্টক নির্মিত এবং তাতে শ্বেতবর্ণে প্রলেপ দেওয়া হল (চুনকাম করা হল)। বড়ো বড়ো যুদ্ধে বিজয়ী রাজার শ্রেষ্ঠ হাতিটিকে বনে ছেড়ে দেওয়া হল। ক্রমশঃ শোকের উচ্ছ্বাস (কান্না) কমে গেল। বিলাপের হা-হুতাশ শব্দও বিরল হল। অশ্রুপাতও বন্ধ হল। দীর্ঘশ্বাস শিথিল (হ্রাস হল) হল! হা কী কষ্ট, হায় হায় —এ ধরণের বেদনাময় শব্দ অস্পষ্ট হয়ে এল। শোকের সময়ে পাতা বিছানাপত্র সরিয়ে ফেলা হল। কান এখন উপদেশ শ্রবণে সমর্থ হতে লাগল। হৃদয় অনুরোধে মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য হয়ে উঠল। রাজার গুণাবলী এখন গণনীয় হতে লাগল। শোকে এখন বিভিন্ন বস্তুকে আশ্রয় করল (অর্থাৎ রাজার কোনো কোনো বস্তু দেখার বা কোনো কোনো বিষয় শোনার পর সাময়িকভাবে কেউ কেউ শোকাচ্ছন্ন হয়, সর্বদা নয়)। কবিগণ রাজার শোকে বিলাপ পূর্ণ কাব্য ও কবিতা রচনা করতে লাগলেন। রাজার দর্শন এখন কেবল স্বপ্নেই অবশিষ্ট রইল। একমাত্র হৃদয়দেশেই তিনি অবস্থান করলেন কেবল ছবিতেই তাঁর আকৃতি বেঁচে রইল, আর তাঁর নাম কেবল কাব্য কথায়ই রয়ে গেল। দেব হর্ষ কিছুকাল সমস্ত কাজ থেকে বিরত হয়েছিলেন। পরে একদিন তিনি দেখলেন যে বৃদ্ধ আত্মীয়বন্ধুবর্গকে সম্মুখে নিয়ে নতবদন ও নীরব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও মন্ত্রিগণ তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছেন। এদের দেখে তাঁর মনে এই চিন্তার উদয় হল,—"শোকাভিভুত এরা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আগমনবার্তা ছাড়া আর কী নিবেদন করবে?" অতঃপর তিনি কম্পিত হৃদয়ে সেই ব্যক্তিদের মধ্যে সামনে এগিয়ে আসা একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা! আর্য (ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন) এসেছেন কি? তিনি ধীরে বললেন—'দেব! হাঁ! তিনি দ্বারে উপস্থিত।' এ কথা শুনে ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ তখন পিতার মৃত্যুজনিত শোকে বিগলিত হৃদয়ে অশ্রুধারা বর্ষণ করতে লাগলেন এবং কোনো রকমে প্রাণটাকে বের হতে দিলেন না।

রাজ্যবর্ধনের প্রত্যাবর্তন

তারপর তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে দেখলেন। দ্বারপালের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথমেই যে পরিজনটি ভিতরে প্রবেশ করেছিল সে আর্তনাদ করতে করতেই যেন তাঁকে খবর দিল। ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন তখন অল্পসংখ্যক ভৃত্যদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। কারণ, তাড়াতাড়ি বহু দূরের পথ অতিক্রম করতে গিয়ে অনেকেই সঙ্গ ছাড়া হয়ে পড়েছিল। অনেক দিন ধরে স্নান, ভোজন, ও শয়ন না হওয়ায় তারা কালো ও কৃশকায় হয়েছিল। মাত্র অল্প কয়েকজন পরিচিত দাসীপুত্র তার সঙ্গে ছিল। তাঁর ছত্রধারী ভৃত্য দলছাড়া হয়ে যায়। দীর্ঘ রাজপরিচ্ছদ-বহনকারী ভৃত্যও পিছনে পড়ে রইল। ভৃঙ্গারধারী পুরুষটিও দূরে পড়ে রইল। আচমনের জলবাহী পুরুষটিও আসতে আসতে কোথায় পড়ে থাকল। তাম্বুলবাহকও ক্লান্ত হয়ে পিছনে পড়ে আছে, খড়্গাবহনকারী খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে। অবিরত পথে চলতে থাকায় তাঁর (রাজ্যবর্ধনের) দেহ ধূলিধূসরিত হয়ে উঠেছিল, যেন নিরাশ্রয় পুরুষপরম্পরা আগতা ধরিত্রী দেবী আজ তাঁরই শরণ নিয়েছে। হূণদের জয় করার কালে শত্রুর বাণে ক্ষত স্থানের উপর বাঁধা লম্বা ও সাদা রঙের পট্টীতে তাঁর শরীর বিচিত্রিত হয়েছিল,মনে হচ্ছিল যেন রাজলক্ষ্মী নিকটবর্তিনী হয়ে তাঁর অঙ্গের উপর দীর্ঘ ও ধবল কটাক্ষপাত করেছেন। তিনি অত্যন্ত কৃশকায় হয়ে গিয়েছিলেন, যাতে মনে হয় রাজার (প্রভাকরবর্ধনের)

প্রাণরক্ষার্থে শোকানলে নিজের মাংসের আহুতি করেছেন এবং এ ভাবেই নিজের দুঃখভার প্রকাশ করেছেন। তাঁর মাথায় ছিল না মুকুট, কেশপাশ অবিন্যস্ত (উস্কুখুশ্‌কু) মাথায় শেখরমালাও ছিল না। তাই মনে হয় যেন শূন্য মস্তকে আরূঢ় মূর্তিমান শোককে তিনি ধারণ করে রয়েছেন। গ্রীষ্মের আতপে বিগলিত স্বেদবিন্দুরাজি তাঁর ললাটে জমে উঠেছিল, তাতে মনে হয় যেন তাঁর ললাট পিতার পায়ের উপর পড়ে প্রণাম করার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে রোদন করছিল। রাজ্যবর্ধনের অশ্রুধারা মাটিতে ঝরে পড়ছিল। মনে হয় যেন আপন প্রিয় পতির মৃত্যুতে মূর্ছিতা পৃথিবীকে স্থূল অশ্রুপ্রবাহ দিয়ে সিক্ত করে দিচ্ছিল। তাঁর দুই গাল এতই ক্ষীণ হয়েছিল, মনে হয় যেন নিরন্তর বহমান চোখের জলের ধারায় তা (গাল দুটি) চুপসে গেছে। তাঁর মুখের অত্যুষ্ণ শ্বাসের সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে তাঁর বিম্বাধরের তাম্বুলরাগ যেন ধুয়ে মুছে গেছে। তাঁর যজ্ঞোপবীতে অবশিষ্ট একমাত্র ইন্দ্রনীলমণির কিরণাবলীতে তাঁর কর্ণপ্রদেশ শ্যামবর্ণ হয়েছিল, মনে হয় যেন কিছুক্ষণ আগে শ্রুত পিতার মৃত্যু সংবাদ-জনিত মহাশোকের আগুনে কান জ্বলে গেছে তাঁর মুখচন্দ্রে অল্প অল্প শ্মশ্রু দেখা গেলেও মুখ নিচু করে রাখায় তার চোখের মণির কাল আভা নিম্নমুখী হওয়ায় মুখটি আরও কলো দেখাচ্ছিল যেন অশৌচহেতু ক্ষৌরকর্ম না করায় শ্মশ্রুরাশি খুব বড়ো হয়ে পড়েছে।[৭]

পিতার মৃত্যুতে রাজ্যবর্ধনের শোক

বিশাল পর্বত ভেঙে পড়ে গেল সিংহ যেমন বিহ্বল ও আশ্রয়হীন হয়, তেমনি, মহারাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুতে রাজপুত্র বিহ্বল ও নিরাশ্রয় হয়ে পড়লেন। তেজঃপতি সূর্য অস্তগত হলে পরিম্লানশ্রী দিনের মতো তেজস্বী মহারাজের মৃত্যুতে রাজপুত্রের রূপও কালো হয়ে গেছে। কল্পবৃক্ষ ভেঙে পড়ে যাওয়ায় নন্দনকাননের মতো ছায়া-রহিত (কান্তিহীন) হয়ে পড়লেন। দিগ্‌গজ চলে গেলে দিগ্‌ভাগের মতো তিনি শূন্য হয়ে গেলেন। প্রচণ্ড ও ভারি, বজ্রপাতে বিদীর্ণ পর্বতের মতো কাঁপতে লাগলেন। কৃশতা যেন তাঁকে কিনে নিয়েছে। দীনতা তাঁকে আপন কিঙ্কর করে নিয়েছে। দুঃখ পূর্ণ মানসিক অবস্থা যেন তাঁকে আপন দাস করে নিয়েছে। শোক যেন তাঁকে নিজের শিষ্য করেছে। মানসিক ব্যথা যেন তাঁকে অন্ধ করে দিয়েছে। মৌন তাঁকে নীরব করে দিয়েছে। পীড়া তাঁকে পিষ্ট করেছে। সন্তাপ যেন তাঁকে স্বেদাক্ত করেছে। চিন্তা যেন তাঁকে ধরে রেখেছে। বিলাপ যেন তাঁকে বিলুপ্ত করে ফেলেছে। বৈরাগ্য যেন তাঁকে আটক করেছে। বিবেকবুদ্ধি যেন তাঁকে ত্যাগ করেছে। প্রজ্ঞা যেন তাঁকে তিরস্কার করেছে। দুরভিভবত্ব অর্থাৎ আপন দৃঢ়তা যেন তাঁকে দূর করে দিয়েছে। (অর্থাৎ এখন তাঁর দুরভিভব হওয়ার আর কোনো কথা ছিল না)।

অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিরাও তাঁর শোকের লাঘব ঘটাতে সমর্থ হল না। সজ্জনের উপদেশেও এ ক্ষেত্রে কোনো কাজ হল না। গুরুজনদের উপদেশও কোনো উপায় হল না। শাস্ত্রের শক্তিও এ ব্যাপারে অসমর্থ হয়ে গেল। প্রজ্ঞার প্রচেষ্টাও কোন পথ পেল না। সুহৃদ্‌ বন্ধুদের অনুরোধও সেই শোকের কাছে পৌঁছল না। সে অবস্থা বিষয়-উপভোগেরও অতীত রয়ে গেল। সাময়িক উপচারও কোন এতে কোনো স্থান পেল না। শোক যেন হর্ষবর্ধনের দেহটাকে ঝাড়া দিয়ে উঠিয়ে দিল, আর তিনি যেন পরের বশীভূত হয়ে উঠলেন।

শোকবিহ্বল রাজ্যবর্ধন

মহারাজকুমার রাজ্যবর্ধন কুমার হর্ষকে দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন এবং দীর্ঘসময় ধরে অবরুদ্ধ বাষ্পাবেগ মোচন করতে ইচ্ছুক হয়ে সমস্ত দুঃখ আপন মনে চিন্তা করতে করতে দুই ভুজদণ্ড অনেকটা দূরে সামনে প্রসারিত করলেন। তারপর কুমার হর্ষের গলায় ধরলেন ; তারপর কুমারের ক্ষীণ বক্ষে রাখলেন—তখন কুমারের ক্ষৌমবসন বক্ষচ্যুত হয়েছিল। পরে হাত দুইটি কুমারের কণ্ঠে, আবার কাঁধে ও পরে গালের নিম্নভাগে রেখে গলা ছেড়ে এমন ভাবে কাঁদতে লাগলেন, যেন মনে হয় হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে উৎপাটিত হয়ে গেছে। সে সময়ে রাজাকে স্মরণ করে লোকেরা শিরার মতো অশ্রুধারা বইয়ে দিতেলাগলেন অর্থাৎ প্রবল বেগে অশ্রুধারা বিসর্জন করতে লাগলেন ; এবং রাজার প্রিয়জনেরাও রাজ্যবর্ধনের ক্রন্দনের প্রতিধ্বনির রূপে জোরে জোরে কাঁদতে আরম্ভ করল। দীর্ঘ বর্ষণের পর শরৎকালের মেঘের মতো রাজ্যবর্ধন অনেকটা সময় চোখের জল ফেলার পর কোনো রকমে নিজে নিজেই শান্ত হলেন। তারপর আসনে বসে তিনি ভৃত্যের আনীত জল দিয়ে কোনোরকমে চোখ দুটি ধুয়ে ফেললেন ; সে সময়ে তাঁর হাতের নখরাজির কিরণাবলী চোখে পড়ায় মনে হচ্ছিল যেন অশ্রুধারায় লেখা উৎপন্ন হয়েছে, এবং বার বার মুছলেও নেত্রলোমের অগ্রভাগ থেকে ঝরে-পড়া অশ্রুতে দৃষ্টি রুদ্ধ হওয়ায় তিনি কিছুই দেখতে পারছিলেন না। তাম্বুলবাহক (পরিচারক) চাঁদের জ্যোৎস্নার টুকরার মতো একখণ্ড রুমাল এনে দিলে তিনি তা দিয়ে গরম অশ্রুতে জ্বলে-যাওয়া মুখটি মুছে নিলেন। তারপর বেশ খানিকটা সময় নীরব থেকে পরে স্নান করতে গেলেন। সেখানে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অলংকারহীন, উৎক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত কেশরাশি সহ মাথাটি অবহেলাভরে জোরে জোরে মুছে ফেললেন। তখনও অবশিষ্ট শোকের দরুন তাঁর ঠোঁট (অধর) কাঁপছিল, যেন তখনও সে (পিতৃশোক) বেঁচে থাকার চেষ্টা করছিল। জলে ধুয়ে ফেলার সুচারু তাঁর অধরটি যেন নিজেকেই চুম্বন করতে চাইছিল। এমনি অধর এবং প্রক্ষালিত চোখের শ্বেতিমায় যেন শরৎকালের শুভ্র জ্যোৎস্নাধারায় বিকশিত উজ্জ্বল কুমুদ-দলের উপহার দিয়ে দিগ্‌দেবতাগনের অর্চনা করেছেন। এমনি অবস্থায় তিনি প্রাসাদস্থ চতুঃশালার বেদীতে ছোটো চন্দ্রাতপের তলে একটিমাত্র উপাধান নিয়ে চুপ চাপ পড়ে রইলেন।

রাজকুমার হর্ষও ঐ ভাবে স্নান করে ভূমিতে বিছানো কম্বলের উপর প্রসারিত দেহে কিছুটা দূরে নীরবে বসে রইলেন। দুঃখে কাতর অগ্রজের দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর হৃদয় যেন সহস্রধা ভেঙে টুকরো৷ টুকরো হয়ে গেল। সহোদরকে দেখলে শোক আরও তরুণ হয়ে যায় (বেড়ে যায়) প্রজাগণের পক্ষে সে দিনটি রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু দিনের চেয়েও অধিকতর দুঃখদায়ক হয়ে উঠল। সমগ্র নগরীতে সে দিন কেউ অন্ন পাক করে নি, কেউ স্নান করে নি, কেউ ভোজন করে নি। সর্বত্র সকলেই কাঁদতে লাগল। কেবল এ ভাবেই সারাদিন অতিক্রান্ত হল। আর মঞ্জিষ্ঠার মতো লাল সূর্যও সদ্য সদ্য বিশ্বকর্মার ছেনী (বাটালি) দিয়ে শরীরের ছেঁটে ফেলা অতএব রক্তমাংসময় ছবি ধারণ করে পশ্চিম সাগরের জলে ডুবে গেলেন। কমলসরোবরে কমলিনীরা মলিন হয়ে মুকুলিত হয়ে গেল (বন্ধ হয়ে গেল। সূর্যাস্তে পদ্মপুষ্প নিমীলিত হয়ে যায়)। আর পদ্মপুষ্পের কোষে বিকল ভ্রমরগণ দুঃখে গুন্‌গুন্ করতে লাগল। আসন্ন বিরহ-

রূপী ব্যাধিতে পীড়িত চক্রবাক বিহগকুল আপন আপন পত্নীদের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত হয়ে বিকশিত বন্ধুক পুষ্পের মতো লালবর্ণ বন্ধুসদৃশ সূর্যের দিকে সজলনেত্রে তাকিয়ে থাকল। ভ্রমরের গুঞ্জন ও কলহংস রমণীদের কলধ্বনিতে ভরে উঠেছে কুমুদ-সরোবর। সে ধ্বনি এমনই মনোরম যে মনে হয় যেন সেখানে সঞ্চরণশীলা লক্ষ্মীদেবীর মাণিক্যময় কাঞ্চীতে গাঁথা কিঙ্কিনীগুলি বেজে উঠছে। স্পষ্ট কালো চিহ্ন যুক্ত চন্দ্রমণ্ডল বিশাল শৃঙ্গ দ্বারা উৎখাত মাটি (কাদা) দ্বারা মহাদেবের বিশাল বৃষভের পৃষ্ঠস্থ ককুদের মতো আকাশে শোভা পাচ্ছে।

হর্ষের প্রতি রাজ্যবর্ধনের উপদেশ

এই সময়ে প্রধান প্রধান সামন্ত নৃপতিরা এসে উপস্থিত হলেন। তাদের কথা অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁরা অনেক করে বোঝালেন। তখন রাজ্যবর্ধন কোনোরকমে কিছু আহার করলেন। রাত্রি প্রভাত হলে নৃপতিগণ সকলে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি (রাজ্যবর্ধন) সমীপস্থ হর্ষদেবকে বললেন,—'তাত গুরুজনের আদেশ প্রতিপালনে তুমি উপযুক্ত। শৈশব কালেই গুণবান জনের পতাকার মতো পিতৃদেবের চিত্তবৃত্তি তোমাকে প্রভাবিত করেছে। দেববিধানে সংসার বিষয়ে আমি বিরাগী। আর পিতার ধর্ম তুমি আয়ত্ত করেছ এই জন্যেই আমার অন্তঃকরণ তোমাকে কিছু বলতে ইচ্ছুকহয়েছে। শৈশবসুলভ স্নেহবিরোধী প্রতিকূল ভাব অবলম্বন করা তোমার উচিত নয়। আমার এই ইচ্ছায় সর্বের মতো বিঘ্ন ঘটাবে না। শোনো। সংসারে তুমি লোকব্যবহার জান না —এটা তো সত্য নয়। ত্রিভুবনপালক মান্ধাতার মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র পুরুকুৎস কী করেছিলেন (রাজত্বই তো করেছিলেন)? অথবা ভ্রূভঙ্গেই অষ্টাদশ দ্বীপের আদেশ কর্তা দিলীপের স্বর্গারোহণের পর (তাঁর পুত্র) রঘু কী করেছিলেন? অথবা, অসুরগণের সঙ্গে মহাযুদ্ধে দেবতাদের রথে উপবিষ্ট রাজা দশরথের মৃত্যুর পর রাম কী করেছিলেন? কিংবা চার সমুদ্রের প্রান্ত পর্যন্ত যিনি গোষ্পদ করেছিলেন সেই দুষ্যন্তের পরলোকগমনের পর তাঁর পুত্র ভরত কী করেছিলেন? অথবা, এ সব রাজাদের কথা থাকুক, শতাধিক যজ্ঞের ধূমরাশিতে দেবরাজ ইন্দ্রের তারুণ্যকে যিনি ম্লান করে দিয়েছেন সেই সুগৃহীতনামা পরম পূজ্যপাদ পিতাঠাকুরও কি রাজ্য প্রতিপালন করেন নি! যে ব্যক্তি শোকে অভিভূত হয়, শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানিগণ তাঁকে কাপুরুষ বলেন। স্ত্রীলোকের ভাবই শোকের বিষয়। (শোক স্ত্রীলোকেরই মানায়)। তবু আমি কী করব? এটা আমার স্বভাবের কাপুরুষতা, অথবা আমার স্ত্রীভাব, যাতে আমি পিতৃশোকানলের পাত্র হয়েছি। পর্বত বিধ্বস্ত হলে নিঃশেষরূপে বহমান ঝরনার মতো রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর অন্ধকারাবৃত দশ দিকের মতো আমার দশ দিক অন্ধকারাবৃত হয়ে গেছে এবং আমার বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হয়ে গেল। আমার বিবেক নিজেও জ্বলে পুড়ে যাবার ভয়েই যেন স্বপ্নেও ধারে-পাশে আসছে না। প্রবলতর শোকসন্তাপে আমার সম্পূর্ণ ধৈর্য লাক্ষানির্মিত বস্তুর মতো একেবারে গলে বিলীন হয়ে গেছে। আমার মতি প্রতিক্ষণে বিষলিপ্ত শরে আহতা হরিণীর মতো মূর্ছিতা হচ্ছে। পুরুষবিদ্বেষী স্ত্রীলোকের মতো স্মৃতি আমাকে পরিহার করে দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মায়ের মতো আমার ধৃতিও পিতার সঙ্গেই চলে গেল। সুদখোর বেনের ধনের মতো আমার দুঃখ প্রতিদিন বেড়েই যাচ্ছে।[7] শোকানলের ধূমসম্ভার থেকে উৎপন্ন মেঘরাশি দ্বারা যেন

ব্যাপ্ত শরীর চোখ দিয়ে জলধারা বর্ষণ করছে। সমস্ত মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত) অর্থাৎ সব মানুষ মৃত্যুর পর পঞ্চতত্ত্বে বিলীন হয়ে যায়—নির্বোধ লোকেরা এমন মিথ্যা বলে থাকে। আমার পিতৃদেব কেবল অগ্নিরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই জন্যেই আমাকে এমনভাবে দগ্ধ করছেন। [পাঠান্তরে—আমার পিতৃদেব কেবল অগ্নিতে মিশে গিয়েছেন, তবুও আমায় দগ্ধ করছেন না।] দুর্নিবার শোক ভিতরে ভিতরে যুদ্ধ করতে অসমর্থ ব্যক্তির মতো আমার হৃদয়কে অভিভূত করে আমাকে এমনি দগ্ধ করছে যেমন বাড়বানল সমুদ্রকে দগ্ধ করে, আমাকে এমনি ভাবে কেটে ফেলছে যেমন বজ্র পর্বতকে বিদীর্ণ করে, এমনি করে আমাকে কৃশ করছে যেমন রাহু সূর্যকে গ্রাস করে। আমার হৃদয় সুমেরুতুল্য এমন কল্পপুরুষের দেহত্যাগ-জনিত শোক কেবল অশ্রুবিন্দুপাতেই অতিক্রম করতে (কমাতে সমর্থ হচ্ছে না। বিষ দেখলে চকোরের চোখ যেমন বিরক্ত (লাল) হয়, আমার চোখদুটিও বিষতুল্য রাজ্য-বিষয়ে বিরক্ত (আসক্তিহীন) হয়ে গেছে। বহুসংখ্যক মৃত লোকের রঙবেরঙের বস্ত্র দ্বারা ঘোমটা দিয়ে সজ্জিতা, লোকের মনোরঞ্জনকারিণী চণ্ডালীর বাঁশের উপর বহনযোগ্য অনার্য রাজলক্ষ্মীকে আমার মন সর্বদাই পরিত্যাগ করতে চায়।

এই দগ্ধ গৃহে আমি পক্ষীর মতো ক্ষণকালও থাকতে পারছি না। আমি আশ্রমে থেকে পর্বতশিখর থেকে প্রবাহিত ঝরনার নির্মল জলে বস্ত্রে লেগে থাকা ময়লার মতো মনের স্নেহ ধুয়ে ফেলতে চাই। পুরু যেমন পিতার আজ্ঞায় যৌবনসুখাববর্জিত ও অনভিপ্রেত বার্ধক্য (জরা) স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তুমিও তেমনি আমার রাজ্যচিন্তা গ্রহণ করো। কৃষ্ণের মতো সমস্ত বাল্য খেলাধুলো পরিত্যাগ করে এখন রাজলক্ষ্মীকে আপন বক্ষস্থল প্রদান করো। আমি শস্ত্র পরিত্যাগ করেছি।'—এই বলে খড়্গধারীর কাছ থেকে ডান হাতে তরবারিটি তুলে নিয়ে মাটিতে রেখে দিলেন।

তারপর সে কথা শুনে তীক্ষ্ণধার অগ্রভাগযুক্ত শূলে আহত হওয়ার মতোই যেন হর্ষদেবের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল।

তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন—'আমার অনুপস্থিতিতে কোনো অসহিষ্ণু লোক কি আর্যকে কিছু বলেছে, যার ফলে তিনি কুপিত হয়েছেন? অথবা তিনি এ-সব কথা বলে আমায় পরীক্ষা করছেন? কিংবা পিতৃদেবের শোকেই এর চিত্তের এই ব্যাকুলতা উৎপন্ন হয়েছে? অথবা,আর্য তো এমন নন। (অথবা, আর্য তো এমন হতে পারেন না) ? অথবা, আর্য হয় তো অন্য কিছু বলেছেন, আমি, শোকে দুঃখে ভরা কানে অন্য কথা শুনেছি? অথবা, আর্য অন্য কিছু বলতে চেয়েছেন, আর তাঁর মুখ থেকে অন্যরকম কথা বেরিয়েছে? অথবা, বিধাতা সমগ্র বংশের বিনাশের উদ্দেশ্যে ধ্বংসের উপায় রচনা করেছেন। কিংবা, আমার সমস্ত পুণ্য ক্ষীণ হওয়ায় এ ব্যাপার ঘটেছে। অথবা আমার কর্মসমূহের প্রতিকূল সম্মিলিত সমগ্র গ্রহচক্রমণ্ডলীর এই খেলা? অথবা, পিতৃদেবের পরলোক গমনে কলিকাল নিঃশঙ্ক হয়ে খেলা করছে, যাতে আর্য এখন যার তার মতো স্বেচ্ছাচারী আমাকে এক দুষ্কর কর্ম করার জন্যে আদেশ করেছেন, যেন আমি পুষ্পভূতির বংশে জাত নই, যেন পিতৃদেবের পুত্র নই, আর্যের আপন ভাই নই ; অথবা আমি তাঁর ভক্ত সেবক নই। আবার কোনো দোষ না দেখেও এমন কাজের জন্যে আমায় আদেশ করছেন যেমন কোনো শ্রোত্রিয় বিদ্বান ব্যক্তিকে মদ্যপান করতে, প্রভুভক্ত প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, সজ্জনকে নীচ সেবা করতে, আর সতী নারীকে ব্যভিচার

করতে আদেশ দিচ্ছেন। শৌর্যরূপ উন্মাদের মদ্যপানে মত্ত অর্থাৎ শৌর্যের অভিমানরূপে মদ্যপানে উন্মত্ত সমস্ত সামন্ত রাজাদের মণ্ডলরূপী সমুদ্রকে মন্দরের মতো মন্থনকারী আমাদের পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তপোবনে চলে যাওয়া, অথবা বল্কল ধারণ করা অথবা তপস্যা আচরণ করা তো উচিত কাজই। এখন আমার প্রতি রাজ্য করার জন্যে যে আদেশ, তা অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে যাওয়া মরুভূমির উপর জ্বলন্ত অঙ্গার বর্ষণের সমান। এ আদেশ তো আর্যের অনুরূপ নয়।' যদিও প্রভু অর্থাৎ অধিকারী ব্যক্তি নিরভিমান, কোনো অভিলাষশূন্য ব্রাহ্মণ, একেবারেই ক্রোধ নাই এমন মুনি, অচঞ্চল বানর, ঈর্ষাহীন কবি, চোর নয় এমন বণিক, প্রিয়পত্নীক হয়েও ঈর্ষাহীন, দরিদ্র নয় এমন সাধুপুরুষ, খল নয় এমন ধনী লোক, দ্বেষ নেই এমন ক্ষুদ্র; শিকারী হয়েও অহিংস্র, ব্রাহ্মণদ্বেষী নয় এমন পারাশরী ভিক্ষু (সন্ন্যাসী), ভৃত্য হয়েও সুখী, ধূর্ত হয়েও কৃতজ্ঞ, পরিব্রাট্ অথচ ভোগেচ্ছাহীন, প্রিয়ভাষী অথচ ক্রূর, মন্ত্রী অথচ সত্যবাদী, দুর্বিনীত নয় এমন রাজপুত্র সংসারে দুর্লভ, তবু আর্যই তো আমার উপদেষ্টা আচার্য। এমন কোন্ চণ্ডালও আছে, যে তেমন সব রাজাদের কাছে গন্ধগজরূপ পিতার স্বর্গারোহণের পর এবং এমনি বিশাল শিলাস্তম্ভসদৃশ বিশাল ভুজযুক্ত নৃপতিগণের বিজেতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্য ছেড়ে তপোবনে প্রস্থানের পর সকল লোকের অশ্রুপাতে অপবিত্র পৃথিবী নামক মাটির ডেলাকে (পিণ্ডকে) এবং ধনসম্পদের খেলায় সকল দুষ্টলোকের মুখোবক্রোক্তি দ্বারা নীচ আচরণকারী লক্ষ্মী নামক বারপুরুষদের জলবহনকারিণী দাসীকে চায়? আর্য কী করে এই অত্যন্ত অনুচিত কথা কল্পনা করতে পারলেন? আমার মধ্যে ইনি কোন্ কলুষতা দেখলেন? লক্ষ্মণের কথা কি তাঁর মনে নেই, অথবা ভীমাদি ছোটো ভাইদের কথা কি ভুলে গেছেন? আপন ভক্তজনের অপেক্ষা না করে আপন স্বার্থসাধনে নিষ্ঠুর হওয়া—এমনি প্রভুত্ব ভাব আগে তো কখনও ছিল না! তা ছাড়া, আর্য যদি তপোবনে চলে যান, তবে জীবিতকামী কোন্ ব্যক্তি মনে মনেও পৃথিবী লাভের চিন্তা করবে? বজ্রের অগ্রভাগের মতো তীক্ষ্ন নখরাবলীর প্রচণ্ড চপেটাঘাতে বিদারিত মত্ত হস্তীর মস্তকের মদজলে ছটায় রঞ্জিত সুন্দর কেসরভারে দীপ্যমানমুখ সিংহ বনবিহারে বের হয়ে গেলে কে তার নিবাসস্থান গিরিগুহাকে রক্ষা করে? (অর্থাৎ, পাহারা দেয়?) প্রতাপই তেজস্বী লোকদের সহায়ক হয়। চপলা লক্ষ্মীর প্রতি আর্যের কি অভিপ্রায় যে ইনি বল্কলাচ্ছাদিতস্তনী এবং কুশ পুষ্প, সমিধ ও পলাশের ডাল বহনকারিণী বনমৃগীর মতো ভীত জরাজর্জরা এঁকে (রাজলক্ষ্মীকে) সঙ্গে করেই তপোবনে নিয়ে যাবেন? অথবা, এ ধরণের বৃথা নানা চিন্তাভাবনায় আমার কী প্রয়োজন? আমি নীরবে আর্যের অনুগমন করব। তপোবনে তপস্যা করলেই গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনের পাপ দূর হয়ে যাবে।' এই স্থির করে তিনি মনে মনে আগেই তপোবনে পৌঁছে গিয়ে মুখ নিচু করে নীরব রইলেন।

এ সময়ে আগেই আদেশপ্রাপ্ত বস্ত্রবাহক ভৃত্য কাঁদতে কাঁদতে বল্কল নিয়ে উপস্থিত হল। হৃদয় করতলের নির্দয় আঘাতের ভয়েই যেন কোথায় চলে গেছে। অন্তঃপুরবর্তিনী মহিলারা তারস্বরে চীৎকার করে উঠল। ব্রাহ্মণগণ উধ্বর্বাহু হয়ে "অব্রহ্মণ্যম্, অব্রহ্মণ্যম্" অর্থাৎ 'ঘোর কলি, ঘোর কলি' বলে ধ্বনি তুলে ক্রন্দন করতে লাগল। নাগরিকবৃন্দ বার বার রাজ্যবর্ধনের পায়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পুরাতন ভৃত্যগণ বিচলিতচিত্তে ছুটে পালাতে লাগল। বৃদ্ধ আত্মীয়স্বজনগণ ভিতরে

প্রবেশ করলেন। আপন আপন ভৃত্যেরা তাঁদের সামলিয়ে রাখতে লাগল। কারণ, তাঁদের শরীর কাঁপছিল, পরিধানে বস্ত্রও তাঁদের বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল! শোকে তাঁদের কণ্ঠরোধ হচ্ছিল—মুখে গদগদ ভাষা। চোখ থেকে অশ্রুর ঢল নামছিল। রাজ্যবর্ধনকে বনগমন থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে তাঁদের মন বড়োই ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল। সামন্তেরা হতাশ হয়ে অবনত মুখে মণিময় মেঝেতে নখ দিয়ে কী যেন লিখছিল আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছিল। আবালবৃদ্ধ প্রজারা সকলে তপোবনে প্রস্থানোদ্যত হল। এমনি সময়ে সহসা শোকে ব্যাকুল, চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাজ্যশ্রীর সংবাদক নামে সুপরিচিত পরিচারক গলা ছেড়ে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে সভাস্থলে এসেই আছড়িয়ে পড়ল।

তখন ভাই-এর সঙ্গে বড়োই ব্যাকুল হয়ে রাজ্যবর্ধন স্বয়ং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভদ্র! বলো, বলো, আমাদের দুঃখের ব্যাপারটা বাড়িয়ে দেওয়ার কাজে নিশ্চিত ধৈর্য-শীল, রাজার (প্রভাকরবর্ধনের) মৃত্যুতে প্রসন্নচিত্ত বিধাতা আরও অধীর হয়ে এর চেয়েও বড়ো আর কোনো বড়ো দুঃখ এনে উপস্থিত করেছেন?' সে কোনোরকমে বলল,—'মহারাজ! পিশাচদের মতো দুরাত্মাদের চরিত্র প্রায়ই ছিদ্র দেখেই প্রহার করে। কারণ, যে দিন মহারাজের পরলোক গমনের বার্তা রটে গেল, সে দিনই দুরাত্মা মালবরাজ মহারাজ গ্রহবর্মাকে আপন পুণ্যের সঙ্গে ইহলোক থেকে বিচ্ছিন্ন করল অর্থাৎ গ্রহবর্মাকে বধ করল। রাজকুমারী রাজ্যশ্রীকেও পদদ্বয় লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে চোরের স্ত্রীর মতো কান্যকুব্জে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। এমন খবরও শোনা যাচ্ছে যে সেনাবাহিনীকে নায়কহীন জেনে সেই দুর্মতি এ ভূমিটাকে অধিকার করতে ইচ্ছুক হয়ে এদিকেও আসতে চাচ্ছে। আমার এই নিবেদন। এখন আপনার আদেশ।'

মালবরাজদমনে যাত্রা

তারপর, উপেক্ষার অযোগ্য অকল্পনীয় ও আকস্মিক ঐ রকম দ্বিতীয় এক বিপদের কথা শুনে এর আগে আর কখনও এমন অপমান না ঘটায়, স্বভাবতঃই শত্রুকৃত পরাভব সহ্য করতে অসমর্থ হওয়ায়, নবযৌবনের অত্যধিক দর্পবশতঃ এবং বীরকুলে জন্মবশতঃ আর কৃপাপাত্রী ছোটো বোনের প্রতি গভীর স্নেহবশতঃ রাজ্যবর্ধনেরমধ্যে বদ্ধমূল হলেও সেই শোকাবেগও তৎক্ষণাৎই দূরীভূত হল। সিংহ যেমন পর্বতগুহায় প্রবেশ করে তেমনি ভয়ংকর ক্রোধাবেগ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করল। কৃষ্ণের ভয়ে ব্যাকুল কালিয়নাগের মতো ভঙ্গুর বা কুটিল ভ্রুভঙ্গরূপী তরঙ্গযুক্তা শ্যামবর্ণা যমুনার তুল্য ভীষণ ভ্রূকুটি তাঁর (রাজ্যবর্ধনের) বিস্তৃত ললাটপট্টে উদ্ভিন্ন হল।

দর্পবশতঃ তাঁর বাম করপল্লব দিগ্‌গজের উপরিভাগের মতো বিকট স্কন্ধ দেশের কোষের উপর (অর্থাৎ কমলমুকুলের মতো উন্নত অংশের উপর) স্পর্শ করল—যুদ্ধভার গ্রহণের আগে নখকিরণের জলধারা দিয়ে যেন তাকে অভিষেক করে দিল। বিগলিত ঘর্ম-জলে তাঁর কৃপাণের মধ্যভাগ ভরে উঠেছে, আর মালবরাজকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করার উদ্দেশ্যেই তাঁর কেশগুচ্ছ যেন ধারণ করছেন—যেন মদোদ্ধতা রাজলক্ষ্মীর কেশদাম গ্রহণের উৎকণ্ঠাতেই তাঁর ডান হাতটি কাঁপতে কাঁপতে ভীষণ সেই খড়্গটি ধরার জন্যে অগ্রসর হল। তাঁর দুই গালের উপর ক্রোধজনিত রক্তিমা দেখা গেল, যেন রাজ্যবর্ধন কর্তৃক শস্ত্রগ্রহণে আপন ভাগ্যবৃদ্ধি মনে করে রাজলক্ষ্মী সিন্দুরচূর্ণ উড়াতে লাগলেন। তাঁর উত্তানিত দক্ষিণ চরণ নিকটে উপবিষ্ট সমস্ত রাজাদের চূড়ামণি-

সমূহের উপর পতিত প্রতিবিম্বরূপে আক্রমণ করার অহঙ্কারেই যেন বাম উরুদণ্ডের উপর চড়ে বসল। তাঁর বাম পাদপদ্ম অঙ্গুষ্ঠের দৃঢ় ঘর্ষণে পৃথিবীকে যেন বীরশূন্যা করার জন্যে ধূমরেখা-উৎপাদনকারী মণিময় মেঝেকে ক্ষুণ্ণ করতে লাগলেন—যেন সেই চরণ কালো রেখার ছলে আপন শিখা মুক্ত করে রাখল। শোকবশতঃ মূর্ছিতপ্রায় আপন পরাক্রমকে যেন দর্পের স্ফোটনে উচ্ছলিত রক্তধারা দিয়ে জাগিয়েতোলবার জন্যেই ছোটোভাই হর্ষবর্ধনকে বললেন—আয়ুষ্মন্! এই রাজপ্রাসাদ, এই বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন, এই ভৃত্যবর্গ, এই পৃথিবী, মহারাজের বাহুদণ্ডে প্রতিপালিত এই প্রজাবৃন্দ, এদের সংরক্ষণ করো। আজই আমি মালবরাজের বংশ ধ্বংস করার জন্যে চললাম। আমি অত্যন্ত ধৃষ্ট শত্রু বিনিপাত করব—আমার পক্ষে এই বল্কল ধারণ, এই আমার তপশ্চর্যা, এই-ই শোক দূর করার উপায়। মালববংশীয়দের দ্বারা মৌখরদের তথা পুষ্পভূতির বংশের অপমান,—সে তো হরিণদ্বারা সিংহের কেশ ধারণ, ভেক দ্বারা কৃষ্ণসর্পকে চপেটাঘাত, ছোটো ছোটো গোবৎস দ্বারা বাঘকে বন্দী করা, ঢোড়াসাপ-দ্বারা গরুড়ের গলা চেপে ধরা, ইন্ধন দ্বারা অগ্নিকে দগ্ধ করা, এবং অন্ধকার দ্বারা সূর্যকে ঢেকে রাখা হচ্ছে। এই প্রচণ্ড ক্রোধের ফলে এখন আমার মহারাজ প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুজনিত শোকতাপ অন্তর্হিত হয়েছে। সমস্ত রাজগণ ও হস্তিদল তোমার সঙ্গে থাকুক। একমাত্র ভণ্ডি দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আমার অনুগামী হোক।' এ-কথা বলে তখনই যাত্রা করার ডংকা বাজাবার আদেশ দিলেন।

হর্ষবর্ধনের আকূতি

রাজ্যবর্ধনের এ রকম আদেশবাক্য শুনে এবং ভগিনী ও ভগিনীপতির বৃত্তান্ত জেনে প্রচণ্ড কোপাবেশে বিচলিতচিত্তে নিবৃত্ত হওয়ার আদেশ পেয়ে দারুণ প্রণয়-পীড়ায় ক্ষুব্ধ দেব-হর্ষবর্ধন বললেন—তাঁর অনুগমনে আর্য আমার দোষ দেখলেন? যদি আমি 'বালক' হয়ে থাকি, তবু সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগের যোগ্য নই। যদি আমি 'রক্ষণীয়' বলে বিবেচিত হয়ে থাকি, তবে আর্যের (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার) বাহুপঞ্জরই আমার রক্ষাস্থান। যদি আমাকে অসমর্থ বলেন, তবে আর্য কোথায় আমার পরীক্ষা নিলেন? যদি আমি পরিপোষণ-যোগ্য হয়ে থাকি, তবে আপনার অভাব আমায় ক্ষীণ করে দেবে। যদি আমি ক্লেশ সহ্য করতে পারি না বলে মনে করে থাকেন, তবে তো আমাকে স্ত্রীলোকের শ্রেণীতে রেখে দিচ্ছেন। 'সুখে থাকো'—এই যদি আমার প্রতি আপনার আজ্ঞা হয়ে থাকে, তবে আমার সুখ আপনার সঙ্গেই তা চলে যাচ্ছে। যদি পথে চলার ক্লেশ বড়োই অসহ্য হয়, তবে আপনার বিরহ অধিকতর অসহনীয়। 'স্ত্রীলোকদের রক্ষা করো'—যদি এ কথা বলেন, তবে আপনার খড়্গেই সেই লক্ষ্মী বাস করছেন। 'পিছনে কেউ থাকছে না,'—যদি এ কথা বলেন তবে আপনার প্রতাপই পিছনে রয়েছে। যদি বলেন 'সামন্ত রাজগণ' নায়কহীন হচ্ছেন তবে আপনার গুণেই তাঁরা স্বতঃই অধীন হয়ে থাকবে। 'বীরজনের কোনো বাহ্য সহায়ক থাকা উচিত নয়'—যদি একথা বলেন তবে বলছি যে আপনি আমাকে আপনা থেকে পৃথক বলে ধরছেন। যদি বলেন 'খুব অল্প সংখ্যক পরিজন নিয়েযাব'—তবে বলছি, পায়ের ধূলি আবার কতটা বোঝা হয়? 'দুজনের যাওয়া ঠিক নয়'—এই যদি আপনার কথা, তবে যাওয়ার আজ্ঞা দিয়ে আমায় অনুগৃহীত করুন। যদি 'ভ্রাতৃস্নেহ ভীরু'—এ কথা হয়, তবে আর্যের ও আমার উভয়তঃ সমান। আপনার বাহুদণ্ডের এটা কোন্ স্বার্থপরতা যে আপনি

একাকীই ক্ষীরসাগরের ফেনরাশির মতো উজ্জ্বল অমৃতরূপ যশ পান করতে চাচ্ছেন। এর আগে আর কখনোও আমাকে আপনার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত করেন নি। অতএব, আর্য প্রসন্ন হোন। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন।'—এই বলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁর (রাজ্যবর্ধনের) পদতলে পড়লেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন তাঁকে (হর্ষকে) উঠিয়ে আবার বললেন 'তাত! এ রকম বিরাট আয়োজন করে ক্ষমতায় অতি লঘু শত্রুর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছ কেন? একটা হরিণ মারার জন্যে একদল সিংহ—এ তো বড়ো লজ্জার কথা। ঘাসের উপর আক্রমণের জন্যে আগুন কটা কবচ-বর্ম বাঁধে? আর তোমার শৌর্যবিকাশের জন্যে অষ্টাদশদ্বীপা অষ্টমঙ্গলক (চূড়ী মালাধারিণী পৃথিবী তো রয়েছেই। কুলপর্বত-সমূহকে উড়িয়ে দেয় যে বায়ু, সে অতি লঘু (হালকা) তুলারাশিকে উঠাবার জন্যে কোমর বাঁধে না। অথবা, সুমেরুপর্বতের তটস্থলীতে বপ্রক্রীড়ায় আগ্রহী দিগ্‌গজেরা অতিক্ষুদ্র বল্মীকস্তূপে (উইঢিপিতে) দন্তাঘাত করে না। তুমি মান্ধাতার মতো দিগ্‌বিজয়ের উদ্দেশ্যে সমস্ত রাজাদের বিধ্বস্ত করতে উৎপাতরূপ ভীষণ ধূমকেতু এবং সুবর্ণের পত্র রচনায় অলংকৃত ধনু ধারণ করবে। শত্রুর বিনাশের জন্যে প্রদীপ্ত একাকী আমার এই দুর্নিবার ক্ষুধায় ক্রোধের কেবল একটি গ্রাসের ব্যাপারটি তুমি ক্ষমা করো (সহ্য করো)। তুমি থাকো।'—এই বলে রাজ্যবর্ধন সেই দিনই শত্রুর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

সর্বত্র দুর্লক্ষণ

এখন ভাই এ ভাবে চলে গেলেন। পিতা পরলোকগত; ভগিনীপতি গ্রহবর্মাও জীবিত নেই; মাতা স্বর্গতা; ভগিনী রাজশ্রী কারারুদ্ধা। তাই হর্ষদেব যূথভ্রষ্ট বন্য গজের মতো কোনোরকমে দিন কাটাতে লাগলেন। এ ভাবে বহু দিন গত হলে তিনি কোনো এক দিন ভাই-এর চলে যাওয়ার দুঃখের চিন্তায় মগ্ন হয়ে জেগে থেকে তিন প্রহর রাত্রিতে প্রহরী দ্বারা গীত এই আর্যা গীতিটি শুনতে পেলেন—

সকল দ্বীপে যাঁর গুণের প্রশংসা কীর্তিত হয়, যিনি শ্রেষ্ঠ রত্নরাশি উপার্জন করেছেন, বিধাতা সেই পুরুষকেও অসময়ে বিনষ্ট করেন, যেমন ঝড় সমুদ্রপোত বিনিপাত (ধ্বংস) করে।

এই আর্যাটি শুনে হৃদয় অনিত্যতার ভাবনায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি স্বল্প-মাত্রাবশিষ্ট রজনীতে ক্ষণকালের জন্যেই নিদ্রাগত হলেন। সে অবস্থায় স্বপ্নে তিনি গগনস্পর্শী এক লৌহস্তম্ভকে ভেঙে পড়তে দেখলেন। তাঁর হৃদয় কাঁপতে লাগল। আবার জেগে উঠলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন,—'কেন এ সব দুঃস্বপ্ন[১২] সর্বদা আমার পিছনে লেগে রয়েছে? দিনরাত অমঙ্গলসূচনায়-দক্ষ বাম চক্ষু স্পন্দিত হচ্ছে। আবার কোনো বড়ো রাজার বিনাশসূচক অত্যন্ত দারুণ প্রাকৃতিক উৎপাতসমূহ ক্ষণকালের জন্যেও শান্ত হচ্ছে না। প্রতিদিন কবন্ধযুক্ত সূর্যমণ্ডলে লগ্ন রাহুকে যেন সম্পূর্ণ শরীরধারী বলে মনে হচ্ছিল। সপ্তর্ষিগণ তপস্যার কালে যে ধূমরাশি পান করেছিলেন, আজ যেন তাঁরা সেই ধূমরাশি মুখ দিয়ে উদ্‌গিরণ করছেন যার ফলে আকাশের সমস্ত তারা ধূসর হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন দিকসমূহ দারুণভাবে অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। দিগ্‌দাহের ভস্মকণার আকারে নক্ষত্রদল আকাশ থেকে ছিটকে পড়ছে অর্থাৎ উল্কাপাত হচ্ছে। নক্ষত্রপাতের শোকেই যেন চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। প্রতি রাত্রিতে চঞ্চল তারকাযুক্ত দিকসমূহ যেন আকাশে গ্রহযুদ্ধ দেখছে। রাজ্যের হস্তান্তর-

গমনসূচক ঘন ধূলি ও কাঁকর-পাথরে ভরা, সাঁই সাঁই ধ্বনি সহ ঝোড়ো বাতাস পৃথিবীকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সময়টা যেন শুভ দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের এই বংশে কোমল বংশ-অঙ্কুরবিনষ্টকারী হাতির মতো যমরাজের (দেবের) শত্রু কে হতে পারে? সর্বথা আর্যের কল্যাণ হোক।' এ সব কথা চিন্তা করে ভ্রাতৃস্নেহকাতর তাঁর দ্রবীভূত হৃদয়টি যেন কোনোরকমে সংযত করে হর্ষবর্ধন তাঁর নিত্যকর্ম সম্পন্ন করলেন।

রাজ্যবর্ধন নিহত

অতঃপর তিনি সভাস্থলে এলে অকস্মাৎই দেখতে পেলেন রাজ্যবর্ধনের প্রসাদ-পাত্র স্বয়ং অতি সুপরিচিত কুন্তলনামক প্রধান অশ্বারোহী সেখানে প্রবেশ করছেন। তার পিছনে বিষণ্নমুখ আরও একজন প্রবেশ করল। তার শরীরের পরিচ্ছদ বড়োই মলিন হয়ে গেছে, যেন অসহ্য দুঃখে উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলতে থাকায় সেই নিঃশ্বাসের ধোঁয়া লেগেছে। সে এখনও বেঁচে রয়েছে এই লজ্জায়ই যেন সে মুখ নিচু করে আছে। দৃষ্টি তার নাসাগ্রে লগ্ন। শোকে অভিভূত থাকায় তার মুখের রোমরাজি বড়ো হয়েছে, (ক্ষৌরকর্ম হয় নাই) মুখে কোনো শব্দ নেই। কিন্তু অবিশ্রান্ত অশ্রুবিন্দু পাতে আপন প্রভুর বিনাশবার্তা জানিয়ে দিল। তাকে (কুন্তলকে) দেখেই তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন। তখনই তাঁর চোখে জল (জলদেবতা বরুণ), মুখে দীর্ঘশ্বাস বায়ুদেবতা, হৃদয়ে আগুন (অগ্নি দেবতা, উৎসঙ্গে ভূমি ভূদেবতা) প্রভৃতি লোকপালগণ দুঃসহ অপ্রিয় বার্তা শ্রবণের সমকালেই যেন তাঁকে সারা অঙ্গ দিয়ে ধরে ফেললেন। তার (অশ্বারোহী কুন্তলের কাছ থেকে আরও শুনলেন যে রাজ্যবর্ধন নিতান্ত অবহেলাভরেই মালব-সৈন্যদের পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু গৌড়াধিপতির মিথ্যা শিষ্টাচারে বিশ্বাস করেছিলেন এবং সে অবস্থায় সে (গৌড়াধিপতি) একাকী, নিরস্ত্র ও নিঃশঙ্ক অবস্থায় আপন ভবনেই তাঁকে (রাজ্যবর্ধনকে) হত্যা করল।

হর্ষবর্ধনের প্রচণ্ড ক্রোধ

এ কথা শুনেই মহাতেজস্বী হর্ষের শোকাবেগ প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নির বিস্তারে বর্ধিত হয়ে সহসা আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। ক্রোধকম্পিত তাঁর মস্তকের শিখামণিগুলি টুকরো টুকরো হয়ে অঙ্গারের মতো ছিটকে পড়তে লাগল, যেন রোষাগ্নি বমন করতে লাগল। তাঁর অধরোষ্ঠ কাঁপছিল, যেন বক্রীকৃত (বাঁকানো) ঠোঁট দিয়ে তিনি তেজস্বী সকল বীরের আয়ু পান করছিলেন। রক্তবর্ণ চোখের জ্যোতির বিক্ষেপে যেন দিগ্‌দাহের দৃশ্য উৎপাদন করছিল। আপন ক্রোধাগ্নিতেও অধিক উত্তাপযুক্ত তাঁর স্বাভাবিক শৌর্য এমনই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল যে তাঁর দেহ থেকে ঘর্মজলের বর্ষাধারা ঝরতে লাগল। মনে হয় তিনি আপন অঙ্গে এর আগে এমন ভীষণ ক্রোধ কখনও দেখেন নি বলে যেন ভীত হয়েই কাঁপতে লাগলেন। তাঁর আকৃতি তখন শিবের মতো ভৈরব (ভীষণ) হয়ে উঠল। বিষ্ণুর মতো তিনি নরসিংহরূপ ধারণ করলেন। সূর্যকান্তমণির পাহাড়ের মতো তিনি অপর কারও তেজ দেখা মাত্রই প্রজ্বলিত হয়ে উঠছিলেন। প্রলয়দিবসে উদিত দ্বাদশ সূর্যের মতো তাঁর মূর্তি তখন দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠল। প্রাকৃতিক মহা-উৎপাত কালে পর্বতসমূহের কম্পনকারী প্রচণ্ড ঝটিকাবায়ুর মতো সামন্ত নৃপতিগণকে তিনি কাঁপিয়ে দিলেন। বিন্ধ্যপর্বতের অবয়বের মতো তাঁরও যুদ্ধের মত্ততা বেড়ে উঠল। দুষ্ট সাপুড়ে কর্তৃক কোপিত মহাসর্পের মতো দুষ্ট রাজার দ্বারা আপন পরাভবে

তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লেন। পরীক্ষিৎ রাজার পুত্র জনমেজয়ের মতো তিনি সমস্ত ভোগীদের (ধনীদের, সর্পদের) জ্বালিয়ে দিতে উদ্যত হলেন। ভীমের মতো তিনি শত্রুদের রুধির পানের জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলেন। শত্রুহাতি দেখে সুরগজ ঐরাবতের মতো শত্রুগণকে যেন ধবংস করতেচললেন। মনে হয় যেন পৌরুষ এই প্রথমবার উপস্থিত হল। অহংকারের উন্মত্ততার মতো, গর্বের ক্ষোভের মতো, যেন তেজের যৌবনাবতার, যেন দর্পের সামগ্রিক উদ্যোগ, যেন যৌবনের উত্তাপের যুগারম্ভ। তিনি যেন তখন যুদ্ধরসের রাজ্যাভিষেক, যেন অসহনশীলতার আরাত্রিক দিবস হয়েছেন এমনি অবস্থায় তিনি অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে উঠলেন।

তিনি বললেন—নিতান্ত অধম গৌড়াধিপতি ছাড়া এমন কে আছে যে, যিনি কোনো-রকম কপটতার আশ্রয় না নিয়ে সমস্ত ভূপালদের জয় করেছেন, সেই মহাপুরুষ আর্যকে নিরস্ত্র অবস্থায় বীরজননিন্দিত পন্থায় নিহত করে—যেমন অগ্নিজাত (পাপপথজাত) ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে শস্ত্রহীন অবস্থায় দেখে বধ করেছিল।

সেই অনার্য ছাড়া গঙ্গার ফেনপটলের মতো শুভ্র ও পরশুরামের পরাক্রমের স্মৃতি-উৎপাদক আর্যের শৌর্যগুণ সরোবরে রাজহংসের মতো কার মানসে না পক্ষপাত ঘটায়? গ্রীষ্মকালে তেজসম্পন্ন সূর্যের কিরণ যেমন সরোবরের জল শোষণ করে নেয়, তেমনি অত্যন্ত উগ্রস্বভাব নেত্রাভাবহীন সেই গৌড়াধিপের হাত আর্যের প্রাণহরণে কী করে প্রবৃত্ত হল? তার কী গতি হবে? সে কোন্ যোনিতে প্রবেশ করবে? অথবা কোন্ নরকে পতিত হবে? এমন চণ্ডালও কে আছে যে এমন কাজ করে. ঐ পাপীর নাম নিলেও আমার জিহ্বা যেন পাপমলে লেপিত হয়। অথবা কী উদ্দেশ্য নিয়ে সে এ কাজ করল? যেমন ক্ষুদ্র ঘুণ চন্দনের স্তম্ভে প্রবেশ করে তাকে বিনষ্ট করে ফেলে, তেমনি সেই নিঘৃণ ক্ষুদ্র (কীটস্বরূপ) সমগ্র জগতের আনন্দদানে নিপুণ আর্যের গৃহে প্রবেশ করে তাঁকে বধ করল। নিশ্চয়ই মধুরস আস্বাদনে লোলুপ সেই মূর্খ মধুর তুল্য আর্যের প্রাণটিকে চুষতে গিয়ে ভাবে নি যে শিলীমুখ (ভ্রমর, বাণ) ভবিষ্যতে তার উপরই পড়বে। গবাক্ষপথে রাখা প্রদীপ যেমন কালিমায় গৃহকে মলিন করে দেয়, সেই অধম গৌড়পতি আপন দোষে কেবল অপযশই সঞ্চয় করল। এভাবে ত্রিভুবনের চূড়ামণি সূর্য (রাজ্যবর্ধন) অস্তগত হলে বিধাতা কি সৎপথের শত্রু অন্ধকারের (গৌড়াধিপের) নিগ্রহের (অর্থাৎ অপসারণের) জন্যে বনখণ্ডরূপ গ্রহমণ্ডলীতে বিচরণকারী সিংহরূপ চন্দ্রকে (হর্ষবর্ধনকে) আদেশ করেন নি? (অর্থাৎ বিধাতা তা করেছেন)। দুষ্ট হাতিকে বিনয়শিক্ষা দেওয়ার অংকুশ ভেঙে গেলেও সমস্ত মাতাল হাতির কঠিন কুম্ভস্থল ভেদ করতে সমর্থ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সিংহনখর তো রয়েছে। যে সব নিকৃষ্ট মণিকার তেজস্বী রত্নকে নষ্ট করে দেয় তারা কার না বধ্য হয়? সেই দুর্বুদ্ধি গৌড়াধিপ এখন কোথা যাবে?'

বৃদ্ধ সেনাপতি সিংহনাদ

হর্ষবর্ধন যখন কথাগুলি বলছেন, তখন তাঁর পাশেই বসেছিলেন তাঁর পিতা প্রভাকরবর্ধনেরও মিত্র সিংহনাদ নামে সেনাপতি। তিনি সমস্ত যুদ্ধেই সকলের আগে আগে অবস্থান করতেন। তাঁর দেহ হরিতালের পাহাড়ের মতো উজ্জ্বল ছিল। তিনি পূর্ণপ্রবৃদ্ধ ঋজু ও দীর্ঘ শালবৃক্ষের মতো উন্নতকায় ছিলেন। অত্যধিক শৌর্যের উষ্ণতায় তিনি যেন পরিপক্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনকালের অধিকাংশই

অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি বহুসংখ্যক বাণের প্রহারে পড়ে মূর্ছিত হয়েও পুনরায় উঠেছিলেন এবং নিজের দীর্ঘ আয়ুর বলে মনে হয় যেন পিতামহ ভীষ্মকেও উপহাস করেছেন। তাকে অভিভূত করাটা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার হওয়ায় জরাও (বৃদ্ধাবস্থা) যেন ভীত হয়েই শরীরে কম্প উৎপন্ন করে তাকে স্পর্শ করছে। চাঁদের কিরণের মতো শুভ্র, সরল ও দৃঢ় তাঁর কেশরাশিকে দেখে মনে হয়েছিল যেন তিনি অকপট শৌর্যরস হেতু জীবিত থেকেই সিংহজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর চোখের উপরকার চামড়া শিথিল হয়ে নিচে ঝুলে পড়েছিল। তাতে মনে হয় যেন 'অপর কোনো প্রভুর মুখদর্শন মহাপাপ"—এই বিচার করে সেই মহাপাপকে পরিহার করার ইচ্ছায়ই তার ভ্রুকুটি চোখদুটিকে ঢেকে রাখছে। তাঁর ভীমাকৃতি মুখের শুভ্র স্থূল গুম্ফ গালদুটি ঢেকে রেখেছিল। এতে মনে হয়, তাঁর মুখ যেন অকালেও যুদ্ধের প্রয়োজনে বিকশিত কাশবনে সমুজ্জ্বল শরৎকালের আরম্ভ উদ্গিরণ করছে (প্রকাশ করছে)। তাঁর শুভ্র শ্মশ্রুরাজি নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকায় মনে হয় যেন তিনি আপন প্রভু প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পরও হৃদয়স্থিত প্রভুকে শ্বেত চামর দিয়ে ব্যজন করছেন (বাতাস করছেন)। তাঁর উঁচুনিচু বিশাল বুকের উপর ক্ষতস্থানগুলিতে এমনই বড়ো বড়ো মুখ বা ফুটো ছিল যে, মনে হয় যেন বৃদ্ধাবস্থাতেও সেগুলি শাণিত তরবারির ধারাজল পানের জন্যে তৃষিত হয়ে রয়েছে। তাঁর শরীরে শস্ত্রের তীক্ষ্ণ প্রান্তদ্বারা ক্ষত কাটা হয়েছিল, সেই ক্ষতগুলি যেন সমস্ত যুদ্ধের বিজয়োৎসবের সংখ্যা গণনা করছে। পায়ে হেঁটে চলাফেরার সময়ে তাঁকে উদয়াচলের সমান বলে যেন মনে করা হত। তাঁর জীবনে বীররসের বহুবিধ রমণীয় বৃত্তান্ত দ্বারা তিনি মহাভারতের কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকেও যেন নিচু করে দিয়েছেন। শত্রুদের সংহার করার আগ্রহে তিনি পরশুরামকেও যেন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি জলপথে যাত্রা দ্বারা অন্য দ্বীপের রাজাদের রাজলক্ষ্মী অর্থাৎ ধনসম্পদ ছিনিয়ে আনার কাজে সমুদ্রজল মন্থন দ্বারা লক্ষ্মীদেবীকে আকর্ষণকারী মন্দরপর্বতকেও ছোটো করে ফেলেছেন। বাহিনীনায়কের অর্থাৎ সেনাপতির মর্যাদা পালন করে তিনি বাহিনীনায়ক অর্থাৎ সরিৎপতি সমুদ্রকেও যেন পরাভূত করেছেন। স্থিরতা, কর্কশতা ও উচ্চতা দ্বারা তিনি পর্বতকেও যেন লাঞ্ছিত করেছেন। স্বাভাবিক প্রচণ্ড তেজের চমকে সূর্যকেও যেন তৃণবৎ তুচ্ছ করেছেন। প্রচুর বোঝা বহনে তার পৃষ্ঠদেশ পিষ্ট হওয়ায় তিনি মহাদেবের ভারবাহী বৃষকেও যেন উপহাস করছেন। তিনি ছিলেন ক্রোধরূপী অগ্নির অরণি (নির্মন্থ্য দারু), শৌর্যের ঐশ্বর্য, মত্ততার মত্তকা, দর্পের প্রসর, সাহসের হৃদয়, জয়েচ্ছার প্রাণ, উৎসাহের উচ্ছ্বাস, মদমত্ত রাজরূপী গজগণের অঙ্কুশ, দুষ্ট রাজরূপী সর্পদের বিনাশক গরুড়, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা, বীরপুরুষসমাজের বংশপরম্পরা শিক্ষাদাতা গুরু, শৌর্যশালী ব্যক্তিদের মানদণ্ড উপমা), শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী গর্বোদ্ধত বাক্যের নিবারক, পরাজিত মনুষ্যদের পুনরুত্থাপক, প্রতিজ্ঞাপূরণকারী, মহাযুদ্ধের মর্মজ্ঞ ও সমরার্থীদের অর্থাৎ যুদ্ধকামীদের ঘোষণা-পটহ। দুন্দুভির নির্ঘোষের মতো গম্ভীর ধ্বনিতে সৈনিকদের মন যুদ্ধবিষয়ে উৎসুক করার জন্যে তিনি নিবেদন করলেন—

সেনাপতি সিংহনাদের কথা

মহারাজ! কোকিল কোথাও নিজের আশ্রয় (বাসা) রচনা করে না; বর্ণে সে মলিন—কালো, সেই কোকিল কর্তৃক প্রতারিত, ততোধিক কালো কাক কিন্তু নিজেকে প্রতারিত বলে বুঝতে পারে না। তেমনি যার কোথাও স্থির আশ্রয় নেই, যে চঞ্চলা ও স্বভাবে মলিনা (পাপিনী) সেই দুষ্ট লক্ষ্মী কর্তৃক প্রবঞ্চিত মলিনতর পাপিষ্ঠ কাপুরুষেরা নিজেদের প্রতারিত বলে দেখতে পায় না। কামলা প্রভৃতি চোখের বিকারের মতো অন্ধতা প্রভৃতি লক্ষ্মীর দোষ। ছত্রচ্ছায়ায় সূর্যকে আড়াল করে মূঢ় লোকেরা অপর তেজস্বী ব্যক্তিদের ভুলে যায়। সেই ক্ষুদ্রমনা কী-ই বা করবে? অত্যন্ত ভীরুস্বভাব ও সর্বদা পরাঙ্মুখ বলেই সে সর্বাতিশায়ী শৌর্যের আধিক্যে রক্তিম গণ্ডদ্বয়ে রোমাঞ্চরূপে উৎপন্ন কোপানলে কুপিত তেজস্বী পুরুষের মুখ তো কখনও দেখে নি। সে হতভাগ্য জানেই না যে ব্রাহ্মণকৃত অভিচারের মতো অপমানিত মনস্বিগণ তৎক্ষণাৎ সমগ্র বংশকে ধ্বংস করে ফেলে। তেজস্বী লোকেরা বিদ্যুতের মতো আঘাত পেলে জলেও প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। সমস্ত বীরগোষ্ঠীর বহির্ভূত এই ব্যক্তির পক্ষে এ কাজ উচিতই হয়েছে। কারণ, এর ফলে তার এমন নরকেই পতন হবে যা থেকে তার আর উদ্ধার নেই। যুদ্ধের প্রধান ধন ধনু ধারণ করা হলে এবং লক্ষ্মীরূপী কলহংসীর কেলির জন্যে কৃপাণরূপ কুবলয় বনরাজি বিদ্যমান থাকলে মনস্বীদের পক্ষে লক্ষ্মীর উদ্ধারের জন্যে সমুদ্রমন্থনাদিও অতি তুচ্ছ উপায়, আর গৌড়াধিপের দ্বারা আশ্রিত পথের তো কথাই উঠতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীকে রক্ষার জন্যে পর্বতগুলিকে নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু তারা সে কাজে অসমর্থ হয়েই যেন তারা যাঁদের বজ্রতুল্য কঠিন ও অর্গলসদৃশ বাহুদ্বয়ের শস্ত্রের জন্যে লৌহ উৎপাদন করে, সে-সব ভুজবীর্যশালী ও নির্মল যশঃপ্রেমী বীরগণ মনেও কী করে কোনোরকম অকার্য চিন্তা করতে পারে? সমস্ত বসু গ্রহণ করে শত্রুদের পরাজয় দ্বারা প্রকাশিত বীরপুরুষদের হাতের সামনে মঙ্গলাদি সকল গ্রহদের পরাভবে প্রকটিত সূর্যের কর (হাত, কিরণ) সকল দিক গ্রহণে (প্রকাশনে) পঙ্গু (অক্ষম)। একটা লোকপ্রবাদ আছে যে মহামহিষের শিঙের তরঙ্গ-সদৃশ ভঙ্গিতে উঁচু-নিচু ও ভয়ংকর মধ্যবর্তী প্রদেশযুক্ত দক্ষিণ দিক যমরাজের নিবাস স্থান, বাস্তবিক পক্ষে মহিষের শিং নয়, পরন্তু বীরের বাঁকা ভ্রুকুটিই যমের বাসস্থান। এটাই আশ্চর্য যে যুদ্ধে সিংহনাদকারী শূর-বীরদের সাহসিক কার্যের অনুরাগে সঞ্জাত রোমাঞ্চরূপী কণ্টকসমূহের সঙ্গে সঙ্গে সটাসমূহের (কেশরসমূহের) উদ্গম হয় না। চার সমুদ্র থেকে উৎপন্ন ভূতিসম্ভারের (অর্থাৎ সম্পৎসমূহ অথবা ভস্মসমূহের) যোগ্য স্থান দুটিই মাত্র—এক, আপন প্রতিপক্ষ জলের দাহকারী ভীষণ বাড়বানল, আর দুই, মহাপুরুষের হৃদয়। তেজস্বী বড়বানলের স্বাভাবিক উষ্ণতাও সমস্ত সমুদ্রের জল না পেয়ে কীভাবে নিবৃত্ত হতে পারে? সর্পরাজ শেষ নাগ বৃথাই কেবল বিশাল ফণারাজি ধারণ করেছেন, কারণ, তিনি শরীর দিয়ে কেবল মৃৎপিণ্ডই (পৃথিবী) ধারণ করেছেন। দিগ্‌হস্তীর শুঁড়ের মতো দীপ্তিমান, অগ্রহস্তবিশিষ্ট বীরগণই নির্বিঘ্ন শাসন দ্বারা পৃথিবীর উপভোগজনিত আনন্দ অনুভব করতে পারে। যেমন কমলবন ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সূর্যের কিরণরূপী পাদপল্লব ধারণ করে, তেমনি রাজলক্ষ্মীও অখণ্ডিততেজা বীরপুরুষের পাদপল্লব স্বহস্তে সেবা করেন, আর সেই বীর ব্যক্তিই সুখে দিনাতিপাত করে। কিন্তু মৃগচিহ্নযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ পৃষ্ঠদেশ-

যুক্ত চন্দ্রমার শোভার মতো হরিণহৃদয় (হরিণের মতো ভীরু) ও পাণ্ডুর-পৃষ্ঠ অর্থাৎ নির্লজ্জ কাপুরুষের লক্ষ্মী (রাজশ্রী) দুটি রাতও কী করে টিকতে পারে? বীররস অপরিমিত যশোরাশি বর্ষণ করেও বিকাশশীল হয়ে থাকে। শৌর্যের পথ তার আগে আগে চলা প্রতাপে আবর্জনাহীন অর্থাৎ পরিষ্কৃত হয়ে যায়। দর্পের দ্বার শব্দমাত্রেই পলায়মান শত্রুশূন্য হয়। বীরত্বের শস্ত্রালোকে প্রকাশিত দিকসমূহ জনশূন্য হয়। শত্রুর রুধিরবিন্দুর ধারাবর্ষণে ভূমি যেমন লাল (অনুরক্ত) হয়ে যায়, তেমনি শত্রুর রক্তধারায় রাজশ্রীও বীরের প্রতি অনুরাগযুক্তা হয়ে পড়ে। বহু নরপতির মুকুটের শিখামণির কোণের ঘর্ষণে পদনখপংক্তির মতো রাজত্বও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অনবরত শস্ত্রাভ্যাসের ফলে করতলের মতো শত্রুর মুখও কালো হয়ে যায়। বিবিধ ব্রণের উপর বাঁধা কাপড়ের ছেঁড়া টুকরার পটিতে শরীর যেমন শাদা (শ্বেতবর্ণ) হয়, বীরের যশও তেমনি উজ্জ্বল হয়। কবচধারী শত্রুর প্রশস্ত বুকের উপর খড়্গাঘাত যেমন আগুন উৎপাদিত করে, তেমনি রাজলক্ষ্মীকেও (সম্পদকেও) উদ্‌গিরণ করে। শত্রুকর্তৃক আত্মীয়স্বজন নিহত যে বীর মনস্বী তাঁর হৃদয়ের শোক শত্রুপত্নীদের আপন আপন বক্ষতাড়নের দ্বারা প্রকাশ করেন, সবেগে চালিত তরবারির আঘাতে বাতাসের রূপে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, মৃত শত্রুদের শবের উপর তাদের বিধবা-পত্নীদের অশ্রুবর্ষণের দ্বারা আপন মৃত স্বজনের তর্পণ করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, অন্য কেউ নয়। জ্ঞানীলোকেরা স্বপ্নের মতো দৃষ্ট ও নষ্ট হয়ে যাওয়া ক্ষণভঙ্গুর দেহকে আপন বলে মনে করে না। বীরগণ স্থায়ী যশকেই আপন শরীর মনে করেন। নিরন্তর প্রজ্বলিত তেজঃপ্রসারে দেদীপ্যমান মণিময় প্রদীপকে যেমন কালো কাজলের মলিনতা স্পর্শ করতে পারে না, তেমনি অনবরত জ্বলন্ত প্রতাপে তেজস্বী পুরুষকে শোক স্পর্শ করতে পারে না। তুমি বলবান ব্যক্তিদের অগ্রণী, জ্ঞানীদের মধ্যে প্রধান, সামর্থ্যবানদের প্রথম, কুলীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেজস্বীদের মধ্যে অগ্রবর্তী এবং যারা শত্রুর পরাক্রম সহ্য করতে পারে না, তাদের মধ্যে তুমি প্রথম। সন্নিহিত এই যে যোদ্ধৃবর্গ রয়েছে, এদের বক্ষঃস্থলের ভিত্তি কপাটের মতো। তাতে কোপানল ধূমায়মান হয়ে আছে, তরবারির ধারাজলেই এদের তৃপ্তি সুলভ। সে সব বক্ষের উপর তাদের বিশাল ভুজবলের ছায়া পড়েছে এবং ধরিত্রী-বশতঃ তা শীতল হয়ে পড়েছে,—সে সবই তোমারই অধীন বলে জেনো। কারণ, একা সেই অধম গৌড়াধিপের কী কথা? তুমি এমন ব্যবস্থা করো যাতে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি আর এমন আচরণ করতে না পারে। বিশ্বাস করে সমস্ত পৃথিবী লাভে ইচ্ছুক, অলীক বিজিগীষু এ সব রাজার অন্তঃপুর-মহিলাদের দীর্ঘও উষ্ণ নিঃশ্বাসে এদের উপর চামর ঢুলাও (ব্যজন করো)। রক্তের দুর্গন্ধে অত্যধিক আকৃষ্ট গৃধ্রদের পাখার আচ্ছাদনে তাদের রাজকীয় ছত্রচ্ছায়ার সাধ মিটিয়ে দাও। কুৎসিত লক্ষ্মীরূপী কুলটার কটাক্ষ থেকে উৎপন্ন তার চক্ষুরাগ (চোখের প্রণয়, চোখ লাল হওয়া -রূপী চক্ষু-রোগ কিছু উষ্ণ রক্তবিন্দুর সেঁকে (সিঞ্চনে) দূর করে দাও। অন্যায় কাজের ফলে তার পরাক্রমের শোথ তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা শিরাবেধ করে প্রশমিত কর। শিরোমালার মতো লৌহনিগড়ের মলরূপী মহৌষধি দ্বারা পাদপীঠের উপর বিরাজমান তার পা-দুটির উৎকট মান্দ্য ঘুচিয়ে দাও। আদেশের তীক্ষ্ম অক্ষররূপী ক্ষার ঢেলে 'জয় জয়' শব্দ শুনতে অভ্যস্ত তাদের কানের কাণের কণ্ডূতি (চুলকানি) ঘুচাও। চন্দনসদৃশ

তোমার চরণ-নখের কিরণের লেপ লাগিয়ে অনমনীয় ও নিশ্চল তাদের মস্তকের স্তম্ভরোগ দূর করে দাও। রাজাদের উদ্দেশ্যে কর প্রদানের বার্তা পাঠাও। সেই নির্দেশবার্তা-রূপী সাঁড়াশি দিয়ে তাদের ধনমদের দর্প জনিত দুর্বৃত্তপনার শল্যটিকে উদ্ধার করো (তুলে দাও)। আপন মণিময় পাদপীঠের কিরণ-দীপাবলী দ্বারা যোদ্ধাদের ব্যর্থ প্রদর্শনজনিত ভ্রূভঙ্গের অন্ধকার ভেদ করে দাও। পাদপ্রহারে তাদের মাথার গৌরব (বা মাথার ভার) লাঘব করার ঔষধ প্রয়োগে মিথ্যা-অভিমান-রূপী মহাসন্নিপাত রোগ সারিয়ে দাও। তোমার সেবাঞ্জলিতে সর্বদা তাদের জোড়হাতের উষ্ণতায় তাদের ধনুর্গুণের আঘাত চিহ্নের কর্কশতা কোমল করে দাও। যে পথে তোমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ চলে গেছেন, ত্রিভুবনের অভিলষণীয় সেই শ্লাঘনীয় পথ তুমিও পরিত্যাগ কোরো না। সিংহ যেমন হরিণীকে কবলিত করে, তুমিও তেমনি কাপুরুষোচিত শোক ত্যাগ করে কুলপরম্পরাগত রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করো। মহারাজ! মহারাজ প্রভাকরবর্ধন দেবলোকে চলে গেছেন। আর দুষ্ট গৌড়াধিপতি-রূপ ভুজঙ্গ রাজ্যবর্ধনকে দংশন করে তার প্রাণনাশ করেছে। এখন এই মহাপ্রলয়কালে অর্থাৎ ঘোর বিপত্তি-কালে পৃথিবীকে ধারণ করার জন্যে তুমিই শেষ (অবশিষ্ট, শেষনাগ) রয়েছ। নিরাশ্রয় প্রজাদের আশ্বস্ত করো। শরৎকালীন সূর্যের মতো অপরাপর রাজাদের মাথার উপর ললাটের পীড়াদায়ক পাদভার রাখো। শত্রুদের সেবাবিষয়ে নূতন শিক্ষাদানের ফলে তাদের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের ধূমে এবং তোমার পদনখের পীড়াদায়ক রাজাদের চূড়ামণির নবীন আতপে চরণকে চিহ্নিত করো। তাছাড়া কার্তবীর্যার্জুনকর্তৃক পিতা জমদগ্নি নিহত হলে একাকী, হরিণদের সঙ্গে লালিত-পালিত, স্বভাবতঃই ব্রাহ্মণ বলে মৃদু ও কোমলহৃদয়, তপস্বী পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করে প্রচণ্ড ধনুর্বাণের টঙ্কারধ্বনিতে দিগ্‌গজদের মদহীন করেছিলেন এবং প্রচণ্ড জ্যা-নিঃস্বনে জগতের ভয় (জ্বর) উৎপন্ন করেছিলেন, এবং একুশবার ক্ষত্রিয়কুলকে ধ্বংস করেছিলেন। আর শরীরের স্বাভাবিক কঠোরতাবশতঃ বজ্রতুল্য কঠিন হৃদয় তুমি তো মানীদের প্রধান, অতএব তোমার সম্বন্ধে আর কী বলার আছে? অতএব সেই নীচ গৌড়াধিপতির বিনাশের জন্যে আজই প্রতিজ্ঞা করে প্রাণ সংগ্রহ ব্যাপারে অধীর যমরাজের আকস্মিক অভিযানের চিহ্ন ধ্বজ-রূপ ধনু গ্রহণ করো। অপমানরূপে আগুনে দহ্যমান মহারাজের (তোমার) শরীর। সেই যন্ত্রণাজনিত অতি দারুণ জ্বর শত্রুর রক্তরূপে চন্দনলেপের শীতল উপচার ছাড়া প্রশমিত হবে না। অপমানজনিত সন্তাপের শান্তির জন্যে ভীমসেন হিড়িম্বারাক্ষসীকে চুম্বনের সঙ্গে রক্তের আস্বাদের মতো মন্দরপর্বতের দ্বারা সমুদ্র মন্থন ছাড়াই শত্রুর (দুঃশাসনের) রুধিররূপী অমৃত পান করেছিলেন। পরশুরামও ক্রোধানলের শিখার সন্তাপ প্রশমিত হওয়ায় স্পর্শশীতল ক্ষত্রিয়-জাতির রক্তসরোবরে স্নান করেছিলেন।' এই বলে সিংহনাদ সেনাপতি বিরত হলেন।

হর্ষবর্ধনের ক্রোধ

মহারাজ হর্ষবর্ধন উত্তরে তাঁকে বললেন—আপনি আমাদের মান্যজন। আমাদের যা করণীয়, আপনি তাই উপদেশ দিয়েছেন। অন্যথা পৃথিবীর ভার-ধারণকারী সর্পরাজ শেষনাগের প্রতিও আমার ঈর্ষালু বাহুর অংশভাগীরি দৃষ্টি পড়ে। বস্তুতঃ আমি শেষনাগকেও পৃথিবীর ধারণে জ্ঞাতি বা ভাগী মানতে পারি নে।) আমার ভ্রূলতা আকাশে গমনশীল গ্রহমণ্ডলীকেও নিয়ন্ত্রিত করতে ইচ্ছুক। আমার সামনে

মাথা নত করে না এমন পর্বতেরও কেশাকর্ষণ করতে আমার হাত অভিলাষী হয়। আপন তেজে দুর্বিনীত সূর্যের কিরণরূপী হাতে চামর (ব্যঞ্জনী) ধরাতে আমার হৃদয় ইচ্ছুক। সিংহকে মৃগরাজ বলা হয়। এই 'রাজ'-শব্দটির জন্যে আমার চরণ সিংহদের মস্তককে পাদপীঠ করতে চায়। স্বতন্ত্র লোকপালগণ যে সব দিগভাগকে স্বেচ্ছানুসারে নিজেদের আয়ত্ত রেখেছে, সে সব অধিকারও ছিনিয়ে নেওয়ার আদেশ দেওয়ার জন্যে আমার অধর স্ফুরিত হচ্ছে। আর এমন বিপত্তি এসে পড়লে আর কী কথা হতে পারে? মন ক্রোধে পূর্ণ হলে শোকে আকুল হয়ে পড়ে থাকার তো কোনো অবকাশই নেই। আরও যতদিন আমার হৃদয়ে দারুণ শল্যরূপী, মুসল প্রহারে বধযোগ্য, নীচ, লোকনিন্দিত, দুষ্ট, গৌড়াধিপাধম, চণ্ডাল জীবিত থাকে ততদিন পর্যন্ত শোকানলে শঙ্কাধর আমি এ অপমানের প্রতিকার না করে নপুংসকের মতো কাঁদাকাটা করা লজ্জাকর মনে করি। শত্রুসৈন্যদের পত্নীদের অশ্রুপ্রবাহে দুর্দিন (বর্ষকাল) না ঘটিয়ে আমার হাতদুটি কীভাবে (মৃত ভ্রাতার উদ্দেশ্যে) জলাঞ্জলি দিতে পারে? আর, যত দিন আমি নীচ গৌড়াধিপতির চিতা থেকে উত্থিত ধূমরাশি না দেখছি, তত দিন আমার চোখে জল কোথায়? অতএব, আমার প্রতিজ্ঞা শুনুন—স্বর্গত ভ্রাতার পদরজ স্পর্শ করে শপথ করছি, যদি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ধনুর্বাণসমূহের চাঞ্চল্যের অভিমানে দুর্বিনীত রাজাদের পায়ে শিকলের ঝনৎকারে পৃথিবীকে পূর্ণ করে তাকে (পৃথিবীকে) গৌড়শূন্য না করতে পারি তবে পাপী আমি ঘৃতাহুতিযুক্ত জ্বলন্ত অগ্নিতে পতঙ্গের মতো আত্মবিসর্জন দিব।'—এই বলে তিনি পার্শ্বস্থ মহাসন্ধিবিগ্রহাধিকর্তা অবন্তিককে আজ্ঞা করলেন,—'লিখে নাও, পূর্বদিকে সূর্যের রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দে চমকিত গন্ধর্বযুগল যার সানুদেশ ছেড়ে চলে যায় সেই উদয়গিরি পর্যন্ত, দক্ষিণ দিকে যেখানে ত্রিকূটের রাজধানীতে (লংকাপুরীতে) পাথর খোদাই করে (শিলাতে উৎকীর্ণ অবস্থায়) রামকর্তৃক লংকাপুরী ধ্বংস করার কাহিনী রয়েছে সেই সুবেল পর্বত পর্যন্ত, পশ্চিম দিকে যার গুহার অভ্যন্তরভাগে মদিরাপানে মত্ত বরুণের প্রধান প্রধান সুন্দরীদের নূপুরের ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে থাকে সেই অস্তাচল পর্যন্ত এবং উত্তরদিকে যেখানে কন্দরে যক্ষিণীদের শরীরের সুগন্ধিতে সুবাসিত হয় পাষাণগুলি সেই গন্ধমাদন পর্বত পর্যন্ত—নৃপতিগণ সকলে হাত দিয়ে আমায় বরদানের জন্যে অথবা শস্ত্র ধারণের জন্যে প্রস্তুত হোক; বিভিন্ন দিকে পলায়ন করুক (নিজ নিজ রাজ্যভাগে থেকে যুদ্ধ করে আত্মরক্ষা করুক অথবা আমার দাসত্ব স্বীকার করে আমার সামনে আমায় বীজনের জন্যে চামর গ্রহণ করুক; আমার পদতলে মাথা নত করুক অথবা নিজেদের ধনু নত করে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক; আমার আদেশ কর্ণে শ্রবণ করুক অথবা ধনুর্গুণ আকর্ষণ করুক; আমার পদধূলি তাদের শিরোভূষণ করুক অথবা যুদ্ধ করার জন্য শিরস্ত্রাণ ধারণ করুক। আমার সামনে অঞ্জলিবদ্ধ হোক অথবা হস্তিযূথ দিয়ে যুদ্ধার্থ ব্যূহ রচনা করুক। আমাকে নিজ নিজ ভূমিভাগ (রাজ্য) ছেড়ে দিক অথবা তীরাদি ক্ষেপন করুক। আমার দ্বারবানরূপে বেত্রদণ্ড ধারণ করুক অথবা ভল্লদণ্ড গ্রহণ করুক। আমার পদনখে আপনাপন প্রতিবিম্ব দেখুক অথবা তরবারিতে নিজেদের তরবারির দর্পণে নিজের আকৃতি দেখুক। আমি এখানে এসে গিয়েছি। পঙ্গুর মতো যতদিন পর্যন্ত সমস্ত দ্বীপান্তরের মিলিত সকল নৃপতির মুকুটের মণি-

প্রস্তরের জ্যোতি-রূপী প্রলেপ আমার পায়ে না লাগছে, ততদিন যুদ্ধ থেকে আমার বিরাম কোথায়?'—এই স্থির করে তিনি উঠে পড়লেন, সামন্ত রাজাদের বিদায় করলেন এবং স্নানার্থী হয়ে সভামণ্ডপ ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর তিনি স্বস্থ ব্যক্তির মতোই সম্পূর্ণরূপে নিত্যকৃত্যাদি সম্পন্ন করলেন। দিনের তেজ শান্ত হতে (কমতে) লাগল। মনে হচ্ছিল যেন হর্ষের প্রতিজ্ঞা শুনে ত্রিভুবনের অহংকার ঢলে পড়ল (চলে গেল)।

ভ্রাতৃবিচ্ছেদে শোকাকুল হর্ষ

তারপর নিজের অধিকার হারিয়ে ফেলার ভয়েই যেন ভগবান সূর্যও নিস্তেজ হয়ে কোথায় চলে গেল। পদ্মবনে ভ্রমরগুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল এবং ভয়েই যেন কমলাকর-সমূহ সংকুচিত হতে লাগল। পাখিরাও যেন ডানার ঝটপটানি বন্ধ করে একেবারে নিশ্চল হয়ে অদৃষ্ট হয়ে গেল। সকল লোক সারা জগৎ-জোড়া সন্ধ্যাকেই যেন (হর্ষবর্ধনের) প্রতিজ্ঞা মনে করে মাথা নত করে করজোড়ে প্রণাম করতে লাগল। দিকসমূহ ঘন অন্ধকারে আচ্ছাদিত হতে লাগল। মনে হয় যেন দিকপালগণ নিজেদের পদচ্যুতির আশংকারই আকাশচুম্বী প্রাকার খাড়া করে রাখল। আর হর্ষবর্ধন সায়ংকালীন সভামণ্ডপে বেশিক্ষণ থাকলেন না। ভূপালগণ প্রণাম করলেন। তখন তাঁদের চঞ্চল পরিচ্ছদের বাতাসে কম্পিতশিখ দীপসমূহও যেন তাঁকে প্রণাম করতে লাগল। রাজা হর্ষ সবাইকে বিদায় দিলেন এবং ভৃত্যবর্গের প্রবেশ রুদ্ধ করে শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে বিছানায় চিত হয়ে গা ছড়িয়ে দিলেন। সেখানে এক প্রদীপ আর তিনি নিজে রইলেন। সে সময়ে অবসর পেয়ে ভ্রাতৃশোক চোরের মতো এসে তাকে জোর করে চেপে ধরল। চোখ বুজে তিনি হৃদয়মধ্যে যেন জীবন্ত ভাই (রাজ্যবর্ধন)কে দেখতে পেলেন। ভ্রাতার প্রাণের অন্বেষণেই যেন তাঁর শ্বাস ঘন ঘন বাড়তে লাগল। শুভ্র বস্ত্রাঞ্চলের মতোই যেন অশ্রুপ্রবাহে মুখ ঢেকে তিনি দীর্ঘসময় ধরে নিঃশব্দে রোদন করতে লাগলেন। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—এমন আকৃতির পুরুষেরও এমন পরিণাম কেন হল? বিশাল প্রস্তরখণ্ডসমূহ দ্বারা গঠিত দেহ পর্বতের চেয়ে তা থেকে উৎপন্ন লোহধাতু কঠিনতর। তেমন বিশাল শিলাখণ্ডসমূহের মতো কঠিন ও দৃঢ়দেহ পিতার চেয়ে আর্য (রাজ্যবর্ধন)-ও কঠিনতর ও দৃঢ়তর ছিলেন। আমি অতি জঘনাহৃদয়। নতুবা আর্যের বিরহে একবারও শ্বাস নেওয়া কেমন করে ঠিক হতে পারে? এই সেই প্রীতি, ভক্তি বা আজ্ঞাপালন! কোন্ মূর্খ আর্যের মৃত্যুর পর আমার বেঁচে থাকাটা বাঞ্ছনীয় মনে করতে পারে? আমাদের দুজনের ঐ রকম একত্র একেবারেই কোথায় চলে গেল? দুষ্ট বিধাতা আমাকে অনায়াসেই পৃথক করে দিল। দগ্ধক্রোধ আমার শোককে দমিয়ে রেখেছে। তাই নির্দয় আমি গলা ছেড়ে দীর্ঘ সময় ধরে রোদনও করতে পারি নি। মাকড়সার জালের মতো প্রাণীদের প্রণয় সর্বথা তুচ্ছ এবং সহজেই তা ছিন্ন হয়ে যায়। ভাই-বন্ধুর সম্পর্ক কেবল লোকব্যবহারমাত্র। আমিও যেখানে আর্যের স্বর্গগমনের পর পরের মতো সুস্থ ব্যক্তির মতোই রয়েছি। পরস্পর প্রীতিবন্ধনে প্রসন্নহৃদয় ও আনন্দময় ভ্রাতৃযুগল বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দুষ্ট দৈবের কী ফল লাভ হল? চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো আর্যের গুণরাশি সংসারকে আহ্লাদিত করে রাখত। এখন তিনি লোকান্তরে চলে যাওয়ায় সে সব চিতার আগুনের মতো দাহ

জন্মাচ্ছে।' এমনি ও আরও অন্যরকমভাবে অন্তঃকরণে বিলাপ করতে লাগলেন। রাত্রি প্রভাতেই তিনি দ্বারপালকে আদেশ করলেন—'সমস্ত গজসেনার অধিকারী স্কন্ধগুপ্তকে দেখতে চাই' (অর্থাৎ স্কন্দগুপ্তকে ডেকে আনো)।

স্কন্দগুপ্ত-কথা

এরপর একই সময়ে বহু লোক ছুটোছুটি করে পরম্পরাক্রমে স্কন্দগুপ্তকে রাজার আহ্বান জানালে তিনি রাজপ্রাসাদে এসে প্রবেশ করলেন। তিনি নিজগৃহ থেকে আপন হস্তিনীর প্রতীক্ষা না করে পদব্রজেই তাড়াতাড়ি চলে এলেন। তাঁর আসার পথে দণ্ডধারী রাজপুরুষেরা ব্যস্তভাবে পথের লোকজনকে হটিয়ে দিচ্ছিল। পথে পদে পদে শ্রেষ্ঠ হস্তিচিকিৎসকেরা চারদিক থেকে তাঁকে প্রণাম করছেন, আর তিনিও সেই বৈদ্য-শ্রেষ্ঠদের কাছ থেকে হস্তীদের গত রাত্রির অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন। তাঁর আশেপাশে গজশিবিরে নিয়োজিত কর্মচারীরা জোর কোলাহল করছে; এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল, যারা বিন্ধ্যপর্বতের বনরাজির সমান উঁচু উঁচু বাঁশের মাথায় ময়ূরের পুচ্ছ বেঁধে সমস্ত দিকে ছড়িয়ে-পড়া হাতিগুলিকে বাঁধবার জন্যে চেষ্টা করছে। আগে আগে যে-সব হাতি ছুটে চলে যাচ্ছে তাদের পার্শ্ববর্তী রক্ষীরা ও মাহুতেরা মরকতমণির মতো হরিৎবর্ণ ঘাস নূতন নূতন ধরা হাতিদের দেখাচ্ছে এবং তাদের বশ করার জন্যে অনুনয় করছে। কেউ কেউ পছন্দমতো মদমত্ত হাতি পেয়ে প্রসন্নচিত্তে দূর থেকে দৌড়ে এসে প্রণাম করছে। অন্যেরা নিজ নিজ হাতিদের যৌবনপ্রাপ্তির ফলে মদধারা বইছে—এ খবর জানাচ্ছে। কেউ কেউ হাতির উপর ডিণ্ডিম বা পটহবাদ্য চড়াবার জন্যে আবেদন জানাচ্ছে। কোনো কোনো মাহুত অনবধানতাবশত হাতি হারিয়ে যাওয়ায় দুঃখে লম্বা দাড়ি বাড়িয়ে দিয়ে অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে প্রধান হস্তিপকের আগে আগে যাচ্ছে। কোনো কোনো নবাগত হাতির সেবা করার কাজ লাভের আশায় মাথায় ছিন্ন কাপড়ের টুকরা বেঁধে খুশি মনে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। বন্য-গজদের ফুসলানোর কাজে কুশল) গণিকানামক হস্তিনীদের অধিকারীরা বহুদিন ধরে প্রতীক্ষা করে ছিল। এবার সুযোগ পেয়ে হাত উঠিয়ে কর্মনিপুণ হস্তিনীদের কাজ ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পল্লবের চিন্তাধারা অরণ্যপালেরা নূতন নূতন ধরা হাতির দল নিয়ে হাতে উঁচু উঁচু অঙ্কুশের কাষ্ঠদণ্ড নিয়ে এগিয়ে আসছে। প্রধান প্রধান হস্তিপকেরা হাতিদের যুদ্ধাভ্যাস শিক্ষাদানের জন্যে হাতির চামড়া দিয়ে নকল হাতি তৈরি করে এনেছে।

হাতিদের বনবীথিপালের প্রেরিত দূতগণ নূতন নূতন হস্তিযূথের চলাচলের খবর দেওয়ার জন্যে এখানে প্রেরিত হয়েছে। আর সেখানে এমন সব লোকও ছিল যারা ক্ষণে ক্ষণে গ্রামে, নগরে হাতিদের ঘাসের কবল পরীক্ষায় নিয়োজিত ছিল এবং এরা কোথায় কোথায় শস্যাদির ক্ষতি করেছে তার বিবরণ দিচ্ছে।

তিনি (স্কন্দগুপ্ত) স্বামী হর্ষবর্ধনের অনুগ্রহে উচ্চ পদাধিকারী হয়েছেন। সে পদের প্রকাশে ও স্বাভাবিক গর্বভরে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বহেতু তিনি কাউকে কোনোরকম আদেশ না দিলেও অবস্থা এমন হয়েছিল যে যেন তিনি সকলকে আজ্ঞা করছেন। তিনি অসংখ্য হাতিদের কানের শোভাজনক শঙ্খ উৎপাদনের জন্যে সমুদ্রকে আদেশ করছেন। হাতিদের শৃঙ্গারের প্রয়োজনে গৈরিক পঙ্কের অঙ্গরাগ সংগ্রহার্থ পর্বতগুলিকে যেন লুট করে নিচ্ছেন। তিনি দিকসমূহের দিগ্‌গজদের উপর ইন্দ্রের অধিকার যেন ছিনিয়ে

নিচ্ছেন। শিবের পদভরে অবনত কৈলাসপর্বতের মতো ভারী আপন পদন্যাসে কচ্ছপ-রূপধারী বিষ্ণুর পৃথিবীর ভার ধারণের গর্বকে যেন চূর্ণ করে দিয়েছেন। স্কন্দগুপ্তের বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত। চলার কালে সেই ভুজদণ্ডদ্বয় সঞ্চালিত হচ্ছিল। তাতে মনে হচ্ছিল যেন দুই পাশে হাতি বাঁধবার জন্যে শিলাস্তম্ভের সারি প্রোথিত করছে। অমৃতের মতো স্বাদু, নবপল্লবের মতো কোমল, কিছুটা উঁচু ও লম্বিত অধর দিয়ে—যেন তৃণকবল দিয়ে রাজলক্ষ্মীরূপী হস্তিনীকে প্রলোভিত করছেন। তাঁর নাসিকা-রূপ বংশদণ্ডটি আপন রাজবংশ অর্থাৎ হর্ষবর্ধনের বংশের মতোই দীর্ঘ ছিল (অর্থাৎ তিনি তুঙ্গনাসিক ছিলেন)। তার চোখদুটি অত্যন্ত স্নিগ্ধ, মধুর, ধবল ও বিশাল ছিল, যেন তিনি ক্ষীরসাগরকেই পান করেছেন। আর তাঁর সেই চোখ দিয়ে যেন দিক-সমূহের বিস্তারকেও পান করছেন। তাঁর ললাটদেশ মেরুপর্বতের তটভাগ থেকেও বিশাল ও বিকট ছিল। তিনি সর্বদা অবিচ্ছিন্ন ছত্রচ্ছায়াতলে বেড়ে উঠেছেন। ফলে খুব দীর্ঘ, কালো ও কোমল কান্তিতে সুন্দর, স্বভাবতঃ কুঞ্চিত, জুলফির মতো ছোটো লতানে বা বাবরি চুলের শোভায় সূর্যের প্রভা যেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং সূর্যের কিরণ যেন মলিন হয়ে যাচ্ছে।

তিনি শত্রুদের বিনাশ সাধন করে ধনুর্ধারণের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, তবু সব দিকেই তাঁর গুণের গম্ভীর ধ্বনি শুনা যাচ্ছিল। (ধনুর্গুণের টঙ্কারধ্বনি; শৌর্যাদি গুণের গভীর প্রশংসাবাক্য)।

সমস্ত গজসেনা তাঁর অধীন ছিল, তবু মাতাল হাতিদের মদজল তিনি স্পর্শ করেন নাই, অর্থাৎ তিনি মদে (গর্বে) মত্ত হন নাই। প্রভুর ঐশ্বর্যসম্পন্ন হয়েও তিনি স্নেহময় ছিলেন। তিনি রাজা হয়েও গুণবান ছিলেন। দানবারিতে ভরা হাতিদের উপর তিনি যেমন অধ্যক্ষ ছিলেন, তেমনি দানশীল ব্যক্তিদেরও সকলের উপর তার স্থান ছিল। নিজের প্রভুত্বের সমান স্পৃহণীয় ও অপমানরহিত ভৃত্যতাকে তিনি রেখেছিলেন। (অর্থাৎ তিনি রাজা হর্ষবর্ধনের ভৃত্য হলেও যথার্থ প্রভুত্বসম্পন্ন ছিলেন)। তিনি একই পতির প্রতি ভক্তিতে দৃঢ় এবং দ্বিতীয় কারো দ্বারা অগম্য এবং প্রভুর প্রীতিপাত্র কুলবধূর মতো একই প্রভু হর্ষবর্ধনের প্রতি ভক্তিতে দৃঢ় এবং দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিদ্বারা অলভ্য ছিলেন এবং প্রভুর অনুগ্রহের স্থান পেয়েছিলেন। তিনি পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অকারণ বন্ধু ছিলেন। অধিকন্তু শরণাগতদের অবৈতনিক ভৃত্য এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত হয়েছিলেন। দূর থেকেই তিনি নিজের দুই করকমল অবলম্বন করে মাথা দিয়ে ভূমিতল স্পর্শ করে নমস্কার করলেন।

স্কন্দগুপ্তের সতর্কবাণী

মহারাজ হর্ষবর্ধন কিছুটা দূরে উপবিষ্ট স্কন্দগুপ্তকে বললেন—'আর্যের বৃত্তান্ত এবং আমরা যা করতে চাই তা তুমি নিশ্চয়ই বিস্তারিত শুনেছ। অতএব, বাইরে প্রচারার্থে প্রেরিত গজসেনাদলকে সত্বর ফিরিয়ে আনো। আর্যের অপমানের পীড়ারূপে আগুন যুদ্ধ যাত্রায় ক্ষণকালের বিলম্বও সহ্য করতে পারছে না।'

হর্ষের এ কথার পর স্কন্দগুপ্ত প্রণাম করে নিবেদন করলেন—'প্রভুর আদেশ পরি-পূর্ণরূপে নিশ্চয়ই সাধিত বলে জানবেন। কিন্তু প্রভুর প্রতি ভক্তিবশতঃ আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। মহারাজ তা শ্রবণ করুন। মহারাজ যে কর্মের উপক্রম করেছেন, তা পুষ্পভূতির বংশজাত আপনার ও পরম্পরাগত আপনার তেজের, এবং

দিগ্‌গজের শুঁড়ের মতো আপনার বাহুদ্বয়ের ও সহোদর ভাই-এর প্রতি আপনার অসাধারণ স্নেহের সর্বপ্রকারেই উপযুক্তই বটে। সাপের মতো হীন প্রাণীও অপমান সহ্য করে না, আপনার মতো তেজস্বীদের আর কী কথা আছে? কেবল মহারাজ রাজ্যবর্ধনের বৃত্তান্তে আপনি দুর্জনের অত্যাচার কিছুমাত্র দেখতে পেলেন। এরকমই লোকের স্বভাব। প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, প্রতি প্রদেশে, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক দ্বীপে ও প্রতিদিকে জানপদদের ভিন্ন ভিন্ন আকার, ভিন্ন ভিন্ন আহার, ভিন্ন ভিন্ন কথাবার্তা এবং ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন। অতএব, আপনার দেশাচারের অনুরূপ স্বভাবতঃ সরলহৃদয় এবং সকলকেই বিশ্বাস করা। এরূপ ভাবনা আপনি পরিত্যাগ করুন। অনবধানতার দোষে সংঘটিত বহু সংকটের নানা বৃত্তান্ত প্রতিদিনই আপনার শ্রুতিগোচর হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ—যেমন, পদ্মাবতী নগরীতে নাগবংশীয় রাজা নাগসেন[১১] ময়না পাখিকে গুপ্ত মন্ত্র শুনিয়েছিল এবং তার ফলে তার বিনাশ হল। শ্রাবস্তী নগরীতে তোতাপাখির মুখ থেকে রহস্য প্রকাশিত হওয়ায় রাজা শ্রুতবর্মার রাজলক্ষ্মী বিনষ্ট হয়ে গেল। মৃত্তিকাবতী নগরীতে রাজা সুবর্ণচূড় স্বপ্নাবস্থায় গুপ্ত রহস্য ভেদ করে দিয়েছিলেন বলে তাঁর মরণ ঘটল। চূড়ামণিতে প্রতিবিম্বিত মিত্রজনের গুপ্ত লিপি পাঠ করে সুন্দর চামরব্যজনকারিণী যবনেশ্বরের হত্যাকারিণী হয়েছিল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রিতে অতিলোভী মথুরারাজ বৃহদ্রথ মাটি খুঁড়ে রত্নের সন্ধান করছিলেন, সে সময়ে বিদূরথের এক সৈনিক কোষমুক্ত তরবারির কোপে তাঁকে (বৃহদ্রথকে) বধ করেছিল।

বৎসরাজ উদয়ন নাগবনে বিহার করছিলেন। সে সময়ে উজ্জয়িনীরাজ মহাসেনের মায়াহস্তীথেকে বহির্গত সৈনিকেরা উদয়নকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। মিত্রদেব নটবেশ ধারণ করে নটদের মধ্যে বসে রাজা অগ্নিমিত্রের পুত্র নৃত্যপ্রিয় সুমিত্রের মস্তকটি তরবারির কোপে মৃণালের মতো ছিন্ন করেছিল। শত্রুর লোকেরা সঙ্গীতবিদ্যার ছাত্র সেজে অলাবু ও বীণাবস্ত্রের মধ্যে তরবারি লুকিয়ে রেখে তন্ত্রীবাদ্যপ্রিয় অশ্বকদেশের নৃপতি শরভের শিরশ্ছেদ করেছিল।

দুষ্ট সেনাপতি পুষ্যমিত্র দুর্বলবুদ্ধি মৌর্যবংশীয় রাজা বৃহদ্রথকে সেনাবল দেখানোর ছলে সমস্ত সৈন্যদের এনে তাঁকে (বৃহদ্রথকে) পিষে মেরেছিল। আশ্চর্যজনক বস্তুবিষয়ে অত্যন্ত কৌতূহলী রাজা চণ্ডীপতি দণ্ডপ্রাপ্তির জন্যে সম্মুখে ম্লেচ্ছজাতীয় ব্যক্তিদের দ্বারা নির্মিত গগনচারী যান্ত্রিক যানে উঠে কোথায় যেন অপহৃত হয়ে গেল। শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ নগরের উপকণ্ঠেই তরবারির আঘাতে ছিন্নকণ্ঠ হয়ে নিহত হন। শুঙ্গবংশীয় রাজা দেবভূতি অত্যন্ত অধিক স্ত্রীসঙ্গপরায়ণ কামুক ছিলেন। তাঁর অমাত্য বসুদেব রাজার দাসীর কন্যাকেই রানী সাজিয়ে তার দ্বারাই তাঁকে (রাজাকে) মারিয়েছিল।

মেকলদেশের রাজার মন্ত্রীরা ভূতলের অভ্যন্তরে অসুরদের গহ্বর সম্বন্ধে অত্যন্ত কুতূহলী মগধপতিকে বহু সুন্দরীর রত্ননূপুরের ঝংকারে আহ্লাদিত করে গোবর্ধন-পর্বতের সুড়ঙ্গ পথে অপহরণ করে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। মহাকালের উৎসবে তালজঙ্ঘ নামক বেতাল মহামাংস বিক্রয়ের সিদ্ধান্তে উন্মত্তপ্রায় রাজা প্রদ্যোতের কনিষ্ঠভ্রাতা পুণকগোত্রীয় রাজকুমার কুমারসেনকে বধ করেছিল।

রসায়নরসের কঠোর পক্ষপাতী ছিলেন বিদেহরাজপুত্র গণপতি। অন্য বহু কপট বৈদ্য মিলে বহুলোকের দ্বারা ঔষধের গুণ প্রখ্যাপিত করে ছলনার দ্বারা গণপতির দেহে রাজযক্ষ্মা সংক্রামিত করেছিল। কলিঙ্গরাজ ভদ্রসেনের ভাই ছিলেন বীরসেন। ভদ্রসেন স্ত্রীর প্রতি অতীব আস্থাশীল ছিলেন। আর তার পাটরানীর ঘরে ভিত্তিতে গুপ্তভাবে অবস্থান করে ভদ্রসেনের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। করূষের রাজা দধ্র জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্য প্রদানের ইচ্ছা করেছিলেন। মায়ের বিছানার তলে আগেই লুকিয়ে থেকে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকেই হত্যা করল। চকোরদেশের রাজা চন্দ্রকেতু ছদ্মবেশে দ্বারপালের ভূমিকা নিতে পছন্দ করতেন। শত্রুরাজা শূদ্রকের দূত তা জানতে পেরে সচিবসহ সেই রাজার (চন্দ্রকেতুর) প্রাণনাশ করেছিল। চামুণ্ডীপতি পুষ্কর শিকার করতে খুব ভালোবাসতেন। উঁচু উঁচু নাল দণ্ডযুক্ত নল বনে লুকিয়ে থেকে চম্পানগরীর রাজার সৈনিকরা গণ্ডার-শিকারে রত রাজা পুষ্করকে বধ করে। মৌখরিবংশীয় রাজা ক্ষত্রবর্মা স্তুতিপাঠকদের স্তবগাথা শুনতে ভালবাসতেন। শত্রুরাজার প্রেরিত স্তুতিপাঠকরা 'জয় জয় দেব' ইত্যাদিরূপ বাক্যে মুখর হয়ে সেই মূর্খ ক্ষত্রবর্মাকে হত্যা করেছিল। রমণীবেশে শত্রু-পুরীতে গিয়ে লুকিয়ে থেকে চন্দ্রগুপ্ত পরস্ত্রীকামী শকরাজকে বিনাশ করেছিলেন।

ব্যসনাসক্ত রাজাদের স্ত্রীলোকের দ্বারা যে সকল বিপত্তি ঘটে মহারাজ তো তা শুনেছেনই। যেমন সুপ্রভা পুত্রকে রাজ্য পাইয়ে দেবার জন্যে কাশীরাজ মহাসেনকে মদ্যপান করিয়ে প্রফুল্ল করে বিষমিশ্রিত খই দিয়ে মেরেছিলেন। এইভাবে, ছল করে কামবেগ উদ্দীপিত করে রত্নবতী অযোধ্যার প্রতাপশালী রাজা জারূথ্যকে ছুরির ধারের মতো তীক্ষ্নধার দর্পণের আঘাতে হত্যা করেছিলেন। দেবরের প্রতি আসক্তা দেবকী বিষচূর্ণ মিশ্রিত মধু লাগানো কানের অলংকারস্বরূপে নীলকমল দিয়ে সুহ্মদেশীয় রাজা দেবসেনকে বধ করেছিলেন। রত্নখচিত নূপুরের মধ্যে রাখা যাদুমন্ত্র প্রযুক্ত চূর্ণবিশেষ ছড়িয়ে দিয়ে রাজার মহিষী সপত্নীর প্রতি ক্রোধবশতঃ বিরন্তী নগরীর রাজা রন্তিদেবকে মেরে ফেললেন।[২] বিন্দুমতী নিজ বেণীতে শস্ত্র লুকিয়ে রেখে তা দিয়ে বৃষ্ণিবংশীয় রাজা বিদূরথকে শেষ করে দিলেন। রানী হংসবতী মেখলাস্থিত মণিতে বিষের লেপ দিয়ে সৌবীর দেশের রাজা বীরসেনকে যমপুরীতে পাঠালেন। পুরুবংশীয় রাজা সোমকের মহিষী প্রথমে বিষের প্রভাবনাশক অদৃশ্য ঔষধ মুখে লাগিয়ে পরে রাজাকে বিষমিশ্রিত মদ্যের গণ্ডুষ পান করিয়ে হত্যা করলেন।'

এ পর্যন্ত বলে স্কন্দগুপ্ত নীরব হলেন এবং আপন প্রভু হর্ষবর্ধনের আদেশ যথাযথ সম্পাদনের জন্যে বের হয়ে গেলেন।

অভিযানের আয়োজন

রাজা হর্ষবর্ধন সমগ্র রাজ্যের পরিচালনব্যবস্থা সুস্থির করলেন। যখন মহারাজ হর্ষ এই ভাবে কৃতসংকল্প হয়ে আবার সৈন্যদের দিগ্বিজয়ের জন্যে অভিযানের আদেশ দিলেন, সে সময় থেকে ক্ষীণপ্রাণ শত্রুস্থানীয় সামন্তদের সকলের গৃহে গৃহে নানা-রকম দুর্লক্ষণ ঘটতে লাগল। অদূরেই যমরাজের দূতদের দৃষ্টিপাতের মতো চঞ্চল কৃষ্ণসারের দল (হরিণবিশেষ) এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। গৃহ থেকে চলিতা লক্ষ্মীদেবীর নূপুরের ধ্বনির মতো মধুমক্ষিকারা প্রাঙ্গণে ঝনঝন শব্দ করছে। হাঁ-করা ভীষণ মুখগহ্বর থেকে আগুনের শিখারাশি বের করে অমঙ্গলকারী শৃগাল-শৃগালীর দল দিনের বেলাতেই দীর্ঘকাল ধরে অতি কর্কশ স্বরে অশুভসূচক চীৎকার করছে।

বানরশিশুর গালের মতো লাল-কালো ডানাওয়ালা জংলী পায়রারা (শকুনিরা) শবের গৃহের উপর পড়ছে। (রাজাদের বিদায় দেওয়ার জন্যেই যেন) উদ্যানের গাছগুলি একযোগে অকালে ফুল ধরতে লাগল। সভামণ্ডপের স্তম্ভগুলিতে নির্মিত পুতুলগুলি চঞ্চল করতল দিয়ে বুকে আঘাত করতে করতে যেন খুব জোরে জোরে কাঁদছে। সামন্ত-রাজদের সৈনিকরা হর্ষবর্ধনের যোদ্ধারা তাদের কেশ ধরে টেনে নেবে—এ ভয়ে যেন উদ্‌ভ্রান্তশির হয়ে দর্পণে মুণ্ডহীন কেবল ধর (কবন্ধ) দেখতে পাচ্ছে। রাজমহিষীদের চূড়ামণিতে হর্ষবর্ধনের শঙ্খ, চক্র, ও কমলের চিহ্নযুক্ত পাদন্যাস প্রতিবিম্বিত দেখতে পাচ্ছে। দাসীদের হাত থেকে অকস্মাৎ চামর খুলে পড়ে যাচ্ছে। সৈনিকেরা প্রণয়-কলহেও অভিমানিনী নায়িকাদের সামনে অনেকক্ষণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বিমুখ হয়ে থাকছে। হাতিদের গণ্ডস্থলে ভ্রমরগণের মদজল পানের সভা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যমরাজের মহিষের গন্ধ পেয়েই যেন ঘোড়াগুলি গুচ্ছভরা সবুজ ঘাসও খাচ্ছে না। চঞ্চল কঙ্কণসারিতে মুখর বালিকারা করতালি দিতে থাকলেও বিষণ্ণ গৃহময়ূরেরা নৃত্য করছে না। রাতের পর রাত (প্রত্যহ রাত্রিতে) চাঁদের হরিণের দিকে মুখ উঠিয়ে চোখ লাগিয়েই যেন কুকুরগুলি বহির্দ্বারের পাশে বিনা কারণেই জোরে জোরে চীৎকার করছে (যেন কাঁদছে)। এক নগ্না (পাগলী) স্ত্রীলোক চঞ্চল তর্জনী দিয়ে গতায়ু (আসন্ন মৃত্যু) লোকদের গণনা করতে করতেই যেন হাটেবাটে দিনভর চক্কর দিচ্ছে। রাজভবনের বাঁধানো ভূমিতে হরিণের খুরের মতো বাঁকা বাঁকা ঢেউখেলানো ঘাস গজিয়ে উঠছে। সৈনিকদের পত্নীদের মুখের যে প্রতিবিম্ব মধুপাত্রে পড়েছিল, তাতে যেন (বিধবাদের উপযোগী) এক বেণীবন্ধ, অঞ্জনরহিত ও গোরোচনার মতো পীতবর্ণ চোখ দেখা গেল। শীঘ্রই নিজেই অপহৃত হওয়ার ভয়েই যেন ভীত হয়ে ভূমি কাঁপতে লাগল। (ভূমিকম্প হল)। বীর পুরুষদের শরীরের উপর পতিত বিকসিত বন্ধুক পুষ্পের মতো লালবর্ণের রুধিরবৃষ্টি এমন মনে হয় যেন প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তির দেহে অলংকাররূপে রক্তচন্দনের লেপ লাগিয়েছে। চারদিকে যেন নাশাবস্থা প্রাপ্ত রাজলক্ষ্মীকে ঘিরে জ্বলন্ত উল্কার মতো দণ্ডাকার জ্যোতিষ্পিণ্ডসমূহ নিরন্তর ঝরে পড়ছে। ভয়ংকর ঝোড়ো হাওয়া প্রথমেই প্রতীহারীর মতো সকলের চামর, ছত্র ও ব্যজনী অপহরণ করে গৃহে গৃহে ঘুরতে লাগল।

ইতি ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

সপ্তম উচ্ছ্বাস

কৃতসংকল্প বীর পুরুষের কাছে পৃথিবী গৃহাঙ্গনের বেদীমাত্র, সমুদ্র এক ক্ষুদ্র খাল, পাতাল এক অকৃত্রিম ভূমি এবং সুমেরুপর্বত এক উই ঢিপি। ১॥

বহুবীর্যশালী পুরুষ ধনু ধারণ করলে পর্বতেরা যদি নত না হয় তো বড়োই আশ্চর্যের বিষয়। শত্রুনাশক দুর্বল কাকগুলি তো গণনার মধ্যেই আসে না। ২॥

এর পর কিছু দিন অতিক্রান্ত হল। জ্যোতিষীরা বড়ো পরিশ্রম করে শতবার গণনা করে শুভ দিন নির্ধারিত করলেন এবং চতুর্দিকে বিজয়ের জন্যে সেনাদলের

যাত্রার উপযোগী শুভলগ্নও ঠিক করে দিলেন। তখন শরৎকালীন মেঘের মতো জল-বর্ষণের (জলঢালার) যোগ্য শত শত রূপার কলস ও সোনার কলসের জলে মহারাজ হর্ষ স্নান করলেন। তারপর পরম ভক্তিভরে ভগবান নীললোহিতের (মহাদেবের) পূজা করলেন। দক্ষিণাবর্তবহ্নিযুক্ত প্রজ্বলিত হোমানলে আহুতি দিলেন। ব্রাহ্মণগণকে রত্নখচিত সহস্র সহস্র রূপার ও সোনার তিলপাত্র এবং বহুকোটি গাভী দান করলেন। গাভীগুলির খুর ও শৃঙ্গগুলি কনকপত্রলতার সুন্দর অলংকারে মোড়া ছিল। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম বিছানো রাজসিংহাসনে উপবেশন করে প্রথমেই আপন যশের তুল্য শ্বেতচন্দন নিজ অস্ত্রশস্ত্রে (ধনুর্বাণ প্রভৃতিতে) লেপন করলেন এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমগ্র দেহও চন্দনে লিপ্ত করলেন। পরে তিনি রাজহংস-মিথুনচিহ্নিত, রাজোচিত রেশমী বস্ত্রযুগল পরিধান করলেন। মহাদেবের চিহ্নস্বরূপ চন্দ্রকলার মতো শ্বেতপুষ্পের শিরোমালা মাথার উপর ধারণ করলেন। মরকতমণির কর্ণভূষণের মতো গোরোচনাযুক্ত নব দূর্বাঙ্কুরের পল্লব দুই কানে পরিধান করলেন। রাজমুদ্রাঙ্কিত কঙ্কণের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাকালে মঙ্গলকারক রক্ষাসূত্র মণিবন্ধে ধারণ করলেন। পুরোহিত সবিশেষ পূজা পেয়ে অতীব প্রসন্ন হয়ে তাঁর মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বহুমূল্য অশ্বগজাদি বাহন এবং দিক্-উজ্জ্বলকারী ছটাযুক্ত বহুমূল্য রত্নখচিত অলংকারাদি সহযোগী সামন্ত রাজগণের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। দুঃখে পীড়িত তীর্থযাত্রী ও উচ্চ কুলীন ব্যক্তিদের অনুগ্রহদানে সন্তুষ্ট করে কারাগারে বন্দীদের মুক্ত করে দিলেন। সে সময়ে তাঁর দক্ষিণ ভুজস্তম্ভ ঘন ঘন স্পন্দিত হতে লাগল। এরা (স্পন্দন) যেন হর্ষদেবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে তাঁকে অষ্টাদশ দ্বীপ জয় করতে হবে। বিজয়লাভের শুভলক্ষণগুলি সেবকের মতো 'আমি আগে আমি আগে' করে তাঁর কার্য সাধনের জন্য উপস্থিত হচ্ছে। প্রজারা আনন্দিত হয়ে হর্ষবর্ধনের জয়ধ্বনি করে কোলাহল করতে লাগল। এমতাবস্থায় সত্যযুগ সৃষ্টির জন্যে ব্রহ্মাণ্ড থেকে বহির্গত ব্রহ্মার মতো তিনি ধর্মরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাজভবন থেকে বের হলেন।

নগরের অনতিদূরে সরস্বতী নদীর ধারে ঘাস পাতা দিয়ে এক বড়ো রাজমন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। তার দ্বারে উচ্চ তোরণ রচনা করা হয়; সেখানে বেদীর উপর সুচারু হেমকলস রাখা হয়েছিল। তাতে নব পল্লব। বনফুলের মালা বেদীর বিভিন্ন স্থানে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। শ্বেতবর্ণের ধ্বজা সারি সারি সাজানো হয়েছে। শুভ্র-বর্ণের পোশাক পরে চাকর-বাকর ঘুরাঘুরি করছে। ব্রাহ্মণেরা মাঙ্গলিক মন্ত্র পাঠ করছেন। এমনি অবস্থায় মহারাজ হর্ষ মন্দিরে প্রবেশ করলেন। সেখানে গ্রামের মুখ্য অর্থ-অধিকারী (প্রধান) আপনার সমস্ত করণিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিবেদন করলেন—'মহারাজ! আপনার শাসন অব্যর্থ। অতএব আজই আপনি আপনার আদেশ দানের আরম্ভ করুন।'—এই বলে বৃষচিহ্নযুক্ত নব কাজ স্বর্ণনির্মিত মুদ্রা (মোহর) তাঁর হাতে অর্পণ করল। রাজা তা গ্রহণ করলেন। সামনে রাখা এক মৃৎপিণ্ডে প্রথমেই মুদ্রাচিহ্ন অংকিত করতে (ছাপ দিতে) তিনি উদ্যত হলেন। কিন্তু রাজার হাত থেকে মুদ্রাটি মাটিতে পড়ে গেল। আর সরস্বতী নদীর তীরস্থিত নরম মাটির উপরে সেই মুদ্রার অক্ষরের ছাপ স্পষ্টভাবে অংকিত হয়ে গেল। এতে পরিজন-গণ অমঙ্গল আশংকায় বিষণ্ণ হলে রাজা হর্ষ মনে মনে বিচার করলেন,—অজ্ঞলোকের

বুদ্ধি যথার্থতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। এ পৃথিবী আপনার একচ্ছত্র শাসনের মুদ্রায় অঙ্কিত হবে—লক্ষণ দ্বারা এই সূচিত হলেও গ্রাম্য লোকেরা এর অন্যরকম অর্থ করছে।' রাজা হর্ষ মনে মনে এই শুভলক্ষণকে অভিনন্দন করলেন এবং প্রত্যেকটি এক হাজার লাঙলে কর্ষণযোগ্য একশতগ্রাম ব্রাহ্মণগণকে দান করলেন। রাজা সে দিনটা সেখানেই কাটালেন। রাত্রি হলে রাজাদের সকলকে যথোচিত সম্মান দিয়ে শয়ন করলেন।

শিবিরে

রাত্রির তৃতীয় প্রহর যখন অতিবাহিত হচ্ছে আর সমস্ত লোক ঘুমিয়ে থাকায় চারদিক নিঃশব্দ রয়েছে সে সময়েই দিগ্‌গজের কুম্ভনের মতো গম্ভীর ধ্বনিতে যাত্রাকালের নাকাড়া বেজে উঠল। কিছুক্ষণ পর যাত্রায় গন্তব্য ক্রোশের সংখ্যানির্দেশক খুব জোরে জোরে আরও আটবার স্পষ্টভাবে পটহ বাজালো নিপুণতর বাদকেরা।

সৈনিকদের যাত্রাকালে নাকাড়া বাজতে লাগল, আর সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণাদিকৃত আনন্দসঙ্গীত গীত হতে থাকল (ব্রাহ্মণগণ আনন্দপ্রদ মঙ্গলগান করতে লাগলেন)। লতাকুঞ্জে তার প্রতিধ্বনি গুঞ্জন করে উঠল, বড় বড় ঢোল বাজতে লাগল, শঙ্খ বাজতে লাগল ক্রমে সমগ্র সৈন্যদলের কোলাহল বাড়তে থাকল। কর্মচারীরা চাকরবাকরদের ঘুম ভাঙাতে লেগে গেল। মুগুর দিয়ে তাড়াতাড়ি পেটানোর ফলে ভেরী ও দণ্ডের কোলাহলে সোরগোলে সব দিক পূর্ণ হয়ে উঠল।

সেনাদলের অধিকারীরা বিভিন্ন সৈন্যবিভাগের অধ্যক্ষদের সারিবদ্ধ করলেন। কর্মচারীরা হাজার হাজার মশাল জ্বালল। মশালের আলোকে রাতের অন্ধকার দূর হয়ে গেল। যামঘোষিকা (যারা প্রহরে প্রহরে জেগে অপরকে জাগিয়ে দেয়) দাসীদের পায়ে হাঁটাহাঁটিতে ঘুমন্ত কামী স্ত্রীপুরুষেরা জেগে উঠল। হস্তিপকরা (মাহুতেরা) সর্দারদের কঠোর আদেশে জেগে উঠে চোখ ডলতে লাগল। হাতিগুলিও জেগে উঠে শয়ন ঘর থেকে বের হয়ে এল। ঘোড়াগুলি সব ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘাড়ের কেশরগুলি ঝরাতে লাগল। কোলাহলে ভরা শিবিরে ঠক ঠক করে কোদাল দিয়ে মাটিতে পোঁতা রশি খুঁড়ে তোলা হতে লাগল। হাতিবাঁধার কীলক ওঠাবার সময় লোহার শিকলের ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। ঘোড়াগুলোর পায়ে পরানো লোহার কড়াগুলো যখন খোলা হচ্ছে তখন ঘোড়াগুলো নিজ নিজ খুরগুলো ঢেউ-এর মতো তেরছা করে (বাঁকা করে) তুলে ধরছিল। যারা হাতিদের ঘাসজল দেয় সেই মাহুতেরা মদমত্ত হাতিদের পায়ের বন্ধন-শৃঙ্খল (শিকল)-গুলি যখন খুলছিল, তখন তাদের খন্ খন্ আওয়াজে চারদিক ভরে উঠছিল। ধুলায় ভরা হাতির পিঠগুলিকে ঘাসের লম্বা লম্বা গোছা দিয়ে ঝেড়ে সাফ করা হল এবং তার উপর পরিষ্কৃত চামড়ার থাল বিছিয়ে দেওয়া হল। সৈনিকাবাসগুলির দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত ভৃত্যেরা ছোটো ছোটো তাঁবু, কাঠের খুঁটি সহ বড়ো বড়ো অস্থায়ী ঘর, কানাত, পর্দা ও সামিয়ানা প্রভৃতি গুটিয়ে বাঁধাছাদা করতে লাগল। খুঁটিগুলিকে চামড়ার বড়ো বড়ো থলেতে ভরে নিতে লাগল। ভাণ্ডারীরা ভাণ্ড-বাসন-কোসন একত্র করে বেঁধেছেদে নিতে লাগল। ভাণ্ডারের নানা বস্তু নিয়ে যাবার জন্যে হাতিগুলির ঘাসবহনকারীদের লাগিয়ে দেওয়া হল। মাহুতেরা সোজা হাতিগুলোকে এনে চুপচাপ দাঁড় করিয়ে দিল। তাদের উপর সামন্ত রাজাদের তাঁবুস্থিত মালপত্র লটবহর এবং পানপাত্র, জলপাত্র (কলস) প্রভৃতির পেটি সমূহ খচাখচ (তাড়াতাড়ি) ভরে দেওয়া

হল (পেটিতে)। দূরে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিমান ভৃত্যরা খুব তাড়াতাড়ি দুষ্ট অর্থাৎ মাতাল হাতিগুলির পিঠের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে নানা সামগ্রী ভরে দিতে লাগল। বাঁকা হয়ে ঝুঁকেপড়া অথচ দ্রুতগামী ভৃত্যদের হাত দিয়ে শক্ত করে টেনে আনা, স্থূলশরীরবশতঃ পরাধীন, বিশালোদর হাতিগুলি একবার এগিয়ে আসে, আবার পিছিয়ে পড়ে—এসব দেখে লোকেরা জোর হাসাহাসি করতে লাগল। রঙ বেরঙ্-এর দড়ি দিয়ে খুব কসে বেঁধে দেওয়ায় বিশাল মদমত্ত হাতিগুলি শরীর ইচ্ছামতো হেলাতে দোলাতে পারছে না বলে রাগে চিৎকার করছে। হাতিগুলোর গায়ে লাগানো ঘণ্টাগুলির টংকারের শব্দে কান ফেটে যাচ্ছে। উটগুলোর পিঠে চাপানো হয়েছে কণ্ঠালকের (জালগোনিকার) ভারি বোঝা। তাতে পীড়িত হয়ে তারা খুব চিৎকার করছে। কুলীন রাজপুত্রগণ কর্তৃক ধূর্ত দূতগণ অভিজাত মহিলাদের তাদের যানবাহনে খুব ঠাসাঠাসি করে ভরে দিল। যাত্রাকালের সময়ের ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে নবনিযুক্ত ভৃত্যেরা ঠিক সময়ে উপস্থিত না হওয়ায় হাতির মাহুতরা তাদের খোঁজাখুঁজি করছে। রাজার অনুগ্রহে খ্যাতিপ্রাপ্ত পদাতিক সৈনিকেরা রাজার প্রিয় ও প্রদর্শনযোগ্য ঘোড়াগুলিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সুসজ্জিত বীর যোদ্ধাদের সৈনিকরা অগ্রবর্তী শ্রেণীর সৈন্যদের শরীরের উপর অগ্রপংক্তির বিশেষ চিহ্ন প্রদর্শনের জন্যে গাঢ় প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অশ্বপালেরা ঘোড়ায় জয়িন (জীন) থেকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে কাঠের মৃগাকৃতি এবং ছোটো ছোটো ঘণ্টা এবং হাঁড়ির সঙ্গে যুক্ত এক একটি পট্টী। [কিঙ্কিণী ও নালী দ্বারা সুশোভিত ছিল, আর তলসারক (বুকের নিচে) দিয়ে বাঁধা হয়েছিল।]

ঘোড়া বাঁধার রশিগুলি তাদের মুখে কুণ্ডলাকার হয়ে পড়েছে। অশ্বপালগণ এই জটিলতার মধ্যেও রোগ ও ছুঁৎ থেকে রক্ষা করার জন্যে ঘোড়ার উপর বাঁদর বসিয়ে দিতে লাগল (সম্ভবতঃ বানরাকৃতি কাঠের পুতুল)। সওয়ারী (বাহন) ঘোড়াগুলি প্রাতঃকালীন খাদ্য ঘাস প্রভৃতি অর্ধেকটা হয়তো খেয়েছে। এরি মধ্যে সহিসেরা টেনে বাইরে নিয়ে গেল—তাদের আর ঘাস খাওয়া হল না। ঘাসিকেরা পরস্পর ডাকাডাকি করে চেঁচামেচি ও সোরগোল তুলছে। চলার সময় তাড়াতাড়ি করায় নূতন যুবা ঘোড়াগুলি বাঁধন থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে ঘুরতে লাগল এবং উপর দিকে মুখ তুলে অনেক ঘোড়শাল ভেঙেচুরে তছনছ করে দিল। হস্তিনীদের সোয়ারী করার জন্যে যথারীতি সাজানো হলে মাহুতরা ডাকাডাকি করতে লাগল এবং তখন সুন্দরী রমণীরা তাড়াতাড়ি করে সেই হস্তিনীদের মুখে সিন্দুরাদির লেপ দিতে লাগল। হাতি ও ঘোড়ারা চলতে আরম্ভ করলে আশপাশ নীচজাতীয় লোকেরা দৌড়ে এসে ভুক্তাবশিষ্ট ঘাসগুলি লুটে নিয়ে যেতে লাগল। কাপড়ের গাঠরি পিঠে নিয়ে গাধাগুলি চলছে। (ছেলেপিলেরাও গাধার পিঠে সঙ্গে চলল)। গোরুর গাড়িগুলি চাকার চরর মরর আওয়াজ করে চলছে আর চাকার ঘসায় রাস্তাও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সহসা অনেক ভাণ্ডসামগ্রী বলদের পিঠে উঠিয়ে দেওয়া হল। রসদ অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রী দিয়ে বলবান ষাঁড় ও বলদগুলিকে আগেই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পথের আশেপাশে ঘাস পেয়ে তা খাওয়ার লোভে তারা দেরি করে পিছিয়ে পড়ছে। প্রধান প্রধান সামন্ত রাজগণের রান্নার ও রান্নাঘরের সামগ্রী সব আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পতাকাবাহী লোকেরা আগে আগে দৌড়ে চলছে। ভীর ভারযুক্ত ছোটো ছোটো ঘর (কুটীর) থেকে সৈনিকগণ বের হয়ে আসছে, আর সে সময় তাদের শত শত বন্ধুবান্ধব তাদের দেখতে

লাগল। হাতিগুলি রাস্তায় চলার কালে (আশপাশের) ছোটো ছোটো ঘরগুলিকে পায়ের চাপে ভেঙে চুরে দিচ্ছে। তখন সে সব ঘরের বাসিন্দা লোকেরা উঠে এসে হাতির চালকদের ঢিল ছুঁড়ে মারতে লাগল। আর সেই বেচারারা (চালকেরা) আশপাশের লোকদের সাক্ষী বানিয়ে ব্যাপার দেখাতে লাগল। এই সংঘর্ষে বিধ্বস্ত ছোটো ঝুপড়িতে যারা থাকত সেই গৃহস্থরা জানপ্রাণ নিয়ে সপরিবারে পালিয়ে যেতে লাগল। এ সব হৈ-হট্টগোল ও গোলমালে ধনবাহী (মালবাহী) বলদগুলি এদিক ওদিক ছুটতে থাকলে বণিকরা নিরাশ হয়ে পড়তে লাগল। অন্তঃপুরের মহিলারা হস্তিনীদের উপর বসে বের হয়ে এল, আর তাদের আগে আগে মশালবাহী লোকেরা যেতে লাগল এবং তাদের সংকেত পেয়ে জনতা পথ ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে লাগল। অশ্বারোহী যোদ্ধারা পিছে পিছে ছুটতে লাগল এবং তাদের কুকুরগুলোকে ডেকে আনতে লাগল। বঙ্গনদেশের বেশ উঁচু উঁচু ঘোড়াগুলি এমন বেগে চলতে থাকে যে তাদের পিঠ একেবারে নিশ্চল থাকে—একটুও নড়াচড়া করে না, আর তাদের পিঠে আরামে বসে বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়েরা ঘোড়াগুলির গুণের উচ্চ প্রশংসা করতে থাকে। খচ্চরের উপর অতি কষ্টে আরোহণ করে দক্ষিণদেশীয় লোকেরা (সৈনিকরা ?) পিছলিয়ে নিচে পড়ে যায়। যাত্রাকালে সমগ্র জগৎ (দিকসমূহ) ধূলিরাশিতে ভরে উঠল—চারদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। দেশে বিদেশের রাজারা হস্তিনীদের উপর আরোহণ করে আসছেন। মাহুতেরা উপরে যে হাওদা রেখেছিল তাতে সোনার পত্ররচনা থাকায় তাদের (রাজাদের) ধনুগুলি নানা রঙ-বেরঙে রঞ্জিত হয়েছিল। তাদের কাছেই তরবারি ধবে আপনজনেরা বসেছিল। তাম্বুলিকরা কিশলয়ের মতো চামর দিয়ে ব্যাজন করছিল। হাতিদের উপর পিছন দিকে বসে পরিচারকরা চামড়ার তৈরি বিশেষ ধরনের থলেতে ছোটো ও হালকা ভিন্দিপালের গোছা (ছোটো লগুড়জাতীয় জিনিস) ভরে নিয়েছে। অশ্বারোহীদের পর্যাণের আগে-পিছে রাখা হয়েছে। সোনার নলকের মধ্যে পত্রলতার কাঁটা রচনা করা হয়েছে। পর্যাণের দুই পাশে লম্বা করে ঝুলানো পাট্টিম্বারা ঘুরিয়ে বাঁধা হওয়ায় রেশমী গদি নিশ্চল হয়েছে। ফলে আরোহী স্থির হয়ে বসতে পারছে। পর্যাণের (জিনের) দুই ধারে ঝুলানো রেকাবে তার পা রাখলে যখন একটা আর একটার সঙ্গে টক্কর খায়, তখন সেই রেকাবগুলির খনখন শব্দ উঠতে থাকে। রেকাবে জড়ানো রত্নশিলাগুলির শব্দই বেড়ে যায়। নেত্রনামক সূক্ষ্ম রেশমীবস্ত্রের তৈরি ফুলপাতাদার পাজামা দিয়ে তাদের জঙ্ঘা ঢাকা ছিল। তাদের লাল বর্ণযুক্ত লম্বা সালোয়ার কাদায় বিচিত্র রঙ ধারণ করেছে। কারও কারও ভ্রমরের মতো গাঢ় নীল রঙের জাঙিয়া, তাতে সাদা রঙের পট্টী জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে তাদের শোভা অনেক বেশি বেড়ে গেছে—এমনি সব পরিচ্ছদ তারা পরিধান করেছে। কেউ কেউ গৌরবর্ণ শরীরের উপর কৃষ্ণমণির মতো নীল কঞ্চুক পরেছিল, গৌরবর্ণ দেহে এর শোভা সমধিক বেড়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ চীন দেশে উৎপন্ন বামভাগের উত্তরীয় ধারণ করেছিল। কেউ কেউ স্তবরক জাতীয় কাপড়ের এমন কঞ্চুক পরেছিল যার উপর আসল মুক্তাগুচ্ছ স্তবকের মতো লাগানো ছিল। কেউ কেউ নানারঙের রঞ্জক দ্রব্যের নির্যাসে বিচিত্র বর্ণের চাদর পরেছিল। কারও বা তোতাপাখির পাখার রঙের শাল ছিল। কোনো কোনো রাজার ব্যায়ামের ফলে কটিদেশ কৃশ হওয়ায় সেখানে সুন্দরভাবে শস্ত্র বেঁধে রাখার সুব্যবস্থা ছিল। গতির বেগে কারও কারও মুক্তার মালা লতার মতো হেলতে দুলতে থাকায় কানের কুণ্ডল কোনো কোনো

সময় তাতে আটকে যাচ্ছিল আর তা ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ভৃত্যেরা দৌড়ে আসছিল। কারও কারও সোনার পত্রাঙ্কুরে নির্মিত কর্ণপূরের সঙ্গে কানের বালার টক্কর লাগায় টুং টাং শব্দ হচ্ছিল। কারও কর্ণোৎপলের নাল তাদের পাগড়ির কাপড়ে আটকে যাচ্ছিল। কারও কারও মাথা কুঙ্কুম রঙের কোমল চাদরে ঢাকা ছিল, কারও বা রেশমী উষ্ণীষের উপর চূড়ামণির টুকরা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারও কারও শিরোমালার উপর ভ্রমরকুল ময়ূরপাখার তৈরি ছত্রের মতো শোভা রচনা করেছিল। কোনো কোনো রাজার দূর পথ পার হয়ে আসা যুবা হাতিগুলি রঙ-বেরঙের পর্যাণ বহন করে আসছিল (অথবা, দূর থেকে আসায় হাতির উপরিস্থ পর্যাণ ধূলি-ধূসরিত হয়েছিল)। কারও কারও আগে আগে চামর ঢুলানো হচ্ছে। কারও কারও রয়েছে বিচিত্র বর্ণের কার্দরঙ্গ-দেশজাত বহুসুবর্ণশত-রচিত সুন্দর চর্ম (ঢাল)। এদের মধ্যে আছে যে উড়ে আসছে এমনি দ্রুতগামী বীর সৈনিকদল—তারা পৃথিবীর মধ্যভাগ যেন ভরে দিয়েছে। তারা ধাবমান কম্বোজদেশীয় শত শত ঘোড়ার আয়ান-নামক সোনার তৈরি অলংকারের ঝনঝন শব্দে সকল দিক মুখরিত করে তুলেছে। তাদের লম্বা লম্বা পটহগুলিকে পিটিয়ে বাজানো হতে লাগল। এরকম শতশত পটহের শব্দে কানের ছিদ্র বধির হয়ে যেতে লাগল। আবার, রাজারা আপন আপন নাম ঘোষণা করতে লাগল। এদের পদাতিক সৈনিকরা হাতির উপর উপবিষ্ট রাজাদের আদেশ পালন করার জন্যে উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছিল!

এভাবে রাজারা সকলে এসে রাজদ্বার পূর্ণ করে সমবেত হল।

অভিযানের আরম্ভ

ভগবান সূর্যদেব উদিত হলে মহারাজের সেনাসামন্তদের ব্যূহবন্ধ অবস্থায় দেখার সময়ের সূচনা দেওয়ার সংকেত স্বরূপে বার বার শঙ্খ বাজতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই রাজা হর্ষবর্ধন প্রথম বার অভিযানেই দিগ্বিজয়ের জন্যে বের হয়ে পড়লেন। তিনি মাঙ্গলিক দিগ্বিজয়ের হস্তিনীর পিঠে আরোহণ করে চললেন। সেই হস্তিনী ঝুলানো কর্ণতালের বিলাসে এদিক-ওদিক হেলে দুলে চলতে থাকায় মনে হয় যেন দিগ্গজের সঙ্গে সম্মিলিত হচ্ছে। সেই হস্তিনীর পিঠে চড়ে রাজা হর্ষবর্ধন রাজভবন থেকে বহির্গত হলেন। তাঁর শিরোদেশে ধরা আছে বৈদূর্যমণির দণ্ডযুক্ত এবং পদ্মরাগমণির খণ্ডমণ্ডিত বৃহৎ মাঙ্গলিক রাজচ্ছত্র। পদ্মরাগমণির কিরণে খচিত হয়ে লাল হয়েছে সেই ছত্র, মনে হয় যেন সে সূর্যোদয় দেখে ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছে। কদলী-তরুর গর্ভপত্রের চেয়েও অত্যধিক কোমল রেশমসূতায় বোনা কঞ্চুক-পরিহিত সম্রাট দ্বিতীয় শেষ নাগের মতো প্রতিভাত হচ্ছিলেন। ক্ষীরসাগরের ফেনপুঞ্জের দ্বারা শুভ্র অম্বর (আকাশ) যুক্ত অমৃত মন্থন দিবসের মতো ক্ষীরসমুদ্রের ফেনরাশির মতো শ্বেতবর্ণ অম্বর (বস্ত্র) পরিহিত ছিলেন তিনি। [অথবা, ক্ষীরোদক নামক শুভ্র বস্ত্রপরা সম্রাট হর্ষ অমৃত মন্থন দিবসের মতো প্রতীত হচ্ছিলেন] অল্প বয়সেই তিনি পারিজাতবৃক্ষের মতো ইন্দ্র পদবীতে আসীন হলেন। সারা সংসারকে বশীভূত করার উপযোগী বশীকরণ চূর্ণের মতো, কর্ণপূররূপে তাঁর কর্ণলগ্ন কুসুমমঞ্জরীর পরাগরাশি তাঁকে করায় চামরের বাতাসে সকল দিকে উড়ে যেতে লাগল। তাঁর সম্মুখে তখন সূর্য আকাশে উদিত হচ্ছে। তার রক্তবর্ণ পরিমণ্ডল হর্ষের চূড়ামণিতে প্রতিফলিত হল। তাতে মনে হয় যেন তিনি আপন তেজে সূর্যকেও পান করছেন। তাঁর ওষ্ঠাধর অধিক তাম্বূলরসের

লালিমায় সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত ছিল। এতে মনে হয় যেন সিন্দূর সহ ওষ্ঠরূপী মুদ্রা (মোহর লাগানো অন্য দ্বীপসমূহ অনুরাগে তাঁকে অর্পণ করা হয়েছে। তাঁর গলায় ঝুলানো লম্বা হারের দীপ্যমান কিরণাবলী চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন তিনি দিক্-বধূদের হাতে শুভ্র চামরগুলি ধরিয়ে দিচ্ছেন। রাজাদের দেখার জন্যে তিনি আপন ভ্রূলতার তৃতীয় ভাগ উৎক্ষিপ্ত করে তা দিয়ে যেন ত্রিভুবনকে রাজস্ব দেওয়ার জন্যে আদেশ দিচ্ছেন। বিশাল ভুজদণ্ডের প্রাকার (প্রাচীর) দিয়ে মনে হয় যেন তিনি সপ্তসমুদ্র রক্ষার জন্য উঁচু কবাট টেনে দিচ্ছেন।

আবার ক্ষীরসাগরের সমস্ত মাধুর্য সমুদ্গতা লক্ষ্মীদেবী যেন তাঁকে আলিঙ্গন করছেন। লক্ষ্মীর আলিঙ্গনে তিনি অমৃতময় হয়েছেন। তাই শিবিরের লোকেরা উৎসুক হয়ে হাজার হাজার চোখে যেন তাঁকে পান করছে। তিনি গুণগৌরবে স্নেহ-তরল রাজাদের অন্তঃকরণে যেন নিমজ্জিত হয়েছেন। তিনি সৌভাগ্যশালিতার রস দিয়ে যেন দ্রষ্টাদের মজ্জা পর্যন্তও লেপন করে দিয়েছেন। অগ্রজবধের কলঙ্ক ধৌত করার জন্যে তিনি ইন্দ্রের মতোই আকুল হয়ে পড়েছেন। পৃথুর মতো তাঁর চারদিক পরিষ্কৃত রাখার চিন্তা করে তিনি নৃপতিবর্গকে সমুৎসাহিত করছেন। (গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে রাজাদের প্রোৎসাহিত করছেন)। সূর্যের আগে আগে যেমন সহস্র সহস্র কিরণ আলোক বিতরণ করতে করতে চলতে থাকে, তেমনি করে সম্রাটের আগে আগে আলোক-শব্দ, অর্থাৎ 'জয়, জয়' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে হাজার হাজার দণ্ডধারী পুরুষ জনগণের ভীড় সরাতে সরাতে চলতে লাগল। কর্তব্যপালনে চতুর সেই মানুষদের চরণ দ্রুতগমনে চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। কর্তব্য সম্পাদনের ব্যবস্থায় তারা কঠোর হয়েছিল। লোকেরা ভয়ে পালিয়ে যেতে থাকল, আর তাদের ভীড় ভারে দশ দিক ঢাকা পড়ে গেল। লোকেরা সে-সব দিকে আশ্রয় নিল। চলন্ত পতাকা সমূহ দ্বারা বাতাসের গতিও রুদ্ধ হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যেন তিনি পবনকেও বিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন। দ্রুত পদক্ষেপের দরুণ উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে যেন সূর্যের কিরণ জালকে তিরস্কার করে (আচ্ছাদিত করে) তিনি উৎসারিত করে দিচ্ছেন। আর সোনার বেত্রলতার দ্যুতি দ্বারা যেন দিনকেও দূর করে দিচ্ছেন। দণ্ডধারী পুরুষেরা তাঁর গমন পথে লোকজনকে সরিয়ে দিচ্ছে।

অভিযানের জাঁকজমক

মহারাজ হর্ষবর্ধন বেরিয়ে এলে নৃপবর্গ তাঁকে প্রণাম করতে লাগলেন। বিনয়ে তাদের শরীর সামনে ঝুঁকে পড়ল। তাদের ভয়ে চকিত হল। চলার কালে তাদের ঝুঁকে পড়া মাথার মণিযুক্ত সোনার মুকুট থেকে বিচ্ছুরিত কিরণাবলিতে মস্তকের চমকদার চূড়ামণিসমূহের নিচে। আশে-পাশে ও উপরদিকে বিচ্ছুরিত আলোর ছটা নীলকণ্ঠ পাখিদের মতো শুভ লক্ষণ সম্পাদন করতে চলছে। মেঘসদৃশ ধূলি-রাশিতে ভরা আকাশে উড়ন্ত গৃহময়ূরদের মতো শিখামণিসমূহের কিরণাবলী দেখে মনে হতে লাগল যেন দিকপালগণ দিক্সমূহের দ্বারে কল্পতরুর কোমল পল্লবের মালারাজি বেঁধে দিয়েছেন। রাজারা তাঁকে প্রণাম করলেন। বীর হর্ষবর্ধন তখন কাউকে এক তৃতীয়াংশ দৃষ্টিতে, কাউকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে, কাউকে সমগ্র দৃষ্টিতে বা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শন করলেন। কাউকে বা তিনি ভ্রূসঞ্চালনে, কাউকে ঈষৎ হাসি দিয়ে, কাউকে পরিহাসযুক্ত কথায়, কাউকে বা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ কথা দিয়ে অনুগৃহীত

করলেন। আবার কাউকে কুশলপ্রশ্ন করে প্রণামের উত্তরে প্রতিপ্রণাম করে, কাউকে বা মদযুক্ত ভ্রূভঙ্গীসহ দৃষ্টিপাতে, আবার কাউকে বা আজ্ঞাদানের রূপে প্রণয় দিয়ে আপন প্রণয় দান করে তাদের (রাজাদের) মানধনী প্রাণকে যেন তিনি মূল্য দিয়ে ক্রয় করে নিলেন। এই ভাবে বীরশ্রেষ্ঠ সম্রাট যোগ্যতা অনুসারে রাজাদের বিভক্ত করে দিলেন।

তারপর হর্ষবর্ধনের প্রস্থানের পর কোলাহলে ভয়ভীত দিক-হস্তীদের চিৎকারের মতোই যেন তূর্যবাদ্যের উচ্চ প্রতিধ্বনি দিকসমূহের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। হর্ষবর্ধনের হাতিরা দিগহস্তীদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তাদের তিন স্থান অর্থাৎ কুম্ভ, কপোল ও শুঁড় (মতান্তরে, গণ্ড, শুণ্ড ও নেত্র) দিয়ে মদধারা বইতে লাগল। ভ্রমরের চেয়েও কালো রঙের মদজলপ্রবাহের পথে যেন যমুনার সহস্র ধারা বয়ে চলল। সিঁদুর-ধুলোয় সূর্যমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তাতে পাখিরা সূর্য অস্ত যাচ্ছেন ও সন্ধ্যা হচ্ছে বলে আশঙ্কা করতে লাগল। ভ্রমরদের গুঞ্জনে ভরা হাতিদের কর্ণতালের ফট-ফট শব্দে দুন্দুভিধ্বনি তিরোহিত হয়ে গেল। অগণিত চামর চুলানো হতে লাগল। তাতে স্থাবর জঙ্গম সহ সারা বিশ্বকে ঢেকে দেওয়া হচ্ছিল। ঘোড়াগুলির নিঃশ্বাসবায়ুতে উড়ে যাওয়া তাদের মুখের ফেনা শুভ্র সিন্ধুবার পুষ্পের মালার মতো আকাশকে উজ্জ্বল সাদা করে দিচ্ছে। একত্র গ্রথিত বহুসংখ্যক টগরফুলের গুচ্ছের মতো উজ্জ্বল ও উচ্চ সোনার দণ্ডযুক্ত অনেক ছত্র একত্র পরস্পর লাগালাগি হয়ে আটদিক এমনভাবে ঢেকে রাখছে যেন দিনটাকে পান করে নিয়েছে। ধূলিরাশি-রূপী রাত্রিতে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে দিবস এবং সেই দিনটা নৃপতিবৃন্দের মুকুট-সমূহের রত্নশিলারাশির বালাতপে চমকে উঠছে। ঘোড়াগুলির রূপা ও সোনার অলংকারাবলীর ঝনৎকারের শব্দে দিকসমূহ ভরে উঠছে। শত্রুদের প্রতাপানল নির্বাপিত করার জন্যেই যেন হাতিরা মদজলের উষ্ণ কণারাশিতে দিকসমূহ সিক্ত করে রাখছে। বিদ্যুতের মতো চঞ্চল চূড়ামণিরাজির ছটায় চোখ খোলা যাচ্ছে না। স্বয়ং রাজাও আপন সৈন্যদল সন্দর্শনে বিস্মিত হলেন। সকল দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন যে, যুগারম্ভে বিষ্ণুর কুক্ষিদেশ থেকে বহির্গত সকল জীবলোকের মতো, অগস্ত্য মুনির মুখ থেকে জগৎসংসারকে প্লাবিত করতে উদ্যত সমুদ্রের মতো এবং কার্ত্যবীর্যার্জুনের সহস্র বাহু থেকে ছুটে আসা নর্মদা নদীর সহস্র ধারার মতো আবাসস্থলের নিকট থেকে তার বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্থান করছে।

সৈনিকদের কথাবার্তা

চলন্ত সেই সৈন্যদলের মধ্যে অনেক রকম কথাবার্তা হতে লাগল—

'এগিয়ে চলো।'

'ভাই! কেন দেরি করছ।' 'ঘোড়াটা যে লাফাচ্ছে।'

'ওহে ভালমানুষ! খোঁড়ার মতো লেংচিয়ে লেংচিয়ে চলছ কেন? যারা এগিয়ে আসছে, তারা আমাদের উপর এসে পড়ছে।'

'উটটাকে তুমি কি চালাচ্ছ? ওরে নির্দয়! দেখছিস না বাচ্চাটা শুয়ে পড়েছে?'

'বাছা রামিল! সাবধান, ধুলোর ঝড়ে যেন হারিয়ে না যাস। কাছাকাছিই থাকিস।'

"ওরে দেখছিস না থলেটা ফেটে গিয়ে ছাতু পড়ে যাচ্ছে ?"

"ওরে চালু, অমন তড়বড় করে ছুটছিস কেন ?'

"ওরে বৃষ, পথ ছেড়ে ঘোড়াগুলোর মধ্যে দৌড়াচ্ছিস কেন ?"

'ও ধীবর, কোথায় ঢুকে পড়ছিস ?'

"ও মাতঙ্গ (হস্তিনি), হাতিদের কাছে যেতে চাস ?'

'ওহে দেখ, ছোলার বস্তাটা কাৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছে। কখন থেকে চেঁচাচ্ছি, তুমি মোটেই শুনছ না। আরে, গর্তের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিস যে ?'

'স্বৈরিণি! সুখে থাকো!' (চুপচাপ থাকো)।'

'ওরে সৌবীক! তোর কাঁজির কলসীটা তো ফুটো হয়ে গেল।'

'ওরে মন্থরক, (মন্দগামিন্!) আগে গন্তব্য স্থানে যা, পরে আখ (ইক্ষু) খাবি। ষাঁড়-বলদগুলোকে একটু চালিয়ে নিয়ে যা।

'ওরে চেট (নিম্নস্তরের ভৃত্য)! কতক্ষণ বদরীফল (কুল) কুড়াবি! অনেক দূর যেতে হবে।'

'দ্রোণক, আজই এত দৌড়াচ্ছিস কেন ? এ সেনাযাত্রা তো অনেক লম্বা হবে।'

'এক নিষ্ঠুর লোককে ছেড়ে কি যাত্রা স্থগিত করতে হবে ?'

'স্থপুটক, সামনে পথ।' (অথবা, সামনের পথ উঁচুনীচু)।

'স্থাবরক! বাতাসরে ভাণ্ডটা ভেঙে ফেলো না যেন।'

'গণ্ডক, চালের বোঝাটা খুব বেশি ভারি। ষাঁড়টা বয়ে নিতে পারবে না।'

'ওরে দাসের ছেলে! ঐ মাষকলাই-এর ক্ষেত থেকে কয়েক গোছা ঘাস তাড়াতাড়ি দা দিয়ে কেটে নিয়ে এসো। আমরা চলে গেলে ঘাসের মধ্যে শস্য কেমন হবে কে জানে ?'

'ধব, বলদগুলোকে আটকাও। রাখালেরা ক্ষেতগুলিকে রক্ষা করছে।'

'ছোটো গাড়িটা পিছিয়ে পড়ছে। জোয়ান শাদারঙের ষাঁড়টাকে গাড়িতে জুতে দাও।'

'ওরে বক্ষপালিত (ভূতাবিষ্ট মাতাল)! তোর চোখ কি ফুঁড়ে গেছে ? মেয়েদের দলে-মাড়িয়ে চলছিস ?'

ধুত্তোর হতভাগা মাহুত, হাতির শুঁড়টা নিয়ে খেলা করছিস!'

'ও মাতাল হাতি! এত মানুষের ভীড়ের মধ্যে কাদায় তোর পা পিছলে যাবে।'

'ও ভাই, ও মশাই, বিপদে দুঃখীর বন্ধু! কাদা থেকে এই ষাঁড়টাকে উদ্ধার করুন!'

'এই ছেলে, এ দিকে আয়, হাতিদের এই ঘন সংঘট্টের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা নেই।'

ইত্যাদি অনেক রকম কথাবার্তা চলতে লাগল।

কোথাও সৈন্যেরা স্বেচ্ছাক্রমে কেটে নেওয়া প্রচুর ধানঘাস খেয়ে বেঁচে থাকছে, অনায়াসে-পাওয়া খাবার খেয়ে সুখে বেশ পুষ্ট হচ্ছে। কেউ কেউ হেসে মজা করছে, খেলায় কোলাহল করছে। বড়ো সাহসীরা চেঁচাচ্ছে। চাকর-বাকররা—যেমন মেঠরা (যারা হাতিদের ঝাড় পোছ করে), বণ্ঠরা ("অকৃতবাহ" জওয়ানরা অর্থাৎ, ভার বহন করে নাই যারা অথবা অকৃতবিবাহ) ডাণ্ডা নিয়ে হাতিদের মধ্যে ভিড়ে গেল, ঢিমে

তালে চলে এমন ভারবাহকরা, ঘোড়ার ঘাস সংগ্রাহকেরা, লুণ্ঠনকারীরা (যারা লুটপাট করে), নিম্নস্তরের ভৃত্যারা, ধূর্ত বা শঠ ব্যক্তিরা, চণ্ডালেরা (অশ্বপালরা) বাচালরা— এই সব এই অভিযানের প্রশংসা করতে লাগল।

রাজার স্তুতি ও নিন্দা

কোথাও আবার, বেচারা অসহায় দরিদ্র কুলপুত্রগণ কোনো রকমে গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত দুর্বল, বৃদ্ধ ষাঁড়ের পিঠে বোঝা চাপিয়ে এবং নিজেও কিছুটা বোঝা নিয়ে দুঃখ করে বলছে—'এই দণ্ডযাত্রা কী করে শেষ হবে। তৃষ্ণা পাতালে চলে যাক। (ধনতৃষ্ণার অবসান হোক)। আমাদের মঙ্গল হোক! সেবা করুক। ভগবান এ চাকরি থেকে আমাদের রক্ষা করুন। সকল দুঃখের কূট এই কটকটার কল্যাণ হোক। এ ভাবে সৈন্যশিবিরের নিন্দাবাদও চলল। দরিদ্র, বৃদ্ধ ও কুলক্রমাগত সেবকরা এমনি নিন্দা করছে। কোথাও প্রবলবেগ জলপ্রবাহে নৌকাগুলোর মতো সারিবদ্ধ জনতা অতিদ্রুত ছুটে চলেছে। রাজাদের অন্ন ও পানীয় বহনকারী কর্মচারীরা বাইরে ছিল। তারা নিজেদের কালো কঠিন কাঁধে ভারি ভারি লগুড় (বড়ো লাঠি) নিয়ে চলেছে।

একদল লোক সোনার পাদপীঠ, পালঙ্ক, পানপাত্র জলের কলসী, পিকদান, স্নানের দ্রোণী প্রভৃতি রাজাদের নিজ নিজ সামগ্রী নিয়ে চলছে। আবার, তার এক দল রান্নাঘরের মালপত্র (রান্নার সাবর্তীয় দ্রব্যসামগ্রী) বহনকারী লোকেরা আগের লোকদের পিছে ফেলে চলছে। রান্নার মালপত্রবাহী লোকেরা শুয়োরের চামড়ার পট্টিতে গিঁট দিয়ে বাঁধা ছাগল নিয়ে যাচ্ছে, টেনে নিয়ে চলছে হরিণের অগ্রভাগ, চড়ুই ও ছোটো ছোটো পাখিগুলিকে লটকিয়ে নিচ্ছে। কিছু লোক খরগোসের ছোটো ছোটো বাচ্চা, শাক-পাতা, বেতসের ডগা প্রভৃতি ধরেছে, কিছু লোক নিয়েছে দুধ ও দই-এর হাঁড়ী। ধবধবে সাদা ভিজে কাপড়ে হাঁড়িগুলির মুখ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তার উপর একধারে সদ্য মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে। আরও নিচ্ছে আগুনের আংটা, রুটি-পিঠা করার তাওয়া, ছোটো তাওয়া, রান্নার জন্যে তামার বাসন, মাংস সেকার শূল, কড়াই প্রভৃতি বাসনের মধ্যে ভরে নেওয়া হয়েছে। টুকরা টাকরা আরও জিনিসপত্র। ভারবাহকরা চলতে চলতে সামনের লোকদের সরিয়ে দিচ্ছে। দুর্বল বা কমজোরি বলদগুলো বার বার পড়ে যাচ্ছে। তাদের চালিয়ে নেওয়ার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে গ্রাম্য লোকদের। এ সব চাষী লোকের, অধঃস্থানীয় ভৃত্যদের উষ্মা জাগাচ্ছে। বলছে—'পরিশ্রম তো আমরা করছি। কিন্তু ফল নেওয়ার বেলায় অনেক ধূর্তদের হাজির করা হবে।' কোথাও বা সম্রাট হর্ষবর্ধনকে দেখার জন্যে কৌতূহলী গ্রাম্য লোকেরা পথের দুই ধার থেকে ছুটে আসছে। পথের পার্শ্বস্থিত গ্রামগুলি বেরিয়ে আসছে আগ্রহারিকরা (ব্রহ্মোত্তর জমি দেখাশোনার ভার যাদের উপর) তারা জমিগুলি জালিয়াতি করে নিজেরাই ভোগ করছে। গ্রামের বৃদ্ধ অধিকারীরা হাতে জলপূর্ণ মঙ্গলকলস নিয়ে আগে আগে আসছে রাজদর্শনের জন্যে। কিছু লোক দই, গুড়, চিনি, মিছরি প্রভৃতি ও ফুলের করণ্ডিকা পেটিতে ভরে তাড়াতাড়ি ভেট নিয়ে আসছে। কিছু লোক ক্রুদ্ধ, ভীষণ দণ্ডধারী লোকদের ভয়ে ও ধমকানিতে দূরে পালাতে লাগল। এই অবস্থার ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তেও তারা রাজার দিকে তাকিয়ে দেখছে। তারা আগে প্রান্তপতিদের শত শত মিথ্যা নিন্দা করছে, আর পূর্ববর্তী কর্মচারীদের প্রশংসা করছে এবং ধূর্তলোকদের অপরাধের বিবরণ বলছে। তাদের দৌড়ঝাঁপে চারদিক ধুলায় ভরে

গেল। কোথাও বা একান্তে অশ্বারোহী সৈনিকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে যে গৌড়রাজ এসে পড়লে কীভাবে শস্য সংরক্ষণের ব্যাপারে ব্যবস্থা করবে। আবার অন্য কিছু লোক রাজকর্মচারীদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে রাজার স্তুতি করছে, 'ইনি প্রত্যক্ষ দেবতা, ইনিই ধর্ম''। অন্য লোকেরা—যাদের তৈরি ফসল সৈন্যদের জন্যে কেটে নিয়ে গেছে—নিজেদের দুঃখবিষাদ প্রকট করছে। তারা জমির ফসলের শোকে পত্নী-পুত্রাদি নিয়ে চলে আসছে। তারা ধানের অভাবে প্রাণনাশের বিপদ দেখতে পেয়ে পরিতাপে রাজার ভয় ত্যাগ করেছে। তারা বলছে—'কে রাজা? কোথা থেকেই বা এল?' সে কেমন রাজা? এভাবে তারা রাজার নিন্দা করতে লাগল।

জনসাধারণের অস্বাভাবিক অবস্থা

আবার, রাজা দেখলেন,—বনঝাড়ে দলে দলে খরগোশেরা সৈন্যদের কল কল ধ্বনি শুনে এদিক ওদিক ছুটছে, আর তাদের পিছে হাতে মোটা লাঠি নিয়ে চণ্ডেরা দৌড়াচ্ছে। লোকেরা ইট, ক্ষেতের মাটির ঢিল প্রভৃতি দিয়ে খরগোশ মারতে লাগল। তবু খরগোশেরা পালাচ্ছে না। লোকেদের মারের চোটে গেরি মাটির ডেলার মতো অনেক খরগোশ গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। আর এক দল ভিন্ন ভিন্ন হয়ে লোকের সামনে পড়ে মারা পড়ছে। মার খেয়েও ছুটতে ছুটতে অনেকে জন্তু জানোয়ারের হাঁটুর তল দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারছে। নিজেদের কুটিল গতিতে চালাকি করে অশ্বারোহীদের, কুকুরদের জড়িয়েও যাচ্ছে। মরছে ও পালাচ্ছে। যদিও চারদিক থেকে তাদের উপর ঢিল, ডাণ্ডা, তেরছা ছোটো লাঠি, কুড়ুল, কীলক, কোদাল, দা প্রভৃতি বর্ষার ধারার মতো পড়ছে। তবু আয়ুর বলে বেঁচে যাচ্ছে।

অন্যত্র দলবন্ধ ঘাসিকেরাও দৌড়াচ্ছে। ভূমি-তুষের ধুলায় ধূসরিত হচ্ছে তাদের ঘাসের জাল। ঘাসের জঞ্জালে জালাকিত হয়েছে তাদের জঘন। তাদের পুরানো-পর্যাণের একপাশে লটকানো আছে দা (কাটারি)। তাদের কম্বল জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছে। সুতো ঢিলে হয়ে ধুলায় মলিন হয়েছে। আগে প্রভুরা অনুগ্রহ করে এসব তাদের দিয়েছিলেন। এখন ফেটে চিড়ে গেছে। সেই ছেঁড়া কাপড়ের ফিতা তাদের মাথায় বাঁধা ছিল। সেই ছেঁড়া কঞ্চুক পরে ছিল তারা। এ সব ছেঁড়া কাপড় থেকে ধুলো উড়ছিল। কোথাও বা একপাশে-চলা অশ্বারোহীর দল গৌড়াধিপতির সঙ্গে আগামী যুদ্ধের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা ও আলোচনা করছিল। কোথাও কাদামাটিভরা জমির উপর শস্যাদির নিচের অংশ বিছিয়ে নেওয়ার আদেশ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে সব লোক ঘাসের পুলি অর্থাৎ খড়ের আঁটি কাটতে লেগে গেল। (শস্যের পুলি কেটে বিছিয়ে নেওয়ার জন্যে)। কোথাও নিচে দাঁড়ানো দণ্ডধারী সৈনিকদের ডাণ্ডার ভয়ে গাছের উপর চড়ে ঝগড়াটে ব্রাহ্মণরা গালি-গালাজ দিতে লাগল। কোথাও গ্রামের লোকেরা তাদের কুকুরগুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং কুকুরপালকরা সেগুলোকে লাঠির সঙ্গে জড়ানো রজ্জুতে বেঁধে রাখছে। কোথাও বা পরস্পর ঐশ্বর্যের স্পর্ধা করে উদ্ধত রাজপুত্রেরা ঘোড়দৌড়ে টক্কর দিতে লাগল। নানা বৃত্তান্তে কৌতুকের সৃষ্টি হতে লাগল। সেই বিশাল সৈন্যদল যেন প্রলয়কালে সমুদ্রের মতো জগৎসংসারকে গ্রাস করতে উদ্যত হচ্ছে। এরা ধনিক সম্প্রদায়ের রক্ষার্থে, সর্পদের গুপ্তভাবে রাখবার জন্যে পাতালের মতো,সুসংগঠিত হয়েছে। ভগবান শঙ্করের বাসের জন্যে কৈলাসপর্বতের মতো মহারাজ হর্ষবর্ধনের অবস্থানের জন্যে

রচিত হয়েছে। প্রজাপতিগণের চার যুগের সৃষ্টিকোশের মতো সমস্ত প্রাণিবর্গের (অশ্ব, গজ, নর প্রভৃতির) এই কটকের মধ্যে দেখা যেতে লাগল। যদিও এর মধ্যে বহু দুঃখকষ্ট ছিল, তবু তপস্যা করার মতো পরিণামে কল্যাণই সাধিত হচ্ছিল। সম্রাট এই সেনাবাহিনী দেখলেন। এর পর তিনি শিবিরে চলে গেলেন।

দিগ্বিজয়ের যাত্রাপথে

সমীপবর্তী পরাক্রমশালী নিজ নিজ উদ্দাম-প্রকাশকারী রাজকুমারদের এ ধরনের আলাপ শুনতে পেলেন,—'পূজনীয় মান্ধাতা দিগ্বিজয়ের পথ দেখিয়েছেন। অপ্রতিহত রথের বেগ নিয়ে মহারাজ রঘু অল্প সময়ের মধ্যেই দিক্সমূহের প্রশান্তি এনেছিলেন। মাত্র ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে বংশপরম্পরায় ভুজবলের অহংকারে চুর, অভিমানী রাজাদের নিজের করদ করেছিলেন (করদানে বাধ্য করেছিলেন)। পাণ্ডুপুত্র সব্যসাচী অর্জুন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে চীনদেশ অতিক্রম করেছিলেন। তারপর ক্রুদ্ধ গন্ধর্বগণের ধনুষ্কোটির টংকারধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত লতাকুঞ্জশোভিত হেমকূটপর্বতও জয় করেছিলেন। বলবান পুরুষদের বিজয় সংকল্পের অভাবেই বিলম্বিত হয়। কিন্নররাজ দ্রুম তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়কে রক্ষক পেয়েও বাহুবলের অভাবে কাতর ও দুর্বল হয়ে রাজা দুর্যোধনের কিংকর হয়েছিলেন। সত্য কথা এই যে, প্রাচীন কালের রাজাদের অধিক বিজয়েচ্ছা ছিল না, সেই জন্যেই অল্প-পরিমাণ ভূখণ্ডের মধ্যেই একসঙ্গেই ভগদত্ত, দন্তবক্র, ক্রাথ, রুক্মি, কর্ণ, দুর্যোধন, শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ, সিন্ধুরাজ, জয়দ্রথ প্রভৃতি বহু রাজা রাজত্ব করতেন। রাজা যুধিষ্ঠির সন্তুষ্ট রাজা ছিলেন। অর্জুন দিগ্বিজয় করে সারা জগৎকে কম্পিত করলেও তিনি (যুধিষ্ঠির) পাশেই কিম্পুরুষদের রাজ্যকেও সহ্য করেছিলেন অর্থাৎ মেনে নিয়েছিলেন। চণ্ডকোশ এমনই অলস ছিলেন যে, তিনি পৃথিবী জয় করেও স্ত্রীরাজ্যে প্রবেশ করেন নি। উৎসাহীদের কাছে হিমালয় ও গন্ধমাদন পর্বতের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। তুর্কীরাজ্য হাতের মধ্যেই। পারস্য দেশ তো এক বিঘৎ-এর মধ্যে। শকরাজ্য শশকের পদক্ষেপের পাশেই। পারিযাত্র পর্বতে অভিযান তো ব্যর্থ, কারণ সেখানে প্রতিরোধ বা প্রত্যাক্রমণ করার কেউ নেই। আর দক্ষিণাপথ শৌর্যপণে সুলভ। দক্ষিণ-সমুদ্রের তরঙ্গপৃক্ত বাতাসে কম্পিত চন্দনলতার সৌরভে মনোরম হয়েছে দর্দুরপর্বতের গুহাগৃহগুলি। সেই পর্বতের পাশেই মলয়পর্বত। তার সংলগ্নই মহেন্দ্রপর্বত। পাশেই অবস্থিত মাননীয় ভুজবীর্যশালী রাজপুত্রদের এ ধরণের কথাবার্তা শুনতে শুনতে হর্ষবর্ধন আপন আবাসে পৌঁছে গেলেন। বাস-গৃহের দ্বারদেশে দুই ধারে অবস্থিত রাজাদের সসম্মানে ভ্রূ-সংকেতে বিদায় দিয়ে (হস্তিনীর পিঠ থেকে) অবতরণ করলেন এবং অন্তঃপুরের বহির্দেশে সভামণ্ডপে রাখা আসনে বসলেন। সেখানে সৈনিকদের সমাবেশ ভেঙে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন।

প্রাগ্জ্যোতিষরাজের দূত

তারপর সেখানে প্রতিহার ভূমিতলে পাণিপল্লব রেখে নিবেদন করল—মহারাজ! প্রাগ্জ্যোতিষের অধিপতি কুমারের প্রেরিত বিশ্বস্ত দূত হংসবেগ প্রাসাদের বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।' রাজা সমাদরে আদেশ দিলেন—'সত্বর তাঁকে নিয়ে এসো'। তখন প্রতিহার তার দক্ষতা বলে ও রাজার সমাদর লক্ষ্য করে নিজেই বেরিয়ে গেল।

তারপর হংসবেগ ভেট দেওয়ার জন্যে প্রচুর দ্রব্যসামগ্রীবাহী অনেক লোকের সঙ্গে সবিনয়ে প্রবেশ করলেন। নয়নানন্দকর সেই দূত সুভগ ও ভদ্র আকৃতি দ্বারা গুণ-গৌরব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দূর থেকেই পাঁচ অঙ্গ দিয়ে অঙ্গন স্পর্শ করে রাজাকে প্রণাম করলেন। রাজা 'এসো, এসো' বলে সসম্মানে কাছে ডাকলেন। হংসবেগ দৌড়ে এসে আবার কিছুটা পিছনে সরে এসে পাদপীঠে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন। তখন রাজাও তাঁর পিঠে হাত রাখলেন। তিনিও রাজাকে আবার প্রণাম করলেন। পরে রাজার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট অদূরবর্তী আসনে উপবেশন করলেন। তারপর রাজা শরীর কিছুটা বক্র করে মধ্যবর্তী চামরধারিণীকে সরিয়ে দিয়ে দূতের দিকে মুখোমুখি হয়ে শিষ্টতাপূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন,—'হংসবেগ, শ্রীমান কুমার কুশলে আছেন তো?' তিনিও উত্তরে বললেন—'যখন মহারাজ এতটা স্নেহদ্বারা স্নাপিত ও সৌহার্দ দ্বারা আর্দ্র বাণীতে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি সর্বপ্রকারে কুশলে আছেন।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে হংসবেগ নিপুণতার সঙ্গে বললেন—'চার সমুদ্রের ভোগেশ্বর্যের পাত্র মহারাজের জন্যে সদ্ভাবপূর্ণ অন্তঃকরণ ছাড়া অন্য কোনো যথাযোগ্য উপহার সংসারে দুর্লভ। তবুও সন্দেশ অশূন্য রাখার জন্যে আমার প্রভু পূর্বপুরুষদের উপার্জিত আভোগ নামক এই বারুণ আতপত্র (ছত্র) যোগ্য স্থানে সমর্পণ করে সার্থক করে দিলেন। এর কৌতূহলজনক বহু আশ্চর্যকর ব্যাপার দেখা যায়। যেমন—ছায়াকে শীতল রাখার জন্যে চাঁদের সহস্র কিরণ থেকে এক-একটি রশ্মি প্রতিদিন এর মধ্যে প্রবেশ করে। কিরণটি প্রবিষ্ট হলেই চিন্তা করা মাত্র এর মণিশলাকা থেকে চন্দ্রকান্তি সদৃশ ও দাঁতের খটখটানি উৎপাদক জলধারা ইচ্ছামতো বের হতে থাকে। বরুণদেবের সমান যিনি চার সাগরের অধিপতি ছিলেন বা হবেন তার উপরই এই ছত্রের ছায়া পড়বে, অন্য কারও উপর নয়। অগ্নি ঐ ছত্রকে দগ্ধ করতে পারে না; বায়ু তাকে উড়িয়ে নিতে পারে না, জল একে সিক্ত করতে পারে না। ধুলোয় এ ছত্র মলিন হয় না, বার্ধক্যেও এ জীর্ণ হয় না। মহারাজ অনুগ্রহ করে এ ছত্রটির উপর দৃষ্টিপাত করুন। তারপর একান্তে অন্য বার্তা শ্রবণ করবেন?' এই বলে পিছন ফিরে ভৃত্যকে বললেন—'ওঠ, মহারাজকে (ছত্র) দেখাও।'

'আভোগ'-ছত্র

এ কথার পর সেই ব্যক্তি উঠে সেই ছত্রটিকে উঁচু করল এবং শ্বেতবর্ণের রেশমী বস্ত্রের তৈরি আবরণ থেকে সেটিকে বের করল। অতিশুভ্র প্রভাযুক্ত ছত্রটিকে বের করা মাত্রই মনে হল যেন মহাদেব খুব জোরে অট্টহাস্য করে উঠলেন, অথবা, পাতাল থেকে শেষনাগের ফণামণ্ডল উপরে উঠে এল, অথবা, ক্ষীরসমুদ্র চক্রাকার হয়ে আকাশে স্থির হয়ে গেল, অথবা, শরৎকালীন মেঘসমূহ আকাশ প্রাঙ্গণে সভা করতে বসেছে, অথবা, পিতামহ ব্রহ্মার বাহন হাঁসের দল পাখা বিস্তার করে আকাশে বিশ্রাম নিচ্ছে, অথবা, অত্রির চক্ষু থেকে উৎপন্ন চন্দ্রমার শুভ্র রশ্মিমণ্ডলের চেয়েও মনোহর উন্মাদিকস লোকেরা দেখতে পেল। যেন বিষ্ণুর নাভিকমলের উৎপত্তিকাল প্রত্যক্ষীভূত হচ্ছে। যেন সকলের চোখে জ্যোৎস্নাপূর্ণ সায়ংকালের দর্শনের চেয়েও আনন্দলাভের তৃপ্তি পাওয়া গেল। যেন স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনীর পুলিন মণ্ডলের এক বিশাল গোলাকার খণ্ড আকাশে উপর উঠে এল। অথবা, দিনটা যেন পূর্ণিমার রাত্রিতে পরিবর্তিত হয়ে গেল;

সমীপবর্তী কমলবনে অবস্থিত চক্রবাক মিথুন চঞ্চুপুটে পরস্পর মৃণাল আদান প্রদান করছিল। এখন আভোগ-ছত্রের বিকাশে চাঁদ ধীরে ধীরে আকাশে উঠছে—এই সন্দেহে দুঃখী হয়ে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাদের চঞ্চু থেকে মৃণাল খসে পড়ে গেল। গৃহস্থিত ময়ূরেরা ছত্রটিকে শরৎকালের মেঘরাশি মনে করে কেকারব বন্ধ করে দিল এবং আকাশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কুমুদেরা চাঁদকে দেখে অত্যধিক আনন্দে খুব উল্লসিত হয়ে পুটাকার দলগুলিকে (পাপড়ি সমূহকে) বিকসিত করে যেন অট্টহাসে শ্বেতবর্ণ হয়ে জেগে রইল।

রাজন্যদের সঙ্গে মহারাজ হর্ষও বিস্মিত হয়ে দণ্ড-অনুসরণ করে দৃষ্টি ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিয়ে সেই অদ্ভুত বিশাল ছত্রটিকে সবিশেষ আদরে অবলোকন করলেন। দেখলেন ছত্রটি যেন ত্রিভুবনের তিলক, যেন শ্বেতদ্বীপের শৈশব, যেন শরৎকালের চাঁদের অংশাবতার, ধর্মের হৃদয়, চন্দ্রলোকের আয়তন ছিল, এবং যেন দন্তপ্রভায় উজ্জ্বল চক্রবর্তিত্বের মুখ ছিল। ছত্রটির চারদিকে মুক্তার ঝালর লটকানো ছিল, যেন স্বর্গলোকের কেশ বিন্যাস। যেন চাঁদের ঘনীভূত জ্যোৎস্নায় শ্বেতবর্ণ মধ্যভাগযুক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ঘের। আপন শুভ্রতায় সেটি যেন শঙ্খের শোভাকেও উপহাস করছে। সে ঐরাবতের চাঞ্চল্যরহিত শ্রবণমণ্ডল। যেন শ্বেতগঙ্গার জলাবর্তের চেয়ে ধবল ভগবান বিষ্ণুর ত্রিভুবনবন্দনীয় চরণ, মানব সরোবরের পদ্মের বিসতন্তু দিয়ে তৈরি ছোটো ছোটো চমরিকা ছত্রটির চারধারে ঝুলানো আছে, যেন বরুণদেবের শিরোরত্নের কিরণাবলী। এর উপরিভাগে পাখা ছড়িয়ে থাকা হাঁসেরও চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে, মনে হয় যেন চক্রবর্তী রাজার লক্ষ্মীর নূপুরের নিক্কণ (ধ্বনি) শোনার আনন্দে নিশ্চল হয়ে রয়েছে। স্পর্শে সুখদায়ক মন্দাকিনীর মৃণালের প্রভাবে স্তম্ভিত হয়ে ফণাকে সংকুচিত করে বাসুকি-নাগই ছত্রটির দণ্ড হয়ে গেল। এটি আপন ধবলতা দিয়ে যেন আকাশকে ধুয়ে দিল। জ্যোতিঃপ্রবাহ দিয়ে যেন দিনকে আচ্ছাদিত করছে। আপন উচ্চতা দিয়ে যেন আকাশটাকে নিচু করে দিচ্ছে। ছত্রটি যেন সকল মঙ্গলের উপর অবস্থিত রয়েছে। এ যেন লক্ষ্মীদেবীর শ্বেতমণ্ডপ, যেন ব্রহ্মারূপী বৃক্ষস্কন্ধের পুষ্পগুচ্ছ, যেন জ্যোৎস্নার নাভিমণ্ডল, যেন কীর্তির নির্মল হাসি, যেন খড়্গধারা জলের ফেনরাশি, যেন শৌর্যশালিতার যশোরাশি। বিশাল ছত্রটি ত্রিভুবনে এক অতি অদ্ভুত বস্তু।

আরও উপহার

রাজা হর্ষবর্ধন প্রথমে ছত্রটি দর্শন করলে পর কুমার-দূতের কর্মচারীরা অবশিষ্ট উপহারগুলিও ক্রমে ক্রমে উজাড় করে দেখালো। সেগুলি এ রকম—অলংকারাদি—জড়ীকৃত বহুমূল্য রত্নসমূহ, যাদের কিরণে সব দিক লাল হয়ে উঠল। এ সব অলংকার ভগদত্ত—আদি প্রসিদ্ধ রাজাদের সময় থেকে কুলক্রমে চলে আসছে। গুণে এ সব অলংকার সুপ্রসিদ্ধ।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চূড়ামণি—, যাদের প্রভায় অন্য সব কিছুই দীপ্তিমণ্ডিত হয়ে উঠছে।

কণ্ঠহার,—যা ক্ষীরসমুদ্রেরও শুভ্রতার যেন হেতুভূত ছিল।

রেশমী বস্ত্র,—এ সব শরৎকালীন জ্যোৎস্নার মতো বিচিত্র রঙের ছিল। বস্ত্রগুলি সুশোভিত রুচি অঙ্কিত এক বেত্রপেটিকায় গোলাকারে সঞ্চিত ও চটকদার ছিল।

পান-পাত্র বা মধুপানের চষক—, সুদক্ষ শিল্পীরা নকসা কেটে মুক্তাফলের আধার

ঝিনুক, শঙ্খ ও স্ফটিকাদি দিয়ে এ সব নির্মাণ করেছে।

কার্দরঙ্গ দ্বীপ থেকে আনীত অনেক ঢাল। আবরণীর ভিতরে সুরক্ষিত উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত সোনার পাতে মোড়া—নির্মাণ শৈলীতে (পত্রভঙ্গে) উঁচুনিচু এবং অতি মনোহর পরিধিতে সদৃশ্য।

ভূর্জপত্রের মতো কোমল স্পর্শ ও মনোরম জঘন গ্রন্থবন্ধন (বস্ত্র)।

চিত্রাঙ্কিত নরম বস্ত্র (জামদানী) মৃগচর্ম দ্বারা তৈরি তাকিয়া, যার ভিতরপত্র গুচ্ছ অথবা পাখিদের পালক ভরা ছিল।

বেতের তৈরি আসন, যার রঙ প্রিয়ঙ্গুফলের মতো পীতবর্ণ।

অগুরুবৃক্ষের ছালে নির্মিত পাত্রযুক্ত সুভাষিত পূর্ণ গ্রন্থাবলী।

পাকা লাল—হলুদ (পিঙ্গল) বর্ণ পটোল-এর মতো সুন্দর, তরুণ হরিয়াল পাখির মতো হরিদ্বর্ণ—সুপারীর গুচ্ছ, যার পাতা থেকে দুধের মতো সাদা রস ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে।

সুবাসিত আম্রতরুর রস ও অগুরুর তেলে ভরা, কুপিত বানরের গালের মতো কপোতিকার (ওষধি বিশেষ) পাতার আবরণে ছত্রটির সারা অঙ্গ ঢাকা।

মোটামোটা বাঁশের নল রেশমে প্রস্তুত থলেতে রাখা, পিষ্ট অঞ্জনের মতো কাল অগুরু। অত্যধিক তাপ প্রশমিত করতে সমর্থ গোশীর্ষনামক চন্দনরাশি।

তুষারের বিশাল খণ্ডের মতো শীতল স্বচ্ছ ও শুভ্রবর্ণ কর্পূরখণ্ড, মৃগনাভি, কক্কোলের পাকা ফলে ভরা কক্কোল পল্লব, লবঙ্গপুষ্পের মঞ্জরী, গোছা গোছা জায়ফল, মদিরারসের অতি মধুর সৌরভে সুবাসিত উল্লকের (মদ্যবিশেষ) বহু কলসী, এবং শ্বেত ও কৃষ্ণ অনেক চামর, চিত্রাঙ্কনের জন্যে অনেক ফলক, চিত্রাঙ্কনের তুলিকা এবং রঙ রাখার জন্যে ছোটো অলাবুর সম্পুটক।

কৌতূহলোদ্দীপক সোনার শিকলে গলাবাঁধা কিন্নরমিথুন, দুটি বনমানুষ, দুটি জীবঞ্জীব পাখি এবং দুটি জলমানুষ ; সুগন্ধবিস্তারী সুগন্ধে দিগ্বধূদের মাতানো কস্তুরী মৃগ, ঘরে বিচরণকারী বিশ্বাসী চমরী গাভী, সোনার পান দিয়ে চিত্রিত বেতের পিঞ্জরে বাঁধা সুভাষিতপাঠে অভ্যস্ত শুকসারিকা প্রভৃতি পাখি, প্রবালপিঞ্জরে রাখা চকোরাদি পক্ষী এবং জলহস্তীর কুম্ভস্থলজাত মুক্তাপংক্তির চেয়ে উঁচুনিচু হস্তিদন্তের কুণ্ডল।

রাজা হর্ষবর্ধন ছত্রটি দেখেই প্রসন্নচিত্ত হলেন। যাত্রারম্ভকালে তিনি মনে মনে এটি শুভলক্ষণ বলে গ্রহণ করলেন। খুশি হয়ে হংসবেগকে বললেন—'ভদ্র, সকল রত্নের আকরভূত মহাসাগর থেকে প্রাপ্ত মহাদেবের শিরে ধারণ-যোগ্য চন্দ্রমার মতো, সকল রত্নের আশ্রয় ও রাজা কুমারের কাছ থেকে সার্বভৌম নৃপতির মাথায় ধারণযোগ্য এই মহাছত্র লাভে আমি বিস্মিত হই নি। পরোপকারই মহাজনদের প্রাথমিক শিক্ষা।' উপহারদ্রব্যাদি সে স্থান থেকে সরিয়ে ফেলার পর মহারাজ হর্ষ ক্ষণকাল নীরব থেকে হংসবেগকে বললেন,—'তুমি বিশ্রাম করো'। এই বলে তাকে প্রতিহার ভবনে পাঠিয়ে দিলেন। নিজেও গাত্রোত্থান করে ও স্নান করে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় পূর্বমুখ হয়ে আভোগ-নামে সেই ছত্রতলের ছায়ায় প্রবেশ করলেন।

এর পর হর্ষবর্ধন সেই ছত্রছায়াতলে প্রবেশ করা মাত্রই তার শীতলতার দরুন এমন মনে হতে লাগল যেন চাঁদের জ্যোৎস্নারাশিই ঘনীভূত হয়ে তার চূড়ামণি হয়ে

গেল। যেন জলবিন্দুবর্ষী চন্দ্রকান্তমণিরাজি তার ললাটতট চুম্বন করল। যেন তার দুচোখে কর্পূরের রেণু লেগে গেল। গলায় ছোটো ছোটো তুষারকণা জমে হারের মতো বাঁধা হয়ে গেল। তার বুকের উপর যেন হরিচন্দনের রস সতত বর্ষিত হতে লাগল। হৃদয় যেন কুমুদময় হয়ে গেল আর অত্যন্ত শীতল হয়ে পড়ল। তার সারা অবয়ব যেন অদৃশ্য হিমশিলা গলিত হয়ে লেপন করে দিল।

অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হয়ে তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন,—এক অক্ষয় মৈত্রী ছাড়া এ সকল উপহারের প্রতিদান আর কী হতে পারে?'

ভোজনকালে রাজা হংসবেগের জন্যে শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত নারিকেলপুটে রক্ষিত আপন গাত্রলেপনাবশিষ্ট চন্দন, আপন অঙ্গস্পৃষ্ট দুটি পরিধেয় বস্ত্র, শরৎকালীন নক্ষত্রাকার বিশুদ্ধ মুক্তাবলীতে গাঁথা পরিবেশ নামক এক কটি-সূত্র; অত্যন্ত বহুমূল্য পদ্মরাগমণির প্রভার চেয়েও দিকসমূহের লালিমা-সম্পাদনকারী তরঙ্গক নামক কুণ্ডল, এবং বহুবিধ ভোজনসামগ্রী পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর শিবিরস্থ সৈন্যদলের ঘন ধূলিরাশিতে ধূসরিতদেহ সূর্য যেন নিজের মলিন অঙ্গ ধৌত করার জন্যেই পশ্চিম সমুদ্রে অবতরণ করলেন। যেন রাজা হর্ষের আভোগ-ছত্রপ্রাপ্তির বিবরণটি বরুণদেবকে জানাবার জন্যেই সূর্য পশ্চিম দিকে পৌঁছে গেলেন। কমলবন মুকুলিত হতে লাগল, যেন সদ্বীপা পৃথিবী রাজা হর্ষের যুদ্ধযাত্রারম্ভকালেই তার সেবার জন্যে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মানা হয়েছে। সংসারের সকল লোকের প্রণামহেতু অঞ্জলিবদ্ধ সন্ধ্যারাগ সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হল, যেন রাজা হর্ষবর্ধনের প্রতি অনুরাগ ছড়িয়ে পড়েছে। গৌড়াধিপের অপরাধবশতই যেন পূর্বদিক ভয়ে কালো হয়েছে। অন্ধকার বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবী কালিমাব্যাপ্ত হচ্ছে, যেন পৃথিবীতে অন্যরাজাদের প্রতাপাগ্নি নির্বাপিত হয়ে গেছে। দিগ্‌বালারা বিকসিত টগরপুষ্পের মতো উজ্জ্বল তারকামণ্ডলকে আকাশে এমন ভাবে ছড়িয়ে দিল যেন রাজা হর্ষবর্ধনের সায়ংকালীন সভামণ্ডপে তারা পুষ্পস্তবকের মতো ফুটে উঠেছে। শিবিরের গন্ধগজসমূহের মদবারির গন্ধ পেয়ে ধাবিত ঐরাবতের আকাশপথ যেন ধূলায় শ্বেতবর্ণ হয়েছে।

রোহিণীরমণ (রোহিণীর পতি) চন্দ্রমারূপী (রোহিণী অর্থাৎ গাভীর পতি) বৃষ ক্রোধিত রাজারূপী ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পূর্বদিকরূপা গাভীকে পরিত্যাগ করে আকাশতলে আরোহণ করল। মানিনী নারীদের হৃদয়বিদারক চাঁদের কিরণরাশি সৈন্যসামন্তদের প্রস্থানবার্তার মতো দশ দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নূতন অভিষিক্ত রাজা হর্ষবর্ধনের সমরযাত্রায় ভয়াকুল হয়েই যেন তরল বাহিনীপতি সমুদ্র ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। রাজাদের মনে এমন চিন্তা প্রবেশ করল যেন সকল দিক ছেড়ে অন্ধকারসমূহ গুহার ভিতর প্রবেশ করেছে। কুমুদবনরাজির নিদ্রার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্ত রাজাদের নিদ্রা নষ্ট হয়ে গেল।

হংসবেগের নিবেদন

এই সময়ে উপরে ছড়ানো চাঁদোয়ার নিচে অবস্থিত রাজা হর্ষবর্ধন 'এখন তোমরা যাও'—বলে চাকরবাকরদের বিদায় করে হংসবেগকে আজ্ঞা করলেন 'সংবাদ (খবর) বলো।'

হংসবেগ তখন প্রণাম করে বলতে লাগল,—মহারাজ! প্রাচীনকালে মহাবরাহের

সংযোগে গর্ভবতী হয়ে পৃথিবী রসাতলেই নরকনামক পুত্র প্রসব করলেন। বাল্যকালেই ইন্দ্রাদি লোকপালগণের মুকুটমণিসমূহ এই বীরের চরণে প্রণামকার্যে অনুরক্ত ছিল। ত্রিভুবনভোগী এই নরকাসুরের ভবনস্থ পদ্মবনস্থিত চক্রবাকীদের কোপকুটিল কটাক্ষদ্বারা দৃষ্ট হয়েও ভয়চকিত সারথি অরুণ রথ ফিরিয়ে নিতে চাইলেও সূর্যদেব তার (নরকাসুরের) আজ্ঞা বিনা অস্ত গমন করতে পারতেন না। এই নরকাসুর বরুণদেবের বাহ্যহৃদয়স্বরূপ এ ছত্রটি হরণ করে নিলেন। সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষের বংশে ভগদত্ত, পুষ্পদন্ত, বজ্রদন্ত প্রভৃতি মেরুসদৃশ অনেক মহান নৃপতি ছাড়াও মহারাজ ভূতিবর্মার প্রপৌত্র, চন্দ্রমুখবর্মার পৌত্র এবং কৈলাসবাসী মহারাজ স্থিতিবর্মার পুত্র সুস্থিরবর্মা নামে মহারাজাধিরাজ জন্ম গ্রহণ করলেন। লোকেরা সেই তেজস্বীকে মৃগাংক নামে কীর্তন করত। তিনি যেন আপন অগ্রজ অহংকারের সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাল্যকালেই প্রীতিদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে এবং অপ্রীতিদ্বারা শত্রুগণকে প্রতিগ্রহ (দান, সৈন্যদের পৃষ্ঠভাগ) গ্রহণ করিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বে লবণসমুদ্র হতে উৎপন্না লক্ষ্মীদেবীর অত্যন্ত দুর্লভ ও উৎকৃষ্ট মাধুর্য ছিল। তিনি সমুদ্র থেকে শঙ্খরাশি আদায় করেছিলেন, তার রত্নরাজি নয়। পৃথিবীর স্থিরতা নিলেন, তার কর গ্রহণ করেন নি। পর্বতগণের গৌরব নিলেন, তাদের কঠোরতা নয়। প্রাতঃস্মরণীয় সেই রাজার মহিষী শ্যামাদেবী থেকে গঙ্গাদেবী থেকে শান্তনুর পুত্র ভীষ্মের মতো ভাস্করবৎ তেজস্বী কুমার নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করলেন। তার আর এক নাম ভাস্করবর্মা। শৈশবকাল থেকেই তার অটল প্রতিজ্ঞা ছিল,—'মহাদেবের চরণদ্বয় ছাড়া আর কারও পায়ে আমি প্রণাম করব না।' ত্রিভুবনে দুর্লভ এমন মনোবাসনা তিনরকমে সিদ্ধ হতে পারে। সমস্ত ত্রিভুবন জয় করে, অথবা মৃত্যুতে, অথবা, প্রচণ্ড প্রতাপানলে দিকসমূহের দহনকারী আপনার সমান অদ্বিতীয় বীরের মিত্র হয়ে। আর রাজাদের মৈত্রী তো প্রায়শঃ প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে। উপকারমূলক কর্মই প্রয়োজন। এ কর্ম কিসে সম্ভব, যাদ্বারা আপনার মিত্রতা পাওয়া যায়। মহারাজের (আপনার) তো যশ সঞ্চয়ের ইচ্ছাই প্রধান, ধন আপনার কাছে বহিরঙ্গ। আপনি তো কেবল আপনার বাহুবলের উপর নির্ভর করে আছেন। এমনি অবস্থায় আপনার অপরাপর অঙ্গ পর্যন্ত আপনার সাহায্য করার ইচ্ছার অবকাশ পায় না, বাইরের অন্য লোকের আর কী কথা? চার সমুদ্রের সমষ্টি অধিকারের লোভ আপনারা সামনে এক ভাগ মাত্র দিলে কীভাবে তুষ্টি হতে পারে? লক্ষ্মীদেবীর মুখকমল দেখে দেখে আপনার নয়নযুগল দুরারাধ্য। সেই আপনাকে সুন্দরী কন্যা প্রদানের প্রলোভন নিরর্থক। এ রকম কোনোও উপায়ে উপস্থাপিত কোনও পদার্থই আপনার প্রয়োজনে অনুকূল না হওয়ায় কেবল আমার প্রার্থনায় অনুরুদ্ধ হয়ে মহারাজ শ্রবণ করুন—প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর (আসামদেশের রাজা) আপনার সঙ্গে অক্ষয় মিত্রতা কামনা করছেন—যেমন মহাদেবের সঙ্গে কুবেরের, দশরথের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের দুর্যোধনের সঙ্গে কর্ণের এবং বসন্তের সঙ্গে মলয়পবনের মৈত্রী ছিল। যদি মহারাজের (আপনার) হৃদয়ও মৈত্রী কামনা করে এবং একথাও উপলব্ধি করেন যে মিত্র মিত্রতার পর্যায়রূপ সেবাকার্য করেন, তা হলে নীরব থাকবেন কেন? আজ্ঞা করুন, কামরূপের অধিপতি কুমার বিষ্ণুর বিশাল কেয়ূরমণির সংঘর্ষণে কংকণমণির ঝংকারের সঙ্গে মন্দরপর্বতের গাঢ় আলিঙ্গনের মতো আপনার নিবিড়

আলিঙ্গন অনুভব করুন। প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতির রাজলক্ষ্মী যতক্ষণ পর্যন্ত তৃপ্ত না হন, ততক্ষণ নিরন্তর লাবণ্য ও সৌভাগ্যের অমৃতঝরা আপনার মুখচন্দ্রে আপন দৃষ্টির তৃপ্তিসাধন করুন। আর যদি আপনি তাঁর (কুমারের) প্রণয় অনুমোদন না করেন, তবে আদেশ করুন আমি গিয়ে প্রভুর কাছে বলব।'

কুমারের প্রতি হর্ষের প্রীতি

হংসবেগ নীরব হলেন। কুমারের উৎকৃষ্ট গুণের পরিচয় আগেই পেয়ে হর্ষের মনে মনে তাঁর প্রতি স্নেহযুক্ত হয়েছিলেন। পরে এখন আভোগ নামে ছত্র উপহারপ্রদানের ফলে তিনি কুমারের প্রতি অত্যন্ত প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বেশ লজ্জিত হয়েই যেন সমাদরে বললেন, 'হংসবেগ! এ রকমের মহাত্মা, মহাকুলীন, পুণ্যরাশি, গুণিশ্রেষ্ঠ, পরোক্ষ কুমারের স্নেহ দর্শনের পর আমার মন স্বপ্নেও কী করে অন্যথা প্রবৃত্ত হতে পারে? সমস্ত জগতের সন্তাপক সূর্যের তেজ ত্রিভুবনের নয়নানন্দকর কমলবনে এসে শীতল হয়ে যায়। কুমারের বহু বহু গুণের দ্বারা আমি তাঁর কাছে বিক্রীত হয়ে আছি। তাঁর সখ্যলাভের অধিকার আমার কোথায়? সব দিকই সজ্জনগণের মধুর স্বভাবে তাঁদের দাসী হয়। অত্যন্ত স্বচ্ছপ্রকৃতি কুমুদের—নির্মলান্তঃকরণ সজ্জনের সঙ্গেই যার সাদৃশ্যমিলে—বিকাশের জন্যে কে চন্দ্রের কাছে অনুরোধ করে? কুমারের সংকল্প মহত্তর। কুমার স্বয়ং বাহুবীর্যশালী এবং ধনুর্ধারী আমি যখন তাঁর মিত্ররূপে আছি, তখন এক মহাদেব ভিন্ন আর কার কাছে তিনি নতশির হবেন? কুমারের এমনি সংকল্পে আমার প্রীতি আরও বেড়ে গেল। পশু হলেও অভিমানী সিংহের প্রতি যখন আমার হৃদয়ে মর্যাদাবোধ রয়েছে তখন সুহৃৎজনের প্রতি সমাদর সম্বন্ধে আর কথা কী? তুমি ফিরে গিয়ে সেই চেষ্টাই করবে যাতে কুমারের দর্শনপ্রাপ্তি উৎকণ্ঠা আমায় দীর্ঘকাল পীড়া না দেয়।'

হংসবেগ তখন নিবেদন করলেন,—মহারাজ! এখানে আর অন্য কী কষ্ট থাকতে পারে? আপনি তো খুব ঠিক কথাই বলেছেন। সৎ লোকেরা সেবাভীরু হয়ে থাকে। এর উপর আবার অহংকারধনে ধনী বৈষ্ণববংশ তো আছেই। আমার প্রভুর বংশের কথা থাকুক।

মহারাজ স্বয়ংই দেখুন—অতিবৃদ্ধা দুঃস্থা জননীর মতো অত্যধিক দুর্গতি মানুষকে দাসবৃত্তি অবলম্বনে প্রবর্তিত করে; অসন্তুষ্ট অর্থপিপাসা তাকে অসন্তুষ্ট গৃহিণীর মতো বাইরে ঠেলে দেয়; দুষ্ট পুত্রদের মতো যৌবনজনিত নানাপ্রকার অভিলাষে ভরা অসৎসংকল্প তাকে আকুল করে ফেলে, তার কন্যার মতো—যে কন্যার বয়স হলেও বিবাহ হয় নি, সেই প্রৌঢ়া কুমারীর মতো অপরের প্রার্থনযোগ্য উন্নত অবস্থা দেখতে চায়; দুষ্ট বন্ধুদের মতো সমস্ত গ্রহ তার ঘরে অবস্থান করে অপরাপর কুগ্রহের সঙ্গে মিলিত হয়ে দাসত্বকর্মে নিয়োজিত করার চেষ্টা করে। পুরাতন ও দুস্ত্যজ ভৃত্যদের মতো পূর্বজন্মকৃত পাপকর্ম তার পিছু পিছু ছুটে আসে। পাপের ভার তার সমগ্র দেহের সন্তাপক ঘুঁটের আগুনের মতো রাজকুলে দাসত্বের কাজে প্রবেশ করতে বাধ্য করে। ইন্দ্রিয়বলরহিত সেই ব্যক্তির হৃদয়ে বৃথাই বিষয়ভোগের সাধ হয়: প্রথমেই যখন সে তোরণদ্বারে পৌঁছয়, তখন দ্বারপালগণ তাকে আটকিয়ে রাখে এবং সে বন্দনমালার কিসলয়ের মতো শুকিয়ে যায়; নির্যাতিত হয়েও যদি বা কোনো ক্রমে রাজকুলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে অন্য লোকেরা তাকে হরিণের মতো প্রহার করে।

চামড়ার তৈরি নকল হাতির মতো প্রতিহারগণ বার বার তাকে ঘুসি মারে ও ধাক্কা দিয়ে বাইরে ঠেলে দেয়, যেমন ধনভাণ্ডারের উপর জাত বৃক্ষের অঙ্কুর (শাখা প্রভৃতি) আধোমুখী হয়ে থাকে, তেমনি দাসত্ব দ্বারা ধনার্জন করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সর্বদা মুখ নিচু করে থাকে। যদি রাজকুলে কিছু যাঞ্চা না করে রাজগৃহে অনেক ভিতরে প্রবেশ করে, তবে তাকে জোর করে বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, যেমন ধনুর্ধর যোদ্ধা বাণটাকে পিছনে কান পর্যন্ত টেনে এনে খুব জোরে ছুঁড়ে দেয়। কাঁটা না হলেও যদি সে পায়ের তলে পড়ে থাকে, তবে তাকে কাঁটার মতোই চিমটি দিয়ে তুলে বাইরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে। কামদেব অসময়ে আসায় মহাদেবের নেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। কিন্তু কামাসক্ত না হলেও অসময়ে তার দাসজনের আগমনে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তীব্র অগ্নিদৃষ্টিতে তাকে দগ্ধ করে ফেলে। দাস ব্যক্তি বিনাশের মুখে পৌঁছেও প্রভুর তীব্র তিরস্কার শুনেও বানরের মুখে যথাযথ লালিমা রেখে থাকে। প্রতিদিন সে সকলের পায়ের তলে কপাল ঘসে পড়ে থাকে, যেন সে ব্রহ্মহত্যার পাপে পাতকী হয়েছে। কেউ তাকে স্পর্শ করে না, যেন সে অশুভ কাজ করে অশৌচ ভোগ করছে। স্বর্গ ও মর্ত্য—এই উভয়লোক থেকে ভ্রষ্ট ত্রিশঙ্কুর মতো[১১] উভয়লোক থেকে বিচ্যুত হয়ে সে দিনরাত নিচুমুখে পড়ে থাকে। ঘাসের গ্রাস পেয়ে ঘোড়া আরোহীর আরামদায়ক হয়, আর রাজার দাস অন্নগ্রাসলাভের বশে নিজে সুখবঞ্চিত হয়। অনশন করে শুয়ে-পড়া লোকের মতো তার হৃদয়ে সর্বদাই মরণের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে। সে ব্যক্তি কুকুরের মতো আপন পত্নীতে পরাঙ্মুখ হয়ে নিজ শরীর রাজসেবায় বা পরসেবায় পাত করে। এবং নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে নিজেই নিজেকে ধিক্কার দেয়। সে প্রেতের মতো যেখানে সেখানে (অযোগ্য স্থানে) ভোজন করতে বসে পড়ে। সে জিহ্বার লালসায় মানুষের বিষ্ঠাভোজী কাকের মতো দীর্ঘায়ু হয়ে বৃথাই আপন পুরুষকার খোয়াচ্ছে। শ্মশানস্থিত গাছের উপর পিশাচের আস্তানা আছে, তেমনি জঘন্য ধনসম্পদ পেয়ে হৃদয়ে পুরুষ প্রকৃতি ও রাজার প্রিয়কারীদের কাছেই চলাফেরা করে। সে বড়ো বড়ো মুখরোচক কথা বলে ও ঠোঁটে মাত্র রাঙা বর্ণযুক্ত তোতাপাখির মতো রাজাদের বার্তালাপে কেবল শিশুদের মতো মুগ্ধ ও লুব্ধ হয়। ভূতবৈদ্য বা ওঝার প্রভাবে পড়ে, বেতালের মতো রাজার প্রভাবে পড়ে এমন কিছু নেই যে সে না করে। চিত্রে অঙ্কিত ধনু গুণে আরোপিত বাণ নিয়ে সর্বদাই নত হয়ে থাকে, কখনও সেই বাণ চালাতে পারে না, দাস ব্যক্তি কেবল সেরকম মিথ্যাগুণের প্রশংসা করে নত হয়, কিন্তু স্বয়ং কিছু করতে পারে না। ঝাড়ু দিয়ে একত্রিত ধূলির মতো তারা শ্রীহীন হয়ে থাকে, প্রভুদের উপযুক্ত দ্রব্যাদি (নির্মাল্য প্রভৃতি) অবশিষ্ট নিয়েই তুষ্ট থাকে। কফরোগীর মতো সে কটুরস পদার্থ সেবনের তুল্য প্রভুর কটুবাক্য শুনে সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে। সেবাকার্য দ্বারা টাকা পয়সা না পাওয়ায় তার মনে বৈরাগ্য জন্মে, তখন সে বাহ্য বস্তু শূন্য বিজ্ঞানবোধে উৎপন্ন বৈরাগ্যভাবযুক্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতো গেরুয়া ধারণে ইচ্ছুক হয়। দিব্যমাতৃবলি পিণ্ডের মতো রাতের বেলায়ও এদের নানাদিকে যেখানে সেখানে পাঠানো হয়, দিনের তো কথাই নেই। মরণাশৌচযুক্ত ব্যক্তির মতো দাসজন মাটিতে শয়ন অথবা তৃণ-মাদুরের মোটামোটা বিছানায় অত্যধিক কষ্টে কালাতিপাত করে। পিছনে ভার বর্ধিত হওয়ায় তুলাযন্ত্র যেমন সামনে ঝুঁকে পড়ে, তেমনি আত্মসম্মান পিছনে ঠেলে দিয়ে একটু পানীয় জলের জন্যেও সে সকলের কাছে নত হয়। অত্যন্ত দীনহীন হওয়ায় সে

কেবল মাথা দিয়ে প্রভুর পাদস্পর্শ করে না, বরঞ্চ কথায় কথায়ই সে প্রভুর পায়ে ধরার জন্যে প্রস্তুত থাকে (সর্বদা কারণে অকারণে প্রভুর গুণ কীর্তন করে)। নিষ্ঠুর, দণ্ডধারী প্রতিহারের মারের ভয়ে ভীত হয়েই যেন লজ্জা তাকে ত্যাগ করে। দৈন্য-বশতঃ সংকুচিত তার হৃদয়ে স্থান না পেয়েই যেন আত্মাভিমান তাকে ছেড়ে যায়। সর্বদা নিন্দিত কর্ম করতে থাকায় ক্রুদ্ধ হয়েই যেন উন্নতি তাকে বর্জন করে। অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে সে কেবল ক্লেশই (দুঃখই) অর্জন করে। সেই মূর্খ অপমানকেই আপন উন্নতি বলে বিবেচনা করে। অনেক রকমের ফুলের গন্ধে সুবাসিত জল থাকলেও সে মৃগতৃষ্ণায় অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে থাকে। উচ্চকুলজাত হয়েও অপরাধী ব্যক্তির মতো ভয়ে ভয়ে প্রভুর কাছে যায়। দেখার মতো রূপ থাকলেও ছবিতে আঁকা ফুলের মতো তার জন্মগ্রহণ বৃথাই হয়ে যায়। পণ্ডিত হলেও প্রভুর সম্মুখে সে মূর্খ লোকের মতো বাক্‌শক্তিরহিত হয়ে পড়ে। শক্তিশালী হলেও সে কুষ্ঠরোগীর মতো হাত সংকুচিত করে রাখে। সে আপন সমকক্ষ লোকদের উন্নতিতে বিনা আগুনেই (ঈর্ষ্যায়) ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে মরে। নিম্নপদস্থ লোক যদি তার সমকক্ষ হয়, তবে দমবন্ধ হয়ে মরে যায়। অপমান ভোগ করলে তৃণের মতো নিচু হয়ে যায়। দুঃখানলে তাপিত হয়ে সে রাতদিন জ্বলতে থাকে, অথবা দুঃখের অনলে পুড়ে সে রাতদিন দগ্ধ হতে থাকে।

দাসত্বের বিড়ম্বনা

রাজার প্রতি ভক্তিমান্‌ হলেও তার অন্ন জোটে না। সে উষ্মারহিত হয়েও বন্ধুজনদের সন্তাপ অর্থাৎ দুঃখ দিয়ে থাকে। মানসম্মান রহিত হয়ে নিরুপায় হয়েও আপন স্থান ছেড়ে যায় না। গৌরবশূন্য হয়ে সে আরও নীচগামী হয়। সত্ত্বরহিত (ধনহীন) হয়ে সে নরমাংস অর্থাৎ আপন মাংস (আপন দেহ) বিক্রী করে। মদরহিত (অভিমানশূন্য) হলেও সে আপন বৃত্তির মালিক (অধিকারী) হয় না। যোগরহিত বা ধনশূন্য হয়েও অর্থার্জনের চিন্তার বশীভূত হয়।

শয্যা থেকে উঠেই সে দগ্ধমুণ্ড সাধুর মতো প্রভুকে প্রণাম করতে থাকে। কুলের মর্যাদানাশক বিদূষক হয়ে দিনরাত প্রভুর সামনে নৃত্য করে বিদ্বান্‌ লোকদের পরিহাসের পাত্র হয়। সে বংশরূপী বাঁশের বিনাশক কুলাঙ্গার; সে নরপশু একখণ্ড তৃণ পেলেও মাথা নত করে দেয়; তার জন্ম কেবল পেট ভরে খাওয়ার জন্যে; সে তো মায়ের গর্ভরোগ—একটা মাংসপিণ্ডরূপে বেরিয়ে এসেছে। (পূর্বজন্মার্জিত) পাপকর্মকারী সেই সেবকের প্রায়শ্চিত্ত কী? এ অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে কী উপায় অবলম্বন করবে? কোথায় গেলে তার শান্তি মিলবে? জীবনটা তার কীরকম? তার অভিমান কীভাবে সম্ভব? তার আর বিলাস কী? তার সুখভোগের ইচ্ছাই বা কীরকমে হয়? তার নামের সঙ্গে 'দাস' শব্দটি গভীর পঙ্কের (পাঁকের) মতো তাকে সকলের নীচে ডুবিয়ে দেয়। তার বেঁচে থাকাকে ধিক। দাসত্বদ্বারা লব্ধ ধন তার বিনষ্ট হোক। সেই ঐশ্বর্য ও সুখকে দণ্ডবৎ প্রণাম। যোড় হাতে নমস্কার করি সেই সুখকে। সেই লক্ষ্মী দূরেই থাকুন। দাসবৃত্তি দ্বারা লব্ধ তার হাতি-ঘোড়া, সাজ-সজ্জা বেশভূষার কল্যাণ হোক (দূরে যাক), যার জন্যে তার মাথা মাটিতে নত হয়। রাজসেবক এমনই তপস্বী যে, সে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে পারে না; সে এমনই দীন যে, প্রসন্ন হয়েও কাউকে অনুগ্রহ করতে পারে

না। সে কেবল মুখে প্রিয়ভাষী নপুংসক। সে পূতিগন্ধে ভরা মাংসের কীট। সে অতি তুচ্ছ গণনার অযোগ্য লোক এবং অপরিমেয় (যার হিসাব নেই) নরকতুল্য। অন্যদের চরণধূলায় তার মস্তক ধূসর হয় এবং বস্তুতঃ সে সচল পাদপীঠ। সময়ানুসারে প্রভুর সমেনে সে কণ্ঠ পরিবর্তনে সমর্থ নরকোকিল। কর্ণপ্রিয় শব্দকারী ময়ূর। বুক ঘসে ঘসে চলার ব্যাপারে (কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করার কাজে) সে মহাকচ্ছপ। নীচ চাটুকারিতায় সে কুকুর। মস্তক সঞ্চালনে সে কৃকলাস (গিরগিটি)। নিজেকে গুটিয়ে নেবার কাজে সে ঘোংঘা (কীটবিশেষ) বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে আলাপে বা সুর উঁচু-নিচু করার কাজে সে বাঁশি। শরীরের বন্ধনজনিত দুঃখ সহ্য করার ব্যাপারে সে বেশ্যার কান্না। সত্ত্ববান লোকদের মধ্যে সে ধান্যশস্যহীন অসার খড়কুটামাত্র। প্রভুর পাদসংবাহনে সে চরণপীঠ অথবা প্রভুর পালঙ্কে ওঠার সময়ে সে পাদপীঠ হয়ে থাকে। প্রভুর চপেটাঘাত সহ্য করতে সে কন্দুক (বা গেণ্ডুয়া)। ছড়ির আঘাত সওয়ার ব্যাপারে সে বীণাদণ্ড। দীন দাসজনকে যদি মানুষের মধ্যে গণনা করতে হয়, তবে ঢোঁড়া সাপকেও সাপ বলে মানতে হয়, তুষকেও ধান বলে মানতে হয়। মানধন ব্যক্তির পক্ষে ক্ষণকালেরও গৌরবময় জীবন মহত্তর, পক্ষান্তরে মনস্বী ব্যক্তিদের পক্ষে মাথা নত করে ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্যভোগও কাম্য নয়। অতএব, মহারাজ যদি আমাদের প্রণয় স্বীকার করেন, তবে এও জানবেন যে কয়েক দিনের মধ্যেই প্রাগ্‌জ্যোতিষের (আসামের) অধিপতি এখানে আসছেন।'—এই বলে তিনি নীরব হলেন এবং নমস্কার করে অচিরেই বের হয়ে এলেন।

হংসবেগের বিদায় ও ভণ্ডির আগমন

রাজাও সে রাতটা কুমারের দর্শনের ঔৎসুক্য নিয়ে কাটালেন। কারণ, আত্মসমর্পণ মূল-মন্ত্র ছাড়াই মহাপুরুষদের বশীকরণ হয়ে থাকে। প্রাতঃকালে তিনি কুমারের জন্যে প্রভূতপরিমাণ উপঢৌকন প্রধান প্রতিদূতের হাতে দিয়ে হংসবেগকে বিদায় দিলেন। হর্ষবর্ধনও সেই সময় থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা বারবার চালাতে লাগলেন। একদিন এক পত্রবাহক সংবাদ দিল যে, রাজ্যবর্ধনের সৈন্যরা মালব-রাজের যে সৈন্যদের পরাজিত করেছিলেন, তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে ভণ্ডি এসেছেন বলে শুনতে পেলেন। এই বার্তা শুনেই তার হৃদয়ে ভ্রাতৃশোকের আগুন আবার জ্বলে উঠল। আর তিনি ভণ্ডিকে দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন যেন তিনি মূর্ছার অন্ধকারে প্রবেশ করলেন। সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সামন্ত রাজগণ ও অন্তঃপুরবাসীদের সঙ্গে ভণ্ডির আসার প্রতীক্ষা করে কিছুক্ষণ আপন গৃহে রইলেন। প্রতীহার চাকর-বাকরদের বারণ করলে রাজভবনের সকল পরিজন চুপচাপ থেকে কেবল ইশারায় কাজ করতে লাগল।

ভণ্ডি তখন একা ঘোড়ায় চড়ে কিছুসংখ্যক ভৃত্যাদিতে পরিবেষ্টিত হয়ে রাজদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর পরিচ্ছদ মলিন। এঁর বুকে শত্রুর বাণের আঘাতের চিহ্ন এমন রয়েছে, যেন লৌহকীলকসমূহ দ্বারা বিদীর্ণ হওয়ার অবস্থা প্রতিরোধ করেছে। প্রভুর সমাদরেই যেন তার শ্মশ্রু (দাড়ি) তার বুক পর্যন্ত বেড়ে গেছে এবং এ দ্বারা তার শোক প্রকাশ পাচ্ছে। ব্যায়াম ছেড়ে দেওয়ায় এঁর ভুজদণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবলয়ই তখন তার একমাত্র অলঙ্কার ছিল। তাও আবার অনায়াসেই উপর-নিচে ওঠানামা করে তিনি উপেক্ষার সঙ্গে পান চিবিয়েছিলেন এবং তাতে হালকা লাল

এবং শুকিয়ে যাওয়া তার অধরোষ্ঠকে এমন মনে হল যেন শোকানলে দগ্ধ এবং নিঃশ্বাসের বেগে বের হয়ে যাওয়া হৃদয়ের অঙ্গার। তিনি প্রভুর (রাজ্যবর্ধনের) মৃত্যুর পর জীবিত থাকার অপরাধের লজ্জায়ই অশ্রুধারায়, যেন কাপড় দিয়ে, তাঁর মুখ ঢেকে দিয়েছে। যেন দুর্বল অঙ্গবশতঃ লজ্জায় দেহের মধ্যে প্রবেশ করছে। দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাসে তাঁর ব্যর্থ বাহুর উষ্ণতা যেন তিনি ত্যাগ করছেন। তিনি যেন পাতকী, অপরাধী, প্রভুদ্রোহী, লুণ্ঠিত, প্রতারিত হয়েছেন। তাঁর এমন দীন দশা হয়েছিল যে যূথপতির (সর্দার হাতির) পতনে দুঃখিত তরুণ হাতির এমনি অবস্থা হয়। সূর্যাস্তের পর শ্রীহীন কমল-বনের মতো, দুর্যোধনের নিধনের পর ব্যথিত অশ্বত্থামার মতো এবং রত্নরাজি অপহৃত হলে সমুদ্রের মতো বিষণ্ন হয়ে রাজদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর তিনি অশ্ব থেকে অবতরণ করে অবনত শিরে রাজমন্দিরে প্রবেশ করলেন। দূর থেকেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে হর্ষবর্ধনের পদতলে পড়লেন।

বিপন্না রাজ্যশ্রী

হর্ষবর্ধনও তাকে দেখে উঠে, কয়েক পা এগিয়ে এসে তাঁকে উঠিয়ে গলদেশে লাগিয়ে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে অনেকক্ষণ ধরে করুণ ভাবে কাঁদতে লাগলেন। শোকাবেগ কিছুটা প্রশমিত হলে আগের মতোই এসে আসনে উপবেশন করলেন। ভণ্ডি প্রথমে নিজ মুখ প্রক্ষালন করলে পর তিনি মুখ ধুলেন। এর পর কিছুটা সময় গেলে ভ্রাতার (রাজ্যবর্ধনের) মৃত্যুর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন। ভণ্ডিও যা যা ঘটনা ঘটেছিল সমস্ত বললেন। তখন রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'রাজ্যশ্রীর অবস্থা কী হয়েছে?' ভণ্ডি আবার বললেন—'মহারাজ! মহারাজ রাজ্যবর্ধন স্বর্গগত হলে গুপ্ত নামক কোন ব্যক্তি কুশস্থল (কান্যকুব্জ) অধিকার করে নিল। তখন দেবী রাজশ্রী বন্ধন থেকে ছুটে আপন পরিবারবর্গের সঙ্গে বিন্ধ্যাচলের জঙ্গলে চলে গেলেন। এই বার্তা আমি লোকের মুখে শুনতে পাই। তাঁর সন্ধানে বহুলোক পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত ফিরে আসে নি।'

তা শুনে রাজা বললেন—'অন্য অনুসন্ধানকারীদের কী প্রয়োজন, যেখানে রাজশ্রী, সেখানে আমি অন্য সব কাজ ফেলে রেখে নিজেই যাব। তুমি নিজেও সৈনাদল নিয়ে গৌড়ের অভিমুখে অগ্রসর হও।'

এই বলে উঠে তিনি স্নানের স্থানে গেলেন। ভণ্ডিও শোককালে বর্ধিত কেশ ও দাড়ি ক্ষৌর করালেন এবং মহাপ্রতীহারভবনে স্নান করলেন। হর্ষবর্ধন তাঁর জন্যে বস্ত্র, পুষ্প, অঙ্গরাগ ও ভূষণ পাঠিয়ে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং এক সঙ্গে আহারাদি করলেন। এভাবে তিনি সেই দিন অতিবাহিত করলেন।

বিজয়ের উপহার

অতঃপর পরদিন ঊষা কালেই ভণ্ডি রাজার কাছে এসে নিবেদন করলেন—'শ্রী রাজ্যবর্ধনের ভুজবলে মালবরাজের যে সেনাদল সাজসজ্জা পরিচ্ছদ অলংকারাদিসহ জিত হয়েছে, মহারাজ কৃপা করে তাদের দেখুন।' 'মহারাজ বেশ, তাই করো'—বলে অনুমতি দিলে তাঁকে সমস্ত জিনিসপত্র ও সৈন্যদের দেখালেন। —হাজার হাজার হাতি। এদের গণ্ডস্থলে অনবরত মদবারির ধারা বইছে। তার মাদকতাপূর্ণ গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরকুল জুটে গণ্ডদেশ পঙ্কিল করেছে। হাতিগুলি যেন সচল গণ্ডপর্বত, এরা যেন গম্ভীর গর্জন ধ্বনিযুক্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ মেঘরাশি, যেন

বিকসিত সপ্তপর্ণ কুসুমের গন্ধ-ছড়ানো পুঞ্জীভূত শরৎ কালীন দিনসমূহ।

হরিণের মতো বেগশালী বহুসংখ্যক অশ্ব, যেগুলি মনোহর সোনালীচিত্রময় চামরের মতো কেশযুক্ত হওয়ায় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

প্রচুরসংখ্যক অলংকার, যাদের কিরণাবলি প্রভাতকালীন রবিরশ্মির মত্যে ঠিকরে পড়ছে ; সে সব অলংকারের বিবিধ বর্ণের প্রভায় দিকসমূহে যেন ইন্দ্রধনু রচনা করা হয়েছে।

বিস্ময়কর বিশুদ্ধ মুক্তাবলীতে রচিত তার হার, যাতে কামোন্মত্তা মালবদেশীয় নারীদের কুচযুগলের চন্দন সুগন্ধ লেগে রয়েছে, এবং যা আপন আলোর প্রভাবে সকল দিকে প্লাবিত করছে।

চাঁদের জ্যোৎস্নার মত্যে শুভ চামরসমূহ—যা সব হর্ষবর্ধনের যশোরাশির মতোই শ্বেতবর্ণ।

স্বর্ণদণ্ড শ্বেত ছত্র, তা যেন লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থল শ্বেতপদ্ম।

বহুসংখ্যক বারবিলাসিনী—তারা যেন বহু যুদ্ধ দেখার সাহসে ও অনুরাগে পৃথিবীতে নেমে-আসা অপ্সরার দল।

রাজোচিত আরও অনেক অনেক বস্তু, যেমন—সিংহাসন, পালংক, উপবেশনযোগ্য পীঠাসন প্রভৃতি উপকরণ।

দুপায়ে লোহার বেড়ি-পরা মালবদেশের রাজার, যাদের পা দুটি নিশ্চল হয়েছে। আর, ধন-রত্নে ভরা অসংখ্য কলস, যার সঙ্গে সংখ্যাযুক্ত (নম্বরলাগান) কাপড়ের টুকরা লাগানো রয়েছে ; এবং যাদের (কলসগুলির) গলায় অলংকার রূপে মালা পরানো আছে। অলংকারের ভারে কলসগুলি ক্লিষ্ট হয়েছে।

সমস্ত কিছু দেখে মহারাজ হর্ষ বিভিন্ন অধিকারের অধ্যক্ষগণকে সে সব যথাবিধ স্বীকার করার আদেশ দিলেন।

পরদিন তিনি অশ্বারোহণে ভগিনী রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানের জন্যে রওনা হলেন এবং অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই বিন্ধ্যবনে পৌঁছিলেন।

গ্রামাঞ্চলে হর্ষবর্ধন

তারপর বিন্ধ্যবনে প্রবেশ করার মুখেই হর্ষবর্ধন দূর থেকেই অরণ্যবাসী মানুষদের ঘরবাড়ি সহ বন্য গ্রাম দেখতে পেলেন। সেখানে চমৎকার বনাঞ্চল রয়েছে। যে সব ধান দুই মাস বা ষাট দিনে পাকে, সেই ধানের চিটা ছড়ানো থাকে। তাতে আগুন লাগানো হয়। ফলে সেই আগুনের ধোঁয়ায় বনপ্রদেশ ধূমোচ্ছন্ন ও মলিন হয়। সেখানে ধোঁয়ায় ধূসর বটগাছের শুকনো ডালপালা দিয়ে গোশালা তৈরি করা হয়েছে। সেই সব গোশালা দ্বারা বেষ্টিত বিশাল বটগাছগুলি।

কোথাও কোনো গোয়ালার (বন্যগৃহস্থের) বাছুর বাঘের আক্রমণে মারা পড়ায় তারা বাঘ ধরার জাল যন্ত্র বানিয়েছে। বাছুরগুলি বন্যলোকদের নিজ সন্তানের মতো। হঠকারী বনপালকরা কাঠ কাটার জন্যে গ্রাম থেকে আগত কাঠুরেদের কুঠার জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘন গাছের আড়ালে বনপ্রদেশে চামুণ্ডাদেবীর মণ্ডপ নির্মিত হয়েছে। বন্যগ্রামের চারধারে কেবল জঙ্গল—জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নেই। তাই কৃষকরা পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্যে সর্বদাই ব্যাকুল। আর সেই চিন্তায় তারা দুর্বল হয়ে কেবল কোদাল দিয়েই জমি কাটতে থাকে। তাদের চাষ করার জন্যে

বলদ বা ষাঁড় নেই। ছোটো ছোটো অনাবাদী ভূমিই তারা প্রস্তুত করে। কোথাও জমি পড়ে থাকে। তাতে কাশগাছ জন্মো—কাশ গাছেই সে সব স্থান ভরে যায়। কালো মাটি লোহার মতো কঠিন। সেখানে কোদালই তাদের একমাত্র সহায়। কোথাও কোথাও কাটা গাছের পড়ে থাকা গুঁড়িতে (শাখাহীন কান্ডে) আবার নূতন পাতা গজায়। ঘন ঘন শ্যামাকগাছ জমা হওয়ায় তাদের কাছে যাওয়া কঠিন। সেখানে আবার কাঁটায় ভরা লজ্জাবতী গাছ ছাড়িয়ে রয়েছে। সেখানে ইক্ষুগাছের ঝাড়ের অভাব নেই। গুল্মজাতীয় গাছ প্রচুর থাকায় চলাও কঠিন। চাষ করাও কঠিন। তাই সেদিকে আসা-যাওয়া কম হয়। এ জন্যে ফসল অক্ষুণ্ণই থাকে। কিন্তু জমিগুলির পাশে উঁচু উঁচু মাচান থাকায় হিংস্র জানোয়ারদের উপদ্রব সূচিত হয়। জঙ্গলের প্রবেশ পথগুলিতে প্রপা রয়েছে। (প্রপা পথিকদের জলের সুবিধার জন্যে ক্ষুদ্র জলাশয় বিশেষ বা জলসত্র। বড়ো বড়ো গাছের পাশেই এ সকল প্রপা নির্মিত হয়। পথিকজন সেখানে আসে এবং তাদের পা মোছা ধূলিরাশিতে গাছের ছায়াতল ধূসরিত হয় এবং নবপল্লব সমূহ দিয়ে পায়ের ধূলা মোছা হয়। এভাবে ধুলো ঝেড়ে পথিকেরা ছায়ায় বসে। পরে ধুলোমোছা পাতাগুলো সেখানেই পড়ে থাকে।) নূতন নূতন খোদাই-করা কুঁয়োগুলো বনসুলভ সালগাছের ফুলের গোছায় গোছায় মণ্ডিত ছিল, আর সেগুলেরা ধারে পাশেই নাগফণীর ঝাড় ছিল। ঘন করে বোনা অতএব ছিদ্রহীন মাদুর বা চাটাই দিয়ে ছোটো ছোটো ঘর (কুটীর) নির্মাণ করা হয়েছে। ছাতু খেয়ে পথিকরা অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট ছাতুর শরাটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আর শরাবের উপর জংলী মাছির দল তাতে বসে ঢেকে ফেলে। পথিকদের খাওয়া জম্বুরার গুটলিতে প্রপার সমীপস্থ স্থান রঙ-বেরঙে বর্ণযুক্ত হয়। পরাগ উড়ে-যাওয়া ধূলি কদম্বপুষ্পের রোমাঞ্চের মতোই যেন প্রতীত হয়। প্রপাতে ছোটো ছোটো কাঠের মঞ্চের উপর জলের কলসীগুলি রাখা হয়; কলসীগুলির বহির্ভাগে জলের কণাগুলি কাঁটার মতো লেগে থাকে। সেই জলকণাগুলি দেখেই পথিকদের তৃষ্ণা যেন মিটে যায়। কোনো কোনো স্থানে বালুর ঠান্ডা কলসীতেই শ্রম দূরীভূত হয়। কিছু শুকনা শেওলায় শ্যামবর্ণ বা কালো বড়ো জলাধার বা মটকির জল খুব ঠান্ডা হয়ে থাকে। আবার সেই জলকুম্ভের বাইরে বেরিয়ে থাকা পাটল বর্ণের বালুকাকণায় দিকসমূহকে শীতল করে দেয়। ঘড়ার মুখের উপর ঘাসের ভোড় দিয়ে বাঁধা পাটল পুষ্পের ঢাকনা দেওয়া থাকে। [জলকণা সমূহ দ্বারা রোমাঞ্চিত হয়েই যেন পল্লব দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। জল বের করে জলের কলসীতে লাল শর্করা রেখে দেওয়া হয়, যাতে চারদিক ঠান্ডা থাকে। ঘড়ার মুখ গমের নাল অথবা ঘাসের তৈরি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখাহয় এবং তার উপর জল সুবাসিত করার জন্য পাটল পুষ্প রেখে দেওয়া হয়।] জলকণাসমূহ দ্বারা যেন রোমাঞ্চিত কিসলয়ের রেণুগুচ্ছদ্বারা রক্ষার যোগ্য মৃদু ও সরস ছোটো ছোটো আম্রফলের গুচ্ছ সমূহে স্তর ভরে উঠেছে। বিশ্রামকারী যাত্রীর দল পংক্তিক্রমে জল পান করে নিচ্ছে। কাষায়বস্ত্রপরিহিত একদল, এরা তীর্থযাত্রী। কোথাও আবার অঙ্গারের উপযোগী কাঠ জ্বালিয়ে কামারের দ্বারা গ্রীষ্মের তাপের আভাস দেখাচ্ছে। এই অরণ্যগ্রাম প্রতিবেশী প্রদেশগুলির নিকটবর্তী ছিল। তাই সে সব লোক কাঠ সংগ্রহের জন্যে জঙ্গলে আসে। নিকটস্থ গ্রামে যারা থাকে, সে সব গৃহস্থের ঘরে ভোজনের দ্রব্যাদি রেখে আসে এবং বৃদ্ধ রক্ষকদের জন্যে তারা আসে। তারা কাষ্ঠ ছেদনের উপযোগী পরিশ্রমের

সহায়ক শরীরে তৈল মর্দন করে। তাদের কাঁধে থাকে খুব ভারি কুড়ুল (কুঠার) এবং গলায় বাঁধা থাকে প্রাতরাশের পুঁটলি। চোরের ভয়ে তারা ছেঁড়া-ফাড়া পুরনো কাপড় পরে। তাদের গলায় কালো ত্রিগুণীকৃত লতার মালা ছিল। পাতার টুকরায় তাদের (মালার) মুখ আচ্ছাদিত ছিল। আর তার সঙ্গে জোড়া ছিল জলের ছোটো ঘটি, যার মুখ রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। তাদের আগে আগে জ্বালানি কাঠ বহনের জন্যে জোড়া বলদ যাচ্ছে। তারা আধা গ্রামের বাইরে জঙ্গলে বিচরণ করে। কাঠ সংগ্রহের জন্যে বনে প্রবেশকারী এ সব লোক হিংস্র পশুদের বিদ্ধ করার জন্যে পাশ ধরে রাখে, রাখে বর্তুলাকার জাল ও ফাঁসের রশি। হাতে থাকে পশুদের নাকে লাগাবার দড়ি, ফাঁদ, ছোটো ছোটো রজ্জু। তিতির, টিট্টিভ প্রভৃতির খাঁচা একত্র করে রাখে। হাতে থাকে বাজ, পিঞ্জরে থাকে সাপ। পাশিকদের ছোটো ছোটো ছেলেরা এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করে। আর ঘাস-পাতার মধ্যে তিতিরপাখি ধরার জন্যে অধীর কুকুরের দলকে ফুসলাতে থাকে। পাখি শিকারের জন্যে নবযুবক ব্যাধরা এ কাজ করে। গ্রামের লোকেরা বনজাত দ্রব্যাদির বোঝা মাথায় উঠিয়ে নিয়ে যায়। কোনো পুরনো চক্রবাকের গলার মতো রক্তপীত (কষায়) গাছের ছাল নিয়ে থাকে। কারও কাছে তাড়াতাড়ি ফেটে যায় এমন গেরুয়ারঙের মতো লালবর্ণের ঘায়ের ফুলে ওঠার ঔষধ ছিল। কোনো কোনো লোক অতসী, শণাদিগুণ নির্মিত বস্ত্র বিশেষের প্রচুর সম্ভার সংগ্রহ করে। আবার, মধুর ভার, ময়ূর পুচ্ছ, অনুচ্ছিষ্ট ও অস্পষ্ট মোমের চাকা, প্রচুর খসখসের বোঝা, ছাল-উঠানো খদির কাষ্ঠ, কুঠ ও বৃদ্ধ সিংহের জটা (কেশরের মতো) পীতবর্ণ লোধ্রফুলের ভার নিয়ে যায়। বনের নানারকম ফল সংগ্রহ করে পেটিতে ভরে মাথায় করে নিয়ে যায়। সন্নিহিত গ্রামগুলিতে বিক্রি করার জন্যে চিন্তায় ব্যাকুল গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি করতে থাকে। তাদের দ্বারা সমস্ত দিক পূর্ণ হয়ে যায়। ছোটো ছোটো গাড়ি এদিক-ওদিক চলে যায়। তাতে পুষ্ট ও তরুণ ষাঁড় জোড়া থাকে। তাতে শুকনো গোবর (ঘুটে), বোঝাই করা থাকে। গাড়ির সামনে ডাণ্ডায় বসে ধুলোয় ভরা কিষাণ ক্রোধে হাঁকডাক করতে থাকে। গাড়ির চাকার চিঁচিঁ শব্দে চারদিক মুখরিত হয়। অরণ্য গ্রামের পার্শ্বভূমি, যা উর্বরতাবিহীন, তার সংস্কার করা হচ্ছে। সেখানে বাঁশের তৈরি উঁচু বেড়া রক্ষার জন্যে তাড়াতাড়ি করঞ্জ কাঁটা-গাছের পংক্তি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে বেড়ার ভিতরে যাওয়া না যায়। এরণ্ড, বচা, বংগক, তুলসী, সুরণকন্দ, সোংহিজন, মণ্ঠিনবন, গরবেড়ুয়া এবং মরুয়াধানে গুল্মদল বাগিচায় ভরা রয়েছে। গর্মুৎলতার ঝাড়ে বনাঞ্চল ঘন হয়ে রয়েছে। সেখানে জমিতে গাড়িতে উঁচু করে কাঠ বোঝাই করে বেলের ঝাড় দিয়ে ছায়া করা হয়েছে। মাটিতে পোঁতা উচ্চ কাঠে লাউগাছের লতা (ডগা) রাখা হয়েছে। সেগুলি আরও ছড়িয়ে পড়ে ছায়া রচনা করেছে। কোনো স্থানে কীলক পুঁতে তাতে বাছুর বাঁধা হয়। কোনো মোরগের ডাক শুনে লোকেরা ভোর হল বলে অনুমান করে। কোথাও অঙ্গনের অগস্ত্য গাছের ঝাড়ের নিচে পাখিদের খাবার পাত্র ও জল পানের জন্যে চৌবাচ্চা বানানো হয়েছে। সেখানে লাল লাল বদরী ফল ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে টেসুফুল ও রোবনা দ্বারা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানে বদ্ধজ ঘাসের অঙ্গারের বাঁধ ছিল। সেখানে শিমুল গাছের বীজ ও কার্পাস তুলা, সন্নিহিত স্থানে শালিধান, শালুক, কন্দ, বন্যধান, কমল, কুমুদের বীজ, বাঁশ এবং চাউল পাশেই

রয়েছে। তমালবীজ সঞ্চিত রয়েছে। ভস্মদ্বারা মলিন ওষধিসমূহে পূর্ণ চাটাই (মাদুর) খুলে রাখা হয়েছে। শুকনো কাশ্মীর্যের রুটি প্রচুর পড়ে রয়েছে; কপিত্থ তথা মদনের অর্থ-শুষ্ক ফল প্রচুর রাখা হয়েছে। মহুয়ার আসব ও মদ্যের বাহুল্য এখানে ছিল। কুসুম্ভের ঘড়া ভাণ্ডারের মুখ পর্যন্ত ভরে পড়ে ছিল। রাজমাষ, ক্ষীরাই, ককড়ী (কাঁকুড়?) ও লাউয়ের বীজে তা খালি হত না এবং বন বিড়াল, খাপ, নকুল, তথা জাতক-আদি জানোয়ার দলে দলে পুষে রাখা হত। হর্ষ সেই গ্রামে অবস্থান করতে লাগলেন।

অষ্টম উচ্ছ্বাস

মহৎব্যক্তিদের মনোবাঞ্ছা অপ্রত্যাশিতভাবে পূরণ করে দৈব যেন আগে থেকেই তাঁদের সেবা করেন ॥১॥

বিদ্বজ্জনের সম্পর্ক, বিস্মৃত প্রিয়জনের দর্শন আর নিজের গৃহে বহুমূল্য রত্নলাভ কার না প্রীতিকর হয়?[১] ॥২॥

পরদিন উঠে হর্ষ ঐ বনগ্রাম থেকে বেরিয়ে বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশ করলেন। বহু দিন ধরে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ালেন। একদিন তিনি এইভাবে যখন ভ্রমণ করছিলেন তখন এই বনপ্রদেশের রাজা শরভকেতুর পুত্র ব্যাঘ্রকেতু কোথা থেকে এক শবরযুবককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এল।

শবরযুবক বর্ণনা

এ যুবক কাজলকালো প্রিয়ঙ্গুলতা দিয়ে কপালের উপরে ঝুঁটি বেঁধে ছিল, অকারণেই তার ভ্রূতে দেখা গিয়েছিল তিনটি রেখা, মনে হচ্ছিল সে যেন ত্রিযামা অর্থাৎ তিন-প্রহরযুক্ত রাত্রিকেই সর্বদা ললাটে বয়ে বেড়াচ্ছিল, যে রাত্রি সাহস করেই তার সহচারিণী হয়েছিল। তার কানে ছিল কপিলবর্ণ কাচমণিতে তৈরি অলংকার, যা সবুজ দেখাচ্ছিল কানে গোঁজা শুকপাখির পালকের সভায়. তার চোখে ছিল সামান্য পিচুটি, অল্প লোম ছিল চোখের পাতায়, স্বাভাবিকভাবেই তার চোখ ছিল রক্তবর্ণ, মনে হচ্ছিল তা থেকে যেন রসায়নযুক্ত হায়নার রক্ত ঝরছিল। তার নাক ছিল চ্যাপ্টা, ঠোঁট মোটা, চিবুক নোয়ানো, চোয়াল ভরা, কপাল আর গালের হাড় একটু সামনেঝুঁকে পড়া, ঘাড় একটু নোয়ানো, কাঁধের অর্ধভাগ উন্নত। তার বক্ষপটে সে যেন বিন্ধ্যপর্বতের শিলাপটের বিশালতাকে উপহাস করছিল, ঐ বক্ষপট অনবরত ধনুক বাঁকানোর ব্যায়ামে বিস্তারিত হয়েছিল।

অজগরের মতো বিশাল দুটি বাহুতে সে হিমালয়ের শালতরু দৈর্ঘ্যকে যেন লঘু করে তুলছিল। সে প্রকোষ্ঠে ধারণ করেছিল গোদন্তমণিখচিত রাঙের কড়া। ঐ প্রকোষ্ঠের পৃষ্ঠদেশে বাঁধা ছিল শুয়োরের লোমে গাঁথা নাগদমনমূলের গুচ্ছ। তার পেট ছিল লঘু কিন্তু নাভিটি ছিল ডাঁটো। তার সুদৃঢ় কোমরে বাঁধা ছিল তরোয়াল। তা অহীরমণি নামে দোমুখো সাপের চামড়ায়-তৈরি খাপের মধ্যে ছিল, ঐ খাপের সৌন্দর্য বাড়িয়েছিল চিতার চামড়ার তকমা। তরোয়ালের হাতল মসৃণ শিঙের তৈরি, আর প্রান্তটি পারায় ঝুলানো। তার স্থূল উরু-দুটি মাংসপুষ্ট, প্রথম যৌবনে ক্ষীণ কটি থেকেই ঐ মাংস যেন স্খলিত হয়েছে। তার

পিঠে শোভমান ভালুকের চামড়ার তূণীরের ভারে সে যেন একটু নুয়ে পড়েছিল। তাতে ছিল প্রায় অর্ধচন্দ্রকার অসংখ্য বাণ। চিত্রিত বাঘের চামড়ায় তা কসে বাঁধা ছিল এবং তার লোম ভ্রমর-কালো কম্বলের মতো লাগছিল। তার বাহুর উপর তৃতীয়াংশ চাষপাখির পালকে শোভিত ছিল। বাহুর শিরাগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন খয়েরের লতা। বাঁশের মতো অতঃসার ঐ বাহুতে ময়ূরপুচ্ছের ফুলপাতায় অলংকৃত ছিল। তার বাঁ-কাঁধে ছিল ধনুক। খরগোশের একটা পায়ের লম্বা হাড় ধাড়ালো বাণে হাঁটুর কাছে কেটে অন্য পায়ের সঙ্গে যুক্ত করে আপনা থেকেই যে স্বস্তিকাবন্ধন রচিত হয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে খরগোশটাকে হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছিল। নাক থেকে ঝরা রক্তে রাঙা তার মাথাটি নিচের দিকে ঝুলে পড়ায় পেটের মোলায়েম সাদারঙের লোমগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ধনুকের নিচের দিককার ধারালো প্রান্ত দিয়ে গলা বিঁধিয়ে তাতে একটি তিতির পাখি রেখেছিল সে। এর ঠোঁট খোলা থাকায় ভিতরে উপরকার তালু দেখা যাচ্ছিল। ওই খরগোশ আর তিতিরটি যেন তার শিকারের বর্ণকমুষ্টি।

তার ডান হাত তীব্র বিষে ডোবানো 'বিকর্ণ'-বাণ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, মনে হচ্ছিল সে যেন সদ্য শিকড়ের গন্ধে একটা কালো সাপকে বশ করেছে। তাকে দেখাচ্ছিল পাহাড়ের একটি চলন্ত তমালতরুর মতো, অথবা কৃত্রিমভাবে তৈরি নিরেট পাথরের স্তম্ভের মতো। অথবা, অঞ্জনশিলায় চলমান খণ্ডের মতো অথবা বিন্ধ্যপর্বতের গলন্ত লৌহসারের মতো। সে ছিল হাতিদের কাছে জ্বর, হরিণদের কাছে কালপাশ, সিংহদের কাছে ধূমকেতু, মহিষদের কাছে দুর্গানবমীর উৎসব। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন সাক্ষাৎ হিংসার হৃদয়, পাপের ফল, কলিযুগের কারণ এবং কালরাত্রির পতি। ব্যাঘ্রকেতু ঐ যুবককে দূরে অপেক্ষা করতে বলে রাজার কাছে নিবেদন করল—দেব। ভূকম্প নামে শবর-সেনাপতি এই সমস্ত বিন্ধ্য অঞ্চলের প্রভু এবং সমস্ত পল্লীপতিদের প্রধান। আর এই হল নির্ঘাত নামে তার ভাগনে। 'এ সমস্ত বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্যকাণ্ডের প্রতিটি পত্র এর নখদর্পণে, অঞ্চলের কথা আর কী বলব? প্রভু, একেই জিজ্ঞেস করুন, এ। আজ্ঞাপালনে সমর্থ। সে একথা বললে নির্ঘাত মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। এবং তিতির আর খরগোশটাকে প্রণামী হিসেবে সামনে রাখল। রাজা একে সমাদর দেখিয়ে নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, তুমি তো এই অঞ্চলের সব কিছু জান আর সারাদিন এই-সব অঞ্চলে ঘুরে বেড়াও, তুমি কি কখনও এখানে কোনো রূপসী নারীকে দেখতে পেয়েছে?'

এখানে হরিণেরাও কোনো বিচরণ করে না সেখানে নারীদের কথা তো না বললেও চলে। না, এমন কোনো নারী আমরা দেখি নি। তবে আপনার আদেশে এখন সব কাজ ছেড়ে এঁকেই খুঁজে বের করবার চেষ্টা করা হবে। এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে পাহাড়ের পাদদেশে একটি মুনিসমদৃত তরুময় অঞ্চলে দিবাকরমিত্র নামে এক ভিক্ষু এখন বহুশিষ্য পরিবৃত হয়ে পাহাড়ী নদীর কাছেই বাস করেন। ইনি যদি কোনো খবর জানেন। একথা শুনে রাজা ভাবলেন—শুনেছি পুণ্যনামা স্বর্গত গ্রহবর্মার বাল্য-কালের বন্ধু মৈত্রায়ণীশাখার অধ্যেতা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী বিদ্বান ছিলেন। বৌদ্ধমতে একাগ্রতা জন্মানোয় তিনি বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করে যৌবনেই কাষায়বস্ত্র ধারণ করেন। এমন তো প্রায়ই দেখা যায় সুহৃদজনের সাক্ষাৎ নতুন আশার সঞ্চার করে। গুণ সকলেরই

অভিনন্দনীয়। আর মুনির সান্নিধ্য কার না অভিপ্রেত? ধর্মগৃহিণী প্রব্রজ্যা-মুর্খের ক্ষেত্রেও গৌরব আনে, সকলজনের চিত্তহারীগ গুণিজনের কথা তো দূরে থাকুক। একে দেখবার জন্যে আমাদের হৃদয় সর্বদা কৌতূহলী হয়ে আছে। ঘটনাচক্রে যাঁর দর্শন প্রার্থিত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে কল্যাণ বলেই মনে করছি। প্রকাশ্যে বললেন—'ভাই। সেই ভিক্ষু যেখানে আছে তা দেখিয়ে দাও।' এই বলে তারই প্রদর্শিত পথে যেতে লাগলেন।

বনবর্ণনা

তার সঙ্গে পথ চলতে চলতে তিনি ফুলে-ফলে শোভিত অনেকরকম গাছ দেখলেন। কর্ণিকারে কলি ধরছিল। চম্পক ছিল ফলে বোঝাই। ফলের ভারে নমেরু নুয়ে পড়েছিল। সবুজ পাতার গাছ সল্লকী আর নারকেল ছিল অসংখ্য, নাগকেশর আর সরল গাছ ছেয়ে ছিল। কুরবক গাছের মুকুল যেন তার রোমাঞ্চের পরিবর্ত হয়ে বেরিয়েছিল। রক্তাশোকপল্লবের রক্তিমা যেন দিঙ্মণ্ডলে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। প্রস্ফুটিত কেসরতরুর পরাগ উড়ে উড়ে বনকে যেন ধূসর করে দিচ্ছিল। তিলকগাছের পরাগ বালুর মতো ভরে গিয়েছিল। হিংগাছ (হাওয়ায়) দুলছিল। সুপারিগাছে সুপারি হয়েছিল প্রচুর। সুপারি-ফুলে প্রিয়ঙ্গুলতাগুলোকে হলুদ মনে হচ্ছিল। পরাগে ভরা মঞ্জরীতে উড়ে-আসা ভ্রমরদের গুঞ্জন শুনে লোক আনন্দিত হচ্ছিল। মুচুকুন্দ-গাছের কাণ্ড মদসিক্ত হওয়ায় বোঝা যাচ্ছিল হাতিরা নির্ভয়ে এসে গা চুলকিয়েছে। নবতৃণে শ্যামলবর্ণ ভূমিতে চঞ্চল হরিণশাবকেরা লাফালাফি করছে। অন্ধকারের মতো কৃষ্ণবর্ণ তমালতরু থেকে উত্তাপ হারিয়ে যাচ্ছে। দেবদারু গাছ থেকে স্তবক বেরিয়েছে। জাম ও লেবু গাছ নাগবল্লী লতায় চিত্রিত হয়ে শোভা পাচ্ছিল। ধূলিকদম্বের পরাগ উড়ে আকাশ ছেয়ে ফেলছিল, মাটি ফুলের পরাগে ভিজে উঠেছিল। ফুলের ঘনগন্ধে ঘ্রাণতৃপ্তি ঘটাচ্ছিল। গাছের কোটরগুলোকে কুটির করে তুলেছিল নবজাত কুক্কুটীশাবকেরা। চড়ুই-মায়েরা শব্দ করে বাচ্চাদের এডালে ওডালে উড়তে শেখাচ্ছিল, তারাও মায়ের স্বর অনুকরণ করছিল। চকোরের ঠোঁট ব্যস্ত ছিল প্রিয়ার মুখে খাবার তুলে দিতে। ভুরুণ্ডপাখিরা সুগন্ধ কপিলবর্ণের পীলুফল নির্ভয়ে খেয়ে চলছিল। তোতারা নির্দয়ভাবে আতা আর কণ্টফল (কাঁঠাল?) গুলোকে ঠোকরাচ্ছিল এবং কাঁচা কুল-গুলোকে মাটিতে ফেলছিল। শশকেরা মসৃণ শিলাতলে সুখে শয়ান ছিল। শেফালিকা-মূলের ছিদ্রগুলোতে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল টিকটিকির দল, রঙ্কুমৃগেরা নির্ভয়ে বিচরণ করছিল, বেজীরা ইচ্ছেমতো খেলা করছিল, মধুরকূজনে রমণীয় কোকিলেরা উদ্গত মুকুলগুলো খেয়ে ফেলছিল। চমর-গাভীরা আমগাছের ছায়ায় আরামে রোমন্থন করছিল, নীলাণ্ডজ মৃগেরাও আরামে বসেছিল, গয়ালের সন্তানদের দুধ দিতে থাকলে হায়নারা তা নির্বিকারভাবে চেয়ে দেখছিল। নিকটস্থ পাহাড়ের ঝর্ণার শব্দে হাতিদের কর্ণতালরূপ দুন্দুভি ম্লান হয়ে গেল, রুরুমৃগেরা নিকটবর্তী কিন্নরদের গান শুনে পরিতৃপ্তি লাভ করছিল, হায়নারা আনন্দিত হয়ে উঠছিল, বনশুয়োরের বাচ্চাদের মুখ খুঁড়ে খুঁড়ে হলুদ ওঠানোয় হলুদ রসে ছোপানো মনে হচ্ছিল, গুঞ্জা ঝোপে জাহকেরা (প্রাণিবিশেষ) চিঁ চিঁ করছিল। জায়ফলের নিচে শালিজাতকেরা শুয়ে আছে, লালপোকারা কামড়ানোয় বানরের বাচ্চারা তাদের বাসাগুলো ভেঙে ফেলছিল, বেবুনেরা ডুমুফলের লোভে লবলীলতায় ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, গাছদের চারধারে জল দেবার জন্যে

বালুর আলবাল তৈরি করা হয়েছিল, সারি সারি জলপাত্র রাখায় পার্বত্য নদীর স্রোতে বাধা পড়ছিল, শাখাপ্রশাখায় কমণ্ডলু ঝুলছিল, কুটিরগুলোর কাছে কাদায় মুদ্রাছাপ দিয়ে চৈত্য-মূর্তি আঁকা হচ্ছিল, গেরুয়ারঙের কাপড় ধোয়ায় জলে জায়গাটা রাঙা হয়ে উঠেছিল। ঝোপগুলোকে মেঘ ভেবে ময়ূরেরা কোলাহল করছিল, বহু গাছের শাখা সম্মিলিত হয়ে বৈদিক শাখাগুলির[২] মতোই জটিল হয়ে উঠেছিল, গাছগুলোর নীলিমায় তাদের মাণিক্যে নির্মিত বলে মনে হচ্ছিল, তারা সকলের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করছিল, যেন অন্ধকারে নির্মিত, মহাবৃক্ষের রূপে যেন যমুনার বড়ো বড়ো সরোবর উপরে ওঠানো হয়েছিল, মনে হচ্ছিল তরুরাজি যেন মরকতমণিতে কৃষ্ণবর্ণ বসন্তের ক্রীড়াবর্বত, অথবা যেন পল্লবযুক্ত অঞ্জন-গিরি। অথবা যেন বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্যজ পুত্র। এদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন পাতাল ভেদ করে অন্ধকাররাশি উঠে এসেছে। এরা যেন বর্ষার দিনের প্রতিবেশী অথবা যেন কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রির অংশাবতার অথবা যেন বনদেবতাদের ইন্দ্রনীলময় প্রাসাদ।

রাজার মনে হল এই পূজনীয়ের আশ্রম কাছেই হবে। গিরিনদীতে অবতরণ করে তিনি আচমন করলেন এবং অশ্বসেনাকে ঐখানেই অপেক্ষমাণ রাখলেন, মুক্ত হ্রেষারবে তখন বনভূমি পূর্ণ হয়ে ছিল। তিনি হৃদয়ে তপস্বিজনের দর্শনোচিত বিনয় ধারণ করে এবং ডানহাত মাধবগুপ্তের কাঁধে দিয়ে অল্প কিছু রাজাদের সঙ্গে নিয়ে পদব্রজেই চলতে লাগলেন।

আশ্রম বর্ণনা

ঐসব তরুদলের মধ্যে শিষ্যরূপে নানা দেশ থেকে সমাগত বহু অনাসক্ত লোককে দেখলেন। কেউ কাঠের গুঁড়ির উপর, কেউ চত্বরে বসে, কেউ, লতাবনে কেউ নিকুঞ্জে, কেউ বা গাছের ছায়ায় বসে আছেন। কেউ বসে আছেন তরুমূলে। এঁদের মধ্যে ছিলেন আর্হত (জৈন সাধক)[৩], মস্করী (পাশুপত-মতাবলম্বী), শ্বেতপট (শ্বেতাম্বর জৈন) পাণ্ডুরীভিক্ষু[৪] (আজীবক), ভাগবত, বর্ণী (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী), কেশলুঞ্চক (মুণ্ডিতকেশ জৈন), কাপিল (কপিলমতাবলম্বী সাংখ্য). জৈন, লোকায়তিক (চার্বাক)[৫], কানাদ (বৈশেষিক). ঔপনিষদিক (বেদান্তদর্শনে বিশ্বাসী), নৈয়ায়িক; কারন্ধমী (ধাতুবাদী), ধর্মশাস্ত্রী (মন্বাদিস্মৃতিপথচারী) পৌরাণিক, সাপ্ততন্তব (যজ্ঞবাদী মীমাংসক), শাব্দিক (শব্দব্রহ্মবাদী দার্শনিক), পাঞ্চরাত্রিক (পঞ্চপত্রসংজ্ঞক প্রাচীন বৈষ্ণবমতাবলম্বী)। এ ছাড়াও অন্যেরা ছিলেন। এরা নিজেদের সিদ্ধান্তকে শ্রবণ, মনন, আবৃত্তি, সংশয়, নিশ্চয়, বুৎপত্তি, বিবাদ ও অভ্যাস দ্বারা ব্যবস্থা করছিলেন। দূর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এ হল ভদন্তের নিবাস[৬]। এখানে অত্যন্ত বিনীত শিষ্যের মতো বানর চৈত্যবন্দনায় তৎপর ছিল, শুকপাখিও বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই তিন রত্নকে আশ্রয় করে পরম উপাসক হয়ে এবং শাস্ত্র শাসনে (বৌদ্ধনীতিতে) কুশল (বিদ্বান) হয়ে (বসুবন্ধুরচিত) অভিধর্মকোশ শিক্ষা দিচ্ছিল, সারিকারাও ভগবান বুদ্ধনির্দেশিত (দশটি) উপদেশ[৭] দিয়ে দোষমার্জনা এবং ধর্মপথনির্দেশ করছিল। পেঁচারা বোধিসত্ত্বজাতক[৮] অনবরত শুনতে শুনতে তার থেকে আলোক গ্রহণ করছিল, বৌদ্ধশীল পালন করায় শান্তস্বভাব বাঘেরা তাঁর (ভদন্তের) সেবায় উপবিষ্ট ছিল, তাঁর আসনের প্রান্তে স্থির হয়ে বসেছিল বহু সিংহশাবক, তা দেখে মনে হচ্ছিল সেই মুনিশ্রেষ্ঠ যেন অকৃত্রিম সিংহাসনে উপবিষ্ট। বনমৃগেরা

তাঁর পদপল্লব লেহন করছিল। তা দেখে মনে হচ্ছিল ওরা যেন শমভাবকে পান করছে। তাঁর বাঁ-হাতে বসে একটি কপোতশাবক ধান খাচ্ছিল। কর্ণোৎপল দিয়ে তিনি যেন প্রিয়া ও মৈত্রীভাবনাকে[১০] প্রসাদিত করছিলেন, আর একটি কর-কিসলয়ের নখপ্রভায় তিনি যেন উপস্থিত সকলকে সম্মোহিত করে দিচ্ছিলেন। এই নখ-কিরণ ছড়িয়ে পড়ছিল যখন তিনি মরকত কমণ্ডলুর মতো কণ্ঠ তুলে-ধরা ময়ূরের গায়ে জলপ্রক্ষেপ করছিলেন এবং এদিকে ওদিকে পিঁপড়েদের সামনে ধানের কণা ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন।

তিনি মোলায়েম লাল রঙের মুনিবাস পরে ছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন প্রভাতের তরুণ সূর্যের কিরণে রাঙা পূর্ব দিগ্‌বিভাগ। সদ্যপাটিত পদ্মরাগের মতো লোহিতোজ্জ্বল দেহের প্রভার দিঙ্‌মণ্ডলকে তিনি পাটলবর্ণে রঞ্জিত করে দিয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল তিনি যেন দিক্‌গুলিকে কাষায়বস্ত্র ধারণের উপদেশ দিচ্ছেন। ঈষৎ মুকুলিত কুমুদের মতো তার স্নিগ্ধধবল ও প্রসন্ন নয়ন বিস্ময়ে আনত, মনে হচ্ছিল তিনি যেন ক্ষুদ্র সংসারী জীবের জীবনে অমৃতবর্ষণ করছেন। তিনি যেন সমস্ত শাস্ত্রের অক্ষয় পরমাণু দিয়ে নির্মিত, পরম সৌগত (বৌদ্ধ) হয়েও অবলোকিতেশ্বর (ঈশ্বরদর্শনকারী), অস্খলিত হয়েও তপস্যায় নিরত, আলোক যেমন সমস্ত দর্শকের কাছে সমস্ত বস্তুকে যথাযথ রূপে প্রকাশ করে তিনিও তেমনি দর্শনপ্রিয়-সকল পদের অর্থ সমভাবে প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং বুদ্ধের ও আদরণীয়, ধর্মেরও উপাস্য, আত্মারও স্পৃহনীয়, ধ্যানেরও ধ্যেয়, জ্ঞানেরও জ্ঞেয়, জপের জন্ম, নিয়মের পরিধি, তপস্যার তত্ত্ব, শরীরের শুচিতা, কুশলের কোল, বিশ্বাসের আলয়, সদাচারের সৎ পরিমণ্ডল, সর্বজ্ঞতার সর্বস্ব, দাক্ষিণ্যের দক্ষতা, পরানুকম্পার পার, সুখের নিবৃত্তি। মধ্যবয়সে বর্তমান এমন দিবাকর মিত্রকে দেখলেন হর্ষ। তাঁর অতি প্রশান্ত ও গম্ভীর আকৃতি দেখে রাজার মনে সম্ভ্রমের ভাব জাগ্রত হল। তিনি দূর থেকেই মস্তকে বচনে ও মনে তাঁর বন্দনা করলেন।

মুনি-নৃপতিসংলাপ

দিবাকর মিত্র প্রকৃতিগতভাবেই মৈত্রীময়, তবু ঐ বিশেষ করে অদৃষ্টপূর্ব সর্বাদুর্লভ ও সর্বাতিশায়ী ব্যক্তিত্বে বিরাজমান রাজার অলৌকিক আকৃতি ও অভিজাত্যপ্রকাশক প্রভূত বিনয়ে আহ্লাদিত হয়ে একই সঙ্গে নয়নে ও মনে তাঁকে গ্রহণ করলেন। স্বভাবে ধীর হলেও সসম্ভ্রমে উঠে একটু এগিয়ে যাওয়াতে বাঁ কাঁধের চাদরের প্রান্ত খুলে পড়ায় তা উপরে তুলে ঠিক করে নিয়ে তাঁর বহু অভয়দানে ও দীক্ষাদানে দক্ষ মহাপুরুষের লক্ষণচিহ্নে প্রশস্ত ডান হাত তুলে স্নিগ্ধমধুর বসনে সসম্মানে আরোগ্য আশীর্বাদ করে তাঁকে অনুগৃহীত করলেন। যেন গুরু এসেছেন এই মনে করে স্বাগত সম্ভাষণে তাঁকে বহুভাবে সম্মান দেখিয়ে নিজের 'এখানে আসন গ্রহণ করুন' বলে নিজের আসনে বসতে অনুরোধ জানালেন। পাশেই যে শিষ্য ছিলেন তাঁকে বললেন—'আয়ুষ্মান্ কমণ্ডলুতে করে পাদোদক আনো'। রাজা ভাবলেন, অভিজাতদের সৌজন্য লোহার তৈরি না হলেও বেঁধে ফেলবার অব্যর্থ শৃঙ্খল। তাই বলি, গ্রহবর্মা এঁর গুণ এত বিশদভাবে বর্ণনা করতেন কেন। প্রকাশ্যে বললেন, ভগবন্! আমি আপনার দর্শনলাভেই অনুগৃহীত, আপনার এই অভ্যর্থনা-অনুগ্রহ আমার কাছে পুনরুক্তির মতো লাগছে। চোখের দৃষ্টিতেই যাঁকে আত্মীয়

কার তুলেছেন, আসনাদিদানের উপচার চেষ্টায় মনে হচ্ছে তাকে পর করে দিচ্ছেন। আপনার মতো মানুষের সামনে ভূমি আসনই সেরা আসন। আপনার সম্ভাষণরূপ অমৃতে যখন আমার সমস্ত অঙ্গই প্রক্ষালিত তখন একটিমাত্র অঙ্গ প্রক্ষালনের জন্যে পাদোদক নিষ্প্রয়োজন। আপনি সুখাসীন হোন, এই আমি আসন গ্রহণ করলাম এই বলে মাটিতেই বসে পড়লেন। মহৎদের বিনয়ই যথার্থ অলংকার, রত্নাদি পাষাণভার মাত্র। একথা চিন্তা করে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও যখন রাজা কথা শুনলেন না তখন ভদন্ত আবার নিজের আসনেই বসলেন। কিছুক্ষণ রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, মনে হল রাজার ঐ নিভৃত নয়নদুটি শৃংখল হয়ে তাঁর হৃদয়কে নিশ্চল করে রেখেছে। এবারে দন্তকিরণের ছটায় কলিকালের পাপমলকে প্রক্ষালিত করে এবং শুধু ফলমূলভক্ষণের ফলে সুগন্ধযুক্ত প্রস্ফুটিত কুসুমরাশিত পাণ্ডুবর্ণ লতাবনকে উদ্‌গীর্ণ করে বললেন, আজ থেকে সজ্জনের উৎকর্ষপ্রকাশক এই সংসার শুধু অনিন্দনীয় নয়, বন্দনীয়ও। জীবিতেরা কোন্ বিচিত্র বস্তুই বা না দেখে, যেমন আজ এই অচিন্তিত রূপ দৃষ্টিগোচর হল। হৃদয়ের এই আনন্দ থেকে অনুমিত হচ্ছে এ যেন জন্মান্তরের সুকৃতের ফল। আমাদের তপঃক্লেশ এই জন্মেই দুর্লভদর্শন দেবপ্রিয় আপনার দর্শনরূপে ফলদান করেছে। চোখদুটি দিয়ে যতক্ষণ না তৃপ্তি হয় ততক্ষণ অমৃত পান করলাম। এখন মনে আর নির্বাণসুখের উৎকণ্ঠা রইল না। মহাপুণ্য ছাড়া আপনার মতো সজ্জনে দৃষ্টি (এমন ক'রে) বিশ্রাম লাভ কর না। যে দিনটিতে আপনি জন্ম নিয়েছেন তা শুভদিন। সমস্ত জীবলোকের জীবনের জনক আয়ুষ্মান আপনাকে যিনি জন্ম দিয়েছেন সেই জননীই ক্ষণজন্মা। যে-সব পুণ্যের আপনি পরিণাম তার সত্যিই পুণ্যবান। যে পরমাণুরাশিতে আপনি সতত অবয়ব ধারণ করেছেন তারাও পুণ্যবান। যে সৌভাগ্য আপনাকে আশ্রয় করেছে তা সত্যিই সৌভাগ্যজন। আপনার মধ্যে যে পৌরুষ বিরাজমান তা ভব্য। সত্যি কথা বলতে কি আমি মুমুক্ষু হলেও আপনার মতো পুণ্যভাজনকে দেখে আমার মনুষ্যজন্মে শ্রদ্ধা জেগেছে। আমরা ইচ্ছে না করলেও কন্দর্পকে সম্মুখে দেখলাম। আজ বনদেবতাদের চোখ সার্থক হল। আজ যে সব তরুরা আপনাকে দেখল[১২] তাদের জন্ম সফল। অমৃতময় আপনার কথায় মাধুর্য স্বাভাবিক। এই শৈশবকালে ও এই বিনয়ের শিক্ষাদাতা আচার্যকে পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া দুষ্কর। আপনার জন্মের আগে সমস্ত গুণরাজি নিরর্থক ছিল। সেই রাজাই ধন্য যাঁর বংশে মণির মতো মুক্তাময় আপনি জন্মেছেন। এমন পুণ্যবানকে কোনোভাবে পেয়ে কোন্ প্রিয়কাজ করব তা ভেবে অস্থির হচ্ছি। সমস্ত বনচরদের জীবনাধায়ক কন্দ, ফল, মূল এবং গিরিনদীজলেরই বা আমরা কে? কেবল আমার এই পাপ শরীর অন্যের অধীন নয়, প্রিয় অতিথি সৎকারের জন্যে তা আমার সর্বস্ব। আর নিজের অধীন বলতে আছে কয়েকবিন্দু বিদ্যা। প্রীতি উপযোগিতার কথা বিবেচনা করা না। যদি কোনো ব্যাপারে বাধা না থাকে বা গোপনীয় কিছু না হয় তা হলে তা সমস্ত হৃদয় দিয়ে শুনতে চাই। গুরুতর কোন্ গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনি ভ্রমণের অযোগ্য এই ভূমিকে অলংকৃত করেছেন? কল্যাণরাশি আপনি নির্জন বনে কতদিন থেকে পর্যটনের কষ্ট সহ্য করছেন? সন্তাপের অযোগ্য আপনার এ দেহ কোন্ কারণে এমন সন্তাপজনক ভ্রমণে রত?

রাজা সসম্মানে বললেন—আর্য ! আপনার অমৃতের মতো নিরন্তর মধুঝরানো হৃদয়ের ধৈর্যধরানো সসম্ভ্রম বচনেই সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ সমস্ত ক্লেশ বা সন্তাপ অপনীত হয়েছে। অভ্যর্থনার অযোগ্য আমাকে মাননীয় বলে মনে করেছেন এতে আমি ধন্য। এই মহাবনে ভ্রমণের কারণ মতিমান্ আপনি শুনুন। আমার পরিবারের ইষ্টজন বিনষ্ট হবার পর আমার জীবনের একমাত্র বন্ধন আমার ছোটো বোন এখনও বেঁচে আছে। সেও পতিবিয়োগে কাতর হয়ে এবং শত্রুর হাতে নির্যাতনের ভয়ে ভ্রমণ করতে করতে দৈববশে এই বিন্ধ্যবনে প্রবেশ করছে, যে বিন্ধ্যবনে দুরাচারী শবরেরা বাস করে, যা অসংখ্যগজকুলে পূর্ণ, যেখানে অসংখ্য সিংহ ও শরভের ভয়, যেখানে প্রকাণ্ড মহিষেরা পথ আগলে থাকায় বণিকের চলাচল বিঘ্নিত হয়, যা ধারালো শর ও কুশতৃণে কর্কশ, যা অসংখ্য গর্তে বিষম। এই জন্যে তাকে খুঁজতে খুঁজতে আমরা রাতের পর রাত সর্বদা এই বনে বিচরণ করছি। কিন্তু এখনও তার হদিস পেলাম না। যদি বনচরদের কাছ থেকে কিছু শুনে থাকেন, গুরুতর বুঝেও তা বলুন'। একথা শুনে যেন উদ্বিগ্ন হয়েই ভদন্ত বললেন, 'ধীমন ! এমন কোনো সংবাদ আমাদের কাছে আসে নি। আমরা এরকমের কোনো প্রিয় সংবাদ আপনাকে উপহার হিসেবে দিতে পারছি না'। তিনি একথা বলতে না বলতেই হঠাৎ শমভাবের বয়সে বর্তমান অপর এক ভিক্ষু বিচলিত হয়ে এসে হাত জোড় করে করুণাপরবশ হয়ে সাশ্রুনয়নে বললেন—'ভাবন্ ভদন্ত ! সে এক করুণ দৃশ্য ! তরুণবয়সে বর্তমানা এক নারী কোনো নিদারুণ দেবাঘাতে শোকাবেগে বিহ্বল হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করছেন ; তাঁকে দেখলে মনে হয় পূর্বে সুখ ও শুভের মুখ তিনি দেখেছেন। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে আপনি গিয়ে তাঁকে সস্নেহ সমাদর করুন এবং সমুচিত উপদেশে আশ্বস্ত করুন। মৃত্যুর পূর্বে ক্লান্ত হলেও যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় যেন আপনার করুণারাশির স্পর্শ পায়'।

রাজার মনে হল এই নারীই তাঁর বোন। ভগ্নিস্নেহে তাঁর অন্তর বিগলিত হল, দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে কোনোরকম গদ্গদ কণ্ঠ নিয়ে জড়ানো-কথায় বাষ্পাকুল দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করলেন, পারাশারিন্ ! কতদূরে সেই নারী, এতক্ষণ বেঁচে আছে তো ? আপনি কি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ভদ্রে আপনি কে এবং কার ? কোথা থেকে আসছেন, কেনই বা এই বনে এসেছেন, কেনই বা অনলে প্রবেশ করছেন ?'

চিন্তান্বিতভাবে প্রথম থেকে আমাকে সব বলুন। আমি শুনতে আগ্রহী, সে আপনার চোখে পড়ল কী করে ? সে দেখতেই বা কীরকম ?

রাজা একথা বললে ভিক্ষুক উত্তর দিলেন—মহাভাগ ! শুনুন—আমি আজ প্রত্যুষেই ভগবানকে বন্দনা করে সৈকতরম্য নদীতীর দিয়ে ইচ্ছা মতো বহুদূর বেড়াতে গিয়েছিলাম। গিরিনদীর কাছেই এক ঘন লতাকুঞ্জে অতিকরুণ কান্না শুনতে পেলাম যা বহু নারীকে অস্থির করে তুলছিল। মনে হল কমলবন তুষারপাতে নষ্ট হয়ে যাওয়াতে যেন ভ্রমরীরা চিৎকার করছে, অথবা যেন বহুতন্ত্রীতে কেউ সজোরে ঝংকার তুলছে। আমার হৃদয়ে করুণা উদ্রিক্ত হলে আমি সেখানে গেলাম। দেখলাম বহুনারী-পরিবৃত একটি স্ত্রীলোককে। ঐসব নারীর পায়ের আঙুল পাথরের আঘাতে ফেটে গিয়ে তা থেকে রক্ত ঝরছিল। গুল্মের নিচের অংশে শস্যের মতো শর-কাঁটা বিঁধে যাওয়ায় তাদের চোখগুলো সংকুচিত, পথশ্রমজনিত শোকে (স্ফীতিতে) তাদের চরণ

নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। গাছগাছড়ার ঘষা লেগে হাঁটু ছড়ে যাওয়ায় তাতে ভূর্জপাতা জড়িয়ে রেখেছে তারা, বাতব্যাধিতে আক্রান্ত জঙ্ঘা-বেদনায় যারা জ্বরগ্রস্ত। ধুলোয় তাদের জঙ্ঘাপিণ্ড ধূসরিত হয়েছে, খেজুরের কাঁটায় জর্জরিত হয়েছে তাদের জানু, শতাবরী ওষধির ঘষা লেগে তাদের উরুদেশ ছড়ে গিয়েছে। বিদারী-কন্দে লেগে ছিঁড়ে গিয়েছে তাদের রেশমী শাড়ি। তাদের কাঁচুলিও ছিড়েছে বাঁশের ছুঁচলো শাখার খোঁচা লেগে। ফল পাড়বার জন্যে ফুলের শাখাকে নিচে নামিয়ে ধরায় তাদের হাতের তালুতে আঁচড় লেগেছে। হরিণের শিং দিয়ে কন্দ মূল বা ফলের জন্যে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তাদের হাত ছড়ে গিয়েছে। পানের অভাবে বিরসমুখে তারা কোমল আমলকী চিবোচ্ছে। কুশফুলের আঘাতে চোখ লাল হওয়ায় (বা ফুলে ওঠায়) তারা তাতে মনঃশিলার লেপ দিয়েছিল. কাঁটালতায় তাদের অলক বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, কেউ কেউ পল্লবকেই ছাতা করে নিয়েছিল, কেউ কেউ কলাপাতাকে হাতপাখা করে নিয়েছিল, কেউ বা পদ্মপাতার ঠোঙায় জল নিয়েছিল, কেউ কেউ মৃণালগুচ্ছকে পাথেয় করেছিল, কেউ বা রেশমী কাপড়ের আঁচলকে শিকা বানিয়ে তাতে নারকেলমালায় করে আমতেল ভরে নিয়ে যাচ্ছিল. অবশিষ্টদের মধ্যে ছিল শোকে বিকল বোবাকালা, কুঁজো, বামন, বধির ও বর্বর। নারীবেষ্টিতা ঐ স্ত্রীলোকটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কুলক্রমাগত বন্ধুর মতো প্রভালেপী লাবণ্য এঁকে ছেড়ে যায় নি। নিকটবর্তী বনলতা পল্লব প্রতিফলিত হয়ে মনে হচ্ছে এঁদের দেহ যেন সদ্য দুঃখের ক্ষতজনিত রক্তিমায় মণ্ডিত। কর্কশ দর্ভাংকুরে আঘাত পাওয়ায় তাঁর গায়ে রক্ত ঝরছিল। মনে হচ্ছিল পা দুটি যেন আলতায় মাখানো। অন্য নারীরা—উদ্‌গতনীল পদ্মদলে তার মুখে ছায়া করলেও তিনি ছায়াহীন (কান্তিহীন) মুখ ধারণ করছিলেন. শূন্যতায় তিনি যেন আকাশকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিলেন, চেতনাহীনতায় তিনি যেন মৃন্ময়ী, নিশ্বাসসম্বন্ধে মরুন্ময়ী, সন্তাপরাশিতে পাবকময়ী, অশ্রুপ্রস্রবণে জলময়ী, নিরবলম্বনতায় আকাশময়ী, চঞ্চলতায় বিদ্যুন্ময়ী, বিলাপবাণীর বাহুল্যে শব্দময়ী। মুক্তাময় বস্ত্র, কুসুম, কনকপত্র এবং অলংকার ত্যাগ করে তিনি যেন কল্পলতার মতো মহাবনে পতিতা; যেন শিবের শিরোদেশে পতিত চঞ্চলা গঙ্গার মতো পৃথিবী-গতা। বনকুসুমের পরাগে তার পদপল্লব ধূসরিত, প্রভাতাস্তের মূর্তির মতো তিনিও লোকান্তরগমনে অভিলাষিণী। অনবরত অশ্রুবর্ষণে মন্দাকিনী মৃণালিনীর মতোই তাঁর দীর্ঘায়ত চোখের শোভা ম্লান হয়েছিল, দুঃসহ রবিকরণের তাপজনিত খেদে নিমীলিত কুমুদিনীর মতোই তিনি যেন দুঃখে দিনযাপন করছিলেন। সলতে পুড়ে যাওয়ায় অসহায় দীপশিখার মতো শীর্ণ ও পাণ্ডু তাঁর দেহ, পার্শ্ববর্তী গজের বলাৎকার থেকে আত্মরক্ষায় বনহস্তিনীর মতো তিনি যেন মহাহ্রদে নিমগ্না, গহনবন ও ধ্যানে সমভাবে প্রবিষ্টা, তরুতলে এবং মরণে স্থিতা, ধাত্রীক্রোড়ে এবং মহা অনর্থে পতিতা, স্বামী ও সুখ থেকে দূরবর্তিনী, ভ্রমণ এবং আয়ু থেকে বঞ্চিতা, কেশকলাপে এবং মরণোপায়ে আকুলা, পথের ধুলো ও অঙ্গবেদনায় বিবর্ণা, প্রখর তাপ ও বৈধব্যে দগ্ধা, হাত ও মৌন অবলম্বন করে আছে তাঁর মুখ, প্রিয় সখীজন ও শোক তাঁকে ধারণ করে আছে, স্বজন ও বিলাস উভয়েই তাঁকে ত্যাগ করেছে। তাঁর কানে যেমন অলংকার নেই, তিনিও তেমনি নিজের মধ্যে নেই, অলংকার ও কাজকর্ম সমভাবেই তিনি ত্যাগ করেছেন, তাঁর বলয় ও মনোরথ উভয়েই ভগ্ন, তাঁর চরণে পরিচারিকা ও তীক্ষ্ন দর্ভাংকুর সমভাবে লগ্ন, তাঁর চোখ হৃদয়ে ও প্রিয়ে নিহিত,

তাঁর শ্বাস ও কেশ উভয়েই দীর্ঘ, তাঁর দেহ ও পুণ্য উভয়ই ক্ষীণ। পতিত বৃষ্টা ও অশ্রু ধারা তাঁরচরণে সমভাবে পতিত, তাঁর পরিজন ও জীবন অল্পই অবশিষ্ট, তিনি উন্মীলনে অলসা, অশ্রুমোচনে দক্ষা, চিন্তায় অবিচ্ছিন্না, আশায় বিচ্ছিন্না, দেহে কৃশা, নিশ্বাসে দীর্ঘা, দুঃখে পূর্ণা, বলে রিক্তা, আয়াসে অধ্যাসিতা, হৃদয়ে শূন্যা, প্রতিভায় নিশ্চলা, ধৈর্যে বিচলিতা। তিনি দুঃখরাশির বসতি, মনোবেদনার আধান, অনবস্থার অবস্থান, অধৈর্যের আধার, অবসাদের আবাস, আপদের আস্বাদ, অভাগ্যের অভিযোগ, উদ্বেগের উদ্বেগ, করুণার কারণ, পরাধীনতার পরাকাষ্ঠা।

তাঁকে দেখে ভাবলাম এমন আকৃতিকেও দুঃখ স্পর্শ করে। আমি কাছে যেতেই ঐ অবস্থায় থেকেও তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধায় মাথা নত করে আমাকে প্রণাম করলেন। আমিও প্রবল করুণায় প্রেরিত হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করে মনে মনে ভাবলাম——এই মহানুভাবাকে কী বলে সম্বোধন করব? যদি বলি 'বৎস' তাহলে তা হবে অতি স্নেহ, যদি বলি, 'মা' তা হলে তা হবে চাটুকারিতা, যদি বলি 'ভগিনী' তাহলে তা হবে আত্মগৌরব, যদি বলি 'দেবি' তাহলে তা হবে পরিজনের সংলাপ, যদি বলি 'রাজপুত্র' তাহলে তা হবে অস্ফুট, যদি বলি 'উপাসিকে' তা হলে তা হবে স্বাভিপ্রায়, যদি বলি 'স্বামিনি' তাহলে তা হবে ভৃত্যভাব, যদি বলি 'ভদ্রে' তাহলে তা হবে সাধারণ স্ত্রীলোককে সম্বোধনের মতো, যদি বলি 'আয়ুষ্মতি' তাহলে তা হবে এ-অবস্থায় অপ্রিয়, যদি বলি কল্যাণিনি তাহলেও তা হবে অবস্থাবিরুদ্ধ, যদি বলি 'চন্দ্রমুখি' তা হলে তা হবে অমুনিজনোচিত, যদি বলি 'বালে' তাহলে তা হবে অগৌরবদ্যোতক, যদি বলি 'আর্যে' তাহলে সেখানে তা হবে জরা আরোপ করা, যদি বলি 'পুণ্যবতী' তা হলে তা হবে ফলবৈপরীত্য (কারণ পুণ্যের কি এই পরিণাম?), যদি বলি 'ভবতি' তাহলে তা হয়ে পড়বে এক-বারেই সাধারণ, যদি বলি, 'কে আপনি,' তাহলে তা হবে অনভিজাত, যদি বলি 'কাঁদছেন কেন' তাহলে তা হবে দুঃখকারণের স্মারক, যদি বলি 'কাঁদবেন না' শোকের কারণ দূর না করে তাও হবে অসমীচীন, যদি বলি সমাশ্বস্ত হোন তাহলে প্রশ্ন উঠবে কোন্ বিষয়ে এই আশ্বাসন, যদি বলি 'স্বাগত' তাহলে তা হবে খুবই ছেঁদো কথা, যদি বলি 'আপনার কুশল তো?' তাহলে তা হবে মিথ্যা। আমি যখন একথা ভাবছি তখন ঐ স্ত্রীদলের মধ্যে থেকে শোকবিহ্বল এক কুলীন স্ত্রী আমার কাছে এসে কিছু-পাকাচুলে শোভিত মাথাটি মাটিতে রেখে হৃদয়-তাপসূচক অশ্রুবিন্দুতে চরণ দগ্ধ করে এবং অতি করুণ কথায় আমার হৃদয় দগ্ধ করে বললেন—'ভগবন্ঃ প্রব্রজ্যা সর্বজীবে দয়াদর্শী। সুগত-মতের মানুষেরা বিপন্নদের দুঃখ দূর করার দীক্ষায় দক্ষ। ভগবান শাক্যমুনির শাসন করুণার নিকেতন। বৌদ্ধ সাধুরা সকলের উপকারে তৎপর। পরোপকারই মুনিদের ধর্ম। প্রাণরক্ষার চেয়ে পুণ্যতর বলে জগতে আর কিছু গীত হয় না। যুবতীরা স্বভাবতই অনুকম্পার পাত্র, বিপন্ন হলে তো কথাই নাই, সাধুরা আর্তবাণীর সিদ্ধক্ষেত্র। আমাদের স্বামিনী পিতার মরণে, স্বামীর অভাবে (অবর্তমানে), ভাইয়ের প্রবাসে, অবশিষ্ট স্বজনদের বিচ্ছেদে হৃদয়ের অতিকোমলতার দরুন এবং সন্তানহীনতার দরুন অসহায় হয়ে পড়েছেন; এছাড়া নীচ শত্রুর হাতে বিড়ম্বিত হয়েছেন এই স্বভাবমনস্বিনী। এই বিশাল অরণ্যে ভ্রমণজনিত এঁর শ্রী বিনষ্ট হয়েছে। পোড়া দৈবের দেওয়া, উপর্যুপরি এ ধরণের বহু দুঃখে এঁর হৃদয়

বিহ্বল হয়ে পড়েছে। দারুণ দুঃখ সহ্য করতে না পারে তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করতে চলেছেন। যে-গুরুজনদের কথা স্বপ্নেও ইনি লঙ্ঘন করেন নি তাঁদের বারণও তিনি আজ শুনছেন না, হাসিঠাট্টার মধ্যেও যাঁদের সঙ্গে যিনি সর্বদা প্রেমভাব বজায় রাখতেন, অনুনয়কারিণী সেই সখীদের কথাও আজ তিনি মানছেন না। যে-সব পরিচারকদের তিনি কখনও তিরস্কার করেন নি, অসহায় ও অনাথ হয়ে অশ্রুবর্ষণ করে তারা যে প্রার্থনা করছে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করছেন। এঁকে রক্ষা করুন। এঁর অসহ্য শোক অপনয়নের উপযোগী উপদেশে নিপুণ বাণী প্রয়োগ করুন আপনি'। এইভাবে অতি করুণস্বরে কথা বলতে থাকলে তাঁকে উঠিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ধীরে ধীরে বললাম—'আর্যে আপনি যা বলছেন তা হবে। এই পুণ্যাশয়ার শোক দূর করবে আমার কথার এমন শক্তি নেই। আপনি যদি আর কিছুক্ষণ এঁকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন এ প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। কারণ অপর একজন সুগতের মতো আমার গুরু কাছেই আছেন। আমি তাঁকে এ বৃত্তান্ত বললে পরমদয়ালু তিনি অবশ্যই আসবেন। দুঃখান্ধকার বিদারণে দক্ষ বৌদ্ধবাণীতে এবং দৃষ্টান্ত-ভরা অনেক আগমের গৌরবান্বিত নানা বাণীর কৌশলে এই সুচরিতাকে জ্ঞানমার্গে উত্তীর্ণ করাবে। একথা শুনে 'তাড়াতাড়ি করুন' এ কথা বলে আবার পায়ে পড়লেন। আমিও অবিলম্বে এসে অনাথ, দীন ও দুঃখী বহুযুবতীর মরণের ধৈর্যনাশা অতিকরুণ বৃত্তান্ত গুরুকে নিবেদন করলাম।

তারপর রাজা (হর্ষ) সেই ভিক্ষুর অশ্রুমিশ্রিত কথা শুনে ভগিনীর নাম অশ্রুত থাকলেও সর্বদিক থেকে দুর্দশার মিল থাকায় নিঃসন্দেহ হয়ে ভগিনীর অবস্থাশ্রবণে দগ্ধ হয়ে বিহ্বলচিত্তে শ্রমণাচার্যের কানে কানে বললেন, আর্য ! নিশ্চয়ই সে এই অনার্য অতিকঠিনহৃদয় নৃশংস ও হতভাগ্যের (অর্থাৎ আমার ভগিনী, যে ভাগ্যহীনা, অকারণশত্রু ভাগ্যের বিধানে সে এই অবস্থায় এসেছে। আমার বিদীর্যমান হৃদয় একথা নিবেদন করছে। একথা বলে সেই শ্রমণকেও বললেন, 'আর্য। উঠুন। সে কোথায় দেখান। চেষ্টা করুন। বহুপ্রাণ রক্ষার পুণ্যার্জনের জন্য সবাই চলুন সেখানে, যদি কোনভাবে জীবিতাবস্থায় তাঁকে সম্ভাষণ করতে পারি।' একথা বলে উঠলেন।

সমস্ত শিষ্যবর্গকে নিয়ে আচার্য (দিবাকর) হর্ষের আগে আগে চললেন আর তাঁর পিছনে সমস্ত সামন্তেরা ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে তাদের (ঘোড়াদের) বল্গা আকর্ষণ করে চললেন। রাজার আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন সেই শিষ্য। এই ভাবে তাঁরা পায়ে হেঁটে অবিরল গতিতে সেই প্রদেশকে যেন (চোখ দিয়ে) পান করে নিলেন।" ক্রমে কাছে এলে তারা লতাবনের অন্তরিত মুমূর্ষু স্ত্রীলোকেদের বিরাট দলের সেই সময়ের উপযোগী আলাপন শুনতে পেলেন। ভগবন্ ধর্ম ! অবিলম্বে এসো। হে কুলদেবতা, তুমি কোথায় ? হে দেবি ধরণি ! দুঃখিনী দুহিতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ না কেন, কোথায় প্রবাসে গেলেন পুষ্পভূতিবংশের গৃহলক্ষ্মী ? হে মুখরবংশীয় নাথ ! নানা মনোবেদনায় বিধুর এই বিধবাবধূকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করছ না কেন ? ভগবন্ সুগত। সমস্ত ভক্তজনকে ফেলে তুমি নিদ্রিত ? পুষ্পভূতিভবনের পক্ষপাতী হে রাজধর্ম ! তুমি উদাসীন হয়ে আছ কেন ? হে দুর্দিনবন্ধু বিন্ধ্য ! তোমার প্রতি বদ্ধ এই অঞ্জলি কি ব্যর্থ হবে ? হে মা মহাটবী !

বিলাপকারিণী এই বিপন্নার কথা শুনছ না কেন ? হে সূর্য ! প্রসন্ন হও, এই অবস্থায় পতিব্রতাকে রক্ষা করো। বহুযত্নে রক্ষিত অকৃতজ্ঞ চরিত্রচণ্ডাল, তুমি তো রাজকন্যাকে রক্ষা করছ না। সুলক্ষণ দেহে থেকেই বা কী হল ? হে দেবি ! কন্যাস্নেহময়ি যশোমতি ! পোড়া দৈবরূপে দস্যু তোমাকে হরণ করেছে। দেব, প্রতাপশীল ! আমি দগ্ধ হচ্ছি অথচ তুমি উদাসীন, তোমার সন্তানস্নেহ শিথিল হয়েছে। মহারাজ রাজ্যবর্ধন ! তুমি তো দৌড়ে আসছ না, তোমার ভগিনীপ্রীতিও শিথিল দেখছি। হায়, মৃতেরা কী নিষ্ঠুর ! দূরে হ পাপকৃৎ পাবক, স্ত্রীহত্যায় তুই নিষ্করুণ ! জ্বলে উঠতে লজ্জা হয় না তোর ! ভাই বায়ু, আমি তোমার দাসী। দুঃখিজনের দুঃখহারা হর্ষদেবকে দ্রুত সংবাদ দাও। নিতান্ত নিষ্ঠুর শোকচণ্ডাল, এইবারে তোর মনোবাসনা পূর্ণ হল। দুঃখদায়ী বিচ্ছেদ-রাক্ষস, এবারে তুই সন্তুষ্ট হলি। বিজন বনে কাকে ডাকব, কাকে বলব, কার শরণ নেব, কোন্ দিকে যাব, অভাগা আমি কী করব ? গান্ধারিকা ! এই লতাপাশ গৃহীত হল। পিশাচ মোচনিকা ! শাখায় প্রলম্বিত হওয়া নিয়ে কলহ ত্যাগ কর। কলহংসী ! মাথা খুঁড়ছিস কেন ? মঙ্গলিকা ! গলা ছেড়ে কেঁদে লাভ কী ? সুন্দরী ! তোর সখীর দল কি দূরবর্তী হল ? সুতনু শবরিকা ! এই অমঙ্গলকর শবশিবিরে তুই কী করে থাকবি ? তুইও কি আগুনে ঝাঁপ দিবি। মৃণালকোমল মালাবতী ! তুই ম্লান হয়ে গিয়েছিস। মা মাতঙ্গিকা ! তুইও মৃত্যুকে বরণ করতে চলেছিস ! বৎস বংসিকা ! অনভিপ্রেত প্রেতনগরে তুই কেন বাস করবি ? নাগরিকা ! এর এই স্বামিভক্তি দেখে গৌরব বোধ করছি। বিরাজিকা ! রাজকন্যার বিপদে জীবনদানের সংকল্প নিয়ে তুই বিরাজিত। ভৃঙ্গারধারিণী। পাহাড়চূড়া থেকে এইভাবে গড়িয়ে পড়ার সংকল্পে তুই ধন্যা। কেতকী ! স্বপ্নেও এমন সুস্বামিনী কোথায় পাবি ! মেনকা ! অগ্নিদেব আমার দেহ দহন করে জন্মে জন্মে এই দেবীরই দাসী করুন। বিজয়া ! আগুনে হাওয়া দে। সানুমতী ! স্বর্গে যাবার সংকল্পে প্রস্তুত ইন্দীবরিকা তোকে প্রণাম করছে। কামদানী ! অগ্নি প্রদক্ষিণের আয়োজন কর। বিচারিকা ! অগ্নি প্রস্তুত কর। কিরাতিকা ! ফুল ছড়িয়ে দে। কুররিকা ! করবকের কলিতে চিতা সাজা। চামরধারিণী ! চামর নে। নর্মদা ! পরিহাসের মর্যাদাহীন হাসিকে মার্জনা কর। ভদ্রে সুভদ্রা ! তোর পরলোকগমন মঙ্গলময় হোক। মহৎগুণানুরাগিণী গ্রামেয়িকা ! তোর সদ্‌গতি কামনা করি। বসন্তিকা ! পথ ছাড়। দেবী ! ছত্রধারী বিদায় নিচ্ছে। চেয়ে দেখুন, আপনার প্রিয় বিজয়সেনা প্রাণ ত্যাগ করছে। রাজকন্যা ! আপনার আদরের তাম্বূলবাহিনী পত্রলতা পায়ে পড়ছে। কলিঙ্গসেনা ! এই শেষ আলিঙ্গন। আমাকে গাঢ় আলিঙ্গনে পীড়ন কর। বসন্তসেনা ! এই প্রাণ বিদায় নিচ্ছে। মঞ্জুলিকা ! সহস্রদুঃখে অশ্রুময় এই চোখ আর কতবার মুছবি ? আমাকে জড়িয়ে আর কত কাঁদবি ? যশোধনা ! বিধির বিধানই এই। মাধবিকা ! আজও আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিস কেন ? সান্ত্বনা দেবার অবস্থা কোথায় ? কালিন্দী সখীদের অনুনয় অঞ্জলির সময় চলে গিয়েছে। উন্মাদিনী মণ্ডপালিকা ! প্রিয় সখীদের প্রণিপাতের অনুরোধ পূরণ করা হয়েছে। একগুঁয়ে চকোরবতী ! চরণগ্রহণ একটু শিথিল কর। কমলিনী। আবার দৈবকে দোষারোপ করে কী লাভ ? সখীদের সঙ্গে মিলনসুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। আর্যে মহত্তরিকা তরঙ্গসেনা। নমস্কার। সখী সৌদামিনী !

তোকে দেখেছি। কুমুদিকা! অগ্নিপূজার ফুল নিয়ে আয়। রোহিণী। চিতায় চড়ব, হাত ধর আমার। জননী ধাত্রী! ধীর হও। পাপকারিনীদের কর্মের বিপাক এই রকমই হয়ে থাকে। আর্যচরণের জন্যে এই অঞ্জলি। মা, পরলোক প্রয়াণে এই শেষ প্রণাম। মরণকালে আমার হৃদয়ে এই প্রবল আনন্দময় উৎকণ্ঠা হচ্ছে কেন, লবলিকা! আমার অঙ্গগুলো কিসের আশ্বাসে এমন করে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে! বামনিকা! আমার বাঁ চোখ নাচছে। বন্ধু বায়স, ক্ষণপুণ্য আমার সামনে ক্ষীরী-তরুতে বসে মাঝে মাঝে বৃথা কা কা করছিস। হরিণী! উত্তরদিক থেকে হ্রেষাধ্বনি আসছে মনে হচ্ছে। গাছের আড়ালে কার এই প্রভাময় উন্নত ছত্রটি হতে পারে? কুরঙ্গিকা! কে পুণ্যনামা আর্যের অমৃতময় নাম করছে?

দেবী! হর্ষের আগমনে তোমার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হোক। একথা শুনে হর্ষ অবিলম্বে কাছে এলেন এবং অগ্নি প্রবেশে উদ্যত মূর্ছিতপ্রায় রাজ্যশ্রীকে দেখলেন। মূর্ছায় তাঁর চোখ নিমীলিত ছিল, রাজা ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে তাঁর ললাট স্পর্শ করলেন।

হর্ষ-রাজ্যশ্রী সাক্ষাৎ

তারপর প্রিয় ভাইয়ের হস্তস্পর্শে রাজ্যশ্রী সহসা চোখ খুললেন। হর্ষের করস্পর্শে রাজ্যশ্রীর মনে হল যেন প্রকোষ্ঠে বাঁধা সঞ্জীবনী ওষধির রস ঝরছে, আজ তা যেন বলয়মণির অচিন্ত্য প্রভাব উগলে দিচ্ছে, অথবা নখচন্দ্রের কিরণে অমৃতঝর্ণা ঝরাচ্ছে, চন্দ্রোদয় হওয়ায় শীতল জলকণাবর্ষী চন্দ্রকান্তের চূড়ামণি যেন মাথায় বাঁধা হচ্ছে, অথবা অতিশীতল মৃণালময় অঙ্গুলিতে গ্রথিত হৃদয়কে জুড়িয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ ভাই এলেন, তাঁর আগমন অপ্রত্যাশিত, তাঁর দর্শন অচিন্তিত, এ যেন স্বপ্নে দেখা। ভাইয়ের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে সেই সময়ে আবির্ভাবের দরুন নিরতিশয় এবং আত্ম-অভিবকারী দুঃখসম্ভারে রাজ্যশ্রী নদীমুখ থেকে নির্গত নালীর দুচোখে অশ্রুর স্থূল প্রবাহ বইয়ে দিয়ে 'হায় তাত', 'হায় মাতা', 'হায় সখীরা' এই বলে বিলাপ করতে লাগলেন। মুহুর্মুহু ঘনীভূত ভগিনীস্নেহে উদ্গত দুঃখে মুক্ত কণ্ঠে বিলাপ করে 'বৎস্যে! স্থির হও' ভাই একথা বলে সান্ত্বনা পেয়েও গালে হাত দিয়ে রইলেন। আচার্য বললেন, 'কল্যাণী অগ্রজ যা বলছেন তাই করো'। রাজপুরুষেরা আবেদন জানালেন—'দেবী! রাজার অবস্থাটা একবার দেখছেন না। বেশি কাঁদবেন না।' পরিজনেরা বললেন, 'স্বামিনি! ভাইকে দেখুন'। বান্ধববৃন্দারা বললে, 'মা, একটু বিশ্রাম করে আবার বিলাপ কোরো।' সখীরা সানুনয়ে বলল, 'প্রিয়সখী! কত আর কাঁদবে, এবারে এসো। মহারাজ অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছেন।' তবু দীর্ঘদিন অনুভূত দুঃসহ দুঃখভোগের দরুন শোকার্ত হৃদয়ে বাষ্পোচ্ছ্বাসে রুদ্ধ কণ্ঠে রাজ্যশ্রী বেশ কিছু সময় প্রবলভাবে রোদন করতে লাগলেন। শোকাবেগ স্তিমিত হলে ভাই আগুনের কাছ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিজে তিনি নিকটবর্তী তরুতলে গিয়ে বসলেন।

ধীরে ধীরে আচার্যও—তাহলে ইনিই হর্ষ—একথা জেনে তাঁর প্রতি সমাদরকে গভীরতর করলেন। মুহূর্তকাল পরে তাঁর নিভৃত ইঙ্গিতে শিষ্য পদ্মপাতায় জল আনলে তিনি নিজে তা নিয়ে বিনীতভাবে মুখ ধোবার জন্যে দিলেন। রাজাও সাদরে তা গ্রহণ করে প্রথমে নিরন্তর রোদনে আতাম্র এবং দীর্ঘকাল অশ্রুপ্রবাহে রক্তপদ্মের মতো ভগিনীর চোখ এবং পরে নিজে চোখ ধুলেন। রাজা মুখপদ্ম প্রক্ষালন করবার পর চারিদিকে সমস্ত লোক নিঃশব্দ হয়ে চিত্রার্পিতের মতো অবস্থান করল। তারপর রাজা ধীরে ধীরে

ভগিনীকে বললেন—'বৎসে। পূজনীয় এই ভদন্তকে প্রণাম করো। ইনি তোমার স্বামীর দ্বিতীয় হৃদয় এবং আমার গুরু'। রাজার কথায় পতিপরিচয় শ্রবণের আবেগে রাজকন্যার চোখে আবার জল এল। তিনি প্রণাম করলে আচার্য উদ্গত বাষ্পবারি কষ্টে দমন করতে চাইলেও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙায় তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হল। তিনি চোখ একটু ফিরিয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মৃদুবাদী ভদন্ত ক্ষণমাত্র নীরব থেকে সাদরে মধুর বচনে বললেন—'কল্যাণরাশি! অতি দীর্ঘকাল রোদন করবেন না। রাজপুরুষেরাও এখন রোদন থেকে বিরত হন নি। অবশ্যকরণীয় স্নানাবধি সেরে নেওয়া প্রয়োজন। স্নানান্তে সেই ভূমিতেই (আশ্রমে) আবার যাবেন সকলে।'

তারপর রাজা লৌকিক আচার এবং আচার্যের কথা মেনে নিয়ে উঠলেন এবং রাজ্যশ্রী সঙ্গে পাহাড়ী নদীতে স্নান করে সেই স্থানেই আশ্রমে গেলেন। সেইখানে প্রথমে সপরিজন ভগিনীর পাশে থেকে তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখলেন। এবং পরে তাঁকে ভোজন করালেন। ভগিনী শোকে বিহ্বল ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁর পতির উদ্দেশ্যে ভাইয়ের পিণ্ডদানের প্রযত্ন দেখলেন তখনই আহারাদিতে সম্মতি দিয়েছিলেন। এরপর রাজাও নিজে আহার করলেন। আহারান্তে পরিজনদের কাছ থেকে ভগিনীর বন্ধন থেকে শুরু করে গৌড়-উপদ্রবে পি কান্যকুব্জ থেকে গুপ্তনামক কুলপুত্র কর্তৃক বন্ধনমুক্তি, এবং মুক্তির পর রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুসংবাদ শুনে আহার-পরিত্যাগ ও তারই ফলে দুর্বল শরীরে বিন্ধ্যাটবী ভ্রমণের দুঃখবরণ ও সংসারে বীতরাগ হয়ে অগ্নিপ্রবেশের উদ্যম পর্যন্ত ঘটনা সবিস্তারে শুনলেন। তার পর রাজা শুধু ভগিনীর সঙ্গেএকত্র নির্জন ভূমিতে সুখাসীন হলেন, অনুচরেরা দূরে রইলেন। এই সময়ে আচার্য রাজার কাছে এসে ধীরে ধীরে উপবেশন করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন —শ্রীমন্! শুনুন। আমার কিছু বলবার আছে।

ইনি রাত্রির কর্ণাভরণ তারাপতি চন্দ্র। ইনি পুরাকালে যৌবন সমাগমে অতি চঞ্চলা বহু পত্নীকে যৌবনোন্মত্ততায় অবহেলা করে ইন্দ্রপুরোহিত বৃহস্পতির ধর্মপত্নী তারাকে পত্নীরূপে পেতে ইচ্ছা করে তাঁকে অপহরণ করে স্বর্গ থেকে পালিয়ে গেলেন এবং সেই চকিতচকোরলোচনা সর্বাকারে রমণীয়া অতিকামুকা তারার সঙ্গে বিহার করে রমণীয় দেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন। অনেকদিন পরে সমস্ত দেবতারা অনুরোধ করলে তাঁদের সম্মানে তারাকে আবার স্বামীর কাছে প্রত্যর্পণ করলেন। সেই বরাঙ্গনার বিরহ অবশ্য সর্বদা তাঁর হৃদয়ে ইন্ধনের মতো জ্বলতে লাগল।

একবার তিনি উদয়াচল থেকে উদিত হবার সময় সমুদ্রের নির্মল জলে সংক্রান্ত নিজের ছায়া দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে কামভাব নিয়ে তিনি স্মরণ করলেন তারার মুখের সহাস্য কপোলতল। তখন কামদেব তার হৃদয় মন্থন করতে লাগলেন। স্বঃস্থ (স্বর্গস্থ) হয়েও অস্বস্থ তিনি সমস্ত কুমুদবনের প্রভাপ্রবাহ পান করে উজ্জ্বল হয়ে নিজের নয়ন থেকে অশ্রুজল প্রবাহিত করতে লাগলেন। সমুদ্রে পতিত সমস্ত অশ্রু পান করে নিল মুক্তাশুক্তিরা। তাদের গর্ভে প্রস্তুতঐ মুক্তারাশি কোনোভাবে পেয়ে গেলেন পাতালবাসী বাসুকি-নামে নাগপতি। তিনি পাতালেও-তারা দেখানো ঐ মুক্তাফল দিয়ে একাবলী গাঁথলেন। তার নাম দিলেন মন্দাকিনী। ঐ একাবলী হার সমস্ত ওষধির নাথ ভগবান চন্দ্রমার প্রভাবে অত্যন্ত বিষঘ্নী এবং হিমরূপ অমৃত উৎপন্ন হবার দরুন সমস্ত প্রাণীর

সন্তাপহারিণী হল। এই জন্যে বিষজ্বালাকে শান্ত রাখবার জন্যে বাসুকি তাকে সর্বদা ধারণ করতেন। কিছুদিন গেলে নাগদের দ্বারাই পাতালে আনীত নাগার্জুন নামে এক ভিক্ষু নাগরাজ বাসুকির কাছ থেকে চেয়ে ঐ মালাটি পেলেন। পাতাল থেকে নির্গত হয়ে নাগার্জুন তিন সমুদ্রের অধিপতি নিজের মিত্র রাজা সাতবাহনকে ঐ একাবলী মালা প্রদান করলেন আর ঐ মালা কোনো ভাবে শিষ্যপরম্পরায় আমাদের হাতে এল। যদিও আপনাকে কিছু দেওয়া আপনার অসম্মান তবু ওষধি হিসেবে সমস্ত জীবের রক্ষায় প্রবৃত্ত, রক্ষণীয় শরীর ধারণকারী বুদ্ধিমান ও আয়ুষ্মান আপনি বিষ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এটি গ্রহণ করুন।' এই বলে তিনি নিকটস্থ শিষ্যের ছিন্নবস্ত্রে বাঁধা মন্দাকিনীকে বের করলেন।

মালাটি বের করে নেওয়া মাত্র প্রভালেপী উজ্জ্বল কিরণ অবকাশ পেয়ে ছড়িয়ে পড়লে এর প্রকাশে দিকগুলি একই সঙ্গে শুভ্রবর্ণ ধারণ করল। মুকুলিত লতাবধূদের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে তরুদল একেবারে মূল থেকেই বিকশিত হয়ে উঠল। মনে হল নবমৃণালের লোভে বনসরসীর হাঁসের দলে দলে পাখা বিস্তার করে আকাশকে সাদা করে দিতে দৌড়ে চলেছে। যেন ভারের দরুন ঝরে-পড়া পরাগে উজ্জ্বল এবং গর্ভনিষ্ক্রান্ত সূচিকার মতো তীক্ষ্ণ-ডগা কেওড়ার ঝাড় ফুটে উঠেছে। দলগুলি বিকশিত হওয়ায় নিদ্রোন্মুক্ত কুমুদিনীরা যেন জেগে উঠেছে, বহু সিংহ ঘাড়ের শুভ্রকেশর চারদিকে ঝলমলিয়ে যেন চলে বেড়াচ্ছে, বনদেবতারা যেন শুভ্রদন্ত-কিরণমালায় বনকে লেপন করে হাসছে, কাশবন যেন শিথিল পুষ্পকোষের পরাগের রূপে অট্টহাসি হেসে বিকশিত হচ্ছে, চমরীগাই যেন দোলায়মান কেশ ব্যজনে বনকে শুভ্রবর্ণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বর্ধমান ফেনিল ও চঞ্চল তরঙ্গের রূপে গিরিনদীর প্রবাহ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, অন্য তারার লোভে প্রসন্ন পূর্ণচন্দ্র যেন কিরণরাশিতে দিঙ্মণ্ডলকে আক্রমণ করে উদিত হয়েছে। দাবানলের ধূলিতে দিবসের দিগন্ত ধূসরিত হয়েছিল, মনে হচ্ছে এখন যেন তা প্রক্ষালিত হয়েছে। নারীদের অশ্রুজলে ক্লিষ্ট মুখ আবার যেন ধৌত হল।

রাজার চোখ সামনে-পড়া কিরণের ছটায় ধাঁধিয়ে গেল। তিনি মুহুর্মুহু চোখ খুলতে ও বন্ধ করতে থাকলেন। শেষে কোনোরকমে চেষ্টা করে দেখলেন সেই মালাটিকে। সমস্ত দিক পূর্ণ করা পঙ্ক্তিরূপে একত্রিত হয়ে তা যেন দিগ্‌গজের শুঁড় থেকে নির্গত জলকণার সংহতি। ঘন মুক্তায় গাঁথা মালাটি যেন শরৎকালীন জ্যোৎস্নার ঘনমুক্ত (মেঘমুক্ত) লেখা। তা যেন বালচন্দ্রের সঞ্চরণবীথি যাতে পদচিহ্ন অঙ্কিত (পক্ষে, যাতে পদকচিহ্ন অর্থাৎ মধ্যমণি বিরাজিত) তা যেন হস্তমুক্ত (পক্ষে, নক্ষত্রমুক্ত) সপ্তর্ষিমালা, যা সমস্ত ভুবনের (কৌস্তুভাদি) ভূষণের ভূতির (সমৃদ্ধির) প্রভাবকে পরাস্ত করে শিবের সেই চন্দ্রকলার সমান, যা ভুবনের ভূষণের (শিবের) ভূতি (ভস্ম) গ্রহণ করে এমনভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যেন ধবলতারূপে গুণ (ধর্ম) গ্রহণ করে বাইরে নির্গত ক্ষীর-সাগরের কান্তি, অনেক রাজ-পরম্পরা (কুলক্রম) থেকে আগত এবং দুর্গতি (দারিদ্র্য)-নাশিনী সেই গঙ্গার সদৃশ যা পর্বতপরম্পরা (শ্রেণী) থেকে আগত এবং দুর্গতি (নরক)-রোধিনী। সেই একাবলী যেন মহেশ্বর (মহারাজ) সত্তার আগমনে বাহিত অগ্রপতাকার মতো, যার রেশমবস্ত্র পবনবেগে নিত্য চঞ্চল (পক্ষে, মহেশ্বরসত্তার অর্থাৎ শিবসত্তার সূচক অগ্রপতাকার মতো যা পবনবেগে নিত্য চঞ্চল), তা যেন ঈশ্বরের (শিবের) সম্মুখে নিঃসৃত কর্পূরশুভ্র দন্তপঙ্ক্তি (পক্ষে, রাজার নিরন্তর দৃঢ়-

ধবল দন্তপঙ্‌ক্তি), যা শ্রেষ্ঠ (পক্ষে, পরিণেতৃ-) মনোরথ পূরণে সমর্থ ভুবনলক্ষ্মীর স্বয়ংবর মালার মতো।

নিজের কিরণের আবরণে তা দুর্লক্ষ্য হয়ে রইল, যেন তা পৃথিবীর প্রীতিজনিত নর্মহাস্য। যেন তা মন্ত্র, কোশ ও সাধন-প্রবৃত্ত রাজধর্মের অক্ষমালা। তা যেন মুদ্রা ও অলংকারময় কুবেরকোষের সংখ্যানির্দেশক লেখ্যপট্টিকা। এই একাবলী-মালা দেখে বেশ কিছুক্ষণ মনে মনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রইলেন রাজা। আচার্য তা উঁচু করে রাজার বন্ধুর স্কন্ধে বেঁধে দিলেন। রাজাও প্রত্যাদর দেখিয়ে বললেন, 'আর্য! পুরুষেরা প্রায়ই এমন রত্নলাভে বঞ্চিত। এ আর্যেরই তপঃসিদ্ধি অথবা দেবতার অনুগ্রহ। এখন আমাদের নিজেদের উপরই বা কতটুকু কর্তৃত্ব. এই উপহারটির গ্রহণ-বর্জনের কথ দূরে থাকুক। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর থেকেই আমার হৃদয় আপনার মহান গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়েছে এবং আমি আপনার বশীভূত হয়েছি। আমি সঙ্কল্প করেছি আমরণ এই শরীর আপনারই সেবায় উৎসর্গিত থাকবে। আপনার ইচ্ছাতেই আমার কর্তব্য নির্ণীত হবে।

কিছু সময় কাটলে যখন একাবলীসংক্রান্ত আলোচনা শেষ হল এবং রাজ্যশ্রী কিছুটা আশ্বস্ত হলেন তখন ধীরে ধীরে তিনি নিজের তাম্বূলবাহিনী পত্রলতাকে ডেকে তার কানে কানে বললেন—'দেব! দেবী জানাচ্ছেন আর্যের সামনে কখনও উচ্চস্বরে কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না। কিছু জানানো তো দূরের কথা। এই শোকের দুঃসহতা আমাকে চালিত করছে, বিরূপ ভাগ্যের দেওয়া এই দশা আমার বিনয়কে শিথিল করেছে। পতি বা অপত্যই সাধারণতঃ অবলাদের অবলম্বন। যার কোনোটিই নেই দুঃখাগ্নির ইন্ধনে পরিণত তার জীবন ধৃষ্টতামাত্র। আর্যের আগমনে কোনোভাবে মরণচেষ্টা প্রতিহত হল। এখন কাষায় গ্রহণের আজ্ঞা দিয়ে এই পাপিনীকে অনুগ্রহ করুন'। কিন্তু রাজা একথা শুনে নির্বাক রইলেন।

মুনির উপদেশ

তারপর আচার্য ধীরে ধীরে বললেন—'আয়ুষ্মতি! শোক পিশাচের পর্যায় শব্দ। এ অপস্মারেরই অন্য রূপ, এ অন্ধকারের যৌবন, এ বিষের বিশেষণ। এ যম না হয়েও প্রেতগণের নায়ক। এ নির্বাণধর্মহীন অগ্নি। এ অক্ষয় রাজযক্ষ্মা, এ লক্ষ্মী-নিবাসহীন জনার্দন (জনপীড়ক), এ পাপপ্রবৃত্ত ক্ষপণক, এ জাগরণহীন নিদ্রাভেদ-মাত্র, এ অনলস-ধর্মা (অনল-সধর্মা) সন্নিপাত (ব্যাধি, নিপাতক) এ শিবসহচর বিনায়ক (অশিব সহচর = অমঙ্গল সহচর, বিনাশক), এ অবুধসেবিত গ্রহসমূহ (বিবুধজন দ্বারা অসেবিত বাসনাসমূহ), এ অননুকূল অগ্নিভেদ (এ চিত্তবৃত্তি-অনিরোধী পরম জ্ঞান), এ তৈলযোগে বায়ুর প্রকোপ (এ স্নেহে উন্মাদ), এ মানসিক অগ্নি (এ মানস সরোবরসম্ভূত অগ্নি), এ স্নেহজনিত রজোগুণের বিক্ষোভ (এ জলসেচনে ধূলিনিবারণ), এ জল থেকে শুষ্কতা (এ প্রীতিজনিত পোষণ) এ লৌহিত্যের কৃষ্ণবর্ণে পরিণতি (এ আসক্তিজনিত মরণ পরিণাম), এ হৃদয়ের মহাব্রণ যা সর্বদা অশ্রুরূপ রক্ত ঝরায়, এ প্রাণের সেই তস্কর যা দোষের ঘন অন্ধকারে (পক্ষে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে) প্রবেশ করে। এ ক্ষিত্যাদি মহাভূতসমূহের ঘাতক যা নিশ্চেতনার কারণ (পক্ষে, প্রাণিপূর্ণ গ্রামের বিনাশক যা জনশূন্যতার কারণ), এ দোষের সম্রাট যে সমস্ত বিগ্রহের (শরীর বা কলহের) বিনাশক। এ এক দীর্ঘরোগ যা কৃশতা, শ্বাসকষ্ট,

প্রলাপাদি উপদ্রবের জনক। এ সর্বলোকবিধ্বংসী দুষ্টগ্রহ ধূমকেতু। এ বিদ্যুৎ ও মেঘহীন প্রাণঘাতী বজ্রপাত। অনিন্দ্য বিদ্যার প্রকাশে দ্যুতিমান দুরূহ গ্রন্থের গূঢ় মর্মগ্রহণে দক্ষ, বহু কাব্যকলায় অভিজ্ঞ, বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিদ্বজ্জনের হৃদয়ই শোকাঘাত সহ্য করতে পারেন না, নবমালিকা কুসুমের মতো কোমল সরস মৃণালতন্তুর মতো দুর্বল অবলাদের হৃদয় যে তা পারবে না তা তো বলাই বাহুল্য।

এই অবস্থায় হে সত্যব্রতা! বল এবিষয়ে কী করার আছে, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যাবে, কার কাছে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা হবে, এবং হৃদয়দাহী দুঃখের কথা জানানো হবে? বুদ্ধিমান মর্ত্যধর্মাদের চোখ বুজে সব সহ্য করতে হবে। পুণ্যবতী! এই সব পুরাতনী স্থিতি কে পরিবর্তিত করতে পারে? সমস্ত মানুষের জন্যে জন্ম-জরা-মরবর্ণ ঘটনের ঘটীযন্ত্রবাজির রজ্জু দিনরাত সঞ্চরমাণ। পঞ্চমহাভূতরূপ অধ্যক্ষ-অধিষ্ঠিত অন্তঃকরণের ব্যবহার দর্শনে দক্ষ ধর্মরাজের কঠোর অনুশাসন সমস্ত নিজের মতো ক'রে পরিবর্তিত কার নেয়। ঘরে ঘরে ক্ষীয়মাণ আয়ু মাপবার জন্যে ঘড়ি তৈরি আছে যা প্রতিটি ক্ষণের হিসাব রাখে। জগতে সমস্ত প্রাণীর প্রাণ উপহার নেবার জন্যে যমরাজের ভীষণ আজ্ঞা চারদিকে ঘুরে বেড়ায়! সমস্ত প্রাণীর প্রস্থানে সূচনা দেখার জন্যে যমরাজের নাকাড়া নিরন্তর বেজে চলেছে। তপ্তলোহার মতো চোখ নিয়ে বিষের মতো কৃষ্ণবর্ণ দেহধারী কালপুরুষেরা হাতে কালপাশ নিয়ে দলে দলে চারদিকে ঘুরছে। ঘরে ঘরে ভীষণ দূতের হাতে বাদ্যমান ঘণ্টার টংকারের চেয়েও ভয়ংকর সমস্ত প্রাণীর সংহারের জন্যে ঘোর বিনাশের ঘোষণা। সমস্ত দিকে পরলোকযাত্রীদের পায়ে চলার পথ তৈরি হয়ে আছে যেখানে চিতাধূমে মলিন যমরাজের পতাকার উপরে শকুন দৃষ্টি মেলে আছে, যেখানে শোকে রোরুদ্যমানা ব্যাকুল বিধবাদের বিকীর্ণ কেশকলাপে শবলিত সহস্র শবযান চলেছে, যেখানে শৃগালশাবকেরা শ্মশান-বাটিকায় চিৎকার করছে। পথগুলি যাত্রীদের পরলোকের আবাসে পৌঁছে দেয়। সমস্ত জগৎকে গ্রাস বানিয়ে তা লেহন করতে লুব্ধ, দীর্ঘ, ছিদ্রান্বেষী রক্তলিপ্ত এবং চিতার অঙ্গারের মতো কৃষ্ণবর্ণ কালরাত্রির জিহ্বা প্রাণীদের জীবন লেহন করছে (গাভী যেমন বৎস্যের স্কন্ধ লেহন করে তেমনি ভাবে) সর্বভূতভুক ভগবান যমরাজের বুভুক্ষা তৃপ্তি কী তা শেখে নি। অনিত্যতার নদী অতিদ্রুত বয়ে চলে। পঞ্চভূতের পঞ্চায়েত ক্ষণস্থায়ী। যন্ত্ররূপ শরীরের পিঞ্জররূপ কাঠাম রাতারাতি ভেঙে পড়ে। শরীর গড়ার পরমাণু (পূর্বজন্মকৃত) শুভাশুভপ্রভাবে বিশীর্ণ হয়ে পড়ে। জীবের বন্ধনপাশের তন্তুগুলো সহজেই ছিঁড়ে যায়। নশ্বর চরাচর কারো নিজের বশে নেই! মেধাবিনি! এ কথা উপলব্ধি করে, কোমল মনে অন্ধকারের বিস্তারকে প্রশ্রয় দিও না। বিবেকের একটি মুহূর্ত ধৈর্যের বড়ো সহায়। শোক গভীর হলেও এখন তোমার পিতৃতুল্য বড়োভাইকে দেখা উচিত, না হলে তোমার কষায়গ্রহণের এই কল্যাণরূপী সংকল্পকে কে না অভিনন্দিত করে! ভগবতী প্রব্রজ্যা সমস্ত মনোজ্বর প্রশমনের কারণ। মনস্বীদের এই হল পরম কল্যাণ। মহাভাগ হর্ষদেব এখন তোমার মনোরথ অনুমোদন করছেন না। ইনি যা বলেন তাই করা উচিত। ভাই ব'লে হোক, জ্যেষ্ঠ ব'লে হোক, স্নেহশীল ব'লে হোক, গুণবান ব'লে হোক, এরই নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত হবে'। একথা বলে চুপ করলেন।

হর্ষের আবেদন

তাঁর কথা শেষ হলে রাজা বললেন, 'আর্যছাড়া আর কে এমন কথা বলবেন? আপনারা জগতের ঘোরবিপদের অবলম্বনস্তম্ভ যা না চাইতেই দেবতারা নির্মাণ করেছেন। আপনারা মোহান্ধকারনাশী স্নেহার্দ্রমূর্তি ধর্মপ্রদীপ। কিন্তু প্রণয়প্রদানের প্রশ্রয় পেয়ে অতি প্রীতি দুর্লভ মনোরথের অভিলাষী হয়। অতিপ্রিয়তা হৃদয়ের সংকোচ অতিক্রম ক'রে ধীরকেও ধৃষ্ট করে তোলে। ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে স্বার্থতৃষ্ণা শিষ্টকেও অশিষ্ট করে তোলে। সজ্জনেরা সমুদ্রের মতোই প্রার্থনার মর্যাদা রক্ষা করেন। মাননীয় আপনি না চাইতেই প্রথম থেকেই আপনার শরীর আমাকে দান করেছেন। তাই আপনার কাছে কিছু প্রার্থনা আছে। আমার এই ভগিনী বালিকা এবং বহুদুঃখপীড়িতা। সমস্ত কাজ ফেলে রেখেও একেই সর্বদা পালন করা আমার উচিত। কিন্তু ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে শত্রুকুল নাশ করার প্রতিজ্ঞা আমি সর্বসমক্ষে নিয়েছি। শত্রুকৃত পূর্ব অপমানের অভিভবকে সহ্য করতে না পেরে আমি নিজেকে ক্রোধের হাতে সমর্পণ করেছি। তাই আর্যও কিছুকাল আমার কাজে নিজেকে নিয়োগ করে আপনার দেহ অতিথিকে দান করুন। আজ থেকে যত দিন না আমি আমার প্রতিজ্ঞাভারকে হালকা না করি, যতদিন না পিতার মৃত্যুশোকে বিহ্বল প্রজাদের আশ্বস্ত না করি ততদিন আপনি আমার এই পার্শ্ববর্তিনী ভগিনীকে ধর্মীয় কথায়, রজোহীন মঙ্গলকর উপদেশে, শীল ও উপশমপ্রদ শিক্ষায়, ক্লেশনাশী বৌদ্ধদর্শনে প্রতিবোধিত করুন—এই আমার অভিপ্রায়। আমার কাজ শেষ হলে ইনিও আমার সঙ্গেই কাষায় গ্রহণ করবেন। মহতেরা অর্থিজনের জন্যে কী না করেন? ধৈর্যের সমুদ্র দধীচি নিজে অস্থিদানে ইন্দ্রকে কৃতার্থ করেছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ কৃপালু বৃদ্ধ শরীরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অনুকম্পাবশে নিজেকে কতবারই না হিংস্রপশুদের জন্যে উৎসর্গ করেছিলেন। আমি আর বেশি কী বলব, আপনি এর অনেক বেশি জানেন'। একথা বলে রাজা চুপ করলেন।

ভদন্ত আবার বললেন, 'সজ্জনেরা এক কথা দুবার বলে না। আপনার গুণে আকৃষ্ট হয়ে প্রথমেই আমি কায়োৎসর্গ করেছি। কোনো উপযোগিতায় না আসা এ অধম ছোটো হোক, বড়ো হোক, যে কোনো কাজে লাগুক এ—তো আপনারই ইচ্ছাধীন'। তাঁর প্রণয় এইভাবে অভিনন্দিত হলে প্রসন্ন হয়ে রাজা রাতটা সেখানেই কাটালেন, ভোর হলে বস্ত্রালংকারাদি দানে সন্তুষ্ট করে নির্ঘাতকে বিদায় দিলেন এবং আচার্য ও ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে কিছু দূর এসে গঙ্গার পারে নিজের সেনানিবাসে ফিরে এলেন।

সন্ধ্যাবর্ণনা

সেখানে রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কী করে মিলিত হলেন সে কথা প্রিয়জনদের বলতে বলতে সূর্য আকাশ পারে অস্ত গেল। চক্রবাকের প্রিয় দিন বহুমধুপঙ্কে পিঙ্গল পঙ্কজ-রাশির মতো সংকুচিত হয়ে গেল। সূর্য নবশোণিতের মতো অরুণবর্ণ লোকালোক পর্বতে বিচ্ছুরিত নিজের পাপময়ী কিরণরাশি নিজের শরীরে গুটিয়ে নিল। যেমন কুপিত যাজ্ঞবল্কের মুখ থেকে বমন-করা যজুর্মন্ত্রকে (শাকল্য) পান করে নিয়েছিলেন।[১৮] ক্রমে সূর্যের রক্তিমা লাল মাংসের মতো আরও বৃদ্ধি পেল এবং মুহূর্তের জন্যে মনে হল যেন তা ভীমসেনের করপুটে উৎপাটিত টাটকা রক্তের অঙ্গরাগে রৌদ্র অশ্বত্থামার উষ্ণীষবন্ধের স্বভাবোৎপন্ন চূড়ামণি[১৯], তা যেন পিতামহ ব্রহ্মার কপালপাত্র

যা মস্তকের শিরা ও নাড়ির রক্তে পূর্ণ হয়ে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে, যে মস্তক রুদ্রদের কাছে থেকে ভিক্ষা গ্রহণে দক্ষ ত্রিপুরারি ছেদন করেছিলেন।[২০] তা যেন পিতৃবধে কুপিত পরশুরাম নির্মিত দূরব্যাপী শোণিত হ্রদ, সহস্রার্জুনের প্রশস্তবিকট স্কন্ধ ছেদ করবার কুঠারধারায় কর্তিত ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠছিদ্রনির্গত রক্তের সহস্র প্রণালীতে পূর্ণ।[২১] অথবা তা যেন গরুড়ের গুরুতর নখরাঘাতে বিদীর্ণ হওয়ায় ক্ষরিত রক্তে আপ্লুত, ভয়ে হাত-পা সেঁদনো পিণ্ডাকারও নিষ্প্রাণ বিভাবসু-নামে কচ্ছপের মতো আকাশে লুণ্ঠিত। অথবা তা যেন আকাশে আনীত অরুণ-গর্ভ খণ্ডিত মাংসপিণ্ডের মতো, নিয়তকাল অতীত হলে সখেদে দাক্ষায়ণী যা নিক্ষেপ করেছিল।[২২] অথবা তা যেন সুমেরুর গৈরিক তটের মতো অথবা তা যেন বৃহস্পতির সেই বিশাল কটাহের মতো যার মধ্যে অসুর নাশের জন্যে অবিচারকর্মের উদ্দেশ্যে রক্তের স্বার্থে চরু রান্না হচ্ছে;[২৩] অথবা তা যেন মহাভৈরবের সেই মুখমণ্ডলের মতো যা সদ্য-নিহত গজদানবের রক্তে লিপ্ত হয়ে ভীষণ হয়ে উঠেছে।[২৪] সমুদ্রজলে পড়া প্রতিবিম্বের রাশিতে রঞ্জিত মেঘে আশ্রয় নিয়েছে বেতাল-সদৃশ সায়ংকালীন বেলা, মনে হচ্ছে তারা যেন কাঁচা মাংস খাচ্ছে। দীপমান সন্ধ্যা-রাগে রঞ্জিত জলরাশিমণ্ডিত সাগর দেখে মনে হচ্ছিল যেন তার কায় পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর স্থূল উরুর মধ্যে নিষ্পিষ্ট মধু আর কৈটভের রক্তে আবার লাল হয়ে উঠেছে।[২৫] সন্ধ্যা সময় অতীত হলে নিশা নরেন্দ্রের জন্যে উপহার রূপে চন্দ্রমাকে নিয়ে এল। মনে হচ্ছিল যশপানের পিপাসু তাঁর জন্যে তাঁর নিজের কুলকীর্তি মুক্তাপর্বতের শিলায় তৈরি পানপাত্র নিয়ে এসেছে অথবা যেন সত্যযুগ আরম্ভ করবার জন্যে উদ্যত তাঁর (হর্ষের জন্যে) রাজাশ্রী আদি (রাজার মনু বা পৃথুর) মুদ্রাঙ্কিত চাঁদী শাসনপট্টিকা নিয়ে এসেছে অথবা যেন সমস্ত দ্বীপের জয় করার ইচ্ছায় তাঁর জন্যে আয়তি (ভবিষ্য) শ্বেত দ্বীপের দূত নিয়ে এসেছে।

অষ্টম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত

হর্ষচরিত সমাপ্ত

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম উচ্ছ্বাস

১ ব্রহ্মকথা—

মূলে আছে 'ব্রহ্মোদ্যাঃ'। 'বদঃ সুপি ক্যপ্' (পা. ৩।১।১০৬) সূত্র অনুসারে বদ্ ধাতুর সঙ্গে ভাবে ক্যপ্ প্রত্যয় করে 'ব্রহ্মোদ্য' শব্দটি গঠিত। এটি বিশেষ্যপদ, 'অর্শাদিভ্যোঽচ্' সূত্রানুযায়ী অচ্ প্রত্যয় যোগে একে বিশেষণ করে নেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন 'অচ্' প্রত্যয় যোগ না করেও একে সরাসরি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা চলে।

২ তারাপতেঃ ভ্রাতা—

অত্রির তিন সন্তান—চন্দ্র, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয়। অত্রির পত্নী অনসূয়া দক্ষ প্রজাপতির কন্যা।

৩ বিশ্বস্মানস—

'মানস' শ্লিষ্ট—১. মন ২. মানসসরোবর। 'গুণ' শ্লিষ্ট—১ দয়াদাক্ষিণ্য ২ তন্তু

৪ সমস্ত বিদ্যা সরস্বতীর অন্তর্গত। তিনি সাকার দেবী। তাঁর ওষ্ঠ স্বভাবতই রক্তবর্ণ ছিল। কিন্তু কবি কল্পনা করেছেন বিদ্যারা (মূর্তিমতী দেবীরা) যখন সরস্বতীর মুখে প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁদের পায়ের আলতা সরস্বতীর ওষ্ঠে লেগে যাওয়ায় তা রক্তবর্ণ হয়েছে।

৫. হাসির রঙ শুভ্র—এটি কবিকল্পনাসিদ্ধ।

৬ শাপশাসনপট্ট—

ক্রোধে দুর্বাসার শরীর কেঁপে ওঠায় মৃগচর্ম স্খলিত হতে থাকল। তিনি তা আবার ঠিক মতো বিন্যস্ত করতে চাইলেন। মৃগচর্ম যেন তাঁর কাছে শাপ দেবার আজ্ঞাপত্র।

৭. অক্ষমালা যেন সরস্বতীর পক্ষপাতী অক্ষরমালা যা দুর্বাসাকে শাপদানে নিবৃত্ত করবার জন্যে যেন দুর্বাসার হাত ধরে অনুরোধ করছিল।

৮ ভস্মের সঙ্গে মাথায় লাগানোর ত্রিপর্ব রেখাকে পুণ্ড্রক বলে।

এর বিধান—

'ঊর্ধ্বপুণ্ড্রং মৃদা কুর্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা সদা।
তিলকং বৈ দ্বিজঃ কুর্যাচ্চন্দনেন নিজেচ্ছয়া ॥

৯ যোগীর পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ

১০ এমন ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণোচিত সদ্‌গুণহীন অর্থাৎ নীচ ব্রাহ্মণ।

১১ চারটি সাকার বেদ ক্রুদ্ধ হবার ফলে তাদের গা দিয়ে ঘামের বিন্দু ঝরতে লাগল, কবিকল্পনায় ওগুলো ঘামের বিন্দু নয়। তাদের পূর্বপীত সোমরসের বহির্নির্গমন।

১২ দ্বিজন্মা কিন্তু শুধু ব্রাহ্মণই নয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন বর্ণই দ্বিজন্মা।

মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনাৎ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশস্তস্মাদিতে দ্বিজা স্মৃতাঃ।

এখানে অবশ্য 'দ্বিজন্মা' বলতে ব্রাহ্মণই বুঝতে হবে।

তুলনীয়—
বিদ্বানবিদ্বান্ বা ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।—মহাভারত।

১৩. সূত্রপাতমিব—
ব্রহ্মার দন্তপঙ্‌ক্তির শুভ্র কিরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি যেন এখন কলিযুগের পর সত্যযুগ নির্মাণের কথা ভাবছেন। কোনো শিল্পী ভবন-নির্মাণের আগে চূনের রেখা এঁকে ভূমিকে সূত্র দিয়ে মেপে নেয়।
ব্রহ্মার দশনকিরণও যেন যুগনির্মানের পূর্বে চারিদিক মাপবার সূত্র।

১৪. মধুমদ—
মদিরা-পানে মত্ত কামিনীদের কামোদ্রেক হওয়ায় তাদের সম্ভোগেচ্ছা উৎপন্ন হয়েছে। সেইজন্য এখন তাদের প্রয়োজন রাত্রির। 'এই সূর্য আমাদের সম্ভোগের প্রতিবন্ধক' এই মনে করে তারা যে কটাক্ষ হেনেছে তাতেই সূর্য যেন অস্তাচলের শিখরে পতিত হয়েছে।

১৫. স্বর্গঙ্গার স্বর্ণবর্ণ তটে ঐরাবত যখন দাঁত দিয়ে আঘাত করে তখন তটের কিছু স্বর্ণরেণু তাতে লেগে যায়। ফলে তা পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে।

১৬. অভিসারিকা—
কান্তার্থিনী তু যা যাতি সংকেতং সাভিসারিকা'।

১৭. জ্বলিতবৈতান—
এখানে 'সাধন' শব্দের অর্থ 'সৈন্য'। ধর্মই মুনিদের সৈন্য আর কুটির হল স্কন্ধাবার। যজ্ঞীয় অগ্নির শিখা যেন স্কন্ধাবারে কৃত আরতি।

১৮. কোনো মাননীয়ের কেশাকর্ষণ করে যদি তাঁকে অপমান করা যায় তবে তার মন মলিন হয়ে যায় এবং তিনি লজ্জায় আত্মগোপন করেন। কিন্তু চাঁদের কিরণ এসে নলিনীদের কেশকলাপে পড়তেই তাদের মানভঙ্গ হয়, অপমানবোধ আর তাদের থাকে না।

১৯ রক্তবর্ণ চন্দ্রমণ্ডল—
এখানে দ্বৈত উৎপ্রেক্ষা। ১. আত্মস্থ মৃগরুধিরে লিপ্ততা ২. বিভাবরীবধূর অধরোষ্ঠের রক্তিমা।

২০. গোলোক—
শ্বেত হবার দরুন ইন্দুমণ্ডল হাতির দাঁতের সমতুল্য। জ্যোৎস্নায় সমস্ত সমুদ্র ভরে গিয়েছে। জ্যোৎস্না শুভ্র। মনে হচ্ছে গোলোক থেকে দুগ্ধধারা প্রবাহিত হয়ে পড়ছে। চন্দ্রমণ্ডল ঐ দুগ্ধ-নালার প্রান্তিক মুখপরিধি॥

২১ বলা বাহুল্য এ সম্বোধন সরস্বতীকেও করা হয়েছে। কমলালয় থেকে বিদায় নিয়ে তিনিও মর্ত্যপথে চলেছেন।

২২. বালখিল্য—
প্রজাপতি ক্রতু ও তাঁর পত্নী সন্নতির ষাট হাজার পুত্রকে বালখিল্য বলা হয়। আকারে এরা অঙ্গুষ্ঠ মাত্র।

ষষ্টির্যানি সহস্রাণি মুনীনামূর্ধ্বরেতসাম্।
অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রাণাং জ্বলদ্ভাস্কর তেজসাম্॥ —বিষ্ণুপুরাণ

২৩. সুষুম্নাস্রুত—

মূল শব্দটি সুষুম্ন, সেক্ষেত্রে 'সৃত' না ধরে 'আস্রৃত' ধরতে হবে।

২৪. পুরাণ অনুসারে বসুন্ধরা সপ্তদ্বীপা। প্রত্যেক দ্বীপ একেকটি সাগরে বেষ্টিত। সপ্তসাগরের শ্রেষ্ঠ ক্ষীরসাগর। তাই তাকে সাগররাজ বলা হয়।

২৫. পঞ্চ ব্রহ্ম—
সদ্যোজাত, বামদেব, তৎপুরুষ, অঘোর, ঈশান।

২৬ মুদ্রাবন্ধ—
পূজায় মুদ্রাবন্ধের বিধান আছে। বিনা মুদ্রাবন্ধনে পূজা নিষ্ফল হয়।
মুদ্রাবিমুক্ত হস্তেন ক্রিয়তে কর্ম দৈবিকম্।
যদি তন্নিষ্ফলং তস্মাৎ কর্মমুদ্রান্বিতশ্চরেৎ ॥'

২৭ অষ্টপুষ্পিকা :
শিবের অষ্টমূর্তির জন্যে নির্দিষ্ট আটটি পুষ্প—
বক, দ্রোণ, দুর্ধুর, সুমনা, পাটলা, পদ্ম, উৎপল, সূর্য।

২৮ ক্ষীরোদেনেব—
ছত্র 'সার্ধচন্দ্র' অর্থা অর্ধচন্দ্রাকার ক্ষীরসমুদ্র ও সার্ধচন্দ্র অর্থাৎ অর্ধচন্দ্রযুক্ত, কারণ সমুদ্রমন্থনে অর্ধচন্দ্রই উঠেছিল। ছত্রে মুক্তার মণ্ডলাকার ঝালরে লেগে ছিল সমুদের ঐ রত্নের প্রাবল্য। রত্নের বিভিন্নতা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ছত্র শংখ, ক্ষীর ফেনের মতো শুভ্র আর ক্ষীরোদ সমুদ্র শংখ, ক্ষীরও ফেনে শুভ্র। উভয়েই লক্ষ্মীপ্রদান করছে—প্রথম ক্ষেত্রে লক্ষ্মী হল শোভা বা সৌন্দর্য, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'লক্ষ্মী' হলেন লক্ষ্মীদেবী—সমুদ্র থেকে যিনি উত্থিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

১, ২ প্রারম্ভিক শ্লোকদুটির ইঙ্গিত :
হর্ষবর্ধনের খুড়তুতো ভাই কৃষ্ণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাণভট্টের উপকার করবে অর্থাৎ তাঁকে রাজানুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত করবে।

৩ শাস্ত্রে ভোজনের পূর্বে বৈশ্বদেবের উদ্দেশ্যে অন্ন-বলির বিধান আছে। বিশ্বদেব বিশেষ দেবতার এক সমবায়॥ অন্তর্গত দশজন দেবতা :
'বসুঃ সত্যঃ ক্রতুর্দক্ষঃ কালঃ কামো ধৃতিঃ কুরুঃ।
পুরুরবা মাত্রবাশ্চ বিশ্বদেবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।'

৪ এখানে গ্রীষ্মের উপর মহাকাল শিবের এবং বসন্ত-ঋতুর উপর যুগের আরোপ করা হয়েছে। যুগসংহারের সময় মহাদেবের অট্টহাসি প্রসিদ্ধ। মহাদেব যেমন যুগের সংহার করেন, তেমনি গ্রীষ্মও বসন্ত ঋতুর সংহার করেছে। 'মহাকাল' শব্দ এখানে শ্লিষ্ট।

৫ হিমদগ্ধ—
গ্রীষ্মে সূর্যের উত্তরায়ণ হয়। কবি কল্পনা করছেন সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে হিমালয়ের উপর অভিযান করছে, কারণ তার প্রিয়া কমলিনীকে সে ভস্ম করেছে।

৬. সভস্মকাঃ 'ভস্মক' এমন এক রোগ যাতে মানুষের ক্ষুধা এত বেড়ে যায় যে সে খেয়েই চলে।
ভুক্তং ক্ষণাদ্ ভস্ম করোতি যস্মাৎ তস্মাদয়ং ভস্মকসংজ্ঞকোঽভূৎ।

৭. নৃগ—বৈবস্বত মনুর পুত্র,
তিনি একটি বিবাদমীমাংসায় বিলম্ব করায় ব্রাহ্মণের শাপে কৃকলাসে পরিণত হয়েছিলেন।
নিষধ, দিলীপ—রঘুবংশীয় রাজা।
নহুষ—যযাতির পিতা, আয়ুর পুত্র। তিনি অভিশপ্ত হয়ে অজগরে পরিণত হয়েছিলেন। নাভোগ—বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত এক রাজা।

৮, সমস্ত দিক্‌কে (সমস্ত দিকের প্রজামণ্ডলীকে) প্রসাধিত করতেই তিনি উৎসাহী, নিজ পত্নীরূপে চর্মপুত্তলীদের প্রসাধনে নয়।

৯. কৃতকশিপু—
যাকে ভোজন ও আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছে।
'কশিপু স্বন্নমাচ্ছাদনম্' ইত্যমরঃ।

১০. দেবীভাগবতে মহাশ্বেতা বলা হয়েছে।

১১ ক্ষণক্ষণদৃষ্টনষ্ট—সহস্র চামর দোলানো হচ্ছে। চামরের উপরে-নিচে যাবার অন্তরালটুকু বড়ো ছোটো। এইজন্যে দর্শকদের কাছে পৃথিবী দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে।

১২. হর্ষবর্ধনের শাসনের অনেক আগেই কলিযুগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এখন সে কলি চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ অন্যায়-অধর্মের রাজত্ব শেষ হয়েছে।

১৩. অঙ্গুলি লিখিত—পরাজিত সামন্তরা কিছু করার নেই বলে হাতের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছিল। নখের দীর্ঘ ধবল কিরণ মাটিতে পড়ছিল। কবি কল্পনা করছেন, সেগুলো যেন চামর। সামন্তেরা যেন ধরিত্রীকে সেগুলো সমর্পণ করছিল। এখন যেন তারা সূর্যের সেবায় নতুন করে চামর দোলাবে।

১৪. বৃহৎ-বদন—তার মুখের সৌন্দর্যচ্ছটা সূর্যদেবকেও পরাস্ত করছিল। সূর্য যেন পিছনে সরে গিয়ে তার সৌন্দর্যচ্ছটাকে পথ করে দিচ্ছিল। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমনে সাধারণ লোকে যেমন পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়—তেমনি।

১৫. দর্পশাতের সঘনধ্বনিকে আকাশের চাতকেরা এবং ভূ-তলের পোষা ময়ূরেরা মেঘ-গর্জন বলে মনে করছিল। জলবিন্দুর আশায় চাতকেরা আনন্দিত হচ্ছিল আর মেঘাগমনের আশায় ময়ূরেরা নৃত্য করছিল।

১৬. তাপ দূর করার জন্য হাতিরা পদ্ম-বিলে গিয়ে থাকে।

১৭. দ্বিতীয় দাঁতটিতে সংলগ্ন মৃণাল দেখে মনে হচ্ছে তা যেন যুদ্ধ চিন্তায় রোমাঞ্চিত।

১৮. দর্পশাত মদস্রাবী গণ্ডস্থলে শুঁড় রেখে ইক্ষুদণ্ড দিয়ে তা চুলকাচ্ছে - এতে সেখানে কিছু চিহ্ন পড়েছে। সেখানে জুটেছে মদগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরেরা। কবি কল্পনা করছেন দর্পশাতের গণ্ডস্থল যেন দানপট্ট (দান-পত্র) যাতে ইক্ষুদণ্ডের লেখনী দিয়ে স্বাক্ষর করা হচ্ছে। ভ্রমরগুঞ্জনে মনে হচ্ছে তারা যেন দানপত্রটি পাঠ করে শোনাচ্ছে। এখানে দানপত্র হচ্ছে গজপতি, দানবস্তু হচ্ছে বন।

১৯. দুন্দুভিমণ্ডিত অন্য হাতির উপস্থিতিতে দর্পশাত নিজে অপমানিত মনে করছে।

২০. জিন = মহাবীর বা মারজয়ী বুদ্ধ।
২১. নাগ—১. (হস্তীপক্ষে) অন্য হস্তী ২ (গরুড়পক্ষে) সর্প।
২২. 'নারদো হি কলহব্যসনী—'।
২৩. পরমাণু অতি সূক্ষ্ম, ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুতে তো দর্পশাতের বিশাল দেহ নির্মিত হতে পারে না। এক-একটা পাহাড়কেই যেন পরমাণু হিসেবে নিয়ে বিধাতা এই গজরাজকে নির্মাণ করেছেন।
শ্লোকটি (দৌবারিকবর্ণিত) যেমন দর্পশাতের বর্ণনা তেমনি হর্ষের চরিত্রচিত্রণও বটে।
জলকেলি করছেন (পৃ ৫৬, পঙক্তি ১২)—
দর্পশাতের শরীরের তেজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর সঙ্গে মিশেছে রত্নাভরণের ছটা। মনে হচ্ছে স্বাধীন রাজাদের সঙ্গে সে মৃণালসূত্রে ভরা সরোবরে বিহার করছে।
২৪. অনিচ্ছন্তম্ (অনিচ্ছুক হলেও)—
এখানে ঐতিহাসিক তথ্যের সংকেত থাকলেও থাকতে পারে ঃ
কোনো এক বোধিসত্ত্বের পরামর্শে হর্ষবর্ধন রাজসিংহাসনে বসতে চান নি। হুয়েনসাঙের বিবরণেও একথা সমর্থিত।
২৫ চতুঃসমুদ্রের সমস্ত লাবণ্য (পৃ ৫৬, পঙ্‌ক্তি ২৯)—
সমুদ্রমন্থনে একটিমাত্র সমুদ্র থেকেই লক্ষ্মী নির্গত হয়েছিলেন, যাঁকে বিষ্ণু গ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু হর্ষ চার-চারটি সমুদ্রের লক্ষ্মীকে (লাবণ্যকে) ধারণ করেছিলেন। এতে বিষ্ণুর চেয়ে হর্ষের উৎকর্ষই প্রতিপাদিত হয়।
২৬. এখানে স্নেহশব্দ শ্লিষ্ট। যুদ্ধে রক্তে ভেজা তরবারিতে স্নেহবৃষ্টি অর্থাৎ তৈল-সিঞ্চন করা হত, যার ফলে তরবারি পরিমার্জিত হত।
২৭ কলিকাল—
নীলমণিময় পাদপীঠ যেন কলিযুগ (কৃষ্ণবর্ণতার দরুন)। তার মাথায় পা রেখে হর্ষ কলিযুগকে অপমানিত করছিলেন। অর্থাৎ নিজের রাজ্যে কোনো পাপকর্ম হতে দিচ্ছিলেন না তিনি।
২৮. পৃথিবীধারণের চিন্তা (পৃঃ ৫৭, ২য় অনুচ্ছেদ ত্রয়োদশ পঙ্‌ক্তি)—
রাজার হৃদয় অত্যন্ত গুরুভার। পৃথিবীপালনের সমস্ত চিন্তা ঐ হৃদয়ে ভর করেছে বলে তা গুরুভার। ঐ গুরুভার হৃদয় নুয়ে পড়ত, যদি স্তম্ভের মতো দুটি উরু তাঁর না থাকত।
২৯. এখানে হর্ষের দানশীলতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। পাঁচ বছর পরপর হর্ষ নিঃশেষে সব দান করে দিতেন। বিশ্বজিৎযজ্ঞে এইভাবে সর্বস্ব দিতে হয়। হুয়েন-সাঙের বিবরণেও হর্ষের এই সর্বস্বদানের উল্লেখ আছে।
৩০ কবি কল্পনা করছেন ওঁর মুখের স্মিতহাস্যরূপ কুমুদ ওঁর মুখকে চাঁদ বলে মনে করে কাছে আসছে। দন্তচ্ছটার রূপে মুখ তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।
৩১. অমৃত ও পরিজাত সমুদ্রোত্থিত বলে এই উৎপ্রেক্ষা।
৩২ স্ব-পত্নীপ্রীতিই রস, অন্যাসক্তি তা নয়।
৩৩ সরস্বতীর কাছেই এঁর দাস-ভাব বা একান্ত আনুগত্য।

৩৪ নেয় = অত্যন্ত বিশ্বাসী।

৩৫. বিশেষ করে এই ছন্দের ব্যবহার অলংকারশাস্ত্র-নির্দেশিত।

৩৬ উক্তিটি হর্ষ-পক্ষেও প্রযোজ্য।

৩৭. ভুজঙ্গ = বক্রগতি > দুশ্চরিত্র।

৩৮. মূলে আছে 'অক্ষিগত'। অক্ষিগত = দ্বেষ্য (শংকর)।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

১. প্রথম শ্লোকে হর্ষপরিবারের প্রবর্তক পুষ্পভূতির মহত্ত্বের সংকেত। দ্বিতীয় শ্লোকে ভাবী ঘটনা পুষ্পভূতি কর্তৃক ভৈরবাচার্যের উপকারসাধন, লক্ষ্মীদর্শন, ভৈরবাচার্যের আধিদৈবিক রূপধারণ ইত্যাদি সংকেতিত।

২. বিষ্ণু আষাঢ় মাসে সুপ্ত হন, কার্তিক মাসে জাগ্রত হন।

৩ অশ্বদের নীরাজন—
নীরাজন = আরতি
অশ্বদের আরতি একটি ধর্মীয় ও সামরিক প্রথা।

৪ মন্ত্র যথোচ্চারিত ও যথাপ্রযুক্ত হলেই আহুতি অভীষ্ট দোহন করে।

৫ বৈতানবহ্নি ঃ যজ্ঞীয় অগ্নি।

৬. আলস্য ঃ মূল শব্দটি 'কৌসীদ্য'। কৌসীদ্য = আলস্য।

৭. মাঙ্গলিক তিলকের জন্যে নির্দেশিত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে গোরচনা অন্যতম ঃ
তীর্থমৃদ্-যজ্ঞকাষ্ঠং চ বিল্বো মলয়সম্ভবম্।
জাহ্নবীমৃন্মহানিম্বতুলসীকাষ্ঠমেব চ……গোরচনা
গন্ধকুষ্ঠং জলং চাগুরুগোময়ম্।

৮. গমক (পৃ ৬৫, পঙ্ক্তি ৫ম) ঃ গময়ন্তি রাগস্বরূপিতমিতি গমকাঃ
সংজ্ঞা ঃ গমকঃ স্বশ্রুতিস্থানচ্ছায়াং প্রত্যন্তরাশ্রয়াম্।
স্বরো যো মূর্ছনামেতি গমকঃ স ইহোচ্যতে।

৯ চন্দ্রের গুরুপত্নী হরণ ঃ
অন্য রাজারা স-দোষ, কিন্তু হর্ষ অ-দোষ, এই বিষয়টি প্রতিপাদনের জন্যেই রাজান্তরে দোষপ্রদর্শন। চন্দ্রের নৃপতিত্ব প্রতিপাদনের জন্যে 'দ্বিজরাজ' প্রতিশব্দের ব্যবহার।

১০ পুরূরবা পূর্বদিক জয় করতে বেরিয়েছিলেন। প্রভূতধনশালী এক বিপ্র তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। রাজা সেই ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং ঐ ব্রাহ্মণের অভিশাপে বিনষ্ট হন। রাজা ব্যতীত প্রজারা বাঁচবে কী করে এ কথা বিবেচনা করে রাজার অবশিষ্ট আয়ু নিয়ে আয়ুঃ নামে এক রাজর্ষির সৃষ্টি করেছিলেন।

১১ নহুষের দ্বিতীয় পুত্র যযাতি দেবযানীর পাণিগ্রহণ করেন। দেবযানী ছিলেন ব্রাহ্মণবংশীয়া অতএব যযাতির অবিবাহ্যা। যযাতির পাপ এই অসবর্ণবিবাহ-জনিত।

১২ সুদ্যুম্ন পার্বতীর পবিত্র গুহায় পদার্পণ করার দরুন অভিশপ্ত হয়ে স্ত্রীরূপ

গ্রহণ করেছিলেন।

১৩. সোমক শতপুত্রকামনায় নিজপুত্র জন্তুকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৪. যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা পৃথিবী জয় করে ইন্দ্রকে জয় করতে চেয়েছিলেন। লবণ দানবকে বধ করলে ইন্দ্র মান্ধাতাকে রাজ্যদান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মান্ধাতা লবণকে আক্রমণ করেন, কিন্তু রাবণের কাছে ছিল শিবের অলৌকিক শূল। ফলে মান্ধাতা নিহত হন।

১৫. পুরুকুৎস তপশ্চারণার মধ্যেই মেকল-কন্যার সঙ্গে যৌনসংসর্গে লিপ্ত হন।

১৬. রাজা কুবলয়াশ্ব মৃগয়ায় বেরিয়ে রৌদ্রক্লান্ত হন এবং সরসীতে প্রবেশ করে রসাতলে যান এবং অশ্বতরা নামে নাগকন্যাকে বিবাহ করেন।
তুলনীয়ঃ 'কুবলয়াশ্বো অশ্বতরকন্যামপি জগাম।'—বাসবদত্তা।

১৭ নৃগ এক ব্রাহ্মণের গাভী অন্য ব্রাহ্মণকে দান করেন। প্রকৃত অধিকারী রাজার দ্বারস্থ হন কিন্তু রাজা বিলাসে মগ্ন হয়ে তাঁর প্রতি উদাসীন হওয়ায় অভিশপ্ত হয়ে কৃকলাসত্ব বরণ করেন।
অর্থিনাং কার্যসিদ্ধ্যর্থং যস্মাত্ত্বং নৈষি দর্শনম্।
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কৃকলাসো ভবিষ্যসি।
—রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৫৩ ১৮।
তুলনীয়ঃ নৃগঃ কৃকলাসতামগমৎ —বাসবদত্তা।

১৮ সৌদাস (কল্মাষপাদ নামেও বিদিত) মৃগয়াক্লান্ত হয়ে ঋষি বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তি-মুনিকে পথ ছেড়ে দিতে বলেন। শক্তি অসম্মত হলে সৌদাস তাঁকে বেত্রাঘাত করেন। কুপিত হয়ে শক্তি তাঁকে অভিশাপ দেনঃ 'রাক্ষস হয়ে নরমাংস ভোজন করো।'

১৯ মাহিষ্মতীরাজ কার্তবীর্য পরশুরামের পিতা জমদগ্নির কামধেনু অপহরণ করে পরশুরামের হাতে নিহত হন। রাজা গোব্রাহ্মণের প্রতিপালক হবেন, পীড়ক নয়—এই ছিল তখনকার রাজাদর্শ।

২০ মরুত্ত ইন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবার জন্যে যজ্ঞের আয়োজন ক'রে সেই যজ্ঞের পৌরোহিত্য করার জন্যে বৃহস্পতিকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু বৃহস্পতি অসম্মত হলে তার ভাই সংবর্তকে দিয়ে এই যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

২১. কামাতিশয্যের জন্যে কিন্দম-মুনি পাণ্ডুকে এই মর্মে অভিশাপ দেন যে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমরত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন।

২২ যুধিষ্ঠির রটনা করেন অশ্বত্থামা নিহত। দ্রোণাচার্য মনে করেন তাঁর প্রিয়পুত্রই নিহত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি অস্ত্রত্যাগ করেন, নিরস্ত্র অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেন। আসলে অশ্বত্থামা-নামে একটি গজ নিহত হয়েছিল। যুধিষ্ঠির যদিও 'ইতি গজ' কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু অনুচ্চ কণ্ঠে। তিনি জানতেন উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত 'অশ্বত্থামা হত' কথাটিতেই দ্রোণাচার্য অবশ হয়ে পড়বেন। সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের এ আচরণ অকল্পনীয়।

২৩ ক্ষীরসাগরের দুগ্ধপান করে ইত্যাদি—কারণগুলি কার্যে সংক্রমিত।

২৪ 'একেই বলে মৈষাল' গান। 'মৈষাল' তাহলে ঐ সময়েও প্রচলিত ছিল।

২৫. বৃষবিবাহ। কারো মৃত্যুর একাদশ দিনে গাভীদের সঙ্গে একটি বৃষকে ছেড়ে

দেওয়া হত। একে বলে বৃষবিবাহ বা বৃষোৎসর্গ।
একাদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥

২৬. কামকলা এ সময়ে সর্বত্র সমাদৃত ছিল।

২৭. কলাবিৎ বোঝাতে 'বিজ্ঞানী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২৮. পূষণ—আদিত্য বিশেষ; সূর্য।

২৯. বিঘ্ননাশক বিনায়ক গজানন।
গণেশ সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্ননাশক বলে সমস্তদেবতার আগে পূজিত হন। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে গণেশকে স্তুতিতে প্রসন্ন করার পর বিঘ্ন ও অশান্তি নাশের বর্ণনা আছে।

৩০ সৌপ্তিক পর্ব। মহাভারতের একটি পর্ব। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের শেষদিকে কৃপ ও কৃতবর্মা একটি ন্যগ্রোধতরুর তলে শুয়েছিলেন। এই সময় একটি প্যাঁচাকে নীড়ে প্রবেশ করে ঘুমন্ত কাকদের নিধন করতে দেখে অশ্বত্থামা রাতের অন্ধকারেই নিদ্রিত পাণ্ডবশিবিরে হানা দেবার পরিকল্পনা করেন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

১ অন্য রাজারা ছলকপটতা করেন, অতিলুব্ধতায় জোর করে কর আদায় করে প্রজা-পীড়ন করেন, কিন্তু ইনি তা করেন না।

২. গণেশের নাম 'একদন্ত'! কিন্তু তাঁর আর-একটি দাঁত কোথায় গেল? পুরাণে আছে একবার হর-পার্বতী গণেশকে দ্বারে নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে পরশুরাম এসে শিবের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ভিতরে ঢুকতে চান। গণেশ বাধা দিলে, দুজনের যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে পরশুর আঘাতে গণেশের একটি দাঁত ভেঙে যায়।

৩ এই শ্লোক দুটিতে হর্ষের মহত্ত্ব সংকেতিত।

৪ ব্রহ্মার নিজের হাতে দিগ্‌গজ নির্মাণের কথা আছে এই শ্লোকে ঃ
সূর্যস্যাণ্ড কপালে দ্বে সমানীয় প্রজাপতিঃ।
হস্তাভ্যাং পরিগৃহ্যাদৌ সপ্ত সামান্যগায়ত॥
গায়তো ব্রহ্মণস্তস্য সমুৎপন্না মতঙ্গজাঃ।
(হস্ত্যায়ুর্বেদ ১।১১৮—২১৯)

৫ হূনেরা একটি দুর্ধর্ষ জাতি। তাদের হরিণের সঙ্গে তুলনা করায় প্রভাকরবর্ধনের অমিতবলবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬ কুটপাকল হাতিদের মারাত্মক একরকম জ্বরবিশেষ ঃ
'কুটো নামাশুকাতনমাশুঘাতনং দ্বিরদানাম্।
তস্মাৎ কুটপাকলমাচক্ষ্মহে' ইতি হস্ত্যায়ুর্বেদঃ।

৭. মূলে আছে 'সীমন্তয়ন্'। সীমন্ত=সিঁথি।
রাত রমণীকেশের মতো কালো।
ঝকঝকে তরোয়ালের আলো রাত্রিরূপী নায়িকার কেশকে যেন সীমন্ত করে তুলেছে। অর্থাৎ অন্ধকার তরোয়ালের দীপ্তিতে যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে।

৮ (পৃ ৯৪) আখ্যায়িকায় ভাবার্থসূচক বক্তৃ ও অপরবক্তৃ ছন্দ থাকে।
বক্তৃ—অনুষ্টুপের মতো। বক্তৃতেও প্রতি পাদে আটটি করে অক্ষর থাকে, আর প্রতি পাদে প্রথম চার অক্ষরের পর য-গণ হয়।
লক্ষণ ঃ বক্তৃং যুগভ্যামগৌ স্যাতামব্ধের্যো হনুষ্টুভিঃখ্যাতম্।
অপর বক্তৃ ঃ অর্ধসমবৃত্ত ঃ
প্রথম ও তৃতীয় পাদে এগারো এগারো করে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে বারো বারো করে অক্ষর থাকে।
লক্ষণ ঃ অযুজি ননরলা গুরুঃ সমে
তদপরবক্তৃমিদং নজৌ জরৌ।

৯ গুরুজন কেউ কাছে এলে রানী উঠতে চাইছেন, কিন্তু গর্ভভারের দরুন উঠতে পারছেন না। কবি কল্পনা করছেন গর্ভস্থ শিশু গর্বিত। সে চায় না তার মা কারো কাছে নত হন, তাই সে মাকে উঠতে দিচ্ছে না।

১০ পয়োধরের (স্তনের) উপর পয়োধর (জল রাখবার) কলসত্ব আরোপের অভিপ্রায় এই যে চক্রবর্তী হর্ষবর্ধনের জন্যে যে জল আনা হচ্ছে তা বিশুদ্ধ ও সুরক্ষিত। জলকলসে কেউ বিষ না মেশায় এই জন্যে কালোরঙের গালার সিলমোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্তনাগ্র যেন সেই অঙ্কিত মুদ্রার উপরদিক।

১১ শুভ্রদ্যুতি ও দুগ্ধধারার সাম্য ভবভূতিও দেখিয়েছেন—
স্বপয়তি হৃদয়েশং স্নেহনিষ্যন্দিনী তে
ধবলমধুরমুগ্ধা দুগ্ধকুল্যেব দৃষ্টিঃ।—উত্তররামচরিত ঃ ৩ ২৩

১২ পূর্ণপাত্র বলতে বোঝায় বস্ত্রাভরণাদি পূর্ণ যা উৎসবে শুধু দানেই দেওয়া হয় না, তা বলপূর্বক গ্রহণও করা যায়, তাতে দোষ নেই।
হর্ষাদুৎসবকালে যদ্ অলংকারাংশুকাদিকম্।
আকৃষ্য গৃহ্যতে পূর্ণপাত্রং স্যাৎ পূর্ণকঞ্চ তৎ॥

১৩ পুত্রজন্মাদি উৎসবে বন্দীদের মুক্তি দেবার প্রথাসুপ্রাচীন। দীর্ঘশ্মশ্রু ও অস্নাত বন্দীদের মলিনবর্ণের জন্যে তাদের কলির বন্ধুবান্ধব হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। হর্ষের জন্মে কলি তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

১৪ পূর্ণপাত্র ছিনিয়ে নেবার মতো, দোকান লুট করাও দোষের ছিল না উৎসবের আনন্দে। রাজা নিশ্চয় দোকানীদের ক্ষতিপূরণ দিতেন।

১৫ স্ত্রীরাজ্য ঃ
পাণ্ডবদের অশ্বমেধের অশ্ব এই স্ত্রীরাজ্যে আবদ্ধ হলে অর্জুনের সঙ্গে প্রমীলার সাক্ষাৎ হয়, এবং পরে বিবাহ হয়।

১৬ অন্তঃপুররক্ষী যে বৃদ্ধেরা অত্যন্ত গম্ভীর ও কর্তব্যনিষ্ঠ, উৎসবে আনন্দের আতিশয্যে তাঁদেরও নাচিয়ে ছাড়ছে অত্যুৎসাহীরা।

১৭ কৃষ্ণের রাসলীলা—
কার্তিকী পূর্ণিমায় বৃন্দাবনে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যবিশেষ।

১৮ (পৃ ১০১, পঙ্ক্তি ২৩—২৪) কটাক্ষে দেখতে দেখতে তারা চোখের মণিকে একবার প্রান্তে অদৃশ্য করে তুলেছে, মনে হচ্ছে চোখগুলি যেন ঝিনুকের পানপাত্র।

১৯ জননীর পয়োধরকে মেঘের সঙ্গে, স্তনের দুধকে মেঘের জলের সঙ্গে, হাসিতে

প্রকট দাঁতকে অঙ্কুরের সঙ্গে এবং মুখকে কমলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মেঘের জলবিন্দুর সেচনে যেমন কমলের অঙ্কুর বিকশিত হয় তেমনি মুখে দুধের ছিটে পড়ায় শিশুর দাঁত দেখা যাচ্ছে।

২০. তারা গর্বে এত স্ফীত যে তাদের সামলানোর ব্যাপারে পৃথিবী অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সমুদ্রবেলা তাকে বিস্তৃত হতে দিচ্ছে না, পৃথিবী তাই তাদের কাছে ক্ষুদ্র কুটীরের মতো।

২১. এখানে লেখক ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। এই দর্শনের মতে জগৎ-সৃষ্টি হয় পরমাণুতে। দুটি পরমাণুতে অদৃষ্ট প্রেরণায় ক্রিয়া হতে থাকে এবং ঐ দুটি মিলে আদিকার্য দ্ব্যণুক উৎপন্ন করে, দ্ব্যণুক থেকে ত্র্যণুক, ত্র্যণুক থেকে চতুরণুক এই ক্রমে স্থূল জগৎ রচিত হয়। দ্ব্যণুকের সঙ্গে পরমাণুর সমবায়-সম্বন্ধ, যাকে বলে নিত্যসম্বন্ধ।

২২. আর্যা—(পৃ ১০৮, ১ম পঙ্‌ক্তি)

মাত্রাবৃত্তবিশেষ। এর প্রথম ও তৃতীয় পাদে ১২, দ্বিতীয়ে ১৮ এবং চতুর্থে ১৫ মাত্রা। যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশমাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি। অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে, চতুর্থকে পঞ্চদশ সাঽর্যা। (শ্রুতবোধ)।

২৩ কন্যার জন্মে সেদিনকার পিতারাও সমভাবে উদ্বিগ্ন হতেন, এমন কি রাজারাও!

২৪. 'কষ্টং খলু কন্যাপিতৃত্বং।'

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ কন্যাবিচ্ছেদদুঃখে কাতর কণ্বমুনির উক্তি থেকে এর সত্যতা অনুভব করা যায়।

২৫. দানজল=সংকল্পজল

দানজলমপাতয়ৎ=সংকলজল ত্যাগ করলেন অর্থাৎ বাগ্‌দান করলেন, কন্যাকে গ্রহবর্মার হাতে সমর্পণ করবেন বলে অঙ্গীকার করলেন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

১. শেষনাগের ফণা সঞ্চালনের সময়ে পৃথিবী কাঁপে, পর্বতেরাও পতিত হয়।

যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তঃ মদাঘূর্ণিতলোচনঃ।
তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রি-তোয়া সকাননা॥
(বিষ্ণুপুরাণ ২ ৫ ২৮)

২. এই দুটি শ্লোক প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু ও তজ্জনিত শোকপ্রাবল্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৩ পুরুষের বাঁদিক দিয়ে আর নারীদের ডানদিক দিয়ে যদি হরিণ যেত তাকে কুলক্ষণ বলে ধরা হত। তুলনীয় প্রস্থিতামিব অনভীষ্টদাক্ষিণবামমৃগগমনাম্ —কাদম্বরী,

৪. নগ্নাটক=নগ্নক্ষপণক। অট্ ভ্রমণে, অটক=ভ্রমণশীল ভিক্ষু। দিগম্বর জৈনদর্শন অপশকুন বলে মনে করা হত।

৫. ভণ্ড

হিয়েনসাঙের বিবরণে ভণ্ডির উল্লেখ নেই। কিন্তু হর্ষচরিতে এই চরিত্রটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৬ নববধূকেরা দীপ দ্বারা অঙ্গ প্রজ্বলিত করেন নি, দিব্য মাতৃগণকে প্রসন্ন করবার জন্যে মাথায় প্রদীপ ধারণ করছিল। কখনও কখনও হয় তো প্রদীপের আগুনে তাদের দেহ দগ্ধ হত।

৭ রাজকুমারদের নরমাংস বিক্রয়ের উল্লেখ কোনো প্রাচীন প্রথার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

৮ (পৃ ১১৯, ২য় অনুচ্ছেদ) মূলে আছে 'প্রেতসনাথে চিত্রবতি পটে'। সাম্প্রতিক কালেও বীরভূমাদি কয়েকটি অঞ্চলে যমপট প্রচলিত।

৯ 'অন্তরচক্ষু'র অর্থ ঠিক স্পষ্ট নয়। অবশ্য, শব্দটি কৃশতার দরুন কোটরে-ঢোকা চোখ বোঝাতে পারে। পাঠান্তর 'আতুরচক্ষু' সেই ইঙ্গিতই দেয়।

১০ একবার রাবণ পুষ্পকবিমানে কৈলাসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল নন্দী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—ওদিকে যেও না শিবপার্বতী একান্তে আছেন। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে দুহাতে কৈলাসকে তুলে ধরেছিল, পার্বতীকে ভীত হতে দেখে শিব পায়ের আঙুলের চাপে কৈলাসকে নিচে নামিয়ে আনলেন। এ কাহিনী রামায়ণের সপ্তম কাণ্ডে আছে। কাদম্বরীতেও এঘটনার উল্লেখ আছে—কৈলাসশ্রিয়মিব দশমুখোন্মূলনক্ষোভানিয়ন্ত্রিতাম্।

১১ চরকসংহিতায় আছে ইন্দ্র ভরদ্বাজকে আয়ুর্বেদ পড়িয়েছিলেন। ভরদ্বাজ যে-সব মুনিদের আয়ুর্বেদ পড়িয়েছিলেন পুনর্বসু তাঁদের অন্যতম। পুনর্বসু প্রচারিত=পৌনর্বসব।

১২ আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গ—শাল্য শালাকা, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র।

১৩. কুন্তদণ্ড=দণ্ডাকার অস্ত্রবিশেষ।

১৪ রতিবিলাপ—

মহাদেবের নয়নবহ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হলে তাঁর পত্নী রতি যে বিলাপ করেছিলেন তা কাব্যে বর্ণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুমারসম্ভব কাব্যে রতিবিলাপ অংশটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

১৫ সরস্বতী নদী হিমালয়ের সিরমোর জেলার পর্বত থেকে উদ্ভূত। হর্ষের রাজধানী থানেশ্বর (স্থানীশ্বর) এই নদীর তীরে অবস্থিত। এ নদী এখন মরুবালুতে বিলীন। পেহবা অঞ্চলের এ নদী সামান্য চোখে পড়ে।

১৬ ভীমরথী শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত ঃ

ক যা অত্যন্ত ভীষণ

খ এ একটি মনুষ্য-আয়ুর রাত্রি যা ৭৭ বৎসর ও সপ্তম মাসের সপ্তম ভয়ঙ্কর রাত্রি। মানুষ যদি এই রাত্রি অতিক্রম করতে পারে তা হলে শত বর্ষ আয়ু লাভ করে (সপ্তসপ্ততিবর্ষাণাং সপ্তমে মাসি সপ্তমী। রাত্রি ভীমরথী নাম নরাণামতিদুস্তরা।)

গ কালরাত্রি

১৭ শোকে হর্ষের চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। কবি কল্পনা করছেন পিতার মৃত্যুর পর তিনি এখন তাঁর হৃদয়ে আছেন। শোকও হৃদয়ে থাকে। শোকাগ্নি হৃদয়স্থ পিতাকেও না দগ্ধ করে এই ভয়ে শোকাগ্নিকে তিনি যেন নয়নপথে বাইরে বের করে দিচ্ছিলেন।

১৮. এখানে 'নয়নপুট' ও কমণ্ডলুর সাম্য প্রতিপাদিত।
চোখে জল ঝরছে, হাত দিয়ে তিনি তা মার্জনা করছেন, কমণ্ডলুও তিনি হাত দিয়ে মার্জনা করছেল (মাজছেন), কান্নার দরুন চোখ ঈষৎ তাম্রবর্ণ, কমণ্ডলুর রংও তাই। চোখে তিনি জল বহন করেছেন, কমণ্ডলুতেও তাই।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

১. এ শ্লোকে রাজ্যবর্ধনের ভাগ্য সংকেতিত।
২. এ শ্লোকে 'খল' শব্দে রাজ্যবর্ধনের নিধনকারী গৌড়রাজ শশাংক সূচিত।
৩. ব্রাহ্মণদের দান করা হল সংরক্ষণ না ক'রে দান।
৪. অশৌচে ক্ষৌরকর্ম না করা তাহলে তখনও প্রচলিত ছিল।
৫. এথেকে সেইসময়ে সমাজে সুদখোরমহাজনদের গৃধ্নুতা যে ছিল তা বোঝাযাচ্ছে।
৬. অগ্রজ অনুজকে রাজ্যের ভার দিয়ে কর্তব্যপালনে দূরবর্তী হচ্ছেন। এই নির্লোভিতা ভারতীয় রাজধর্মের আশ্চর্য একটি দিক।
৭. হর্ষবর্ধন রাজ্যলাভকে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ হিসেবেই দেখছেন। হর্ষবর্ধন যেন বলতে চান ছোট্টভাইটির ওপর রাজ্যভার চাপানোটা রাজ্যবর্ধনের পক্ষে নিষ্ঠুরতার মতো।
৮. (পৃ ১৪৬, ২য় অনুচ্ছেদ) যা ব্রহ্মনিষ্ঠ তা ব্রহ্মণ্য, যা ব্রহ্মনিষ্ঠ নয় তা অব্রহ্মণ্য, অর্থাৎ ঘোর অধর্ম।
৯. ভয়ংকর ক্রোধ তার হৃদয়ে প্রবেশ করল। এ হল শোকের ক্রোধে রূপান্তর।
১০. (পৃ ১৪৯, পঙক্তি ৯) আশ্চর্য একটি উক্তি। বিনয়, ভক্তি ও ভ্রাতৃনির্ভরতার মিশ্রণে একটি দুর্লভ অনুভূতি।
১১. (পৃ ১৪৯, পঙ্ক্তি ৯) অষ্টাদশ দ্বীপ—জম্বু, শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চাদি। অষ্টমঙ্গলক—সিংহ, হস্তী, বৃষ, কলস, ব্যজন, পতাকা, ভেরী, দ্বীপ। মতান্তরে ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, স্বর্ণ, ঘৃত, সূর্য, জল, রাজা।
১২. অতিপ্রাকৃত ঐতিহাসিক কাব্যেও প্রাধান্য বিস্তার করছে (ভূমিকায় হর্ষচরিতে অতিপ্রাকৃত দ্রষ্টব্য)।
১৩. গৌড়াধিপতির মিথ্যাশিষ্টাচার—
রমেশচন্দ্র প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা এ কথা মানেন না।
১৪ দ্বাদশসূর্য (দ্বাদশাদিত্য)—অদিতির পুত্র বলে এঁরা আদিত্য।
দ্বাদশাদিত্যের নাম—বরুণ, সূর্য, সহস্রাংশু, ধাতা, তপন, সবিতা, গভস্তি, রবি, পর্জন্য, ত্বষ্টা, মিত্র, বিষ্ণু।
১৫. (পৃ ১৫১, ২য় অনুচ্ছেদ) অধমের নামগ্রহণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ।
১৬. অগ্নির-অরণি—অরণি যেমন অগ্নির উৎস তিনিও তেমনি ক্রোধের।
১৭. (পৃ ১৫৫, ১ম অনুচ্ছেদের শেষ দুই পঙক্তি) পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করেছিলেন।
১৮. মৃত্যুভয়হীন যথার্থ বীরের প্রতিজ্ঞা।
১৯ নাগসেন ময়নাপাখিকেও গুপ্ত মন্ত্র দিয়েছিলেন। অর্ধরাজ্যহারী মন্ত্রীকে বিনাশ করার জন্যে।
২০ রন্তিদেব—সংকৃতির পুত্র রন্তিদেব পৃথিবীর সবচেয়ে দয়ালু রাজাদের অন্যতম।

সপ্তম উচ্ছ্বাস

১, ২ হর্ষবর্ধন যে শত্রুবিনাশে সমর্থন হবেন, প্রারম্ভিক শ্লোকদুটিতে আছে তারই ইঙ্গিত।

৩ অগ্নির দক্ষিণমুখী শিখা শুভসূচক। তুলনীয় বহ্নিঃ···প্রদক্ষিণা চির্ব্যাজেন হস্তেনেব জয়ং দাদৌ। (রঘু, ৪ ২৫)

৪ পর্বতেরা একত্র জমা হয়ে বিঘ্ন ঘটাতো। সমতলতার অভাবে কৃষিকাজ ব্যাহত হত। আকালপীড়িত প্রজারা প্রার্থনা জানালে রাজা পৃথু ধনুর্বাণবর্ষণে পর্বতদের সরিয়ে দিয়ে পৃথিবীকে পরিষ্কৃত করে কৃষিযোগ্য করে তোলেন।

৫ মূল বাক্য 'বিনৈকেন নিষ্ঠুরকেণ নিষ্ক্রেয়মস্মাকম্'। বাক্যটিকে প্রশ্নাত্মক ধরতে হবে। অর্থ দাঁড়াবে ঐ এক নিষ্ঠুরকে (গৌড়রাজকে) বিনষ্ট করতে না পারলে আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি বলতে পারব কি? (নিষ্ক্রয়=দাম চুকিয়ে দেওয়া বা ঋণ শোধ করা)। অনেকে 'নিষ্ক্রেয়ম্' এর জায়গায় 'নিষ্ঠেয়ম্' পাঠ সঙ্গত মনে করেন।

৬ মান্ধাতা—সূর্যবংশীয় রাজা, যুবনাশ্বের পুত্র। ইনি চক্রবর্তী হয়ে সদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করেন।

৭ ইতি জিত্বা দিশো জিষ্ণুর্ন্যবর্তত রথোদ্ধতম্। রঘু, ৪. ৮৬
(রঘুর দিগ্বিজয় রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে সবিস্তারে বর্ণিত।)

৮ অর্জুনের সব্যসাচীনামের উৎস—উভৌ মে দক্ষিণৌ পাণী গাণ্ডীবস্য বিকর্ষণে। তেন দেব-মনুষ্যেষু সব্যসাচীতি মাং বিদুঃ॥ (বিরাটপর্ব ৪৪ ১৯)

৯ বিষ্ণুপুরাণের মতে (২. ২) কিম্পুরুষবর্ষ (কিম্পুরুষদেব দেশ) ভারতবর্ষের পরেই, হিমালয় আর হেমকূটের মধ্যবর্তী।
তুলনীয়ঃ ইতশ্চ নাতিদূরে তস্যাস্মাদ্ ভারতবর্ষাদুত্তরেণানন্তরে কিম্পুরুষনাম্নি বর্ষে বর্ষপর্বতো হেমকূটো নাম নিবাসঃ।—কাদম্বরী।

১০ পুরাণ-মতে চন্দ্রের উৎপত্তি অত্রির নেত্র থেকে।
নেত্রাভ্যাং বারি সুস্রাব দশধা দ্যোতয়ন্দিশঃ।
তং গর্ভং বিধিনা হৃষ্টা দশ দেব্যো দধুস্তদা॥
সমেত্য ধারয়ামাসুর্ন চ তাঃ সমশক্নুবন্।
স তাভ্যঃ সহসৈবাথ দিগ্‌ভ্যো গর্ভঃ প্রভান্বিতঃ।
পপাত ভাসয়ঁল্লোকান্ শীতাংশুঃ সর্বভাবনঃ॥
—হরিবংশ পুরাণ।
তুলনীয়ঃ অথ নয়নসমুত্থং জ্যোতিরিব দ্যোঃ
(রঘু—২. ৭৫)

১১ হরিশচন্দ্রের পিতা ত্রিশঙ্কু। সশরীরে স্বর্গগমনের জন্যে ইনি কুলগুরু বশিষ্ঠকে যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করতে বলেন। বশিষ্ঠ এবং বশিষ্ঠের পুত্রদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি বিশ্বামিত্রের কাছে গেলেন। বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণের জন্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। ত্রিশঙ্কু স্বর্গে যেতে থাকলে ইন্দ্র উপর থেকে তাঁকে নিবারণ করে বললেন 'ভূপতিত হও।' বিশ্বামিত্র 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' অর্থাৎ থাকো থাকো বলে তাঁকে অন্তরালে অধিষ্ঠিত করলেন।

অষ্টম উচ্ছ্বাস

১ এ দুটি শ্লোকে ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত আছে। শ্লোকের বক্তব্যে দিবাকর মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ, রাজ্যশ্রীর সঙ্গে মিলন ও দিবাকর মিত্রের কাছ থেকে মহামূল্য একাবলী লাভ আভাসিত।

২. বেদের পরম্পরাগত পাঠভেদকে শাখা বলে। ঋগ্বেদের একুশটি শাখা এর মধ্যে শাকল ও বাষ্কল মুখ্য। যজুর্বেদের একশো, সামবেদের এক হাজার এবং অথর্ব বেদের নয়টি শাখা। মহাভারতে এর উল্লেখ আছে!

একশতমধ্যযুর্শাখাঃ, সহস্রবর্ত্মা সামবেদাঃ,
একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যং, নবধাথর্বণো বেদঃ।

৩. জৈনদর্শন আর্হত দর্শন নামে পরিচিত।

৪. ভিক্ষুঃ পরিব্রাট্ কর্মন্দী পারাশর্যপি মস্করী' ইত্যমরঃ
পতঞ্জলি 'মস্করী' শব্দটির ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন মা + কৃ থেকে—
মা কৃত মা কৃত কর্মাণি শান্তির্বঃ শ্রেয়সীতি।

৫. এঁরা কাষায় বস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন।

৬ দেহবাদী দর্শন।

৭. মহাভারত অনুসারে পঞ্চপত্র মতের প্রবর্তক নারদ, নারদ নারায়ণের কাছ থেকে এই মত পেয়েছিলেন। রাত্র=জ্ঞান। রাত্রং তু জ্ঞানং বচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।

৮. ধর্মসমন্বয়ের এক আশ্চর্য নিবাস বটে।

৯. অহিংসা, অস্তেয়, শৌচ, সত্য, মদিরাত্যাগ, নিষিদ্ধ সময়ে ভোজনত্যাগ, সাংসারিক মনোবিকার ত্যাগ, অঙ্গরাগ এবং ভূষণত্যাগ, বিলাসভূষিত শয্যাত্যাগ এবং দ্রব্যের অগ্রহণ।

১০. বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী। বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে গৌতম বোধিসত্ত্ব নামে চিহ্নিত। জাতক খুদ্দনিকায়ের দশম গ্রন্থ। গল্পের সংখ্যা ৫৫০।

১১ 'অপকারিণ্যভিপ্রীতিঃ মৈত্রী'—শংকর।

১২. তরুরাও এখানে দ্রষ্টা—তুলনীয়ঃ 'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে'।

১৩. অক্ষির শোথ মনঃশিলা-লেপে শান্ত হয়।
দাহোপদেহব্যগাত্রশোফশান্ত্যৈ বিড়ালকম্।
কুর্যাৎ সর্বত্র পত্রেলামরিচস্বর্ণগৈরিকঃ ॥ —অষ্টাঙ্গসংগ্রহ।

১৪ অর্থাৎ দেখতে দেখতে পথ শেষ হয়ে গেল।

১৫. মূলে আছে 'গৌড়সম্ভ্রমম্'
'গৌড়সম্ভ্রমে' পাঠটি ঠিক মনে হয়।
'সম্ভ্রম' মানে চাঞ্চল্য বা উপদ্রব।

১৬. বৌদ্ধ-ইতিহাসে নাগার্জুন একটি প্রসিদ্ধ নাম। রাজতরঙ্গিনীকার তাঁকে বুদ্ধের দেড়শো বছর পরবর্তী রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। বৃহৎকথামঞ্জরীতে তিনি রসায়নবিদ্যাবিদ, এবং চিরায়ুনামে এক রাজার মন্ত্রী। কথাসরিৎসাগরে তিনি বোধিসত্ত্ব বলে উল্লিখিত।

১৭. সাতকর্ণির অপর নাম।

১৮ যজুর্মন্ত্র—
বেদব্যাস বেদকে চারভাগ করে শিষ্যদের পড়িয়েছিলেন। ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ শিষ্যকে যজুর্বেদ পড়ালেন। বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যা করেছিলেন। নিজেকে দোষমুক্ত করতে নিজের শিষ্য ও অন্য শিষ্যদের দিয়ে তিনি যজ্ঞ করাতে চাইলেন। ব্রাহ্মণের নিন্দা শুনে বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন, 'মুচ্যতাং যৎ ত্বয়াধীতম্'। যাজ্ঞবল্ক্য রক্তাপ্লুত অবস্থায় সমস্ত যজুর্বেদকে বমন করলেন।

১৯ দ্রৌণায়ন
সৌপ্তিকে নিজের ছেলে অশ্বত্থামার হাতে নিহত হলে দ্রৌপদী ভীমসেনকে বললেন, 'যদি অশ্বত্থামার শিরশ্ছেদ করে কেউ না আনে তাহলে আমি জীবন ধারণ করব না।' ভীম বললেন, 'আমিই আনব. ভীমকে আসতে দেখে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন ভীমকে অনুসরণ করছিলেন। তিনিও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন অশ্বত্থামার উপর। নারদাদির মধ্যস্থতায় অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র ফিরিয়ে নিলেন। অশ্বত্থামা জীবনের বিনিময়ে সহজাত মাথার মণি দিলেন ভীমকে।
'ভীমো ঽশ্বত্থাম্নঃ সহজাতং মূর্ধমণিমুচ্চীয় নচিরেণাজগাম'—শংকর।

২০ দেবতাদের মধ্যে পরতত্ত্ব কে তা নিয়ে বিবাদ বাধে। ব্রহ্মা বললেন, আমিই পরতত্ত্ব। বিবাদনিষ্পত্তির জন্যে বেদের শরণাপন্ন হলে বেদ বললেন 'রুদ্রই পরতত্ত্ব'। এতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্রের নিন্দা করতে থাকলে রুদ্র কালভৈরবকে দিয়ে ব্রহ্মার একটি মুণ্ড ছেদন করলেন।

২১ সহস্রার্জুন—
একবার কার্তবীর্য বা সহস্রবাহু পরশুরামের পিতার আশ্রমে এসে সবলে তাঁর কামধেনু হরণ করলেন। পরশুরাম সব শুনে সহস্রবাহুকে আক্রমণ করে কুঠারাঘাতে তাঁকে বধ করলেন। সহস্রবাহুর পুত্র জমদগ্নিকে বধ করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলেন। পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে ক্ষত্রিয় নিধনের সংকল্প নিয়ে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করলেন। ঐ নিহত ক্ষত্রিয়ের রক্তের নদী বয়ে গেল।

২২ বিভাবসু—
দুই ভাই বিভাবসু ও সুপ্রতীকের মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত। সুপ্রতীক ভাগবাঁটোয়ারা করে পৃথক হতে চাইলে বিভাবসু তাকে অভিশাপ দিল, 'হাতি হয়ে যা।' ছোটো ভাই বিভাবসুকে প্রতিশাপ দিল 'কচ্ছপ হও।' সরোবরে থাকত দুজনে। ঐ অবস্থাতেও দুজনের মারপিট লেগেই থাকত। একদিন গরুড় দুজনকেই আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলল।

২৩ দক্ষ প্রজাপতির দুই কন্যা ছিল ঃ কদ্রু ও বিনতা। কশ্যপের সঙ্গে দুজনেরই বিয়ে হল। পতি বললেন কদ্রুর একহাজার সন্তান হবে কিন্তু বিনতার হবে দুটি। কদ্রু এক হাজার সাপের জন্ম দিল। বিনতা প্রসূত অণ্ডদুটির মধ্যে একটি ভেঙে ছুঁড়ে দিল। তারই মধ্যে ছিল পুত্র অরুণ। অরুণ বিকলাঙ্গ হয়ে সূর্যের সারথি হল।

২৪. কবি কল্পনা করছেন দেবপুরোহিত বৃহস্পতি অসুরবধের জন্যে কড়ার মধ্যে বিশেষ উপচার পাক করছেন।

২৫. গজদানব—
মহাভৈরব শিবেরই একরূপ। গজাসুর একটি দৈত্য, মহিষাসুরের পুত্র। শিবের হাতে সে নিহত হয়।

২৬. মধুকৈটভ—
দুর্গাসপ্তশতী অনুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান বিষ্ণু যখন যোগনিদ্রায় শয়ান ছিলেন তখন তাঁর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর জন্ম নিল। তারা বিষ্ণুর নাভিকমলে স্থিত ব্রহ্মাকে ভক্ষণে উদ্যত হলে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জাগিয়ে দিলেন। সেই থেকে বিষ্ণু আর ঐ দুই রাক্ষসের মধ্যে শত্রুতা চলতে লাগল। বিষ্ণুর বীরত্বে প্রসন্ন হয়ে ওরা বিষ্ণুকে বর চাইতে বলল। বিষ্ণু বর চাইলেন তোমরা আমার হাতে মরো। বিষ্ণু এরপর দুজনকে উরুর মধ্যে নিয়ে পিষে মারলেন।

তুলনীয়ঃ অচিরমৃদিতমধুকৈটভরুধিরদারুণেন হরিমিবোরুযুগলেন বিরাজমানম্। (কাদম্বরী)

প্রথম উচ্ছ্বাস

নমস্তুঙ্গ শিরশ্চুম্বিচন্দ্রচামরচারবে
ত্রৈলোক্যনগরারম্ভমূলস্তম্ভায় শম্ভবে ॥ ১ ॥
হরকণ্ঠগ্রহানন্দমীলিতাক্ষীং নমাম্যুমাম্ ।
কালকূটবিষস্পর্শজাতমূর্চ্ছাগমামিব ॥ ২ ॥
নমঃ সর্ববিদে তস্মৈ ব্যাসায় কবিবেধসে ।
চক্রে পুণ্যং সরস্বত্যা যো বর্ষমিব ভারতম্ ॥ ৩ ॥
প্রায়ঃ কুকবয়ো লোকে রাগাধিষ্ঠিতদৃষ্টয়ঃ ।
কোকিলা ইব জায়ন্তে বাচালাঃ কামকারিণঃ ॥ ৪ ॥
সন্তি শ্বান ইবাসংখ্যা জাতিভাজো গৃহে গৃহে ।
উৎপাদকা ন বহবঃ কবয়ঃ শরভা ইব ॥ ৫ ॥
অন্যবর্ণপরাবৃত্ত্যা বন্ধচিহ্ননিগূহনৈঃ ।
অনাখ্যাতঃ সতাং মধ্যে কবিশ্চৌরো বিভাব্যতে ॥ ৬ ॥
শ্লেষপ্রায়মুদীচ্যেষু প্রতীচ্যেষ্বর্থমাত্রকম্ ।
উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরম্ ॥ ৭ ॥
নবোঽর্থো জাতিরগ্রাম্যা শ্লেষোঽক্লিষ্টঃ স্ফুটো রসঃ ।
বিকটাক্ষরবন্ধশ্চ কৃৎস্নমেকত্র দুষ্করম্ ॥ ৮ ॥
কিং কবেস্তস্য কাব্যেন সর্ববৃত্তান্তগামিনী ।
কথেব ভারতী যস্য ন ব্যাপ্নোতি জগৎত্রয়ম্ ॥ ৯ ॥
উচ্ছ্বাসান্তেঽপ্যখিন্নাস্তে যেষাং বক্ত্রে সরস্বতী ।
কথমাখ্যায়িকাকারা ন তে বন্দ্যাঃ কবীশ্বরাঃ ॥ ১০ ॥
কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া ।
শক্ত্যেব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কর্ণগোচরম্ ॥ ১১ ॥
পদবন্ধোজ্জ্বলো হারী কৃতবর্ণক্রমস্থিতিঃ ।
ভট্টারহরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো নৃপায়তে ॥ ১২ ॥
অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ ॥ ১৩ ॥
কীর্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রখ্যাতা কুমুদোজ্জ্বলা ।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনৈব সেতুনা ॥ ১৪ ॥
সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব ॥ ১৫ ॥
নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু ।
প্রীতির্মধুর সান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে ॥ ১৬ ॥
সমুদ্দীপিতকন্দর্পা কৃতগৌরীপ্রসাধনা ।
হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা ॥ ১৭ ॥
আঢ্যরাজকৃতোৎসাহৈর্হৃদয়স্থৈঃ স্মৃতৈরপি ।
জিহ্বান্তঃকৃষ্যমাণেব ন কবিত্বে প্রবর্ততে ॥ ১৮ ॥

তথাপি নৃপতের্ভক্ত্যা ভীতো নির্বহণাকুলঃ।
করোম্যাখ্যায়িকাম্ভোধৌ জিহ্বাপ্লবনচাপলম্ ॥ ১৯ ॥
সুখপ্রবোধললিতা সুবর্ণঘটনোজ্জ্বলৈঃ।
শব্দৈরাখ্যায়িকা ভাতি শয্যেব প্রতিপাদকৈঃ ২০ ॥
জয়তি জ্বলৎপ্রতাপজ্বলনপ্রাকারকৃতজগদ্রক্ষঃ।
সকলপ্রণয়িমনোরথসিদ্ধিশ্রীপর্বতো হর্ষঃ ॥ ২১ ॥

এবমনুশ্রূয়তে—পুরা কিল ভগবান্ স্বলোকমধিতিষ্ঠন্ পরমেষ্ঠী বিকাসিনি পদ্মবিষ্টরে সমুপবিষ্টঃ সুনাসীরপ্রমুখৈর্গীর্বাণৈঃ পরিবৃতো ব্রহ্মোদ্যাঃ কথাঃ কুর্বন্নন্যাশ্চ নিরবদ্যা বিদ্যাগোষ্ঠীর্ভাবয়ন্ কদাচিদাসাঞ্চক্রে। তথাসীনং চ তং ত্রিভুবনপ্রতীক্ষ্যং মনুদক্ষচাক্ষুষপ্রভৃতয়ঃ প্রজাপতয়ঃ সর্বে চ সপ্তর্ষিপুরঃসরা মহর্ষয়ঃ সিষেবিরে। কেচিদৃচঃ স্তুতিচতুরাঃ সমুদাচারয়ন্। কেচিদপচিতিভাঞ্জি যজূংষ্যপঠন্ কেচিৎপ্রশংসাসামানি সামানি জগুঃ। অপরে বিবৃতক্রতুক্রিয়াতন্ত্রান্ মন্ত্রান্ ব্যাচচক্ষিরে। বিদ্যাবিসংবাদকৃতাশ্চ তত্র তেষামন্যোন্যস্য বিবাদাঃ প্রাদুরভবন্।

অথাতিরোষণঃ প্রকৃত্যা মহাতপা মুনিরত্রেস্তনয়স্তারাপতের্ভ্রাতা নাম্না দুর্বাসা দ্বিতীয়েন মন্দপালনাম্না মুনিনা সহ কলহায়মানঃ সাম গায়ন্ ক্রোধান্ধো বিস্বরমকরোৎ। সর্বেষু চ তেষু শাপভয়প্রতিপন্নমৌনেষু মুনিষ্বন্যালাপলীলয়া চাবধীরয়তি কমলসম্ভবে, ভগবতী কুমারী কিঞ্চিদুন্মুক্তবালভাবে ভূষিতনবযৌবনে বয়সি বর্তমানা, গৃহীতচামরপ্রচলদ্ভুজলতা পিতামহমুপবীজয়ন্তী নির্ভর্ৎসনতাড়নজাতরাগাভ্যামিবস্বভাবারুণাভ্যাং পাদপল্লবাভ্যাংসমুদ্ভাসমানা, শিষ্যদ্বয়েনেব পদক্রমমুখরেণ নূপুরযুগলেন বাচালিত চরণযুগলা, ধর্মনগরতোরণস্তম্ভবিভ্রমং বিভ্রাণা জঙ্ঘাদ্বিতয়ম্, সলীলমুৎকলহংসকুল কলালাপপ্রলাপিনি মেখলাদাম্নি বিন্যস্তবামহস্তকিসলয়া, বিস্বনুমানসনিবাসলগ্নেন গুণকলাপেনেবাংসাবলম্বিনা ব্রহ্মসূত্রেণ পবিত্রীকৃতকায়া, ভাস্বন্মধ্যনায়কমনেকমুক্তানুযাতমপবর্গমার্গমিব হারমুদ্বহন্তী, বদনপ্রবিষ্টসর্ববিদ্যালক্তকরসেনেব পাটলেন স্ফুরতা দশনচ্ছদেন বিরাজমানা, সংক্রান্তকমলাসনকৃষ্ণাজিনপ্রতিমাংমধুরগীতাকর্ণনাবতীর্ণশশিহরিণামিবকপোলস্থলীং দধানা, তির্যক্সাবজ্ঞমুন্নমিতৈকভ্রূলতা, শ্রোত্রমেকং বিস্বরশ্রবণকলুষিতং প্রক্ষালয়ন্তীবাপাঙ্গনির্গতেন লোচনাশ্রুজলপ্রবাহেণেতরশ্রবণেনচ বিকসিতসিতসিন্ধুবারমঞ্জরীজুষা হসতেব প্রকটিতবিদ্যামদা, শ্রুতিপ্রণয়িভিঃ প্রণবৈরিব কর্ণাবতংসকুসুমমধুকরকুলৈরুপাস্যমানা, সূক্ষ্মবিমলেন প্রজ্ঞাপ্রতানেনেবাংশুকেনাচ্ছাদিতশরীরা, বাঙ্ময়মিব নির্মলং দিক্ষু দশনজ্যোৎস্নালোকং বিকিরন্তী দেবী সরস্বতী শ্রুত্বা জহাস।

দৃষ্ট্বা চ তাং তথা হসন্তীং স মুনিঃ 'আঃ পাপকারিণি, দুর্গৃহীতবিদ্যালবাবলেপদুর্বিদগ্ধে, মামুপহসসি' ইত্যুক্ত্বা শিরঃকম্পশীর্যমাণবন্ধবিশরারোরুন্মিষৎপিঙ্গলিম্নো জটাকলাপস্য রোচিষা সিঞ্চন্নিব রোষদহনদ্রবেণ দশ দিশঃ, কৃতকালসন্নিধানামিবান্ধকারিতললাটপট্টাষ্টাপদামন্তকান্তঃ পুরমণ্ডনপত্রভঙ্গমকরিকাং ভ্রূকুটিমাবধ্নন্, অতিলোহিতেন চক্ষুষামর্ষদেবতায়ৈ স্বরুধিরোপহারমিব প্রযচ্ছন্, নির্দয়দষ্টদশনচ্ছদভয়পলায়মানামিব বাচং রুন্ধন্ দন্তাংশুচ্ছলেন, অসাবস্রংসিনঃ শাপশাসনপট্টস্যেব গ্রন্থিং গ্রন্থিমন্যথা কৃষ্ণাজিনস্য, স্বেদকণপ্রতীবিম্বিতৈঃ শাপশঙ্কাশরণাগতৈরিব সুরাসুর-

মুনিভিঃ প্রতিপন্নসর্বাবয়বঃ, কোপকম্পতরলিতাঙ্গুলিনা করেণ প্রসাদলগ্নামক্ষরমালামিবাক্ষমালামাক্ষিপ্য কামণ্ডলবেন বারিণা সমুপস্পৃশ্য শাপজলং জগ্রাহ।

অত্রান্তরে স্বয়ংভুবোঽভ্যাশে সমুপবিষ্টা দেবী মূর্তিমতী পীযূষফেনপটলপাণ্ডুরং কম্পদ্রুমদুকূলবল্কলং বসানা, বিসতন্তুময়েনাংশুকেনোন্নতস্তনমধ্যবন্ধগাত্রিকাগ্রন্থিঃ, তপোবলনির্জিতত্রিভুবনজয়পতাকাভিরিব তিসৃভির্ভস্মপুণ্ড্রকরাজিভির্বিরাজিতললাটাজিরা, স্কন্ধাবলম্বিনা সুধাফেনধবলেন তপঃপ্রভাবকুণ্ডলীকৃতেন গঙ্গাস্রোতসেব যোগপট্টকেন বিরচিতবৈকক্ষ্যকা, সব্যেন ব্রহ্মোৎপত্তিপুণ্ডরীকমুকুলমিব স্ফটিককমণ্ডলুং করেণ কলয়ন্তী, দক্ষিণমক্ষমালাকৃতপরিক্ষেপং কম্বুনির্মিতোর্মিকাদন্তুরিতং তর্জনতরঙ্গিততর্জনীকমুৎক্ষিপন্তী করম্, 'আঃ পাপ, ক্রোধোপহত, দুরাত্মন্, অজ্ঞ, অনাত্মজ্ঞ, ব্রহ্মবন্ধো, মুনিখেট, অপসদ, নিরাকৃত, কথমাত্মস্খলিতবিলক্ষঃ সুরাসুরমুনিমনুজবৃন্দবন্দনীয়াং ত্রিভুবনমাতরং ভগবতীং সরস্বতীং শপ্তুমভিলষসি ইত্যভিদধানা, রোষবিমুক্তবেত্রাসনৈরোংকারমুখরিতমুখৈরুৎক্ষেপদোলায়মানজটাভারভরিতদিগ্‌ভিঃ পরিকরবন্ধভ্রমিতকৃষ্ণাজিনাটোপচ্ছায়াশ্যামায়মানদিবসৈরমর্ষনিশ্বাসদোলাপ্রেঙ্খোলিতব্রহ্মলোকৈঃ সোমরসমিব স্বেদবিসরব্যাজেন স্রবদ্‌ভিরগ্নিহোত্রপবিত্রভস্মস্মেরললাটৈঃ কুশতন্তুচামরচীরচীবরিভিরাষাঢ়িভিঃ প্রহরণীকৃতকমণ্ডলুমণ্ডলৈর্মূর্তৈশ্চতুর্ভির্বেদৈঃ সহ বৃসীমপহায় সাবিত্রী সমুত্তস্থৌ।

ততো 'মর্ষয় ভগবন্, অভূমিরেষা শাপস্য' ইত্যনুনাথ্যমানোঽপি বিবুধৈঃ, উপাধ্যায়। 'স্খলিতমেকং ক্ষমস্ব' ইতি বদ্ধাঞ্জলিপুটৈঃ প্রসাদ্যমানোঽপি স্বশিষ্যৈঃ, 'পুত্র, মা কৃথাস্তপসঃ প্রত্যূহম্' ইতি নিবার্যমাণোঽপ্যত্রিণা, রোষাবেশবিবশো দুর্বাসাঃ 'দুর্বিনীতে! ব্যপনয়ামি তে বিদ্যাজনিতামুন্নতিমিমাম্, অধস্তাদ্ গচ্ছ মর্ত্যলোকম্' ইত্যুক্ত্বা তচ্ছাপোদকং বিসসর্জ। প্রতিশাপদানোদ্যতাং সাবিত্রীম্ 'সখি, সংহর রোষম্', অসংস্কৃতমতয়োঽপি জাত্যৈব দ্বিজন্মানো माननीয়াঃ' ইত্যভিদধানা সরস্বত্যেব ন্যবারয়ৎ।

অথ তাং তথা শপ্তাং সরস্বতীং দৃষ্ট্বা পিতামহো ভগবান্ কমলোৎপত্তিলগ্নমৃণালসূত্রামিব ধবলযজ্ঞোপবীতিনীং তনুমুদ্বহন্, উদ্‌গচ্ছদচ্ছাঙ্গুলীয়মরকতময়ূখলতাকলাপেন ত্রিভুবনোপপ্লবপ্রশমকুশাপীড়ধারিণেব দক্ষিণেন করেণ নিবার্য শাপকলকলম্, অতিবিমলদীর্ঘৈর্ভাবিকৃতযুগারম্ভদন্তপাতমিব দিক্ষু পাতয়ন্ দশনকিরণৈঃ সরস্বতীপ্রস্থানমঙ্গলপটহেনেব পূরয়ন্নাশাঃ, স্বরেণ সুধীরমুবাচ—'ব্রহ্মন্, ন খলু সাধুসেবিতোঽয়ং পন্থাঃ যেনাসি প্রবৃত্তঃ। নিহন্ত্যেষ পরস্তাৎ। উদ্দামপ্রসৃতেন্দ্রিয়াশ্বসমুত্থাপিতং হি রজঃ কলুষয়তি দৃষ্টিমনক্ষজিতাম্। কিয়দ্ দূরং বা চক্ষুরীক্ষতে। বিশুদ্ধয়া হি ধিয়া পশ্যন্তি কৃতবুদ্ধয়ঃ সর্বানর্থানসতঃ সতো বা। নিসর্গবিরোধিনী চেয়ং পয়ঃপাবকয়োরিব ধর্মক্রোধয়োরেকত্র বৃত্তিঃ। আলোকমপহায় কথং তমসি নিমজ্জসি! ক্ষমা হি মূলং সর্বতপসাম্। পরদোষদর্শনদক্ষা দৃষ্টিরিব কুপিতা বুদ্ধির্ন তে আত্মরাগদোষং পশ্যতি। ক্ব মহাতপোভারবৈবধিকতা, ক্ব পুরোভাগিত্বম্? অতিরোষণশ্চক্ষুষ্মানন্ধ এব জনঃ। ন হি কোপকলুষিতা বিমৃশতি মতিঃ কর্তব্যমকর্তব্যং বা। কুপিতস্য প্রথমমন্ধকারীভবতি বিদ্যা, ততো ভ্রূকুটিঃ। আদাবিন্দ্রিয়াণি রাগঃ সমাস্কন্দতি, চরমং চক্ষুঃ। আরম্ভে তপো গলতি, পশ্চাৎস্বেদসলিলম্। পূর্বমযশঃ স্ফুরতি, অনন্তরমধরঃ। কথং লোকবিনাশায় তে বিষপাদপস্যেব জটাবল্কলানি জাতানি। অনুচিতা খল্বস্য মুনিবেষস্য হারযষ্টিরিব বৃত্তমুক্তা চিত্তবৃত্তিঃ। শৈলূষ

ইব বৃথা বহসি কৃত্রিমমুপশমশূন্যেন চেতসা তাপসাকল্পম্। অল্পমপি ন তে পশ্যামি কুশলজাতম্। অনেনাতিলঘিম্নাদ্যাপি পূর্বৈব প্লবসে জ্ঞানোদন্বতঃ। ন খল্বেনমূকা এড়া জড়া বা সর্ব এতে মহর্ষয়ঃ। রোষদোষনিষদ্যে স্বহৃদয়ে নিগ্রাহ্যে কিমর্থমসি নিগৃহীতবাননাগসাং সরস্বতীম্। এতানি তান্যাত্মপ্রমাদস্খলিতবৈলক্ষ্যাণি, যৈর্যাপ্যতাং যাত্যবিদগ্ধো জনঃ ইত্যুক্ত্বা পুনরাহ—'বৎসে সরস্বতি, বিষাদং মা গাঃ। এষা ত্বামনুযাস্যতি সাবিত্রী। বিনোদয়িষ্যতি চাস্মদ্বিরহদুঃখিতাম্। আত্মজমুখকমলাবলোকনাবধিশ্চ তে শাপোঽয়ং ভবিষ্যতি' ইতি। এতাবদভিধায় বিসর্জিতসুরাসুর মুনিমনুজমণ্ডলঃ সসম্ভ্রমোপগতনারদস্কন্ধ বিন্যস্তহস্তঃ সমুচিতাহ্নিককরণায়োদতিষ্ঠৎ। সরস্বত্যপি শপ্তা কিঞ্চিদধোমুখী ধবলকৃষ্ণশারাং কৃষ্ণাজিনলেখামিব দৃষ্টিমুরসি পাতয়ন্তী সুরভিনিঃশ্বাসপরিমললগ্নৈর্মূর্তৈঃ শাপাক্ষরৈরিব ষট্চরণচক্রৈরাকৃষ্যমাণা শাপশোকশিথিলতহস্তাদধোমুখীভূতেনোপাদিশ্যমানমর্ত্যলোকাবতরণমার্গেব নখময়ূখজালকেন নূপুরব্যাহারাহূতৈর্ভবনকলহংসকুলৈর্ব্রহ্মলোকনিবাসিহৃদয়ৈরিবানুগম্যমানা সমং সাবিত্র্যা গৃহমগাৎ।

অত্রান্তরে সরস্বত্যবতরণবার্তামিব কথয়িতুং মধ্যমং লোকমবততারাংশুমালী। ক্রমেণ চ মন্দায়মানে মুকুলিতবিসিনীবিসরব্যসনবিষণ্ণসরসি বাসরে, মধুমদমুদিতকামিনীকোপকুটিলকটাক্ষক্ষিপ্যমাণ ইব ক্ষেপীয়ঃ ক্ষিতিধরশিখরমবতরতি তরুণতরকপিলপললোহিতে লোকৈকচক্ষুষি ভগবতি, প্রস্নুতমুখমাহেয়ীযূথক্ষরৎক্ষীরধারাধবলিতেষ্বাসন্নচন্দ্রোদয়োদ্দামক্ষীরোদলহরীক্ষালিতেষ্বিব দিব্যাশ্রমোপশল্যেষু, অপরাহ্ণপ্রচারচলিতে চামরিণি চামীকরতটতাড়নরণিতরদনে রদতি সুরস্রবন্তীরোধাংসি স্বৈরমৈরাবতে, প্রসৃতানেকবিদ্যাধরাভিসারিকাসহস্রচরণালক্তকরসানুলিপ্ত ইব প্রকটয়তি চ তারাপথে পাটলতাম্, তারাপথপ্রস্থিতসিদ্ধদত্তদিনকরাস্তময়ার্ঘ্যাবর্জিতে রঞ্জিতককুভি, কুসুম্ভভাসি স্রবতি পিনাকিপ্রণতিমুদিতসন্ধ্যাস্বেদসলিল ইব রক্তচন্দনদ্রবে, বন্দারুমুনিবৃন্দারকবৃন্দবধ্যমানসন্ধ্যাঞ্জলিবনে, ব্রহ্মোৎপত্তি কমলসেবাগতসকলকমলাকর ইব রাজতি ব্রহ্মলোকে, সমুচ্চারিততৃতীয়সবনব্রহ্মণি ব্রহ্মণি, জ্বলিতবৈতানজ্বলনজ্বালাজটালাজিরেষ্বারব্ধ ধর্মসাধনশিবিরনীরাজনেষ্বিব সপ্তর্ষিমন্দিরেষু, অঘমর্ষণমুষিতাকিল্বিষবিষগদোল্লাঘলঘুষু যতিষু সন্ধ্যোপাসনাসীনতপস্বিপঙ্ক্তিপূতপুলিনে প্লবমাননলিনযোনিযানহংসহাসদন্তুরিতোর্মিণি মন্দাকিনীজলে, জলদেবতাতপত্রে পত্ররথকুলকলত্রান্তঃপুরসৌধে নিজমধুমধুরামোদিনি কৃতমধুপমুদি মুমুদিষমাণে কুমুদবনে, দিবসাবসানতাম্যত্তামরসমধুরমধুসপীতিপ্রীতে সুষুপ্সতি মৃদুমৃণালকাণ্ডকণ্ডূয়নকুণ্ডলিতকন্ধরে ধৃতপত্ররাজিবীজিতরাজীবসরসি রাজহংসযূথে, তটলতাকুসুমমধুলিধুসরিতসরিতি সিদ্ধপুরপুরন্ধ্রিধম্মিল্লমল্লিকাগন্ধগ্রাহিণি সায়ন্তনে তনীয়সি নিশানিশ্বাসানিলে নভস্বতি, সঙ্কোচোদঞ্চদ্দুচ্চকেসরকোটিসঙ্কটকুশেশয়কোশকোটরকুটীশায়িনি ষট্চরণচক্রে, নৃত্যোদ্ধূতধূর্জটিজটাটবীকুটজকুড্মলনিকরনিভে নভস্তলং স্তবকয়তি তারাগণে, সন্ধ্যানুবন্ধতাম্রে পরিণমৎতালফলত্বক্ত্বিষি কালমেঘমেদুরে, মেদিনীং মীলয়তি নববয়সি তমসি তরুণতরতিমিরপটলপাটনপটীয়সি সমুন্মিষতি যামিনীকামিনীকর্ণপূরচম্পককলিকাকদম্বকে প্রদীপপ্রকরে, প্রতনুতুহিনকিরণকিরণলাবণ্যালোকপাণ্ডুন্যাশ্যাননীলনীরমুক্তকালিন্দীকূলবালপুলিনায়মানে শাতক্রতবে ক্রশয়তি তিমিরনাশামুখে, খমুচিমেচকিতবিকচিতকুবলয়সরসি শশধরকরনিকচগ্রহাবিলে বিলীয়মানে মানিনীমনসীব শর্বরীশবরচিকুরচয়ে চাষপক্ষত্বিষি তমসি, উদিতে ভগবত্যুদয়গিরিশিখরকটককুহরহরি-

খরনখর নিবহহেতিনিহতনিজহরিণগলিতরুধিরনিচয়নিচিতমিব লোহিতং বহুদয়রাগধরমধরমিব বিভাবরীবধূ ধারয়তি শ্বেতভানৌ, অচলচ্যুতচন্দ্রকান্তজলধারাধৌত ইব ধ্বস্তে ধ্বান্তে গোলোকগলিত দুগ্ধবিসরবাহিনী দন্তময়করমুখমহাপ্রণাল ইবাপূরয়িতুং প্রবৃত্তে পয়োধিমিন্দুমণ্ডলে, স্পষ্টে প্রদোষসময়ে সাবিত্রী শূন্যহৃদয়ামিব কিমপি ধ্যায়ন্তীং সাস্রাং সরস্বতীমবাদীৎ—সখি, ত্রিভুবনোপদেশদানদক্ষায়াস্তব পুরো জিহ্বা জিহ্রেতি মে জল্পন্তী।। জানাস্যেব যাদৃশ্যো বিসংস্থুলা গুণবত্যপি জনে দুর্জনবন্নির্দাক্ষিণ্যাঃ ক্ষণভঙ্গিন্যো দুরতিক্রমনীয়া ন রমণীয়া দৈবস্য বামা বৃত্তয়ঃ। নিষ্কারণা চ নিকারকণিকাপি কলুষয়তি মনস্বিনোঽপি মানসমসদৃশজনাদপতন্তী। অনবরত-নয়নজলসিচ্যমানশ্চ তরুরিব বিপল্লবোঽপি সহস্রধা প্ররোহতি। অতিসুকুমারং চ জনং সন্তাপপরমাণবো কমলতীকুসুমমিব ম্লানিমানয়ন্তি। মহতাং চোপরি নিপতন্নণুরপি সৃণিরিব করিণাং ক্লেশঃ কদর্থনায়ালম্। সহজস্নেহপাশগ্রন্থিবন্ধনাশ্চ বান্ধবভূতা দুস্ত্যজা জন্মভূময়ঃ। দারয়তি দারুণঃ ক্রকচপাত ইব হৃদয়ং সংস্তুতজনবিরহঃ, সা নার্হস্যেবং ভবিতুম। অভূমিঃ খলবসি দুঃখক্ষেবডাঙ্কুরপ্রসবানাম্। অপি চ পুরাকৃতে কর্মণি বলবতি শুভেঽশুভে বা ফলকৃতি তিষ্ঠত্যধিষ্ঠাতরি প্রষ্ঠে পৃষ্ঠতস্ত কোঽবসরো বিদুষি শুচাম্। ইদং চ তে ত্রিভুবনমঙ্গলৈককমলমঙ্গলভূতাঃ কথমিব মুখমপবিত্রয়ন্ত্যশ্রুবিন্দবঃ। তদলম্। অধুনা কথয় কতমং ভুবো ভাগমলংকর্তুমিচ্ছসি। কস্মিন্নবতিতীর্ষতি তে পুণ্যভাজি প্রদেশে হৃদয়ম্। কানি বা তীর্থান্যনুগ্রহীতুমভিলষসি। কেষু বা ধন্যেষু তপোবনধামসু তপস্যন্তী স্থাতুমিচ্ছসি। সজ্জোদয়মুপচরণচতুরঃ সহপাংশুক্রীড়াপরিচয়পেশলঃ প্রেয়ান্ সখীজনঃ ক্ষিতিতলাবতরণায়। অনন্যশরণা চাদ্যৈব প্রভৃতি প্রতিপদ্যস্ব মনসা বাচা ক্রিয়য়া চ সর্ববিদ্যাবিধাতারং দাতারং চ শ্বঃ শ্রেয়সস্য চরণরজঃ পবিত্রতাত্রিদশাসুরং সুধাসূতিকলিকাকল্পিতকর্ণাবতংসং দেবদেবং ত্রিভুবনগুরুং ত্র্যম্বকম্। অল্পীয়সৈব কালেন স তে শাপশোকবিরতিং বিতরিষ্যতি ইতি।

এবমুক্তা মুক্তমুক্তাফলধবললোচনজললবা সরস্বতী প্রত্যবাদীৎ—'প্রিয়সখি, ত্বয়া সহ বিচরন্ত্যা ন মে কাচিদপি পীড়ামুৎপাদয়িষ্যতি ব্রহ্মলোকবিরহঃ শাপশোকো বা। কেবলং কমলাসন সেবাসুখমার্দ্রয়তি মে হৃদয়ম্। অপি চ ত্বমেব বেৎসি মে ভুবি ধর্মধামানি সমাধিসাধনানি যোগযোগ্যানি চ স্থানানি স্থাতুম্' ইত্যেবমভিধায় বিররাম। রণরণকোপনীতপ্রজাগরা চানিলীলিতলোচনৈব তাং নিশামনয়ৎ।

অন্যেদ্যুরুদিতে ভগবতি ত্রিভুবনশেখরে খণখণায়মানস্খলৎখলীনক্ষতনিজতুরগমুখক্ষিপ্তেন ক্ষতজেনেব পাটলিতবপুষ্যুদয়াচলচূড়ামণৌ জরৎ কৃকবাকুচূড়ারুণারুণপুরঃসরে বিরোচনে নাতিদূরবর্তী বিবিচা পিতামহবিমানহংসকুলপালঃ পর্যটন্নপরবক্ত্রমুচ্চৈরগায়ৎ—

তরলয়সি দৃশং কিমুৎসুকামকলুষমানসবাসলালিতে।
অবতর কলহংসি বাপিকাং পুনরপি যাস্যসি পঙ্কজালয়ম্ ।।

তচ্ছ্রুত্বা সরস্বতী পুনরচিন্তয়ৎ 'অহমিবানেন পর্যনুযুক্তা। ভবতু। মানয়ামি মুনের্বচনম্' ইত্যুক্ত্বোত্থায় কৃতমহীতলাবতরণসংকল্পা পরিত্যজ্য বিয়োগবিক্লবং স্বপরিজনং জ্ঞাতিবর্গমবিগণয্যাবগণা ত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য চতুর্মুখং কথমপ্যনুনয়নিবর্তিতানুযায়িব্রতিব্রাতা ব্রহ্মলোকতঃ সাবিত্রীদ্বিতীয়া নির্জগাম।

ততঃ ক্রমেণ ধ্রুবপ্রবৃত্তাং ধর্মধেনুমিবাধোধাবমানধবলপয়োধরাম্, উদধুরধ্বনিম্,

অন্ধকমথনমৌলিমালতীমালিকাম্, আলীয়মানবালখিল্যরুন্ধরোধসম্, অরুন্ধতী-ধৌতত্তারবত্সম্, ত্বঙ্গৎতুঙ্গতরঙ্গতরত্তরলতরতারতারকাম্, তাপসবিতীর্ণতরলতিলোদক-পুলকিতপুলিনাম্, আপ্লবনপূতপিতামহপাতিতপিতৃপিণ্ডপাণ্ডুরিতপারাম্, পর্যন্ত সুপ্তসপ্তর্ষিকুশশয়নসূচিতসূর্যগ্রহসূতকোপবাসাম্, আচমনশুচিশচীপতিমুচ্যমানার্চন-কুসুমণিকরশারাম্, শিবপুরপতিতনির্মাল্য মন্দারদামকাম্, অনাদরদারিতমন্দর দরীন্দুসদম্, অনেকনাকনায়কনিকায়কামিনীকুচ কলশ বিলুলিতবিগ্রহাম্, গ্রাহ-গ্রাবগ্রামস্খলনমুখরিতস্রোতসম্, সুষুম্ণাস্রুতশশিসুধাশীকরস্তবকতারকিততীরাম্, ধিষণাগ্নিকার্যধূমধূসরিতসৈকতাম্, সিদ্ধবিরচিতবালুকালিঙ্গলঙ্ঘনত্রাসিবিদ্রুতবিদ্যাধরাম্, নির্মোকমুক্তিমিব গগনোরগস্য, লীলাললাটিকামিব ত্রিবিষ্টপবিটস্য, বিক্রয়বীথীমিব পুণ্যপণ্যস্য, দত্তার্গলামিব নরকনগরদ্বারস্য, অংশুকোষ্ণীষপট্টিকামিব সুমেরুনৃপস্য, দুকূলকদলিকামিব কৈলাসকুঞ্জরস্য, পন্থানমিবাপবর্গস্য, নেমিমিব কৃতযুগস্য সপ্তসাগর-রাজমহিষীং মন্দাকিনীমনুসরন্তী মর্ত্যলোকমবততার। অপশ্যচ্চাম্বরতলস্থিতেব হারমিব বরুণস্য, অমৃতনির্ঝরমিব চন্দ্রাচলস্য, শশিমণিনিষ্যন্দমিব বিন্ধ্যস্য, কর্পূরদ্রুমদ্রব-প্রবাহমিব দণ্ডকারণ্যস্য, লাবণ্যরসপ্রস্রবণমিব দিশাম্, স্ফটিকশিলাপট্টশয়নমিবাম্বর-শ্রিয়ঃ স্বচ্ছশিশিরসুরসবারিপূর্ণং ভগবতঃ পিতামহস্যাপত্যং হিরণ্যবাহনামানং মহানদম্, যং জনাঃ শোণ ইতি কথয়ন্তি। দৃষ্ট্বা চ তং রামণীয়কহৃতহৃদয়া তস্যৈব তীরে বাসমরচয়ৎ। উবাচ চ সাবিত্রী—সখি, মধুরময়ূরবিরুতয়ঃ কুসুমপাংশুপটলসিকতিলতরুতলাঃ পরিমলমত্তমধুপবেণীবীণারণিতরমণীয়া রময়ন্তি মাং মন্দীকৃতমন্দাকিনীদ্যুতেরস্য মহানদস্যোপকণ্ঠভূময়ঃ। পক্ষপাতি চ হৃদয়মত্রৈব স্থাতুং মে' ইতি। অভিনন্দিতবচনা চ তথেতি তয়া তস্য পশ্চিমে তীরে সমবাতরৎ। একস্মিংশ্চ শুচৌ শিলাতলসনাথে তটলতামণ্ডপে গৃহবুদ্ধিং ববন্ধ। বিশ্রান্তা চ নাতিচিরাদুত্থায় সাবিত্র্যা সার্ধমুমুচ্চিতার্চন-কুসুমা সস্নৌ। পুলিনপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতশিবলিঙ্গা চ ভক্ত্যা পরময়া পঞ্চব্রহ্মপুরঃসরাং সমাপ্তমুদ্রাবন্ধবিহিতপরিকরাং ধ্রুবাগীতিগর্ভামবনিপবনবনগগনদহনতপনতুহিনকিরণ যজমানময়ীর্মূর্তীরষ্টাবপি ধ্যায়ন্তী সুচিরমষ্টপুষ্পিকামদাৎ। অযত্নোপনতেন ফলমূলেনামৃতরসমপাতীশশায়িবমাণেন চ স্বাদিম্না শিশিরেণ শোণবারিণা শরীরস্থিতিমকরোৎ। অতিবাহিতদিবসা চ তস্মিঁল্লতামণ্ডপশিলাতলে কল্পিতপল্লবশয়না সুষ্বাপ। অন্যেদ্যুরপ্যনেনৈব ক্রমেণ নক্তন্দিনমত্যবাহয়ৎ।

এবমতিক্রামৎসু দিবসেষু গচ্ছতি চ কালে ধামমাত্রোদগতে চ রবাবুত্তরস্যাং ককুভি প্রতিশব্দপূরিতবনগহ্বরং গম্ভীরতারতরং তুরঙ্গহ্রেষিতহ্রাদমশৃণোৎ। উপজাতকুতূহলা চ নির্গত্য লতামণ্ডপাদবলোকয়ন্তী বিকচকেতকীগর্ভপত্রপাণ্ডুরং রজঃসংঘাতং নাতিদবীয়সি সম্মুখমাপতন্তমপশ্যৎ। ক্রমেণ চ সামীপ্যোপজায়মানাভিব্যক্তি তস্মিন্মহতি শফরোদরধূসরে রজসি পয়সীব মকরচক্রং প্লবমানং পুরঃ প্রধাবমানেন, প্রলম্বকুটিল-কচপল্লবঘটিতললাটজূটকেন, ধবলদন্তপত্রিকাদ্যুতিহসিতকপোলভিত্তিনা, পিনদ্ধকৃষ্ণা-গুরুপঙ্ককলঙ্ককচ্ছুরণকৃষ্ণশবলকষায়কঞ্চুকেন, উত্তরীয়কৃতশিরোবেষ্টনেন, বামপ্রকোষ্ঠ-নিবিষ্টস্পষ্টহাটককটকেন, দ্বিগুণপট্টপট্টিকাগাঢ়গ্রন্থিগ্রথিতাসিধেনুনা, অনবরতব্যায়ামকৃত-কর্কশশরীরে, বাতহরিণযূথেনেব মুহুর্মুহুঃ খমুজ্জীয়মানেন, লঙ্ঘিতসমবিষমাবট-বিটপেন, কোণধারিণা, কৃপাণপাণিনা, সেবাগৃহীতবিবিধবনকুসুমফলমূলপর্ণেন, 'চল চল, যাহি যাহি, অপসর্পাপসর্প, পুরঃ প্রযচ্ছ পন্থানম্' ইত্যনবরতকৃতকলকলেন যুব-

প্রায়েণ, সহস্রমাত্রেণ পদাতিজনেন সনাথমশ্ববৃন্দং সন্দদর্শ।

মধ্যে চ তস্য সার্ধচন্দ্রেণ মুক্তাফলজালমালিনা বিবিধরত্নখণ্ডখচিতেন শঙ্খক্ষীরফেনপাণ্ডুরেণ ক্ষীরোদেনেব স্বয়ং লক্ষ্মীং দাতুমাগতেন গগনগতেনাতপত্রেণ কৃতচ্ছায়ম্, অচ্ছাচ্ছেনাভরণদ্যুতীনাং নিবহেন দিশামিব দর্শনানুরাগলগ্নেন চক্রবালেনানুগম্যমানম্, আনিতম্ববিলম্বিন্যা মালতীশেখরস্রজা সকলভুবনবিজয়ার্জিতয়া রূপপতাকয়েব বিরাজমানম্, উৎসর্পিভিঃ শিখণ্ডখণ্ডিকাপদ্মরাগমণেররুণৈরংশুজালৈরদৃশ্যমানবনদেবতাবিধৃতৈর্বালপল্লবৈরিব প্রমৃজ্যমানমার্গরেণুপরুষবপুষম্, বকুলকুড্মলমণ্ডলীমুণ্ডমালামণ্ডনমনোহরেণ কুটিলকুন্তলস্তবকমালিনা মৌলিনা নীলিতাতপং পিবন্তমিব দিবসম্, পশুপতিজটামুকুটমৃগাঙ্কদ্বিতীয়শকলঘটিতস্যেব সহজলক্ষ্মীসমালিঙ্গিতস্য ললাটপট্টস্য মনঃশিলাপঙ্কপিঙ্গলেন লাবণ্যেন লিম্পন্তমিবান্তরিক্ষম্, অভিনবযৌবনারম্ভাবষ্টম্ভপ্রগল্ভদৃষ্টিপাততৃণীকৃতত্রিভুবনস্য চক্ষুষঃ প্রথিম্না বিকচকুমুদকুবলয়কমলসরঃসহস্রসঞ্ছাদিতদশদিশং শরদমিব প্রবর্তয়ন্তম্, আয়তনয়ননদীসীমান্তসেতুবন্ধেন ললাটতটশশিমণিশিলাতলগলিতেন কান্তিসলিলস্রোতসেব দ্রাঘীয়সা নাসাবংশেন শোভমানম্, অতিসুরভিসহকারকর্পূরকক্কোললবঙ্গপারিজাতকপরিমলমুচা মত্তমধুকরকুলকোলাহলমুখেন সনন্দনবনং বসন্তমিবাবতারয়ন্তম্, আসন্নসুহৃৎপরিহাসভাবনোত্তানিতমুখমুগ্ধহসিতৈর্দশনজ্যোৎস্নাস্নপিতদিঙ্মুখৈঃ পুনঃপুনর্নভসি সঞ্চারিণং চন্দ্রালোকমিব কল্পয়ন্তম্, কদম্বমুকুলস্থূলমুক্তাফলযুগলমধ্যাধ্যাসিতমরকতস্য ত্রিকণ্টককর্ণাভরণস্য প্রেঙ্খতঃ প্রভয়া সমুৎসর্পন্ত্যা কৃতসেকসুমহরিতকুন্দপল্লবকর্ণাবতংসমিবোপলক্ষ্যমাণম্, আমোদিতমৃগমদপঙ্ককলিখিতপত্রভঙ্গভাস্বরম্ ভুজযুগলমুদ্দামমকরাক্রান্তশিখরমিব মকরকেতুকেতোঃ দণ্ডদ্বয়ং দধানম্, ধবলব্রহ্মসূত্রসীমন্তিতং সাগরমথনসমর্ষগঙ্গাস্রোতঃসন্দানিতমিব মন্দরং দেহমুদ্বহন্তম্, কর্পূরক্ষোদমুষ্টিচ্ছুরণপাংশুলেনেব কান্তোচ্চকুচচক্রবাকযুগলবিপুলপুলিনেনোরঃস্থলেন স্থূলভুজায়ামপুঞ্জিতম্, পুরো বিস্তারয়ন্তমিব দিক্চক্রম্ পুরস্তাদীষদধোনাভিনিহিতৈককোণকমনীয়েন পৃষ্ঠতঃ কক্ষাধিকক্ষিপ্তপল্লবেনোভয়তঃসম্বলনপ্রকটিতোরুত্রিভাগেন হারীতহরিতা নির্বিড়ানপীড়িতেনাধরবাসসা বিভজ্যমানতনুতরমধ্যভাগম্ অনবরতশ্রমোপচিতমাংসকঠিনবিকটনরমুখসংলগ্নজানুভ্যামতিবিশালবক্ষঃ সহলোপলবেদিকোত্তম্ভনশিলাস্তম্ভাভ্যাং চারুচন্দনস্থাসকস্থূলতরকান্তিভ্যামূরুদণ্ডাভ্যামুপহসন্তমিবৈরাবতকরায়ামম্, অতিভারিতোরুভারবহনখেদেনেব তনুতরজঙ্ঘাকাণ্ডম্, কল্পপাদপপল্লবদ্বয়স্যেব পাটলস্যোভয়পার্শ্বাবলম্বিনঃ পাদদ্বয়স্য দোলায়মানৈর্নখময়ূখৈরশ্বমণ্ডলচামরমালামিব রচয়ন্তম্, অভিমুখমুচ্চৈরুদণ্ডাভিরতিচিরমুপরিবিশ্রাম্যদ্ভিরিব বলিতবিকটং পতদ্ভিঃ খুরৈঃ খণ্ডিতভুবি প্রতিক্ষণদশনাবমুক্তখণখণায়িতখরখলীনে দীর্ঘঘ্রাণলীনলালিকে ললাটলুলিতচারুচামীকরচক্রকে শিঞ্জানশাতকৌম্ভায়নশোভিনি মনোরংহসি গোলাঙ্গুলকপোলকালকায়লোম্নি নীলসিন্ধুবারবর্ণে বাজিনি মহতি সমারূঢ়ম্, উভয়তঃ পর্যাণপট্টাশ্লিষ্টহস্তাভ্যামাসন্নপরিচারকাভ্যাং দোধূয়মানধবলচামরিকাযুগলম্, অগ্রতঃ পঠতো বন্দিনঃ সুভাষিতমুৎকণ্টকিতকপোলফলকেন লগ্নকর্ণোৎপলকেসরপক্ষ্মশকলেনেব মুখশশিনা ভাবয়ন্তম্। অনঙ্গযুগাবতারমিব দর্শয়ন্তম্, চন্দ্রময়ীমিব সৃষ্টিমুৎপাদয়ন্তম্, বিলাসপ্রায়মিব জীবলোকং জনয়ন্তম্, অনুরাগময়মিব সর্গান্তমারচয়ন্তম্, শৃঙ্গারময়মিব দিবসমাপাদয়ন্তম্, রাগরাজ্যমিব প্রবর্তয়ন্তম্, আকর্ষণাঞ্জনমিব চক্ষুষোঃ, বশীকরণমন্ত্রমিব মনসঃ, স্বস্থ্যাবেশচূর্ণ-

মিবেন্দ্রিয়াণাম্, অসন্তোষমিব কৌতুকস্য, সিদ্ধযোগমিব সৌভাগ্যস্য, পুনর্জন্ম-দিবসমিব মন্মথস্য, রসায়নমিব যৌবনস্য, একারাজ্যমিব রামণীয়কস্য, কীর্তিস্তম্ভমিব রূপস্য, মূলকোশমিব লাবণ্যস্য, পুণ্যকর্মপরিণামমিব সংসারস্য ; প্রথমাঙ্কুরমিব কান্তিলতায়াঃ, সর্গাভ্যাসফলমিব প্রজাপতেঃ, প্রতাপমিব বিভ্রমস্য, যশঃ প্রবাহমিব বৈদগ্ধ্যস্য, অষ্টাদশবর্ষদেশীয়ং যুবানমদ্রাক্ষীৎ ।

পার্শ্বে চ তস্য দ্বিতীয়মপরসংশ্লিষ্টতুরঙ্গম্, প্রাংশুমুত্তপ্ততপনীয়স্তম্ভাকারম্, পরিণতবয়সমপি ব্যায়ামকঠিনকায়ম্, নীচনখশ্মশ্রুকেশম্, শুক্তিখলতিম্, ঈষত্তুন্দিলম্, রোমশোরঃস্থলম্, অনুল্বণোদারবেষতয়া জরামপি বিনয়মিব শিক্ষয়ন্তম্, গুণানপি গরিমাণমিবানয়ন্তম্, মহানুভাবতামপি শিষ্যতামিবানয়ন্তম্ আচারস্যাপ্যাচার্যমিব কুর্বাণম্, বলক্ষবারবাণধারিণম্, ধৌতদুকূলপট্টিকাপরিবেষ্টিতমৌলিং পুরুষম্ ।

অথ স যুবা পুরোযায়িনাং যথাদর্শনং প্রতিনিবৃত্যাতিবিস্মিতমনসাং কথয়তাং পদাতীনাং সকাশাদুপলভ্য দিব্যাকৃতি তৎকন্যাযুগলমুপজাতকুতূহলঃ প্রতূর্ণতুরগো দিদৃক্ষুস্তং লতামণ্ডপোদ্দেশমাজগাম । দূরাদেব চ তুরগাদবতার । নিবারিতপরিজনশ্চ তেন দ্বিতীয়েন সাধুনা সহ চরণাভ্যামেব সবিনয়মুপসসর্প । কৃতোপসংগ্রহণৌ তৌ সাবিত্রী সমং সরস্বত্যা কিসলয়াসনদানাদিনা সকুসুমফলার্ঘ্যাবসানেন বনবাসোচিতেনাতিথ্যেন যথাক্রমমুপজগ্রাহ । আসীনয়োশ্চ তয়োরাসীনা নাতিচিরমিব স্থিত্বা তং দ্বিতীয়ং প্রবয়সমুদ্দিশ্যাবাদীৎ—'আর্য, সহজলজ্জাধনস্য প্রমদাজনস্য প্রথমাভিভাষণমশালীনতা, বিশেষতো বনমৃগীমুগ্ধস্য কুলকুমারীজনস্য । কেবলমিয়মালোকনকৃতার্থায় চক্ষুষে স্পৃহয়ন্তী প্রেরয়ত্যুদন্তশ্রবণকুতূহলিনী শ্রোত্রবৃত্তিঃ । প্রথমদর্শনে চোপায়নমিবোপনয়তি সজ্জনঃ প্রণয়ম্ । অপ্রগল্ভমপি জনং প্রভবতা প্রশ্রয়েণার্পিতং মনো মধ্বিব বাচালয়তি । অযত্নেনৈবাতিনম্রে সাধৌ ধনুষীব গুণঃ পরাং কোটিমারোপয়তি বিস্রম্ভঃ । জনয়ন্তি চ বিস্ময়মতিধীরধিয়ামপ্যাদৃষ্টপূর্বা দৃশ্যমানা জগতি স্রষ্টুঃ সৃষ্ট্যতিশয়াঃ । যত্ত্রিভুবনাভিভাবি রূপমিদমস্য মহানুভাবস্য । সৌজন্যপরতন্ত্রা চেয়ং দেবানাংপ্রিয়স্যাতিভদ্রতা কারয়তি কথাং ন তু যুবতিজনসহোত্থা তরলতা । তৎকথয়াগমনেনাপুণ্যভাক্ কতমো বিজৃম্ভিতবিরহব্যথঃ শূন্যতাং নীতো দেশঃ ক্ব বা গন্তব্যম্ ? কো বায়মপহৃতহরহুংকারাহংকারোঽপর ইবানন্যজো যুবা ? কিং নাম্নো বা সমৃদ্ধতপসঃ পিতুরয়মমৃতবর্ষী কৌস্তুভমণিরিব হর্তেহৃদয়মাহ্লাদয়তি ? কা চাস্য ত্রিভুবননমস্যা বিভাতসন্ধ্যেব মহতস্তেজসো জননী ? কানি বাস্য পুণ্যভাঞ্জি ভজন্তভিখ্যামক্ষরাণি ? আর্যপরিজ্ঞানেঽপ্যয়মেব ক্রমঃ কৌতুকানুরোধিনো হৃদয়স্য' ইত্যুক্তবত্যাং তস্যাং প্রকটিতপ্রশ্রয়োঽসৌ প্রতিব্যাজহার—'আয়ুষ্মতি, সতাং হি প্রিয়ংবদতা কুলবিদ্যা । ন কেবলমাননং হৃদয়মপি চ তে চন্দ্রময়মিব সুধাশীকরশীতলৈরাহ্লাদয়তি বচোভিঃ । সৌজন্যজন্মভূময়ো ভূয়সা শুভেন সজ্জননির্মাণশিল্পকলা ইব ভবাদৃশ্যো দৃশ্যন্তে । দূরে তাবদন্যোন্যস্যাভিলপনমভিজাতৈঃ সহ দৃশোঽপি মিশ্রীভূতা মহতীং ভূমিমারোপয়ন্তি । শ্রূয়তাম্—অয়ং খলু ভূষণং ভার্গববংশস্য ভগবতো ভূর্ভুবঃস্বস্ত্রিতয়তিলকস্য, অদভ্রপ্রমাবস্তম্ভিতজম্ভারি ভুজস্তম্ভস্য, সুরাসুরমুকুটমণিশিলাশয়নদুর্ললিতপাদপঙ্কেরুহস্য, নিজতেজঃপ্রসরপ্লুষ্টপুলোমচ্যবনস্য বহির্বৃত্তিজীবিতং দধীচো নাম তনয়ঃ । জননাস্য জিতজগতোঽনেকপার্থিবসহস্রানুযাতস্য শর্যাতস্য সুতা রাজপুত্রী ত্রিভুবনকন্যারত্নং সুকন্যা নাম । তাং খলু দেবীমন্তর্বত্নীং বিদিত্বা বৈজননে মাসি

প্রসবায় পিতা পত্যুঃ পার্শ্বাৎস্বগৃহমানায়য়ত। অসূত চ সা তত্র দেবী দীর্ঘায়ুষমেনম্। অবধ্যানেহসা চ তত্রৈবায়মানন্দিতজ্ঞাতিবর্গো বালস্তারকরাজ ইব রাজীবলোচনো রাজগৃহে। ভর্তৃভবনমাগচ্ছন্ত্যামপি দুহিতরি নাসেচনকদর্শনমিমমমুঞ্চম্মাতামহো মনোবিনোদনং নপ্তারম্। অশিক্ষতায়ং তত্রৈব, সর্বা বিদ্যাঃ সকলাশ্চ কলাঃ। কালেন চোপারূঢযৌবনমিমমালোক্যাহমিবাসাবপ্যনন্যভবতু মুখকমলাবলোকনানন্দমস্যেতি মাতামহঃ কথংকথমপ্যেনং পিতুরন্তিকমধুনা ব্যসর্জয়েৎ। মামপি তস্যৈব দেবস্য সুগৃহীতনাম্নঃ শর্যাতস্যাজ্ঞাকারিণং বিকুক্ষিনামানং ভৃত্যপরমাণুমবধারয়তু ভবতী। পিতুঃ পাদমূলমায়ান্তং ময়া সাভিসারমকরোৎ স্বামী। তদ্ধি নঃ কুলক্রমাগতং রাজকুলম্। উত্তমানাং চ চিরন্তনতা জনয়তানুজীবিন্যাপি জনে কিয়ন্মাত্রমপি মন্দাক্ষম্। অক্ষীণঃ খলু দাক্ষিণ্যকোশো মহতাম্। ইতশ্চ গব্যূতিমাত্রমিব পারেশোণং তস্য ভগবতশ্চ্যবনস্য স্বনাম্না নির্মিতব্যপদেশং চ্যাবনং নাম চৈত্ররথকল্পং কাননং নিবাসঃ। তদবধিরেবেয়ং নৌ যাত্রা। যদি চ বো গৃহীতক্ষণং দাক্ষিণ্যমনবহেলং বা হৃদয়মস্মাকমুপরি ভূমির্বা প্রসাদানাময়ং জনঃ শ্রবণার্হো বা, ততো ন বিমাননীয়োঽয়ং নঃ প্রথমঃ প্রণয়ঃ কতুহলস্য। বয়মপি শুশ্রূষবো বৃত্তান্তমায়ুষ্মত্যোঃ। নেয়মাকৃতির্দিব্যতাং ব্যভিচরতি। গোত্রনামনী তু শ্রোতুমভিলষতি নৌ হৃদয়ম্। তৎকথয় কতমো বংশঃ স্পৃহণীয়তাং জন্মনানীতঃ। কা চেয়মত্রভবতী ভবত্যাঃ সমীপে সমবায় ইব বিরোধিনাং পদার্থানাম্। তথা হি, সন্নিহিতবালান্ধকারা ভাস্বন্মূর্তিশ্চ, পুণ্ডরীকমুখী হরিণলোচনা চ, বালাতপপ্রভাধরা কুমুদহাসিনী চ, কলহংসস্বনা সমুন্নতপয়োধরা চ, কমলকোমলকরা হিমগিরিশিলাপৃথুনিতম্বা চ, করভোরুর্বিলম্বিতগমনা চ, অমুক্তকুমারভাবা স্নিগ্ধতারকা চ ইতি।

সা ত্বাবাদীৎ—'আর্য' শ্রোষ্যসি কালেন। ভূয়সো দিবসানত্র স্থাতুমভিলষতি নৌ হৃদয়ম্। অল্পীয়াংশ্চায়মধ্বা। পরিচয় এব প্রকটীকরিষ্যতি। আর্যেণ ন বিস্মরণীয়োঽয়মনুষঙ্গদৃষ্টো জনঃ ইত্যভিধায় তূষ্ণীমভূৎ। দধীচস্তু নবাম্ভোভরগভীরাম্ভোধরধ্বনিনিভয়া ভারত্যা নর্তয়ন্বনলতাভবনভাজো ভুজঙ্গভুজঃ সুধীরমুবাচ—'আর্য' করিষ্যতি প্রসাদমার্যারাধ্যমানা। পশ্যামস্তাবৎ তাতম্। উত্তিষ্ঠ। ব্রজামঃ ইতি। তথেতি চ তেনাভ্যনুজ্ঞাতঃ শনকৈরুত্থায় কৃতনমস্কৃতিরুচ্চচাল। তুরগারূঢং চ তং প্রযান্তং সরস্বতী সুচিরমুত্তম্ভিতপক্ষ্মণা নিশ্চলতারকেণ লিখিতেনেব চক্ষুষা ব্যলোকয়ৎ। উত্তীর্য চ শোণমচিরেণৈব কালেন দধীচঃ পিতুরাশ্রমপদং জগাম। গতে চ তস্মিন্ সা তামেব দিশমালোকয়ন্তী সুচিরমতিষ্ঠৎ। কৃচ্ছ্রাদিব চ সঞ্জহার দৃশম্।

অথ মুহূর্তমাত্রমিব স্থিত্বা স্মৃত্বা চ তাং তস্য রূপসম্পদং পুনঃ পুনর্ব্যস্ময়তাস্যা হৃদয়ম্। ভূয়োঽপি চক্ষুরাককাঙ্ক্ষ তদ্দর্শনম্। অবশেব কেনাপানীয়ত তামেব দিশং দৃষ্টিঃ। অপ্রহিতমপি মনস্তেনৈব সার্ধমগাৎ। অজায়ত চ নবপল্লব ইব বালবনলতায়াঃ কুতোঽপ্যস্যা অনুরাগশ্চেতসি। ততঃ প্রভৃতি চ সালস্যেব শূন্যেব সনিদ্রেব দিবসমনয়ৎ। অস্তমুপযাতি চ প্রত্যক্পর্যস্তমণ্ডলে লাঙ্গলিকাস্তবকতাম্রত্বিষি কমলিনীকামুকে কঠোরসারসাশিবঃ শোণশোচিষি সাবিত্রে ত্রয়ীময়ে তেজসি, তরুণতরতমালশ্যামলে চ মলিনয়তি ব্যোম ব্যোমব্যাপিনি তিমিরসঞ্চয়ে সঞ্চরৎসিন্ধুসুন্দরীনূপুররবানুসারিণি চ মন্দং মন্দং মন্দাকিনীহংস ইব সমুৎসর্পতি শশিনি গগনতলম্ কৃতসন্ধ্যাপ্রণামা নিশামুখ এব

নিপত্য বিমুক্তাঙ্গী পল্লবশয়নে তস্থৌ। সাবিত্র্যপি কৃত্বা যথাক্রিয়মাণং সায়ন্তনং ক্রিয়াকলাপমুচিতে শয়নকালে কিসলয়শয়নমভজত জাতনিদ্রা চ সুষ্বাপ।

ইতরা তু মুহুর্মুহুরঙ্গবলনৈর্বলুলিতকিসলয়শয়নতল্পা নিমীলিতনয়নাপি নালভত নিদ্রাম্। অচিন্ত্যশ্চমর্ত্যলোকঃ খলু সর্বলোকানামুপরি, যস্মিন্নেবংবিধানি ভবন্তি ত্রিভুবনভূষণানি সকলগুণগ্রামগুরূণি রত্নানি। তথা হি তস্য মুখলাবণ্যপ্রবাহস্য নিষ্যন্দবিন্দুরিন্দুঃ। তস্য চ চক্ষুষো বিক্ষেপাঃ কুমুদকুবলয়কমলাকারাঃ। তস্য চাধরমণের্দীধিতয়ো বিকসিতবন্ধূকবনরাজয়ঃ। তস্য চাঙ্গস্য পরভাগোপকরণমনঙ্গঃ। পুণ্যভাঞ্জি তানি চক্ষূংষি চেতাংসি যৌবনানি বা স্ত্রৈণানি, যেষামসাববিষয়ো দর্শনস্য। ক্ষণং নু দর্শয়তা চ তমন্যজন্মনিতেনেব মে ফলিতমধর্মেণ। কা প্রতিপত্তিরিদানীম্? ইতি চিন্তয়ন্ত্যেব কথংকথমপ্যুপজাতনিদ্রা চিরাৎ ক্ষণমশেত। সুপ্তাপি চ তমেব দীর্ঘলোচনং দদর্শ। স্বপ্নাসাদিতদ্বিতীয়দর্শনা চাকর্ণাকৃষ্টকার্মুকেণ মনসি নির্দয়মতাড্যত মকরকেতুনা। প্রতিবুদ্ধায়া মদনশরাহতায়াশ্চ তস্যা বার্তামিবোপলব্ধুমরতিরাজগাম। তথা হি—ততঃ প্রভৃতি কুসুমধূলিধবলাভির্বনলতাভিরতাড়িতাপি বেদনামধত্ত। মন্দমন্দমারুতবিধুতৈঃ কুসুমরজোভিরদূষিতলোচনাপ্যশ্রুজলং মুমোচ। হংসপক্ষতালবৃন্তবাতব্রাতবিততৈঃ শোণশীকরৈরসিক্তাপ্যার্দ্রতামগাৎ। প্রেঙ্খৎকাদম্বমিথুনাভিরনূঢ়াপ্যাঘূর্ণিত বনকমলিনীকল্লোলদোলাভিঃ। বিঘটমানচক্রবাকযুগলবিসৃষ্টৈরস্পৃষ্টাপি শ্যামতামাসসাদ বিরহনিঃশ্বাসধূমৈঃ। পুষ্পধূলিধূসরৈরদষ্টাপি ব্যচেষ্টত মধুকরকুলৈঃ।

অথ গতরাত্রাপগমে নিবর্তমানস্তেনৈব বর্ত্মনা তং দেশং সমাগত্য তথৈব নিবারিত পরিজনশ্ছত্রধারদ্বিতীয়ো বিকুক্ষির্ঢৌকে। সরস্বতী তু তং দূরাদেব সম্মুখমাগচ্ছন্তং প্রীত্যা সসম্ভ্রমমুত্থায় বনমৃগীবোদ্গ্রীবা বিলোকয়ন্তী মার্গপরিশ্রান্তমস্নপয়দিব ধবলিতদশদিশা দৃশা। কৃতাসনপরিগ্রহং তু তং প্রীত্যা সাবিত্রী পপ্রচ্ছ—'আর্য, কচ্চিৎ কুশলী কুমারঃ?' ইতি। সোঽব্রবীৎ—'আয়ুষ্মতি, কুশলী। স্মরতি চ ভবত্যোঃ। কেবলমমীষু দিবসেষু তনীয়সীমিব তনুং বিভর্তি। অবিজ্ঞায়মাননিমিত্তং চ শূন্যতামিবাধত্তে। অপি চ। অস্বকমাগমিষ্যত্যেব মালতীতি নাম্না বাণিনী বার্তাং বো বিজ্ঞাতুম্। উচ্ছ্বসিতং হি সা কুমারস্য' ইতি। তচ্ছ্রুত্বা পুনরপি। সাবিত্রী সমভাষত—'অতিমহানুভাবঃ খলু কুমারো যেনৈবেনমবিজ্ঞায়মানে ক্ষণদৃষ্টেঽপি জনে পরিচিতিমনুবধ্নাতি। তস্য হি গচ্ছতো যদৃচ্ছয়া কথমপ্যংশুকমিব মার্গলতাসু মানসমস্মাসু মুহূর্তমাসক্তমাসীৎ। অশূন্যং হি সৌজন্যমাভিজাত্যেন বঃ স্বামিসূনোঃ। অলসঃ খলু লোকো যদেবং সুলভসৌহার্দানি যেন কেনাচিন্ন ক্রীণাতি মহতাং মনাংসি। সোঽয়মৌদার্যাতিশয়ঃ কোঽপি মহাত্মনামিতরজনদুর্লভো যেনোপকরণীকুর্বন্তি ত্রিভুবনম্' ইতি। বিকুক্ষিস্তূচ্চাবচৈরালাপৈঃ সুচিরমিব স্থিত্বা যথাভিলষিতং দেশমযাসীৎ।

অপরেদ্যুরুদিতে ভগবতি দ্যুমণাবুদ্দামদ্যুতাবভিদ্রুততারকে তিরস্কৃততমসি তামরসব্যাসব্যসনিনি সহস্ররশ্মৌ শোণমুত্তীর্যায়ান্তী, তরলদেহপ্রভাবিতানচ্ছলেনাত্যচ্ছং সকলং শোণসলিলমিবানয়ন্তী, স্ফুটিতাতিমুক্তককুসুমস্তবকসমত্বিষি সটালে মহতী মৃগপতাবিব গৌরী তুরঙ্গমে স্থিতা, সলীলমুরোবন্ধারোপিতয়া তির্যগুৎকর্ণতুরগাকর্ণ্য, মাননূপুরপটুরণিতস্যাতিবহলেন পিণ্ডালক্তকেন পল্লবিতস্য কুঙ্কুমপিঞ্জরিতপৃষ্ঠস্য চরণযুগলস্য প্রসরদ্ভিরতিলোহিতৈঃ প্রভাপ্রবাহৈরুভয়তস্তাড়নদোহদলোভাগতানি

কিসলয়িতানি রক্তাশোকবনানীবাকর্ষয়ন্তী, সকলজীবলোকহৃদয়হঠহরণাঘোষণয়েব রশনয়া শিঞ্জানজঘনস্থলা, ধৌতধবলনেত্রনির্মিতেন নির্মোকলঘুতরেণাপ্রপদীনেন কঞ্চুকেন তিরোহিততনুলতা, ছাতকঞ্চুকান্তরদৃশ্যমানৈরাশ্যানচন্দনধবলৈরবয়বৈঃ স্বচ্ছসলিলাভ্যন্তরবিভাব্যমানমৃণালকাণ্ডেব সরসী, কুসুম্ভরাগপাটলং পুলকবন্ধচিত্রং চণ্ডাতকমন্তঃস্ফুটং স্ফটিকভূমিরিব রত্ননিধানমাদধানা, হারেণামলকীফলনিস্তুলমুক্তাফলেন স্ফুরিতস্থূলগ্রহগণশারা শারদীব শ্বেতবিরলজলধরপটলাবৃতা দ্যৌঃ, কুচপূর্ণকলশয়োরুপরি রত্নপ্রালম্বমালিকামরুণহরিতকিরণকিসলয়িনীং কস্যাপি পুণ্যবতো হৃদয়প্রবেশবনমালিকামিব বন্ধাং ধারয়ন্তী প্রকোষ্ঠনিবিষ্টস্যৈকস্য হাটককটকস্য মরকতমকরবেদিকাসনাথস্য হরিতীকৃতদিগন্তাভির্ময়ূখসন্ততিভিঃ স্থলকমলিনীভিরেব লক্ষ্মীশঙ্কয়ানুগম্যমানা, অতিবহলতাম্বূলকৃষ্ণিকান্ধকারিতেনাধরসম্পুটেন মুখশশপীতং সসন্ধ্যারাগং তিমিরমিব বমন্তী, বিকচনেকুবলয়কুতূহলালীনয়ালিকুলসংহত্যা নীলাংশুকজালিকয়েব নিরুদ্ধার্ধবদনা, নীলীরাগনিহিতনীলিম্না শিখদ্যোতমানা, বকুলফলানুকারিণীভিস্তিসৃভির্মুক্তাভিঃ কল্পিতেন বালিকাযুগলেনাধোমুখেনালোকজলবর্ষিণা সিঞ্চন্তীবাতিকোমলে ভুজতলে, দক্ষিণকর্ণাবতংসিতয়া কেতকীগর্ভপলাশলেখয়া রজনিকরজিহ্বালতয়েব লাবণ্যলোভেন লিহ্যমানকপোলতলা তমালশ্যামলেন মৃগমদামোদিনা বিন্দুনা তিলকবিন্দুনা মুদ্রিতমিব মনোভবসর্বস্বং বদনমুদ্বহন্তী, ললাটলাসকস্য সীমন্তচুম্বিনশ্চটুলাতিলকমণেরুদংশুনা চটুলেনাংশুজালেনেব রক্তাংশুকেনেব কৃতশিরোবগুণ্ঠনা, পৃষ্ঠপ্রেঙ্খদনাদরসংযমনশিথিলজূটিকাবন্ধা নীলচামরাবচূলিনীব, চূড়ামণিমকরিকাসনাথা মকরকেতুপতাকেব কুলদেবতেব চন্দ্রমসঃ, পুনঃ সঞ্জীবনৌষধিরিব পুষ্পধনুষঃ, বেলেব রাগসাগরস্য, জ্যোৎস্নেব যৌবনচন্দ্রোদয়স্য, মহানদীব রতিরসামৃতস্য, কুসুমোদ্গতিরিব সুরততরোঃ, বালবিদ্যেব বৈদগ্ধ্যস্য, কৌমুদীব কান্তেঃ, ধৃতিরিব ধৈর্যস্য, গুরুশালেব গৌরবস্য, বীজভূমিরিব বিনয়স্য, গোষ্ঠীব গুণানাম্, মনস্বিতেব মহানুভাবতায়াঃ, তৃপ্তিরিব তারুণ্যস্য, কুবলয়দলদামদীর্ঘলোচনয়া পাটলাধরয়া কুন্দকুড্মলস্ফুটদশনয়া শিরীষমালাসুকুমারভুজযুগলয়া কমলকোমলকরয়া বকুলসুরভিনিঃশ্বসিতয়া চম্পকাবদাতদেহয়া কুসুমময্যেব তাম্বূলকরঙ্কবাহিন্যা মহাপ্রমাণাশ্বতরারূঢয়ানুগম্যমানা, কতিপয়পরিচারকপরিকরা মালতী সমদৃশ্যত। দূরাদেব চ দধীচপ্রেম্ণা সরস্বত্যা লুণ্ঠিতেব মনোরথৈঃ, আকৃষ্টেব কুতূহলেন, প্রত্যুদ্গতেবোৎকলিকাভিঃ, আলিঙ্গিতেবোৎকণ্ঠয়া, অন্তঃপ্রবেশিতেব হৃদয়েন, স্নপিতেবানন্দাশ্রুভিঃ, বিলিপ্তেব স্মিতেন, বীজিতেবোচ্ছ্বসিতৈঃ, আচ্ছাদিতেব চক্ষুষা, অভ্যর্চিতেব বদনপুণ্ডরীকেণ, সখীকৃতেবাশয়া সবিধমুপযযৌ। অবতীর্য চ দূরাদেবানতেন মূর্ধ্না প্রণামমকরোৎ। আলিঙ্গিতা চ তাভ্যাং সবিনয়মুপাবিশৎ। সপ্রশ্রয়ং তাভ্যাং সম্ভাষিতা চ পুণ্যভাজনমাত্মানমমনাত। অকথয়চ্চ দধীচসন্দিষ্টং শিরসি নিহিতেনাঞ্জলিনা নমস্কারম্। অগৃহ্ণাচ্চাকৃতঃ প্রভৃত্যপ্রামাণ্যা চিত্রৈরতিপেশলৈরালাপৈঃ সাবিত্রীসরস্বত্যোর্মনসী।

ক্রমেণ চাতীতে মধ্যন্দিনসময়ে শোণমবতীর্ণায়াং সাবিত্র্যাং স্নাতুমুৎসারিতপরিজনা সাকূতেব মালতী কুসুমস্রস্তশায়িনীং সমুপসৃত্য সরস্বতীমাবভাষে— দেবি, বিজ্ঞাপ্যং নঃ কিঞ্চিদস্তি রহসি। যতো মুহূর্তমবধানদানেন প্রসাদং ক্রিয়মাণমিচ্ছামি' ইতি। সরস্বতী তু দধীচসন্দেশাশঙ্কিনী কিং বক্ষ্যতীতি স্তনান্তনিহিতবামকরনখরকিরণদন্তুরিত-

মন্দং ভিদ্যমানকুতূহলাংকুরনিকরমিব হৃদয়মুত্তরীয়কুলবল্কলৈকদেশেন সংছাদয়ন্তী, গল্লতাবতংসপল্লবেন শ্রোতুং শ্রবণেনেব কুতূহলাদ্ধাবমানেনাবিরতশ্বাসসন্দোহ-দোলায়িতাং জীবিতাশামিব সমাসন্নতরুণতরুলতামবলম্বমানা, সমুৎফুল্লস্য মুখশশিনো লাবণ্যপ্রবাহেণ শৃঙ্গাররসেনবাপ্লাবয়ন্তী সকলং জীবলোকম্, শয়নকুসুমপরিমললগ্নৈর্মধুকরকদম্বকমদেনানলদাহশ্যামলৈ-র্মনোরথৈরিব নির্গত্য মূর্তৈরুৎক্ষিপ্যমাণা, কুসুমশয়নীয়াৎ স্মরশরসঞ্চারিণী, মন্দং মন্দমুদগাৎ। 'উপাংশু কথয়' ইতি কপোলতলপ্রতিবিম্বিতাং লজ্জয়া কর্ণমূলমিব মালতীং প্রবেশয়ন্তী মধুরয়া গিরা সুধীরমুবাচ—সখি মালতি, কিমর্থমেবমভিদধাসি? কাহমবধানদানস্য শরীরস্য প্রাণানাং বা? সর্বস্যাপ্রার্থিতোঽপি প্রভবত্যেবাতিবেলং চক্ষুষ্যো জনঃ। সা ন কাচিদ্ যা ন ভবসি মে স্বসা সখী প্রণয়িনী প্রাণসমা চ। নিযুজ্যতাং যাবতঃ কার্যস্য ক্ষমং ক্ষোদীয়সো গরীয়সী বা শরীরকমিদম্। অনবস্কর-মাশ্রব ত্বয়ি হৃদয়ম্। প্রীত্যা প্রতিসরা বিধেয়াস্মি তে। ব্যাবৃণু বরবর্ণিনি, বিবক্ষিতম্' ইতি। সা ত্ববাদীৎ—'দেবি, জানাস্যেব মাধুর্যং বিষয়াণাম্, লোলুপতাং চেন্দ্রিয়গ্রামস্য, উন্মাদিতাং চ নবযৌবনস্য, পারিপ্লবতাং চ মনসঃ। প্রখ্যাতৈব মন্মথস্য দুর্নিবারতা। অতো ন মামুপালম্ভেনোপস্থাতুমর্হসি। ন চ বালিশতা চপলতা চারণতা বা বাচালতায়াঃ কারণম্। ন কিঞ্চিন্ন কারয়ত্যসাধারণা স্বামিভক্তিঃ। সা ত্বং দেবি, যদৈব দৃষ্টাসি দেবেন তত এবারভ্যাস্য কামো গুরুঃ, চন্দ্রমা জীবিতেশঃ, মলয়মরুদু-চ্ছ্বাসহেতুঃ, আধয়োঽন্তরঙ্গস্থানেষু, সন্তাপঃ, পরমসুহৃৎ, প্রজাগর আপ্তঃ, মনোরথাঃ সর্বগতাঃ, নিঃশ্বাসা বিগ্রহাগ্রেসরাঃ মৃত্যুঃ পার্শ্ববর্তী, রণরণকঃ সঞ্চারকঃ সংকল্পা বন্ধ্যুপদেশবন্ধাঃ। কিন্তু বিজ্ঞাপয়ামি। অনুরূপো দেব ইত্যাত্মসম্ভাবনা শীলবার্নিত প্রক্রমবিরুদ্ধম্, ধীর ইত্যবস্থাবিপরীতম্, সুভগ ইতি ত্বদায়ত্তম্, স্থিরপ্রীতিরিতি নিপুণোপক্ষেপঃ, জানাতি সেবিতুমিত্যস্বামিভাবোচিতম্, ইচ্ছতি দাসভাবমামরণাৎ কর্তুমিতি ধূর্তালাপঃ, ভবনস্বামিনী ভবেত্যুপপ্রলোভনম্, পুণ্যভাগিনী ভর্জতি ভর্তারং তাদৃশমিতি স্বামিপক্ষপাতঃ, ত্বং তস্য মৃত্যুরিত্যপ্রিয়ম্, অগুণজ্ঞাসীত্যধিক্ষেপঃ স্বপ্নেঽপ্যস্য বহুশঃ কৃতপ্রসাদাসীত্যসাক্ষিকম্, প্রাণরক্ষার্থমর্থয়ত ইতি কাতরতা, তত্র গম্যতামিত্যাজ্ঞা, বারিতোঽপি বলাদাগচ্ছতীতি পরিভবঃ। তদেবমগোচরে গিরামসীতি শ্রুত্বা দেবী প্রমাণম্ ইত্যভিধায় তূষ্ণীমভূৎ।

অথ সরস্বতী প্রীতিবিস্ফারিতেন চক্ষুষা প্রত্যবাদীৎ-'অয়ি, ন শক্নোমি বহু ভাষিতুম্। এবাস্মি তে স্মিতবাদিনি বচসি স্থিতা। গৃহ্যন্তামমী প্রাণাঃ ইতি। মালতী তু দেবি, যদাজ্ঞাপয়সি, 'অতিপ্রসাদায়' ইতি ব্যাহৃত্য প্রহর্ষপরবশা প্রণম্য প্রজবিনা তুরগেণ ততার শোণম্। অগাচ্চ দধীচমানেতুং চ্যবনাশ্রমপদম্। ইতরা তু সখীস্নেহেন সাবিত্রীমপি বিদিতবৃত্তান্তামকরোৎ। উৎকণ্ঠাভারভৃতা চ তাম্যতা চেতসা কল্পায়িতং কথং কথমপি দিবসশেষমনৈষীৎ। অস্তমুপগতে চ ভগবতি গভস্তিমালিনি স্তিমিততরমবতরতি তমসি, প্রহসিতামিব সিতাং দিশং পৌরন্দরীং দরীমিব কেসরিণি মুঞ্চতি চন্দ্রমসি সরস্বতী শুচিনি চীনাংশুকসুকুমারতরে তরঙ্গিণি দুকূলকোমলশয়ন ইব শোণসৈকতে সমুপবিষ্টা স্বপ্নকৃতপ্রার্থনা পাদপতনলগ্নাং দধীচচরণনখচন্দ্রিকামিব ললাটিকাং দধানা, গণ্ডস্থলাদর্শপ্রতিবিম্বতেন 'চারুহাসিনি, অয়মসাবাহ্বতো হৃদয়দয়িতো জনঃ' ইতি শ্রবণসমীপবর্তিনা নিবেদ্যমানমদনসন্দেশে-

বেন্দনা, বিকীর্যমাণনখকিরণচক্রবালেন বালব্যজনীকৃতচন্দ্রকলাপেনেব করেণ বীজয়ন্তী স্বেদিনং কপোলপট্টম্, অত্র দধীচাদৃতে ন কেনচিৎপ্রবেষ্টব্যম্ ইতি তিরশ্চীনং স্তনয়ন্তী কথমপি হৃদয়েন বহন্তী প্রতিপালয়ামাস। আসীচ্চাস্য মনসি—'অহমপি নাম স্বরস্বতী যত্রামুনা মনোজন্মনা জানাতেব পরবশীকৃতা। তব কা গণনেতরাসু তপস্বিনীষু-তিতরলাসু তরুণীষু' ইতি।

আজগাম চ মধুমাস ইব সুরভিগন্ধবাহঃ, হংস ইব কৃতমৃণালধৃতিঃ, শিখণ্ডীব ঘনপ্রীত্যুন্মুখঃ, মলয়ানিল ইবাহিতসরসচন্দনধবলতনুলতোৎকম্পঃ, কৃষ্যমাণ ইব কৃতকরকচগ্রহেণ গ্রহপতিনা, প্রের্যমাণ ইব কন্দর্পোদ্দীপনদক্ষেণ দক্ষিণানিলেন, উহ্যমান ইবোৎকলিকাবহুলেন রতিরসেন, পরিমলসম্পাতিনা মধুপপটলেন পটেনেব নীলেনাচ্ছাদিতাঙ্গযষ্টিঃ, অন্তঃস্ফুরতা মত্তমদনকরিকর্ণশঙ্খায়মানেন প্রতিমেন্দুনা প্রথমসমাগমবিলাসবিলক্ষস্মিতেনেব ধবলীক্রিয়মাণৈককপোলোদরো মালতীদ্বিতীয়ো দধীচঃ। আগত্য চ হৃদয়গতদয়িতানুপূরররবমিশ্রয়েব হংসগদ্গদয়া গিরা কৃতসম্ভাষণো যথা মন্মথঃ সমাজ্ঞাপয়তি, যথা যৌবনমুপদিশতি, যথা বিদগ্ধতাধ্যাপয়তি, যথানুরাগঃ শিক্ষয়তি, তথা তামভিরামাং রামামরময়ৎ। উপজাতবিস্রম্ভা চাত্মানমকথয়দস্য সরস্বতী। তেন তু সার্ধমেকদিবসমিব সম্বৎসরমধিকমনয়ৎ।

অথ দৈবযোগাৎ সরস্বতী বভার গর্ভম্। অসূত চানেহসা সর্বলক্ষণাভিরামং তনয়ম্। তস্মৈ চ জাতমাত্রয়ৈব সম্যক্সরহস্যাঃ সর্বে বেদাঃ সর্বাণি চ শাস্ত্রাণি সকলাশ্চ কলা মৎপ্রভাবাৎ স্বয়মাবির্ভবিষ্যন্তি ইতি বরমদাৎ। সদ্ভর্তৃশ্লাঘয়া দর্শয়িতুমিব হৃদয়েনাদায় দধীচং পিতামহাদেশাৎ সমং সাবিত্র্যা পুনরপি ব্রহ্মলোকমারুরোহ। গতায়াং চ তস্যাং দধীচোঽপি হৃদয়ে হৃদাদিন্যেবাভিহতো ভার্গববংশসম্ভূতস্য ভ্রাতুর্ব্রাহ্মণস্য জায়ামক্ষমালাভিধানাং মুনিকন্যামাত্মসূনোঃ সম্বর্ধনায় নিযুজ্য বিরহাতুরস্তপসে বনমগাৎ। যস্মিন্নেবাবসরে সরস্বত্যসূত তনয়ং তস্মিন্নেবাক্ষমালাপি সুতং প্রসুবতী। তৌ তু সা নির্বিশেষং সামান্যস্তন্যাদিনা শনৈঃ শনৈঃ শিশু সমবর্ধয়ৎ। একস্তয়োঃ সারস্বতাখ্য এবাভবৎ অপরোঽপি বৎস নামাসীৎ। আসীচ্চ তয়োঃ সোদর্যয়োরিব স্পৃহণীয়া প্রীতিঃ।

অথ সারস্বতো মাতুর্মহিম্না যৌবনারম্ভ এবাবিভূর্তাশেষবিদ্যাসম্ভারস্তস্মিন্বয়সি ভ্রাতরি প্রেয়সি প্রাণসমে সুহৃদি বৎসে বাঙ্ময়ং সমস্তমেব সঞ্চরয়ামাস। চকার চ কৃতদারপরিগ্রহস্যাস্য তস্মিন্নেব প্রদেশে প্রীত্যা প্রীতিকুটনামানং নিবাসম্। আত্মনাপ্যাষাঢ়ী, কৃষ্ণাজিনী, অক্ষবলয়ী, বল্কলী, মেখলী, জটী চ ভূত্বা তপস্যতো জনয়িতুরেব জগামান্তিকম্।

অথ বৎসাৎপ্রবর্ধমানাদিপুরুষজনিতাত্মচরণোন্নতিঃ, নির্গতপ্রঘোষঃ, পরমেশ্বরশিরোধৃতঃ সকলকল্পাগমগম্ভীরঃ, মহামুনিমান্যঃ, বিপক্ষক্ষোভক্ষমঃ, ক্ষিতিতললব্ধায়তিঃ, অস্খলিতপ্রবৃত্তো ভাগীরথীপ্রবাহ ইব পাবনঃ প্রাবর্তত বিমলো বংশঃ। যস্মাদজায়ন্ত বাৎস্যায়নো নাম গৃহমুনয়ঃ, আশ্রিতশ্রৌতা অপ্যনালম্বিতালীকবককাকবঃ, কৃতকুক্কুটব্রতা অপ্যবৈড়ালবৃত্তয়ঃ, বিবর্জিতজনপঙ্‌ক্তয়ঃ, পরিহৃতকপটকৌরুকুচীকুর্চাকুতাঃ, অগৃহীতগহ্বরাঃ, ন্যক্কৃতনিকৃতয়ঃ, প্রসন্নপ্রকৃতয়ঃ, বিহতবিকৃতয়ঃ, পরপরীবাদপরাচীনচেতোবৃত্তয়ঃ, বর্ণত্রয়ব্যাবৃত্তিবিশুদ্ধান্ধসঃ, ধীরধিষণাঃ, বিধূতাধ্যেষণাঃ, অসংকসুকস্বভাবাঃ, প্রণতপ্রণয়িনঃ, শমিতসমস্তশাখান্তরসংশীতয়ঃ উদ্ঘাটিতসমগ্রগ্রন্থার্থগ্রন্থয়ঃ, কবয়ঃ,

বাগ্মিনঃ, বিমৎসরাঃ, পরসুভাষিতব্যসনিনঃ, বিদগ্ধপরিহাসাসবেদিনঃ, পরিচয়পেশলাঃ, নৃত্যগীতবাদিত্রেষ্ববাহ্যাঃ, ঐতিহ্যস্যাবিতৃষ্ণাঃ, সানুক্রোশাঃ, সর্বাতিথয়ঃ, সর্বসাধু-সম্মতাঃ, সর্বসত্ত্বসাধারণসৌহার্দদ্রবাদ্রীকৃতহৃদয়াঃ, তথা সর্বগুণোপেতা রাজসেনানভিভূতাঃ, ক্ষমাভাজ আশ্রিতনন্দনাঃ, অনিস্ত্রিংশা বিদ্যাধরাঃ, অজড়াঃ কলাবন্তঃ, অদোষাস্তারকাঃ, অপরোপতাপিনো ভাস্বন্তঃ, অনুষ্মাণো হুতভুজঃ, অকুসৃতয়ো ভোগিনঃ, অস্তম্ভাঃ পুণ্যালয়াঃ, অলুপ্তক্রতুক্রিয়া দক্ষাঃ, অব্যালাঃ কামজিতঃ অসাধারণা দ্বিজাতয়ঃ।

তেষু চৈবমুৎপদ্যমানেষু, সংসরতি চ সংসারে, যাৎসু যুগেষু, অবতীর্ণে কলৌ, বহৎসু বৎসরেষু, ব্রজৎসু বাসরেষু, অতিক্রামতি চ কালে প্রসবরম্পরাভিরনবরতমাপতন্তি বিকাশিনি বাৎস্যায়নকুলে, ক্রমেণ কুবেরনামা বৈনতেয় ইব গুরুপক্ষপাতী দ্বিজো জন্ম লেভে। তস্যাভবন্নচ্যুত ঈশানো হরঃ পাশুপতশ্চেতি চত্বারো যুগারম্ভা ইব ব্রাহ্ম-তেজোজন্যমানপ্রজাবিস্তারা নারায়ণবাহুদণ্ডা ইব সচ্চক্রনন্দকাস্তনয়াঃ। তত্র পাশুপতস্যৈক এবাভবদ্ ভুভার ইবাচলকুলস্থিতিঃ, স্থিরশ্চতুরুদধিগম্ভীরোঽর্থপতিরিতি নাম্না সমগ্রাগ্রজন্মচক্রচূড়ামণির্মহাত্মা সুনুঃ। সোঽজনয়দ্ ভৃগুং হংসং শুচিং কবিং মহীদত্তং ধর্মং জাতবেদসং চিত্রভানুং ত্র্যক্ষমহিদত্তং বিশ্বরূপং চেতোকাদশ রুদ্রানিহ সোমামৃতরসশীকরচ্ছুরিতমুখান্ পবিত্রান্ পুত্রান্। অলভত চ চিত্রভানুস্তেষাং মধ্যে রাজদেবাভিধানায়াং ব্রাহ্মণ্যাং বাণমাত্মজম্। স বাল এব বলবতো বিধের্বশাদুপসম্পন্নয়া ব্যযুজ্যত জনন্যা। জাতস্নেহস্তু নিতরাং পিতৈবাস্য মাতৃতামকরোৎ। অবর্ধত চ তেনাধিকতরমাধীয়মানধৃতির্ধাম্নি নিজে।

কৃতোপনয়নাদিক্রিয়াকলাপস্য সমাবৃত্তস্য চাস্য চতুর্দশবর্ষদেশীয়স্য পিতাপি শ্রুতিস্মৃতিবিহিতং কৃত্বা দ্বিজজনোচিতং নিখিলং পুণ্যজাতং কালেনাদশমাস্থ এবাস্ত মগমৎ। সংস্থিতে চ পিতরি মহতা শোকেনাভীলমনুপ্রাপ্তো দিবানিশং দহ্যমানহৃদয়ঃ কথং কথমপি কতিপয়ান্ দিবসান্ আত্মগৃহ এবানৈষীৎ। গতে চ বিরলতাং শোকে শনৈঃ শনৈরবিনয়নিদানতয়া স্বাতন্ত্র্যস্য, কতূহলবহুলতয়া চ বালভাবস্য, ধৈর্যপ্রতি-পক্ষতয়া চ যৌবনারম্ভস্য, শৈশবোচিতান্যনেকানি চাপলান্যাচরন্নিত্বরো বভূব। অভবঞ্চাস্য সবয়সঃ সমানাঃ সুহৃদঃ সহায়াশ্চ। তথা চ ভ্রাতরৌ পারশবৌ চন্দ্রসেন-মাতৃষেণৌ, ভাষাকবিরীশানঃ পরং মিত্রম্, প্রণয়িনৌ রুদ্রনারায়ণৌ, বিদ্বাংসৌ বারবাণবাসবাণৌ, বর্ণকবির্বেণীভারতঃ প্রাকৃতকৃৎকুলপুত্রো বায়ুবিকারঃ, বন্দিনাবনঙ্গবাণসূচীবাণৌ, কাত্যায়নিকা চক্রবাকিকা, জাঙ্গুলিকো ময়ূরাকঃ তাম্বূলদায়কশ্চণ্ডকঃ, ভিষক্পুত্রো মন্দারকঃ, পুস্তকবাচকঃ সুদৃষ্টিঃ, কলাদশ্চামীকরঃ হৈরিকঃ সিন্ধুষেণঃ, লেখকো, গোবিন্দকঃ, চিত্রকৃদ বীরবর্মা, পুস্তকৃৎ-কুমারদত্তঃ, মার্দঙ্গিকো জীমূতঃ, গায়নৌ সোমিলগ্রহাদিত্যৌ, সৈরন্ধ্রী কুরঙ্গিকা, বাংশিকৌ মধুকরপারাবতৌ, গান্ধর্বোপাধ্যায়ো দর্দুরকঃ, সংবাহিকা কেরলিকা, লাসকযুবা তাণ্ডাবিকঃ, আক্ষিক আখণ্ডলঃ, কিতবো ভীমকঃ, শৈলালিযুবা শিখণ্ডকঃ, নর্তকী হরিণিকা, পারাশরী সুমতিঃ ক্ষপণকো বীরদেবঃ, কথকো জয়সেনঃ, শৈবো বক্রঘোণঃ, মন্ত্রসাধকঃ করালঃ অসুরবিবরব্যসনী লোহিতাক্ষঃ, ধাতুবাদবিদ্ বিহঙ্গমঃ, দার্দুরিকো দামোদরঃ, ঐন্দ্রজালিকশ্চকোরাক্ষঃ, মস্করী তাম্রচূড়কঃ। স এভিরন্যৈশ্চা-গম্যমানো বালতয়া নিঘ্নতামুপগতো দেশান্তরাবলোকনকৌতুকাক্ষিপ্তহৃদয়ঃ সৎস্বপি

পিতৃপিতামহোপাত্তেষু ব্রাহ্মণজনোচিতেষু বিভবেষু সতি চাবিচ্ছিন্নে বিদ্যাপ্রসঙ্গে গৃহান্নিরগাৎ। অগাচ্চ নিরবগ্রহো গ্রহবানিব নবযৌবনেন স্বৈরিণা মনসা মহতামুপহাস্যতাম্।

অথ শনৈরত্যুদারব্যবহৃতিমনোহারিণি বৃহন্তি রাজকুলানি বীক্ষমাণঃ, নিরবদ্যবিদ্যাবিদ্যোতিতানি গুরুকুলানি চ সেবমানঃ, মহার্হালাপগম্ভীরগুণবদ্গোষ্ঠীশ্চোপতিষ্ঠমানঃ, স্বভাবগম্ভীরধীধনানি বিদগ্ধমণ্ডলানি চ গাহমানঃ, পুনরপি তামেব বৈপশ্চিতীমাত্মবংশোচিতাং প্রকৃতিমভজৎ। মহতশ্চ কালাত্তমেব ভূয়ো বাৎস্যায়নবংশাশ্রমমাত্মনো জন্মভুবং ব্রাহ্মণাধিবাসমগমৎ। তত্র চ চিরদর্শনাদভিনবীভূতস্নেহসম্ভাবৈঃ সসংস্তবপ্রকটিতজ্ঞাতেয়ৈরাপ্তৈরুৎসবদিবস ইবানন্দিতাগমনো বালমিত্রমণ্ডলমধ্যগতো মোক্ষসুখমিবাম্বভবৎ।

ইতি শ্রীমহাকবিবাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতে বাৎস্যায়নবংশবর্ণনং নাম প্রথম উচ্ছ্বাসঃ।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

অতিগম্ভীরে ভূপে কূপ ইব জনস্য নিরন্তরস্য।
দর্শিত সর্বাহিতসিদ্ধিং গুণবন্তঃ পার্থিবা ঘটকাঃ ॥১॥
রাগিণি নলিনে লক্ষ্মীং দিবসো নিদধাতি দিনকরপ্রভবাম্।
অনপেক্ষিতগুণদোষঃ পরোপকারঃ সতাং ব্যসনম্ ॥২॥

অথ তত্রানবরতাধ্যয়নধ্বনিমুখরাণি, ভস্মপুণ্ড্রকপাণ্ডুরললাটৈঃ কপিলশিখাজালজটিলৈঃ কৃশানুভিরিব ক্রতুলোভাগতৈর্বটুভিরধ্যাস্যমানানি, সেকসুকুমারসোমকেদারিকাহরিতায়মানপ্রঘনানি, কৃষ্ণাজিনবিকীর্ণশুষ্যৎপুরোডাশীয়শ্যামাকতণ্ডুলানি, বালিকাবিকীর্যমাণনীবারবলীনি, শুচিশিষ্যানীয়মানহরিতকুশপূলীপলাশসমিদ্ধি, ইন্ধনগোময়পিণ্ডকূটসঙ্কটানি, আমিক্ষীয়ক্ষীরক্ষারিণীনামগ্নিহোত্রধেনূনাং খুরবলয়ৈর্বলিখিতাজিরবিতর্দিকানি, কমণ্ডলব্যমৃৎপিণ্ডমর্দনব্যগ্রমৌঞ্জিনানি, বেতানবেদীশঙ্কব্যানামোদুম্বরীণাং শাখানাং রাশিভিঃ পবিত্রিতপর্যন্তানি বৈশ্বদেবপিণ্ডপাণ্ডুরিতপ্রদেশানি, হবির্ধূমধূসরিতাঙ্গণবিটপিকিসলয়ানি, বাৎসীয়বালকলালিতললত্তরলতর্ণকানি, ক্রীড়ৎকৃষ্ণসারচ্ছাগশাবকপ্রকটিতপশুবন্ধপ্রবন্ধানি, সুকসারিকারব্ধাধ্যয়নদীয়মনোপাধ্যায়বিশ্রান্তিসুখানি, সাক্ষাৎত্রয়ীতপোবনানীব চিরদৃষ্টানাং বান্ধবানাং প্রীয়মাণো ভ্রমন্ ভবনানি, বাণঃ সুখমতিষ্ঠৎ।

তত্রস্থস্য চাস্য কদাচিৎকুসুমসময়যুগমুপসংহরন্নজৃম্ভত গ্রীষ্মাভিধানঃ সমুৎফুল্লমল্লিকা ধবলাট্টহাসো মহাকালঃ। প্রত্যগ্রনির্জিতস্যান্তমুপগচ্ছতো বসন্তসামন্তস্য বালাপত্যেষ্বিব পয়ঃপায়িসু নবোদ্যানেষু দর্শিতস্নেহো মৃদুরভূৎ। অভিনবোদিতশ্চ সর্বস্যাং পৃথিব্যাং সকলকুসুমবন্ধনমোক্ষমকরোৎ পতপশুক্ষসময়ঃ। স্বয়মৃতুরাজস্যাভিষেকার্দ্রাশ্চামরকলাপা ইবাগৃহ্যন্ত কামিনীচিকুরচয়াঃ কুসুমায়ুধেন, হিমদগ্ধসকলকমলিনীকোপেনেব হিমালয়াভিমুখীং যাত্রামদাদাংশুমালী।

অথ ললাটন্তপে তপতি তপনে চন্দনলিখিতললাটিকাপুণ্ড্রকৈরলক্তচীয়চীবরসংবীতৈঃ স্বেদোদবিন্দুমুক্তাক্ষবলয়বাহিভির্দিনকরারাধননিয়মা ইবাগৃহ্যন্ত ললনাললাটেন্দুদ্যু-

তিভিঃ। চন্দনধূসরাভিরসূর্যম্পশ্যাভিঃ কুমুদিনীভিরিব দিবসমসুপ্যত সুন্দরীভিঃ। নিদ্রালসা রত্নালোকমপি নাসহন্ত দৃশঃ, কিমুত জরঠমাতপম্‌। অশিশিরসময়েন চক্রবাকমিথুনাভিনন্দিতাঃ সরিত ইব তনিমানমানীয়ন্ত সোড়ুপাঃ শর্বর্যঃ। অভিনবপটুপাটলামোদসুরভিপরিমলং ন কেবলং জলম্‌, জনস্য পবনমপি পাতুমভূদভিলাষো দিবসকরসন্তাপাৎ।

ক্রমেণ চ খরখগময়ূখে খণ্ডিতশৈশবে, শুষ্যৎসরসি, সীদৎস্রোতসি, মন্দনির্ঝরে ঝিল্লিকাঝাঙ্কারিণি, কাতরকপোতকূজিতানুবন্ধবধিরিতবিশ্বে, শ্বসৎপতত্রিণি, করীষঙ্কষমরুতি, বিরলবীরুধি, রুধিরকুতূহলিকেসরিকিশোরকলিহ্যমানকঠোরধাতকীস্তবকে, তাম্যৎস্তম্বেরমযূথবমথূৎম্যশ্মহামহীধরনিতম্বে, দিনকরদূয়মানদ্বিরদদীনদানাশ্যানদানশ্যামিকালীনমূকমধুলিহি, লোহিতায়মানমন্দারসিন্দূরিতসীম্নি, সলিলস্যন্দসন্দোহসন্দেহমুহ্যন্মহামহিষবিষাণকোটিবিলিখ্যমানস্ফুটৎস্ফাটিকদৃষদি, ধর্মমর্মরিতগমুর্তি, তপ্তপাংশুকুকূলকাতরাবিকিরে, বিবরশরণশ্বাবিধে, তটার্জুনকুররকূজাজর্জরবিবর্তমানোত্তানশফরশারপঙ্কশেষপল্বলাম্ভসি, দূবর্জিতজগন্নীরাজনে, রজনীরাজযক্ষ্মণি, কঠোরীভবতি নিদাঘকালে প্রতিদিশমাটীকমানা ইবোষরেষু প্রপাবাটকুটীপটলপ্রকটলুণ্ঠকাঃ, প্রপক্ককপিকচ্ছুগুচ্ছচ্ছটাচ্ছোটনচাপলৈরকাণ্ডকণ্ডূলা ইব কর্ষন্তঃ শর্করিলাঃ কর্করস্থলীঃ, স্থূলদৃষচ্চূর্ণমুচঃ, মুচুকুন্দকন্দলদলনদণ্ডরাঃ, সন্তপ্ততপনতাপমুখরচীরীগণমুখশীকরশীক্যমানতনবঃ, তরুণতরনরণিতাপতরলে তরঙ্গ ইব তরঙ্গিণি মৃগতৃষ্ণিকাতরঙ্গিণীনামলীকবারিণি, শূন্যচ্ছমীমর্মরমারবমার্গলঙ্ঘনলাঘবজবজঙ্ঘালাঃ, রেণবাবর্তমণ্ডলীরেচকরাসরসরভসারব্ধনর্তনারম্ভারভটীনটাঃ, দাবদগ্ধস্থলীমষীমলিনমলিনাঃ শিক্ষিতক্ষপণকবৃত্তয় ইব বনময়ূরপিচ্ছচয়ানুচ্চিন্বন্তঃ, সপ্রয়াণগুঞ্জা ইব শিঞ্জানজরৎকরঞ্জরীবীজজালকৈঃ সপ্ররোহা ইবাতপাতুরবনমহিষনাগানিকুঞ্জস্থূলনিঃশ্বাসৈঃ, সাপত্যা ইবোড্ডীয়মানজবনবাতহরিণপরিপাটীপেটকৈঃ, সভ্রুকুটয় ইব দহ্যমানখলধানবুসকূটকুটিলধূমকোটিভিঃ, সাবীচিবীচয় ইব মহোষ্মমুক্তিভিঃ, লোমশা ইব শীর্যমাণশাল্মলিফলতূলতন্তুভিঃ, দদ্রুণা ইব শুষ্কপত্রপ্রকরাকীর্ণীভিঃ, শিরালা ইব তৃণবেণীবিকরণৈঃ উচ্ছ্মশ্রব ইব ধূয়মাননববশুকশকলশঙ্কুভিঃ, দংষ্ট্রালা ইব চলিতশললসূচীশতৈঃ, জিহ্বালা ইব বৈশ্বানরশিখাভিঃ উৎসর্পৎসর্পকঞ্চুকৈশ্চূড়ালা ইব বভ্রস্তম্ভরসাভ্যবহরণায় কবলগ্রহমিবোষ্মৈঃ কমলবনমধুভিরভ্যস্যন্তঃ সকলসলিলোচ্ছোষণধর্মঘোষণাঘোরপটহৈরিব শুষ্কবেণুনাস্ফোটনপটুরবৈস্ত্রিভুবনবিভাষিকামুদ্ভাবয়ন্তঃ, চ্যুতচপলচাষপক্ষশ্রেণীশারিতসৃতয়ঃ, ত্বিষিমস্ময়ূখলতালাতপ্লোষকল্মাষবপুষ ইব স্ফুটিতগুঞ্জাফলস্ফুলিঙ্গাঙ্গারাঙ্কিতাঙ্গাঃ, গিরিগুহাগম্ভীরভাঙ্কারভীষণভ্রান্তয়ঃ, ভুবনভস্মীকরণাভিচারচরুপচনচতুরাঃ, রুধিরাহুতিভিরিব পারিভদ্রদ্রুমস্তবকবৃষ্টিভিস্তর্পয়ন্তস্তারবাশ্বনাবিভাবসূন্‌, অশিশিরসিকতাতারকিতরংহংসঃ, তপ্তশৈলবিলীয়মানশিলাজতুরসলবলিপ্তদিশঃ, দাবদহনপচ্যমানচটকাণ্ডখণ্ডখচিততরুকোটরকীটপটলপুটপাকগন্ধকটবঃ, প্রাবর্তন্তোন্মত্তা মাতরিশ্বানঃ।

সর্বতশ্চ ভূরিভস্ত্রাগহস্রসন্ধুক্ষণক্ষুভিতা ইব জরঠাজগরগম্ভীরগলগুহাবাহিবায়বঃ, ক্বচিৎ স্বচ্ছন্দতৃণচারিণো হরিণাঃ, ক্বচিত্তরুতলবিবরবিবর্তিনো বভ্রবঃ, ক্বচিজ্জটাবলম্বিনঃ কপিলাঃ ক্বচিচ্ছকুনিকুলকুলায়পাতিনঃ শ্যেনাঃ, ক্বচিদ্বিলীনলাক্ষারসলোহিতচ্ছবয়োঽধরাঃ, কদাচিদাসাদিতশকুনিপক্ষকৃতপটুগতয়ো বিশিখাঃ, কদাচিদগ্ধনিঃ-

শেষজন্মহেতবো নির্বাণাঃ, ক্বচিৎকুসুমবাসিতাম্বরসুরভয়ো রাগিণঃ, ক্বচিৎসধূমোদ্গারামন্দরুচয়ঃ, ক্বচিৎসকলজগৎগ্রাসঘস্মরাঃ সভস্মকাঃ, ক্বচিদ্বেণুশিখরলগ্নমূর্তয়োঽত্যন্তবৃদ্ধাঃ, ক্বচিদচলোপযুক্তশিলাজতবঃ, ক্ষয়িণঃ, ক্বচিৎসর্বরসভুজঃ পীবানঃ, ক্বচিদ্দগ্ধগুগ্গুলবো রৌদ্রাঃ, ক্বচিজ্জ্বলিতনেত্রদহনদগ্ধসকুসুমশরমদনাঃ কৃতস্থাণুস্থিতয়ঃ, চটুলশিখানর্তনারম্ভারভটীনটাঃ ক্বচিচ্ছুষ্ককাসারসৃতিভিঃ স্ফুটন্নীরসনীবারবীজলাজবর্ষিভির্জ্বালাঞ্জলিভিরর্চয়ন্ত ইব ধর্মঘৃণিম্, অঘৃণা ইব হঠহূয়মানকঠোরস্থলকমঠবসাবিস্রগন্ধগৃধ্নবঃ, স্বয়মপি ধূমমম্ভোদসমুদ্ভূতিভয়েব ভক্ষয়ন্তঃ সীতলাহূতয় ইব স্ফুটদ্বহলবলবালকীটপটলাঃ কক্ষেষু শ্বিত্রিণ ইব প্লোষবিচটদ্বল্কলধবলশম্বূকশুক্তয়ঃ শুষ্কেষু সরঃসু, স্বৈদিন ইব বিলীয়মানমধুপটলগোলগলিতমধূচ্ছিষ্টবৃষ্টয়ঃ কাননেষু, খলতয় ইব পরিশীর্যমাণশিখাসংহতয়ো মহোষরেষু, গৃহীতশিলাকবলা ইব জ্বলিতসূর্যমণিশকলেষু শিলোচ্চয়েষু, প্রত্যদৃশ্যন্ত দারুণা দাবাগ্নয়ঃ।

তথাভূতে চ তস্মিন্নত্যুগ্রে গ্রীষ্মসময়ে কদাচিদস্য স্বগৃহাবস্থিতস্য ভুক্তবতোঽপরাহ্নসময়ে ভ্রাতা পারশবশ্চন্দ্রসেননামা প্রবিশ্যাকথয়ৎ—'এষ খলু দেবস্য চতুঃসমুদ্রাধিপতেঃ সকলরাজচক্রচূড়ামণিশ্রেণীশাণকোণকষণনির্মলীকৃতচরণনখমণেঃ সর্বচক্রবর্তিনাং ধৌরেয়স্য মহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীহর্ষদেবস্য ভ্রাত্রা কৃষ্ণনাম্না ভবতামন্তিকং প্রজ্ঞাততমো দীর্ঘাধ্বগঃ প্রহিতো দ্বারমধ্যাস্তে' ইতি। সোঽব্রবীৎ—'আয়ুষ্মন্, অবিলম্বিতং প্রবেশয়ৈনম্' ইতি।

অথ তেনানীয়মানম্, অতিদূরগমনগুরুজড়জঙ্ঘাকাণ্ডম্, কার্দমিকচেলচীরিকানিয়মিতোচ্চণ্ডচণ্ডাতকম্, পৃষ্ঠপ্রেঙ্খৎপটচ্চরকর্পটঘটিতগলগ্রন্থিম্, অতিনিবিড়সূত্রবন্ধনিয়মিতান্তরালকৃতলেখধাবচ্ছেদয়া লেখমালিকয়া পরিকলিতমূর্ধানম্, প্রবিশন্তং লেখহারকমদ্রাক্ষীৎ। অপ্রাক্ষীচ্চ দূরাদেব—ভদ্র ভদ্রমশেষভুবননিষ্কারণবন্ধোস্তত্রভবতঃ কৃষ্ণস্য? ইতি। স 'ভদ্রম্' ইত্যুক্ত্বা প্রণম্যানতিদূরে সমুপাবিশৎ। বিশ্রান্তশ্চাব্রবীৎ—'এষ খলু স্বামিনা মাননীয়স্য লেখঃ প্রহিতঃ' ইতি বিমুচ্যার্পয়ৎ। বাণস্তু সাদরং গৃহীত্বা স্বয়মেবাবাচয়ৎ—'মেখলকাৎ সন্দিষ্টমবধার্য ফলপ্রতিবন্ধী ধীমতা পরিহরণীয়ঃ কালাতিপাত ইত্যেতাবদত্রার্থজাতম্। ইতরদ্বার্তাসম্বাদনমাত্রকম্।' অবধৃতলেখার্থশ্চ সমুৎসারিতপরিজনঃ সন্দেশং পৃষ্টবান্। মেখলকস্ত্ববাদী—'এবমাহ মেধাবিনং স্বামী জানাত্যেব মান্যো যথৈকগোত্রতা বা, সমানজ্ঞানতা বা, সমানজাতিতা বা, সহসম্বর্ধনং বা, একদেশনিবাসো বা, দর্শনাভ্যাসো বা, পরম্পরানুরাগশ্রবণং বা, পরোক্ষোপকারকরণং বা, সমানশীলতা বা, স্নেহস্য হেতবঃ। ত্বয়ি তু বিনা কারণেনাদৃষ্টেঽপি প্রত্যাসন্নে বন্ধাবিব বন্ধপক্ষপাতং কিমপি স্নিহ্যতি মে হৃদয়ং দূরস্থোঽপীন্দোরিব কুমুদাকরে। যতো ভবন্তমন্তরেণান্যথা চান্যথা চায়ং চক্রবর্তী দুর্জনগ্রাহিত আসীৎ। ন চ তত্তথা। ন সন্ত্যেব তে যেষাং সতামপি সতাং ন বিদ্যন্তে মিত্রোদাসীনশত্রবঃ। শিশুচাপলাপরাচীনচেতোবৃত্তিতা চ ভবতঃ কেনাচিদসহিষ্ণুনা যৎকিঞ্চিদসদৃশমুদীরিতম্, ইতরো লোকস্তথৈব তদ্গৃহ্নাতি বক্তি চ। সলিলানীব গতানুগতিকানি লোকানি খলু ভবন্ত্যবিবেকিনাং মনাংসি। বহুমুখশ্রবণনিশ্চলীকৃতনিশ্চয়শ্চ কিং করোতু পৃথিবীপতিঃ। তত্ত্বান্বেষিভিশ্চাস্মভির্দূরস্থিতোঽপি প্রত্যক্ষীকৃতোঽসি। বিজ্ঞপ্তশ্চক্রবর্তী ত্বদর্থম্—যথা প্রায়েণ প্রথমে বয়সি সর্বস্যৈব চাপলৈঃ শৈশবমপরাধীতি। তথেতি চ স্বামিনা প্রতিপন্নম্। অতো ভবতা রাজকুলমকৃতকালক্ষেপমাগন্তব্যম্।

অবকেশীবাদৃষ্টপরমেশ্বরো বন্ধুমধ্যমধিবসন্নপি ন মে বহুমতঃ। ন চ সেবাবৈষম্যবিষাদিনা পরমেশ্বরোপসর্পণভীরুণা বা ভবতা ভবিতব্যম্। যতো যদ্যপি—

স্বেচ্ছোপজাতবিষয়োঽপি ন যাতি বক্তুং
দেহীতি মার্গণশতৈশ্চ দদাতি দুঃখম্।
মোহাৎ সমাক্ষিপতি জীবনমপ্যকাণ্ডে
কষ্টং মনোভব ইবেশ্বরদুর্বিদগ্ধঃ॥

তথাপ্যন্যো তে ভূপতয়ঃ, অন্য এবায়ম্।

ন্যক্কৃতনৃগণলনিষধনহুষাম্বরীষদশরথদিলীপনাভাগভরতভগীরথযযাতিরমুম্ময়ঃ স্বামী। নাস্যাহংকারকালকূটবিষদিগ্ধদুষ্টা দৃষ্টয়ঃ, ন গর্বগরগুরুকুলগ্রহগদগদ্গদা গিরঃ, নাতিস্ময়োন্মাপস্মারবিস্মৃতস্থৈর্যাণি স্থানকানি, নোদ্দামদর্পদাহজ্বরবেগবিক্লবা বিকারাঃ, নাভিমানহাসন্নিপাতনির্মিতাঙ্গভঙ্গানি গতানি, ন মদার্দিতবক্রীকৃতৌষ্ঠপুতনিষ্ঠুরাক্ষরাণি জল্পিতানি। তথা চ অস্য বিমলেষু সাধুষু রত্নবুদ্ধিঃ, ন শিলাসকলেষু। মুক্তাধবলেষু গুণেষু প্রসাধনধীঃ, নাভরণভারেষু। দানবৎসু কর্মসু সাধনশ্রদ্ধা, ন করিকীটেষু। সর্বাগ্রেসরে যশসি মহাপ্রীতিঃ, ন জীবিতজরত্তৃণে। গৃহীতকরাশ্বাসু প্রসাধনাভিযোগঃ ন নিজকলত্রধর্মপুত্রিকাসু। গুণবতি ধনুষি সহায়বুদ্ধিঃ, ন পিণ্ডোপজীবিনি সেবকজনে অপি চ, অস্য মিত্রোপকরণমাত্মা, ভৃত্যোপকরণং প্রভুত্বম্, পণ্ডিতোপকরণং বৈদগ্ধ্যম্, বান্ধবোপকরণং লক্ষ্মীঃ, কৃপণোপকরণমৈশ্বর্যম্, দ্বিজোপকরণং সর্বস্বম্, সুকৃতসংস্মরণোপকরণং হৃদয়ম্ ধর্মোপকরণমায়ুঃ, সাহসোপকরণং শরীরম্, অসিলতোপকরণং পৃথিবী বিনোদোপকরণং রাজকম্, প্রতাপোপকরণং প্রতিপক্ষঃ। নাল্পস্যাল্পপুণ্যৈরবাপ্যতে সর্বাতিশায়িসুখরসপ্রসূতিঃ পাদপল্লবচ্ছায়া' ইতি। শ্রুত্বা চ তমেব চন্দ্রসেনং সমাদিশৎ—'কৃতকশিপু বিশ্রান্তসুখিনমেনং কারয়' ইতি।

অথ গতে তস্মিন্, পর্যস্তে চ বাসরে, সংঘট্টমানরক্তপঙ্কজসম্পুটপীয়মান ইব ক্ষীয়মাণ ক্ষামতাং ব্রজতি বালবায়সাস্যারুণেঽপরাহ্ণাতপে, শিথিলিতনিজবাজিজবে জপাপীড়-পাটলিমন্যাস্তচলশিখরসংস্খলিতে খঞ্জ ইব কমলিনীকণ্টকক্ষতপাদপল্লবে পতঙ্গে, পুরঃপরাপতিত প্রেঙ্খদন্ধকারলেশলম্বালকে শশিবিরহশোকশ্যাম ইব শ্যামামুখে, কৃতসন্ধ্যা-পাসনঃ শয়নীয়মগাৎ। অচিন্তয়চ্চৈকাকী—কিং করোমি। অন্যথা সম্ভাবিতোঽস্মি রাজ্ঞা। নির্নিমিত্তবন্ধুনা চ সন্দিষ্টমেবং কৃষ্ণেন। কষ্টা চ সেবা বিষমং ভৃত্যত্বম্। অতিগম্ভীরং মহদ্‌রাজকুলম্। ন চ মে তত্র পূর্বজপুরুষপ্রবর্তিতাঃ, ন কুলক্রমাগতা গতিঃ, নোপকারস্মরণানুরোধঃ, ন বালসেবাস্নেহঃ ন গোত্রগৌরবম্, ন পূর্বদর্শনদাক্ষিণ্যম্, ন প্রজ্ঞাসংবিভাগোপপ্রলোভনম্ ন বিদ্যাতিশয়কুতূহলম্, নাকারসৌন্দর্যাদরঃ, ন সেবাকাকুকৌশলম্, ন বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীবন্ধবৈদগ্ধ্যম্, ন বিত্তব্যয়বশীকরণম্, ন রাজবল্লভ-পরিচয়ঃ অবশ্যং গন্তব্যঞ্চ। সর্বথা ভগবান্ ভবানীপতির্ভুবনপতির্গতস্য যে শরণম্, সর্বং সাম্প্রতমাচরিষ্যতি, ইত্যবধার্য গমনায় মতিমকরোৎ।

অথান্যস্মিন্নহন্যুত্থায়, প্রাতরেব স্নাত্বা, ধৃতধবলদুকূলবাসাঃ, গৃহীতাক্ষমালঃ, প্রাস্থানিকানি সূক্তানি মন্ত্রপদানি চ বহুশঃ সমাবর্ত্য দেবদেবস্য বিরূপাক্ষস্য ক্ষীরস্নপনপুরঃসরাং সুরভিকুসুমধূপগন্ধধ্বজবলিবিলেপনপ্রদীপকবহুলাং বিধায় পরময়া ভক্ত্যা পূজাম্ প্রথমহুতভুজজ্বলিতজ্বলনাগবিঘনচটুলমুখরশিখাশেখরং প্রাজ্যাজ্যাহুতিপ্রবর্ধিত-

দক্ষিণার্চিষং ভগবন্তমাশুশুক্ষণিং হুত্বা, দত্ত্বা দ্যুম্নং যথাবিদ্যমানা দ্বিজেভ্যঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রাঙ্মুখীং নচিকীম্, শুক্লাঙ্গরাগঃ, শুক্লমাল্য, শুক্লবাসাঃ, রোচনাচিত্রদূর্বাগ্রপল্লবগ্রথিতগিরিকর্ণিকাকুসুমকৃতকর্ণপূরঃ, শিখাসক্তসিদ্ধার্থকঃ, পিতুঃ কনীয়স্যা স্বস্রা মাত্রেব স্নেহার্দ্রহৃদয়য়া শ্বেতবাসনা সাক্ষাদিব ভগবত্যা মহাশ্বেতয়া মালত্যাখ্যায় কৃতসকলগমনমঙ্গলঃ, দত্তাশীর্বাদো বান্ধববৃদ্ধাভিঃ, অভিনন্দিতঃ পরিজনজরতীভিঃ, বন্দিতচরণৈরভ্যনুজ্ঞাতো গুরুভিঃ, অভিবাদিতৈরাঘ্রাতঃ শিরসি কুলবৃদ্ধৈঃ, বর্ধিতগমনোৎসাহঃ শকুনৈঃ, মৌহূর্তিকমতেন কৃতনক্ষাত্রদোহদঃ, শোভনে মুহূর্তে হরিতগোময়োপলিপ্তাজিরস্থণ্ডিলস্থাপিতমসিতেতরকুসুমমালাপরিক্ষিপ্তকণ্ঠং দত্তপিষ্টপঞ্চাঙ্গুলপাণ্ডুরং মুখনিহিতনবচূতপল্লবং পূর্ণকলশমীক্ষমাণঃ, প্রণম্য কুলদেবতাভ্যঃ কুসুমফলপাণিভিরপ্রতিরথং জপদ্ভির্দ্বিজৈরনুগম্যমানঃ, প্রথমচলিতদক্ষিণচরণঃ, প্রীতিকূটান্নিরগাৎ।

প্রথমেঽহনি তু ধর্মকালকণ্টং নিরুদকং নিষ্পত্রপাদপবিষমং পথিকজননমস্ক্রিয়মাণপ্রবেশপাদপোৎকীর্ণকাত্যায়নীপ্রতিযাতনং শুষ্কমপি পল্লবিতমিব তৃষিতশ্বাপদকুললালম্বিতলোলজিহ্বালতাসহস্রৈঃ পুলকিতমিবাচ্ছভল্লগোলাঙ্গুললিহ্যমানমধুগোলচলিতসরঘাসংঘাতৈঃ, রোমাঞ্চিতমিব দগ্ধস্থলীরূঢস্থূলাভীরুকন্দলশতৈঃ, শনৈশ্চণ্ডিকায়তনকাননমতিক্রম্য মল্লকূটনামানং গ্রামমগাৎ। তত্র চ হৃদয়নির্বিশেষেণ ভ্রাত্রা সুহৃদা চ জগৎপতিনাম্না সম্পাদিতসপর্যঃ সুখমবসৎ। অথাপরেদ্যুরুত্তীর্য ভগবতীং ভাগীরথীং যষ্টিগৃহকনাম্নি বনগ্রামকে নিশামনয়ৎ। অন্যস্মিন্ দিবসে স্কন্ধাবারমুপমণিপুরমজিরবতি কৃতসন্নিবেশং সমাসসাদ। অতিষ্ঠচ্চ নাতিদূরে রাজভবনস্য।

নির্বর্তিতস্নানাশনব্যতিকরো বিশ্রান্তশ্চ মেখলকেন সহ যামমাত্রাবশেষে দিবসে ভুক্তবতি ভূভুজি প্রখ্যাতানাং ক্ষিতিভুজাং বহূংশিবিরসন্নিবেশান্ বীক্ষমাণঃ শনৈঃ শনৈঃ পট্টবন্ধার্থমুপস্থাপিতৈশ্চ ডিণ্ডিমাধিরোহণায়াহূতৈশ্চাভিনববন্ধৈশ্চ বিক্ষেপোপার্জিতৈশ্চ কৌশলিকাগতৈশ্চ প্রথমদর্শনকুতূহলোপনীতৈশ্চ নাগবীথীপালপ্রেষিতৈশ্চ পল্লীপরিবৃঢঢৌকিতৈশ্চ স্বেচ্ছাযুদ্ধক্রীড়াকৌতুকাকারিতৈশ্চ দূতসম্প্রেষণপ্রেষিতৈশ্চ দীয়মানৈশ্চাচ্ছিদ্যমানৈশ্চ মুচ্যমানৈশ্চ ধামাবস্থাপিতৈশ্চ সর্বদ্বীপাবিজিগীষয়া গিরিভিরিব সাগরসেতুবন্ধনার্থমেকীকৃতৈর্ধ্বজপটপটুপটহশঙ্খচামরাঙ্গরাগরমণীয়ৈঃ পুষ্যাভিষেকাদিবসৈরিব কল্পিতৈর্বারণেন্দ্রৈঃ শ্যামায়মানম্, অনবরতচলিতখুরপুটপ্রহতমুদজবজড়জঙ্ঘাং হরিণজাতিমাকারয়দ্ভিরিব সংঘট্টহেলাহর্ষহেষিতেনোচ্চৈরুচ্চৈঃশ্রবসমুৎপতদ্ভিরিব দিবসকররথতুরগরুষা পক্ষায়মাণমণ্ডনচামরমালৈর্গগনতলং তুরঙ্গৈস্তরঙ্গায়মাণম্, অন্যত্র প্রেষিতৈশ্চ প্রেষ্যমাণৈশ্চ প্রেষিতপ্রতিনিবৃত্তৈশ্চ বহুযোজনগমনগণনসংখ্যাক্ষরাবলীভিরিব বরাটিকাবলীভির্ঘটিতমুখমণ্ডনকৈস্তারকিতৈরিব সন্ধ্যাতপচ্ছেদৈররুণচামরিকারচিতকর্ণপূরৈঃ সরক্তোৎপলৈরিব রক্তশালিশালেয়ৈরনবরতঝণঝণায়মানচারুচামীকরঘুর্ঘুরকমালিকৈর্জরৎকরঞ্জবনৈরিব রণিতশুষ্কবীজকোশীশতৈঃ শ্রবণোপান্তপ্রেঙ্খৎপঞ্চরাগবর্ণোর্ণাচিত্রসূত্রজূটজটাজালৈঃ কপিকপোলকপিলৈঃ ক্রমেলককুলৈঃ কপিলায়মানম্, অন্যত্র শরজ্জলধরৈরিব সদ্যঃস্রুতপতুপটলধবলতনুভিঃ কল্পপাদপৈরিব মুক্তাফলজালকজায়মানালোকলুপ্তচ্ছায়ামণ্ডলৈর্নারায়ণনাভিপুণ্ডরীকৈরিবাশ্লিষ্টগরুড়পক্ষৈঃ ক্ষীরোদোদ্দেশৈরিব দ্যোতমানাবিকটবিদ্রুমদন্তৈঃ শেষফণাফলকৈরিবোপরিস্ফুরৎস্ফীতমাণিক্যখণ্ডৈঃ শ্বেতগঙ্গাপুলিনৈরিব রাজহংসোপসেবিতৈরিভবদ্ভিরিব নিদাঘসময়মুপহসদ্ভিরিব

বিবস্বতঃ প্রতাপমাপিবদ্ভিরিবাতপং চন্দ্রালোকময়মিব বাসরং বিরচয়দ্ভিঃ ফেনময়ীমিব দিবং দর্শয়দ্ভিরকালকৌমুদীসহস্রাণীব সৃজদ্ভিরুপহসদ্ভিরিব শাতক্রতবীং শ্রিয়ং শ্বেতায়মানৈরাতপত্রখণ্ডৈঃ শ্বেতদ্বীপায়মানম্, ক্ষণদৃষ্টনষ্টাষ্টাদিঙ্মুখং চ মুক্ষদ্ভিরিব ভুবনমাক্ষেপোৎক্ষেপদোলায়িতং দিনং গতাগতানীব কারয়দ্ভিরুৎসারয়দ্ভিরিব কনুপতিসম্পর্ককলঙ্ককালীং কালেয়ীং স্থিতিং বিকচবিশদকাশবনপাণ্ডুরদশদিশং শরৎসময়মিবোপপাদয়দ্ভির্বিসতন্তুময়মিবান্তরিক্ষমাবির্ভাবয়দ্ভিঃ শশিকররুচীনাং চলতাং চামরাণাং সহস্রৈর্দোলায়মানম্, অপি চ হংসযূথায়মানং করিকর্ণশঙ্খৈঃ, কল্পলতাবনায়মানং কদলিকাভিঃ, মাণিক্যবৃক্ষকবনায়মানং মায়ূরাতপত্রৈঃ, মন্দাকিনীপ্রবাহায়মাণমংশুকৈঃ, ক্ষীরোদায়মানং ক্ষৌমৈঃ, কদলীবনায়মানং মরকতময়ূখৈঃ, জন্যমানান্যদিবসমিব পদ্মরাগবালাতপৈঃ, উৎপদ্যমানাপরাম্বরমিবেন্দ্রনীলপ্রভাপটলৈঃ, আরভ্যমানাপূর্বনিশমিব মহানীলময়ূখান্ধকারৈঃ স্যন্দমানানেককালিন্দীসহস্রমিব গারুড়মণিপ্রভাপ্রতানৈঃ অঙ্গারকিতমিব পুষ্পরাগরশ্মিভিঃ, কৈশ্চিৎপ্রবেশমলভমানৈরধোমুখৈশ্চরণনখপতিতবদনপ্রতিবিম্বনিভেন লজ্জয়া স্বাঙ্গানীব বিশদ্ভিঃ কৈশ্চিদঙ্গুলীলিখিতায়াঃ ক্ষিতের্বিকীর্যমাণকরনখাকিরণকদম্বব্যাজেন সেবাচামরাণীবাপর্যদ্ভিঃ কৈশ্চিদুরঃস্থলদোলায়মানেন্দ্রনীলতরলপ্রভাপট্টৈঃ স্বামিকোপপ্রশমনায় কণ্ঠবন্ধকৃপাণপট্টৈরিব কৈশ্চিদুচ্ছ্বাসসৌরভভ্রামাদ্ভ্রমরপটলান্ধকারিতমুখৈরপহৃতলক্ষ্মীশোকধৃতলম্বশ্মশ্রুভিরিবান্যৈঃ শেখরোড্ডীয়মানমধুপমণ্ডলৈঃ প্রণামবিড়ম্বনাভয়পলায়মানমৌলিভিরিব নির্জিতৈরপি সুসম্মানিতৈরিবানন্যশরণৈরন্তরান্তরানিষ্পতিতাং প্রবিশতাং চান্তরপ্রতীহারাণামনুমার্গপ্রধাবিতানেকার্থিজনসহস্রাণামনুযায়িনঃ পুরুষানশ্রান্তৈঃ পুনঃ পুনঃ পৃচ্ছদ্ভিঃ 'ভদ্র! ভবিষ্যতি ভুক্ত্বা স্থানে দাস্যতি দর্শনং পরমেশ্বরঃ, নিষ্পতিষ্যতি বা বাহ্যাং কক্ষাম্' ইতি দর্শনাশয়া দিবসং নয়দ্ভির্ভুজনির্জিতৈঃ শত্রুমহাসামন্তৈঃ সমন্তাদাসেব্যমানম্, অন্যৈশ্চ প্রতাপানুরাগাগতৈর্নানাদেশজৈর্মহীপালৈঃ প্রতিপালয়দ্ভির্নরপতিদর্শনকালমধ্যাস্যমানম্, একান্তোপবিষ্টৈশ্চ জৈনৈরার্হতৈঃ পাশুপতৈঃ পারাশরিভির্বর্ণিভিঃ সর্বদেশজন্মভিশ্চ জনপদৈঃ সর্বাম্ভোধিবেলাবনবলয়বাসিভিশ্চ ম্লেচ্ছজাতিভিঃ সর্বদেশান্তরাগতৈশ্চ দূতমণ্ডলৈরুপাস্যমানম্ সর্বপ্রজানির্মাণভূমিমিব প্রজাপতীনাং, লোকত্রয়সারোচ্চয়রচিতং দতুর্থমিব লোকম্, মহাভারতশতৈরপ্যকথনীয়সমৃদ্ধিসম্ভারম্, কৃতযুগসহস্রৈরিব কল্পিতসন্নিবেশম্ স্বার্বর্দৈরিব বিহিতরামণীয়কম্ রাজলক্ষ্মীকোটিভিরিব কৃতপরিগ্রহং রাজদ্বারমগমৎ।

অভবচ্চাস্য জাতবিস্ময়স্য মনসি—কথমিবেদমিয়প্রমাণং প্রাণিজাতং জনতাং প্রজাসৃজাং নাসীৎ পরিশ্রমঃ, মহাভূতানাং বা পরিক্ষয়ঃ, পরমাণূনাং বা বিচ্ছেদঃ, কালস্য বান্তঃ, আয়ুষো বা ব্যপরমঃ আকৃতীনাং বা পরিসমাপ্তিঃ ইতি। মেখলকস্তু দূরাদেব দ্বারপাললোকেন প্রত্যভিজ্ঞায়মানঃ তিষ্ঠতু তাবৎক্ষণমাত্রমত্রৈব পুণ্যভাগী ইতি তমভিধায়াপ্রতিহতঃ পুরঃ প্রাবিশৎ।

অথ থ মুহূর্তাদিব প্রাংশুনা, কর্ণিকারগৌরেণ, বীঘ্রকঞ্চুকচ্ছন্নবপুষা, সমুন্মিষন্মাণিক্যপদকবন্ধবন্ধুরবস্ত্রবন্ধকৃশাবলগ্নেন, হিমশৈলশিলাবিশালবক্ষসা, হরবৃষককুদবিকটাংসতটেন, উরসা চপলহৃষীকহরিণকুলসংযমনপাশমিব হারং বিভ্রতা, 'কথমতং যদি সোমবংশসম্ভবঃ সূর্যবংশসম্ভবো বা ভূপতিরভুদেবংবিধঃ ইতি প্রষ্টুমানীতাভ্যাং তমুদংভাসমানেন, বহদ্বদনলাবণ্যবিসর-

বৈণিকাক্ষিপ্যমাণৈরধিকারগৌরবাদ্দীয়মানমার্গৈণেব দিনকৃতঃ কিরণৈঃ প্রসাদলব্ধয়া বিকচপুণ্ডরীকমুণ্ডমালয়েব দীর্ঘয়া দৃষ্ট্যা দূরাদেবানন্দয়তা, নৈষ্ঠুর্যাধিষ্ঠানেঽপি প্রতিষ্ঠিতেন পদে প্রশ্রয়মিবাবনম্রেণ মৌলিনা পাণ্ডুরমুষ্ণীষমুদ্বহতা, বামেন স্থূলমুক্তাফলচ্ছুরণদন্তুরৎসরুং করকিসলয়েন কলয়তা কৃপাণম্, ইতরেণাপনীততরলতাং তাড়িতীমিব লতাং শাতকৌম্ভীং বেত্রযষ্টিমুন্মৃষ্টাং ধারয়তা পুরুষেণানুগম্যমানো নির্গত্যাবোচৎ—'এষ খলু মহাপ্রতীহারাণামনন্তরশ্চক্ষুষ্যো দেবস্য পারিযাত্রনামা দৌবারিকঃ। সমনুগৃহ্ণাত্বেনমনুরূপয়া প্রতিপত্ত্যা কল্যাণাভিনিবেশী' ইতি। দৌবারিকস্তু সমুপসৃত্য কৃতপ্রণামো মধুরয়া গিরা সবিনয়মভাষত—'আগচ্ছত। প্রবিশত দেবদর্শনায়। কৃতপ্রসাদো দেবঃ' ইতি। বাণস্তু 'ধন্যোঽস্মি, যদেবমনুগ্রাহ্য মাং দেবো মন্যতে' ইত্যুক্ত্বা তেনোপদিশ্যমানমার্গঃ প্রাবিশদভ্যন্তরম্।

অথ বনায়ুজৈঃ, আরট্টজৈঃ, কাম্বোজৈঃ, ভারদ্বাজৈঃ, সিন্ধুদেশজৈঃ, পারসীকৈশ্চ, শোণৈশ্চ, শ্যামৈশ্চ, শ্বেতৈশ্চ, পিঞ্জরৈশ্চ, হরিদ্ভিশ্চ, তিত্তিরিকল্মাষৈশ্চ, পঞ্চভদ্রৈশ্চ, মল্লিকাক্ষৈশ্চ, কৃত্তিকাপিঞ্জরৈশ্চ, আয়তনির্মাসমুখৈঃ, অনুৎকটকর্ণকোশৈঃ, সুবৃত্তশ্লক্ষ্ণসুঘটিনঘণ্টিকাবন্ধৈঃ, যূপানুপূর্বীবক্রায়তোদগ্রগ্রীবৈঃ উপচয়স্বসৎস্কন্ধসন্ধিভিঃ, নির্ভুগ্নোরঃস্থলৈঃ, অস্থূলপ্রগুণপ্রসৃতৈঃ, তৈলোঽহপীঠকঠিনখরমণ্ডলৈঃ, অতিত্বরণ্ডটাভয়াদানিমিতাস্তানীবোদরাণি বহন্তি ধারয়দ্ভিঃ, উদাদ্রোণীবিভজ্যমানপৃথুজঘনৈঃ, জগতীদোলায়মানবালাপল্লবৈঃ, কথমপ্যভয়তো নিখাতদৃঢ়নিখাতদৃঢ়ভূরিপাশসংযমননিয়ন্ত্রিতৈঃ, আয়তৈরপি পশ্চাৎপাশবন্ধপরবশপ্রসারিতৈকাঙ্ঘ্রিভিরায়ততরৈরিবোপলক্ষ্যমাণৈঃ, বহুগুণসূত্রগ্রথিত গ্রীবাগণ্ডকৈঃ, আমীলিতলোচনৈঃ, দূর্বারসশ্যামলফেনলবশবলান্ দশনগৃহীতমুক্তান্ ফরফরিত্বচঃ কণ্ডূজুষঃ প্রতীকান্ প্রচালয়দ্ভিঃ, সালসবলিতবালধিভিঃ একশফবিশ্রান্তিশ্রমস্রস্তশিথিলিতজঘনার্ধৈঃ, নিদ্রয়া প্রধাবদ্ভিশ্চ, স্খলিতহুংকারমন্দ মন্দ শব্দায়মানৈশ্চ, তাড়িতখুর ধরণীরণিতসুখরশিখরবিভজ্যমানপৃথুজঘনৈঃ, জগতীদোলায়মানবালপল্লবৈঃ, কথমপ্যভয়তো নিখাতদৃঢ়ভূরিপাশসংযমননিয়ন্ত্রিতৈঃ, আয়তৈরপি পশ্চাৎপাশবন্ধপরবশপ্রসারিতৈকাঙ্ঘ্রিভিরায়ততরৈরিবোপলক্ষ্যমাণৈঃ, বহুগুণসূত্রগ্রথিতগ্রীবাগণ্ডকৈঃ, আমীলিতলোচনৈঃ, দূর্বারসশ্যামলফেনলবশবলান্ দশনগৃহীতমুক্তান্ ফরফরিত্বচঃ কণ্ডূজুষঃ প্রতীকান্ প্রচালয়দ্ভিঃ, সালসবলিতবালধিভিঃ একশফবিশ্রান্তিশ্রমস্রস্তশিথিলিতজঘনার্ধৈঃ, নিদ্রয়া প্রধাবদ্ভিশ্চ, স্খলিতহুংকারমন্দমন্দশব্দায়মানৈশ্চ, তাড়িতখুরধরণীরণিতমুখরশিখরখুরবিলিখিতক্ষ্মাতলৈর্ঘাসমভিলষদ্ভিশ্চ, প্রকীর্যমাণযবসগ্রাসরসমৎসরসমুদ্ভূতক্ষোভৈশ্চ, প্রকুপিতচণ্ডচণ্ডালহুংকারকতের তরতরলতারকৈশ্চ, কুঙ্কুমপ্রমৃষ্টিপিঞ্জরাঙ্গতয়া সততবন্নিহিতনীরাজনানলরক্ষ্যমাণৈরিবোপরিবিততবিতানৈঃ, পুরঃপূজিতাভিমতদেবতৈঃ, ভূপালবল্লভৈস্তুরঙ্গৈরারচিতাং মন্দুরাং বিলোকয়ন্, কুতূহলক্ষিপ্তহৃদয়ঃ কিঞ্চিদন্তরমতিক্রান্তো হস্তবামেনাত্যুচ্চতয়া নিরবকাশমিবাকাশং কুর্বাণম্, মহতা কদলীবনেন পরিবৃতপর্যন্তং সর্বতোমধুকরময়ীভির্মদস্রুতিভির্নদীভিরিবাপতন্তীভিরাপূর্যমাণম্, আশামুখবিসর্পিণা বকুলবনানামিব বিকসতামামোদেন লিম্পন্তং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং দূরাদবাস্তমিভধিষ্ণ্যাগারমপশ্যৎ। অপৃচ্ছচ্চ—'অত্র দেবঃ কিং করোতি?' ইতি অসাবকথয়ৎ—'এষ খলু দেবস্যোপবাহ্যো বাহ্যং হৃদয়ং জাত্যন্তরিত আত্মা বহিশ্চরাঃ প্রাণা বিক্রমক্রীড়াসুহৃদ্দর্পশাত ইতি যথার্থনামা বারণপতিঃ। তস্যাবস্থানমণ্ডপোঽয়ং মহান্ দৃশ্যতে ইতি। স তমবাদীৎ

—'ভদ্র! শ্রূয়তে দর্পশাতঃ। যদ্যেবমদোষো বা পশ্যামি তাবদ্বারণেন্দ্রমেব। অতোঽর্হসি মামত্র প্রাপয়িতুম্। অতিপরবানস্মি কুতূহলেন' ইতি। সোঽভাষত —'ভবত্বেবম্। আগচ্ছতু ভবান্। কো দোষঃ। পশ্যতু তাবদ্বারণেন্দ্রম্' ইতি।

গত্বা চ তং প্রদেশং দূরাদেব গম্ভীরগলগর্জিতৈর্বিরৈতি চাতককদম্বকৈর্ভুবি চ ভবননীলকণ্ঠকুলৈঃ কলকেকাকলকলমুখরমুখৈঃ ক্রিয়মাণাকালকোলাহলম্, বিকচকদম্ব-সম্বাদিমদসুরাসৌরভভরিতভুবনম্, কায়বন্তমিবাকালমেঘকালম্, অবিরলমধুবিন্দু-পিঙ্গলপদ্মজালকিতাং সরসীমিবাত্রবগাঢ়াং দশাং চতুর্থীমুৎসৃজন্তম্, অনবরতমবতং-সশঙ্খরামন্দ্রকর্ণতালদুন্দুভিধ্বনিভিঃ পঞ্চমীপ্রবেশমঙ্গলারম্ভমিব সূচয়ন্তম্, অবিরত-চলনচিত্রত্রিপদীলিলতলাসালয়ৈর্দোলায়মানদীর্ঘদেহাভোগবত্তয়া মেদিনীবিদলনভয়েন ভারমিব লঘয়ন্তম্, দিগ্‌ভিত্তিতটেষু কায়মিব কণ্ডূয়মানম্, আহাবায়োদস্তহস্ততয়া দিগ্‌বারণানিবাহ্বয়মানম্, ব্রহ্মস্তম্ভমিব স্থূলানিশিতদন্তেন করপত্রেণ পাটয়ন্তম্; অমান্তং ভুবনাভ্যন্তরং বহিরিব নির্গন্তুমীহমানম্; সর্বতঃ সরসকিসলয়লতালাসিভি-র্লেশিকৈশ্চিরপরিচয়োপচিতৈর্ঘনৈরিব বিক্ষিপ্তং, সশৈবলবিসবিসরশবলসলিলৈঃ সরোভিরিব চাধোরণৈরাধীয়মানানিদাঘসময়সমুচিতোপচারানন্দম্, অপি চ প্রতিগজদান-পবনদানদূরোৎক্ষিপ্তেনানেকসমরবিজয়গণনলেখাভিরিব বলিবলঘরাজিভিস্তনীয়সীভিস্ত-রঙ্গিতোদরেণাতিস্থবীয়সা হস্তার্গলদণ্ডেনার্গলয়ন্তমিব সকলং সকুলশৈলসমুদ্রদ্বীপ-কাননং ককুভাং চক্রবালম্, একং করান্তরাপিতেনোৎপলাশেন কদলীদণ্ডেনান্তর্গত-শীকরসিচ্যমানমূলম্, মুক্তাপল্লবমিবাপরলীলাবলম্বিনা মৃণালজালকেন সমররসোচ্চ-রোমাঞ্চকণ্টকিতমিব দন্তকাণ্ডমুদ্‌বহন্তম্, বিসর্পন্ত্যা চ দন্তকাণ্ডযুগলস্য কান্ত্যা সরঃক্রীড়াস্বাদিতানি কুমুদবনানীব বহুধা বমন্তম্, নিজযশোরাশিমিব দিশামর্পয়ন্তম্, কুকরিকীটপাটনদুর্বিধগ্ধান্ সিংহানিবোপহসন্তম্, কল্পদ্রুমদুকূলমুখপট্টমিব চাত্মনঃ কলয়ন্তম্, হস্তকাণ্ডদন্তোদ্ধরণলীলাসু চ লক্ষ্যমাণেন রক্তাংশুকসুকুমারতরেণ তালুনা কবলিতানি রক্তপদ্মবনানীব বর্ষন্তম্, অভিনবকিসলয়রাশীনিবোদ্গিরন্তম্, কমলকবল-পীতং মধুরসমিব স্বভাবপিঙ্গলেন বমন্তং চক্ষুষাং চূতচম্পকলবলীলবঙ্গকবকোলবন্ত্যো-লালতামিশ্রিতানি সসহকারাণি কর্পূরপূরিতানি পারিজাতকবনানীবোপভুক্তানি পুনঃপুনঃ করটাভ্যাং বহলমদামোদব্যাজেন বিসৃজন্তম্, অহর্নিশং বিভ্রমকৃতহস্তস্থিতি-র্তিভিরর্ধখণ্ডিতপুণ্ড্রেক্ষুকাণ্ডকণ্ডূয়নলিখিতৈরালিকুলবাচালিতৈর্দান পট্টৈর্বিলভ-মানমিব সর্বকাননানি করিপতীনাম্, অবিরলোদবিন্দুস্যান্দিনা হিমশিলাশকলময়েন বিভ্রমনক্ষত্রমালাগুণেন শিশিরীক্রিয়মাণম্, সকলবারণেন্দ্রাধিপত্যপট্টবন্ধবন্ধুরমিবো-চ্চৈস্তরাং শিরো দধানম্, মুহুর্মুহুঃ স্থগিতাপাবৃতদিঙ্মুখাভ্যাং কর্ণতালতাল-বৃন্তাভ্যাং বীজয়ন্তমিব ভর্তৃভক্ত্যা দন্তপর্যঙ্ককাস্থিতাং রাজলক্ষ্মীম্, আয়তবংশ-ক্রমাগতেন গজাধিপত্যচিহ্নেন চামরেণেব চলতা বালধিনা বিরাজমানম্, স্বচ্ছশিশির-শীকরচ্ছলেন দিগ্বিজয়পীতাঃ সরিত ইব পুনঃ পুনর্মুখেন মুঞ্চন্তম্, ক্ষণমবধান-দানীনিঃস্পন্দীকৃতসকলাবয়বানামন্যাঙ্গিরদাডিণ্ডিমাকর্ণনাঙ্গবলনানামন্তে দীর্ঘফুৎকারৈঃ পরিভবদুঃখমিবাবেদয়ন্তম্, অলব্ধযুদ্ধমিবাত্মানমনুশোচন্তম্, আরোহাধিরূঢ়িপারি-ভবেন লজ্জমানমিবাঙ্গুলীলিখিতমহীতলম্, মদং মুঞ্চন্তম্, অবজ্ঞাগৃহীতমুক্তকবল-কুপিতারোহারটনানুরোধেন মদতন্দ্রানিমীলিতনেত্রত্রিভাগম্, কথং কথমপি মন্দমন্দম-

নাদরাদাদ্দানং কবলান্, অর্ধজগ্ধতমালপল্লবস্রুতশ্যামলরসেন প্রভূততয়া মদপ্রবাহমিব মুখেনাপ্যুৎসৃজন্তম্, চলন্তমিব দর্পেণ, শ্বসন্তমিব শৌর্যেণ, মূর্চ্ছন্তমিব মদেন, ত্রুট্যন্তমিব তারুণ্যেন, দ্রবন্তমিব দানেন, বল্গন্তমিব বলেন, মাদ্যন্তমিব মানেন, উদ্যন্তমিবোৎসাহেন, তাম্যন্তমিব তেজসা, লিম্পন্তমিব লাবণ্যেন, সিঞ্চন্তমিব সৌভাগ্যেন, স্নিগ্ধং নখেষু, পরুষং রোমবিষয়ে, গুরুং মুখে, সচ্ছিষ্যং বিনয়ে, মৃদুং শিরসি, দৃঢ়ং পরিচয়েষু, হ্রস্বং স্কন্ধবন্ধে, দীর্ঘমায়ুষি, দরিদ্রমুদরে, সততপ্রবৃত্তং দানে, বলভদ্রং মদলীলাসু, কুলকলত্রমায়ত্ততাসু, জিনং ক্ষমাসু, বহ্নিবর্ষং ক্রোধমোক্ষেষু, গরুড়ং নাগোদ্ধৃতিষু, নারদং কলহকুতূহলেষু, শুষ্কাশনিপাতমবস্কন্দেষু মকরং বাহিনীক্ষোভেষু, আশীবিষং দশনকর্মসু, বরুণং হস্তপাশাকৃষ্টিষু, যমবাগুরামরাতি-সংবেষ্টনেষু, কালং পরিণতিষু, রাহুং তীক্ষ্ণকরগ্রহণেষু, লোহিতাঙ্গং বক্রচারেষু, অলাতচক্রং মণ্ডলভ্রান্তিবিজ্ঞানেষু অলাতচক্রং মণ্ডলভ্রান্তিবিজ্ঞানেষু, মনোরথ-সম্পাদকং চিন্তামণিপর্বতং বিক্রমস্য, দন্তমুক্তাশৈলস্তম্ভনিবাসপ্রাসাদমভিমানস্য, ঘণ্টাচামরমণ্ডনমনোহরমিচ্ছাসঞ্চরণবিমানং মনস্বিতায়াঃ, মদধারাদুর্দিনান্ধকারং গন্ধো-দকধারাগৃহং ক্রোধস্য, সকাঞ্চনপ্রতিমং মহানিকেতনমহংকারস্য, সগণ্ডশৈলপ্রস্রবণং ক্রীড়াপর্বতমবলেপস্য, সদন্ততোরণং ব্রজমন্দিরং দর্পস্য, উচ্চকুম্ভকূটাট্টালকবিকট-সঞ্চারিগিরিদুর্গং রাজ্যস্য, কৃতানেকবাণবিবরসহস্রং লোহপ্রাকারং পৃথিব্যাঃ, শিলীমুখ-শতঝংকারিতং পারিজাতপাদপং ভুবনন্দনস্য, তথা চ সঙ্গীতগৃহং কর্ণতালতাণ্ডবানাম্, আপানমণ্ডপং মধুপমণ্ডলানাম্, অন্তঃপুরং শৃঙ্গারাভরণানাম্, মদনোৎসবং মদলীলা-লাস্যানাম্, অক্ষুণ্ণপ্রদোষং নক্ষত্রমালামণ্ডলানাম্, অলীকশরৎসময়ং সপ্তচ্ছদবনপরি-মলানাম্, অপূর্বহিমাগমং শীকরনীহারাণাম্, মিথ্যাজলধরং গর্জিতাডম্বরাণাং দর্পশা-তমপশ্যৎ।

আসীচ্চাস্য চেতসি—নূনমস্য নির্মাণে গিরয়ো গ্রাহিতাঃ পরমাণুতাম্। কুতোহন্যথা গৌরবমিদম্। আশ্চর্যমেতৎ। বিন্ধ্যস্য দন্তাবাদিবরাহস্য করঃ ইতি বিস্ময়মানমেবং দৌবারিকোহব্রবীৎ—

'পশ্য,—

মিথ্যোবালিখিতাং মনোরথশতৈর্নিঃশেষনষ্টাং প্রিয়ং
চিন্তাসাধনকল্পনাকুলধিয়াং ভূয়ো বনে বিম্বিষাম্।
আয়তঃ কথমপ্যয়ং স্মৃতিপথং শূন্যীভবচ্চেতসাং
নাগেন্দ্রঃ সহতে ন মানসগতানাশাগজেন্দ্রানপি॥

তদেহি। পুনরপ্যেনং দ্রক্ষ্যসি। পশ্যতাবদ্দেবম্' ইত্যভিধীয়মানশ্চ তেন মদজল-পঙ্কিলকপোলপট্টপাতিতাং মত্তামিব মদপরিমলেন মুকুলিতাং কথমপি তস্মাদ্ দৃষ্টিমাকৃষ্য তেনৈব দৌবারিকেনোপদিশ্যমানবর্ত্মা সমতিক্রম্য ভূপালকুলসহস্রসংকুলানি ত্রীণি কক্ষান্তরাণি চতুর্থে মুক্তাস্থানমণ্ডপস্য পুরস্তাদাজিরে স্থিতম্, দূরাদূর্ধ্বস্থিতেন প্রাংশুনা কর্ণিকারগৌরেণ ব্যায়ামব্যায়তবপুষা শস্ত্রিণা মৌলেন শরীরপরিবার-কলোকেন পঙ্ক্তিস্থিতেন কার্তস্বরস্তম্ভমণ্ডলেনেব পরিবৃতম্, আসন্নোপবিষ্টবিশিষ্টেষ্ট-লোকম্, হরিচন্দনরসপ্রক্ষালিতে তুষারশীকরশীতলতলে দন্তপাণ্ডুরপাদে শশিময় ইব মুক্তাশৈলশিলাপট্টশয়নে সমুপবিষ্টম্, শয়নীয়পর্যন্তবিন্যস্তে সমর্পিতসকলগ্রহভারং ভুজে, দিঙ্মুখবিসর্পিণি দেহপ্রভাবিতানে বিততমণিময়ূখে ধর্মসময়সুভগে সরসীব

মৃদুমৃণালজালজটিলজলে সরাজকং রমমাণম্, তেজসঃপরমাণুভিরিব কেবলৈর্নির্মিতম্, অনিচ্ছন্তমপি বলাদারোপিতমিব সিংহাসনম্, সর্বাবয়বেষু সর্বলক্ষণৈর্গৃহীতম্, গৃহীতব্রহ্মচর্যমালিঙ্গিতং রাজলক্ষ্ম্যা, প্রতিপন্নাসিধারাধারণব্রতমবিসংবাদিনং রাজর্ষিম্, বিষমরাজমার্গবিনিহিতপদস্খলনভিয়েব সুলগ্নং ধর্মে, সকলভূপালপরিত্যক্তেন ভীতেনেব লব্ধবাচা সর্বাত্মনা সত্যেন সেব্যমানম্, আসন্নবারবিলাসিনীপ্রতিযাতনাভিশ্চরণনখপাতিনীভির্দিগ্ভিরিব দশভির্বিগ্রহাবর্জিতাভিঃ প্রণম্যমানম্, দীর্ঘদিগন্তপাতিভির্দৃষ্টিপাতৈর্লোকপালানাং কৃতাকৃতমিব প্রত্যবেক্ষমাণম্, মণিপাদপীঠপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতকরেণোপরিগমনাভ্যনুজ্ঞাং মৃগ্যমাণমিব দিবসকরেণ, ভূষণপ্রভাসমুৎসারণবদ্ধপর্যন্তমণ্ডলেন প্রদক্ষিণীক্রিয়মাণমিব দিবসেন, অপ্রণমদ্ভির্গিরিভিরপি দূয়মানং, শৌর্যোষ্মণা, ফেনায়মানমিব চন্দনধবলং লাবণ্যজলধিমুদ্বহন্তমেকরাজ্যোর্জিত্যেন, নিজপ্রতিবিম্বান্যপি নৃপচক্রচূড়ামণিধৃতান্যসহমানমিব দর্পদুঃখাসিকয়া চামরানিলানিভেন বহুধেব শ্বসন্তীং রাজলক্ষ্মীং দধানম্, সকলমিব চতুঃসমুদ্রলাবণ্যমাদায়োত্থিতয়া শ্রিয়া সমুপশ্লিষ্টম্, আভরণমণিকিরণপ্রভাজালজায়মানানীন্দ্রধনুঃসহস্রাণীন্দ্রপ্রাভৃতপ্রহিতানি বিলভমানমিব বাঞ্ছাং সম্ভাষণেষু পরিত্যক্তমপি মধু বর্ষন্তম্, কাব্যকথাস্বপীতমপ্যমৃতমুদ্বমন্তম্, বিস্রম্ভভাষিতেষ্বনাকৃষ্টমপি হৃদয়ং দর্শয়ন্তম্, প্রসাদেষু নিশ্চলামপি শ্রিয়ং স্থানে স্থানে স্থাপয়ন্তম্, বীরগোষ্ঠীষু পুলকিতেন কপোলস্থলেনানুরাগসন্দেশমিবোপাংশু রণশ্রিয়ঃ শৃণ্বন্তম্, অতিক্রান্তসুভটকলহালাপেষু স্নেহবৃষ্টিমিব দৃষ্টিমিষ্টে কৃপাণে পাতয়ন্তম্, পরিহাসস্মিতেষু গুরুপ্রতাপভীতস্য রাজকস্য স্বচ্ছন্নাশয়মিব দশনাংশুভিঃ কথয়ন্তম্, সকললোকহৃদয়স্থিতমপি ন্যায়ে তিষ্ঠন্তম্, অগোচরে গুণানামভূমৌ সৌভাগ্যানামবিষয়ে বরপ্রদানানামশক্য আশিষামমার্গে মনোরথানামতিদূরে দেবস্যাদিশ্যমানানামসাধ্যে ধর্মস্যাদৃষ্টপূর্বে লক্ষ্ম্যা মহত্ত্বে স্থিতম্, অরুণপাদপল্লবেন সুগতমন্থরোরুণা বজ্রায়ুধনিষ্ঠুরপ্রকোষ্ঠপৃষ্ঠেন বৃষস্কন্ধেন ভাস্বদ্বিম্বাধরেণ প্রসন্নাবলোকিতেন চন্দ্রমুখেন কৃষ্ণকেশেন বপুষা সর্বদেবতাবতারমিবৈকত্র দর্শয়ন্তম্, অপি চ মাংসলময়ূখমালামলিনিতমহীতলে মহতি মহার্হে মাণিক্যমালামণ্ডিতমেখলে মহানীলময়ে পাদপীঠে কলিকালশিরসীব সলীলং বিনাস্তবামচরণম্, আক্রান্তকালিয়ফণাচক্রবালং বালমিব পুণ্ডরীকাক্ষম্, ক্ষৌমপাণ্ডুরেণ চরণনখদীধিতিপ্রতানেন প্রসরতা মহীং মহাদেবীপট্টবন্ধেনেব মহিমানমারোপয়ন্তম্, অপ্রণতলোকপালকোপেনেবাতিলোহিতৌ সকলনৃপতিমৌলিমালাস্বাতিপীতং পদ্মরাগরত্নাতপমিব বসন্তৌ সর্বতেজস্বিমণ্ডলাস্তময়সন্ধ্যামিব ধারয়ন্তাবশেষরাজককুসুমশেখরমধুরসস্রোতাংসীব স্রবন্তৌ সমস্তসামন্তসীমন্তোত্তংসস্রক্সৌরভভ্রান্তৈর্ভ্রমরমণ্ডলৈরমিত্রোত্তমাঙ্গৈরিব মুহূর্তমপ্যবিরহিতৌ সম্বাহনতৎপরায়াঃ শ্রিয়ো বিকচরক্তপঙ্কজবনবাসভবনানীব কল্পয়ন্তৌ জলজশঙ্খমীনমকরসনাথতলতয়া কথিত চতুরম্ভোধিভোগচিহ্নাবিব চরণৌ দধানম্, দিঙ্নাগদন্তমুসলাভ্যামিব বিকটমকরমুখপ্রতিবন্ধুরাভ্যামুদ্বেললাবণ্যপয়োধিপ্রবাহাভ্যামিব ফেনাহিতশোভাভ্যাং কলাচন্দনদ্রুমাভ্যামিব ভোগিমণ্ডলশিরোরত্নরশ্মিরজ্যমানমূলাভ্যাং হৃদয়ারোপিতভুভারধারণমাণিক্যস্তম্ভাভ্যামূরুদণ্ডাভ্যাং বিরাজমানম্, অমৃতফেনপিণ্ডপাণ্ডুনা মেখলামণিময়ূখখচিতেন নিতম্ববিম্বব্যাসঙ্গিনা বিমলপয়োধৌতেন নেত্রসূত্রনিবেশশোভিনাধরবাসসা বাসুকিনির্মোকেনেব মন্দরং দ্যোতমানম্, অঘনেন সতারাগণেনোপরিকৃতেন দ্বিতীয়াম্বরেণ ভুবনাভোগমিব ভাসমানম্, ইভপতিদশনমুসলসহস্রোল্লেখকঠিনমসৃণেনাপর্যাপ্তাম্বরপ্রথিম্না

বিবিধবাহিনীসংক্ষোভকলকলসম্মর্দসহিষ্ণুনা কৈলাসমিব মহতা স্ফটিকতটেনোরুণোরঃ
কপাটেন বিরাজমানম্,শ্রীসরস্বত্যোরুরোবদনোপভোগবিভাগসূত্রেণেব পাতিতেনশেষেণেব
চন্দ্রভুজস্তম্ভবিন্যস্তসমস্তভুভারলব্ধবিশ্রান্তিসুখপ্রসুপ্তেন হারদণ্ডেন পরিবলিতকন্ধরম্।
জীবিতাবধিগৃহীতসর্বস্বমহাদানদীক্ষাচীরেণেব হারমুক্তাফলানাং কিরণনিকরেণ প্রাবৃত-
বক্ষঃস্থলম্, অজাজিগীষয়া বালৈর্ভুজৈরিবাপরৈঃ প্ররোহদ্ভির্বাহুপধানশায়িন্যাঃ শ্রিয়াঃ
কর্ণোৎপলমধুরসধারাসন্তানৈরিব গলদ্ভির্ভুজজন্মনঃ প্রতাপস্য নির্গমনমার্গৈরিবাবির্ভ-
বদ্ভিররুণৈঃ কেয়ূররত্নকিরণদণ্ডৈরুভয়তঃ প্রসারিতমণিময়পক্ষবিতানমিব মাণিক্যমহী-
ধরম্, সকললোকালোকমার্গার্গলেন চতুরুদধিপরিক্ষেপখাতশাতকুম্ভশিলাপ্রকারেণ
সর্বরাজহংসবন্ধবজ্রপঞ্জরেণ ভুবনলক্ষ্মীপ্রবেশমঙ্গলমহামণিতোরণেনাতিদীর্ঘদোর্দণ্ড
যুগলেন দিশাং দিক্পালানাং চ যুগপদায়তিমপহরন্তম্, সোদর্যলক্ষ্মীচুম্বনলোভেন
কৌস্তুভমণেরিব মুখাবয়বতাং গতস্যাধরস্য গলতা রাগেণ পারিজাতপল্লবরসেনেব
সিঞ্চন্তং দিঙ্মুখানি, অন্তরান্তরা স্বচ্ছপরিহাসস্মিতৈঃ প্রকীর্যমাণবিমলদশনশিখাপ্রতানৈঃ
প্রক্ষালিতমূর্তাং রাজশ্রিয়াঃ প্রজ্ঞালোকমিব দর্শয়ন্তম্ মুখজনিতেন্দুসন্দেহাগতানি কুমুদিনী
বনানীব প্রেষয়ন্তম্, স্ফুটস্ফটিকধবলদশনপঙ্‌ক্তিকৃতকুমুদবনশঙ্কাপ্রবিষ্টাং শরজ্জ্যোৎ-
স্নামিব বিসর্জয়ন্তম্, মন্দিরামৃতপারিজাতগন্ধগর্ভেণ ভরিতসকলককুভা মুখামোদেনা-
মৃতমথনদিবসমিব সৃজন্তম্, বিকচমুখকমলকর্ণিকাকোশেনানবরতমাপীয়মানশ্বাস-
সৌরভমিবাধোমুখেন নাসাবংশেন, চক্ষুষঃ ক্ষীরস্নিগ্ধস্য ধবলিম্না দিঙ্মুখান্যপূর্ববদন-
চন্দ্রোদয়োদ্বেলক্ষীরোদোৎপ্লাবিতানীব কুর্বাণম্, বিমলকপোলফলকপ্রতিবিম্বিতাং
চামরগ্রাহিণীং বিগ্রহিণীমিব মুখনিবাসিনীং সরস্বতীং দধানম্, অরুণেন চূড়ামণি-
শোচিষা সরস্বতীর্ষ্যাকুপিতলক্ষ্মীপ্রসাদলগ্নেন চরণালক্তকেনেব লোহিতায়তললাটতটম্,
আপাটলাংশুতন্ত্রীসন্তানবলয়িনীং কুণ্ডলমণিকুটিলকোটিবালবীণামনবরতচলিতচরণানাং
বাদয়তামুপবীণয়তামিব স্বরব্যাকরণবিবেকবিশারদং শ্রবণাবতংসমধুকরকুলানাং কল-
ক্বণিতমাকর্ণয়ন্তম্, উৎফুল্লমালতীময়েন রাজলক্ষ্ম্যাঃ কচগ্রহলীলালগ্নেন নখজ্যোৎস্নাব-
লয়েনেব মুখশশিপরিবেষমণ্ডলেন মুণ্ডমালাগুণেন পরিকলিতকেশান্তম্. শিখণ্ডাভ-
রণভুবা মুক্তাফলালোকেন মরকতমণিকিরণকলাপেন চান্যোন্যসম্বলনবাজিনেন প্রয়াগ-
প্রবাহবেণিকাবারিণেবাগত্য স্বয়মভিষিচ্যমানম্, শ্রমজলবিলীনবহলকৃষ্ণাগুরুপঙ্কতিলক-
কলঙ্ককল্পিতেন কালিম্না প্রার্থনাচাটুচতুরচরণপতনশতশ্যামিকাকিণেনেব নীলায়মান-
ললাটেন্দুলেখাভিঃ ক্ষুভিতমানসোদ্গতৈরুৎকলিকাকল্লোলৈরিব হারৈরুল্লসদ্ভিরববণ্টভ্য-
মানাভির্বিলাসবল্গনচটুলৈর্ভ্রূলতাকম্পৈরীর্ষ্যয়া প্রিয়মিব তর্জয়ন্তীভিরায়ামিভিঃ শ্বসিতৈ-
রবিরলপরিমলৈর্নিলয়মারুতমরৈঃ পাশৈরিবাকর্ষন্তীভির্বিকটবকুলাবলীবরাটকবেষ্টিত-
মুখৈর্বহির্গদ্ভিঃ স্তনকলশৈঃ স্বদারসন্তোষরসমিবাশোষমুদ্ধরন্তীভিঃ কুচোৎকম্পিকাবিকার-
প্রেঙ্খিতানাং হারতরলমণীনাং রশ্মিভিরাকৃষ্য হৃদয়মিব হঠাৎ প্রবেশয়ন্তীভিঃ প্রভামুচামা-
ভরণমণীনাঃ ময়ূখৈঃ প্রসারিতৈর্বহুভিরিব বাহুভিরালিঙ্গন্তীভর্জ্যস্তানুবন্ধবদনারবিন্দা-
বরণীকৃতৈরুত্তানৈঃ করকিসলয়ৈঃ সরভসপ্রধাবিতানি মানসানীব নিরুন্ধতীভির্মদনান্ধ-
মধুকরকুলকীর্যমাণকর্ণকুসুমরজঃকণকূণিতকোণানি কুসুমশরনিশরপ্রহারমূর্চ্ছামুকুলি-
তানীব চতুরং সঞ্চারয়ন্তীভিরন্যোন্যমৎসরাদাবির্ভবদভঙ্গুরভ্রূকুটিবিভ্রমক্ষিপ্তৈঃ কটাক্ষৈঃ
কর্ণেন্দীবরানীব তাড়য়ন্তীভিরনিমেষদর্শনসুখরসরাশিং মন্থরিতপক্ষ্মণা চক্ষুষা পীতমিব
কোমলকপোলপালীপ্রতিবিম্বিতং বহন্তীভিরভিলাষলীলানির্নিমিত্তস্মিতৈশ্চন্দ্রোদয়ানিব

মদনসাহায়কায় সম্পাদয়ন্তীভিরঙ্গভঙ্গবলন্যন্যোন্যঘটিতোত্তানকরবেণিকাভিঃ স্ফুটনমুখ-রাঙ্গুলীকাণ্ডকুণ্ডলীক্রিয়মাণনঘদীধিতিনিবহনিভেনাকিঞ্চিৎকরকামুকাণীব রুষা ভঞ্জন্তী-ভির্বারবিলাসিনীভির্বিলুপ্যমানসৌভাগ্যমিব সর্বতঃ, স্পর্শস্বিন্নবেপমানকরকিসলয়গ-লিতচরণারবিন্দাং চরণগ্রাহিণীং বিহস্য কোণেন লীলালসং শিরসি তাড়য়ন্তম্, অনবরত-করকলিতকোণতয়া চাত্মনঃ প্রিয়াং বীণামিব শ্রিয়মপি শিক্ষয়ন্তম্, নিঃস্নেহ কৃতি ঘনৈঃ, অনাশ্রয়ণীয় ইতি দোষৈঃ, নিগ্রহরুচিরিতীন্দ্রিয়ৈঃ, দূরূপসর্প ইতি কলিনা, নীরস ইতি ব্যসনৈঃ ভীরুরিত্যযশসা, দুর্গ্রহচিত্তবৃত্তিরিতি চিত্তভুবা, স্ত্রীপর ইতি সরস্বত্যা, ষণ্ঢ ইতি পরকলত্রৈঃ, কাষ্ঠামুনিরিতি যতিভিঃ, ধূর্ত ইতি বেশ্যাভিঃ, নেয় ইতি সুহৃদ্ভিঃ, কর্মকর ইতি বিপ্রৈঃ, সুসহায় ইতি শত্রুযোধৈঃ, একমপ্যনেকধা গৃহ্যমাণম্, শন্তনোর্ম-হাবাহিনীপতিম্, ভীষ্মাজ্জিতকাশিত্বম্, দ্রোণাচ্চাপলালসম্, গুরুপুত্রাদমোঘমার্গণম্, কর্ণাম্মিত্রপ্রিয়ম্, যুধিষ্ঠিরাম্বহুক্ষমম্, ভীমাদনেকনাগাযুতলম্, ধনঞ্জয়াম্মহাভারতরণ-যোগ্যম্, কারণমিব কৃতযুগস্য, বীজমিব বিবুধসর্গস্য, উৎপত্তিদ্বীপমিব দর্পস্য, একাগারমিব করুণায়াঃ প্রাতিবেশিকমিব পুরুষোত্তমস্য, খনিপর্বতমিব পরাক্রমস্য, সর্ববিদ্যাসঙ্গীতগৃহমিব সরস্বত্যাঃ, দ্বিতীয়ামৃতমন্থনদিবসমিব লক্ষ্মীসমুত্থানস্য, বল-দর্শনমিব বৈদগ্ধ্যস্য, একস্থানমিব স্থিতীনাম্, সর্বস্বকথনমিব কান্তেঃ, অপবর্গমিব রূপ-পরমাণুসর্গস্য, সকলদুশ্চরিতপ্রায়শ্চিত্তমিব রাজ্যস্য, সর্ববলসন্দোহাবস্কন্দমিব কন্দর্পস্য, উপায়মিব পুরন্দরদর্শনস্য, আবর্তনমিব ধর্মস্য, কন্যান্তঃপুরমিব কলানাম্, পরমপ্রমা-ণমিব সৌভাগ্যস্য, রাজসর্গসমাপ্ত্যবভৃথস্নানদিবসমিব সর্বপ্রজাপতীনাম্, গম্ভীরং চ, প্রসন্নং চ, ত্রাসজননং চ, রমণীয়ং চ, কৌতুকজননং চ, পুণ্যং চ, চক্রবর্তিনং হর্ষমদ্রাক্ষীৎ।

দৃষ্ট্বা চানুগৃহীত ইব নিগৃহীত ইব সাভিলাষ ইব তৃপ্ত ইব রোমাঞ্চমুচা মুখেন মুঞ্চন্নানন্দবাষ্পবারিবিন্দূন্ দূরাদেব বিস্ময়স্মেরং সমচিন্তয়ৎ—'সোঽয়ং সুজন্মা, সুগৃ-হীতনামা, তেজসাং রাশিঃ চতুরুদধিকেদারকুটুম্বী, ভোক্তা ব্রহ্মস্তম্ভফলস্য, সকলাদিরাজ-চরিতজয়জ্যেষ্ঠমল্লো দেবঃ পরমেশ্বরো হর্ষঃ। এতেন চ খলু রাজন্বতী পৃথ্বী। নাস্য হরেরিব বৃষবিরোধীনি বালচরিতানি, ন পশুপতেরিব দক্ষজনোদ্বেগকারীণ্যৈশ্বর্যবিলা-সিতানি, ন শতক্রতোরিব গোত্রবিনাশপিশুনাঃ প্রবাদাঃ, ন যমস্যেবাতিবল্লভানি দণ্ড-গ্রহণানি, ন বরুণস্যেব নিস্ত্রিংশগ্রাহসহস্ররক্ষিতা রত্নালয়াঃ, ন ধনদস্যেব নিষ্ফলাঃ সন্নিধিলাভাঃ, ন জিনস্যেবার্থবাদশূন্যানি, ন চন্দ্রমস ইব বহুলদোষোপহতাঃ শ্রিয়ঃ। চিত্রমিদমত্যমরং রাজত্বম্। অপি চাস্য ত্যাগস্যার্থিনঃ, প্রজ্ঞায়াঃ শাস্ত্রাণি, কবিত্বস্য বাচঃ, সত্ত্বস্য সাহসস্থানানি, উৎসাহস্য ব্যাপারাঃ কীর্তের্দিঙ্মুখানি, অনুরাগস্য লোক-হৃদয়ানি, গুণগণস্য সংখ্যা, কৌশলস্য কলা, ন পর্যাপ্তো বিষয়ঃ। অস্মিংশ্চ রাজনি যতীনাং যোগপট্টকাঃ, পুস্তকর্মণাং পার্থিববিগ্রহাঃ, ষট্‌পদানাং দানগ্রহণকলহাঃ, বৃত্তানাং পাদচ্ছেদাঃ, অষ্টাপদানাং চতুরঙ্গকল্পনা, পন্নগানাং দ্বিজগুরুদ্বেষাঃ, বাক্য-বিদামধিকরণবিচারাঃ, ইতি সমুপসৃত্য চোপবীতী স্বস্তিশব্দমকরোৎ। অথোত্তরে নাতিদূরে রাজধিষ্ণ্যস্য গজপরিচারকো মধুরমপরবক্ত্রমুচ্চৈরগায়ৎ—

'করিকলভ বিমুঞ্চ লোলতাং চর বিনয়ব্রতমানতাননঃ।
মৃগপতিনখকোটিভঙ্গুরো গুরুরুপরি ক্ষমতে ন তেঽঙ্কুশঃ'॥

রাজা তু তচ্ছ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ তং গিরিগুহাগতসিংহবৃংহিতগম্ভীরেণ স্বরেণ পুরয়ন্নিব

নভোভগমপৃচ্ছৎ—'এষ স বাণঃ' ইতি। যথাঽঽজ্ঞাপয়তি দেবঃ। সোঽয়ম্' ইতি বিজ্ঞাপিতো দৌবারিকেণ 'ন তাবদেনমকৃতপ্রসাদঃ পশ্যামি' ইতি তির্যঙ্নীলধবলাংশুকধারাং তিরস্কারিণীমিব ভ্রময়ন্নপাঙ্গনীয়মানতরলতারকস্যায়ামিনীং চক্ষুষঃ প্রভাং পরিবৃত্য প্রেষ্ঠস্য পৃষ্ঠতো নিষণ্ণস্য মালবরাজসূনোরকথয়ৎ মহানয়ং ভুজঙ্গঃ' ইতি। তুষ্ণীম্ভাবেন ত্বগমিতনরেন্দ্রবচসি তস্মিন্ মূকে চ রাজলোকে মুহূর্তমিব তূষ্ণীং স্থিত্বা বাণো ব্যজ্ঞাপয়ৎ—'দেব! অবিজ্ঞাততত্ত্ব ইব, অশ্রদ্দধান ইব, নেয় ইব, অবিদিতলোকবৃত্তান্ত ইব চ কস্মাদেবমাজ্ঞাপয়সি? স্বৈরিণো বিচিত্রাশ্চ লোকস্য স্বভাবাঃ প্রবাদাশ্চ। মহদ্ভিস্তু যথার্থদর্শিভির্ভবিতব্যম্। নার্হসি মামন্যথা সম্ভাবয়িতুমবিশিষ্টমিব। ব্রাহ্মণোঽস্মি জাতঃ সোমপায়িনাং বংশে বাৎস্যায়নানাম্। যথাকালমুপনয়নাদয়ঃ কৃতাঃ সংস্কারাঃ, সম্যক্ পঠিতঃ সাঙ্গো বেদঃ। শ্রুতানি চ যথাশক্তি শাস্ত্রাণি দারপরিগ্রহাদভ্যাগারিকোঽস্মি। কা মে ভুজঙ্গতা! লোকদ্বয়াবিরোধিভিস্তু চাপলৈঃ শৈশবমশূন্যমাসীৎ। অত্রানপলাপোঽস্মি। অনেনৈব চ গৃহীতবিপ্রতীসারমিব মে হৃদয়ম্। ইদানীং তু সুগত ইব শান্তমনসি মনাবিব কর্তরি বর্ণাশ্রমব্যবস্থানাং সমবর্তিনীব চ সাক্ষাদ্দণ্ডভৃতি দেবে শাসতি সপ্তাম্বুরাশিরশনাশেষদ্বীপমালিনীং মহীং ক ইবাবিশঙ্কঃ সর্বব্যসনবন্ধোরবিনয়স্য মনসাপ্যভিনয়ং কল্পয়িষ্যতি। আসতাং চ তাবন্মানুষ্যকোপেতাঃ। ত্বৎপ্রভাবাদলয়োঽপি ভীতা ইব মধু পিবন্তি। রথাঙ্গনামানোঽপি লজ্জন্ত ইবাভানুবৃত্তিব্যসনৈঃ প্রিয়াণাম্। কপয়োঽপি চকিতা ইব চপলায়ন্তে। শরারবোঽপি সানুক্রোশা ইব শ্বাপদগণাঃ পিশিতানি ভুঞ্জতে। সর্বথা কালেন মাং জ্ঞাস্যতি স্বামী স্বয়মেব। অনপাচীনচিত্তবৃত্তিগ্রাহিণ্যো হি ভবন্তি প্রজ্ঞাবতাং প্রকৃতয়ঃ ইত্যভিধায় তূষ্ণীমভূৎ। ভূপতিরপি এবমস্মাভিঃ শ্রুতম্ ইত্যভিধায় তূষ্ণীমেবাভবৎ। সম্ভাষণাসনদানাদিনা তু প্রসাদেন নৈনমন্বগ্রহীৎ। কেবলমমৃতবৃষ্টিভিঃ স্নপয়ন্নিব স্নেহগর্ভেণ দৃষ্টিপাতমাত্রেণান্তর্গতাং প্রীতিমকথয়ৎ। অস্তাভিলাষিণি চ লম্বমানে সবিতরি বিসর্জিতরাজলোকোঽভ্যন্তরং প্রাবিশৎ।

বাণোঽপি নির্গত্য ধৌতারকূটকোমলাতপাত্বিষি নির্বাতি বাসরে, অস্তাচলকূটকীরিটে নিচুলমঞ্জরীভাংসি তেজাংসি মুঞ্চতি বিয়স্মুচি মরীচিমালিনি, অতিরোমন্থরকুরঙ্গকুটুম্বকাধ্যাস্যমানম্রদিষ্ঠগোষ্ঠীনপৃষ্ঠাম্বরণ্যস্থলীষু, শোকাকুলকোককামিনীকূজিতকরুণাসু তরঙ্গিণীতটীষু, বাসাবিটপোপবিষ্টবাচাটচটকচক্রবালেষালবালাবর্জিতসেকজলকুটেষু নিষ্কুটেষু, দিবসবিহৃতিপ্রত্যাগতং প্রস্রুতস্তনং স্তনন্ধয়ে ধয়তি ধেনুবর্গমুদ্গতক্ষীরং ক্ষুধিততর্ণকব্রাতে, ক্রমেণ চাস্তধরাধরধাতুধূলীপূরপ্লাবিত ইব লোহিতায়মানমহসি মজ্জতি সন্ধ্যাসিন্ধুপানপাত্রে পাতঙ্গে মণ্ডলে, কমণ্ডলুজলশুচিশয়চরণেষু চৈত্যপ্রণতিপরেষু পারাশরিষু, যজ্ঞপাত্রপবিত্রপাণৌ প্রকীর্ণ বর্হিষ্যুজ্জ্বেজসি জাতবেদসি হবীংষি বষট্কুর্বাণে যাযজূকজনে, নিদ্রাবিদ্রাণদ্রোণকুলকলিলকুলায়েষু কাপেয়বিকলকপিকুলেষারামতরুষু, নির্জিগমিষতি জরৎতরুকোটরকুটীরকুটুম্বিনি কৌশিককুলে, মুনিকরসহস্রপ্রকীর্ণসন্ধ্যাবন্দনোদবিন্দুনিকর ইব দন্তুরয়তি তারাপথস্থলীং স্থবীয়সি তারকানিকুরম্বে, অম্বরাশ্রয়িণি শর্বরীশবরীশিখণ্ডে খণ্ডপরশুকণ্ঠকালে কবলয়তি বালে জ্যোতিঃ শেষং সান্ধ্যমন্ধকারাবতারে, তিমিরতর্জননির্গতাসু দহনপ্রবিষ্টদিনকরকরশাখাস্বিব স্ফুরন্তীষু দীপলেখাসু, অররসম্পুটসংক্রীড়নকথিতাবৃত্তিষিব গোপুরেষু, শয়নোপজোষজুষি জরতীকথিতকথে শিশয়িষমাণে শিশুজনে, জরন্মহিষ-

মষীমলীমসতমাসি জনিতপুণ্যজনপ্রজাগরে বিজৃম্ভমাণে ভীষণতমে তমীমুখে, মুখরিতবিততজ্যাধনুষি বর্ষতি শরনিকরমনবরতমশেষমংসারশেমুষীমুষি মকরধ্বজে, রতাকল্পারম্ভশোভিনি শম্ভলীসুভাষিতভাজি ভজতি ভূষাং ভুজিষ্যাজনে সৈরন্ধ্রবধ্যমানরশনাজালজল্পাকজঘনাসু জনীষু, বশিকাবিশিখাবিহারিণীষ্বনন্যজানুপ্রবাসু প্রচলিতাস্বভিসারিকাসু, বিরলীভবতি বরটানাং বেশন্তশায়িনীনাং মঞ্জুনি মঞ্জরীশিঞ্জিতজড়ে জল্পিতে, নিদ্রাবিদ্রাণদ্রাঘীয়সি দ্রাবয়তীব চ বিরহিহৃদয়ানি সারসরসিতে, ভাবিবাসরবীজাঙ্কুরনিকর ইব চ বিকীর্যমাণে জগতি প্রদীপপ্রকরে নিবাসস্থানমগাৎ। অকরোচ্চ চেতসি—'অতিদক্ষিণঃ খলু দেবো হর্ষঃ, যদেবমনেকবালচরিতচাপলোচিতকৌলীনকোপিতোঽপি মনসা স্নিহ্যত্যেব ময়ি। যদ্যহমক্ষিগতঃ স্যাম্, ন মে দর্শনেন প্রসাদং কুর্যাৎ। ইচ্ছতি তু মাং গুণবন্তম্। উপদিশন্তি হি বিনয়মনুরূপপ্রতিপত্ত্যুপপাদনেন বাচা বিনাপি ভর্তব্যানাং স্বামিনঃ। অপি চ ধিঙ্মাং স্বদোষান্ধমানসমনাদরপীড়িতমেবমতিগুণবতি রাজন্যন্যথা চান্যথা চ চিন্তয়ন্তম্। সর্বথা তথা করোমি, যথা যথাবস্থিতং জানাতি মাময়ং কালেন' ইত্যেবমবধার্য চাপরেদ্যু নির্ষ্ক্রম্য কটকাৎসুহৃদাং বান্ধবানাং চ ভবনেষু তাবদতিষ্ঠৎ, যাবদস্য স্বয়মেব গৃহীতস্বভাবঃ পৃথিবীপতিঃ প্রসাদবানভূৎ। অবিশচ্চ পুনরপি নরপতিভবনম্। স্বল্পৈরেব চাহোভিঃ পরমপ্রীতেন প্রসাদজন্মনো মানস্য প্রেম্ণো বিস্রম্ভস্য দ্রবিণস্য নর্মণঃ প্রভাবস্য চ পরাং কোটিমানীয়ত নরেন্দ্রেণেতি।

ইতি শ্রীমহাকবিবাণভট্টকৃতে হর্ষচরিতে রাজদর্শনং নাম দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসঃ।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

নিজবর্ষাহিতস্নেহা বহুভক্তজনাশ্রিতাঃ।
সুকালা ইব জায়ন্তে প্রজাপুণ্যেন ভূভুজঃ ॥১॥
সাধুনামুপকর্তুং লক্ষ্মীং দ্রষ্টুং বিহায়সা গন্তুম্।
ন কুতূহলি কস্য মনশ্চরিতং চ মহাত্মনাং শ্রোতুম্ ॥২॥

অথ কদাচিদ্বিরলিতবলাহকে, চাতকাতঙ্ককারিণি ক্বণৎকাদম্বে, দদ্রুরদ্বিষি, ময়ূরমদমুষি, হংসপথিকসার্থসর্বাতিথৌ, ধৌতাসিনিভনভসি, ভাস্বরভাস্বতি, শুচিশশিনি, তরুণতারাগণে, গলৎসুনাসীরশরাসনে, সীদৎসৌদামনীদাম্নি, দামোদরনিদ্রাদ্রুহি, দ্রুতবৈদূর্যবর্ণার্ণসি ঘূর্ণমানামহিকালঘুমেঘমোঘমঘবতি, নির্মীলন্নীপে, নিষ্কুসুমকুটজে, নির্মুকুলকন্দলে, কোমলকমলে, মধুস্যন্দীন্দীবরে, কহলারাহ্লাদিনি, শেফালিকাশীতলিকৃতনিশে, যূথিকামোদিনি, মোদমানকুমুদাবদাতদশাদিশি, সপ্তচ্ছদধূলিধূসরিতসমীরে, স্তবকিতবন্ধুরবন্ধুকাবধ্যমানাকাণ্ডসন্ধ্যে, নীরাজিতবাজিনি, উদ্দামদর্শিতদর্পক্ষীবোক্ষকে, ক্ষীয়মাণপঙ্কজচক্রবালে, বালপুলিনপল্লবিতসিন্ধুরোধসি, পরিণামশ্যানশ্যামাকে, জনিতপ্রিয়ঙ্গুমঞ্জরীরজসি, কঠোরিতত্রপুসত্বচি, কুসুমস্মেরশরে, শরৎসময়ারম্ভে রাজ্ঞঃ সমীপাদ্বাণো বন্ধূন্ দ্রষ্টুং পুনরপি তং ব্রাহ্মণাধিবাসমগাৎ।

সমুপলব্ধভূপালসম্মানাতিশয়পরিতুষ্টাশ্চাস্য জ্ঞাতয়ঃ শ্লাঘমানা নির্যযুঃ। ক্রমেণ

চ কাংশ্চিদভিবাদয়মানঃ, কৈশ্চিদভিবাদ্যমানঃ, কৈশ্চিচ্ছিরসি চুম্ব্যমানঃ, কাংশ্চিন্মূর্ধ্নি সমাজিঘ্রন্, কৈশ্চিদালিঙ্গ্যমানঃ, কাংশ্চিদালিঙ্গন্, অন্যৈরাশিষানুগৃহ্যমাণঃ পরাননু-গৃহ্নন্, বহুবন্ধুমধ্যবর্তী পরং মুমুদে। সম্ভ্রান্তপরিজনোপনীতং চাসনমাসীনেষু গুরুষু ভেজে। ভজমানশ্চার্ঘাদিসৎকারং নিতরাং ননন্দ। প্রীয়মাণেন চ মানসা সর্বাংস্তানপর্যপৃচ্ছৎ-'কচ্চিদেতাবতো দিবসান্ সুখিনো যূয়ম্? অপ্রত্যূহা বা সম্যক্করণপরিতোষিতদ্বিজচক্রা ক্রাতবী ক্রিয়া ক্রিয়তে? যথাবদবিকলমন্ত্রভাঞ্জি ভুঞ্জতে বা হবীংষি হুতভুজঃ? যথাকালমধীয়তে বা বটবঃ? প্রতিদিনমবিচ্ছিন্নো বা বেদাভ্যাসঃ? কচ্চিৎ স এব চিরন্তনো যজ্ঞবিদ্যাকর্মণ্যভিযোগঃ? তান্যেব ব্যাকরণে পরস্পরস্পর্ধা-নুবন্ধাবন্ধ্যদিবসদর্শিতাদরাণি ব্যাখ্যানমণ্ডলানি, সৈব বা পুরাতনী পরিত্যক্তান্যকর্তব্যা প্রমাণগোষ্ঠী, স এব বা মন্দীকৃতেতরশাস্ত্ররসো মীমাংসায়ামতিরসঃ? কচ্চিৎ তএবভিনবসুভাষিতসুধাবর্ষিণঃ কাব্যালাপাঃ?' ইতি।

অথ তে তমূচুঃ—'তাত! সন্তোষজুষাং সততসন্নিহিতবিদ্যাবিনোদানাং বৈতানবহ্নি-মাত্রসহায়ানাং কিয়ন্মাত্রং ন কৃত্যং সুখিতয়া সকলভুবনভুক্তিভুজঙ্গরাজদেহদীর্ঘে রক্ষিত ক্ষিতিং ক্ষিতিভুজে। সর্বথা সুখিন এব বয়ম্, বিশেষেণ তু ত্বয়ি বিমুক্তকৌলীন্যে পরমেশ্বরপার্শ্ববর্তিনি বেত্রাসনমধিতিষ্ঠতি। সর্বে চ যথাশক্তি যথাবিভবং যথাকালং চ যথাশক্তি যথাবিভবং যথাকালং চ সম্পাদ্যন্তে বিপ্রজনোচিতাঃ ক্রিয়াকলাপাঃ ইত্যেবমা-দিভিরালাপৈঃ স্কন্ধাবারবার্তাভিশ্চ শৈশবাতিক্রান্তক্রীড়ানুসরণৈঃ পূর্বজকথাভিশ্চ বিনোদিতমনাস্তৈঃ সহ সুচিরমতিষ্ঠৎ। উত্থায় চ মধ্যন্দিনে যথাক্রিয়মাণাঃ স্থিতীরকরোৎ। ভুক্তবন্তং চ তে সর্বে জ্ঞাতয়ঃ পর্যবারয়ন্।

অত্রান্তরে দুকূলপট্টপ্রভবে শিখণ্ড্যপাঙ্গপাণ্ডুনী পৌণ্ড্রে বাসসী বসানঃ স্নানাব-সানসময়ে বন্দিতয়া তীর্থমৃদা গোরোচনয়া চ রচিততিলকঃ, তৈলামলকমসৃণিতমৌলিঃ, অনুচ্চচূড়াচুম্বিনা নিবিড়েন কুসুমাপীড়কেন সমুদ্ভাসমানঃ, অসকৃদুপযুক্ততাম্বূ-লবিমলাধররাগকান্তিঃ, একশলাকাঞ্জনম্লানিতলোচনরুচিঃ, অচিরভুক্তঃ, বিনীতমার্যং চ বেষং দধানঃ, পুস্তকবাচকঃ সুদৃষ্টিরাজগাম। নাতিদূরবর্তিন্যাং চাসন্দ্যাং নিষসাদ। স্থিত্বা চ মুহূর্তমিব তৎকালাপনীতসূত্রবেষ্টনমপি নখকিরণৈর্মৃদুমৃণালসূত্রৈরিবা-বেষ্টিতং পুস্তকং পুরোনিহিতশরশলাকাযন্ত্রকে নিধায়, পৃষ্ঠতঃ সনীড়সন্নিবিষ্টাভ্যাং মধুকরপারাবতাভ্যাং বংশিকাভ্যাং দত্তে স্থানকে প্রাভাতিকপ্রপাঠকচ্ছেদচিহ্নীকৃতমন্তরং পত্রমুৎক্ষিপ্য, গৃহীত্বা চ কতিপয়পত্রলঘ্বীং কপাটিকাম্, ক্ষালয়ন্নিব মষীমলিনান্যক্ষরাণি দন্তকান্তিভিঃ, অর্চয়ন্নিব সিতকুসুমমুক্তিভিগ্রন্থম্, * মুখসন্নিহিতসরস্বতীনূপুররবৈরিব গমকৈর্মধুরৈরাক্ষিপন্ মনাংসি শ্রোতৃণাং গীত্যা পবমানপ্রোক্তং পুরাণং পপাঠ।

তস্মিংশ্চ তথা শ্রুতিসুভগগীতিগর্ভং পঠতি সুদৃষ্টৌ নাতিদূরবর্তী বন্দী সূচীবাণ-স্তারমধুরেণ গীতিধ্বনিমনুবর্তমানঃ স্বরেণেদমার্যাযুগলমগায়ৎ—

তদপি মুনিগীতমতিপৃথু তদপি জগদ্ব্যাপি পাবনং তদপি।
হর্ষচরিতাদভিন্নং প্রতিভাতি হি মে পুরাণমিদম্ ॥৩॥
বংশানুগমবিবাদি স্ফুটকরণং ভরতমার্গভজনগুরু।
শ্রীকণ্ঠাবনির্যাতগীতমিদং হর্ষরাজ্যমিব ॥৪॥

তচ্ছ্রুত্বা বাণস্য চত্বারঃ পিতামহমুখপদ্মা ইব বেদাভ্যাসপবিত্রিতমূর্তয়ঃ, উপায়া ইব সামপ্রয়োগললিতমুখাঃ, গণপতিঃ, অধিপতিঃ, তারাপতিঃ, শ্যামল ইতি পিতৃব্যপুত্রা

ভ্রাতরঃ, প্রসন্নবৃত্তয়ঃ, গৃহীতবাক্যাঃ, কৃতগুরুপদন্যাসাঃ, ন্যায়বাদিনঃ, সুকৃতসংগ্রহাভ্যাসগুরবো লব্ধসাধুশব্দা লোক ইব ব্যাকরণেঽপি সকলপুরাণরাজর্ষিচরিতাভিজ্ঞাঃ, মহাভারতভাবিতাত্মানঃ, বিদিতসকলেতিহাসাঃ, মহাবিদ্বাংসঃ, মহাকবয়ঃ, মহাপুরুষবৃত্তান্তকুতূহলিনঃ, সুভাষিতশ্রবণরসরসায়নাঃ, বিতৃষ্ণাঃ, বয়সি বচসি যশসি তপসি সদসি মহসি বপুষি যজুষি চ প্রথমাঃ, পূর্বমেব কৃতসঙ্গরাঃ, বিবক্ষবঃ স্মিতসুধাধবলিতকপোলোদরাঃ, পরস্পরস্য মুখানি ব্যালোকয়ন্।

অথ তেষাং কনীয়ান্ কমলদলদীর্ঘলোচনঃ শ্যামলো নাম বাণস্য প্রেয়ান্ প্রাণানামপি বশয়িতা দত্তসংজ্ঞস্তৈঃ সপ্রণয়ং দশনজ্যোৎস্নাস্নপিতককুভা মুখেন্দুনা বভাষে—'তাত বাণ! দ্বিজানাং রাজা গুরুদারগ্রহণমকার্ষীৎ। পুরূরবা ব্রাহ্মণধনতৃষ্ণয়া দয়িতেনায়ুষা ব্যযুজ্যত। নহুষঃ পরকলত্রাভিলাষো মহাভুজঙ্গ আসীৎ। যযাতিরাহিতব্রাহ্মণীপাণিগ্রহণঃ পপাত। সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীময় এবাভবৎ। সোমকস্য প্রখ্যাতা জগতি জন্তুবধনির্ঘৃণতা। মান্ধাতা মার্গণব্যসনেন সপুত্রপৌত্রো রসাতলমগাৎ। পুরুকুৎসঃ কুৎসিতং কর্ম তপস্যন্নপি মেকলকন্যকায়ামকরোৎ। কুবলয়াশ্বো ভুজঙ্গলোকপরিগ্রহাদশ্বতরকন্যামপি ন পরিজহার! পৃথুঃ প্রথমপুরুষকঃ পরিভূতবান্ পৃথিবীম্। নৃগস্য কৃকলাসভাবেঽপি বর্ণসংকরঃ সমদৃশ্যত। সৌদাসেন ন রক্ষিতা পর্যাকুলীকৃতা ক্ষিতিঃ। নলমবশাক্ষহৃদয়ং কলিরভিভূতবান্। সম্বরণো মিত্রদুহিতরি বিক্লবতামগাৎ। দশরথ ইষ্টরামোন্মাদেন মৃত্যুমবাপ। কার্তবীর্যো গোব্রাহ্মণাতিপীড়নেন নিধনময়াসীৎ। মরুত্ত ইষ্টবহুসুবর্ণকোঽপি দেবদ্বিজবহুমতো ন বভূব। শন্তনুরতিব্যসনাদেকাকী বিযুক্তো বাহিন্যা বিপিনে বিললাপ। পাণ্ডুর্বনমধ্যগতো মৎস্য ইব মদনরসাবিষ্টঃ প্রাণান্ মুমোচ। যুধিষ্ঠিরো গুরুভয়বিষণ্ণহৃদয়ঃ সমরশিরসি সত্যমুৎসৃষ্টবান্। ইত্থং নাস্তি রাজত্বমপকলঙ্কমৃতে দেবদেবাদমতঃ সর্বদ্বীপভুজো হর্ষাৎ। অস্য হি বহূন্যাশ্চর্যাণি শ্রূয়ন্তে। তথা হি—অত্র বলজিতা নিশ্চলীকৃতাশ্চলন্তঃ কৃতপক্ষাঃ ক্ষিতিভৃতঃ। অত্র প্রজাপতিনা শেষভোগিমণ্ডলস্যোপরি ক্ষমা কৃতা। অত্র পুরুষোত্তমেন সিন্ধুরাজং প্রমথ্য লক্ষ্মীরাত্মীকৃতা। অত্র বলিনা মোচিতভূভৃদ্বেষ্টনো মুক্তো মহানাগঃ। অত্র দেবেনাভিষিক্তঃ কুমারঃ। অত্র স্বামিনৈকপ্রহারপাতিতারাতিনা প্রখ্যাপিতা শক্তিঃ। অত্র নরসিংহেন স্বহস্তবিশসিতারাতিনা প্রকটীকৃতো বিক্রমঃ। অত্র পরমেশ্বরেণ তুষারশৈলভুবো দুর্গায়া গৃহীতঃ করঃ। অত্র লোকনাথেন দিশাং মুখেষু পরিকল্পিতা লোকপালাঃ, সকলভুবনকোশশ্চাগ্রজন্মনাং বিভক্তঃ, ইত্যেবমাদয়ঃ প্রথমকৃতযুগস্যেব দৃশ্যন্তে মহাসমারম্ভাঃ। অতোঽস্য সুগৃহীতনাম্নঃ পুণ্যরাশেঃ পূর্বপুরুষবংশানুক্রমেণাদিতঃ প্রভৃতি চরিতমিচ্ছামঃ শ্রোতুম্। সুমহান্ কালো নঃ শুশ্রূষমাণানাম্। অয়স্কান্তমণয় ইব লোহানি নীরসনিষ্ঠুরাণি ক্ষুল্লকানামপ্যাকর্ষন্তি মনাংসি মহতাং গুণাঃ, কিমুত স্বভাবসরসমৃদূনীতরেষাম্। কস্য ন দ্বিতীয়মহাভারতে ভবেদস্য চরিতে কুতূহলম্? আচষ্টাং ভবান্। ভবতু ভার্গবোঽয়ং বংশঃ শুচিনানেন পুণ্যরাজর্ষিচরিতশ্রবণেন সুতরাং শুচিতরঃ, ইত্যেবমভিধায় তূষ্ণীমভূৎ।

বাণস্তু বিহস্যাব্রবীৎ—আর্য! ন যুক্তানুরূপমভিহিতম্। অঘটমানমনোরথমিব ভবতাং কুতূহলমবকল্পয়ামি। শক্যাশক্যপরিসংখ্যানশূন্যাঃ প্রায়েণ স্বার্থতৃষঃ। পরগুণানুরাগিণী প্রিয়জনকথাশ্রবণরসরভসমোহিতা চ মনো মহতামপি মতিরপহরতি প্রবিবেকম্। পশ্যত্বার্যঃ ক্ব পরমাণুপরিমাণং বটুহৃদয়ম্ ক্ব সমস্তব্রহ্মস্তম্ভব্যাপি দেবস্য

চরিতম্ ? ক্ব পরিমিতবর্ণবৃত্তয়ঃ কতিপয়ে শব্দাঃ ক্ব সংখ্যাতিগাস্তদ্গুণা ? সর্বজ্ঞস্যাপ্যয়মবিষয়ঃ, বাচস্পতেরপ্যগোচরঃ, সরস্বত্যা অপ্যতিভারঃ, কিমুতাস্মাদৃশস্য ? কঃ খলু পুরুষায়ুষশতেনাপি শক্নুয়াদবিকলমস্য চরিতং বর্ণয়িতুম্ ? একদেশে তু যদি কুতূহলং বঃ সজ্জা বয়ম্। ইয়মধিগতকতিপয়াক্ষরলবলঘীয়সী জিহ্বা ক্বোপযোগং গমিষ্যতি ? ভবন্তঃ শ্রোতারঃ। বর্ণ্যতে হর্ষচরিতম্। কিমন্যৎ।

দিবসঃ পশ্চাল্লম্বমানকপিলকিরণজটাভারভাস্বরো ভগবান্ ভার্গবরাম ইব সমন্তপঞ্চকরুধিরমহাহ্রদে নিমজ্জতি সন্ধ্যারাগপটটলে পূষা। শ্বো নিবেদয়িতাস্মি' ইতি। সর্বে চ তে 'তথা' ইতি প্রত্যপদ্যন্ত। নাতিচিরদুত্থায় সন্ধ্যামুপাসিতুং শোণমযাসীৎ।

অথ মধুমদপল্লবিতমালবীকপোলকোমলাতপে মুকুলিতেঽহ্নি, কমলিনীমীলনাদিব লোহিততমে তমোলিহি রবৌ লম্বমানে, রবিরথতুরগমার্গানুসারেণ যমমহিষ ইব ধাবতি নভসি তমসি, ক্রমেণ চ গৃহতাপসকটীরকপটলাইলাম্বিষু রক্তোৎপলচ্ছেদৈঃ সহ সন্নদ্ধেষু বল্কলেষু, কলিকল্মষমুষি মুষ্ণতি গগনমগ্নিহোত্রধামধূমে, সনিয়মে যজমানজনে মৌনব্রতিনি, বিহারবেলাবিলোলে পর্যটতি পত্নীজনে, বিকীর্যমাণহরিতশ্যামাকশালিপুলিকাসু দুগ্ধাসু হোমকপিলাসু, হূয়মানে বৈতানতনূনপাতি, পূতবিষ্টরোপবিষ্টে কৃষ্ণাজিনজটিলে জটিনি জপতি বটুজনে, ব্রহ্মাসনাধ্যাসিনি ধ্যায়তি যোগিগণে, তালধ্বনিধাবমানান্তেবাসিনি অলসবৃদ্ধশ্রোত্রিয়ানুমতেন গলদগ্রন্থদণ্ডকোদগারিণি সন্ধ্যাং সমবধারয়তি বঠরবিটবটুসমাজে সমুন্মজ্জতি চ জ্যোতিষি তারকাখ্যে খে, প্রাপ্তে প্রদোষারম্ভে ভবনমাগত্যোপবিষ্টঃ স্নিগ্ধৈর্বন্ধুভিশ্চ সার্ধং তয়ৈব গোষ্ঠ্যা তস্থৌ। নীতপ্রথমযামশ্চ গণপতের্ভবনে পরিকল্পিতং শয়নীয়মসেবত। ইতরেষাং তু সর্বেষাং নিমীলিতদৃশামপানুপজাতনিদ্রাণাং কমলবনানামিব সূর্যোদয়ং প্রতিপালয়তাং কুতূহলেন কথমপি সা ক্ষপা ক্ষয়মগচ্ছৎ।

অথ যামিন্যাস্তুর্যে যামে প্রতিবুদ্ধঃ স এব বন্দী শ্লোকদ্বয়মগায়ৎ—

পশ্চাদঙ্ঘ্রি প্রসার্য ত্রিকনতিবিততং দ্রাঘয়িত্বাঙ্গমুচ্চৈ
রাসজ্যাভুগ্নকণ্ঠো মুখমুরসি সটা ধূলিধূম্রা বিধূয়।
ঘাসগ্রাসাভিলাষাদনবরতচলৎপ্রোথতুণ্ডস্তুরঙ্গো
মন্দং শব্দায়মানো বিলিখতি শয়নাদুত্থিতঃ ক্ষ্মাং খুরেণ ॥৫॥
কুর্বন্নাভুগ্নপৃষ্ঠো মুখনিকটকটিঃ কন্ধরামাতিরশ্চীং
লোলেনাহন্যমানং তুহিনকণমুচা চঞ্চতা কেসরেণ।
নিদ্রাকণ্ডূকষায়ং কষতি নিবিড়িতশ্রোত্রশুক্তিস্তুরঙ্গ-
স্ত্বঙ্গৎপক্ষ্মাগ্রলগ্নগণ্ডতুষসকণং কোণমক্ষ্ণঃ খুরেণ ॥৬॥

বাণস্তু তচ্ছ্রুত্বা সমুৎসৃজ্য নিদ্রামুত্থায় প্রক্ষাল্য বদনমুপাস্য চ ভগবতীং সন্ধ্যামুদিতে চ ভগবতি সাবিতরি গৃহীততাম্বূলস্তত্রৈবাতিষ্ঠৎ। অত্রান্তরে সর্বেঽস্য জ্ঞাতরঃ সমাজগ্মুঃ, পরিবায়ে চাসাংচক্রিরে অসাবপি পূর্বোদ্ঘাতেন বিদিতাভিপ্রায়স্তেষাং পুরো হর্ষচরিতং কথয়িতুমারেভে—

শ্রূয়তাম্—অস্তি পুণ্যকৃতামধিবাসো বাসবাসস ইব বসুধাববতীর্ণঃ সততমসংকীর্ণবর্ণব্যবহারস্থিতিঃ কৃতযুগব্যবস্থঃ, স্থলকমলবহলতয়া পোত্রোন্মূল্যমানমৃণালৈরুদ্গীতমেদিনীসাবগুণৈরিব কৃতমধুকরকোলাহলৈর্হলৈল্লিখ্যমারক্ষেত্রঃ, ক্ষীরোদপয়ঃপায়িপয়োদসিক্তাভিরিব পুণ্ড্রেক্ষুবাটসন্ততিভির্নিরন্তরঃ, প্রতিদিশমপূর্বপর্বতকৈরিব খলধানধাম-

ভির্বিভজ্যমানৈঃ সস্যকূটৈঃ সংকটসকলসীমান্তঃ, সমন্তাদরঘট্টঘটীসিচ্যমানৈর্জীরকজূটৈর্জটিলিতভূমিঃ, উর্বরাববরীয়োভিঃ শালেয়ৈরলংকৃতঃ, পাকবিশরারুরাজমাষনিকরকির্মীরিতৈশ্চ স্ফুটিতমুদ্গফলকোশীকপিশিতৈর্গোধূমধামভিঃ স্থলীপৃষ্ঠৈরধিষ্ঠিতঃ, মহিষপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতগায়দ্গোপালপালিতৈশ্চ কীটপটললম্পটচটকানুসৃতৈরবদ্ধঘণ্টাঘটীরটিতরমণীয়ৈরটদ্ভিরটবীং হরবৃষভপীতমানয়াশঙ্কয়া বহুধা বিভক্তং ক্ষীরোদমিব ক্ষীরং ক্ষরদ্ভির্বাষ্পচ্ছেদতৃণতৃপ্তৈর্গোধনৈর্ধবলিতবিপিনঃ, বিবিধমখহোমধূমান্ধশতমন্যুমুক্তের্লোচনৈরিব সহস্রসংখ্যৈঃ কৃষ্ণশায়ৈঃ শারীকৃতোদ্দেশঃ, ধবলধূমিমুচাং কেতকীবনানাং রজোভিঃ পাণ্ডুরীকৃতৈঃ প্রথমোদ্ধূলনভস্মধূসরৈঃ শিবপুরস্যেব প্রবেশৈঃ প্রদেশৈরুপশোভিতঃ, শাককন্দলশ্যামলিতগ্রামোপকণ্ঠকাশ্যপীপৃষ্ঠঃ, পদে পদে করভপালীভিঃ পীলুপল্লবপ্রস্ফোটিতৈঃ করপুটপীড়িতকোমলমাতুলুঙ্গীদলবসোপলিপ্তৈঃ স্বেচ্ছাবিচিতকুঙ্কুমকেসরকৃতপুষ্পপ্রকরৈঃ প্রত্যগ্রফলরসপানসুখসুপ্তপথিকৈর্বনদেবতাদীয়মানামৃতরসপ্রপাগৃহৈরিব দ্রাক্ষালতামণ্ডপৈঃ স্ফুরৎফলানাং চ বীজলগ্নশুকচঞ্চুরাগাণামিব সমারূঢ়কপিকুলকপোলসন্দিহ্যমানকুসুমানাং দাড়িমীনাং বনৈর্বিবোভনীয়োপানির্গমঃ, বনপালপীয়মাননারিকেলরসাসবৈশ্চ পথিকলোকলুপ্যমানপিণ্ডখর্জূরৈর্গোলাঙ্গুললিহ্যমানমধুরামোদপিণ্ডীরসৈশ্চকোরচঞ্চুজর্জরিতারুকৈরুপবনৈরভিরামঃ, তুঙ্গার্জুনপালোপবিবৃতৈশ্চ গোকুলাবতারকলুষিতকূলকীলালৈরধ্বগশতশরণ্যৈরণ্যবরুণধরারক্ষৈরবধ্যবনরন্ধ্রঃ, করভীয়কুমারকপাল্যমানৈরৌষ্ট্রকৈরৌরভ্রকৈশ্চ কৃতসম্বাধঃ, দিশি দিশি রবিরথতুরগবিলোভনায়েব বিলোঠনমৃদিতকুঙ্কুমস্থলীরসমালম্বমানামুৎপ্রোথপুটৈরুস্মুখৈরুদরশায়িকিশোরকজবরঞ্জনায় প্রভঞ্জনামিব চাপিবন্তীনাং বাতহরিণীনামিব স্বচ্ছন্দচারিণীনাং বড়বানাং বৃন্দৈর্বিচরদ্ভিরাচিতঃ, অনবরতক্রতুধূমান্ধকারপ্রবৃত্তৈর্হংসযূথৈরিব গুণৈর্ধবলিতভুবনঃ, সঙ্গীতগতমুরজবমক্তৈর্ময়ূরৈরিব বিভবৈর্মুখরিতজীবলোকঃ, শশিকরাবদাতবৃত্তৈর্মুক্তাফলৈরিব গুণিভিঃ প্রসাধিতঃ, পথিকশতবিলুপ্যমানস্ফীতফলৈর্মহাতরুভিরিব সর্বাতিথিভিরভিগমনীয়ঃ, মৃগমদপরিমলবাহিমৃগরোমাচ্ছাদিতৈর্হিমবৎপাদৈরিব মহত্তরৈঃ স্থিরীকৃতঃ, প্রোদ্দণ্ডসহস্রপত্রোপবিষ্টদ্বিজোত্তমৈর্নারায়ণনাভিমণ্ডলৈরিব তোয়াশয়ৈর্মণ্ডিতঃ, মথিতপয়ঃপ্রবাহপ্রক্ষালিতক্ষিতিভিঃ ক্ষীরোদমথনারম্ভৈরিব মহাঘোষৈঃ পরিতাশঃ শ্রীকণ্ঠো নাম জনপদঃ।

যত্র ত্রেতাগ্নিধূমাশ্রুপাতজলক্ষালিতা ইবাক্ষীয়ন্ত কুদৃষ্টয়ঃ। পচ্যমানযূপদারুপরশুপাটিত ইব ব্যদীর্যতাধর্মঃ। মখশিখিধূমজলধরধারাধৌত ইব ননাশ বর্ণসংকরঃ। দীয়মানানেকগোসহস্রশৃঙ্গখণ্ড্যমান ইবাপলায়ত কলিঃ। সুরালয়শিলাঘট্টনটঙ্কনিকরনিকৃত্তা ইব ব্যদীর্যন্ত বিপদঃ। মহাদানবিধানকলকলাভিদ্রুতা ইব প্রাদ্রবন্নুপদ্রবাঃ। দীপ্যমানসত্রমহানসসহস্রানলসন্তাপিতা ইব ব্যলীয়ন্ত ব্যাধয়ঃ। বৃষবিবাহপ্রহতপুণ্যপটহপটুরবত্রাসিতা ইব নোপাসর্পন্নপমৃত্যবঃ সন্ততব্রহ্মঘোষবধিরীকৃতা ইবাপজগ্মুরীতয়ঃ ধর্মাধিকারবিভূতিমিব ন প্রাভবদ্ দুর্দৈবম্।

তত্র চৈবংবিধে নানারামাভিরামকুসুমগন্ধপরিমলসুভগো যৌবনারম্ভ ইব ভুবনস্য কুঙ্কুমমলনপিঞ্জরিতবহুমাহিষীসহস্রশোভিতোদন্তঃপুরনিবেশ ইব ধর্মস্য, মরুদ্ধূয়মানচমরীবাল্যজমশতধবলিতপ্রান্ত একদেশ ইব সুররাজস্য, জ্বলনমখশিখিসহস্রদীপ্যমানদশদিগন্তঃ শিবিরসন্নিবেশ ইব কৃতযুগস্য; পদ্মাসনস্থিতব্রহ্মর্ষিধ্যানাধীয়মানসকলাকুশলপ্রশমঃ প্রথমোঽবতার ইব ব্রহ্মলোকস্য, কনককলমুখরমহাবাহিনীশতসংকুলো বিপক্ষ

ইবোত্তরকুরূণাম্, ঈশ্বরমার্গণসন্তাপানভিজ্ঞসকলজনো বিজিগীষুরিব ত্রিপুরস্য, সুধারসসিক্তধবলগৃহপঙ্‌ক্তিপাণ্ডুরঃ প্রতিনিধিরিব চন্দ্রলোকস্য, মধুমদমত্তকাশিনীভূষণ-রবভরিতভুবনো নামাভিহার ইব কুবের নগরস্য, স্থাণ্বীশ্বরাখ্যো জনপদবিশেষঃ।

যস্তপোবনমিতি মুনিভিঃ কামায়তনমিতি বেশ্যাভিঃ সঙ্গীতশালেতি লাসকৈঃ, যমনগরমিতিশত্রুভিঃ, চিন্তামণিভূমিরিত্যর্থিভিঃ, বীরক্ষেত্রমিতি শস্ত্রোপজীবিভিঃ, গুরুকুলমিতি বিদ্যার্থিভিঃ, গন্ধর্বনগরমিতি গায়নৈঃ, বিশ্বকর্মমন্দিরমিতি বিজ্ঞানিভিঃ, লাভভূমিরিতি, দ্যূতস্থানমিতি বন্দিভিঃ, সাধুসমাগম ইতি সদ্ভিঃ, বপপঞ্জরমিতি শরণাগতৈঃ, বিটগোষ্ঠীতি বিদগ্ধৈঃ, সুকৃতপরিণাম ইতি পথিকৈঃ, অসুরবিবরমিতি বার্তিকৈঃ শাক্যাশ্রম ইতি শমিভিঃ, অপ্সরঃপুরমিতি কামিভিঃ মহোৎসবসমাজ ইতি চারণৈঃ, বসুধারেতি চ বিপ্রৈরগৃহ্যত।

যত্র চ মাতঙ্গগামিন্যঃ শীলবত্যশ্চ, গৌর্যো বিভবরতাশ্চ, শ্যামাঃ পদ্মরাগিণ্যশ্চ ধবলদ্বিজশুচিবদনা মদিরামোদিশ্বসনাশ্চ, চন্দ্রকান্তবপুষঃ শিরীষকোমলাঙ্গ্যশ্চ, অভুজঙ্গগম্যা কঞ্চুকিন্যশ্চ, পৃথুকলত্রশ্রিয়ো দরিদ্রমধ্যকলিতাশ্চ, লাবণ্যবত্যো মধুরভাষিণ্যশ্চ, অপ্রমত্তাঃ প্রসন্নোজ্জ্বলমুখরাগাশ্চ অকৌতুকাঃ প্রৌঢ়াশ্চ প্রমদাঃ।

যত্র চ প্রমদানাং চক্ষুরেব সহজমুণ্ডমালামণ্ডনং ভারঃ কুবলয়দলদামানি, অলকপ্রতিবিম্বান্যেব কপোলতলগতান্যাক্লিষ্টাঃ শ্রবণাবতংসাঃ পুনরুক্তানি তমালকিসলয়ানি, প্রিয়কথা এব মুখভূষণাঃ কর্ণালঙ্কারা আড়ম্বরঃ কুণ্ডলাদিঃ, কপোলা এব সততমালোককারণ বিভবো নিশাসু মণিপ্রদীপাঃ সুরভিনিঃশ্বাসাক্লিষ্টং মধুকরকুলমেব রমণীয়ং মুখাবরণং কুলস্ত্রীজনাচারো জালিকা, বাণ্যেব মধুরতরা বীণা বাহ্যবিজ্ঞানং স্তনতাড়নম্, হানা এবাতিশয়নূরভয়ঃ পটবাসা নিরর্থকাঃ কর্পূরপাংসবঃ, অধরকান্তিবিসরত্রবোজ্জ্বলতরোচ্ছরঙ্গরাগো নির্গুণো লাবণ্যকলঙ্কঃ কুঙ্কুমপঙ্কঃ, বাহব এব কোমলতমাঃ, পরিহাসপ্রহারবেত্রলতা নিষ্প্রয়োজনানি মৃণালানি, যৌবনোষ্মস্বেদবিন্দব এব বিদগ্ধাঃ কুচালঙ্কৃতয়ো হারাস্তু ভারাঃ, শ্রোণ্য এব বিশালস্ফটিকশিলাতলচতুরস্রা রাগিণাং বিশ্রমকারণমনামত্তং ভবনমণিবেদিকাঃ। কমললোভনিলীনান্যলিকুলান্যেব মুখরাণি পদাভরণকানি নিষ্ফলানীন্দ্রনীলমণিনূপুরাণি। নূপুররবাহূতা ভবনকলহংসা এব সমুচিতাঃ সঞ্চরণসহায়া ঐশ্বর্যপ্রপঞ্চাঃ পরিজনাঃ।

তত্র চ সাক্ষাৎসহস্রাক্ষ ইব সর্ববর্ণধরং ধনুর্দধানঃ, মেরুময় ইব লক্ষ্মীসমাকর্ষণে, জলনিধিময় ইব মর্যাদায়াম্, আকাশময় ইব শব্দপ্রাদুর্ভাবে, শশিময় ইব কলাসংগ্রহে, বেদময় ইবাকৃত্রিমালাপত্বে, ধরণিময় ইব লোকধৃতিকরণে, পবনময় ইব সর্বপার্থিবরজোবিকারহরণে, গুরুর্বচসি, সুমন্ত্রো রহসি, বুধঃ সদসি, অর্জুনো যশসি, ভীষ্মো ধনুষি, নিষধো বপুষি, শত্রুঘ্ন সমরে, শূরঃ শূরসেনাক্রমণে, দক্ষঃ প্রজাকর্মণি, সর্বাদিরাজতেজঃপুঞ্জনির্মিত ইব রাজা পুষ্যভূতিরিত নাম্না বভূব।

পৃথুনা গৌরিবেয়ং কৃতেতি যঃ স্পর্ধমান ইব মহীং মহিষীং চকার। নিসর্গস্বৈরিণী স্বরুচ্যনুরোধিনী চ ভবতি হি মহতাং মতিঃ। যতস্তস্য কেনচিদনুপদিষ্টা সহজৈব শৈশবাদারভ্যানন্যদেবতা ভগবতি, ভক্তসুলভে, ভুবনভৃতি, ভূতভাবনে, ভবচ্ছিদি, ভবে ভূয়সী ভক্তিরভূৎ। অকৃতবৃষভধ্বজপূজাবিধিন স্বপ্নেঽপ্যাহারমকরোৎ। অজম্, অজরম্, অমরগুরুম্, অসুরপুররিপুম্, অপরিগণগণপতিম্, অচলদুহিতৃপতিম্, অখিলভুবনকৃতচরণনতিম্, পশুপতিং প্রপন্নোঽন্যদেবতাশূন্যমমন্যত ত্রৈলোক্যম্।

ভর্তৃচিত্তানুবর্তিন্যশ্চানুজীবিনাং প্রকৃতয়ঃ। তথা হি গৃহে গৃহে ভগবানপূজ্যেত খণ্ডপরশুঃ। ববুরস্য হোমানলবালানলবিলীয়মানবহলগুগ্গুলুগন্ধগর্ভাঃ স্নপনক্ষীরশীকরক্ষোদক্ষারিণো বিল্বপল্লবদামদহোদ্বাহিনঃ পুণ্যবিষয়েষু বায়বঃ। শিবসপর্যাসমুচিতৈরুপায়নৈঃ প্রাভৃতৈশ্চ পৌরাঃ পাদোপজীবিনঃ সচিবাঃ স্বভুজবলনির্জিতাশ্চ করদীকৃতা মহাসামন্তাস্তং সিষেবিরে। তথা হি কৈলাসকূটধবলৈঃ কনকপত্রলতালঙ্কৃতবিষাণকোটিভির্মহাপট্টৈশ্চয়মণিযষ্টিপ্রদীপৈশ্চ ব্রহ্মসূত্রৈশ্চ মহার্হমাণিক্যখণ্ডখচৈতৈশ্চ মুখকোষৈঃ পরিতোষমস্য মনসি চক্রুঃ। অন্তঃপুরাণ্যপি স্বয়মারব্ধবালেয়তণ্ডুলকণ্ডনানি দেবগৃহোপলেপনলোহিতকরকিসলয়ানি কুসুমগ্রথনব্যগ্রসমস্তপরিজনানি তস্যাভিলষিতমন্ববর্তন্ত। তথা চ পরমমাহেশ্বরঃ স ভূপালো লোকতঃ শুশ্রাব ভুবি ভগবন্তমপরমিব সাক্ষাদ্দক্ষমখমথনং দাক্ষিণাত্যং বহুবিধবিদ্যাপ্রভাবপ্রখ্যাতৈগুণৈঃ শিষ্যৈরিবানেকসহস্রসংখ্যৈর্ব্যাপ্তমর্ত্যলোকং ভৈরবাচার্যনামানং মহাশৈবম্। উপনয়ন্তি হি হৃদয়মদৃষ্টমপি জনং শীলসংবাদাঃ। যতঃ স রাজা শ্রবণসমকালমেব তস্মিন্ ভৈরবাচার্যে ভগবতি দ্বিতীয় ইব কপর্দিনি দূরগতেঽপি গরীয়সীং ববন্ধ ভক্তিম্। আচকাঙ্ক্ষ চ মনোরথৈরপ্যস্য সর্বথা দর্শনম্।

অথ কদাচিৎ পর্যস্তেঽস্তাচলচুম্বিনি বাসরেঽন্তঃপুরবর্তিনং রাজানমুপসৃত্য প্রতীহারী বিজ্ঞাপিতবতী—দেব! দ্বারি পরিব্রাডাস্তে, কথয়তি চ ভৈরবাচার্যবচনাদেবমনুপ্রাপ্তোঽস্মি' ইতি। রাজা তু তচ্ছ্রুত্বা সাদরম্—'ক্বাসৌ? আনয়াত্রৈব প্রবেশয়ৈনম্' ইতি চাব্রবীৎ। তথা চাকরোৎ প্রতীহারী। ন চিরাচ্চ প্রবিশন্তং প্রাংশুম্, আজানুভুজম্, ভৈক্ষক্ষামমপি স্থূলাস্থিভিরবয়বৈঃ পীবরমিবোপলক্ষ্যমাণম্, পৃথূত্তমাঙ্গম্, উত্তুঙ্গবলিভঙ্গস্থপুটললাটম্, নির্মাংসগণ্ডকূপকম্, মধুবিন্দুপিঙ্গলপরিমণ্ডলাক্ষম, ঈষদাবক্রঘোণম্, অতিপ্রলম্বৈককর্ণপাশম্, অলাবুবীজবিকটোন্নতদন্তপঙ্‌ক্তিম্, তুরগানুকল্পথাধরলেখম্, লম্বচিবুকায়তত্ত্বরলপনম্, অংসাবলম্বিনা কাষায়েণ যোগপট্টকেন বিরচিতবৈকক্ষকম্, হৃদয়মধ্যনিবদ্ধগ্রন্থিনা চ রাগেণেব খণ্ডশঃ কৃতেন ধাতুরসারুণেন কর্পটেন কৃতোত্তরাসঙ্গম, পুনরক্তবালপ্রগ্রহবেষ্টনানিশ্চলমূলেন বন্ধমৃৎপরিশোধনবংশত্বক্তিতউনা কৌপীনসনাথশিখরেণ খর্জুরপুটসমুদগকগভীকৃতভিক্ষাকপালকেন দারবফলকত্রয়ত্রিকোণত্রযষ্টিনিবিষ্টকমণ্ডলুনা বহুরূপপাদিতপাদুকাবস্থানেন স্থূলদশাসূত্রনিয়ন্ত্রিতপুস্তিকাপুলকেন বামকরধৃতেন যোগভারকেণাধ্যাসিতস্কন্ধম্, ইতরকরগৃহীতবেত্রাসনং মস্করিণমদ্রাক্ষীৎ। ক্ষিতিপতিরপুপগতমুচিতেন চৈনমাদরেণান্বগ্রহীৎ। আসীনং চ পপ্রচ্ছ—'ক্ব ভৈরবাচার্যঃ' ইতি। সাদরনরপতিবচনমুদিতমতিস্তু পরিব্রাট্ তমুপনগরং সরস্বতীতটবনাবলম্বিনি শূন্যায়তনে স্থিতমাচচক্ষে। ভূয়শ্চাবভাষে—'অর্চয়তি হি মহাভাগং ভগবানাশীর্বচসা' ইত্যুক্ত্বা চোপনিন্যে যোগভারকাদাকৃষ্য ভৈরবাচার্যপ্রহিতানি রত্নবন্তি বহলালোকলিপ্তান্তঃপুরাণি পঞ্চ রাজতানি পুণ্ডরীকাণি।

নরপতিস্তু প্রিয়জনপ্রণয়ভঙ্গকাতরো দাক্ষিণ্যমনুরুধ্যমানো গ্রহণলাঘবং চ লঙ্ঘয়িতুমসমর্থো দোলায়মানেন মনসা স্থিত্বা চিরং কথংকথমপ্যতিসৌজন্যানিঘ্নস্তানি জগ্রাহ। জগাদ চ-'সর্বফলপ্রসবহেতুঃ শিবভক্তিরিয়ং নো মনোরথদুর্লভানি ফলতি ফলানি। যেনৈবমস্মাসু প্রীয়তে তত্রভগবান্ ভুবনগুরুর্ভৈরবাচার্যঃ। 'শ্বো দ্রষ্টাস্মি ভগবন্তম্' ইত্যুক্ত্বা চ মস্করিণং ব্যসর্জয়ৎ। অনয়া চ বার্তয়া পরাং মুদমবাপ।

অপরেদ্যুশ্চ প্রাতরেবোত্থায় বাজিনমধিরূহ্য সমুচ্ছ্রিতশ্বেতাতপত্রঃ সমুদ্ধূয়মানধবল-চামরযুগলঃ কতিপয়ৈরের রাজপুত্রৈঃ পরিবৃতো ভৈরবাচার্যং সবিতারমিব শশী দ্রষ্টুং প্রতস্থে। গত্বা চ কিঞ্চিদন্তরং তদীয়মেবাভিমুখমাপতন্তমন্যতমং শিষ্যমদ্রাক্ষীৎ। অপ্রাক্ষীচ্চ—ক্ব ভগবানাস্তে ? ইতি। সোঽকথয়ৎ—অস্য জীর্ণমাতৃগৃহস্যোত্তরেণ বিল্ব-বাটিকামধ্যাস্তে' ইতি। গত্বা চ তং প্রদেশমবততার তুরগাৎ। প্রবিবেশ চ বিল্ব-বাটিকাম্।

অথ মহতঃ কার্পটিকবৃন্দস্য মধ্যে প্রাতরেব স্নাতম্, দত্তাণ্টপুষ্পিকম্, অনুষ্ঠিতাগ্নি-কার্যম্, কৃতভস্মরেখাপরিহারপরিকরে হরিতগোময়োপলিপ্তাঙ্কিতিতলবিততে ব্যাঘ্রচর্ম-ণ্যুপবিষ্টম্, কৃষ্ণকম্বলপ্রাবরণনিভেনাসুরবিবরপ্রবেশাশঙ্কয়া পাতালান্ধকারাবাসমি-বাভ্যস্যন্তম্, উর্ম্মিষিতা বিদ্যুৎকপিলেনাত্মতেজসা মহামাংসবিক্রয়ক্রীতেন মনঃশিলা-পঙ্কেনেব শিষ্যলোকং লিম্পন্তম্, জটাকৃতৈকদেশলম্বমানরুদ্রাক্ষশঙ্খগুটিকেনোর্ধ্ববন্ধেন শিখাপাশেন বধ্নন্তমিব, বিদ্যাবলেপদুর্বিদগ্ধানুপরিসঞ্চরতঃ সিদ্ধান্, ধবলকতিপয়শিরো-রুহেণ বয়সা পঞ্চপঞ্চাশতং বর্ষাণ্যতিক্রামন্তম্, খালিত্যক্ষীয়মাণশঙ্খলোমলেখম্, লোম-শকর্ণশষ্কুলীপ্রদেশম্, পৃথুললাটতটম্, তিরঃশ্যামভস্মললাটিকয়া বহুশঃ শিরোধৃত-দগ্ধগুগ্গুলুসন্তাপস্ফুটিতকপালাস্থিপাণ্ডুররাজিশঙ্কামিব জনয়ন্তম্, সহজললাটবলিভঙ্গ-সঙ্কোচিতকূর্চভাগাং বভ্রুভাসং ভ্রূসংগত্যা নিরন্তরামায়ামিনীমেকামিব ভ্রূলেখাং বিভ্রাণম্, ঈষৎকাচরকনীনিকেন রক্তাপাঙ্গনির্গতাংশুপ্রতানেন মধ্যধবলভাসেন্দ্রায়ুধেনে-বাতিদীর্ঘেণ লোচনযুগলেন পরিতো মহমণ্ডলমিবানেকবর্ণরাগমালিখন্তম্, সিতপীত-লোহিতপতাকাবলিশবলম্ শিনবলিমিব দিক্ষু বিক্ষিপন্তম্, তার্ক্ষ্যতুণ্ডকোটিকুব্জাগ্র-ঘোণম্, দূরবিদীর্ণসৃক্কসংক্ষিপ্তকপোলম্, কিঞ্চিদ্দন্তুরত্রাসদাহৃদয়সনিহিতহরমৌলি-চন্দ্রাতপেনেব নির্গচ্ছতা দন্তালোকেন ধবলয়ন্তং দিশাং জালম্ জিহ্বাগ্রস্থিতসর্বশৈব-সংহিতাতিভারণেব মনাক্প্রলম্বিতৌষ্ঠম্ প্রলম্বশ্রবণপালীপ্রেঙ্খতাভ্যাং স্ফাটিক-কুণ্ডলাভ্যাম্ শুক্রবৃহস্পতিভ্যামিব সুরাসুরবিজয়বিদ্যাসিদ্ধিশ্রয়ানুবধ্যমানম্, বদ্ধ-বিবিধৌষধিমন্ত্রসূত্রপঙ্ক্তিনা সলোহবলয়েনৈকপ্রকোষ্ঠেন শঙ্খখণ্ডং পন্নগো দন্তমিব ভগবতা ভবেন ভগ্নং ভক্ত্যা ভূষণীকৃতং কলয়ন্তম্, অখিলরসকূপোদঞ্চনঘটীযন্ত্রমালামিব রুদ্রাক্ষমালাং দক্ষিণেন পাণিনা ভ্রময়ন্তম্, উরসি দোলায়মানেনাপিঙ্গলাগ্রেণ কূর্চক-কলাপেন সম্মার্জয়ন্তমিবান্তর্গতং নিজরজোনিকরম্, অতিনিবিড়নীললোমমণ্ডলবিচিতং চ ধ্যানলব্ধেন জ্যোতিষা দগ্ধমিব হৃদয়দেশং দধানম্, ঈষৎপ্রশিথিলবলিবলয়বধ্যমান-তুন্দম্, উপচীয়মানস্ফিঙ্মাংসপিণ্ডকম্ পাণ্ডুরপবিত্রক্ষৌমাবৃতকৌপীনম্, সাবষ্টম্ভ-পর্যঙ্কবন্ধমণ্ডলিতেনামৃতফেনশ্বেতরুচা যোগপট্টকেন বাসুকিনেবাপ্রতিহতানেকমন্ত্র-প্রভাবাবির্ভূতেন প্রদক্ষিণীক্রিয়মাণম্, অরুণতামরসসুকুমারতরতলস্য পাদযুগলস্য নির্মলৈর্নখময়ূখজালকৈর্জর্জরয়ন্তমিব মহানিধানোদ্ধরণরসেন রসাতলম্, তোয়ক্ষালিত-শুচিনা ধৌতপাদুকাযুগলেন হংসমিথুনেনেব ভাগীরথীতীর্থযাত্রাপরিচয়াগতেনোমুচ্যমান-চরণান্তিকম্, শিখরনিখাতকুব্জকালায়সকণ্টকেন বৈণবেন বিশাখিকাদণ্ডেন সর্ববিদ্যা-সিদ্ধিবিঘ্নবিনায়কাপনয়নাঙ্কুশেনেব সততপার্শ্ববর্তিনা বিরাজমানম্, অবহুভাষিণং মন্দহাসিনং সর্বোপকারিণং কুমারব্রহ্মচারিণম্, অতিতপস্বিনম্, মহামনস্বিনং কৃশক্রোধম্, অকৃশানুরোধম্, মহানগরমিবাদীপ্রক্লৃতিশোভিতম্, মেরুমিব কল্পতরুপল্লবরাশি-সুকুমারচ্ছায়ম্, কৈলাসমিব পশুপতিচরণরজঃপাবিত্রিতশিরসম্, শিবলোকমিব মাহেশ্বর-

গণানুযাতম্, জলনিধিমিবাকেনদনদীসহস্রপ্রক্ষালিতশরীরম্, জাহ্নবীপ্রবাহমিব বহুপুণ্য-তীর্থস্থানশুচিম্, ধাম ধর্মস্য, তীর্থং তথ্যস্য, কোশং কুশলস্য, পত্তনং পূততায়াং, শালা শীলস্য, ক্ষেত্রং ক্ষমায়াঃ শালেয়ং শালীনতায়াঃ, স্থানং স্থিতেঃ, আধারং ধৃতেঃ, আকরং করুণায়াঃ, নিকেতনং কৌতুকস্য, আরামং রামনীয়কস্য, প্রাসাদং প্রসাদস্য, আগারং গৌরবস্য, সমাজং সৌজনস্য, সম্ভবং সম্ভাবস্য, কালং কলেঃ, ভগবন্তং সাক্ষাদিব বিরূপাক্ষং ভৈরবাচার্যং দদর্শ।

ভৈরবাচার্যস্তু দূরাদেব রাজানং দৃষ্টা শশিনমিব জলনিধিশ্চচাল। প্রথমতরোত্থিত-শিষ্যালোকশ্চোত্থায় প্রত্যুজ্জগাম। সমর্পিতশ্রীফলোপায়নশ্চ জহ্নুকর্ণসমুদগীর্যমাণ-গঙ্গাপ্রবাহহ্রদগম্ভীরয়া গিরা স্বস্তিশব্দমকরোৎ।

নরপতিরপি প্রীতিবিস্তার্যমাণধবালিম্না চক্ষুষা প্রত্যর্পয়ন্নিব বহুতরাণি পুণ্ডরীক-বনানি ললাটপট্টপর্যস্তেন চোদংশুনা শিখামণিনা মহেশ্বরপ্রসাদমিব তৃতীয়নয়নোদ্গমেন প্রকাশয়ন্নাবর্জিতকর্ণপল্লবপলায়মানমধুকরঃ শিবসেবাসমুন্মূলিতাশেষপাপলবমুচ্যমান ইব দূরাদবনতঃ প্রণামমভিনবং চকার। আচার্যোঽপি—'আগচ্ছ অত্রোপবিশ' ইতি শার্দূলচর্মাত্মীয়মদর্শয়ৎ। উপদর্শিতপ্রশ্রয়স্তু রাজা মত্তহংসকলগদ্গদস্বরসুভগাং মধুরসময়ীং মহানদীমিব প্রবর্তয়ন্ বাচং ব্যাজহার—'ভগবন্! নার্হসি মামনানুপ-স্খলিতৈঃ খলীকর্তুম্। অশেষরাজকোপেক্ষিতয়া হতলক্ষ্ম্যাঃ খল্বয়ং শীলাপরাধো দ্রবিণদৌরাত্ম্যং বা যদেবমাচরতি ময়ি গুরুঃ। অভূমিরয়মুপচারাণাম্। অলমতি-যন্ত্রণায়া। দূরস্থিতোঽপি মনোরথশিষ্যোঽয়ং জনো ভবতাম্। মাননীয়ং চ গুরুবন্নো-ল্লঙ্ঘনমর্হতি গুরোরাসনম্। আসতাং চ ভবন্ত এবাত্র' ইতি ব্যাহৃত্য পরিজনোপনীতে বাসসি নিষসাদ। ভৈরবাচার্যোঽপি প্রীত্যানতিক্রমণীয়ং নৃপবচনমনুবর্তমানঃ পূর্ব-স্তদেব ব্যাঘ্রাজিনমভজত।

আসীনে চ সরাজকে পরিজনে শিষ্যজনে চ সমুচিতমর্ঘ্যাদিকং চক্রে। ক্রমেণ চ নৃপমাধুর্যহৃতান্তঃকরণঃ শশিকরনিকরবিমলা দশনদীধিতীঃ স্ফুরন্তীঃ শিবভক্তীরিব সাক্ষাদ্ দর্শয়ন্নুবাচ—তাত! অতিনম্রতৈব তে কথয়তি গুণানাং গৌরবম্। সকল-সম্পৎপাত্রমসি। বিভবানুরূপাস্তু প্রতিপত্তয়ঃ। জন্মনঃ প্রভৃত্যাদত্তদৃষ্টিরেবাস্মি স্বাপতেয়েষু। যতঃ সকলদোষকলাপানলেন্ধনৈর্ধনৈরবিক্রীতঃ ক্বচিচ্ছরীরকমস্তি। ভৈক্ষরক্ষিতাঃ সন্তি প্রাণাঃ। দুগৃহীতানি কতিচিচ্ছিবদ্যন্তে বিদ্যাক্ষরাণি। ভগব-চ্ছিবভট্টারকপাদসেবয়া সমুপার্জিতাঃ কিয়ন্ত্যোঽপি সন্নিহিতাঃ পুণ্যকণিকাঃ! স্বীক্রিয়তাং যদত্রোপযোগার্হম্। প্রতনুগুণগ্রাহ্যাণি কুসুমানীব হি ভবন্তি সতাং মনাংসি। অপি চ, বিদ্বৎসম্মতাঃ শ্রূয়মাণা অপি সাধবঃ শব্দা ইব সুধীরেঽপি হি মনসি যশাংসি কুর্বন্তি। বিবরং বিশতঃ কুতুহলস্য ফেনধবলৈঃ স্রোতোভিরিবাপাহ্রিয়-মাণো গুণগণৈরানীতোঽস্মি কল্যাণিনা' ইতি।

রাজা তু তং প্রত্যবাদীৎ—'ভগবন্! অনুরক্তেষ্বপি শরীরাদিষু সাধূনাং স্বামিন এব প্রণয়িনঃ। যুষ্মদ্দর্শনাদুপার্জিতমেব চাপরিমিতং কুশলজাতম্। অনেনৈব-গমনেন স্পৃহণীয়ং পদমারোপিতোঽস্মি গুরুণা ইতি বিবিধাভিশ্চ কথাভিশ্চিরং স্থিত্বা গৃহমগাৎ।

অন্যস্মিন্ দিবসে ভৈরবাচার্যোঽপি রাজানং দ্রষ্টুং যযৌ। তস্মৈ চ রাজা সান্তঃ-পুরং সপরিজনং সকোষমাত্মানং নিবেদিতবান্। স চ বিহস্যোবাচ—'তাত! ক্ব বিভবাঃ

ক চ বয়ং বনবর্ধিতাঃ ? ধনোষ্মণা ম্লায়ত্যলং লতেব মনস্বিতা। খাদ্যাতানামিবাস্মাকমিয়মপরোপতাপিনী রাজতে তেজস্বিতা। ভবাদৃশা এব ভাজনং ভূতেঃ ইতি স্থিত্বা চ কঞ্চিৎকালং জগাম।

পরিব্রাট্ তৈনেব ক্রমেণ পঞ্চ পঞ্চ রাজতানি পুণ্ডরীকাণ্যুপায়নীচকার। একদা তু শ্বেতকর্পটাবৃতং কিমপ্যাদায় প্রাবিশৎ। উপবিশ্য চ পূর্ববৎ স্থিত্বা মুহূর্তমব্রবীৎ—'মহাভাগ! ভবন্তমাহ ভগবান্ যথাস্মচ্ছিষ্যঃ পাতালস্বামিনামা ব্রাহ্মণঃ। তেন ব্রহ্মরাক্ষসহস্তাদপহৃতো মহাসিরট্টহাসনামা। সোঽয়ং ভবদ্ভুজযোগ্যো গৃহ্যতাম্ ইত্যাভিধায়াপহৃতকর্পটাবচ্ছাদনাৎ পরিবারাদাচকর্ষ শরদ্গগনতলমিব পিণ্ডতাং নীতম্, কালিন্দীপ্রবাহমিব স্তম্ভিতজলম্ নন্দকাজিগীষয়া কৃষ্ণকোপিতং কালিয়মিব কৃপাণতাং গতম্, লোকবিনাশায় প্রকাশিতধারাসারং প্রলয়কালমেঘখণ্ডমিব নভস্তলাৎ পতিতম্, দৃশ্যমানবিকটদন্তমণ্ডলং হাসমিব হিংসায়াঃ হরিবাহুদণ্ডমিব কৃতদ্রুমমুষ্টিগ্রহম্, সকলভুবন জীবিতাপহরণক্ষমেণ কালকূটেনেব নির্মিতম্, কৃতান্তকোপানলতপ্তেনেবায়সা ঘটিতম্, অতিতীক্ষ্ণতয়া পবনস্পর্শেনাপি রুষেব ক্বণন্তম্ মণিদ্ভাকুট্টিমপতৎপ্রতিবিম্বচ্ছন্ননাত্মানমপি দ্বিধেব পাটয়ন্তম্, অরিশিরশ্ছেদলগ্নৈঃ কচৈরিব কিরণৈঃ করালিতধারম্, মুহুর্মুহুস্তড়িদুন্মেষতরলৈঃ প্রভাচক্রচ্ছুরিতৈর্জর্জরিতাতপম্, খণ্ডশশ্ছিন্দন্তমিব দিবসম্, কটাক্ষমিব কালরাত্রেঃ, কর্ণোৎপলমিব কালস্য, ওঙ্কারমিব ক্রৌর্যস্য, অলঙ্কারমহঙ্কারস্য, কুলমিত্রং কোপস্য, দেহং দর্পস্য, সুসহায়ং সাহসস্য, অপত্যং মৃত্যোঃ, আগমনমার্গং লক্ষ্ম্যাঃ, নির্গমনমার্গং কীর্তেঃ, কৃপাণম্।

অবনিপতিস্তু তং গৃহীত্বা করেণায়ুধপ্রীত্যা প্রতিমানিভেনালিঙ্গন্নিব সুচিরং দদর্শ। সন্দিদেশ চ—বক্তব্যো ভগবান্ পরদ্রব্যগ্রহণাবজ্ঞাদুর্বিদগ্ধমপি হি মে মনো যুষ্মদ্বিষয়ে ন শক্নোতি বচনব্যতিক্রমব্যভিচারমাচরিতুম্' ইতি। পরিব্রাট্ তু গৃহীতে তস্মিন্ পরিতুষ্টঃ 'স্বস্তি ভবতে। সাধয়ামঃ, ইত্যুক্ত্বা নিরযাসীৎ। নৃপশ্চ প্রকৃত্যা বীররসানুরাগী তেন কৃপাণেনামনাত করতলবর্তিনীং মেদিনীম্।

অথ ব্রজৎসু দিবসেষ্বেকদা ভৈরবাচার্যো রাজানমুপহ্বরে সোপগ্রহমবাদীৎ 'তাত! স্বার্থালসাঃ পরোপকারদক্ষাশ্চ প্রকৃতয়ো ভবন্তি ভব্যানাম্। ভবাদৃশাং চার্থিদর্শনং মহোৎসবঃ প্রণয়নমারাধনবর্থগ্রহণমুপকারঃ। ভূমিরসি সর্বলোকমনোরথানাম্। যেনাভিধীয়সে। শ্রূয়তাম্। ভগবতো মহাকালহৃদয়নাম্নো মহামন্ত্রস্য কৃষ্ণস্রগম্বরানুলেপনেনাকল্পেন কল্পকথিতেন মহাশ্মশানে জপকোট্যা কৃতপূর্বসেবোঽস্মি। তস্য চ বেতালসাধনাবসানা সিদ্ধিঃ। অসহায়ৈশ্চ সা দুরবাপা। ত্বং চালমস্মৈ কর্মণে। ত্বয়ি চ গৃহীতভরে ভবিষ্যন্ত্যপরে সহায়াস্ত্রয়ঃ। একঃ স এবাস্মাকং টীটিভনামা বালমিত্রং মস্করী যো ভবন্তমুপতিষ্ঠতে। দ্বিতীয়ঃ স পাতালস্বামী। অপরো মচ্ছিষ্য এব কর্ণতালনামা দ্রাবিড়ঃ যদি সাধু মন্যসে ততো নীয়তাময়ং দিঙ্নাগহস্তদীর্ঘো গৃহীতাট্টহাসো নিশামেকামেকদিঙ্মুখার্গলতাং বাহুঃ।' ইতি কৃতবচসি চ তস্মিন্নন্ধকারপ্রবিষ্ট ইব দৃষ্টপ্রকাশঃ প্রাপ্তোপকারাবকাশঃ প্রমুদিতেনান্তরাত্মনা নরেন্দ্রঃ সমভাষত—'ভগবন্! বরমনুগৃহীতোঽস্ম্যনেন শিষ্যজনসামান্যেন নিদেশেন কৃতপরিগ্রহমিবাত্মানমবৈমি' ইতি। ননন্দ চ তেন নরেন্দ্রব্যাহৃতেন ভৈরবাচার্যঃ। চকার চ সঙ্কেতম্—'অস্যামেবাগামিন্যাম- সিতপক্ষচতুর্দশীক্ষপায়ামিয়ত্যাং বেলায়ামমুষ্মিন্ মহাশ্মশানসমীপভাজি শূন্যায়তনে শস্ত্রদ্বিতীয়েনায়ুষ্মতা দ্রষ্টব্যা বয়ম্' ইতি।

অথাতিক্রান্তেষ্বহঃসু প্রাপ্তায়াং চ তস্যামেব কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং শৈবেন বিধিনা দীক্ষিতঃ ক্ষিতিপো নিয়মবাভুৎ। কৃতাধিবাসং চ সম্পাদিতগন্ধধূপমাল্যাদিপূজং খড়্গমট্টহাসমকরোৎ। ততঃ পরিণতে দিবসে কেনাপি কর্মসাধনায় কৃতরুধিরবলিবিধানাস্বিব লোহিতায়মানাসু দিক্ষু রুধিরবলিলম্পটাসু চ বেতালজিহ্বাস্বিব লম্বমানাসু চ রবিদীধিতিষু, নরেন্দ্রানুরাগেণ গৃহীতাপরদিশি স্বয়মিব দিক্পালতাং চিকীর্ষতি সবিতরি, যাতুধানীষ্বিব বর্ধমানাসু তরুচ্ছায়াসু, পাতালতলবাসিষু বিঘ্নায় দানবেষ্বিবোত্তিষ্ঠৎসু তমোমণ্ডলেষু, নভসি পুঞ্জীভবতি রৌদ্রং কর্ম দিদৃক্ষমাণা ইব নক্ষত্রগণে বিগাঢায়াং শর্বর্যাম্, সুপ্তজনে নিঃশব্দস্তিমিতে নিশীথে, রাজা সান্তঃপুরং পরিজনং বঞ্চয়িত্বা বামকরস্ফুরৎসরুর্দক্ষিণকরেণোৎখাতং খড়্গমট্টহাসমাদায় বিসর্পতা চ খর্গপ্রভাপটলেন নীলাংশুকপটেনেব দর্শনভয়াদবগুণ্ঠিতনিখিলগাত্রযষ্টিরনাদিষ্টয়াপানুগম্যমানো রাজলক্ষ্ম্যা পৃষ্ঠতঃ পরিমললগ্নমধুকরবেণিব্যাজেন কেশেষ্বিব কর্মসিদ্ধিমাকর্ষন্নেকাকী নগরান্নিরগাৎ। অগাচ্চ তমুদ্দেশম্।

অথ প্রত্যুপজগ্মুস্তে ত্রয়োঽপি দ্রৌণিকৃপকৃতবর্মাণ ইব সৌপ্তিকে সন্নদ্ধাঃ স্নাতাঃ স্রগ্বিণো গৃহীতবিকটবেষাঃ, কুসুমশেখরসঞ্চারিভিঃ ক্রিয়মাণমন্ত্রশিখাবন্ধা ইব গুঞ্জদ্ভিঃ ষট্চরণৈরুষ্ণীষপট্টকাঁল্ললাটমধ্যঘটিতবিকটস্বস্তিকাগ্রন্থীন্ মহামুদ্রাবন্ধানিব ধারয়ন্তো মূর্ধভিঃ একশ্রবণবিবরবিততবিমলদন্তপত্রপ্রভালোকলেপধবলিতকপোলৈর্মুখৈরাপিবন্ত ইব নিশাচরাপচয়চিকীর্ষয়া শার্বরমন্ধকারম্, ইতরকর্ণাবলম্বিনাং রত্নকুণ্ডলানামচ্ছয়া রুচা গোরোচনয়েব মন্ত্রপরিজপ্তয়া সমালব্ধাঙ্গাঃ, স্বপ্রতিবিম্বগর্ভান্ কর্মসিদ্ধয়ে দত্তপুরুষোপহারানিবোল্লাসয়ন্তো নিশিতান্নিস্ত্রিংশান্, নিস্ত্রিংশাংশুসন্তানসীমান্তততৈভিরামাত্মীয়াত্মীয়দিগ্বিভাগসংরক্ষণায় ত্রিধেব ত্রিযামাং পাটয়ন্তঃ সার্ধচন্দ্রৈঃ কলধৌতবুদ্বুদাবলিতরলতারাগণৈর্নিশায়া ইব পুরুষাসিধারানিকৃত্তৈঃ খণ্ডৈর্গৃহীতৈশ্চর্মফলকৈরকাণ্ডশর্বরীমপরাং ঘটয়ন্তঃ, কাঞ্চনশৃঙ্খলাকলাপনিয়মিতনিবিড়নিষ্প্রবাণয়ঃ, বদ্ধাসিধেনবঃ, টীটিভকর্ণতালপাতালস্বামিনো নিবেদিতবন্তশ্চাত্মানম্।

অবনিপতিস্তু—'কোঽত্র কঃ?' ইতি তানপৃচ্ছৎ। আচচক্ষিরে চ স্বং স্বং নাম ত্রয়োঽপি তে। তৈরেব চানুগম্যমানো জগাম তাং বলিদীপালোকজর্জরিতগুগ্গুলুধূপধূমধূমগৃহ্যমাণদিগ্বিভাগতয়া বিক্ষিপ্যমাণরক্ষাসর্ষপার্ধদগ্ধান্ধকারপলায়মাননিশামিব সমুপকল্পিতসর্বোপকরণাং নিঃশব্দাং চ গম্ভীরাং চ ভীষণাং চ সাধনভূমিম্।

তস্যাং চ কুমুদধূলিধবলেন ভস্মনা লিখিতস্য মহতো মণ্ডলস্য মধ্যে স্থিতং দীপ্ততরতেজঃপ্রসরম্, পৃথুপরিবেশপরিক্ষিপ্তমিব শরৎসবিতারম্, মথ্যমানক্ষীরোদাবর্তনামিব মন্দরম্, রক্তচন্দনানুলেপিনো রক্তস্রগম্বরাভরণস্যোত্তানশয়স্য শবস্যোরস্যুপবিশ্য জাতজাতবেদসি মুখকুহরে প্রারব্ধাগ্নিকার্যম্, কৃষ্ণোষ্ণীষম্, কৃষ্ণাঙ্গরাগম্, কৃষ্ণাঙ্গরাগম্, কৃষ্ণপ্রতিসরম্, কৃষ্ণবাসসম্ কৃষ্ণতিলাহুতিনিভেন বিদ্যাধরত্বতৃষ্ণয়া মানুষনির্মাণকারণকালুষ্যপরমাণূনিব ক্ষয়মুপনয়ন্তম্, আহুতিদানপর্যস্তাভিঃ প্রেতমুখস্পর্শদূষিতং প্রক্ষালয়ন্তমিবাস্তশুক্ষাণিং করনখদীধিতিভিঃ, ধূমালোহিতেন চক্ষুষা ক্ষতজাহুতিমিব হুতভুজি পাতয়ন্তম্, ঈষদ্বিবৃতাধরপুটপ্রকটিতসিতদশনশিখরেণ দৃশ্যমানমূর্তমন্ত্রাক্ষরপঙ্ক্তিনেব মুখেন কিমপি জপন্তম্, হোমশ্রমস্বেদসলিলপ্রতিবিম্বিতাভিরাসন্নদীপিকাভির্দহ্যন্তমিব কর্মসিদ্ধয়ে সর্বাবয়বান্, অংসাবলম্বিতা বহুগুণেন বিদ্যারাজেনেব ব্রহ্মসূত্রেণ পরিগৃহীতং ভৈরবাচার্যমপশ্যৎ। উপসৃত্য চাকরোন্নম-

স্কারম্। অভিনন্দিতশ্চ তেন স্বব্যাপারশ্বর্তিষ্ঠৎ।

অত্রান্তরে পাতালস্বামী শাতক্রতবীমাশামঙ্গীচকার, কর্ণতালঃ কৌবেরীম্পরিব্রাট্-প্রাচেতসীম্। রাজা তু ত্রৈশংকবেন জ্যোতিষাঙ্কিতাং ককুভমলঙ্কৃতবান্।

এবং চাবস্থিতেষু দিক্পালেষু দিক্পালভুজপঞ্জরপ্রবিষ্টে বিস্রব্ধং কর্ম সাধয়তি ভৈরবং ভৈরবাচার্যেঽতিচিরং চ কৃতকোলাহলেষু নিষ্ফলপ্রযত্নেষু প্রত্যূহকারিষু শাস্তেষু কৌণপেষু গলত্যর্ধরাত্রসময়ে মণ্ডলস্য নাতিদবীয়স্যুত্তরেণাকস্মাদেব প্রলয়মহাবরাহ-দ্রংষ্ট্রাবিবরমিব দর্শয়ন্তী ক্ষিতিরদীর্যৎ। সহসৈব চ যস্মাদ্বিবরাদাশাবারণোৎক্ষিপ্ত ইবালানলোহস্তম্ভঃ, মহাবরাহপীবরস্কন্ধপীঠো নরকাসুর ইব ভুবো গর্ভাদুদ্ভূতো বলিদানব ইব ভিত্ত্বোত্থিতঃ পাতালম্, ইন্দ্রনীলপ্রাসাদ ইবোপরিজ্বলিতরত্নপ্রদীপঃ, স্নিগ্ধনীলঘননিবিড়কুটিলকুন্তলকান্তমৌলিরশ্মীলম্মালতীমুণ্ডমালঃ, গদ্গদতয়া স্ববস্য স্বভাবপাটলতয়া চ চক্ষুষঃ ক্ষীব ইব যৌবনমদেন বদ্গদ্গলদামকঃ, করসম্পুট-মৃদিতয়া মৃদা দিঙ্নাগকুম্ভাভাবংসকূটৌ পুনঃপুনঃ পরিপংকয়ন্ সান্দ্রচন্দনকর্দমদত্তৈ-রব্যবস্থাস্থাসকৈরতিসিতজলধরশকলশারিত ইব শারদাকাশৈকদেশঃ, কেতকীগর্ভপত্র-পাণ্ডুরস্য চণ্ডাতকস্যোপরি ক্ষমতরীকৃতকক্ষ্যঃ, কক্ষ্যাবন্ধং বিধায় বিলাসবিক্ষিপ্তেন ধবলবায়ামফালীপটান্তেন ধরণিতলগতনে ধার্যমাণ ইব পৃষ্ঠতঃ শেপেণ, স্থিরস্থূলোরু-দণ্ডঃ, ভূমিভঙ্গভয়েনেব নম্বরাণি স্থাপয়ন্ পদানি নির্ভরগর্বগুরু কথমপি শৈলমিব গাত্রমুদ্বহন্ দর্পেণ মুহুর্মুহুরুরসি দ্বিগুণিতে দোষ্ণি বামে তির্যগুৎক্ষিপ্তে চ দক্ষিণে জঙ্ঘাকাণ্ডে কুণ্ডলিতে চ চণ্ডাস্ফোটনটাংকারৈঃ কর্মবিঘ্ননির্ঘাতানিব পাতয়ন্নেকেন্দ্রিয়-বিকলমিব জীবলোকং কুর্বন্ কুবলয়শ্যামলঃ পুরুষঃ উজ্জগাম। জগাদ চ বিহস্য নরসিংহনাদনির্ঘোষঘোরয়া ভারত্যা—'ভো বিদ্যাধরশ্রদ্ধাকামুক! কিময়ং বদ্যাবলেপঃ সহায়মদো বা যদস্মৈ জনায়াবিধায় বলিং বালিশ ইব সিদ্ধিমভিলষসি? কা তে দুর্বুদ্ধিরিয়ম্? এতাবতা কালেন ক্ষেত্রাধিপতিরন্য মন্নাম্বেব লব্ধব্যপদেশস্য দেশস্য নাগতস্তে শ্রোত্রোপকণ্ঠং শ্রীকণ্ঠনামা নাগোঽহম্। অনিচ্ছতি ময়ি কা শক্তিগ্রহণস্যাপি গন্তুং গগনে। ভূনাথোঽপ্যয়মনাথস্তপস্বী যস্তবাদৃশৈঃ শেবাপসদৈরু-পকরণীক্রিয়তে। সহস্বেদানীং সহামুনা দুর্নয়েন্দ্রেণ দুর্নয়স্য ফলম্' ইত্যভিধায় চ নিষ্ঠুরৈঃ প্রকোষ্ঠপ্রহারৈস্ত্রীনপি টীটিভপ্রভৃতীনভিমুখং প্রধাবিতান্ সশরীরাবরণ-কৃপাণানপাতয়ৎ।

অথাপূর্বাধিক্ষেপশ্রবণাদশস্ত্রব্রণৈরপ্যমর্ষস্বেদচ্ছলেনানেকসবরপীতমসিধারাজলমিব বমদ্ভিরবয়বৈরপি রোমাঞ্চনিভেন মুক্তশরশতশল্যানিকুরভরলঘুমিবাত্মানং রণায় কুর্বদ্ভি-রট্টহাসেনাপি প্রতিবিম্বিততারাগণেন স্পষ্টদৃষ্টধবলদন্তমালামবজ্ঞয়া হসতৈব কথ্যমান-সত্ত্বাবষ্টম্ভঃ পরিকরবন্ধবিভ্রমভ্রমিতকরনখকিরণচক্রবালেন ব্যপগমনাশংকয়া নাগদমনমন্ত্র-মণ্ডলবন্ধেনেব রুন্ধন্ দশদিশো নরনাথঃ সাবজ্ঞমবাদীৎ—'অরে কাকোদর কাক! ময়ি স্থিতে রাজহংসেন জিহ্বেষি বলিং যাচিতুম্? অমীভিঃ কিং বা পরুষভাষিতৈঃ? ভুজে বীর্যং নিবসতি ন বাচি। প্রতিপদ্যস্ব শস্ত্রম্। অয়ং ন ভবসি। অগৃহীতহেতিষব-শিক্ষিতো মে ভুজঃ প্রহর্তুম্' ইতি। নাগস্তদনামৃততরম্—'এহি, কিং শস্ত্রেণ? ভুজাভ্যা-মেব ভনজ্মি ভবতো দর্পম্' ইত্যভিধায়াস্ফোটয়ামাস। নরপতিরপি নিরায়ুধমায়ুধেন যুধি লজ্জমানো জেতুমুৎসৃজ্য সচর্মফলকমট্টহাসমসিমসমর্ধোরুকস্যোপরি ববন্ধ বাহু-যুদ্ধায় কক্ষ্যাম্। যুযুধাতে চ নির্দয়াস্ফোটনস্ফুটিতভুজরুধিরশীকরসিচ্যমানৌ

শিলাস্তম্ভৈরিব পতদ্ভির্বাহুদণ্ডৈঃ শব্দময়মিব কুর্বাণে। ভুবনং তৌ। ন চিরাচ্চ পাতয়ামাস ভূতলে ভুজঙ্গমং ভূপতিঃ। জগ্রাহ চ কেশেষু। উচ্চখান চ শিরশ্ছেত্তুমট্টহাসম্। অপশ্যচ্চ বৈকক্ষকমালান্তরেণাস্য যজ্ঞোপবীতম্। উপসংহৃতশস্ত্রব্যাপারশ্চাবাদীৎ—'দুর্বিনীত। অস্তি তে দুর্নয়নির্বাহবীজমিদম্। যতো বিশ্রব্ধমেবাচরসি চাপলানি' ইত্যুক্ত্বোৎসসর্জ চ তম্। অনন্তরং চ সহসৈবাতিবহুলাং জ্যোৎস্নাং দদর্শ। শরদি বিকসতাং কমলবনানামিব চ ঘ্রাণাবলেপিনমামোদমজিঘ্রৎ। ঝটিতি চ নূপুরশব্দমসৃণোৎ। ব্যাপারয়ামাস চ শব্দানুসারেণ দৃষ্টিম্।

অথ করতলাস্থিতস্যাট্টহাসস্য মধ্যে তড়িতমিব নীলজলধরোদরে স্ফুরন্তীং প্রভয়া পিবন্তীমিব ত্রিযামাম্, তামরসহস্তাম্, কোমলাঙ্গুলিরাগরাজিজালকানি চ চরণলগ্নানি, বেলাবালবিদ্রুমলতাবনানীবাকর্ষন্তীম্, করপঙ্কজসঙ্কোচাশঙ্কয়া শশাঙ্কমণ্ডলমিব খণ্ডশঃ কৃতং নির্মলচরণনখানবহানিভেন বিভ্রতীম্, গুল্ফাবলম্বিনূপুরপুটতয়া স্থিতানিবিড়কটকাবলিবন্ধনাদিব পরিভ্রশ্যাগতাম্ বহুবিধকুসুমশকুনিশতশোভিতাং পবনচলিততনুতরঙ্গাদতিস্বচ্ছাদংশুকাদুদধিসলিলাদিবোত্তরন্তীম্, উদধিজন্মপ্রেম্ণা ত্রিবলিচ্ছলেন ত্রিপথগয়েব পরিষবক্তমধ্যাম্, অত্যুন্নতস্তনমণ্ডলাম্, দৃশ্যমানদিঙ্নাগকুম্ভামিব ককুভম্, মদলগ্নৈরাবতকরশীকরনিকরমিব শরত্তারাগণতারং হারমুরসা দধানাম্ ধবলচামরৈরিব চ মন্দমন্দনিঃশ্বাসদোলায়িতৈর্হারকিরণৈরুপবীজ্যমানাম্, স্বভাবলোহিতেন মদান্ধগন্ধেভকুম্ভাস্ফালনসংক্রান্তসিন্দুরেণেন করদ্বয়েন দ্যোতমানাম্, হরশিখণ্ডেন্দুদ্বিতীয়খণ্ডেনেব কুণ্ডলীকৃতেন জ্যোৎস্নাময়া দন্তপত্রেন বিভ্রাজমানাম্, কৌস্তুভগর্ভাস্তস্তবকেনেব চ শ্রবণলগ্নেনাশোককিসলয়েনালঙ্কৃতাম্, মহতা মত্তমাতঙ্গমদময়েন তিলকেনাদৃশ্যচ্ছত্রচ্ছায়ামণ্ডলেনেবাবিরহিতললাটাম্ আপাদতলাদাসীমন্তাচ্চ চন্দ্রাতপধবলেন চন্দনেনাদিরাজযশসেব ধবলীকৃতাম্, ধরণিতলচুম্বিণীভিঃ কণ্ঠকুসুমমালাভিঃ সরিদ্ভিরিব সাগরাধিষ্ঠাত্রীভিরধিষ্ঠিতাম্, মৃণালকোমলৈরবয়বৈঃ কমলসম্ভবত্বমনক্ষরমাচক্ষাণাং স্ত্রিয়মপশ্যৎ। অসম্ভ্রান্তশ্চ পপ্রচ্ছ—ভদ্রে! কাসি, কিমর্থং বা দর্শনপথমাগতাসি?' ইতি। সাতু স্ত্রীজনবিরুদ্ধেনাবষ্টেম্ভেনাভিবন্তীবাভাষত তম্—'বীর! বিদ্ধি মাং নারায়ণোরঃস্থলীলীলাবিহারহরিণীম্, পৃথুভরতভগীরথাদিরাজবংশপতাকাম্, সুভটভুজজয়স্তম্ভবিলাসশালভঞ্জিকাম্, রণরুধিরতরঙ্গিণীতরঙ্গক্রীড়াদোহদদুর্ললিতরাজহংসীম্, সিতনৃপচ্ছত্রষণ্ডশিখণ্ডিনীম্, অতিনিশিতশস্ত্রধারাবনভ্রমণবিভ্রমসিংহীম্, অসিধারাজলকমলিনীং শ্রিয়ম্। অপহৃতাস্মি তবামুনা শৌর্যরসেন। যাচস্ব। দদামি তে বরমভিলষিতম্' ইতি।

বীরাণাং স্বপুনরক্তাঃ পরোপকারাঃ যতো রাজা তাং প্রণম্য স্বার্থবিমুখো ভৈরবাচার্যস্য সিদ্ধিং যযাচে। লক্ষ্মীস্তু দেবী প্রীততরহৃদয়া বিস্তীর্যমাণেন চক্ষুষা ক্ষীরোদেনেবোপরি পর্যস্তেনাভিষিঞ্চন্তী ভূপালম্ 'এবমস্তু' ইত্যব্রবীৎ। অবাদীচ্চ পুনঃ—'অনেন সত্ত্বোৎকর্ষেণ ভগবচ্ছিবভট্টারকভক্ত্যা চাসাধারণয়া ভবান্ ভুবি সূর্যাচন্দ্রমসোস্তৃতীয় ইবাবিচ্ছিন্নস্য প্রতিদিনমুপচীয়মানবৃদ্ধেঃ শুচিসুভগমান্যসত্যত্যাগশৌর্যশৌণ্ডপুরুষপ্রকাণ্ডপ্রায়স্য মহতো রাজবংশস্য কর্তা ভবিষ্যতি। যস্মিন্নুৎপৎস্যতে সর্বদ্বীপানাং ভোক্তা হরিশ্চন্দ্র ইব হর্ষনামা চক্রবর্তী ত্রিভুবনবিজিগীষুর্দ্বিতীয়ো মান্ধাতেব যস্যায়ং করঃ স্বয়মেব কমলমপহায় গ্রহীষ্যতি চামরম্' ইতি বচসোঽন্তে তিরোবভুব।

ভূমিপালস্তু তদাকর্ণ্য হৃদয়েনাতিমাত্রমপ্রীয়ত। ভৈরবাচার্যোঽপি তস্যা দেব্যাস্তেন বচসা কর্মণা চ সম্যগুপপাদিতেন সদ্য এব কুন্তলো কিরীটী কুণ্ডলী হারী কেয়ূরী মেখলী মুদ্গরী খড়্গী চ ভূত্বাবাপ বিদ্যাধরত্বম্। প্রোবাচ চ—'রাজন্! অদূরব্যাপিনঃ ফল্গুচেতসামলসানাং মনোরথাঃ। সতাং চ ভুবি বিস্তারবত্যঃ স্বভাবেনৈবোপকৃতয়ঃ। স্বপ্নেঽপ্য সম্ভাবিতাং দাতুমিমাং দক্ষিণাং ক্ষমঃ কোঽন্যো ভবন্তমপহায়। সম্পৎকণিকামপি প্রাপ্য তুলেব লঘুপ্রকৃতিরুন্নতিমায়াতি। ত্বদীয়ৈর্গুণৈরুপকরণীকৃতস্য ত্বত্ত এব চ লব্ধাত্মলাভস্য নির্লজ্জতে যমস্য মূঢ়হৃদয়স্য। তদিচ্ছামি যেন কেনচিৎকার্যলবোপপাদনোপযোগেন স্মরয়িতুমাত্মানম্' ইতি। প্রত্যুপকারদুষ্প্রবেশাস্তু ভবন্তি ধীরাণাং হৃদয়াবষ্টম্ভাঃ। যতস্তং রাজা 'ভবৎসিদ্ধয়ৈব পরিসমাপ্তকৃত্যোঽস্মি। সাধয়তু মান্যো যথাসমীহিতং স্থানম্' ইতি প্রত্যাচচক্ষে।

তথোক্তশ্চ ভূভুজা জিগমিষুঃ সুদৃঢ়ং সমালিঙ্গ্য টীটিভাদীন্ কুবলয়বনেনেবাশ্যায় শীকরস্রাবিণা সাস্রেণ চক্ষুষা বীক্ষমাণঃ ক্ষিতিপতিং পুনরুবাচ 'তাত! ব্রবীমি যামীতি ন স্নেহসদৃশম্। ত্বদীয়াঃ প্রাণা ইতি পুনরুক্তম্। গৃহ্যতামিদং শরীরকমিতি ব্যতিরেকেণার্থকরণম্। ক্রিলশঃ ক্রীতা বয়মিতি নোপকারানুরূপম্। বান্ধবোঽসীতি দূরীকরণমিতি। ত্বয়ি স্থিতং হৃদয়মিত্যপ্রত্যক্ষম্। ত্বদ্বিরহানুকারিণী কারণেয়ং ন সিদ্ধিরিত্যশ্রদ্ধেয়ম্। নিষ্কারণস্তবোপকার ইত্যনুবাদঃ। স্মর্তব্যা বয়মিত্যাজ্ঞা। সর্বথা কৃতঘ্নালাপেষবসজ্জনকথাসু চ চেতসি কর্তব্যোঽয়ং স্বার্থনিষ্ঠুরো জনঃ' ইত্যভিধায় বেগচ্ছিন্নহারোচ্ছলিতমুক্তাফলনিকরতাড়িততারাগণং গগনতলমুৎপপাত। যযৌ চ সীমন্তিতগ্রহগ্রামঃ সিদ্ধ্যুচিতং ধাম। শ্রীকণ্ঠোঽপি 'রাজন্! পপাক্রমক্রীতঃ কর্তব্যেষু নিয়োগেনানুগ্রাহ্যো গ্রাহিতবিনয়োঽয়ং জনঃ ইত্যভিধায় রাজানুমোদিতস্তদেব ভূয়ো ভুবিবরং বিবেশ।

নরপতিস্তু ক্ষীণভূয়িষ্ঠায়াং ক্ষপায়াং, প্রবাতুমারব্ধে প্রবুধ্যমানকমলিনীনিঃশ্বাসসুরভৌ বনদেবতাকুচাংশুকাপহরণপরিহাসস্বেদিনীব সাবশ্যায়শীকরে পরিমলাকৃষ্টমধুকৃতি কুমুদদিদ্রাবাহিনি নিশাপরিণতিজড়ে তুষারলেশিনি বনানিলে, বিরহবিধুরচক্রবাকচক্রনিঃশ্বাসিতসন্তাপিতায়ামিবাপরজলনিধিমবতরন্ত্যাং ত্রিযামায়াং, সাক্ষাদাগতলক্ষ্মীবিলোকনকুতূহলিনীষিবব সমুন্মীলন্তীষু নলিনীষু উন্নিদ্রপক্ষিণি ক্ষরতি কুসুমবিসরমিব তুহিনকণনিকরং মন্দপবনলাসিতলতে কাননে, কমললক্ষ্মীপ্রবোধমঙ্গলশঙ্খেষিবব রসৎস্বন্তর্বদ্ধধ্বনন্মধুকরেষু মুকুলায়মানেষু কুমুদেষু, উজ্জিহানরবিরথবাজিবিসৃষ্টৈঃ প্রোথপটুপবনৈঃ প্রোৎসার্যমাণাস্বিব বারুণ্যাং কর্কুভি পুঞ্জীভবন্তীষু শ্যামালতালিকাসু তারকাসু, মন্দরশিখরাশ্রয়িণি মন্দানিললুলিতকল্পলতাবনকুসুমধূলিবিচ্ছুরিত ইব ধূসরীভবতি সপ্তর্ষিমণ্ডলে, সুরবারণাঙ্কুশ ইব চ্যুতে গলতি তারাময়ে মৃগে ত্রীনপি টীটিভাদীন্ গৃহীত্বা নাগযুদ্ধব্যতিকরমলীমসানি শুচীনি বনবাপীপয়সি প্রক্ষাল্যাঙ্গানিনগরং বিবেশ। অন্যস্মিন্নহনি তেষামাত্মশরীরানন্তরং স্নানভোজনাচ্ছাদনাদিনা প্রীতিমকরোৎ।

কতিপয়দিবসাপগমে চ পরিব্রাড্ ভূভুজা বার্যমাণোঽপি বনং যযৌ। পাতালস্বামিকর্ণতালৌ তু শৌর্যানুরক্তৌ তমেব সিষেবাতে। সম্পাদিতমনোরথাতিরিক্তবিভবৌ চ সুভটমণ্ডলমধ্যে নিষ্কৃষ্টমণ্ডলাগ্রৌ সমরমুখেষু প্রথমমুপযুজ্যমানৌ কথান্তরেষু চান্তরান্তরা সমাদিষ্টৌ বিচিত্রাণি ভৈরবাচার্যচরিতানি শৈশববৃত্তান্তাংশ্চ কথয়ন্তৌ

তেনৈব সাধং জরামাজগ্মতুরিতি।

ইতি মহাকবিশ্রীবাণভট্টকৃতে হর্ষচরিতে রাজদর্শনং নাম তৃতীয় উচ্ছ্বাসঃ।

চতুর্থ উচ্ছ্বাসঃ

যোগং স্বপ্নেঽপি নেচ্ছন্তি কুর্বতে ন করগ্রহম্।
মহান্তো নামমাত্রেণ ভবন্তি পতয়ো ভুবঃ॥১॥
সকলমহীভৃৎকম্পকৃদুৎপদ্যত এক এব নৃপবংশে।
বিপুলেঽপি পৃথুপ্রতিমো দন্ত ইব গণাধিপস্য মুখে॥২॥

অথ তস্মাৎ পুষ্পভূতের্বিজবরস্বেচ্ছাগৃহীতকোযো নাভিপদ্ম ইব পুণ্ডরীকেক্ষণাৎ, লক্ষ্মীপুরঃসরো রত্নসঞ্চয় ইব রত্নাকরাৎ গুরুবুধকবিকলাভৃত্তেজস্বিভূনন্দনপ্রায়ো গ্রহগণ ইবোদয়স্থানাৎ, মহাভারবাহনযোগ্যঃ সাগর ইব সাগরপ্রভাবাৎ, দুর্জয়বলসনাথো হরিবংশ ইব শূরান্নির্জগাম রাজবংশঃ। যস্মাদবিনষ্টধর্মধবলাঃ প্রজাসর্গা ইব কৃতমুখাৎ, প্রতাপাক্রান্তভুবনাঃ কিরণা ইব তেজোনিধেঃ, বিগ্রহব্যাপ্তদিঙ্মুখা গিরয় ইব ভূভৃৎপ্রবরাৎ, ধরণিধারণক্ষমা দিগ্‌গজা ইব ব্রহ্মকরাৎ, উদধীন্ পাতুমুদ্যতা জলধরা ইব ঘনাগমাৎ, ইচ্ছাফলদায়িনঃ কল্পতরব ইব নন্দনাৎ, সর্বভূতাশ্রয়া বিশ্বরূপপ্রকারা ইব শ্রীধরাদজায়ন্ত রাজানঃ।

তেষু চৈবমুৎপদ্যমানেষু ক্রমেণোদপাদি হূণহরিণকেসরী সিন্ধুরাজজ্বরো গুর্জরপ্রজাগরো গান্ধারাধিপগন্ধদ্বিপকূটপাকলো লাটপাটবপাটচ্চরো মালবলক্ষ্মীলতাপরশুঃ প্রতাপশীল ইতি প্রথিতাপরনামা প্রভাকরবর্ধনো নাম রাজাধিরাজঃ। যো রাজ্যাঙ্গসঙ্গীন্যাভিষিচ্যমান এব মলানীব মুমোচ ধনানি। যঃ পরকীয়েনাপি কাতরবল্লভেন রণমুখে তৃণেনেব ধৃতেনালজ্জত জীবিতেন। যঃ করধৃতধৌতাসিপ্রতিবিম্বিতেনোন্নমনাপাদয়েত সমিতিষু সহায়েন রিপূণাং পুরঃ প্রধনেষু ধনুষাপি নমতা যে মানী মানসেনাখিদ্যত। যশ্চান্তর্গতাপরিমিতরিপুশস্ত্রশল্যশঙ্কুকীলিতামিব নিশ্চলামুবাহ রাজলক্ষ্মীম্। যশ্চ সর্বাসু দিক্ষু সমীকৃততটাবটবিটপাটবীতরুতৃণগুল্মবল্মীকগিরিগহনৈর্দিগ্‌যাত্রাপথৈঃ পৃথুভির্ভোগোপযোগায় ব্যভজতেব বসুধাং বহুধা। যং চালব্বহুদ্ধদোহদমাত্মীয়োঽপি সকলরিপুসমুৎসারকঃ পরকীয় ইব ততাপ প্রতাপঃ। যস্য চ বহ্নিময়ো হৃদয়েষু, জলময়ো লোচনপুটেষু, মারুতময়ো নিঃশ্বসিতেষু, ক্ষমাময়োঽঙ্গেষু, আকাশময়ঃ শূন্যতায়াং, পঞ্চমহাভূতময়ো মূর্ত ইবাদৃশ্যত নিহতপ্রতিসামন্তান্তঃপুরেষু প্রতাপঃ। যস্য চাসন্নেষু ভৃত্যরত্নেষু প্রতিবিম্বতেব তুল্যরূপা সমলক্ষ্যত লক্ষ্মীঃ। তথা চ যস্য প্রতাপাগ্নিনা ভূতিঃ, শৌর্যোষ্মণা সিদ্ধিঃ, অসিধারাজলেন বংশবৃদ্ধিঃ শস্ত্রব্রণমুখৈঃ পরুষকারোক্তিঃ ধনুর্গুণকিণেন করগৃহীতিরভবৎ। যশ্চ বৈরমুপায়নং বিগ্রহমনুগ্রহং সমরাগমং মহোৎসবং শত্রুং নিধিদর্শনমরিবাহুল্যমভ্যুদয়মাহবাহ্বানং বরপ্রদানভবস্কন্দপাতং দিষ্টবৃদ্ধিং শস্ত্রপ্রহারপতনং বসুধারারসমমন্যত। যস্মিংশ্চ রাজনি নিরন্তরৈর্যূপনিকরৈরঙ্কুরিতমিব কৃতযুগেন, দিঙ্মুখবিসর্পিভিরধ্বরধূমৈঃ পলায়িতামিব কলিনা, সসুধৈঃ সুরালয়ৈরবতীর্ণামিব স্বর্গেণ, সুরালয়শিখরোদধূয়মানৈর্ধবলধ্বজৈঃ পল্লবিতামিব ধর্মেণ, বহিরু-

পরিচিতবিকটসভাসত্রপ্রপাপ্রাগ্‌বংশমণ্ডপৈঃ প্রসূতমিব গ্রামৈঃ, কাঞ্চনময়সর্বোপকরণৈর্বিভবৈর্বিশীর্ণমিব মেরুণা, দ্বিজদীয়মানৈরার্থকলশৈঃ ফলিতমিব ভাগসম্পদা।

তস্য চ জন্মান্তরেঽপি সতী পার্বতীব শংকরস্য, গৃহীতপরহৃদয়া লক্ষ্মীরিব লোকগুরোঃ, স্ফুরত্তরলতারকা রোহিণীব কলাবতঃ, সর্বজনজননী বুদ্ধিরিব প্রজাপতেঃ, মহাভূভৃৎকুলোদ্‌গতা গঙ্গেব বাহিনীনায়কস্য, মানসানুবর্তনচতুরা হংসীব রাজহংসস্য, সকললোকার্চিতচরণা ত্রয়ীব ধর্মস্য, দিবানিশমমুক্তপার্শ্বস্থিতিররুন্ধতীব মহামুনেঃ হংসময়ীব গতিষু, পরপুষ্টময়ীবালাপেষু, চক্রবাকময়ীব পতিপ্রেম্ণি, প্রাবৃণ্ময়ীব পয়োধরোন্নতৌ, মদিরাময়ীব বিলাসেষু, নিধিময়ীবার্থসঞ্চয়েষু, বসুধারাময়ীব প্রসাদেষু, কমলময়ীব কোশসংগ্রহেষু, কুসুমময়ীব ফলদানেষু, সন্ধ্যাময়ীব বন্দ্যত্বে, চন্দ্রময়ীব নিরুষ্মত্বে, দর্পণময়ীব প্রতিপ্রাণিগ্রহণেষু, সামুদ্রময়ীব পরচিত্তজ্ঞানেষু, পরমাত্মময়ীব ব্যাপ্তিষু, স্মৃতিময়ীব পুণ্যবৃত্তিষু, মধুময়ীব সম্ভাষণেষু, অমৃতময়ীব তৃপ্ত্যুৎসু, বৃষ্টিময়ীব ভৃত্যেষু, নির্বৃতিময়ীব সখীষু, বেতসময়ীব গুরুষু, গোত্রবৃদ্ধিরিব বিলাসানাম্, প্রায়শ্চিত্তশুদ্ধিরিব স্ত্রীত্বস্য, আজ্ঞাসিদ্ধিরিব মকরধ্বজস্য, ব্যুত্থানবুদ্ধিরিব রূপস্য, দিষ্টবৃদ্ধিরিব রতেঃ, মনোরথসিদ্ধিরিব রামণীয়কস্য, দৈবসম্পত্তিরিব লাবণ্যস্য, বংশোৎপত্তিরিবানুরাগস্য, বরপ্রাপ্তিরিব সৌভাগ্যস্য, উৎপত্তিভূমিরিব কান্তেঃ, সর্গসমাপ্তিরিব সৌন্দর্যস্য, আয়তিরিব যৌবনস্য, অনভ্রবৃষ্টিরিব বৈদগ্ধ্যস্য, অযশঃপ্রমৃষ্টিরিব লক্ষ্ম্যাঃ, যশঃপুষ্টিরিব চরিত্রস্য, হৃদয়তুষ্টিরিব ধর্মস্য সৌভাগ্যপরমাণুসৃষ্টিরিব প্রজাপতেঃ, শমস্যাপি শান্তিরিব, বিনয়স্যাপি বিনীতিরিব, অভিজাত্যস্যাপ্যভিজাতিরিব সংযমস্যাপি সংযতিরিব, ধৈর্যস্যাপি ধৃতিরিব, বিভ্রমস্যাপি বিভ্রান্তিরিহ, যশোমতী নাম মহাদেবী প্রাণানাং প্রণয়স্য বিস্রম্ভস্য ধর্মস্য সুখস্য চ ভূমিরভূৎ। যাস্য বক্ষসি নরকজিতো লক্ষ্মীরিব ললাস।

নিসর্গত এব চ স নৃপতিরাদিত্যভক্তো বভূব। প্রতিদিনমুদয়ে দিনকৃতঃ স্নাতঃ সিতদুকূলধারী ধবলকর্পটপ্রাবৃতশিরাঃ প্রাঙ্‌মুখঃ ক্ষিতৌ জানুভ্যাং স্থিত্বা কুংকুমপংকানুলিপ্তে মণ্ডলকে পবিত্রপদ্মরাগপাত্রীনিহিতেন স্বহৃদয়েনেব সূর্যানুরক্তেন রক্তকমলখণ্ডেনার্ঘং দদৌ। অজপচ্চ জপ্যং সূচরিতঃ প্রত্যুষসি মধ্যন্দিনে দিনান্তে চাপত্যহেতোঃ প্রাধ্বং প্রযত্নেন মনসা জঞ্জপূকো মন্ত্রমাদিত্যহৃদয়ম্।

ভক্তজনানুরোধবিধেয়ানি তু ভবন্তি দেবতানাং মনাংসি। যতঃ সরাজা কদাচিদ্ গ্রীষ্মসময়ে যদৃচ্ছয়া সিতকরকরসিতসুধাধবলস্য হর্ম্যস্য পৃষ্ঠে সুষ্বাপ। বামপার্শ্বে চাস্য দ্বিতীয়শয়নে দেবী যশোমতী শিশ্যে। পরিণতপ্রায়ায়াং তু শ্যামায়াম্, আসন্নপ্রভাতবেলাবিলুপ্যমানলাবণ্যে লিলম্বিষমাণে সীদত্তেজসি তারকেশ্বরে, করাগ্রস্পৃষ্টকুমুদিনীপ্রমোদজন্মনা শশধরস্বেদ ইব গলত্যবশ্যায়পয়সি, মধুমদমত্তপ্রসুপ্তসীমন্তিনীনিঃশ্বাসাহতেষু সংক্রান্তমদেষ্বিব ঘূর্ণমানেষ্বন্তঃপুরপ্রদীপেষু, রাজনি চ বিমলনবপ্রতিবিম্বিতাভিঃ সংবাহ্যমানচরণ ইব তারকাভিঃ বিস্রব্ধপ্রসারিতৈর্দিগঙ্গনানামিবার্পিতৈরঙ্গৈর্মধুসুগন্ধিভিঃ স্বহস্তকমলতালবৃন্তবাতৈরিব শ্বসিতৈর্মুখশ্রিয়া বীজ্যমানে বিমলকপোলস্থলস্থিতেন সিতকুসুমশেখরেণেব রতিকেলিকচগ্রহলম্বিতেন প্রতিমাশশিবিম্বেন বিরাজিতে স্বপতি দেবী যশোমতী সহসৈব 'আর্যপুত্র! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব' ইতি ভাষমাণা ভূষণরবেণ ব্যাহরন্তীব পরিজনমুৎকম্পমানাঙ্গযষ্টিরুদতিষ্ঠৎ।

অথ তেন সর্বস্যামপি পৃথিব্যামশ্রুতপূর্বেণ কিমুত দেবীমুখে পরিত্রায়স্বেতি

ধ্বনিনা দগ্ধ ইব শ্রবণয়োরেকপদ এব নিদ্রাং তত্যাজ রাজা। শিরোভাগাচ্চ কোপকম্পমানদক্ষিণকরাকৃষ্টেন কর্ণোৎপালনেব নির্গচ্ছতাচ্ছধারেণ ধৌতাসিনা সীমন্তয়ন্নিব নিশাম্, অন্তরালব্যবধায়কমাকাশমিবোত্তরীয়াংশুকং বিক্ষিপন্ বামকরপল্লবেন, করবিক্ষেপবেগগলিতেন হৃদয়েনেব ভয়নিমিত্তান্বেষিণা ভ্রমতা দিক্ষু কনকবলয়েন বিরাজমানঃ, সত্বরাবতারিতবামচরণাক্রান্তিকম্পিতপ্রাসাদঃ, পুরঃ পতিতেনাসিধারাগোচরগতেন শশিময়ূখখণ্ডেনেব খণ্ডনেব খণ্ডিতেন হারেণ রাজমানঃ, লক্ষ্মীচুম্বনলগ্নতাম্বূলরসরঞ্জিতাভ্যামিব নিদ্রয়া কোপেন চাতিলোলিতাভ্যাং লোচনাভ্যাং পাটলয়ন্ পর্যন্তানাশানাম্, বন্ধান্ধকারয়া ত্রিপতাকয়া ভ্রূকুট্যা পুনরিব ত্রিহামাং পরিবর্তয়ন্ 'দেবি! ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্' ইত্যভিদধানো বেগেনোৎপপাত। সর্বাসু চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তচক্ষুর্যদা নাদ্রাক্ষীৎ কিঞ্চিদপি তদা পপ্রচ্ছ তাং ভয়কারণম্।

অথ গৃহদেবতাস্বিব প্রধাবিতাসু যামিকিনীষু, প্রবুদ্ধে চ সমীপশায়িনি পরিজনে, শান্তে চ হৃদয়োৎকম্পকারিণি সাধ্বসে সা সমভাষত—'আর্যপুত্র! জানামি স্বপ্নে ভগবতঃ সবিতুর্মণ্ডলান্নির্গতৌ দেবৌ কুমারকৌ, তেজোময়ৌ, বালাতপেনেবাপূরয়ন্তৌ দিগ্‌ভাগান্, বৈদ্যুতমিব জীবলোকং কুর্বাণৌ, মুকুটিনৌ, কুণ্ডলিনৌ, অঙ্গদিনৌ, কবচিনৌ, গৃহীতশস্ত্রৌ, ইন্দ্রগোপকরুচা রুধিরেণ স্নাতৌ, উন্মুখেনোত্তমাঙ্গঘটমানাঞ্জলিনা জগতা নিখিলেন প্রণম্যমানৌ, কন্যয়ৈকয়া চ চন্দ্রমূর্ত্যেব সুষুম্নারশ্মিনির্গতয়ানুগম্যমানৌ, ক্ষিতিতলমবতীর্ণৌ। তৌ চ মে বিলপন্ত্যাঃ শস্ত্রেণোদরং বিদার্য প্রবেষ্টুমারব্ধৌ। প্রতিবুদ্ধাস্মি চার্যপুত্র। বিকোশয়ন্তী বেপমানহৃদয়া' ইতি।

এতস্মিন্নেব চ কালক্রমে রাজলক্ষ্ম্যাঃ প্রথমালাপঃ প্রথয়ন্নিব স্বপ্নফলমুপগোরণং ররাণ প্রভাতশঙ্খঃ। ভাবনীং ভূতিমিবাভিদধানা দধ্বনুরমন্দং দুন্দুভয়ঃ। চকাণ কোণাহতানন্দাদিব প্রত্যূষনান্দী। জয়জয়েতি প্রবোধমঙ্গলপরিপাঠকানামুচ্চৈর্বাচোঽশ্রূয়ন্ত। পুরুষশ্চ বল্লভতুরঙ্গমন্দুরামন্দিরে মন্দমন্দং সুপ্তোত্থিতঃ সপ্তীনাং কৃতমধুরহ্রেষারবাণাং পুরশ্চ্যোতত্তুষারসলিলশীকরং কিরন্মকরকতহরিতং যবসং বক্ত্রাপরবক্ত্রে পপাঠ—

নির্ধিস্তরুবিকারেণ সম্মণিঃ স্ফুরতা ধাম্না।
শুভাগমো নিমিত্তেন স্পষ্টমাখ্যায়তে লোকে ॥৩॥
অরুণ ইব পুরঃসরো রবিং পবন ইবাতিজবো জলাগমম্।
শুভমশুভমথাপি বা নৃণাং কথয়তি পূর্বনিদর্শনোদয়ঃ' ॥৪॥

নরপতিস্তু তচ্ছ্রুত্বা প্রীয়মাণেনান্তঃকরণেন তামবাদীৎ—'দেবি! মুদোঽবসরে বিষীদসি। সমৃদ্ধাস্তে গুরুজনাশিষঃ। পূর্ণা নো মনোরথাঃ। পরিগৃহীতাসি কুলদেবতাভিঃ। প্রসন্নস্তে ভগবানংশুমালী। ন চিরণৈবাতিগুণবদপত্যত্রয়লাভেনানন্দয়িষ্যতি ভবতীম্' ইতি। অবতীর্য চ যথাক্রিয়মাণাঃ ক্রিয়াশ্চকার। যশোমত্যপি তুতোষ তেন পত্যুর্ভাষিতেন।

ততঃ সমতিক্রান্তে কস্মিংশ্চিৎকালাংশে দেব্যাং চ যশোমত্যাং দেবো রাজ্যবর্ধনঃ প্রথমমেব সম্বভূব গর্ভে। গর্ভস্থিতস্যৈব চ যস্য যশসেব পাণ্ডুতামাদত্ত জননী। গুণগৌরবক্লান্তেব গাত্রমদ্বোঢ়ুং ন শশাক। কান্তিবিসরামৃতরসতৃপ্তেবাহারং প্রতি পরাঙ্মুখী বভূব। শনৈঃ শনৈরুপচীয়মানগর্ভভরালসা চ গুরুভির্বারিতাপি বন্দনায় কথমপি সখীভির্হস্তাবলম্বেনানীয়ত। বিশ্রাম্যন্তী সালভঞ্জিকেব সমীপগতস্তম্ভভিত্তিষবলক্ষ্যত।

কমললোভিনলীনৈরলিভিরিব বৃতাবুন্ধর্তুং নাশকাচ্চরণৌ। মৃণাললোভেন চ চরণনখময়ূখলগ্নৈর্ভবনহংসৈরিব সঞ্চার্যমাণা মন্দমন্দং বভ্রাম। মণিভিত্তিপাতিনীষু নিজপ্রতিমাস্বপি হস্তাবলম্বনলোভেন প্রসারয়ামাস করকমলম্, কিমুত সখীষু। মাণিক্যস্তম্ভদীধিতীরপ্যালম্বিতুমাচকাঙ্ক্ষ, কিং পুনর্ভবনলতাঃ। সমাদেষ্টুমপ্যসমর্থাসীদ্ গৃহকার্যাণি, কৈব কথা কর্তুম্। আস্তাং নূপুরভারখেদিতং চরণযুগলং মনসাপি নোদসহত সৌধমারোঢুম্। অঙ্গান্যপি নাশক্নোদ্ধারয়িতুং দূরে ভূষণানি। চিন্তায়ত্বাপি ক্রীড়াপর্বতাধিরোহণমুৎকম্পিতস্তনী তস্তান। প্রত্যুত্থানেষু ভয়জানুশিখরবিনিহনকরকিসলয়াপি গর্বাদিব গর্ভেণাধার্যত। দিবসং চাধোমুখী স্তনপৃষ্ঠসংক্রান্তেনাপত্যদর্শনোৎসুক্যাদন্তঃ প্রবিষ্টেনেব মুখকমলেনৈবং প্রীয়মাণা দদর্শ গর্ভম্। উদরে তনয়েন হৃদয়ে চ ভর্ত্রা তিষ্ঠতা দ্বিগুণিতামিব লক্ষ্মীমুবাহ। সখ্যুৎসঙ্গমুক্তশরীরা চ শরীরপরিচারিকাণামঙ্কেষু সপত্নীনাং তু শিরঃসু পাদৌ চকার। অবতীর্ণে চ দশমে মাসি সর্বোর্বীভৃৎপক্ষপাতায় বজ্রপরমাণুভিরিব নির্মিতম্, ত্রিভুবনভারধারণসমর্থং শেষফণামণ্ডলোপকরণৈরিব কল্পিতম্ সকলভূভৃৎকম্পকারিণং দিগ্গজাবয়বৈরিব বিহিতমসূত দেবং রাজ্যবর্ধনম্। যস্মিংশ্চ জাতে জাতপ্রমোদা নৃত্যময্য ইবাজায়ন্ত প্রজাঃ। পূরিতাসংখ্যপণবশব্দমুখরং প্রহতপটহপটুরবং গম্ভীরভেরীনিনাদনির্ভরভরিতভুবনং প্রমোদোন্মত্তমর্ত্যলোকমনোহরং মাসমেকং দিবসমিব মহোৎসবমকরোন্নরপতিঃ।

অথান্যস্মিন্নতিক্রান্তে কস্মিংশ্চিৎকালে কন্দলিনি কুড্মলিতকদম্বতরৌ রূঢ়তোক্মতৃণস্তম্বে স্তম্ভিততামরসে বিকসিতচাতকচেতসি মুক্তমানসৌকসি নভসি মাসি দেব্যা দেবক্যা ইব চক্রপাণির্যশোমত্যা হৃদয়ে গর্ভে চ সমমেব সম্বভূব হর্ষঃ। শনৈঃ শনৈশ্চাস্যাঃ সর্বপ্রজাপুণ্যৈরিব পরিগৃহীতা ভূয়োপাপাণ্ডুতামঙ্গযষ্টির্জগাম। গর্ভারম্ভেণ শ্যামায়মানচারুচুচুকচূলিকৌ চক্রবর্তিনঃ পাতুং মুদ্রিতাবিব পয়োধরকলশৌ বভারোরঃস্থলেব। স্তনার্থমানীনিহিতা দুগ্ধনদীব দীর্ঘস্নিগ্ধধবলা মাধুর্যমধত্ত দৃষ্টিঃ। সকলমঙ্গলগণাধিষ্ঠিতগাত্রগরিম্ণেব গতিরমন্দায়ত। মন্দং মন্দং সঞ্চরন্ত্যা নির্মলমণিকুট্টিমনিমগ্নপ্রতিবিম্বনিভেন গৃহীত পাদপল্লবা পূর্বসেবামিবারেভে পৃথিব্যস্যাঃ। দিবসমধিশয়ানায়াঃ শয়নীয়মপাশ্রয়পত্রভঙ্গপুত্রিকাপ্রতিমা বিমলকপোলোদরগতা প্রসবসময়ং প্রতিপালয়ন্তী লক্ষ্মীরিবালক্ষ্যত। ক্ষপাসু সৌধশিখরাগ্রগতায়া গর্ভোন্মাথমুক্তাংশুকে স্তনমণ্ডলে সংক্রান্তমুডুপতিমণ্ডলমুপরি গর্ভস্য শ্বেতাতপত্রমিব কেনাপি ধার্যমানমদৃশ্যত। সুপ্তায়া বাসভবনে চিত্রভিত্তিচামরগ্রাহিণ্যোঽপি চামরাণি চালয়াঞ্চক্রুঃ। স্বপ্নেষু করবিধৃতকমলিনীপলাশপুটসলিলৈশ্চতুর্ভিরপি দিক্করিভিরক্রিয়তাভিষেকঃ প্রতিবুধ্যমানায়াশ্চ চন্দ্রশালিকাসালভঞ্জিকাপরিজনোঽপি জয়শব্দমসকৃদজনয়ৎ। পরিজনাহ্বানেষ্বাদিশেত্যশরীরা বাচো নিশ্চেরুঃ। ক্রীড়ায়ামপি নাসহতাজ্ঞাভঙ্গম্। অপি চ চতুর্ণামপি মহার্ণবানামেকীকৃতেনাম্ভসা স্নাতুং বাঞ্ছা বভূব। বেলাবনলতাগৃহোদরপুলিনপরিসরেষু পর্যটিতুং হৃদয়মভিললাষ। আত্যয়িকেষ্বপি কার্যেষু সবিভ্রমং ভ্রূলতা চচাল। সন্নিহিতেষ্বপি মণিদর্পণেষু মুখমুৎখাতে খড়্গপট্টে বীক্ষিতুং ব্যসনমাসীৎ। উৎসারিতবীণাঃ স্ত্রীজনবিরুদ্ধাঃ ধনুর্ধ্বনয়ঃ শ্রুতাবসুখায়ন্ত। পঞ্জকেসরিষু চক্ষুররমত। গুরুপ্রণামেষ্বপি স্তম্ভিতমিব শিরঃ কথমপি ননাম। সখ্যশ্চাস্যাঃ প্রমোদবিস্ফারিতৈর্লোচনপুটৈরাসন্নপ্রসবমহোৎসবধিয়েব ধবলয়ন্ত্যো ভবনং বিকচকুমুদকমলকুবলয়পলাশবৃষ্টিময়ং রক্ষাবলিবিধিমিবানবরতং বিদধানা দিক্ষু ক্ষণমপি ন মুমুচুঃ পার্শ্বম্। আম্মো-

চিতস্থাননিষণ্ণাশ্চ মহান্তো বিবিধৌষধিধরা ভিষজো ভূধরা ইব ভুবো ধৃতিং চক্রুঃ। পয়োনিধীনাং হৃদয়ানীব লক্ষ্ম্যা সহাগতানি গ্রীবাসূত্রগ্রন্থিষু প্রশস্তরত্নান্যবধ্যন্ত।

ততশ্চ প্রাপ্তে জ্যৈষ্ঠামূলীয়ে মাসি বহুলাসু বহুলপক্ষদ্বাদশ্যাং ব্যতীতে প্রদোষসময়ে সমারূঢ়ক্ষীত ক্ষপাযৌবনে সহসৈবান্তঃপুরে সমুদপাদি কোলাহলঃ স্ত্রীজনস্য। নির্গতা চ সসম্ভ্রমং যশোবত্যাঃ স্বয়মেব হৃদয়নির্বিশেষা ধাত্র্যাঃ সুতা সুপাত্রেতি নাম্না রাজ্ঞঃ পাদয়োর্নিপত্যদেব! দিষ্ট্যা বর্ধসে দ্বিতীয়সুতজন্মনা' ইতি ব্যাহরন্তী পূর্ণপাত্রং জহার।

অস্মিন্নেব চ কালে রাজ্ঞঃ পরমসম্মতঃ শতশঃ সাংবাদিতাতীন্দ্রিয়াদেশঃ, দর্শিত-প্রভাবঃ সংকলিতী, জ্যোতিষি সর্বাসাং গ্রহসংহিতানাং পারদৃশ্বা, সকলগণকমধ্যে মহিতো হিতশ্চ ত্রিকালজ্ঞানভাগ্‌ভোজকস্তারকো নাম গণকঃ সমুপসৃত্য বিজ্ঞাপিতবান্-'দেব! শ্রূয়তে মান্ধাতা কিলৈবংবিধে ব্যতীপাতাদিসর্বদোষাভিষঙ্গরহিতেঽহনি সর্বেষূচ্চস্থানস্থিতেষ্বেবং গ্রহেষ্বীদৃশি লগ্নে ভেজে জন্ম। অর্বাক্ ততোঽস্মিন্নন্তরালে পুনরেবংবিধে যোগে চক্রবর্তিজননে নার্জানি জগতি কশ্চিদপরঃ। সপ্তানাং চক্রবর্তি-নামগ্রণীশ্চক্রবর্তিচিহ্নানাং মহারত্নানাং চ ভাজনং সপ্তানাং সাগরাণাং পালয়িতা সপ্ততন্তূনাং সর্বেষাং প্রবর্তয়িতা সপ্তসপ্তিসমঃ সুতোঽয়ং দেবস্য জাতঃ' ইতি। অত্রান্তরে স্বয়মেবানাধ্মাতা অপি তারমধুরং শঙ্খা বিরেসুঃ। অতাড়িতোঽপি ক্ষুভিতজলনিধিজলধরনিধীরং জুগুঞ্জাভিষেকদুন্দুভিঃ। অনাহতান্যপি মঙ্গলতূর্যাণি রেণুঃ। সর্বভুবনাভয়ঘোষণাপটহ ইব দিগন্তরেষু বভ্রাম তূর্যপ্রতিশব্দঃ। বিধুতকেসর-সটাশ্চ সাটোপগৃহীতহরিত দূর্বাপল্লবকবলগ্রশস্তৈর্মুখপুটৈঃ সমহেষন্ত হৃষ্টা বাজিনঃ। সলীলমুৎক্ষিপ্তৈর্হস্তপল্লবৈর্নৃত্যন্ত ইব শ্রবণসুভগং জগর্জুর্গজাঃ। ববৌ চাচিরাচ্চ-ক্রায়ুধমুৎসৃজন্ত্যা লক্ষ্ম্যা নিঃশ্বাস ইব সুরামোদসুরভির্দিব্যানিলঃ। যজ্বনাং মন্দিরেষু প্রদক্ষিণশিখাকলাপকথিতকল্যাণাগমাঃ। প্রজ্জ্বলুরনিন্ধনাশ্চ বৈতানবহ্নয়ঃ। ভুবস্তলাত্তপনীয়শৃঙ্খলাবন্ধবন্ধুরকলশীকোশাঃ সমুদগমুর্মহানিধয়ঃ। প্রহতমঙ্গলতূর্য-প্রতিশব্দনিভেন দিক্ষু দিক্পালৈরপি প্রমোদাদক্রিয়তেব দিষ্টবৃদ্ধিকলকলঃ। তৎক্ষণ এব চ শুক্লবাসসো ব্রহ্মমুখাঃ কৃতযুগপ্রজাপতয় ইব প্রজাবৃদ্ধয়ে সমুপতস্থিরে দ্বিজাতয়ঃ। সাক্ষাদ্ধর্ম ইব শান্ত্যুদকফলহস্তস্তস্থৌ পুরঃ পুরোধাঃ। পুরাতন্যঃ স্থিতয় ইবাদৃশ্যন্তাগতা বান্ধববৃদ্ধাঃ। প্রলম্বশ্মশ্রুজালজটিলাননানি বহলমলপঙ্ককলঙ্ক-কালকায়ানি নশ্যতঃ কলিকালস্য বান্ধবকুলানীবাকুলান্যধাবন্ত মুক্তানি বন্ধনবৃন্দানি। তৎকালাপক্রান্তস্যাধর্মস্য শিবিরশ্রেণ্য ইবালক্ষ্যন্ত লোকবিলুণ্ঠিতা বিপণিবীথ্যঃ। বিলপদুন্মুখবামনকবধিরবৃন্দবেষ্টিতাঃ সাক্ষাজ্জাতমাতৃদেবতা ইব বহুবালকব্যাকুলা ননৃতুর্বৃদ্ধধাত্র্যঃ। প্রাবর্তত চ বিগতরাজকুলস্থিতিরধঃকৃতপ্রতীহারাকৃতিরপনীতবেত্রিবেত্রো নির্দোষান্তঃ পুরপ্রবেশঃ সমস্বামিপরিজনো নির্বিশেষবালবৃদ্ধঃ সমানশিষ্টাশিষ্টজনো দুর্জ্ঞেয়মত্তামত্তপ্রবিভাগস্তুল্যকুলযুবতিবেশ্যালাপবিলাসঃ প্রনৃত্তসকলকটকলোকঃ পুত্রজন্মোৎসবো মহান্।

অপরেদ্যুরারভ্য সর্বাভ্যো দিগ্‌ভ্যঃ স্থূরিরাজ্যানীবাবার্জিতানি, অসুরবিবরাণোবা-পাবৃতানি, নারায়ণাবরোধানীব প্রস্খলিতানি, অপ্সরসানিব মহীমবতীর্ণানি কুলানি, পরিজনেন পৃথুকরণ্ডপরিগৃহীতাঃ স্নানীয়চূর্ণাবকীর্ণকুসুমাঃ সুমনঃস্রজঃ, স্ফটিক-শিলাশকলশুক্লকপর্দ্দরখণ্ডপূরিতাঃ পাত্রীঃ, কুঙ্কুমাধিবাসভাঞ্জি ভাজনানিচ

মণিময়ানি, সহকারতৈলাতিম্যক্তনখদিরকেসরজালজটিলানি চন্দনধবলপূগফলফালীদন্তুরদন্তশফরুকাণি, গুঞ্জন্মধুকরকুলপীয়মানপারিজাতপরিমলানি পাটলানি পাটলকানি চ,সিন্দূরপাত্রাণি চ পিষ্টাতকপাত্রাণি চ বাললতালম্বমানবিটকবীটিকাংশ্চ তাম্বূলবক্ষকান্ বিভ্রাণেনানুগম্যমানানি চরণনিকুট্টনরণিতমণিনূপুরমুখরিতদিঙমুখানি নৃত্যন্তি রাজকুলমাগচ্ছন্তি সমন্তাৎ সামন্তান্তঃপুরসহস্রাণ্যাদৃশ্যন্ত।

শনৈঃ শনৈর্ব্যজৃম্ভত চ ক্বচিন্নৃত্যানুচিতচিরন্তনশালীনকুলপুত্রকলোকলাস্যপ্রথিতপার্থিবানুরাগঃ, ক্বচিদন্তঃস্মিতক্ষিতিপালাপেক্ষিতক্ষীবক্ষুদ্রদাসীসমাকৃষ্যমাণরাজবল্লভঃ, ক্বচিন্মত্তকটককুট্টনীকণ্ঠলগ্নবৃদ্ধাধর্মসামন্তনৃত্যনির্ভরহসিতনরপতিঃ, ক্বচিৎক্ষিতিপাক্ষিসংজ্ঞাদিষ্টদুষ্টদাসেরকগীতসূচ্যমানসচিবচৌর্যরতপ্রপঞ্চঃ, ক্বচিন্মদোৎকটকুট্টহারিকাপরিষজ্জ্যমানজরৎপ্রব্রজিতজনিতজনহাসঃ, ক্বচিদন্যোন্যনির্ভরস্পর্ধোদ্ধুরবিকটচেটকারব্ধাবাচ্যবচনযুদ্ধঃ, ক্বচিন্নৃপাবলাববলাৎকারকৃষ্টনর্তমানমূকানভিজ্ঞান্তঃপুরপালভাবিতভুজিষ্যঃ,সপর্বত ইব কুসুমরাশিভিঃ, সাধারগৃহ ইব সীধুপ্রপাভিঃ, সনন্দনবন ইব পারিজাতবামোদৈঃ সনীহার ইব কর্পূররেণুভিঃ সাট্টহাস ইব পটহরবৈঃ, সামৃতমথন ইব মহাকলকলৈঃ, সাম্বর্ত ইব চন্দনললাটিকাভিঃ, সপ্রসব ইব প্রতিশব্দকৈঃ সপ্ররোহ ইব প্রসাদদানৈরুৎসবামোদ ঃ

স্কন্ধাবলম্বমানকেসরমালাঃ কাম্বোজবাজিন ইবাস্কন্দন্তঃ, তরলতারকা হরিণা ইবোড্ডীয়মানাঃ,সগরসুতা ইব খনিত্রৈর্নির্দয়ৈশ্চরণাভিঘাতৈর্দারয়ন্তো ভুবম্, অনেকসহস্রসংখ্যাশ্চক্রীড়ুর্যুবানঃ। কথমপি গোলাবচরচারণচরণক্ষোভং চক্ষমে ক্ষমা। ক্ষিতিপালকুমারকাণাং চ খেলতামন্যোন্যাস্ফালৈরাভরণেষু মুক্তাফলানি ফেলুঃ। সিন্দূররেণুনা পুনরুৎপন্নহিরণ্যগর্ভগর্ভশোণিতশোণাশমিব ব্রহ্মাণ্ডকপালমভবৎ। পটবাসপাংসুপটলেনপ্রকটিতমন্দাকিনী সৈকতসহস্রমিব শুশুভে নভস্তলম্। বিপ্রকীর্যমাণপিষ্টাতকপরাগপিঞ্জরিতাতপা ভুবনক্ষোভবিশীর্ণপিতামহকমলকিঞ্জল্করজোরাজিরঞ্জিত ইব রেজুর্দিবসাঃ। সংঘট্টবিঘটিতহারপতিতমুক্তাফলপটলেষু চস্খাল লোকঃ।

স্থানস্থানেষু চ মন্দমন্দমাস্ফাল্যমানালিঙ্গ্যকেন শিঞ্জানমঞ্জুবেণুনা ঝণঝণায়মানঝল্লরীকেণ তাড্যমানতন্ত্রীপটহিকেন বাদ্যমানানুতালালাবুবীণেন কলকাংস্যকোশীক্বণিতকাহলেন সমকালদীয়মানানুতালতালিকেনাতোদ্যবাদ্যেনানুগম্যমানাঃ, পদে পদে ঝণঝণিতভূষণরবৈরপি সহৃদয়ৈরিবানুবর্তমানতাললয়াঃ, কোকিলা ইব মদকলকাকলীকোমলালাপিন্যঃ, বিটানাং কর্ণামৃতানাশ্লীলরাসকপদানি গায়ন্ত্যঃ, সমুণ্ডমালিকাঃ, সকর্ণপল্লবাঃ, সচন্দনতিলকাঃ, সমুচ্ছ্রিতাভির্বলযাবলীবাচালাভির্বাহুলতিকাভিঃ সবিতারমিবালিঙ্গয়ন্ত্যঃ, কুঙ্কুমপ্রমৃষ্টিরুচিরকায়াঃ কাশ্মীরকিশোর্য ইব বল্গন্ত্যঃ, নিতম্ববিম্বলম্বিবিকটকুরণ্টকশেখরাঃ প্রদীপ্তা ইব রাগাগ্নিনা, সিন্দূরচ্ছটাচ্ছুরিতমুখমুদ্রাঃ, শাসনপট্টপঙক্তয় ইবাপ্রতিহতশাসনস্য কন্দর্পস্য, মুষ্টিপ্রকীর্যমাণকর্পূরপটবাসপাংসুলা মনোরথসঞ্চরণরথ্যা ইব যৌবনস্য,উন্দামকুসুমদামতাড়িততরুণজনাঃ প্রতীহার্য ইব তরুণমহোৎসবস্য, প্রচলৎপত্রকুণ্ডলা লসন্ত্যো লতা ইব মদনচন্দনদ্রুমস্য, ললিতপদহংসকরবমখরাঃ সমুল্লসন্ত্যো বীচয় ইব শৃঙ্গাররসসাগরস্য, বাচ্যাবাচ্যবিবেকশূন্যা বালক্রীড়া ইব সৌভাগ্যস্য, ঘনপটহরবোৎকণ্ঠিকতগাত্রযষ্টয়ঃ কেক্যো ইব কুসুমধূলিমুদ্গিরন্ত্যঃ, কমলিন্য ইব দিবসমুৎফুল্লাননাঃ, কুমুদিন্য ইব রাত্রাবনুপজাতনিদ্রাঃ, আবিষ্টা ইব নরেন্দ্রবৃন্দপরিবৃতাঃ, প্রীতয় ইব হৃদয়মপহরন্ত্যঃ, গীতয় ইব রাগমুদ্দীপ-

য়ন্ত্যঃ, পুষ্টয় ইবানন্দমুৎপাদয়ন্ত্যঃ, মদমপি মদয়ন্ত্য ইব, রাগমপি রঞ্জয়ন্ত্য ইব, আনন্দমপি আনন্দয়ন্ত্য ইব, নৃত্যমপি নর্তয়মানা ইব, উৎসবমপ্যুৎসবয়ন্ত্য ইব, কটাক্ষেক্ষিতেষু পিবন্ত্য ইবাপাঙ্গশুক্তিভিঃ, তর্জনেষু সংযময়ন্ত্য ইব নখময়ূখপাশৈঃ, কোপাভিনয়েষু তাড়যন্ত্য ইব ভ্রূলতাবিভাগৈঃ প্রণয়সম্ভাষণেষু বর্ষন্ত্য ইব সর্বরসান্, চতুরচংক্রমণেষু বিকিরন্ত্য ইব বিকারান্, পণ্যবিলাসিন্যঃ প্রানৃত্যন্।

অন্যত্র বেত্রিবেত্রবিত্রাসিতজনদত্তান্তরালাঃ ধ্রিয়মাণধবলাতপত্রবনা বনদেবতা ইব কল্পতরুতলবিচারিণ্যঃ কাশ্চিৎস্কন্ধাভরণপালীলম্বমানলম্বোত্তরীয়লগ্নহস্তা লীলা-দোলাধিরূঢ়া ইব প্রেঙ্খন্ত্যঃ, কাশ্চিৎ কনককেয়ূরকোটিবিপাট্যমানপট্টাংশুকোত্তরঙ্গাস্ত-রঙ্গিণ্য ইব তরচ্চক্রবাকসীমন্ত্যমানস্রোতসঃ, কাশ্চিদুদ্ধূয়মানধবলচামরসটালগ্নাত্রকণ্টক-বলিতবিকটকটাক্ষাঃ সরস্য ইব হংসাকৃষ্যমাণনীলোৎপলবনাঃ, কাশ্চিচ্চলচ্চরণচ্যুতালক্ত-কারণস্বেদশীকরসিচ্যমানভবনহংসাঃ, সন্ধ্যারাগরজ্যমানেন্দুবিম্বা ইব কৌমুদীরজন্যঃ, কাশ্চিৎ কণ্ঠনিহিতকাঞ্চীগুণাঞ্চিতকঞ্চুকিবিকারাকুঞ্চিতভ্রুবঃ কামবাগুরা ইব প্রসারিত-বাহুপাশা রাজমহিষ্যঃ প্রারব্ধনৃত্তা বিলেসুঃ।

সর্বতশ্চ নৃত্যতঃ স্ত্রৈণস্য গলদ্ভিঃ পাদালক্তকররুণিতা রাগময়ীব শুশোণ ক্ষোণী। সমুল্লসদ্ভিঃ স্তনমণ্ডলৈর্মঙ্গলকলশময় ইব বভূব মহোৎসবঃ। ভুজলতাবিক্ষেপৈর্মৃণাল-বলয়ময় ইব ররাজ জীবলোকঃ। সমুল্লসদ্ভির্বিলাসস্মিতৈস্তড়িন্ময় ইবাক্রিয়ত কালঃ। চঞ্চলানাং চক্ষুষামংশুভিঃ কৃষ্ণসারময়া ইবাসন্ বাসরাঃ। সমুল্লসদ্ভিঃ শিরীষকুসুমস্ত-বককর্ণপূরৈঃ শুকপিচ্ছময় ইব হরিতচ্ছায়োঽভূদাতপঃ। বিস্রংসমানৈর্ধম্মিল্লতমালপল্লবৈঃ কজ্জলময়মিবালক্ষ্যতান্তরিক্ষম্। উৎক্ষিপ্তৈর্হস্তকিসলয়ৈঃ কমলিনীময্য ইব বভাসিরে সৃষ্টয়ঃ। মাণিক্যেন্দ্রায়ুধানামর্চির্ভিশ্চার্যপত্রময়া ইব চকাশিরে রবিমরীচয়ঃ। রণতামা-ভরণগণানাং প্রতিশব্দকৈঃ কিঙ্কিণীময্য ইব শিশিঞ্জিরে দিশঃ জরত্যোঽপ্যুন্মাদিন্য ইব রমণ্যো রেণুঃ। বর্ষীয়াংসোঽপি গ্রহগৃহীতা ইব নাপত্রেপিরে। বিদ্বাংসোঽপি মত্তা ইবাত্মানং বিসস্মরুঃ নির্নির্তিষিয়া মুনীনামপি মানাংসি বিপস্ফুলুঃ। সর্বস্বং চ দদৌ নরপতিঃ দিশি দিশি কুবেরকোষা ইবালুপ্যন্ত লোকেন দ্রবিণরাশয়ঃ।

এবং চ বৃত্তে তস্মিন্ মহোৎসবে, শনৈঃ শনৈঃ পুনরপ্যতিক্রামতি কালে, দেবে চোত্ত-মাঙ্গনিহিতরক্ষাসর্ষপে, সমুন্মিষৎপ্রতাপাগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইব গোরোচনাপিঞ্জরিতবপুষি, সমভিব্যজ্যমানসহজক্ষাত্রতেজসীব হাটকবদ্ধবিকটব্যাঘ্রনখপঙ্ক্তিমণ্ডিতগ্রীবকে, হৃদয়ো-দ্ভিদ্যমানদর্পাঙ্কুর ইব, প্রথমাব্যক্তজল্পিতেন সত্যস্য শনৈঃশনৈঃকরোঙ্কারমিব কুর্বাণে, মুগ্ধস্মিতৈঃ কুসুমৈরিব মধুকরকুলানি বন্ধুহৃদয়ান্যাকর্ষতি, জননীপয়োধরকলশপয়ঃ-সীকরসেকাদিব জায়মানৈর্বিলাসহসিতাঙ্কুরৈর্দশনকৈরলংক্রিয়মাণমুখকমলকে, চারিত্র ইবান্তঃপুরস্ত্রীকদম্বকেন পাল্যমানে, মন্ত্র ইব সচিবমণ্ডলেন রক্ষ্যমাণে, বৃত্ত ইব কুলপুত্রকলোকেনামুচ্যমানে, যশসীবাত্মবংশেন সম্বর্ধ্যমানে, মৃগপতিপোত ইব রক্ষিত-পুরুষশাস্ত্রপঞ্জরমধ্যগতে, ধাত্রীকরাঙ্গুলিলগ্নে পঞ্চষাণি পদানি প্রযচ্ছতি হর্ষে, ষষ্ঠং বর্ষমবতরতি চ রাজ্যবর্ধনে দেবী যশোমতী গর্ভেণাধত্ত নারায়ণমূর্তিরিব বসুধাং দেবীং রাজ্যশ্রিয়ম্।

পূর্ণেষু চ প্রসবদিবসেষু দীর্ঘরক্তনালনেত্রামুৎপলিনীমিব সরসী, হংসমধুরস্বরাং শরদমিব প্রাবৃট্, কুসুমসুকুমারাবয়বাং বনরাজিমিব মধুশ্রীঃ, মহাকনকাবদাতবসুধা-রামিব দ্যৌঃ, প্রভাবর্ষিণীং রত্নজাতিমিব বেলা, সকলজননয়নানন্দকারিণীং চন্দ্রলেখামিব

প্রতিপৎ, সহস্রনেত্রদর্শনযোগ্যাং জয়ন্তামিব শচী, সর্বভূভৃদভ্যর্থিতাং গৌরীমিব মেনা প্রসূতবতী দুহিতরম্। যয়া দ্বয়োঃ সুতয়োরপি স্তনয়োরিবৈকাবলীলতয়া নিতরাম-রাজত জননী।

অস্মিন্নেব তু কালে দেব্যা যশোমত্যা ভ্রাতা সুতমষ্টবর্ষদেশীয়মুদ্ভূয়মানকুটিল-কাকপক্ষকশিখণ্ডং খণ্ডপরশুহুঙ্কারাগ্নিধূমলেখানুবন্ধমূর্ধানং মকরধ্বজমিব পুন-র্জাতম্, একেনেন্দ্রনীলকুণ্ডলাংশুশ্যামলিতেন শরীরার্ধেনেতরেণ চ ত্রিকণ্টকমুক্তাফ-লালোকধবলিতেন সম্প্রত্যবতারমিব হরিহরয়োর্দর্শয়ন্তম্, পীনপ্রকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতপুষ্প-লোহবলয়ং পরশুরামমিব ক্ষত্রক্ষপণক্ষীণপরশুপাশচিহ্নং বালতাঙ্গতম্, কণ্ঠসূত্রগ্রথিত-ভঙ্গুরপ্রবালাঙ্কুরং হিরণ্যকশিপুমিবোরঃ কাঠিন্যখণ্ডিতনরসিংহনখরখণ্ডং গৃহীতজন্মা-ন্তরম্, শৈশবেঽপি সবাষ্টম্ভং বীজমিব বীর্যদ্রুমস্য ভণ্ডিনামানমনুচরং কুমারয়োরর্পিতবান্।

অবনিপতেস্তু তস্যোপরি পুত্রয়োস্তৃতীয়স্য নেত্রয়োরিবেশ্বরস্য তুল্যং দর্শনমাসীৎ। রাজপুত্রাবপি সকলজীবলোকহৃদয়ানন্দদায়িনা তেন প্রকৃতিদক্ষিণেন মধুমাধবাবিব মলয়মারুতেনোপেতৌ নিতরাং রেজতুঃ। ক্রমেণ চাপরেণেব ভ্রাত্রা প্রজানন্দেন সহ বর্ধ-মানৌ যৌবনমবতেরতুঃ। স্থিরোরুস্তম্ভৌ চ পৃথুপ্রকোষ্ঠৌ দীর্ঘভুজার্গলৌ বিকটোরঃ কবাটৌ প্রাংশুশালাভিরামৌ মহানগরসন্নিবেশাবিব সর্বলোকাশ্রয়ক্ষমৌ বভূবতুঃ।

অথ চন্দ্রসূর্যাবিব স্ফুরজ্জ্যোৎস্নাযশঃ প্রতাপাক্রান্তভবনাবভিরামদুর্নিরীক্ষ্যৌ, অগ্নি-মারুতাবিব সমভিব্যক্ততেজোবলাবেকীভূতৌ, শিলাকঠিনকায়বন্ধৌ হিমবদ্বিন্ধ্যাবিবা-চলৌ, মহাবৃষাবিব কৃতযুগযোগ্যৌ, অরুণগরুড়াবিব হরিবাহনবিভক্তশরীরৌ, ইন্দ্রো-পেন্দ্রাবিব নাগেন্দ্রগতৌ, কর্ণার্জুনাবিব কুণ্ডলকিরীটধরৌ, পূর্বাপরদিগ্ভাগাবিব সর্বতেজস্বিনামুদয়াস্তময়সম্পাদনসমর্থৌ, অমাত্যাবিবাতিমানেনাসন্নবেলার্গলনিরোধ-সংকটে কুক্কুটীরকে, তেজঃপরাঙ্মুখী ছায়ামপি জুগুপ্সমানৌ, স্বাত্মপ্রতিবিম্বেনাপি পাদনখলগ্নেন লজ্জমানৌ, শিরোরুহাণামপি ভঙ্গেন দুঃখমবতিষ্ঠমানৌ, চূড়ামণিসংক্রা-ন্তাপি দ্বিতীয়েনাতপত্রেণাপত্রপমাণৌ, ভগবতি ষণ্মুখেঽপি স্বামিশব্দেনাসূয়ায়মান-শ্রবণৌ, দর্পণদৃষ্টেনাপি প্রতিপুরুষেণ দূয়মাননয়নৌ, সন্ধ্যাঞ্জলিঘটনেষ্বপি শল্যায়-মানোত্তমাঙ্গৌ, জলধরধৃতেনাপি ধনুষা দোধূয়মানহৃদয়ৌ, আলেখ্যক্ষিতিপতিভিরপ্য-প্রণমদ্ভিঃ সন্তপ্যমানচরণৌ, পরিমিতমণ্ডলসন্তুষ্টং তেজঃ সবিতুরপ্যবহুমন্যমানৌ, ভূভৃদপহৃতলক্ষ্মীকং সাগরমপ্যুপহসন্তৌ, বলবন্দমকৃতবিগ্রহং মারুতমপি নিন্দন্তৌ, হিমবতোঽপি চমরীবালব্যজনবীজিতেন দহ্যমানৌ, জলধীনামপি শঙ্খৈঃ খিদ্যমানৌ, চতুঃসমুদ্রাধিপতিমপরং প্রচেতসমপ্যসহমানৌ, অনপহৃতচ্ছত্রানপি বিচ্ছায়ানবনিপালান্ কুর্বাণৌ, সাধুবদপ্যসেবিতপ্রসন্নৌ, মুখেন মধুক্ষরন্তৌ, দুষ্টরাজবংশানুন্মূলনে দূরস্থি-তানপি ম্লানিমানয়ন্তৌ, অনুদিবসং শস্ত্রাভ্যাসশ্যামিকাকলঙ্কিতমশেষরাজকপ্রতাপাগ্নি-নির্বাপণমলিনমিব করতলমুদ্বহন্তৌ, যোগ্যাকালেষু ধীরৈর্ধনুর্ধ্বনিভিরভ্যর্ণোপভো-গাদিগ্বধূভিরিবালপন্তৌ রাজ্যবর্ধন ইতি হর্ষ ইতি সর্বস্যামেব পৃথিব্যামাবির্ভূতশব্দ-প্রাদুর্ভাবৌ স্বল্পীয়সৈব কালেন দ্বীপান্তরেষ্বপি প্রকাশতাং জগ্মতুঃ।

একদা চ তাবাহূয় ভুক্তবানভ্যন্তরগতঃ পিতা সস্নেহমবাদীৎ—'বৎসৌ! প্রথমং রাজ্যাঙ্গং, দুর্লভাঃ সদ্ভৃত্যাঃ। প্রায়েণ পরমাণব ইব সমবায়েষবনুগুণীভূয় দ্রব্যং কুর্বন্তি পার্থিবং ক্ষুদ্রাঃ। ক্রীড়ারসেন নর্তয়ন্তো ময়ূরতাং নয়ন্তি বালিশাঃ। দর্পণ-

মিবানুপ্রবিশ্যাত্মীয়াং প্রকৃতিঃ সংক্রাময়ন্তি পল্লবিকাঃ। স্বপ্না ইব মিথ্যাদর্শনৈরসদ্-বুদ্ধিং জনয়ন্তি বিপ্রলম্ভকাঃ। গীতনৃত্যহসিতৈরুন্মত্ততামাবহন্ত্যপেক্ষিতা বিকারা ইব বাতিকাঃ, চাতকা ইব তৃষ্ণাবন্তো ন শক্যন্তে গ্রহীতুমকুলীনাঃ। মানসে মনীমিব স্ফুরন্তমেবাভিপ্রায়ং গৃহ্ণন্তি জালিকাঃ। যমপট্টিকা ইবাম্বরে চিত্রমালিখন্তুদ্গীতকাঃ। শল্যং হৃদয়ে নিক্ষিপ্তাতিমার্গণাঃ। যতঃ সর্বৈর্দোষাভিষঙ্গৈরসঙ্গৌ বহুধোপধাভিঃ পরীক্ষিতৌ শুচী বিনীতৌ বিক্রান্তাবভিরূপৌ মালবরাজপুত্রৌ ভ্রাতরৌ ভুজাবিব মে শরীরাদব্যতিরিক্তৌ কুমারগুপ্তমাধবগুপ্তনামানাবস্মাভির্ভবতোরনুচরত্বার্থমিমৌ নির্দিষ্টৌ। অনয়োরুপরি ভবদ্ভ্যামপি নান্যপরিজনসমবৃত্তিভ্যাং ভবিতব্যম্" ইত্যুক্ত্বা তয়োরাহ্বানায় প্রতীহারমাদিদেশ।

ন চিরাদ্ দ্বারদেশনিহিতলোচনৌ রাজ্যবর্ধনহর্ষৌ প্রতীহারেণ সহ প্রবিশন্তম্, অগ্রতো জ্যেষ্ঠমষ্টাদশবর্ষবয়সং নাত্যুচ্চং নাতিখর্বমতিগুরুভিঃ পদন্যাসৈরনেকনরপতি-সঞ্চরণচলাং নিশ্চলীকুর্বাণামিবোর্বীম্, অনবরতাভ্যস্তলঙ্ঘনঘনোপচয়কঠিনমাংসমেদুরা-দূরূদ্বয়াদ্নিষ্পতন্তেবানুবেণজানুগ্রন্থিপ্রসূতেন তনুতরজঙ্ঘাকাণ্ডযুগলেন ভাসমানম্, উল্লিখিতপার্শ্বপ্রকাশিতকৃশিম্না মন্দরমিব সুরাসুরভ্রমিতবাসুকিকষণক্ষীণেন মধ্যেন লক্ষ্যমাণম্ অতিবিস্তীর্ণেনোরসা স্বামিসম্ভাবনানামপরিমিতানামবকাশমিব প্রযচ্ছন্তম্, প্রলম্বমানস্য ভুজযুগলস্য নিভৃতললিতৈর্বিক্ষেপৈরাতিদুস্তরং তরন্তমিব যৌবনোদধিম্, বামকরকটকমাণিক্যমরীচিমঞ্জরীজালিন্যা সমুদ্ভিদ্যমানপ্রতাপানলশিখা-পল্লবয়েব চাপগুণকিণলেখয়াঙ্কিতপীবরপ্রকোষ্ঠম্, আলোহিনীমুচ্চাংসতটাবলম্বিনী-মস্ত্রগ্রহণব্রতবিধৃতাং রৌরবীমিব ত্বচং কর্ণাভরণমণেঃ প্রভাং বিভ্রাণম্, উৎকোটিকেয়ূর-পত্রভঙ্গপুত্রিকাপ্রতিবিম্বগর্ভকপোলং মুখং চন্দ্রমসমিব হৃদয়স্থিতরোহিণীকমুদ্বহন্তম্, অচপলাস্তমিততারকেণাধোমুখেন চক্ষুষা শিক্ষয়ন্তমিব লক্ষ্মীলাভোত্তানিতমুখানি পঙ্কজবনানি বিনয়ম্, স্বামানুরাগমিবাম্লানকেমুক্তসীকৃতং শিরসা ধারয়ন্তম্, নির্দয়ম্রা কঙ্কণভঙ্গভীতসকলকামুকার্পিতামিব নম্রতাং প্রকাশয়ন্তম্, শৈশব এব নির্জিতৈরি-ন্দ্রিয়ৈরিরিভিরিব সংযতৈঃ শোভমানম্, প্রণয়িনীমিব বিশ্বাসভূমিং কুলপুত্রতামনুবর্ত-মানম্, তেজস্বিনমপি শীলেনাহ্লাদকেন সবিতারমিব শশিনান্তর্গতেন বিরাজমানম্, অচলানামপি কায়কার্কশ্যেন গন্ধনমিবাচরন্তম্, দর্শনক্রীতমানন্দহস্তে বিক্রীণানমিব জন সৌভাগ্যেন কুমারগুপ্তম্, পৃষ্ঠতস্তস্য কনীয়াংসমতিপ্রাংশুতয়া গোরতয়া চ মনঃশিলা-শৈলমিব সঞ্চরন্তম্, অনুবেণমালতীকুসুমশেখরনিভেন নির্জিগমিষতা গুরুণা শিরসি চুম্বিতমিব যশসা, পরস্পরবিরুদ্ধয়োর্বিনয়যৌবনয়োশ্চিরাৎ প্রথমসঙ্গমচিহ্নমিব ভ্রূসঙ্গত-কেন কথয়ন্তম্, অতিধীরতয়া হৃদয়নিহিতাং স্বামিভক্তিমিব নিশ্চলাং দৃষ্টিং ধারয়ন্তম্, অচ্ছাচ্ছচন্দনরসানুলেপনশীতলং সন্নিহিতহারোপধানং বক্ষঃস্থলমনন্তসামন্তসংক্রান্তি-শ্রান্তায়াঃ শ্রিয়ো বিশালাং শশিমণিশিলাপট্টশয়নমিব বিভ্রাণম্, চক্ষুঃ কুরঙ্গকৈর্ঘোণা-বংশং বরাহৈঃ স্কন্ধপীঠং মহিষৈঃ প্রকোষ্ঠবন্ধং ব্যাঘ্রৈঃ পরাক্রমং কেসরিভির্গমনং মতঙ্গ-জৈর্মৃগয়াক্ষিপ্তশেষৈর্ভীতৈরুৎকোচমিব দত্তং দর্শয়ন্তং মাধবগুপ্তং দদৃশতুঃ।

প্রবিশ্য চ তৌ দূরাদেব চতুর্ভিরঙ্গৈরুত্তমাঙ্গেন চ গাং স্পৃশন্তৌ নমশ্চক্রতুঃ। স্নিগ্ধ-নরেন্দ্রদৃষ্টিনির্দিষ্টামুচিতাং ভূমিং ভেজাতে। মুহূর্তং চ স্থিত্বা ভূপতিরাদিদেশ তৌ —'অদ্য প্রভৃতি ভবদ্ভ্যাং কুমারবনুবর্তনীয়ৌ' ইতি। 'যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ' ইতি মেদিনীদোলায়মানমৌলিভ্যামুখায় রাজ্যবর্ধনহর্ষৌ প্রণেমতুঃ। তৌ চ পিতরম্।

ততশ্চারভ্য ক্ষণমপি নিমেষেশ্মোষাবিব চক্ষুর্গোচরাদনপয়াশ্তাবুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাবিব নক্তন্দিবমভিমুখস্থিতৌ ভুজাবিব সততপার্শ্ববর্তিনৌ কুমাররোস্তৌ বভূবতুঃ।

অথ রাজ্যশ্রীরপি নৃত্তগীতাদিষু বিদগ্ধাসু নখীষু সকলাসু কলাসু চ প্রতিদিবসমুপচীয়মানপরিচয়া শনৈঃ শনৈরবর্ধত পরিমিতৈরেব দিবসৈর্যৌবনমারুরোহ। নিপেতুরেকস্যাং তস্যাং শরা ইব লক্ষ্যভূবি ভূভুজাং সর্বেষাং দৃষ্টয়ঃ। দূতসম্প্রেষণাদিভিশ্চ তাং যযাচিরে রাজানঃ।

কদাচিৎ তু রাজান্তঃপুরপ্রাসাদস্থিতো বাহ্যকক্ষ্যাবস্থিতেন পুরুষেণ স্বপ্রস্তাবাগতাং গীয়মানামার্যামশৃণোৎ—

উদ্বেগমহাবর্তে পাতয়তি পায়োধরোন্নমনকালে।
সরিদিব তটমনুবর্ষং বিবর্ধমানা সুতা পিতরম্ ॥৫॥'

তাং চ শ্রুত্বা পার্শ্বস্থিতাং মহাদেবীমুৎসারিতপরিজনো জগাদ—'দেবী! তরুণীভূতা বৎসা রাজ্যশ্রীঃ। এতদীয়া গুণবত্তেব ক্ষণমপি হৃদয়ান্নাপযাতি মে চিন্তা। যৌবনারম্ভ এব চ কন্যকানভিধ্যানভিবর্শ্তি পিতরঃ সন্তাপানালস্যা। হৃদয়মন্ধকারয়তি মে দিবসমিব পয়োধরোন্নতিরস্যাঃ। কেনাপি কৃতা ধর্ম্যা নাভিমতা মে স্থিতিরিয়ং যদঙ্গসম্ভূতান্যঙ্কলালিতান্যপরিত্যাজ্যান্যপত্যকান্যকাশু এবাগত্যাসংস্তুতৈর্নীয়ন্তে। এতানি তানি খল্বঙ্কনস্থানানি সংসারস্য। সেয়ং সর্বাভিভাবিনী শোকাগ্নের্দাহশক্তির্যদপত্যত্বে সমানেঽপি জাতায়াং দুহিতরি দুয়ন্তে সন্তঃ। এতদর্থং জন্মকাল এব কন্যকাভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি সলিলমশ্রুভিঃ সাধবঃ। এতদ্ভয়াদকৃতদারপরিগ্রহাঃ পরিহৃতগৃহবনত্যঃ শূন্যান্যরণ্যান্যধিশেরতে মুনয়ঃ। কো হি নাম সহেত সচেতনো বিরহমপত্যানাম্। যথা যথা সমাপতন্তি দূতা বরাণাং বরাকী লজ্জমানেব চিন্তা তথা তথা নিতরাং প্রবিশতি মে হৃদয়ম্। কিং ক্রিয়তে। তথাপি গৃহগতৈরনুগন্তব্যা এব লোকবৃত্তয়ঃ। প্রায়েণ চ সংস্বপ্যন্যেষু বরগুণেষ্বাভিজনমেবানরুধ্যন্তে ধীমন্তঃ। ধরণীধরাণাং চ মূর্ধ্নি স্থিতো মহেশ্বরো পাদন্যাস ইব সকলভুবননমস্কৃতো মৌখরো বংশঃ। তত্রাপি তিলকভূতস্যাবন্তিবর্মণঃ সূনুরগ্রজো গ্রহবর্মা নাম গ্রহপতিরিব গাং গতঃ পিতুরন্যূনো গুণৈরেনাং প্রার্থয়তে। যদি ভবত্যা অপি মতিরনুমন্যতে তত্তস্মৈ দাতুমিচ্ছামি, ইত্যুক্তবতি ভর্তরি দুহিতৃস্নেহকাতরতরহৃদয়া সাশ্রুলোচনা মহাদেবী প্রত্যুবাচ 'আর্যপুত্র! সম্বর্ধনমাত্রোপযোগিন্যো ধাত্রীনির্বিশেষো ভবন্তি খলু মাতরঃ কন্যকানাম্! দানে তু প্রমাণমাসাং পিতরঃ। কেবলং কৃপাকৃতবিশেষঃ সুদূরেণ তনয়স্নেহদাতিরিচ্যতে দুহিতৃস্নেহঃ, যথা নেয়ং য়াবজ্জীবমাবয়োরার্তিতাং প্রতিপদ্যতে তথার্যপুত্র এব জানাতি' ইতি।

রাজা তু জাতানশ্চয়ো দুহিতৃদানং প্রতি সমাহূয় সুতাবপি বিদিতার্থবকার্ষীৎ। শোভতে চ দিবসে গ্রহবর্মণা কন্যাং প্রার্থয়িতুং প্রেষিতস্য পূর্বাগতস্যৈব প্রধানদূতপুরুষস্য করে সর্বরাজকুলসমক্ষং দহিতৃদানজলমপাতয়ৎ।

জাতমুদি কৃতার্থে গতে চ তস্মিন্নাসন্নেষু চ বিবাহদিবসেষুদ্দামদীয়মানতাম্বুলপটবাসকুসুমপ্রসাধিতসর্বলোকম্ সকলদেশাদিশ্যমানশিল্পিসার্থাগমনম্, অবনিপালপুরুষগৃহীতসমগ্রগ্রামীণানীয়মানোপকরণসম্ভারম্, রাজদৌবারিকোপনীয়মানানেকনৃপোপায়নম্, উপনিমন্ত্রিতাগতবন্ধুবর্গসম্বর্গণব্যগ্ররাজবল্লভম্, লব্ধমধুমদপ্রচণ্ডচর্মকারকরপুটোল্লালিতকোণপটুবিঘট্টনরম্মঙ্গলপটহম্, পিষ্টপত্রাঙ্গুলমণ্ড্যমানোলূখলমুসলশি-

লাদ্যুপকরণম্, অশেষাশামুখাবির্ভূতচারণপরম্পরাপূর্যমাণপ্রকোষ্ঠপ্রতিষ্ঠাপ্যমানেন্দ্রাণীদৈবতম্, সিতকুসুমবিলেপনবসনসৎকৃতৈঃ সূত্রধারৈরাদীয়মানবিবাহবেদীসূত্রপাতম্, উৎকূর্চককরৈশ্চ সুধাকর্পূরস্কন্ধৈরধিরোহিণীসমারূঢৈর্ধবলীক্রিয়মাণপ্রাসাদপ্রতোলীপ্রাকারশিখরম্, ক্ষুণ্ণপ্রক্ষাল্যমানকুসুম্ভরাগাম্ভঃপ্লবপূররজ্যমানজনপাদপল্লবম্, নিরূপ্যমানযৌতকযোগ্যমাতঙ্গতুরঙ্গতরঙ্গিতাঙ্গনম্, গণনাভিযুক্তগণকগণগৃহ্যমাণলগ্নগুণম্, গঙ্গোদকবাহিমকরমুখপ্রণালীপূর্যমাণক্রীড়াবাপীসমূহম্, হেমকারচক্রপ্রক্রান্তহাটকঘটনটাঙ্কারবাচালিতালিন্দকম্, উত্থাপিতাভিনবভিত্তিপাত্যমানবহলবালুকাকণ্ঠকালেপাকুলালেপকলোকম্, চতুরচিত্রকরচক্রবাললিখ্যমানমাঙ্গল্যালেখ্যম্, লেপ্যকারকদম্বকক্রিয়মাণমৃন্ময়মীনকূর্মমকরনারিকেলকদলীপূগবৃক্ষকম্, ক্ষিতিপালৈশ্চ স্বয়মাবদ্ধকক্ষ্যৈঃ স্বাম্যর্পিতকর্মশোভাসম্পাদনাকুলৈঃ সিন্দূরকুট্টিমভূমীশ্চ মসৃণয়দ্ভির্বিনিহিতসরসাতর্পণহস্তাশ্বিন্যস্তালক্তকপাটলাংশ্চ চূতাশোকপল্লবলাঞ্ছিতশিখরানুদ্বাহবিতর্দিকাস্তম্ভানুত্তম্ভয়দ্ভিঃ প্রারব্ধবিবিধব্যাপারম্, আসূর্যোদয়াচ্চ প্রবিষ্টাভিঃ সতীভিঃ সুভগাভিঃ সুরূপাভিঃ সুবেশাভিরবিধবাভিঃ সিন্দূররাজারঞ্জিতললাটাভির্বধূবরগোত্রগ্রহণগর্ভাণি শ্রুতিসুভগানি মঙ্গলানি গায়ন্তীভির্বহুবিধবর্ণকাদিগ্ধাঙ্গুলীভির্গ্রীবাসূত্রাণি চ চিত্রয়ন্তীভিশ্চিত্রলতালেখ্যকুশলাভিঃ কলশাংশ্চ ধবলিতাগ্রশীতলশরাজিরশ্রেণীশ্চ মণ্ডয়ন্তীভিরভিন্নপুটকর্পাসতূলপল্লবাংশ্চ বৈবাহিককঙ্কণোর্ণাসূত্রসন্নাহাংশ্চ রঞ্জয়ন্তীভির্বালাশনাধূতঘনীকৃতকুঙ্কুমকল্কমিশ্রিতাংশ্চাঙ্গরাগাল্লাবণ্যবিশেষকৃতশ্চ চ মুখালেপনানি কল্পয়ন্তীভিঃ কক্কোলমিশ্রাঃ সজাতীফলাঃ স্ফুরৎস্ফীতস্ফটিককর্পূরশকলখচিতান্তরালা লবঙ্গমালা রচয়ন্তীভিঃ সমন্তাৎসামন্তসীমন্তিনীভির্ব্যাপ্তম্, বহুবিধভক্তিনির্মাণনিপুণপুরাণপৌরপুরন্ধ্রিবধ্যমানৈর্বন্ধৈশ্চাচারচতুরান্তঃপুরজরতীজনিতপূজারাজমানরজকরজ্যমানৈ রক্তৈশ্চোভয়পটান্তলগ্নপরিজনপ্রেঙ্খোলিতৈশ্ছায়াসু শোষ্যমাণৈঃ শুকৈশ্চ কুটিলক্রমরূপক্রিয়মাণপল্লবপরভাগৈরপরৈরাবদ্ধকুঙ্কুমপঙ্কস্থাসকচ্ছুরণৈরপরৈরু দ্ ভু ভু জি য্য ভ জ্যমানভঙ্গুরোত্তরীয়ৈঃ ক্ষৌমৈশ্চ বাদরৈশ্চ দুকূলৈশ্চ লালাতন্তুজৈশ্চাংশুকৈশ্চ নেত্রৈশ্চ নির্মোকনিভৈরকঠোররম্ভাগর্ভকোমলৈর্নিঃশ্বাসহার্যৈঃ স্পর্শানুমেয়ৈর্বাসোভিঃ সর্বতঃ স্ফুরদ্ভিরিন্দ্রায়ুধসহস্রৈরিব সসংছাদিতম্ উজ্জ্বলনিচোলকাবগুণ্ঠ্যমানহংসকুলৈশ্চ শয়নীয়ৈস্তারামুক্তাফলোপচীয়মানৈশ্চ পটবিতানৈঃ স্তবরকনিবহনিরন্তরচ্ছাদ্যমানসমস্তপটলৈশ্চ মণ্ডপৈরুচ্চিত্রনেত্রপটবেষ্ট্যমানৈশ্চস্তম্ভৈরুজ্জ্বলং চোৎসুক্যদং চ মঙ্গল্যং চাসীদ্রাজকুলম্ ।

দেবী তু যশোমতী বিবাহোৎসবপর্যাকুলহৃদয়া হৃদয়েন ভর্তরি, কুতূহলেন জামাতরি, স্নেহেন দুহিতরি, উপচারেণ নিমন্ত্রিতস্ত্রীষু, আদেশেন পরিজনে, শরীরেণ সঞ্চরণে, চক্ষুষা কৃতাকৃতপ্রত্যবেক্ষণেষু, আনন্দেন মহোৎসবে, একাপি বহুধা বিভক্তেবাভবৎ। ভূপতিরপ্যুপর্যুপরি বিসর্জিতোষ্ট্রবামীজনিতজামাতৃজোষঃ সত্যপ্যাজ্ঞাসম্পাদনদক্ষে মুখেক্ষণপরে পরিজনে সমং পুত্রাভ্যাং দুহিতৃস্নেহবিক্লবঃ সর্বং স্বয়মকরোৎ ।

এবং চ তস্মিন্নবিধবাময় ইব ভবতি রাজকুলে, মঙ্গলময় ইব জায়মানে জীবলোকে চারণময়েষ্বিব লক্ষ্যমাণেষু দিঙ্মুখেষু, পটহরবময় ইব কৃতেহন্তরিক্ষে, ভূষণময় ইব ভ্রমতি পরিজনে, বান্ধবময় ইব দৃশ্যমানে সর্গে, নিবৃত্তিময় ইবোপলক্ষ্যমাণে কালে লক্ষ্মীময় ইব বিজৃম্ভমাণে মহোৎসবে নিধান ইব সুখস্য, ফল ইব জন্মনঃ

পরিণাম ইব পুণ্যস্য, যৌবন ইব বিভূতেঃ, যৌবরাজ্য ইব প্রীতেঃ, সিদ্ধিকাল ইব মনোরথস্য বর্তমানে, গণ্যমান ইব জনাঙ্গুলীভিঃ, আলোক্যমান ইব মার্গধ্বজৈঃ, প্রত্যুদ্গম্যমান ইব মঙ্গল্যবাদ্যপ্রতিশব্দকৈঃ, আহূয়মান ইব মৌহূর্তিকৈঃ, আকৃষ্যমাণ ইব মনোরথৈঃ, পরিষ্বজ্যমান ইব বধূসখীহৃদয়ৈরাজগাম বিবাহদিবসঃ। প্রাতরেব প্রতীহারৈঃ সমুৎসারিতনিখিলানিবন্ধলোকং বিবিক্তমক্রিয়ত রাজকুলম্।

অথ মহাপ্রতীহারঃ প্রবিশ্য নৃপসমীপম্ 'দেব! জামাতুরন্তিকাৎ তাম্বূলদায়কঃ পরিজাতকনামা সম্প্রাপ্তঃ' ইত্যভিধায় স্বাকারং যুবানমদর্শয়ৎ। রাজা তু তং দূরাদেব জামাতৃবহুমানাদ্দর্শিতাদরঃ 'বালক! কচ্চিৎ কুশলী গ্রহবর্মা?' ইতি পপ্রচ্ছ। অসৌ তু সমাকর্ণিতনরাধিপধ্বনির্ধাবমানঃ কতিচিৎ পদান্যুপসৃত্য প্রসার্য চ বাহূ সেবাচতুরশ্চিরং বসুন্ধরায়াং নিধায় মূর্ধানমুখায় 'দেব! কুশলী যথাজ্ঞপয়স্যর্চয়তি চ দেবং নমস্কারেণ' ইতি ব্যজ্ঞাপয়ৎ। আগতজামাতৃনিবেদনাগতং চ তং জ্ঞাত্বা কৃতসৎকারং রাজা 'যামিন্যাঃ প্রথমে যামে বিবাহকালাত্যয়কৃতো যথা ন ভবতি দোষঃ' ইতি সন্দিশ্য প্রতীপং প্রাহিণোৎ।

অথ সকলকমলবনলক্ষ্মীং বধূমুখ ইব সঞ্চার্য সমবসিতে বাসরে, বিবাহদিবসশ্রিয়ঃ পাদপল্লব ইব রজ্যমানে সবিতরি বধূবরানুরাগলঘূকৃতপ্রেমলজ্জিতেষিব বিঘটমানেষু চক্রবাকমিথুনেষু, সৌভাগ্যধ্বজ ইব রক্তাংশুকসুকুমারবপুষি নভসি স্ফুরতি সন্ধ্যারাগে, কপোতকণ্ঠকর্বুরে বরযাত্রাগমনরজসীব কলুষয়তি দিঙ্মুখানি তিমিরে, নগ্নসম্পাদনসজ্জ ইবোজ্জিহানে জ্যোতির্গণে বিবাহমঙ্গলকলশ ইবোদয়শিখরিণা সমুৎক্ষিপ্যমাণে বর্ধমানধবলচ্ছায়ে তারাধিপমণ্ডলে, বধূবদনলাবণ্যজ্যোৎস্নাপরিপীততমসি প্রদোষে, বৃথোদিতমুপহসৎস্বিব রজনিকরমুক্তানিতমুখেষু কুমুদবনেষ্বাজগাম মুহুর্মুহুরুল্লাসিতস্ফারস্ফুরিতারুণচামরৈর্মনোরথৈরিবোত্থিতৈরাগাগ্রপল্লবৈঃ পুরোধাবমানৈঃ পাদাতৈরুৎকর্কটকহয়প্রতিহেষিতদীর্যমানস্বাগতৈরিব বাজিনাং বৃন্দৈরাপূরিতদিগ্বিভাগঃ, চলকর্ণচামরাণাং চামীকরময়সর্বোপকরণানাং বর্ণকলম্বিনাং বলিনাং ঘণ্টাটাঙ্কারিণাং করিণাং ঘটাভিঃ ঘটয়ন্নিব পুনরিন্দুদয়বিলীনমন্ধকারম্, নক্ষত্রমালামণ্ডিতমুখীং করিণীং নিশাকর ইব পৌরন্দরীং দিশমারূঢ়ঃ, প্রকটিতবিবিধবিহগাবিরুতৈস্তালাবচরচারণৈঃ পুরঃ সরৈর্বালো বসন্ত ইবোপবনৈঃ ক্রিয়মাণকোলাহলঃ, গন্ধতৈলাবসেকসুগন্ধিনা দীপিকাচক্রবালালোকেন কুঙ্কুমপটবাসধূলিপটলেনেব পিঞ্জরীকুর্বন্ সকলং লোকম্ উৎফুল্লমল্লিকামুণ্ডমালামধ্যাধ্যাসিতকুসুমশেখরেণ শিরসা হসন্নিব সপরিবেষক্ষপাকর কৌমুদীপ্রদোষম্, আত্মরূপনির্জিতমকরকেতুকরাপহৃতেন কার্মুকেণেব কৌসুমেন দাম্না বিরচিতবৈকক্ষকবিলাসঃ, কুসুমসৌরভগর্বভ্রান্ত ভ্রমরকুলকলকলপ্রলাপসুভগঃ পারিজাত ইব জাতঃ শ্রিয়া সহ পুনরবতারিতো মেদিনীম্, নববধূবদনাবলোকনকুতূহলেনেব কৃষ্যমাণহৃদয়ঃ পতন্নিব মুখেন প্রত্যাসন্নলগ্নে গ্রহবর্মা।

রাজা তু তমুপদ্বারমাগতং চরণাভ্যামেব রাজচক্রানুগম্যমানঃ সসূতঃ প্রত্যুজ্জগাম। অবতীর্ণং চ তং কৃতনমস্কারং মন্মথমিব মাধবঃ প্রসারিতভুজো গাঢ়মালিলিঙ্গ। যথাক্রমং পরিষ্বক্তরাজ্যবর্ধনহর্ষং চ হস্তে গৃহীত্বাভ্যন্তরং নিন্যে। স্বনির্বিশেষাসনদানাদিনা চৈনমুপচারেণোপচচার।

ন চিরাচ্চ গম্ভীরনামা নৃপতেঃ প্রণয়ী বিদ্বান্ দ্বিজন্মা গ্রহবর্মাণমুবাচ—'তাত! ত্বাং প্রাপ্য চিরাৎ খলু রাজ্যশ্রিয়া ঘটিতৌ তেজোময়ৌ সকলজগদ্গীয়মানবুধকর্ণানন্দ-

কারিগুণগণৌ সোমসূর্যবংশাবিব পুষ্যভূতিমুখরবংশৌ। প্রথমমেব কৌস্তুভমণিরিব গুণৈঃ স্থিতোঽসি হৃদয়ে দেবস্য। ইদানীং তু শশীব শিরসা পরমেশ্বরেণাসি বোঢ়ব্যো জাতঃ' ইতি।

এবং বদত্যেব তস্মিন্নুপমুপসৃত্য মৌহূর্তিকাঃ 'দেব! সমাসীদতি লগ্নবেলা। ব্রজতু জামাতা কৌতুকগৃহম্' ইত্যূচুঃ। অথ নরেন্দ্রেণ 'উত্তিষ্ঠ, গচ্ছ' ইতি গদিতো গ্রহবর্মা প্রবিশ্যান্তঃপুরং জামাতৃদর্শনকুতূহলিনীনাং স্ত্রীণাং পতিতানি লোচনসহস্রাণি বিকচনীলকুবলয়বনানীব লঙ্ঘয়ন্নাসসাদ কৌতুকগৃহদ্বারম্। নিবারিতপরিজনশ্চ প্রবিবেশ।

অথ তত্র কান্তিপপ্তাপ্তপ্রিয়সখীস্বজনপ্রমদাপ্রায়পরিবারাম্, অরুণাংশুকাবগুণ্ঠিত-মুখীং প্রভাতসন্ধ্যামিব স্বপ্রভয়া নিষ্প্রভান্ প্রদীপকান্ কুর্বাণাম্ অতিসৌকুমার্য-শঙ্কিতেনেব যৌবনেন নাতিনির্ভরমুপগূঢ়াম্, সাধ্বসনিরুধ্যমানহৃদয়দেশদুঃখমুক্তৈ-র্নিভৃতায়তৈঃ শ্বাসিতৈরপযান্তং কুমারভাবমিবানুশোচন্তীম্, অত্যুৎকম্পিনীং পতনভিয়েব ত্রপয়া নিষ্পন্দং ধার্যমাণাম্, হস্তামরসপ্রতিপক্ষমাসন্নগ্রহণং শশিনমিব রোহিণীং ভয়বেপমানমানসামবলোকয়ন্তীম্ চন্দনধবলতনুলতাম্, জ্যোৎস্নাদানসঞ্চিত-লাবণ্যাৎ কুমুদিনীগর্ভাদিব প্রসূতাম্ কুসুমামোদনির্হারিণীং বসন্তহৃদয়াদিব নির্গতাম্, নিঃশ্বাসপরিমলাকৃষ্টমধুরকুলাং মলয়মারুতাদিবোৎপন্নাম্, কৃতকন্দর্পানু-সরণাং রতিমিব পুনর্জাতাম্, প্রভালাবণ্যমদসৌরভমাধুর্যৈঃ কৌস্তুভশশিমদিরাপারিজা-তামৃতপ্রভবৈ সর্বরত্নগুণেরপরামিব সুরাসুররক্ষা রত্নাকরেণ কল্পিতাং শ্রিয়ম্, স্নিগ্ধেন ব্যালিকালোকেন সিতসিন্দুবারকুসুমমঞ্জরীভিরিব মুক্তাদীধিতিভিঃ কল্পিতকর্ণাবতংসাম্ কর্ণাভরণমরকতপ্রভাহরিতশাদ্বলেন কপোলস্থলীতলেন বিনোদয়ন্তীমিব হারিণীং লোচনচ্ছায়াম্, অধোমুখং বরকৌতুকালোকনাকুলং মুহুর্মুহুঃ কৃত্তমুখোন্নমনপ্রযত্নং সখীজনং হৃদয়ং চ নির্ভর্ৎসয়ন্তীবধূমপশ্যৎ।

প্রবিশন্তমেব তং হৃদয়চৌরং বধ্বা সমর্পিতং জগ্রাহ কন্দর্পঃ পরিহাসস্মেরমুখীভিশ্চ নারীভিঃ কৌতুকগৃহে যদ্‌যৎকার্যতে জামাতা তত্তৎসর্বমতিপেশলং চকার। কৃতপরিণয়ানুরূপবেশপরিগ্রহাং গৃহীত্বা করে বধূং নির্জগাম জগাম চ নবসুধাধবলাং নির্মন্ত্রিতাগতৈস্তুষারশৈলোপত্যকামিব ত্র্যম্বকাম্বিকাবিবাহহূতৈ র্ভূভৃদ্ভিঃ পরিবৃতাম্, সেকসুমারযবাঙ্কুরদন্তুরৈঃ পঞ্চাস্যৈঃ কলশৈঃ কোমলবর্ণিকাবিচিত্রৈরমিত্রমুখৈশ্চ মঙ্গল্যফলহস্তাভিরঞ্জলিকারিকাভিরুদ্ভাসিতপর্যন্তাম্, উপাধ্যায়োপধীয়মানেন্ধনধূমায়-মানাগ্নিসন্ধুক্ষণাক্ষণিকোপদ্রুষ্টদ্বিজাম্, উপক্লৃপ্তানুনিহিতানুপহতহরিতকুশাম্, সন্নিহিত-দৃষদজিনাজ্যস্রুক্‌সমিৎপুলীনবহাম্, নূতনশূর্পার্পিতশ্যামলশমীপলাশমিশ্রলাজহা-সিনীং বেদীম্। আরুরোহ চ তাং দিবমিব সজ্যোৎস্নঃ শশী। সমুৎসসর্প চ বেল্লিতারুণশিখাপল্লবস্য শিখিনঃ কুসুমায়ুধ ইব রতিদ্বিতীয়ো রক্তাশোকস্য সমীপম্। হুতে চ হুতভুজি প্রদক্ষিণাবর্তপ্রবৃত্তাভির্বধূবদনাবলোকনকুতূহলিনীভিরিব জ্বালা-ভিরের সহ প্রদক্ষিণং বভ্রাম। পাত্যমানে চ লাজাঞ্জলৌ নখময়ূখধবলিতত্তনুরদৃষ্টপূর্ব-বধূবররূপবিস্ময়স্মের ইবাদৃশ্যত বিভাবসুঃ।

অত্রান্তরে স্বচ্ছকপোলোদরসংক্রান্তমনলপ্রতিবিম্বমিব নির্বাপয়ন্তী স্থূলমুক্তাফল-বিকলবাষ্পবিন্দুসন্দোহদর্শিতদুর্দিনা নির্বাণবিকারং রুরোদ বধূঃ। উদশ্রুবিলোচনানাং চ বান্ধববধূনামুদপাদি মহানাক্রন্দঃ। পরিসমাপিতবৈবাহিকক্রিয়াকলাপস্তু জামাতা বধ্বা

সমং প্রণনাম শ্বশুরৌ। প্রবিবেশ চ দ্বারপক্ষলিখিতরতিপ্রীতিদৈবতং, প্রণয়িভিরিব প্রথম-প্রবিষ্টৈরলিকুলৈঃ কৃতকোলাহলম্, অলিকুলপক্ষপবনপ্রেঙ্খোলিতৈঃ কর্ণোৎপলপ্রহারভয়প্রকম্পিতৈরিব মঙ্গলপ্রদীপৈঃ প্রকাশিতম্, একদেশলিখিতস্তবকিতবক্তাশোকতরুতলভাজা-ধিজ্যচাপেন তির্যক্কুণিতনেত্রত্রিভাগেণ শরমৃজুকুর্বতা কামদেবেনাধিষ্ঠিতম্, একপার্শ্ব-ন্যস্তেন কাঞ্চনাচামরুকেণেতরপার্শ্ববর্তিন্যা চ দান্তশফরুকধারিণ্যা কনকপুত্রিকয়া সাক্ষা-ল্লক্ষ্ম্যেবোদ্দণ্ডপুণ্ডরীকহস্তয়া সনাথেন সোপধানেন স্বাস্তীর্ণেন শয়নেন শোভমানম্, শয়নশিরোভাগস্থিতেন চ কৃতকুমুদশোভেন কুসুমায়ুধনাহায়কায়াগতেন শশিনেব নিদ্রা-কলশেন রাজতেন বিরাজমানং বাসগৃহম্।

তত্র চ হ্রীতায়া নববধূকায়াঃ পরাঙ্মুখপ্রসুপ্তায়া মণিভিত্তিদর্পণেষু মুখপ্রতিবিম্বানি প্রথমালাপাকর্ণনকৌতুকাগতগৃহদেবতাননানীব মণিগবাক্ষকেষু বীক্ষমাণঃ ক্ষণদাং নিন্যে। স্থিত্বা চ শ্বশুরকুলে শীলেনামৃতমিব শ্বশ্রূহৃদয়ে বর্ষয়ন্নভিনবাভিনবোপচারৈর-পুনরুক্তান্যানন্দময়ানি দশদিনানি, দত্ত্বা চ রাজদৌবারিকমিব রাজকুলে রণরণকং যৌতুক-নিবেদিতানীব শম্বলান্যাদায় হৃদয়ানি সর্বলোকস্য কথংকথমপি বিসর্জিতো নৃপেণ বধ্বা সহ স্বদেশমগমদিতি।

ইতি শ্রীমহাকবিবাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতে চক্রবর্তিজন্মবর্ণনং নাম চতুর্থ উচ্ছ্বাসঃ।

পঞ্চম উচ্ছ্বাসঃ

নির্বর্তির্বিধায় পুংসাং প্রথমং সুখমুপরি দারুণং দুঃখম্।
কৃত্বা লোকং তরলা তড়িদিব বজ্রং নিপাতয়তি ॥১॥
পাতয়তি মহাপুরুষান্ সমমেব বহুননাদরেণৈব।
পরিবর্তমান একঃ কালঃ শৈলানিবানন্তঃ ॥২॥

অথ কদাচিদ্রাজা রাজ্যবর্ধনং কবচহরমাহূয় হূণান্ হন্তুং হরিণানিব হরিহরিণেশ-কিশোরমপরিমিতবলানুযাতং চিরন্তনৈরমাত্যৈরনুরক্তৈশ্চ মহাসামন্তৈঃ কৃত্বা সাভিসরমুত্তরা-পথং প্রাহিণোৎ।

প্রয়ান্তং চ তং দেবো হর্ষঃ কতিচিৎ প্রয়াণকানি তুরঙ্গমৈরনুবব্রাজ। প্রবিষ্টে চ কৈলাসপ্রভাভাসিনীং ককুভং ভ্রাতরি বর্তমানো নবে বয়সি বিক্রমরসানুরোধিনি কেসরি-শরভশার্দূলবরাহবহুলেষু তুষারশৈলোপকণ্ঠেষূৎকণ্ঠমানবনদেবতাকটাক্ষাংশুশারিত-শরীরকান্তিঃ ক্রীড়ন্ মৃগয়াং মৃগলোচনঃ কতিপয়ান্যহানি বহিরেব ব্যলম্বত। চকার চকেণান্তাকৃষ্টকার্মুকনির্গতভাসুরভল্লবর্ষী স্বসংপীয়োভিরেব দিবসৈর্নিঃশ্বাপ-দান্যরণ্যানি।

একদা তু বাসতেয্যাস্তুরীয়ে যামে প্রত্যুষস্যেব স্বপ্নে চটুলজ্বালাপুঞ্জরীকৃতসকল-ককুভা দুর্নিবারেণ দবহুতভুজা দহ্যমানং কেসরিণং দ্রাক্ষীৎ। তস্মিন্নেব দাবদহনে সমুৎসৃজ্য শাবকানুপ্রেত্য চাত্মানং পাতয়ন্তীং সিংহীমপশ্যৎ। আসীচ্চাস্য চেতসি—'লোকে হি লোহেভ্যঃ কঠিনতরাঃ খলু স্নেহময়া বন্ধনপাশাঃ, যদাকৃষ্টাস্তির্যঞ্চোঽপ্যেবমা-চরন্তি' ইতি। প্রবুদ্ধস্য চাস্য মুহুর্মুহুর্দক্ষিণেতরমক্ষি পস্পন্দে। গাত্রেষু চাকস্মাদেব বেপথুর্বিপপ্রথে। নির্নিমিত্তমেবান্তর্বন্ধনস্থানাচ্চচালেব হৃদয়ম্। অকারণাদেব চাজা-

ন্নত গরীয়সী দুঃখাসিকা। কিমিদমিতি চ সমুৎপন্নবিবিধকল্পাবিমথিতমতিরপগত-ধৃতিশ্চিন্তাবনমিতবদনঃ স্তিমিততারকেণ চক্ষুষা সমুদ্ভিদ্যমানস্থলকমলিনীবনামিব চকার চকোরেক্ষণঃ ক্ষণং ক্ষোণীম্। অহ্নি চ তস্মিঞ্শূন্যেনৈব চ চেতসা চিক্রীড় মৃগয়াম্। আরোহতি চ হরিতহয়ে মধ্যমহ্নো ভবনমাগত্যোভয়তো মন্দং মন্দং সংবাহ্যমানতনুতালবৃন্তঃ ক্ষিতিতলবিততামতিশিশিরমলয়জরসলবলুলিতবপুষমিন্দু-ধবলোপধানধারিণীং বেত্রপট্টিকামধিশয়ানঃ সাশঙ্ক এব তস্থৌ।

অথ দূরাদেব লেখগর্ভয়া নীলীরাগমেচকরুচা চীরচীরিকয়া রচিতমুণ্ডমালকম্, শ্রমাতপাভ্যামারোপ্যমাণকায়কালিমানম্; অন্তর্গতেন শোকশিখিনাঙ্গারতামিব নীয়-মানম্, অনিত্বরাগমনদ্রুততরপদোদ্ধূয়মানধূলিরাজিব্যাজেন রাজবার্তাশ্রবণকুতূহলিন্যা মেদিন্যেবানুগম্যমানম্, অভিমুখপবনপ্রেঙ্খৎপ্রবিততোত্তরীয়পটপ্রান্তবীজ্যমানোভয়-পার্শ্বমতিত্বরয়া কৃতপক্ষমিবাশ পরাপতন্তম্, প্রের্যমাণমিব পৃষ্ঠতঃ স্বাম্যাদেশেনাকৃষ্য-মাণমিব পুরস্তাদায়তৈঃ শ্রমশ্বাসমোক্ষৈঃ স্বিদ্যল্ললাটতটঘটমানপ্রতিবিম্বকেন কার্যকৌ-তুকাদপহ্রিয়মাণলেখমিব ভাস্বতা সম্ভ্রমলুণ্ঠৈরিবেন্দ্রিয়ৈঃ শূন্যীকৃতশরীরম্, লেখার্পিত-প্রয়োজনগৌরবাদিব সমেঽপি বর্ত্মনি শূন্যহৃদয়তয়া স্খলন্তম্ কালমেঘশকলমিব পতিষ্যতো দুর্বার্তাবজ্রস্য, ধূমপল্লবমিব জ্বলিষ্যতঃ শোকজ্বলনস্য, বীজমিব কলিষ্যতো দুষ্কৃত-শালেরনিমিত্তভুক্তদীর্ঘাধ্বগং কুরঙ্গকনামানমায়ান্তমদ্রাক্ষীৎ।

দৃষ্ট্বা চ পূর্বানিমিত্তপরম্পরাবির্ভাবিতভীতিরভিদ্যত হৃদয়েন। কুরঙ্গকস্তু কৃতপ্রণামঃ সমুপসৃত্য প্রথমমাননলগ্নং বিষাদমুপানিনে, পশ্চাল্লেখম্। তং চ দেবো হর্ষঃ স্বয়মেবাদায়াবাচয়ৎ। লেখার্থেনৈব চ সমং গৃহীত্বা হৃদয়েন সন্তাপমবগ্রহরু-পোঽভ্যধাৎ—'কুরঙ্গক, কিং মান্দ্যং তাতস্য?' ইতি। স চক্ষুষা বাষ্পজলবিন্দুভি-র্মুখেন চ খঞ্জাক্ষরৈঃ করস্থিতযুগপদাচচক্ষে—'দেব! দাহজ্বরো মহান্' ইতি। তচ্চাকর্ণ্য সহসা সহস্রধেবাস্য হৃদয়ং পফাল। কৃতাচমনশ্চ জনয়িতুরায়ুষ্কামোঽপরি-মিতমণিকনকরজতজাতমাত্মপরিবর্হমশেষং ব্রাহ্মণসাদকরোৎ। অভুক্ত এবোচ্চাল। 'দাপয় বাজিনঃ পর্যাণম্' ইতি চ পুরঃস্থিতং শিরঃকৃপাণং বিভ্রাণং বভাণ যুবানম্। বেপমানহৃদয়শ্চ সসম্ভ্রমপ্রধাবিতপরিবর্ধকোপনীতমারুহ্য তুরঙ্গমেকাক্যেব প্রাবর্তত।

অকাণ্ডপ্রয়াণসংজ্ঞাশঙ্খক্ষুভিতং তু সম্ভ্রমাৎ সজ্জীভূতমদ্ভুতমুখরখুরবভরিত-সকলভুবনবিবরমাগত্যাগত্য সার্বভৌম দিগ্ভ্যো ধাবমানমশ্বীয়মঢৌকত। প্রস্থিতস্য চাস্য প্রদক্ষিণেতরং প্রযান্তো বিনাশমুপস্থিতং রাজসিংহস্য হরিণাঃ প্রকটয়াম্বভূবুঃ। অশিশির-রশ্মিমণ্ডলাভিমুখশ্চ হৃদয়মবদারয়ন্নিব দাবশুষ্কে দারুণি দারুণং ররাণ বারসঃ। কজ্জল-ময় ইব বহুদিবসমুপচিতবহলমলপটলমলিনিততনুরভিমুখমাজগাম শিখিপিচ্ছলাঞ্ছনো নগ্নাটকঃ। দুর্নিমিত্তৈরনভিনন্দ্যমানগমনশ্চ নিতরামশঙ্কত। হৃদয়েন পিতৃস্নেহাহিত ম্রদিম্না চ তৎতদুপেক্ষমাণ স্তুরঙ্গমস্কন্ধবন্ধলক্ষ্যং চক্ষুরবিচলং দধানো দুঃখমবসিত-হসিতসংকরস্তদ্ধ্বীভূতেন ভূপাললোকেনানুগম্যমানো বহুযোজনসংপিণ্ডিতমধ্বানমে-কেনৈবাহ্না সমলঙ্ঘয়ৎ।

উপলব্ধনরেন্দ্রমান্দ্যবার্তাবিষণ্ণ ইব নষ্টতেজস্যধোমুখীভবতি ভগবতি ভানুমতি ভণ্ডিপ্রমুখেন প্রণয়িনা রাজপুত্রলোকেন বহুশো বিজ্ঞাপ্যমানোঽপি নাহারমকরোৎ। পুরঃপ্রবৃত্তপ্রতীহারগৃহ্যমাণগ্রামীণপরম্পরাপ্রকটিতপ্রগুণবর্ত্মা চ বহন্নেব নিন্যে নিশাম্।

অন্যস্মিন্নহনি মধ্যন্দিনে বিগতজয়শব্দম্, অস্তমিততূর্যনাদম্, উপসংহৃতগীতম্, উৎসারিতোৎসবম্, অপ্রগীতচারণম্, অপ্রসারিতাপণপণ্যম্, স্থানস্থানেষু পবনবলকুটিলাভিঃ কোটিহোমধূমলেখাভিরুল্লসন্তীভির্যমমহিষমহিষবিষাণকোটিভিরিবোল্লিখ্যমানম্, কৃতান্তপাশবাগুরাভিরিব বেষ্ট্যমানম্, উপরি কালমহিষালঙ্কারকালায়সকিঙ্কিণীভিরিব কটু ক্বণন্তীভির্দিবসং বায়সমণ্ডলীভির্ভ্রমন্তীভিরাবেদ্যমানপ্রত্যাসন্নাশুভম্, ক্বচিৎ প্রতিশায়িতস্নিগ্ধবান্ধবরাধ্যমানাহির্বুধ্নম্, ক্বচিদ্দীপিকাদহ্যমানকুলপুত্রকপ্রসাদ্যমানমাতৃমণ্ডলম্, ক্বচিদাশ্চোতিশিপ্রাদ্রিয়মাণবাহুবপ্রোপশ্রাচ্যমানচণ্ডিকম্, অন্যত্র শিরোবিধৃতবিলীয়মানগলদ্গুগ্গুলুবিকলনবসেবকানুনীয়মানমহাকালম্, অপরত্র নিশিতশস্ত্রনিকৃত্তাত্মমাংসহোমপ্রসক্তাপ্তবর্গম্, অপরত্র প্রকাশনরপতিকুমারকক্রিয়মাণমহামাংসবিক্রয়প্রক্রমম্, উপহতমিব শ্মশানপাংশুভিঃ অমঙ্গলৈরিব পরিগৃহীতম্, যাতুধানৈরিব বিধ্বস্তম্, কলিকালেনেব কবলিতম্, পাপপটলৈরিব সঞ্ছাদিতম্, অধর্মবিক্ষেপৈরিব লুণ্ঠিতম্, অনিত্যতাধিকারৈরিবাক্রান্তম্, নির্যাতবিলাসৈরিবাত্মীকৃতম্, শূন্যমিব সুপ্তমিব মুষিতমিব বিলক্ষিতমিব ছলিতমিব মূর্ছিতমিব স্কন্ধাবারং সমাসসাদ।

প্রবিশন্নেব বিপণিবর্ত্মনি কুতূহলাকুলবহলবালকপরিবৃতমূর্ধ্বযষ্টিবিষ্কম্ভবিততে বামহস্তবর্তিনি ভীষণমহিষাধিরূঢ়প্রেতনাথসনাথে চিত্রবতি পটে পরলোকব্যতিকরমিতরকরকলিতেন শরকাণ্ডেন কথয়ন্তং যমপট্টিকং দদর্শ। তেনৈব চ গীয়মানং শ্লোকমশৃণোৎ—

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্য কে কস্য বা ভবান্ ॥৩॥ ইতি

তেন চাধিকতরমবদীর্যমাণহৃদয়ঃ ক্রমেণ রাজদ্বারং প্রতিষিদ্ধসকললোকপ্রবেশং যযৌ। তুরগাদবতীর্ণশ্চাভ্যন্তরান্নিষ্ক্রামন্তমপ্রসন্নমুখরাগমুন্মুক্তমিবেন্দ্রিয়ৈঃ সুষেণনামানং বৈদ্যকুমারকমদ্রাক্ষীৎ। কৃতনমস্কারং চ তমপ্রাক্ষীৎ—'সুষেণ! অস্তি তাতস্য বিশেষো। ন বা?' ইতি সোঽব্রবীৎ—'নাস্তীদানীং যদি ভবেৎ কুমারং দৃষ্ট্বা' ইতি। মন্দং মন্দং দ্বারপালৈঃ প্রণম্যমানশ্চ দীয়মানসর্বস্বম্, পূজ্যমানকুলদেবতম্, প্রারব্ধামৃতচরুপচনক্রিয়ম্, ক্রিয়মাণষড়াহুতিহোমম্, হূয়মানপৃষদাজ্যলবলিপ্তপ্রচলদ্দূর্বাপল্লবম্, পঠ্যমানমহামায়ূরীপ্রবর্ত্যমানগৃহশান্তিনির্বর্ত্যমানভূতরক্ষাবলিবিধানম্, প্রযতবিপ্রপ্রস্তুতসংহিতাজপং জপ্যমানরুদ্রৈকাদশীশব্দায়মানশিবগৃহম্, অতিশুচিশৈবসম্পাদ্যমানবিরূপাক্ষক্ষীরকলশসহস্রস্নপনম্, অজিরোপবিষ্টৈশ্চানাসাদিতস্বামিদর্শনদূয়মানমানসৈরভ্যন্তরনিষ্পতিতনিকটবর্তিপরিজননিবেদ্যমানব্যর্থৈর্বীতভূতস্নানভোজনশয়নৈরুজ্ঝিতাত্মসংস্কারমলিনবেশলিখিতৈরেব নিশ্চলৈর্নরপতিভির্নীয়মাননক্তংদিবং দুঃখদীনবদনেন চ প্রঘণেষু বন্ধমণ্ডলেনোপাংশব্যাহৃতৈঃ কেনচিচ্চিকিৎসকদোষানুদ্ভাবয়তা, কেনচিদসাধ্যব্যাধিলক্ষণপদানি পঠতা, কেনচিদ্দুঃস্বপ্নানাবেদয়তা, কেনচিৎ পিশাচবার্তাং বিবৃণ্বতা, কেনচিৎ কার্তান্তিকাদেশান্ প্রকাশয়তা, কেনচিদুপলিঙ্গানি গায়তা, অন্যোন্যানিত্যতাং ভাবয়তা, সংসারং চাপবদতা, কলিকালবিলসিতানি চ নিন্দতা, দৈবং চোপালভমানেনাপরেণ ধর্মায় কুপ্যতা, রাজকুলদেবতাশ্চাধিক্ষিপতা, অপরেণ ক্লিষ্টকুলপুত্রকভাগ্যানি গর্হয়তা, বাহ্যপরিজনেন কথ্যমানকষ্টপার্থিবাবস্থং রাজকুলং বিবেশ।

অবিরলবাষ্পপয়ঃপরিপ্লুতলোচনেন পিতৃপরিজনেন বীক্ষ্যমাণো বিবিধৌষধিদ্রব্যদ্রব-

গন্ধগর্ভমুৎক্কথতাং ক্কাথানাং সর্পিষাং তৈলানাং চ প্রপচ্যমানানাং গন্ধমাজিঘ্রন্নবাপ তৃতীয়ং কক্ষ্যান্তরম্।

তত্র চাতিনিঃশব্দে গৃহাবগ্রহণীগ্রাহিবহুবেত্রিণি, ত্রিগুণতিরস্করিণীতিরোহিতসুবীথীপথে, পিহিতপক্ষদ্বারকে, পরিহৃতকবাটরটিতে, ঘটিতগবাক্ষরক্ষিতমরুতি, দূয়মানপরিচারকে, চরণতাড়নস্বনৎসোপানপ্রকুপিতপ্রতীহারে, নিভৃতসংজ্ঞানির্দিশ্যমানসকলকর্মাণি, নাতিনিকটোপবিষ্টকঞ্চুকিনি, কোণস্থিতাহ্বানচকিতাচমনকবাহিনি, চন্দ্রশালিকালীনমূকমৌলিলোকে, মহাধিবিধুরবান্ধবাঙ্গনাবর্গগৃহীতপ্রচ্ছন্নপ্রগ্রীবকে, সঞ্জবনপুঞ্জিতোদ্বিগ্নপরিজনে, প্রবিষ্টকীর্তিতপরপ্রণয়িনি, গম্ভীরজ্বরারম্ভভীতভিষজি, দুর্মনায়মানমন্ত্রিণি, মন্দায়মানপুরোধসি, সীদৎসুহৃদি, বিদ্রাণবিপশ্চিতি, সন্তপ্তাপ্তসামন্তে, বিচিত্তচামরগ্রাহিণি, দুঃখক্ষামশিরোরক্ষিণি, ক্ষীয়মাণপ্রসাদবিত্তকমনোরথসম্পদি, স্বামিভক্তপরিত্যক্তাহারহীয়মানবলবিকলবল্লভভূভৃতি, ক্ষিতিতলপতিতসকলরজনীজাগরুকরাজপুত্রকুমারকে, কুলমাগতকুলপুত্রনিবহোহ্যমানশুচি, শোকসঙ্কুচিতকঞ্চুকিনি, নিরানন্দনন্দিনি নিঃশ্বসন্নিরাশাসন্নসেবকে, নিঃসৃততাম্বূলধূসরাধরবারযোষিতি, বিলক্ষবৈদ্যোপদিশ্যমানপথ্যাহরণাবহিতপৌরোগবে অনুজীবিপীয়মানোচ্চচবকধারাবারিবিনোদ্যমানস্যশোষরুজি রাজাভিলাষভোজ্যমানবহুভুজি, ভেষজসামগ্রীসম্পাদনব্যগ্রসমগ্রব্যবহারিণি, মুহুর্মুহুরাহূয়মানতোয়কর্মান্তিকানুমিতঘোরাতুরতৃষি, তুষারপরিকরিতকরকাশিশিরীক্রিয়মাণোদশ্বিতি শ্বেতার্দ্রকর্পটার্পিতকর্পূরপরাগশীতলীকৃতশলাকে, নাশ্যানপঙ্কলিপ্যমাননবভাণ্ডগতগণ্ডূষগ্রহণমস্তুনি, তিম্যৎকোমলকমলিনীপলাশপ্রাবৃত মৃদুমৃণালকে, সনালনীলোৎপলপুলীসনাথসলিলপানভাজনভুবি, ধারানিপাতনির্বাপ্যমাণক্কথিতাম্ভসি, পটুপাটলশর্করামোদমুচি, মণ্ডকাশ্রিতসিকতিলককর্করীবিশ্রান্তান্তরচক্ষুষি, সরলশৈবলবলয়িতগলদ্গোলযন্ত্রকে, গন্ধবর্কশালাজিরোল্লাসিতলাজসক্তুনিপীতমসারপারীপরিগৃহীতকর্কশর্করে শিশিরৌষধরসচূর্ণাবকীর্ণস্ফটিকশুক্তিশঙ্খসঞ্চয়ে, সঞ্চিতপ্রচুরপ্রাচীনামলকমাতুলুঙ্গদ্রাক্ষাদাড়িমাদিফলে, প্রতিগ্রাহিতবিপ্রবিপ্রকীর্যমাণশান্ত্যুদকবিপ্রুষি, প্রেষ্যাপ্রেষ্যমাণললাটলেপোপদিগ্ধদৃষদি ধবলগৃহে স্থিতম্, পরলোকবিজয়ায় নীরাজ্যমানমিব জ্বরজ্বলনেন অনবরতপরিবর্তনৈস্তরঙ্গিণি শয়নীয়ে শেষমিব বিষোষ্মণা ক্ষীরোদশ্বিতি বিবেষ্টমানম্। মুক্তাফলবালুকাধূলিধবলিতং জলধিমিব ক্ষয়কালে শুষ্যন্তম্, কালেন কৈলাসমিব দশাননেনোদ্ধ্রিয়মাণম্, অবিরতচন্দনচর্চাপরাণাং পরিচারকাণামত্যুষ্ণাবয়বস্পর্শভস্মীভূতোদরৈরিব ধবলৈঃ করৈঃ স্পৃশ্যমানম্, লোকান্তরপ্রস্থিতং স্থাণুনা স্বযশসেব চন্দনানুলেপনচ্ছলেনাপৃচ্ছ্যমানম্, অবিচ্ছিন্নদীয়মানকমলকুমুদেন্দীবরদলং কালকটাক্ষপতনশবলমিব শরীরমুদ্বহন্তম্, নিবিড়দুকূলপট্টনিপীড়িতকেশান্তকথ্যমানকষ্টবেদনানুবন্ধং মূর্ধানং ধারয়ন্তম্, দুর্ধরবেদনোন্নমন্নীলশিরাজালককরালেন চ কালাঙ্গুলিলিখ্যমানলেখাখ্যাতমরণাবধিদিবসসংখ্যানেনেব ললাটফলকেন ভয়মুপজনয়ন্তম্, আসন্নযমদর্শনোদ্বেগাদিব চ কিঞ্চিদন্তঃপ্রবিষ্টতারকং চক্ষুর্দধানম্, শুষ্যদ্দশনপঙ্‌ক্তিপ্রসৃতধূসরদীধিতিতরঙ্গিণীং মৃগতৃষ্ণিকামিবোষ্ণাং নিঃশ্বাসপরম্পরামুদ্বহন্তম্, অত্যুষ্ণনিঃশ্বাসদগ্ধয়েব শ্যামায়মানয়া রসনয়া নিবেদ্যমানদারুণসন্নিপাতারম্ভম্, উরঃস্থলস্থাপিতমণিমৌক্তিকহারচন্দনচন্দ্রকান্তং কৃতান্তদূতদর্শনযোগ্যমিবাত্মানঃ কুর্বাণম্, অঙ্গভঙ্গবলনোৎক্ষিপ্তভুজযুগলং পর্যস্তহস্তনখময়ূখৈর্ধারাগৃহমিব তাপশান্তয়ে রচয়ন্তম্, নেদিষ্টস-

লিলমণিকুট্টিমাদর্শোদরেষু নিপতদ্ভিঃ প্রতিবিম্বৈরপি সন্তানপতিশয়মিব কথয়ন্তম্, স্পৃশন্তীং প্রণয়িনীমিব বিশ্বাসভূমিং মূর্চ্ছামপি বহুমন্যমানম্, অন্তকাহবানাক্ষরৈরিব সভয়ভিষগুদ্দৃষ্টৈররিষ্টৈরাবিষ্টম্, মহাপ্রস্থানকালে শ্বসন্তাপসন্তানমাপ্তহৃদয়েষু সঞ্চারয়ন্তম্, অরতিপরিগৃহীতমীর্ষ্যয়েব ছায়য়া বিমুচ্যমানম্, উদ্যোগমিবোপদ্রবাণাম্, সর্বাস্ত্রমোক্ষমিব ক্ষামতায়াঃ, হস্তীকৃতং বিহস্ততয়া, বিষয়ীকৃতং বৈবম্যেণ, ক্ষেত্রীকৃতং ক্ষয়েণ, গোচরীকৃতং গ্লান্যা, দষ্টং দুঃখাসিকয়া, আত্মীকৃতমস্বাস্থ্যেন, বিধেয়ীকৃতং ব্যাধিনা ক্রীড়ীকৃতং কালেন, লক্ষ্যীকৃতং দক্ষিণাশয়া, পীতমিব পীড়াভিঃ, জগ্ধমিব জাগরেণ, নিগীর্ণমিব বৈবর্ণ্যেন, গ্রাসীকৃতমিব গাত্রভঙ্গেন, হ্রিয়মাণমিব বিপদ্ভিঃ, বণ্ট্যমানমিব বেদনাভিঃ, লুণ্ঠ্যমানমিব দুঃখৈঃ, আদিৎসিতং দৈবেন, নিরূপিতং নিয়ত্যা, সমাঘ্রাতমনিত্যত্বেন, অভিভূয়মানমভাবেন, পরিকল্পিতং পরাসুতয়া, দত্তাবকাশং ক্লেশস্য, নিবাসং বৈমনস্যস্য, সমীপে কালস্য, অন্তিকেঽন্ত্যোচ্ছ্বাসস্য, মুখে মহাপ্রবাসস্য দ্বারি দীর্ঘনিদ্রায়াঃ, জিহ্বাগ্রে জীবিতেশস্য বর্তমানম্, বিরলং বাচি, চলিতং চেতসি, বিহ্বলং বপুষি, ক্ষীণমায়ুষি, প্রচুরং প্রলাপে, সততং শ্বসিতে, জিতং জৃম্ভিকাভিঃ, পরাধীনমাধিভিঃ, অনুবধ্নমনুবধ্নকাভিঃ, পার্শ্বোপবিষ্টয়া চানবরতরোদনোচ্ছূননয়নয়া গৃহীতচামরিকয়াপি নিঃশ্বসিতৈরেব বীজয়ন্ত্যা বিবিধৌষধিধূলিধূসরিতশরীরয়া মুহুর্মুহুঃ 'আর্যপুত্র ! স্বপিষি' ইতি ব্যাহরন্ত্যা দেব্যা যশোমত্যা শিরসি বক্ষসি চ স্পৃশ্যমানং পিতরমদ্রাক্ষীৎ।

দৃষ্টবা চ প্রথমদুঃখসম্পাতমথ্যমানমতিরশঙ্কিত ইব ভাগধেয়েভ্যঃ সমভবৎ। অন্তকপুরবর্তিনমেব চ পিতরমমন্যত। নিরাকৃত ইব চান্তঃকরণেন ক্ষণমাসীৎ। অবধূতশ্চ ধৈর্যেণ, ক্ষেত্রীকৃতঃ ক্ষোভেণ, রিক্তীকৃতো রত্যা, বিষয়ীকৃতো বিষাদেন, পাবকময়মিব হৃদয়মুদ্বহম্, বিষমবিষদূষিতানীব মুহ্যন্তীন্দ্রিয়াণি বিভ্রাণঃ, তমসা রসাতলমপি বিশেষয়ন্, শূন্যত্বেনাকাশমপ্যতিশয়ানো নাবিন্দত কর্তব্যম্। পস্পর্শ চ হৃদয়েন ভিয়মুক্তমাঙ্গেন চ গাম্।

অবনিপতিস্তু দৃষ্টবাতিদয়িতং তনয়ং তদবস্থোঽপি নির্ভরস্নেহাবর্জিতঃ প্রধাবমানো মনসা প্রসার্য ভুজৌ 'এহ্যেহি' ইত্যাহবয়ন্ শরীরার্ধেন শয়নাদুদগাৎ। সসম্ভ্রমমুপসৃতং চৈনং বিনয়াবনম্রমুন্নময্য বলাদুরসি নিবেশ্য, বিশন্নিব প্রেম্ণা নিশাকরমণ্ডলমধ্যম্, মজ্জন্নিবামৃতময়ে মহাসরসি, স্নাপয়ন্নিব মহতি হরিচন্দনরসপ্রস্রবণে, অভিষিচ্যমান ইব তুষারাদ্রিদ্রবেণ, পীড়য়ন্নঙ্গৈরঙ্গানি, কপোলেন কপোলমবঘট্টয়ন্, নিমীলয়ন্ পক্ষ্মাগ্রগ্রথিতাজস্রাস্রবিস্রাবিণী বিলোচনে বিস্মৃতজ্বরসঞ্জ্বরঃ সুচিরমালিলিঙ্গ। কথংকথমপি চিরাদ্বিমুক্তমপসৃত্য কৃতনমস্কারং প্রণতজননীকমুপাগতমাসীনং চ শয়নান্তিকে পিবন্নিব বিগতনিমেষনিশ্চলেন চক্ষুষা ব্যালোকয়ৎ। পস্পর্শ চ পুনঃপুনর্বেপথুলতা পাণিতলেন ক্ষয়ক্ষামকণ্ঠশ্চ কৃচ্ছ্রাদিবাবাদীৎ—বৎস ! কৃশোঽসি' ইতি। ভণ্ডিস্ত্বকথয়ৎ—'দেব ! তৃতীয়মহঃ কৃতাহারস্যাস্যাদ্য' ইতি।

তচ্ছ্রুত্বা বাষ্পবেগগৃহ্যমাণাক্ষরং কথং কথমপ্যায়তং নিঃশ্বস্যোবাচ—বৎস ! জানামি ত্বাং পিতৃপ্রিয়মতিমৃদুহৃদয়ম্। ঈদৃশীষু বিধুরয়তি ধীমতোঽপি ধিয়ম্। অতিদুর্ধরো বান্ধবস্নেহঃ সর্বপ্রমাথী। যতো নার্হস্যাত্মানং শুচে দাতুম্। উদ্দামমহাদাহজ্বরদগ্ধোঽপি দহেৎ খলবহমধিকতরমনেনায়ুষ্মদাধিনা। নিশিতমিব শস্ত্রং তক্ষ্ণোতি মাং ত্বদীয়স্তনিমা। মুখং চ রাজ্যং চ বংশশ্চ প্রাণাশ্চ পরলোকশ্চ ত্বয়ি মে স্থিতাঃ। যথা

মম তথা সর্বাসাং প্রজানাম্। তদ্বিধানাং পীড়াঃ পীড়য়ন্তি সকলমেব ভুবনতলম্। ন হ্যল্পপুণ্যভাজাং বংশমলঙ্কুর্বন্তি ভবাদৃশাঃ। ফলমস্যানেকজন্মান্তরোপার্জিতস্যাকলুষস্য কর্মণঃ। করতলগতমিব কথয়ন্তি চতুর্ণামপ্যর্ণবানামাধিপত্যং তে লক্ষণানি। ত্বজ্জন্মনৈব কৃতার্থোহস্মি। নিরভিলাষোহস্মি জীবিতব্যে। ভিষগনুরোধঃ পায়য়তি মামৌষধম্। অপি চ বৎস! সর্বপ্রজাপুণ্যৈঃ সকলভুবনতলপরিপালনার্থমুৎপৎস্যমানানাং ভবাদৃশাং জন্মগ্রহণোপায়ঃ পিতরৌ। প্রজাভিস্তু বন্ধুমন্তো রাজানঃ, ন জ্ঞাতিভিঃ। তদুত্তিষ্ঠ। কুরু পুনরেব সর্বাঃ ক্রিয়াঃ। কৃতাহারে চ ত্বয্যহমপি স্বয়মুপযোক্ষে পথ্যম্' ইত্যেবমভিহিতস্য চাস্য ধক্ষ্যন্নিব হৃদয়মতিতরাং শোকানলঃ সন্দুধুক্ষে। ক্ষণমাত্রং চ স্থিত্বা পিত্রা পুনরাহারার্থমাদিশ্যমানো ধবলগৃহাদবততার। চকার চ চেতসি—'অকাণ্ডে খলবয়ং সমুপস্থিতো মহাপ্রলয়ো ব্যভ্র ইব বজ্রপাতঃ। সামান্যোঽপি তাবচ্ছোকঃ, সোচ্ছ্বাসং মরণম্, অনুপদিষ্টৌষধো মহাব্যাধিঃ, অভস্মীকরণোঽগ্নিপ্রবেশঃ, অনুপরতস্যৈব নরকবাসঃ, নির্জ্যোতিরঙ্গারবর্ষমহাকলীকরণং ক্রকচদারণমরণো বজ্রসূচীপাতঃ। কিমুত বিশেষশ্রিতঃ। কিমত্র করবাণি' ইতি।

রাজপুরুষৈরধিষ্ঠিতশ্চ গত্বা স্বধাম ধূমময়ানিব কৃতাশ্রুপাতান্, অগ্নিময়ানিব জনিতহৃদয়দাহান্, বিষময়ানিব দত্তমূর্চ্ছাবেগান্, মহাপাতকময়ানিবোৎপাদিতঘৃণান্, ক্ষারময়ানিবানীতবেদনান্, কতিচিৎ কবলানগৃহ্ণাৎ। আচামংশ্চ চামরগ্রাহিণমাদিদেশ—'বিজ্ঞায়াগচ্ছ কথামান্তে নাগৃহীততাম্বূলে এবোক্তামাত্য মনসাস্তাভিলাষিণি সবিতরি সর্বানাহূয়োপহ্বরে বৈদ্যান্, কিমস্মিন্নেবংবিধে বিধেয়মধুনা? ইতি বিষণ্ণহৃদয়ঃ পপ্রচ্ছ। তে তু ব্যজ্ঞাপয়ন্—'দেব! ধৈর্যমবলম্বস্ব। কতিপয়ৈরেব বাসরৈঃ পুনঃ স্বাং প্রকৃতিমাপন্নং স্বস্থং শ্রোষ্যসি পিতরম্' ইতি।

তেষাং তু ভিষজাং মধ্যে পৌনর্বসবো যুবাঽষ্টাদশবর্ষদেশীয়স্তস্মিন্নেব রাজকুলে কুলক্রমাগতো গতঃ পরম্পারমষ্টাঙ্গস্যায়ুর্বেদস্য ভুভুজা সুতনির্বিশেষং লালিতঃ প্রকৃত্যোবাতিপটীয়স্যা প্রজ্ঞয়া যথাবদ্বিজ্ঞাতা ব্যাধিস্বরূপাণাং রসায়নো নাম বৈদ্যকুমারকঃ সাস্রস্তূষ্ণীমধোমুখোঽভূৎ। পৃষ্টশ্চ রাজসূনুনা—'সখে রসায়ন! কথয় তথ্যং যদ্যসাধিব পশ্যসি ইতি সোঽব্রবীৎ—'দেব! প্রভাতে যথাবস্থিতমাবেদয়িতাস্মি' ইতি।

অত্রৈব চান্তরে ভবনকমলিনীপালঃ কোকমাশ্বাসয়ন্নপরবক্ত্রমুচ্চৈরপঠৎ—

বিহগ! কুরু দৃঢ়ং মনঃ স্বয়ং ত্যজ শুচমাসুস্ব বিবেকবর্ত্মনি।
সহ কমলসরোজিনীশ্রিয়া শ্রয়তি সুমেরুশিরো বিরোচনঃ ॥৪॥

তচ্ছ্রাকর্ণ্য বাগ্বিনিমিত্তজ্ঞঃ পিতরি সুতরাং জীবিতাশাং শিথিলীচকার। গতেষু চ ভিষক্ষু ক্ষতধৃতিঃ ক্ষপামুখে ক্ষিতিপালসমীপমেব পুনরারুরোহ। তত্র চ 'দাহো মহান্। আহর হারান্ হরিণি মণিদর্পণান্মে দেহ দেহি বৈদেহি! হিমলবৈর্লিম্প ললাটং লীলাবতি! ধনসারক্ষোদধূলীর্নিধেহি ধবলাক্ষি? নিক্ষিপ চক্ষুষি চন্দ্রকান্তং কান্তিমতি! কপোলে কলয় কুবলয়ং কলাবতি! চন্দনচর্চা রচয় চারুমতি! পাটয় পটমারুতং পাটলিকে! মন্দয় দাহমিন্দুমতি! অরবিন্দৈর্জনয় জলার্দ্রয়া মৃদং মদিরাবতি! সমুপনয় মৃণালানি মালতি! তরলয় তালবৃন্তমাবন্তিকে! মূর্ধানং ধাবমানং বধাণ বন্ধুমতি! কন্ধরাং ধারয় ধারণিকে। উরসি সশীকরং করং কুরু কুরঙ্গবতি! সম্বাহয় বাহু বলাহিকে! পীড়য় পাদৌ পদ্মাবতি! গৃহাণ গাঢ়মঙ্গমনঙ্গসেনে! কা বেলা বর্ত্ততে বিলাসবতি! নৈতি নিদ্রা, কথাঃ কথয় কুমুদ্বতি! ইত্যেবং-

প্রায়ান্ পিতুরালাপাননবরতমাকর্ণয়ন্ দূয়মানহৃদয়ো দুঃখদীর্ঘাং জাগ্রদেব নিশাম-নৈষীৎ।

উষসি চাবতীর্য রাজদ্বারদেশোপসর্পিণা পরিবর্ধকেনোপস্থাপিতেঽপি তুরঙ্গে চরণাভ্যামেবাজগাম স্বমন্দিরম্। তত্র চ ত্বরমাণা ভ্রাতুরাগমনার্থমুপর্যুপরি ক্ষিপ্রপাতিনো দীর্ঘাধ্বগানতিজবিনশ্চোষ্ট্রপালাম্ প্রাহিণোৎ। প্রক্ষালিতবদনশ্চ পরিজনেনোপনীতমপি প্রতিকর্ম নাগ্রহীৎ। অগ্রতঃ স্থিতানাং রাজপুত্রযুনাং বিমনসাং 'রসায়নো রসায়নঃ' ইতি জল্পিতমব্যক্তমশ্রৌষীৎ। পর্যপৃচ্ছচ্চ তান্—'ভদ্রাঃ! কিং রসায়ন' ইতি। পৃষ্টাশ্চ তে সর্বে সমমেব তূষ্ণীং বভূবুঃ। ভূয়োভূয়শ্চানুবধ্যমানা দুঃখেন কথংকথমপ্যাচচক্ষিরে—'দেব! পাবকং প্রবিষ্টঃ' ইতি। তচ্চ শ্রুত্বা প্লুষ্ট ইবান্তস্তাপেন সদ্যো বিবর্ণতামগাৎ। উৎপাট্যমানমিব চ ন শশাক শোকান্ধং ধারয়িতুং হৃদয়ম্। আসীচ্চাস্য চেতসি—কামং স্বয়ং ন ভবতি ন তু শ্রাবয়ত্যপ্রিয়ং বচন-মরতিকরমিতর ইবাভিজাতো জনঃ। কৃচ্ছ্রে চ যথানেনানুষ্ঠিতমুজ্জ্বলীকৃতমধিকতরং জ্বলনপ্রবেশেন কল্যাণপ্রকৃতি কার্তস্বরমিব কৌলপুত্রমস্যেতি। পুনশ্চাচিন্তয়ৎ—সমুচিতমেবাথবা স্নেহস্যেদম্। কিমস্য তাতো ন তাতঃ, কিং বাম্বা ন জননী, বয়ং ন ভ্রাতরঃ। অন্যস্মিন্নপি তাবৎ স্বামিনি দুর্লভীভবতি ভবন্ত্যসবো ম্রিয়মাণা হ্রীহেতবো লোকে কিমুতামৃতস্যন্দজীবিনাং নির্ব্যাজবান্ধবেঽবন্ধ্যপ্রসাদে সুগৃহীতনাম্নি তাতে। সম্প্রতি সাম্প্রতমাচরিতমনেনাত্মানং দহতা। কিং বাস্যাকল্পমবস্থিতস্য স্থেয়সো যশোময়স্য দহ্যতে পতিতঃ স কেবলং দহনে। দগ্ধাস্তু বয়ম্। ধন্যঃ খল্বসাবগ্রণীঃ পুণ্যভাজাম্। অপুণ্যভাক্ত্বিদমেব রাজকুলং কুলপুত্রেণ যত্তাদৃশা বিযুক্তম্। অপিচ মমাপি কঃ খল্বেতেষাং প্রাণানাং কার্যাতিভারঃ কৃত্যশেষো বা, কা বা ব্যাপৃতত যেন নাদ্যাপি নিষ্ঠুরাঃ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তে। কো বান্তরায়ো হৃদয়স্য যেন সহস্রধা ন দলতী'তি। দুঃখার্তশ্চ ন জগাম রাজসদ্ম। সমুৎসসর্জ চ সর্বকার্যাণি। শয়নীয়ে নিপত্যোত্তরীয়বাসসা সোত্তমাঙ্গমাত্মানমবগুণ্ঠ্যাতিষ্ঠৎ।

ইত্থম্ভূতে চ দেবে হর্ষে রাজনি চ তদবস্থে সর্বস্যৈব লোকস্য কপোলেষু কীলিতা ইব করাঃ, লোচনেষু লেপ্যময্য ইবাশ্রুস্রুতয়ঃ, নাসাগ্রেষু গ্রথিতা ইব দৃষ্টয়ঃ কর্ণেষুৎ-কীর্ণা ইব রুদিতধ্বনয়ঃ, জিহ্বাসু সহজানীব হা কষ্টানি, লপনেষু পল্লবিতানীব শ্বসিতানি, অধরেষু লিখিতানীব পরিদেবিতপদানি, হৃদয়েষু নিধানীকৃতানীব দুঃখান্য-ভবন্। উষ্ণাশ্রুদাহভীতেব নাভজত নেত্রোদরাণি নিদ্রা নিঃশ্বাসবাতবিধুতা ইব বালী-য়ন্ত হাসাঃ। নিরবশেষদগ্ধেব চ সন্তাপেন ন প্রাবর্তত বাণী। কথাস্বপি নাশ্রূয়ন্ত পরিহাসাঃ। ক্বাপ্যগমন্নিতি নাজ্ঞায়ন্ত গীতগোষ্ঠ্যঃ। জন্মান্তরাতীতানীব নাস্মর্যন্ত লাস্যানি। স্বপ্নেঽপি নাগৃহ্যন্ত প্রসাধনানি। বার্তাপি নালভ্যতোপভোগানাম্। নামাপি নাকীর্ত্যতাহারস্য। খপুষ্পপ্রতিমান্যাসন্নাপানমণ্ডলানি লোকান্তরমিবানীয়ন্ত বন্দিবাচঃ। যুগান্তর ইবাবর্তন্ত নিবৃত্তয়ঃ। পুনর্নিরবাদহ্যত শোকাগ্নিনা মকরকেতুঃ। দিবাপি মা মুচ্যন্ত শয়নানি। শনৈঃ শনৈশ্চ মহাপুরুষবিনিপাতপিশুনাঃ সমং সমন্তাৎ সমুদভবৎ ভুবনে ভূয়াংসো ভূপতেরভাবায় ভয়মুৎপাদয়ন্তো ভূতানাং মহোৎপাতাঃ।

তথা হি দোলায়মানসকলকুলাচলচক্রবালা পত্যা সার্ধং গন্তুকামেব প্রথমমচলদ্ধরিত্রী। ধন্বন্তরেরিবান্তরে তস্মিন্ স্মরন্তঃ পরস্পরাস্ফালনবাচালবীচয়ো

বিজহ্বুর্নিরেহের্ণবাঃ। ভভ্ভদভাবাভীতানাং বিততশিখিকলাপাবিকটকুটিলাঃ কেশপাশা ইবোধ্বীবিভবুঃ ধূমকেতবঃ ককুভাম্। ধূমকেতুকরালিতাদিঙ্‌মুখং দিক্‌পালারন্ধাগ্নুল্কামহোমথুমধ্যমিবাভবদ্ভুবনম্। ভ্রষ্টভাসি তপ্তকালায়সকুম্ভবদ্রুণি ভানুমণ্ডলে ভয়ংকরকবন্ধকায়ব্যাজেন কোঽপি পার্থিবপ্রাণিতার্থী পুরুষোপহারমিবোপজহার। জ্বলিতপারিবেষমণ্ডলাভোগভাস্বরো জিঘৃক্ষাজম্ভমাণস্বর্ভানভয়াদ্দুপরচিতাগ্নিপ্রাকার ইব প্রত্যদৃশ্যত শ্বেতভানুঃ। অবনিপতিপ্রতাপপ্রসাধিতাঃ প্রথমতরকৃতপাবকপ্রবেশা ইবাদহ্যন্তানুরক্তা দিশঃ। স্রুতশোণিতশীকরাসাররুণিততনুমরণায় পর্যাকুলা প্রাবৃত-পাটলাংশুকপটেবাদৃশ্যত বসুধাবধূঃ। নরাধিপবিনাশসম্ভ্রমভীতৈর্লোকপালৈরিব কালায়সকবাটপুটৈরকালকালমেঘপটলৈররুধ্যন্ত দিগদ্বারাণি। প্রেতপতিপ্রয়াণপ্রহতাঃ পটবঃ পটহা ইবারটান্তা হৃদয়স্ফোটনাঃ পস্ফায়িরে নিপততাং নির্ঘাতানাং ঘোরা ঘনানির্ঘোষাঃ। নিকটীভবদ্‌যমমহিষ খুরপুটোদ্ভূতা ইব দুর্মর্ণিধাম ধূসরীচক্রুঃ ক্রমেলককচকপিলাঃ পাংশুবৃষ্টয়ঃ। বিরসবিরাবিণীনামুল্মুখীনাং শিখিনো জ্বালাঃ প্রতীচ্ছন্ত্য ইব পতন্তীরুল্কা নভসো ববাশিরে শিবানাং রাজয়ঃ। রাজধামনি ধূমায়মান কবরীবিভাবিভাবিতবিকারাঃ প্রকীর্ণকেশপাশপ্রকাশিতশোকা ইব প্রাকাশন্ত প্রতিভাঃ কুলদেবতানাম্। উপসিংহাসনমাকুলং কালরাত্রিবিধুয়মানবাজিনবেণীবন্ধবিভ্রমং বিভ্রাণং বভ্রাম ভ্রামরং পটলম্। অটতামন্তঃপুরস্যোপরি ক্ষণমপি ন শশাম ব্যাক্রোশী রায়সানাম্। শ্বেতাতপত্রমণ্ডলমধ্যাজ্জীবিতমিব রাজ্যস্য সরসপিশিতপিণ্ডলোহিতং চণ্ডচণ্ডুরুচৈরুচখান খণ্ডং মাণিক্যস্য কূজজ্জরদ্গৃধ্রঃ। মহোৎপাতদয়মানশ্চ কথমপি নিনায় নিশাম্।

অন্যস্মিন্নহনি সমীপমস্য রাজকুলাদ্ দ্রুতগতিবশাবিশীর্যমাণালংকারিণী বিজয়-ঘোষণেব বিষাদস্যাকুলচরণচলত্তুলাকোটিক্বণিতবাচালিতাভিরুদগ্রীবাভিঃ কিং কিমেত-দিতি পৃচ্ছ্যমানেব দূরাদেব ভবনহংসীভিঃ স্খলিতবিশালশ্রোণিশিঞ্জানরশনানরাবি-ণীভিশ্চ বাষ্পান্ধা সমুদিশ্যমানমার্গেব গৃহসারসীভিঃ অদৃষ্টকবাটপট্টসংঘট্টস্ফুটিতললাট-পট্টরুধিরপটলেন পটান্তেনেব রক্তাংশুকস্য মুখমাচ্ছাদ্য প্ররুদতী, সন্তাপবলাবিলীনকনক-বলয়রসধারামিব বেত্রলতামুৎসৃজন্তী, মুখমরুত্তরঙ্গিতামুত্তরীয়াংশুকপটীং স্ফুরন্তীং ফণিনীব নির্মোকমঞ্জরীমাকর্ষন্তী, নম্রাংসস্রংসিনানিলাবিলোলেন নীলতমেন তমালপল্লব-চীরচীবরেণেব শোকোচিতেন ধম্মিল্লরচনারহিতেন শিরোরুহসঞ্চয়েন চণ্ডতা প্রাকৃতকুচা, কুচতাড়নপীড়য়া সমুচ্ছূনাতাম্রশ্যামতল মুহুর্মুহুরত্যুক্ষাগ্রপ্রমার্জনপ্রদগ্ধমিব করাকিসলয়ং ধুনানা, চক্ষুর্নির্ঝরে শীর্যতি স্লপয়ন্তীব শোকাগ্নিপ্রবেশায় স্বকপোলতল-প্রতিবিম্বিতমাসন্নলোকং, লোললোচনপ্রবৃত্তৈস্তরলৈস্তারকাংশুভিঃ শ্যামায়মানমাত্ম-দুঃখেন দিবসমপি দহন্তীব 'ক কুমারঃ ক কুমারঃ?' ইতি প্রতিপুরুষং পৃচ্ছন্তী, বেলেতি নাম্না যশোমতঃ প্রতীহার্যাজগাম। বিষণ্ণলোকলোচনপ্রত্যুদ্গতা চোপসৃত্য কুট্টিমন্যস্ত-হস্তযুগলা গলন্তীভিঃ সিঞ্চন্তীব শয্যান্তং দশনদীধিতিধারাভিরাধূসরমধরমধোমুখী বিজ্ঞাপিতবতী—'দেব! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব। জীবত্যেব ভর্তরি কিমপ্যধ্যবসিতং দেব্যা' ইতি।

ততস্তদপরমাকর্ণ্য চ্যুত ইব সত্ত্বেন, দ্রুত ইব দুঃখেন, আচান্ত ইব চিন্তয়া, তুলিত ইব তাপেন, অঙ্গীকৃত ইবাতঙ্কেনাপাতিপত্তিরাসীৎ। অসীচ্চাস্য চেতসি—'প্রতিপন্নসংজ্ঞস্য বহুশোঽপি হৃদয়ে দুঃখাভিষঙ্গো নিপতন্নশ্মনীব লোহপ্রহারঃ কঠিনে হুতভুজ

মুখাপয়তি ন তু ভস্মসাৎকরোতি মে নিরনুক্রোশস্য কায়ম্’ ইতি। উত্থায় চ ত্বরমা-
ণোঽন্তঃপুরমগাৎ। তত্র চ মর্তুমুদ্যতানাং রাজমহিষীণামশৃণোদ্ দূরাদেব ‘তাত
চূত! চিন্তয়াত্মানাং প্রবসতি তে জননী। বৎস জাতীগুচ্ছ! গচ্ছাম্যাপৃচ্ছস্ব মাম্।
ময়া বিনাদ্যানাথা ভবসি ভগিনি ভবনদাড়িমলতে! রক্তাশোক! মর্ষণীয়াঃ পাদপ্রহরাঃ
কর্ণপূরবল্লবভঙ্গাপরাধাশ্চ। পুত্রক! অন্তঃপুরবালকুলক বারুণীগণ্ডূষগ্রহণ-
দুর্ললিত! দৃষ্টোঽসি। বৎসে প্রিয়ঙ্গুলতিকে! গাঢ়মালিঙ্গ মাং দুর্লভ ভবামি তে।
ভদ্র ভবদ্বারসহকারক! দাতব্যো নিবাপতোয়াঞ্জলিরপত্যমসি। ভ্রাতঃ পঞ্জরশুক! যথা ন
বিস্মরসি মাম্, কিং ব্যাহরসি দূরীভূতাস্মি তে? পারিকে স্বপ্নে নঃ সমাগমঃ পনর্ভূ
য়াৎ। মাতঃ! মার্গলগ্নং কস্য সমর্পয়ামি গৃহময়ূরকম্? অম্ব! সুতবল্লালনীয়-
মিদং হংসমিথুনম্, মন্দপুণ্যয়া ময়া ন সম্ভাবিতোঽস্য বিবাহোৎসবঃ। মাতৃবৎসলে!
নিবর্তস্ব গৃহহরিণিকে! সমুপনয় সৌবিদল্ল! বল্লভবল্লকীং পরিষ্বজে তাবদেনাম্।
চন্দ্রসেনে! সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তাময়ং জনঃ। বিন্দুমতি! ইয়ং তেঽন্ত্যা বন্দনা। চেটি!
মুঞ্চ চরণৌ। আর্যে কাত্যায়নিকে! কিং বোদিষি নীতাস্মি দৈবেন। তাত কঞ্চু-
কিন্! কিং মামলক্ষণাং প্রদক্ষিণীকরোষি। ধাত্রেয়ি! ধাবয়াত্মানং কিং পাদয়োঃ
পতসি। ভগিনি! গৃহাণ মামপশ্চিমাং কণ্ঠে। কষ্টং ন দৃষ্টা প্রিয়সখী কুরঙ্গবতি!
অয়মামন্ত্রণাঞ্জলিঃ। মানুমতি! অয়মন্ত্যঃ প্রণামঃ। কুবলয়বতি! এষ তেঽবসান-
পরিষ্বঙ্গঃ। সখ্যঃ! ক্ষন্তব্যাঃ প্রণয়কলহাঃ,’ ইত্যেবংপ্রায়ানালাপান্।

দহ্যমানশ্রবণশ্চ তৈঃ প্রবিশন্নেব নির্যান্তীং দত্তসর্বস্বাপতেয়াং গৃহীতমরণপ্রসাধনাম্
জানকীমিব জাতবেদসং পত্যুঃ পুরঃ প্রবেক্ষ্যন্তীম্, প্রত্যগ্রস্নানার্দ্রদেহতয়া শ্রিয়মিব ভগ-
বতীং সদ্যঃ সমুদ্রাদুত্থিতাম্, কুসুম্ভবর্ণী বাসসী দিবমিব তেজসী সান্ধ্যে দধানাম্,
তাম্বূলদিগ্ধরাগান্ধকারাধরপ্রভাপটপাটলং পট্টাংশুকমিব বিধবামরণচিহ্নমঙ্গলমুদ্বহন্তীম্
রক্তকণ্ঠসূত্রেণ কুচান্তরাবলম্বিনা স্ফুটিতহৃদয়বিগলিতরুধিরধারাশঙ্কাং কুর্বন্তীম্ তির্যক্-
কুটিলকুণ্ডলকোটকণ্টিকাকৃষ্টতন্তুনা হারেণ বলিতেন সিতাংশুকপাশেনেব কণ্ঠমুত্ত-
পীড়য়ন্তীম্, সরসকুঙ্কুমাঙ্গরাগতয়া কবলিতামিব দিধক্ষতা চিতার্চিষ্মতা, চিতানলার্চন-
কুসুমৈরিব ধবলধবলৈরশ্রুবিন্দুভিরংশুকোৎসঙ্গমাপূরয়ন্তীম্, গৃহদেবতাম্পণবলিমিব
বলয়ৈর্বিগলদ্ভিঃ পদে পদে বিকিরন্তীম্ আপ্রপদীনাং কণ্ঠে গুণকুসুমমালাং যমদো-
মিমারূঢ়াম্, অন্তগুঞ্জন্মধুকরমুখরেণামন্ত্র্যমাণলোচনোৎপলামিব কর্ণোৎপলেন,
প্রদক্ষিণীক্রিয়মাণামিব মণিনূপুরবন্ধুভির্বদ্ধমণ্ডলং ভ্রমদ্ভির্ভবনহংসৈঃ,সন্নিহিতপ্রাণ-
সমংমরণায় চিত্তমিব চিত্রফলকমবিচলং ধারয়ন্তীম্, অর্চাবন্ধোদ্বধ্যমানধবলপুষ্পদামকাং
পতিব্রতাপতাকামিব পতিপ্রাসযষ্টিমিষ্টামুপগূহমানাম্, বন্ধোরিব নিজচারিত্রস্য ধবলস্য
নৃপাতপত্রস্য পুরো নেত্রোদকমুৎসৃজন্তীম্, পত্যুঃ পাদপতনসমুদ্বমদভাধিকবাষ্পাম্ভঃ-
প্রবাহপ্রতিরুদ্ধদৃশঃ কথমপি পতিপন্নাদেশান্ সচিবান্ সন্দিশন্তীম্, অনুনয়নিবর্তি-
তবিধুরবধূবন্ধুবর্গবর্ধমানধ্বনিভিগৃহাক্রন্দৈরাকৃষ্যমাণশ্রবণাম্, ভর্তৃভাষিতনিভৈঃ
পঞ্জরসিংহবৃংহিতৈর্হ্রিয়মাণহৃদয়াম্, ধাত্র্যা ভর্তৃভক্ত্যা চ নিজয়া প্রসাধিতাম্, মূর্চ্ছয়া
জরত্যা চ সংস্তুতয়া ধার্যমাণাম্, সখ্যা পীড়য়া চ ব্যসনসঙ্গতয়া সমালিঙ্গিতাম্,পরিজানন
সন্তাপেন চ গৃহীতসর্বাবয়বেন পরীতাম, কুলপুত্রোচ্ছ্বসিতৈশ্চ মহত্তরৈরধিষ্ঠিতাম্, কঞ্চু-
কিভিদুঃখৈশ্চাতিবৃদ্ধৈরনুগতাম্, ভূপালবল্লভান্ কৌলেয়কানপি সাস্রমালোকয়ন্তীম্,
সপত্নীনামপি পাদয়োঃ পতন্তীম্, চিত্রপুত্রকামপ্যামন্ত্রয়মাণাম্, গৃহপতত্রিণামপ্যঞ্জলিং

পুরস্তাদুপরচয়াতীম্, পশূনপ্যাপৃচ্ছ্যমানাম্, ভবনপাদপানপি পরিষ্বজ্যমানাং মাতরং দদর্শ।

দূরাদেব চ বাষ্পায়মাণদৃষ্টিরভ্যধাৎ—'অম্ব! ত্বমপি মাং মন্দপুণ্যং ত্যজসি? প্রসীদ, নিবর্তস্ব' ইত্যভিদধান এব চ সস্নেহমিব নূপুরমণিমরীচিভিশ্চুম্ব্যমানচূড়শ্চরণয়োর্ন্যপতৎ। দেবী তু যশোমতী তথা তিষ্ঠতি পাদনিহিতশিরসি বিমনসি কনীয়সি প্রেয়সি তনয়ে গুরুণা গিরিণেবোদ্বেগাবেগেনাবষ্টভ্যমানা, মূর্চ্ছান্ধতমসং রসাতলমিব প্রবিশন্তী, বাষ্পপ্রবাহেণেব চিরনিরোধসংপিণ্ডিতেন স্নেহসম্ভারেণ নির্ভরাবির্ভূতেনাভিভূয়মানা, কৃতপ্রযত্নাপি নিবারয়িতুং ন শশাক বাষ্পোৎপতনম্। উৎকটকুচোৎকম্পপ্রকটিতাসহ্যশোকাকুলা চ গদ্গদিকাগৃহ্যমাণগলবিকলা নিঃসামান্যমন্যুতরলীক্রিয়মাণাধরোদ্দেশা পুনরুক্তস্ফুরণনিবিড়িতনাসাপুটা নিমীল্য নয়নে নয়নান্তঃসেকপ্লবেন প্লাবয়ন্তী বিমলৌ কপোলৌ সংচ্ছাদ্য করনখময়ূখমালাখচিততনুনা তন্বন্তরনির্গচ্ছদচ্ছাস্রস্রোতসেবাংশুকপটান্তেন কিঞ্চিদুন্নামিতং বদনেন্দুং দূয়মানমানসা স্মরন্তী প্রস্নুতস্তনী প্রসবদিবসাদারভ্য সকলমঙ্কশায়িনঃ শৈশবমস্য জ্ঞাতিগৃহগতহৃদয়া 'অম্ব, তাত! ন পশ্যতং পাপাং পরলোকপ্রস্থিতাং মামেবমতিদুঃখিতাম্' ইতি মুহুর্মুহুরাক্রন্দন্তী পিতরৌ, 'হা বৎস! বিশ্রান্তভাগধেয়য়া ন দৃষ্টোঽসি' ইতি প্রেষ্ঠং জ্যেষ্ঠং তনয়মসন্নিহিতং ক্রোশন্তী, 'অনাথা জাতা' ইতি শ্বশুরকুলবর্তিনীং দুহিতরমনুশোচন্তী, নিষ্করুণ! কিমপরাদ্ধং তবামুনা জনেন? ইতি দৈবমুপালভমানা, 'নাস্তি মৎসমা সীমন্তিনী দুঃখভাগিনী' ইতি নিন্দন্তী বহুবিধমাত্মানম্, মুষিতাস্মি কৃতান্ত নৃশংস! ত্বয়া' ইত্যকাণ্ডে কৃতান্তং গর্হমাণা মুক্তকণ্ঠমতিচিরং প্রাকৃতপ্রমদেব প্রারোদীৎ।

প্রশান্তে চ মন্যুবেগে সস্নেহমুত্থাপয়ামাস সুতম্। হস্তেন চাস্য প্ররুদিতস্য পক্ষ্মপালীপুঞ্জ্যমানাশ্রুকণনিবহাং দ্রুতামিবাধিকতরং ক্ষরন্তীং দৃষ্টিমুন্মমার্জ। স্বয়মপি কঠোররাগপরিপীয়মানেন ধবলিম্না মুচ্যমানোদরে ক্বথদশ্রুস্রবৎপর্যন্তে শুক্লশীকরতারতারকিতপক্ষ্মণী সূক্ষ্মতরাশ্রুবিন্দুপরিপাটীপতনানুবন্ধবিধুরে লোচনে পুনঃপুনরাপূর্যমাণে প্রমৃজ্য বাষ্পার্দ্রগণ্ডগৃহীতাং চ শ্রবণশিখরমারোপ্য শোকলম্বামলকলতামধঃস্রস্তবিলোলবালিকাব্যাকুলিতাং চ সমুৎসার্য তিরশ্চীং চিকুরসধামশ্রুপ্রবাহপূরিতমার্দ্রং চ কিঞ্চিচ্চ্যুতমুৎক্ষিপ্য হস্তেন স্তনোত্তরীয়ং তরঙ্গিতমিব নখাংশুপটলেন মগ্নাংশুকপটান্ততনুতাম্রলেখালাঞ্ছিতলাবণ্যকুঞ্জিকাবর্জিতরাজতরাজহংসাস্যসমুদ্গীর্ণেন পয়সা প্রক্ষাল্য মুখকমলং কলমুকলোকবিধুতে বাসঃশকলে শুচিনি সমুন্মৃজ্য পাণী সুতবদনবিনিহিতনিভৃতনয়নযুগলা চিরং স্থিত্বা পুনঃ পুনরায়তং নিঃশ্বস্যাবাদীৎ—'বৎস! নাসি ন প্রিয়ো নির্গুণো বা পরিত্যাগার্হো বা। স্তন্যেনৈব সহ ত্বয়া পীতং মে হৃদয়ম্। অস্মিংশ্চ সময়ে প্রভুতপ্রভুপ্রসাদান্তরিতা ত্বাং ন পশ্যতি দৃষ্টিঃ। অপি চ পুত্রক! পুরুষান্তরবিলোকনব্যসনিনী রাজ্যোপকরণমকরুণা বা নাস্মি লক্ষ্মীঃ ক্ষমা বা। কুলকলত্রমস্মি চারিত্রমাত্রধনা ধর্মধবলে কুলে জাতা। কিং বিস্মৃতোঽসি মাং সমরশতশৌণ্ডস্য পুরুষপ্রকাণ্ডস্য কেসরিণ ইব কেসরিণীং গৃহিণীম্? বীরজা বীরজায়া বীরজননী চ মাদৃশী পরাক্রমক্রয়ক্রীতা কথমন্যথাকুর্যাৎ। এবংবিধেন পিত্রা তে ভরতভগীরথনাভাগানিভেন নরেন্দ্রবৃন্দারকেণ গৃহীতঃ পাণিঃ। অসেবিতঃ সেবাসম্ভ্রান্তনম্রসামন্তসীমন্তিনীসমাবর্জিতজাম্বুনদঘটাভিষেকঃ শিরসা। লব্ধো মনোরথদুর্লভো মহাদেবীপট্টবন্ধসৎকারলাভো ললাটেন। আপীতো যুষ্মদ্বিধৈঃ পুত্রৈরমিত্রকলত্রবন্দি-

বন্দিবিধূয়মানচামরমরুচ্চলচীনাংশুকধরৌ পয়োধরৌ। সপত্নীনাং শিরঃসু নিহিতং নমস্নিখিলকটককুটুম্বিনীকিরীটমাণিক্যমালার্চিতং চরণযুগলকম্। এবং কৃতার্থসর্বাবয়বা কিমপরমপেক্ষে ক্ষীণপুণ্যা ? মর্তুমবিধবৈব বাঞ্ছামি। ন চ শক্লোমি দগ্ধস্য স্বভর্তুর্বিরহিতা রতিরিব নিরর্থকান্ প্রলাপান্ কর্তুম্। পিতুশ্চ মে পাদধূলিরিব প্রথমং গগনগমনমাবেদয়ন্তী বহুমতা ভবিষ্যামি শুরানুরাগিণীনাং সুরাঙ্গনানাম্। প্রত্যগ্রদৃষ্টদারুণদুঃখদগ্ধায়াশ্চ মে কিং ধক্ষ্যতি ধূমধ্বজঃ। মরণাচ্চ মে জীবিতমেবাস্মিন্ সময়ে সাহসম্। অতিশীতলঃ পতিশোকানলাদক্ষয়স্নেহেন্ধনাদগ্নাদনলঃ। কৈলাসকল্পে প্রবসতি জীবেশ্বরে জরত্তৃণকণিকালঘীয়সি জীবিতে লোভ ইতি ক ঘটতে। অপি চ জীবন্তীমপি মাং নরপতিমরণাবধীরণনহাপাতকিনীং প্রেক্ষ্যন্তি পুত্র ! পুত্ররাজ্যসুখানি। দুঃখদগ্ধানাং চ ভূতিরমঙ্গলা চাপ্রশস্তা চ নিরুপযোগা চ ভবতি। বৎস ! বিশ্বস্তানাং যশসা স্থাতুমিচ্ছামি লোকে ন বপুষা। তদহমেব ত্বাং তাবত্তাত ! প্রসাদয়ামি ন পুনর্মনোরথপ্রাতিকূল্যেন কদর্থনীয়াস্মি। ইত্যুক্ত্বা পাদয়োরপতৎ।

স তু সসম্ভ্রমমপনীয় চরণযুগলমবনমিততনুরুভয়করবিধৃতবপুষমবনিতলগতশিরসমুন্নময়ন্মাতরম্। দুর্নিবারতাং চ শুচঃ সমবধার্য কুলযোষিদুচিতাং চ তামেব শ্রেয়সীং মন্যমানঃ ক্রিয়ানাং কৃতনিশ্চয়াং চ তাং জ্ঞাত্বা তূষ্ণীমধোমুখোহভবৎ।

অভিনন্দতি হি স্নেহং কাতরাপি কুলীনতা দেশকালানুরূপম্। দেব্যপি যশোমতী পরিষবজ্য সমাঘ্রায় চ শিরসি নির্গত্য চরণাভ্যামেব চান্তঃপুরাৎপৌরাক্রন্দপতিশব্দনির্ভরাভিরনুপরুধ্যমানেব দিগ্ভিঃ সরস্বতীতীরং যযৌ। তত্র চ স্ত্রীস্বভাবকাতরৈর্দৃষ্টিপাতৈঃ প্রবিকসিতরক্তপঙ্কজপুঞ্জৈরিবার্চয়িত্বা ভগবন্তং ভানুমন্তমিব মূর্তিরেন্দবী চিত্রভানুং প্রাবিশৎ। ইতরোঽপি মাতৃমরণাবিহ্বলো বন্ধুবর্গপরিবৃতঃ পিতুঃ পার্শ্বং প্রায়াৎ। অপশ্যচ্চ স্বল্পাবশেষপ্রাণবৃত্তিং পরিবর্ত্যমানতারকং তারকরাজমিবাস্তমভিলষন্তং জনয়িতারম্। অসহ্যশোকোদ্রেকাভিদ্রুতশ্চ ত্যাজিতঃ স্নেহেন ধৈর্যম্। আশ্লিষ্যাস্য সকলদুর্দমহীপালমৌলিমালালালিতৌ পাদপদ্মাবন্তস্তাপান্মুখচন্দ্রমিব দ্রবীভবন্তং দশনজ্যোৎস্নাজালমিব জলতামাপদ্যমানং লোচনলাবণ্যমিব বিলীয়মানং মুখসুধারসমিব স্যন্দমানম্, অস্রাচ্ছমশ্রুস্রোতসাং সন্তানং মহামেঘময়বিলোচন ইব বর্ষাস্নিতরবাশ্বমুক্তারাবশ্চিরং রুরোদ।

রাজা তু তমুপরুধ্যমানদৃষ্টিরবিরতরুদিতশব্দাশ্রিতশ্রবণঃ প্রত্যভিজ্ঞায় শনৈঃ শনৈরবাদীৎ—'পুত্র ! নার্হস্যেবং ভবিতুম্। ভবদ্বিধা ন হ্যনহাসত্ত্বাঃ। মহাসত্ত্বতা হি প্রথমমবলম্বনং লোকস্য পশ্চাদ্রাজবীজিতা। 'সত্ত্ববতাং চাগ্রণীঃ সর্বাতিশয়াশ্রিতঃ ক ভবান্ ক বৈক্লব্যম্ ? কুলপ্রদীপোঽসি' ইতি দিবসকরসদৃশতেজসস্তে লঘুকরণমিব। পুরুষসিংহোঽসি' ইতি শৌর্যপটুপ্রজ্ঞোপবৃংহিতপরাক্রমস্য নিন্দেব। 'ক্ষিতিরিয়ং তব' ইতি লক্ষণাখ্যাতচক্রবর্তিপদস্য পুনরুক্তমিব। গৃহ্যতাং শ্রীঃ' ইতি স্বয়মেব শ্রিয়া 'পরিগৃহীতস্য বিপরীতমিব। অধ্যাস্যতাময়ং লোকঃ' ইত্যুভয়লোকবিজিগীষোরপুষ্কলমিব। 'স্বীক্রিয়তাং কোশঃ' ইতি শশিকরনির্মলযশঃসঞ্চয়ৈকাভিনিবেশিনো নিরুপযোগমিব। আত্মীক্রিয়তাং রাজকম্' ইতি গুণগণাত্মীকৃতজগতো গতার্থমিব। উহ্যতাং রাজ্যভারঃ' ইতি ভুবনত্রয়ভারবহনোচিতস্যানুচিতনিয়োগ ইব। 'প্রজাঃ পরিরক্ষ্যন্তাম্' ইতি দীর্ঘদোর্দণ্ডার্গলিতদিঙ্মুখস্যানুবাদ ইব। 'পরিজনঃ পরিপাল্যতাম্' ইতি লোকপালোপমস্যানুষঙ্গিকমিব। 'সাততেন শস্ত্রাভ্যাসঃ কার্যঃ'

ইতি ধনুর্গুণকিণকলঙ্ককালীকৃতপ্রকোষ্ঠস্য কিমাদিশ্যতে। 'নিগ্রাহ্যতাং চাপলজাতম্' ইতি নূতনতরবয়সি নিগৃহীতেন্দ্রিয়স্য নিরবকাশেব মে বাণী। নিরবশেষতাং শত্রবো নেয়াঃ' ইতি সহজস্য তেজস এবেয়ংচিন্তা।" ইত্যেবং বদন্নেবাপুনরুন্মীলনায় নিমিমীল রাজসিংহো লোচনে। প্রত্যপদ্যত চ পুষ্যাত্মজঃ।

অস্মিন্নেবান্তরে পুষ্যাপ্যায়ুষেব তেজসা ব্যযুজ্যত ততশ্চ লজ্জমান ইব নরপতি-জীবিতাপহরণজনিতাদাত্মজাপরাধাদধোমুখঃ সমভবৎ। ভূপালাভাবশোকশিখিনেবা-শতপ্তাপ্যমানস্তাম্রতাং প্রপেদে। মন্দং মন্দংপ্রিয়প্রণ্নার্থমিব লৌকিকীং স্থিতিমনুবর্ত-মানোঽম্বাতরন্দিবঃ। দিৎসুরিব জনেশায় জলাঞ্জলিমপরজলনিধিসমীপমুপসসর্প। সদ্যোদত্তজলাঞ্জলিদুঃখদহনদগ্ধমিব করসহস্রমালোহিতমাধত্ত।

এবং চ মহানরাধিপনিধনধীয়মানবিপুলবৈরাগ্য ইব শান্তবপুষি, বিশতি গিরিগুহা-গহ্বরং গভস্তিমালিনি, সমপোহ্যমানমহাজনাশ্রুদুর্দিনাদ্রীকৃত ইব নির্বাত্যাতপে রোদনতাম্রসকললোচনরুচেব লোহিতায়তি জগতি, উষ্ণায়মানানেকনরনিঃশ্বাসসন্তাপপ্লুষ্ট ইব চ নীলায়মানে দিবসে, নৃপানুহামনপ্রচলিতয়েব লক্ষ্ম্যা মুচ্যমানাসু কমলিনীষু পাতিশুচেব পরিবৃতচ্ছায়ায়াং শ্যামায়মানায়াং ভুবি, কুলপুত্রেষিব পরিত্যক্তকলত্রেষু কৃতকরুণপ্রলাপেষু বনান্তাশ্রয়ৎসু দুঃখিতেষু চক্রবাকেষু, ছত্রভঙ্গভীতেষিব নিগূঢ়-কোশেষু, স্ফুটিতদিগ্‌বধূহৃদয়রুধিরপটলপ্লব ইব গলিতে রক্তাতপে, ক্রমেণ চ লোকান্তর-মুপগতবত্যনুরাগশেষে জাতে তেজসামধাশে, গগনতলবিতন্যমানবহলরাগপাটলায়াং প্রেতপতাকায়ামিব প্রবৃত্তায়াং, সন্ধ্যায়াং শর্বরীশবিকালঙ্কারকৃষ্ণচামরমালাস্বিব স্ফুরন্তীষু দর্শনপ্রতিকূলাসু তিমিরলেখাসু, অসিতাগুরুকালকাণ্ঠায়াং কেনাপি চিতায়ামিব রচিতায়াং রাজন্যাং, দন্তামলপত্রপ্রসাধিতকর্ণিকাসু কেসরমালাকল্পিতমুণ্ডমালিকাসু, অনুমতুমিবোদ্যতাসু প্রহসিতমুখীষু কুমুদলক্ষ্মীষু, অবতরৎত্রিদশবিমানকিঙ্কিণী-ক্বণিত ইব শ্রূয়মাণে শাখিশিখরকুলায়লীয়মানশকুনিকুলকূজিতে, নাকপথপ্রস্থিতপার্থিব-প্রত্যুদ্গতপুরুহূতাতপত্র ইব পূর্বস্যাং দিশি দৃশ্যমানে চন্দ্রমসি, নরেন্দ্রঃ স্বয়ং সমর্পিতস্কন্ধৈগৃহীত্বা শর্বশিবিকাং শিবিসমঃ সামন্তৈঃ পৌরৈশ্চ পুরোহিতপুরঃ-সরৈঃ সরিতং সরস্বতীং নীত্বা নরপতিসমুচিতায়াং চিতায়াং হুতাশসংস্ক্রিয়য়া যশঃশেষতামনীয়ত।

দেবোঽপি হর্ষঃ পুঞ্জীভূতেন সকলেনেব জীবলোকেন লোকেন রাজকুলসম্বন্ধেনা-শেষেণ শোকমূকেন পরিবৃতোঽন্তর্বর্তিনাপি শোকানলতপ্তেন স্নেহদ্রবেণ বহিরিব সিচ্যমানো নির্ব্যবধানায়াং ধরণ্যামুপবিষ্ট এব তাং নিশীথিনীং ভীমরথীভীমামখিলাং সরাজকো জজাগার। অজনি চাস্য চেতসি—গতে ধরীধৃতে সম্প্রত্যোতাবান্ খলু জীবলোকঃ, লোকস্য ভগ্নাঃ পন্থানঃ, মনোরথানাং খিলীভূতানি ভূতিস্থানানি, স্থগিতা-ন্যানন্দস্য দ্বারাণি, সুপ্তা সত্যবাদিতা, লুপ্তালোকযাত্রা, বিলীনা বাহুশালিতা, প্রলীনা প্রিয়ালাপিতা, প্রোষিতাঃ পুরুষকারবিহারবিকারাঃ, সমাপ্তা সমরশৌণ্ডতা, ধ্বস্তা পরগুণপ্রীতিঃ, বিশ্রান্তাবিশ্বাসভূময়ঃ, অপদান্যপদানানি, নিরুপযোগানি শাস্ত্রাণি, নিরবলম্বনা বিব্রমৈকরসতা, কথাবশেষা বিশেষজ্ঞতা, দদাতু জনো জলাঞ্জলির্জিতায়, প্রতিপদ্যতা প্রব্রজ্যাং প্রজাপালতা, বধ্নাতু বৈধব্যবেণীং বরমনুষ্যতা, সমাশ্রয়তু রাজশ্রীরাশ্রমপদমু, পরিধত্তাং ধবলে বাসসী বসুমতী, বহতু বল্কলে বিলাসিতা, তপস্যতু তপোবনেষু ক্ব পুনঃ প্রাপ্স্যতি তাদৃশান্ মহাপুরুষনির্মাণপরমাণূন্ পরমেষ্ঠী,

শূন্যাঃ সংবৃত্তা দশ দিশো গুণানাম্, জগজ্জাতমন্ধকারং ধর্মস্য, নিষ্ফলমধুনা জন্ম শস্ত্রোপজীবিনাম্। তাতেন বিনা কুতস্ত্যাস্তাদৃশ্যো দিবসমসমররসসমাবদ্ধকলহকথা-কণ্টকিতসুভটকপোলভিত্তয়ো বীরগোষ্ঠ্যঃ। অপি নাম স্বপ্নেঽপি দৃশ্যেত দীর্ঘরক্তনয়নং পুনস্তন্মুখসরোজম্, জন্মান্তরেঽপি পুনঃ পরিষ্বজ্যেত তল্লোহস্তম্ভাভ্যাধিকগরিমগর্বং ভুজযুগলম্। লোকান্তরেঽপি পুত্রেত্যালপতঃ পুনঃ পুনঃ শ্রূয়েত সা সুধারসমুদ্গিরন্তী মথ্যমানক্ষীরসাগরোদ্গারগম্ভীরা ভারতীতি। এতানি চান্যানি চ চিন্তয়ত এবাস্য কথমপি সা ক্ষয়মিয়ায় যামিনী।

ততঃ শুচেব মুক্তকণ্ঠমারটৎসু কৃকবাককুলেষু গৃহগিরিতরুশিখরেভ্যঃ পাতয়ৎস্বাত্মানং মন্দিরময়ূরেষু, পারিত্যক্তনিবাসেষু চ বনায় প্রস্থিতেষু পত্ররথেষু, সদ্যস্তনুভূতে তাম্যতি তমসি, মন্দীভূতাত্মস্নেহেষ্বভাবমভিলষৎসু প্রদীপেষু, স্ফুরদরুণকিরণবল্কলপ্রাবৃতবপুষি প্রব্রজ্যামিব প্রতিপন্নে নভসি, প্রভাতসময়েন সমুত্তীর্যমাণাসু পার্থিবাস্থিশকলাস্বিব কলবিঙ্ককন্ধরাধূসরাসু তারকাসু, ভূভৃদ্ধাতুগর্ভকুম্ভধারিষু বিবিধসরঃসরিত্তীর্থাভিমুখেষু প্রস্থিতেষু বনকরিকুলেষু, শাবশূচিসিক্থপটলপাণ্ডুরে পিণ্ড ইবাপরপয়োনিধিপুলিনপরিসরে পাত্যমানে শশিনি, ক্রমেণ চ নৃপচিতানলধূমবিসরধূসরীকৃততেজসীব, নরপতিশোকপাবকদাহকিরণকলঙ্ককালীকৃতচেতসীব, প্রোষিতসমস্তান্তঃপুরপুরন্ধ্রিমুখচন্দ্রবৃন্দোদ্বেগবিদ্রাণবপুষীব, প্রথমাস্তমিতরোহিণীরণরণকবিমনসীব চাস্তমুপগতে রজনিকরে, রাজতীব দেবে দিবমারূঢ়ে সবিতরি, পরিবৃত্তে রাজ্য ইব রজনীপ্রবন্ধে, প্রবুদ্ধরাজহংসমণ্ডলপ্রবোধ্যমানঃ পঙ্কজাকর ইব চচাল স্নানায় দেবো হর্ষঃ। ততশ্চ নূপুররববিরামমূকমন্দমন্দিরহংসেষু, শোকাকুলকতিপয়কঞ্চুকিমাত্রাবশেষেষু শুদ্ধান্তেষু, পতিতযূথপ ইব বনগজযূথে কক্ষ্যান্তরবর্তিনি পিতৃপরিজনে, বিষাদিনুপরিরুদর্শিনষাদিনি চ স্তম্ভনিষণ্ণে নিষ্পন্দমন্দে রাজককুঞ্জরে, মন্দুরাপালকাক্রন্দব্যথিতে চাজিরভাজি রাজবাজিনি, বিশ্রান্তজয়শব্দকলকলে চ শূন্যে চ মহাস্থানমণ্ডপে দহ্যমানদৃষ্টির্নির্জগাম রাজকুলাৎ। অগাচ্চ সরস্বতীতীরম্। তস্যাং স্নাত্বা পিত্রে দদাবুদকম্। অপস্নাতশ্চানিষ্পীড়িতমৌলিরেব পরিধায়োদ্গমনীয়দুকূলবাসসী নিঃশ্বাসপরো নিরাতপত্রো নিরুৎসারণঃ সমুপনীতেঽপি সপ্তৌ চরণাভ্যামেব নাসাগ্রসক্তেন রক্ততামরসতাম্রেণ চক্ষুষা হৃদয়াবশেষস্যাপি পিতুর্দাহশঙ্কয়া শোকাগ্নিমিব উদ্গিরন্ন তাম্বূলস্যাপি সুচিরপ্রক্ষালিতস্য কম্পতরুকিসলয়কোমলস্যেব স্বভাবপাটলস্যাধরস্যাধরপল্লবস্য প্রভয়া মাংসরুধিরকবলানিব হৃদয়াভিঘাতাদ্বমন্নুষ্ণনিঃশ্বাসমোক্ষৈর্ভবনমাজগাম।

রাজবল্লভাস্তু ভৃত্যাঃ সুহৃদঃ সচিবাশ্চ তস্মিন্নেবাহনি নির্গতা প্রিয়ং পুত্রদারমুৎসৃজ্যোদ্বাষ্পৈর্বন্ধুভির্বার্যমাণা অপি বহুনৃপগুণগণহৃতহৃদয়াঃ কেচিদাত্মানং ভৃগুষু ববন্ধুঃ, কেচিত্তত্রৈব তীর্থেষু তস্থুঃ, কেচিদনশনৈরাস্তীর্ণতৃণকুশা ব্যথমাম্মানসাঃ শুচমসমামশময়ন্, কেচিচ্ছলভা ইব বৈশ্বানরং শোকাবেগবিবশা বিবিশুঃ কেচিন্দারুণদুঃখদহনদহ্যমানহৃদয়া গৃহীতবাচস্তুষারশিখরিণং শরণমুপাযযুঃ কেচিদ্বিন্ধ্যোপত্যকাসু বনকরিকুলকরশীকরাসারসিচ্যমানতনবঃ পল্লবশয়নশায়িনঃ সন্তাপমশময়ন্, কেচিৎ সন্নিহিতানপি বিষয়ানুৎসৃজ্য সেবাবিমুখাঃ পরিচ্ছিন্নৈঃ পিণ্ডকৈরটবীভুবঃ শূন্যা জগৃহুঃ, কেচিৎ পবনাশনা ধর্মধনা ধমণ্ধমনয়ো মুনয়ো বভুবুঃ, কেচিদ্ গৃহীতকাষায়াঃ কাপিলং মতমধিজগিরে গিরিষু, কেচিদাচোটিতচূড়ামণিষু শিরঃসু শরণীকৃতধূর্জটয়ো জটা

জঘাটিরে। অপরে পরিপাটলপ্রলম্বচীবরাম্বরসংবীতাঃ স্বাম্যনুরাগমনুজ্জ্বলং চক্রুঃ। অন্যে তপোবনহরিণজিহ্বাঞ্চলোল্লিহ্যমানমূর্তয়ো জরাং যযুঃ। অপরে পুনঃ পানিপল্লবপ্রমৃষ্টৈরাতাম্ররাগৈর্নয়নপুটৈঃ কমণ্ডলুভিশ্চ বারিবহস্তো গৃহীতব্রতা মুণ্ডা বিচেরুঃ।

দেবষ্মপি হর্ষং তদবস্থং পিতৃশোকবিহ্বলীকৃতম্, শ্রিয়ং শাপ ইতি, মহীং মহাপাতকমিতি, রাজং রোগ ইতি, ভোগান্ ভুজঙ্গ ইতি, নিলয়ং নিরয় ইতি, বন্ধং বন্ধনমিতি, জীবিতমযশ ইতি, দেহং দ্রোহ ইতি, কল্যতাং কলঙ্ক ইতি, আয়ুরপুণ্যফলমিতি, আহারং বিষমিতি, বিষমমৃতমিতি, চন্দনং দহন ইতি, কামং ক্রকচ ইতি, হৃদয়স্ফোটনমভ্যুদয় ইতি চ মন্যমানম্, সর্বাসু ক্রিয়াসু বিমুখম্, পিতৃপিতামহপরিগ্রহাগতাশ্চিরন্তনাঃ কুলপুত্রাঃ, বংশক্রমাহিতগৌরবাশ্চ গ্রাহ্যগিরো গুরবঃ, শ্রুতিস্মৃতীতিহাসবিশারদাশ্চ জরদ্দ্বিজাতয়ঃ শ্রুতাভিজনশীলশালিনো মূর্ধাভিষিক্তাশ্চামাত্যা রাজানো, যথাবদধিগতাত্মতত্ত্বাশ্চ সংস্তুতা মস্করিণঃ, সমদুঃখসুখাশ্চ মুনয়ঃ সংসারাসারত্বকথনকুশলা ব্রহ্মবাদিনঃ, শোকাপনয়ননিপুণাশ্চ পৌরাণিকাঃ পর্যবারয়ন্।

অস্বতন্ত্রীকৃতশ্চ তৈর্মনসাপি নালভত শোকানুপ্রবণমাচরিতুম্। প্রচুরমিত্রানুনীয়মানশ্চ সনাভিভিঃ কথং কথমপ্যাহারাদিকাসু ক্রিয়াস্বাভিমুখ্যমভজত। ভ্রাতৃগতহৃদয়শ্চাচিন্তয়ৎ—'অপি নাম তাতস্য মরণং মহাপ্রলয়সদৃশমিদমুপশ্রুত্য আর্যো বাষ্পজলস্নাতো ন গৃহ্ণীয়াদ্ বল্কলে। নাশ্রয়েদ্বা রাজর্ষিরাশ্রমপদম্। ন বিশেদ্বা পুরুষসিংহো গিরিগুহাম্। অশ্রুসলিলনির্ভরভরিত নয়ননলিনযুগলো বা পশ্যেদসাথাং পৃথিবীম্। প্রথম ব্যসনবিষমবিহ্বলং স্মরেদাত্মানং বা পুরুষোত্তমঃ। অনিত্যতয়া জনিতবৈরাগ্যো বা ন নিরাকুর্যাদুপসর্পন্তীং রাজ্যলক্ষ্মীম্। দারুণদুঃখদহনপ্রজ্বলিত দেহো বা প্রতিপদ্যেতাভিষেকম্। ইহাগতো বা রাজভিরভিধীয়মানো ন পরাচীনতামাচরেদিতি। অতিপিতৃপক্ষপাতী খল্বার্যঃ। সর্বদা তাতশ্লাঘয়া মামভিধত্তে—তাত হর্ষ! কস্যচিদভূদ্ভবিষ্যতি বা পুনঃ কাঞ্চনতালতরুপ্রাংশু কায়প্রমাণমিদম্? ঈদৃক্ দিবসকরপ্রীত্যা দিবসমুস্মুখবিকসিতং মুখমহাকমলম্। এতৌ চ বজ্রস্তম্ভভাস্বরৌ ভুজকান্তৌ। এতে চ হসিত মদালসহলধরবিভ্রমা বিলাসাঃ। কোঽন্যো মানী বিক্রান্তো বদান্যো বা?' ইতি। এতানি চান্যানি চ চিন্তয়ন্ দর্শনোৎসুকহৃদয়ো ভ্রাতুরাগমনমুদীক্ষমাণঃ কথংকথমপ্যাতিষ্ঠাদিতি।

ইতি মহাকবিশ্রীবাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতে
মহারাজমরণবর্ণনং নাম পঞ্চম উচ্ছ্বাসঃ।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসঃ

উচ্চিত্যোচ্চিত্য ভুবি প্রহিতানিগূঢ়াপ্পদৃতনীতানাম্।
বিজিগীষুরিব কৃতান্তঃ শূরাণাং সংগ্রহংকুরুতে ॥১॥
বিস্রম্ভঘাতদোষঃ স্ববধায় খলস্য বীরকোপকরঃ।
নবতরুভঙ্গধ্বনিরিব হরিনিদ্রাতস্করঃ করিণঃ ॥২॥

অথ প্রথমপ্রেতপিণ্ডভুজি ভুক্তে দ্বিজন্মনি, গতেষ্বেজনীয়েষ্বশৌচদিবসেষু, চক্ষুর্দাহদায়িনি দীয়মানে দ্বিজেভ্যঃ শয়নাসনচামরাতপত্রামত্রপত্রশস্ত্রাদিকে নৃপনিকটো-

পকরণকলাপে, নীতেষু তীর্থস্থানানি সহ জনহৃদয়ৈঃ কীকসেষু, কল্পিতশোকশল্যে সুধানিচয়চিতে চিতাচৈত্যচিহ্নে, বনায় বিসর্জিতে মহাবিজিতি রাজগজেন্দ্রে, ক্রমেণ চ মন্দেষ্বাক্রন্দেষু, বিরলীভবৎসু চ বিলাপেষু, বিশ্রাম্যত্যশ্রুণি, শিথিলীভবৎসু শ্বসিতেষু, অবিস্পষ্টেষু হাকণ্টাক্ষরেষু, উৎসার্যমাণাসু চ ব্যসনশয্যাসু, উপদেশশ্রবণক্ষমেষু শ্রোত্রেষু, অনুরোধাবধানযোগ্যেষু হৃদয়েষু, গণনীয়েষু নৃপগুণেষু, প্রদেশবৃত্তিতামাশ্রয়তি শোকে, কৃতেষু কবিরুদিতকেষু, জাতে চ স্বপ্নাবশেষদর্শনে হৃদয়াবশেষাবস্থানে চিত্রাবশেষাকৃতৌ কাব্যাবশেষনাম্নি নরনাথে, দেবো হর্ষঃ কদাচিদুৎসৃষ্টব্যাপারঃ পুঞ্জীভূতবৃদ্ধবন্ধুবর্গাগ্রসরেণাবনতমুখেন মহাজনেন মৌলেনাকাল আত্মনাং বেষ্ট্যমানদ্রাক্ষীৎ। দৃষ্ট্বা চাকরোন্মনসি—'কিমন্যদার্যমাগতমাবেদয়ত্যয়ং শোকপরাভূতো লোকাকরঃ ইতি। বেপমানহৃদয়শ্চ পপ্রচ্ছ প্রবিশন্তমধিকতরপ্রচারমন্যতমং পুরুষম্ 'অঙ্গ! কথয়। কিমার্যঃ প্রাপ্তঃ' ইতি। স মন্দমব্রবীৎ—দেব! যথাদিশসি দ্বারি' ইতি শ্রুত্বা চ সোদর্যস্নেহনির্হিতনিরতিশয়মুদুক্তমনাঃ কথমপি ন ববাম বাষ্পবারিপ্রবাহোৎপীড়েন সহ জীবিতম্।

অনন্তরং চ দ্বারপালপ্রমুক্তেন প্রথমপ্রবিষ্টেন পরিজনেনেবাক্রন্দেন কথ্যমানম্, দূরদ্রুতাগমনমূর্ষিতবাহুল্যেন বিচ্ছিন্নচ্ছত্রধারেণ লম্বিতাম্বরবাহিনা ভ্রষ্ট ভৃঙ্গারগ্রাহিণা চ্যুতাচমনধারিণা ত্যক্ততাম্বূলিকেন খঞ্জৎখড়্গগ্রাহিণা কতিপয়প্রকাশদাসেরকপ্রায়েণ বহুবাসরান্তরিতস্নানভোজনশয়নশ্যামক্ষামবপুষা পরিজনেন পরিবৃতম্, অবিরতমার্গধূলিধূসরিতশরীরতয়া শরণীকৃতমিবাশরণয়া ক্রমাগতয়া বসুন্ধরয়া, হূণনির্জয়সমরশরব্রণবন্ধপট্টকৈর্দীর্ঘধবলৈঃ সমাসন্নরাজ্যলক্ষ্মীকটাক্ষপাতৈরিব শবলীকৃতকায়ম্ অর্বানপতিপ্রাণপরিত্রাণার্থমিব চ শোকহুতভুজিহুতমাংসৈরতিকৃশৈরবয়বৈরাবেদ্যমানদুঃখভারম্, অবগতচূড়ামণিনি মলিনাকুলকুন্তলে শেখরশূন্যে শিরসি শুচমারূঢ়াং মূর্তমতিমিব দধানম্, আতপগলিতস্বেদরাজিনা রুদতেব পিতৃপাদপতনোৎকণ্ঠিতেন ললাটপট্টেন লক্ষ্যমাণম্, প্রথীয়সা বাষ্পপয়ঃপ্রবাহেণাভিমতপিতৃমরণমূর্চ্ছিতামিব মহীমনবরতং সিঞ্চন্তম্, অনন্তসন্ততাশ্রুপ্রবাহনিপতনানিম্নীকৃতাবিব দুঃখক্ষামৌ কপোলাবুদ্বহন্তম্, অত্যুষ্ণমুখমারুতমার্গগতেন দ্রবতেব গলিততাম্বূলরাগেণাধরবিম্বেনোপলক্ষিতম্, পবিত্রিকামাত্রাবশেষেন্দ্রনীলিকাংশুশ্যামায়মানমচিরপ্রবৃত্তপিতৃমরণজন্যমহাশোকাগ্নিদগ্ধমিব শ্রবণপ্রদেশমুদ্বহন্তম্ অস্ফুটাভিব্যক্তব্যঞ্জনেনাপাধোমুখস্তিমিতনয়ননীলতারকময়ূখমালাখচিতেন শোকপ্ররূঢ়শ্মশ্রুশ্যামলেনেব মুখশশিনা লক্ষ্যমাণম্, কেসরিণমিব মহাভূভৃদ্বিনিপাতবিহ্বলানিরবলম্বনম্ দিবসমিব তেজঃপতিপতনপরিম্লানশ্রিয়ং শ্যামীভূতম্ নন্দনমিব ভগ্নকল্পপাদপং বিচ্ছায়ম্, দিগ্‌ভাগমিব প্রোষিতদিক্‌কুঞ্জরশূন্যম্, গিরিমিব গুরুবজ্রপাতদারিতং প্রকম্পবানম্, ক্রীতমিব ক্রশিম্না, কিঙ্করীকৃতমিব কারুণ্যেন, দাসীকৃতমিব দৌর্মনস্যেন, শিষ্যীকৃতমিব শোচিতব্যেন, অন্ধীকৃতমিবাধিনা, মূকীকৃতমিব মৌনেন পিষ্টমিব পীড়য়া, খিন্নমিব সন্তাপেন, উচ্চিতমিব চিন্তয়া, বিলুপ্তমিব বিলাপেন ধৃতমিব বৈরাগ্যেণ, প্রত্যাখ্যাতমিব প্রতিসংখ্যানেন, অবজ্ঞাতমিব প্রজ্ঞয়া, দূরীকৃতমিব দূরীভবত্বেন, অবোধ্যেন বৃদ্ধবুদ্ধীনাম্, অসাধ্যেন সাধুভাষিতানাম্ অগম্যেন গুরুগিরাম্, অশক্যেন শাস্ত্রশক্তীনাম্, অপথেন প্রজ্ঞাপ্রযত্নানাম্, অগোচরেণ সুহৃদনুরোধানাম্; অবিষয়েণ বিষয়োপভোগানাম্, অভূমিভূতেন কালক্রমাপচয়নাং শোকেন কবলীকৃতং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমপশ্যৎ। আবেগোদ্‌কৃৎস্নস্নেহোৎকলিকাকলাপোৎক্ষিপ্যমাণকায়

ইব চ পরবশঃ সমুদগাৎ।

অথ তং দূরাদেব দৃষ্ট্বা দেবো রাজ্যবর্ধনশ্চিরকালকলিতং বাষ্পাবেগং মুমুক্ষুঃ সুদূরপ্রসারিতেন সংকল্পয়ন্নিব সর্বদুঃখানি দীর্ঘেণ দোর্দণ্ডদ্বয়েন গৃহীত্বা কণ্ঠে মুক্তকণ্ঠং পুনঃ পতিতক্ষৌমে ক্ষামে বক্ষসি পুনঃ, কণ্ঠে পুনঃ স্কন্ধভাগে পুনঃ কপোলোদরে নিধায় তথা তথা রুরোদ যথা সম্বন্ধনানীবোদপাটয়ন্ত হৃদয়ানি। অশ্রু-স্রোতঃশিরা ইবামুচ্যত লোচনেষু লোকেনাস্মৃতনৃপতিনা রাজবল্লভেনাপি প্রতিশব্দ-কনিভেন নির্ভরমিবারুদ্যত। সুচিরাচ্চ কথং কথমপি নির্বৃষ্টনয়নজলঃ পর্জন্য ইব শরদি স্বয়মেবোপশশাম। উপবিষ্টশ্চ পরিজনোপনীতেন তোয়েন তরৎকরনখময়ূখপুঞ্জ-তয়া মহাজলপ্রবজায়মানফেনলেখমিব পুনঃ পুনঃ প্রমৃষ্টমপি পক্ষ্মাগ্রসঙ্গলাবাষ্পবিন্দু-বৃন্দমন্দোন্মেষমুষিতদর্শনং কথং কথমপি চক্ষুরক্ষালয়ৎ। তাম্বূলিকোপস্থাপিতেন চ বাসসা চন্দ্রারপশকলেনেবোক্ষোষ্ণবাষ্পদগ্ধং বদনমুন্মমার্জ। তুষ্ণীমেব চ চিরং স্থিত্বোত্থায় স্নানভূমিমগাৎ। তস্যাং চ স্থিত্বা বিভূষং বিত্রস্তব্যস্তকুন্তলং মৌলিমনাদরা-ন্নিষ্পীড্য সবিশেষমনুস্ফুরিতেন জিজীবিষতেব জলধৌতসুভগমাত্মানমপি চুচুম্বিষতে-বাধরেণ ক্ষালিতস্য চক্ষুষঃ শেবাতম্না চ শারদশশিকরবিকসিতবিশদকমুদবনদলবলিবলি-বিক্ষেপৈরিব দিগ্দেবতার্চনকর্ম কুর্বাণশ্চতুঃশালবিতার্দিকাবিনিবেশিতায়ামপ্রতিপাদি-কায়াং চাপাশ্রয়বিনিহিতৈকোপবর্হণায়াং পর্যঙ্কিকায়াং নিপত্য জোষমস্থাৎ।

দেবোঽপি হর্ষস্তথৈব স্নাত্বা ধরণিতলনিহিতকুথাপ্রসারিতমূর্তিরদূর এবাস্য তুষ্ণীমেব সমবাতিষ্ঠত। দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা দূয়মানসমগ্রজন্মানং সগস্ফুটদিবাস্য সহস্রধা হৃদয়ম্। ঔরসদর্শনং হি যৌবনং শোকস্য। লোকস্য তু নরপতিমরণবিষাদাপি দারুণতরঃ স বভূব দিবসঃ। সর্বস্মিন্নেব চ নগরে ন কেনচিদপাচি ন কেনচিদস্নায়ি নাভোজি। সর্বত্র সর্বেণারোদি। কেবলমনেন চ ক্রমেণাতিচক্রাম দিবসঃ স চ প্রত্য-গ্রত্বষ্টৃটঙ্কতষ্টতনুরিব বমন্বহলরুধিররসমাংসচ্ছেদলোহিতচ্ছবিরপরপারাবারপয়সি সমন্জ মঞ্জিষ্ঠারুণৈরুণসারথিঃ। মুকুলায়মানকমলিনীকোশবিকলং চকাণ চঞ্চরীককুলং কমলসরসি। সবিধবিরহব্যাধিবিধুরবধূবাধ্যমানং ববন্ধ বন্ধাবিব বিবুদ্ধবন্ধুকভাসি ভাস্বতি সাস্রাং দৃশং চক্রবাকচক্রবালম্। সঞ্চরন্ত্যাঃ সমধুকরবং কৈরবাকরং কলহংসরমণী-রমণীয়ং মাণিক্যকাঞ্চীকিঙ্কিণীজালমিবাচকান শ্রিয়ঃ। প্রকটকলঙ্কমুদয়মানং বিশঙ্কট-বিষাণোৎকীর্ণকীর্ণপঙ্কসঙ্করশঙ্করবর্কুরশক্বরককুদকূটসংকাশমকাশতাকাশে শশাঙ্ক-মণ্ডলম্।

অস্যাং চ বেলায়ামনতিক্রমণীয়বচনৈরুপসৃত্য প্রধানসামন্তৈর্বিজ্ঞাপ্যমানঃ কথং কথমপ্যভুক্ত। প্রভাতায়াং চ শর্বর্যাং সর্বেষু প্রবিষ্টেষু রাজসু সমীপস্থিতং হর্ষদেব-মুবাচ—'তাত! ভূমিরসি গুরুনিয়োগানাম্। শৈশব এবাগ্রাহি গুণবৎপতাকেব ভবতা তাতস্য চিত্তবৃত্তিঃ। যতো ভবন্তমেবং বিধং বিধেরং বিধিবিধানোপপন্নতৈর্গুণ্য-মিদং কিমপি বিজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছতি মে হৃদয়ম্। নাবলম্বনীয়া বালভাবসুলভা প্রেমবিলোমা বামতা বৈধেয় ইব মা কৃথাঃ প্রত্যুহমীহিতেঽস্মিন্। শৃণু, ন খলু ন জানাসি লোক-বৃত্তম্। লোকত্রয়ত্রাতরি মান্ধাতরি মৃতে কিং ন কৃতং পুরুকুৎসেন? হুলতাদিণ্টা-ষ্টাদশদ্বীপে দিলীপে বা রঘুণা। মহাসুরসমরমধ্যাধ্যাসিতত্রিদশরথে দশরথে বা রামেণ? গোষ্পদীকৃতসতুরুদন্বদন্তে দুষ্যন্তে বা ভরতেন? তিষ্ঠন্তু তাবৎ তে তাতেনৈব শতসমধিকাধিগতাধ্বরধূসরিতবাসববয়সি সুগৃহীতনাম্নি তত্রভবতি পরাসুতাং গতে

পিতরি কিং নাকারি রাজ্যম্? যশ্চ কিল শোকঃ সমভিভবতি তং কাপুরুষমাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ। স্ত্রিয়ো হি বিষয়ঃ শুচাম্। তথাপি কিং করোমি। স্বভাবস্য সেয়ং কাপুরুষতা বা স্ত্রৈণং বা যদেবমাস্পদং পিতৃশোকহুতভুজো জাতোঽস্মি। মম হি ভূভৃতি পর্যস্তে নিরবশেষতঃ প্রস্রবণানীব স্রুতান্যশ্রূণ্যস্তমিতে মহতি তেজস্যন্ধকারীভূতদশাশস্য প্রনষ্ট-প্রজ্ঞালোকঃ, প্রজ্বলিতং হৃদয়ম্, আত্মদাহভীত ইব স্বপ্নেঽপি নোপসর্পতি বিবেকঃ বলীয়সা সন্তাপেন জাতুষমিব বিলীনমখিলং ধৈর্যম্, পদে পদে দিগ্ধরোপাহতেব হরিণী মুহ্যতি মতিঃ, পুরুষদ্বেষিণীব দূরত এব ভ্রমতি পরিহরন্তী স্মৃতিঃ, অম্বেব তাতেনৈব সহ গতা ধৃতিঃ, বার্ধুষিকপ্রযুক্তানীব ধনানীব প্রতিদিবসং বর্ধন্তে দুঃখানি, শোকানলধূমসম্ভারসম্ভৃতাম্ভোধরভরিতমিব বর্ষতি নয়নবারিধারাবিসরং শরীরম্। সর্বঃ পঞ্চজনঃ পঞ্চত্বমুপগতঃ প্রযাতি। বিতথমেতদ্বদতি বালো লোকঃ। তাতো হুতাশনতামেব কেবলমাপন্নোঽপি নৈবং দহতি মাম্। অন্তস্তু-দেবমিদমসাম্পরায়িকমিব হৃদয়মবষ্টভ্য ব্যুত্থিতঃ শোকো দুর্নিবারো বাড়ব ইব বারিরাশিম্, পবিরিব পর্বতম্, ক্ষয় ইব ক্ষপাকরম্, রাহুরিব রবিম্ দহতি দারয়তি তনূকরোতি কবলয়তি মাম্। কামং ন শক্নোতি মে হৃদয়ং তাদৃশস্য সমেরুকল্পস্য কল্প-মহাপুরুষস্য বিনিপাতমশ্রুবিন্দুভিরেব কেবলৈরতিবাহয়িতুম্। রাজ্যে বিষ ইব চকোরস্য মে বিরক্তং চক্ষুঃ। বহুমুৎপেটারবগুণ্ঠনাং রঞ্জিতরঙ্গাং জনঙ্গমানামিব বংশবাহ্যামনার্যাং শ্রিয়ং ত্যক্তুমভিলষতি মে মনঃ। ক্ষণমপি দগ্ধগৃহে শকুনিরিব ন পারয়ামি স্থাতুম্। সোঽহমিচ্ছামি মনসি বাসসীব সুলগ্নং স্নেহমলমিদমমলৈঃ শিখরিশিখর-প্রস্রবণৈঃ স্বচ্ছস্রোতোম্বুভিঃ প্রক্ষালয়িতুমাশ্রমপদে। যতস্ত্বমন্তরিতযৌবনসুখমনভিমতামপি জরামিব পুরুরাজ্ঞয়া গুরোর্গৃহাণ মে রাজ্যচিহ্নম্। ত্যক্তসকলবালক্রীড়েন হরিণেব দীয়তামুরো লক্ষ্ম্যৈ। পরিত্যক্তং ময়া শস্ত্রম্। ইত্যভিধায় চ খড়্গগ্রাহিণো হস্তাদাদায় নিজং নিস্ত্রিংশমুৎসসর্জ ধরণ্যাম্।

অথ তচ্ছ্রুত্বা নিশিতশিখেন শূলেনেবাহতঃ প্রবিদীর্ণহৃদয়ো দেবো হর্ষঃ সমচিন্তয়ৎ—'কিং নু খলু মামন্তরেণার্যঃ কেনচিৎসহিষ্ণুনা কিঞ্চিদ্গ্রাহিতঃ কুপিতঃ স্যাৎ। উতানয়া দিশা পরীক্ষিতুকামো মাম্। উত তাতশোকজন্মা চেতসঃ সমাক্ষেপোঽয়মস্য। আহোস্বিদার্য এবায়ং ন ভবতি, কিং বার্যেণানাদেবাভিহিতমনাদেবাশ্রাবি ময়া শোকশূন্যেন শ্রবণেন্দ্রিয়েণ। আর্যস্য চানাস্বিবক্ষিতমন্যদেবাপতিতং মুখেন। অথবা সকলবংশবিনাশায় নিপাতনোপায়োঽয়ং বিধেঃ। মম বা নিখিলপুণ্যপরিক্ষয়োপক্ষেপঃ। কর্মণামনুকুলসমগ্রগ্রহচক্রবালাবিলসিতং বা। অথবা তাতবিনাশিনঃ শঙ্কলিকালক্রীড়িতং যেনায়ং যঃ কশ্চিদিব যৎকিঞ্চনকারিণং মামপুষ্যভূতিবংশসম্ভূতমিব, অতাততনয়মিব, অনাত্মানুজমিব, অভক্তমিব, অদৃষ্টদোষমপি শ্রোত্রিয়মিব সুরাপানে, সদ্ভৃত্যমিব স্বামিদ্রোহে, সজ্জনমিব নীচোপসর্পণে, সুকলত্রমিব ব্যাভিচারে, অতিদুষ্করে কর্মণি সমাদিষ্টবান্। তদেতত্তাবদনুরূপং যচ্ছৌর্যোষ্মাদমদিরোন্মত্তসমস্তসামন্তমণ্ডলসমুদ্রমথনমন্দরে তাদৃশি পিতরি মৃতে তপোবনং বা গম্যতে বল্কলানি বা গৃহ্যন্তে তপাংসি বা সেব্যন্তে। যা তু ময়ি রাজাজ্ঞা সা দগ্ধোঽপি দাহকারিণী মমাবগ্রহগ্লাপিতে ধন্বনীবাঙ্গারবৃষ্টিঃ। তদসদৃশমিদমার্যস্য। যদ্যপি চ বিভুরনভিমানঃ। দ্বিজাতিরনেষণঃ, মুনিররোষণঃ, কপিরচপলঃ। কবিরমৎসরঃ বণিগতস্করঃ প্রিয়জানিরকুহনঃ, সাধুরদরিদ্রঃ, দ্রবিণবানখলঃ, কীনাশোঽনক্ষিগতঃ, মৃগয়ুরহিংস্রঃ, পরাশরী ব্রাহ্মণ্যঃ, সেবকঃ সুখী, কিতবঃ

কৃতজ্ঞঃ, পরিব্রাডবদ্ভুক্ষুঃ, নৃশংসঃ প্রিয়বাক্, অমাত্যঃ সত্যবাদী, রাজসূনুরদুর্বিনীতশ্চ জগতি দুর্লভঃ, তথাপি, মমার্য এবাচার্যঃ। কো হি নাম তদ্বিধে নিপতিতে রাজগন্ধকুঞ্জরে জনয়িতরি চেদৃশে বিফলকৃতবিশালশিলাস্তম্ভোরুভুজে ভুভুজি ভ্রাতরি ত্যক্তরাজ্যে জ্যায়সি নববয়সি তপোবনং গচ্ছতি সকললোকলোচনজলপাতাপবিত্রং মৃদ্গোলকং বসুধাভিধানং ধনমদখেলানিখিলখলমুখবিকারলক্ষণাখ্যায়মাননীচাচরণাং শ্রীসংজ্ঞিকাং সুভটকুটুম্বকর্মকুম্ভদাসীং চণ্ডালোঽপি কাময়েত। কথমিব সম্ভাবিতমত্যন্তমনুচিতমিদমার্যেণ। কিমুপলক্ষিতমনবদাতমিদং ময়ি। কিং বাস্য চেতসশ্চ্যুতঃ সৌমিত্রির্বিস্মৃতো বা বৃকোদরপ্রভৃতয়ঃ। অনপেক্ষিতভক্তজনা স্বার্থৈকনিষ্পাদননিষ্ঠুরা নাসীদিয়মার্যস্যোদৃশী প্রভবিষ্ণুতা। অপিচার্যে তপোবনং গতে জিজীবিষুঃ কো মনসাপি মহীং ধ্যায়েৎ। কুলিশশিখরনখরপ্রচয়প্রচণ্ডচপেটাপাটিতমত্তমাতঙ্গোত্তমাঙ্গমদচ্ছটাচ্ছুরিতচারুকেসরভারভাস্বরমুখে কেসরিণি বনবিহারায় বিনির্গতে নিবাসগিরিগুহাং কঃ পাতি পঞ্চতঃ। প্রতাপসহায়া হি সত্ত্ববন্তঃ। কশ্চপলাং রাজলক্ষ্মীং প্রত্যনুরোধোহয়মার্যস্য যদিয়মপি ন চীবরান্তরিতকুচা কুশকুসুমসমিৎপলাশপালিকাং বহন্তী তত্রৈব তপোবনে বনমৃগীব নীয়তে জরাজালিনী। কিংবা মমানেন বৃথা বহুধা বিকল্পিতেন তৃষ্ণীমেবার্যমনুগমিষ্যামি। গুরুবচনাতিক্রমকৃতং চ কিল্বিষমেতত্তপোবনে তপ এবাস্যতি।' ইত্যবধার্য মনসা প্রথমতরং গতস্তপোবনমধোমুখস্তূষ্ণীমবাতিষ্ঠত।

অত্রান্তরে পূর্বাদিষ্টেনৈব রুদতা বস্ত্রকর্মান্তিকেন সমুপস্থাপিতেষু বল্কলেষু, নির্দয়করতলতাড়নভিয়েব ক্বাপি গতে হৃদয়ে, রটতি রাজস্ত্রৈণে, তারমব্রহ্মণ্যমুধর্বদোষ্ণি বিরুদতি বিপ্রজনে, পাদপ্রণতিপরে ফুৎকুর্বতি পৌরবৃন্দে, বিদ্রাতি বিদ্রুতচেতসি চিরন্তনে পরিজনে, পরিজনাবলম্বিতে গতে বর্ষীয়সি, বেপমানবপুষি পর্যাকুলবাসসি, শোকগদ্গদবচসি, বিগলিতনয়নপয়সি, নিবারণোদ্যত্যমনসি, বিশতি বন্ধুবর্গে, নিরাশেষু নখলিখিতমণিকুট্টিমেষবাঙ্মুখেন নিঃশ্বসৎসু সামন্তেষু, সবালবৃদ্ধাসু তপোবনায় প্রস্থিতাসু সর্বাসু প্রজাসু সহসৈব প্রবিশ্য শোকাবক্লবঃ প্রক্ষরিতনয়নসলিলো রাজ্যশ্রিয়ঃ পরিচারকঃ সংবাদকো নাম প্রজ্ঞাতজন্মা বিমুক্তাক্রন্দঃ সদাস্যাত্মানমপাতয়েৎ।

অথ সম্ভ্রান্তো ভ্রাত্রা সহ স্বয়ং দেবো রাজ্যবর্ধনস্তং পর্যপৃচ্ছৎ—'ভদ্র! ভণ ভণ কিমস্মদ্ব্যসনব্যবসায়বর্ধনবদ্ধধৃতিঃ অবনিপাতমরণমুদিতমতিঃ, অধৃতিকরমপরমধিকতরমিতো দুঃখাতিশয়ং সমুৎপাদয়তি বিধিঃ ইতি। স কথং কথমপ্যকথয়ৎ—'দেব! পিশাচানামিব নীচাত্মনাং চরিতানি ছিদ্রপ্রহারীণি প্রায়শো ভবন্তি। যতো যস্মিন্নহন্যবনিপতিরুপরত ইত্যভূদ্বার্তা তস্মিন্নেব দেবো গ্রহবর্মা দুরাত্মনা মালবরাজেন জীবলোকমাত্মনঃ সুকৃতেন সহ ত্যাজিতঃ। ভর্তৃদারিকাপি রাজ্যশ্রীঃ কালায়সনিগড়যুগলচুম্বিতচরণা চৌরাঙ্গনেব সংযতা কান্যকুব্জে কারায়াং নিক্ষিপ্তা কিংবদন্তী চ যথা কিলাতনায়কং সাধনং মত্বা জিঘৃক্ষুঃ সুদুর্মতিরেতামপি ভুবমাজিগমিষতি। ইতি বিজ্ঞাপিতে প্রভুঃ প্রভবতীতি।

ততশ্চ তাদৃশমনুপেক্ষণীয়মসম্ভাবিতমাকস্মিকমুপরি ব্যতিকরমাকর্ণ্য শ্রুতপূর্বত্বাৎ পরিভবস্য, পরপরিভবাসহিষ্ণুতয়া চ স্বভাবস্য, দর্পবহুলতয়া চ নবযৌবনস্য, বীরক্ষেত্রসম্ভবত্বাচ্চ জন্মনঃ, কৃপাভূমিভূতায়াশ্চ স্বসুঃ স্নেহাৎ স তাদৃশোঽপি বন্ধুমূলোৎপাত্যস্তগুরুরেকপদ এবাস্য ননাশ শোকাবেগঃ। বিবেশ চ সহসা কেসরীব গিরিগুহাগৃহং

গভীরহ্রদয়ং ভয়ংকরঃ কোপাবেগঃ। কৌশিনিষূদনশঙ্কাকুলকালিয়তঙ্গুরভ্রূভঙ্গতরঙ্গিণী শ্যামায়মানা যমস্বসেব প্রথীয়সী ললাটপট্টে ভীষণা ভ্রূকুটিরুদভিদ্যত। দর্পাৎ পরামৃশন্নখকিরণসলিলনির্ঝরৈঃ সমরভারসম্ভাবনাভিষেকমিব চকার দিঙ্নাগকুম্ভকুটবিকটস্য বাহুশিখরকোশস্য বামঃ পাণিপল্লবঃ। সঙ্গলৎস্বেদসলিলপূরিতোদরো নির্মূলং মালবোন্মূলনায় গৃহীতকেশ ইব দুর্মদশ্রীকচগ্রহোৎকণ্ঠয়েব চ কম্পমানঃ পুনরপি সমুৎসসর্প ভীষণং কৃপাণং পাণিরপরঃ। শস্ত্রগ্রহণমুদিতরাজলক্ষ্মীক্রিয়মাণদিষ্টবৃদ্ধিবিধুতসিন্দূরধূলিরিব কপিলঃ কপোলয়োরদৃশ্যত রোষরাগঃ। সমাসন্নসকলমহীপালচূড়ামণিচক্রাক্রমণজাতাহঙ্কার ইব চ সমারুরোহ বামমুরুদণ্ডমুত্তানশ্চরণো দক্ষিণঃ। নিষ্ঠুরাঙ্গুষ্ঠকষণনিষ্ঠ্যূতধূমলেখো নির্বীরোর্বীকরণায় বিমুক্তশিখ ইব লিলেখ মণিকুট্টিমমিতরঃ পাদপদ্মঃ। দর্পস্ফুটিতসরসব্রণোচ্ছলিতরুধিরচ্ছটাবসেকৈঃ শোকবিষপ্রসুপ্তং প্রবোধয়ন্নিব পরাক্রমমনুজমবাদীৎ—'আয়ুষ্মন্। ইদং রাজকুলং, অমী বান্ধবাঃ, পরিজনোঽয়ম্, ইয়ং ভূমিঃ, ভূপতিভুজপরিঘপালিতাশ্চৈতাঃ প্রজাঃ, গতোঽহমদ্যৈব মালবরাজকুলপ্রলয়ায়। ইদমেব তাবদ্বল্কলগ্রহণমিদমেব তপঃ শোকাপগমোপায়শ্চায়মেব যদত্যন্তাবিনীতারিনিগ্রহঃ। সোঽয়ং কুরঙ্গকৈঃ কচগ্রহঃ কেসরিণঃ, ভেকৈঃ করপাতঃ, কালসর্পস্য, বৎসকৈর্বন্দিগ্রহো ব্যাঘ্রস্য, অলগর্দৈর্গলগ্রহো গরুড়স্য, দারুভির্দাহাদেশো দহনস্য, তিমিরৈস্তিরস্কারো রবেঃ, যো মালবৈঃ পরিভবঃ পুষ্যভূতিবংশস্য। অন্তরিতস্তাপো মে মহীয়সা মন্যুনা। তিষ্ঠন্তু সর্ব এব রাজানঃ করিণশ্চ ত্বয়ৈব সার্ধম্। অয়মেকো ভণ্ডিরষুতমাত্রেণ তুরঙ্গমাণামনুযাতু মাম্।' ইত্যভিধায় চানন্তরমেব প্রয়াণপটহমাদিদেশ।

তং চ তথা সমাদিশন্তমাকর্ণ্য জামিজামাতৃবৃত্তান্তবিজ্ঞানপ্রকোপাধানদূয়মানে মনসি নির্বর্তনাদেশেন দূরপ্ররূঢ়প্রণয়পীড় ইব প্রোবাচ দেবো হর্ষঃ—'কিমিব হি দোষং পশ্যত্যার্যো মমানুগমনেন? যদি বাল ইতি নিতরাং তর্হি ন পরিত্যাজ্যোঽস্মি। রক্ষণীয় ইতি ভবদ্ভুজপঞ্জরো রক্ষাস্থানম্, অশক্ত ইতি ক্ব পরীক্ষিতোঽস্মি, সম্বর্ধনীয় ইতি বিয়োগস্তনুকরোতি, অক্লেশসহ ইতি স্ত্রীপক্ষে নিক্ষিপ্তোঽস্মি, সুখমনুভবত্বিতি ত্বয়ৈব সহ তৎপ্রয়াতি, মহানধ্বনঃ ক্লেশ ইতি বিরহাগ্নিবিষহ্যতরঃ কলত্রং রক্ষতীতি শ্রীস্তে নিস্ত্রিংশেঽধিবসতি, পৃষ্ঠতঃ শূন্যমিতি তিষ্ঠত্যেব প্রতাপঃ, রাজকমনধিষ্ঠিতমিতি তৎসম্বন্ধমার্যগুণৈঃ ন বাহ্যঃ সহায়ো মহত ইতি ব্যতিরিক্তমেব মাং গণয়সি, প্রলঘুপরিকরঃ প্রয়ামীতি পাদরজসি কোঽতিভারঃ দ্বয়োর্গমনমসাম্প্রতমিতি মামনুগৃহাণ গমনাজ্ঞয়া, কাতরো ভ্রাতৃস্নেহ ইতি সদৃশো দোষঃ কা চেয়মাত্মম্ভরিতা ভুজস্য তে যদেকাকী ক্ষীরোদফেনপটলপাণ্ডুরমমৃতমিব যশঃ পিপাসসি। অবাঞ্চপূর্বোঽস্মি প্রসাদেষু। তৎপ্রসীদত্বার্যো নয়তু মামপি' ইত্যভিধায় ক্ষিতিতলবিনিহিতমৌলিঃ পাদয়োরপতৎ।

তমুত্থাপ্য পুনরগ্রজো জগাদ—'তাত! কিমেবমতিমহারম্ভপরিগ্রহণেন গরিমাণমারোপ্যতে বলাদতিলঘীয়ানপ্যহিতঃ। হরিণার্থমতিহ্রেপণঃ সিংহসম্ভারঃ। তৃণানামুপরি কতি কবচয়ন্ত্যাশুশুক্ষণয়ঃ। অপি চ তবাষ্টাদশদ্বীপাষ্টমঙ্গলকমালিনী মেদিন্যস্ত্যেব বিক্রমস্য বিষয়ঃ। ন হি কুলশৈলনিবহরাহিনো বায়বঃ সন্নহ্যন্ত্যতিতরলে তূলারাশৌ। ন সুমেরুবপ্রপ্রণয়প্রগল্ভা বা দিক্করিণঃ পরিণমন্ত্যণীয়সি বল্মীকে। গ্রহীষ্যসি সকলপৃথিবীপতিপ্রলয়োৎপাতমহাধূমকেতুং মান্ধাতেব চারুচামীকরপঙ্কপত্রলতালঙ্কারাঙ্ককায়ং কার্মুকং ককুভাং বিজয়ে। মম তু দুর্নিবারায়ামস্যাং বিপক্ষক্ষ-

পণক্ষুধি ক্ষুভিতায়াং ক্ষমাতামিয়মেকাকিনঃ কোপকবল একঃ। তিষ্ঠতু ভবান্।" ইত্যভিধায় চ তস্মিন্নেব বাসরে নির্জগামাভ্যমিত্রম্।

অথ তথা গতে ভ্রাতরি, উপরতে চ পিতরি, প্রোষিতজীবিতে চ জামাতরি, মৃতায়াং চ মাতরি, সংযতায়াং চ স্বসরি, স্বযূথভ্রষ্ট ইব বন্যঃ করী দেবো হর্ষঃ কথং কথমপ্যেকাকী কালং তমনৈষীৎ। অতিক্রান্তেষু বহুষু বাসরেষু কদাচিত্তস্যৈব ভ্রাতৃগমনদুঃখাসিকয়া দত্তপ্রজাগরাস্ত্রিভাগশেষায়াং ত্রিযামায়াং যামিকেন গীয়মানামিমামার্যাং শুশ্রাব—

স্বীপোপগীতগুণমপি সমুপার্জিতরত্নরাশিসারমপি।
পোতং পবন ইব বিধিঃ পুরুষমকাণ্ডে নিপাতয়তি ॥৩॥

তাং চ শ্রুত্বা সুতরামনিত্যতাভাবনয়া দূয়মানহৃদয়ঃ প্রক্ষীণভূয়িষ্ঠায়াং ক্ষপায়াং ক্ষণমিব নিদ্রামলভত। স্বপ্নে চাভ্রংলিহং লোহস্তম্ভং ভজ্যমানমপশ্যৎ। উৎকম্পমানহৃদয়শ্চ পুনঃ প্রত্যবুধ্যত। অচিন্তয়চ্চ—'কিং নু খলু মামেবমমী সততমনুবধ্নন্তি দুঃস্বপ্নাঃ। স্ফুরতি চ দিবানিশমকল্যাণাখ্যানবিচক্ষণমদক্ষিণমক্ষি। সুদারুণাশ্চাক্ষুদ্রক্ষিতিপক্ষয়মাচক্ষাণাঃ ক্ষণমপি ন শাম্যন্তি পুনরুৎপাতাঃ। প্রত্যহং রাহুবিকলকায়বন্ধ ইব কবন্ধয়তি ব্রধ্নবিম্বে ঘটমানো বিভাব্যতে। তপঃকরণকালকবলিতানিব ধূসারিতসমগ্রগ্রহানুদ্গিরন্তি ধূমোদ্গারান্ সপ্তর্ষয়ঃ। দিনে দিনে দারুণা দিশাং দাহা দৃশ্যন্তে। দিগ্দাহভস্মকণনিকর ইব নিপততি নভস্তলাত্তারাগণঃ। তারাপাতশুচেব নিষ্প্রভঃ শশী। নিশি নিশি ইতস্ততঃ প্রজ্বলিতাভিরুল্কাভিরুগ্রং গ্রহযুদ্ধমিব বিয়তি বিলোকয়ন্তি বিলোলতারকাঃ ককুভঃ। রাজ্যসঞ্চারসূচকঃ সঞ্চারয়তীব ক্ষ্মাং ক্বাপি বহদ্বহলরজঃপটলকলিলশর্করাশকলসূৎকারী মারুতঃ। ন কুশলমিব পশ্যামি লগ্নস্য। অস্মিন্নস্মদ্বংশে করিণ ইব করীরং কোমলমপি কলয়তঃ কৃতান্তস্য কঃ পরিপন্থী? সর্বথা স্বস্তি ভবত্বার্যায়।' ইতি চিন্তয়িত্বা চ অন্তর্ভিন্নং ভ্রাতৃস্নেহকাতরং দ্রবদিব হৃদয়ং কথং কথমপি সংস্তভ্যোত্থায় যথাক্রিয়মাণং ক্রিয়াকলাপমকরোৎ।

আস্থানগতশ্চ সহসৈব প্রবিশন্তম্, অনুপ্রবিশতা বিষণ্ণবদনেন লোকেনানুগম্যমানম্, অসহ্যদুঃখোষ্ণনিঃশ্বাসধূমরক্তশ্মশ্রুনেব মলিনেন পটেন প্রাবৃতবপুষম্, জীবিতধারণলজ্জয়েবানতমুখম্, নাসবংশস্যাগ্রে গ্রথিতদৃষ্টিম্, দুঃখদূরপ্ররূঢরোম্ণা মূকেনাপি মুখেন স্বামিব্যসনমবিচ্ছিন্নৈরশ্রুবিন্দুভির্বিজ্ঞাপয়ন্তং কুন্তলং নাম বৃহদশ্ববারম্ রাজ্যবর্ধনস্য প্রসাদভূমিমভিজাততমং দদর্শ। দৃষ্টবা চ জাতশঙ্কশ্চক্ষুষি সলিলেন, মুখশশিনি শ্বসিতেন, হৃদয়ে হুতাশনেন, উৎসঙ্গে ভুবা, দারুণাপ্রিয়শ্রবণসময়ে সমমিব সর্বেষ্বঙ্গেষু গৃহ্যত লোকপালৈঃ। তস্মাচ্চ হেলানির্জিতমালবানীকমপি গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রমেকাকিনং বিস্রব্ধং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতমশ্রৌষীৎ।

শ্রুত্বা চ মহাতেজস্বী প্রচণ্ডকোপপাবকপ্রসরপরিচীয়মানশোকাবেগঃ সহসৈব প্রজজ্বাল। ততশ্চামর্ষবিধুতশিরঃশীর্যমাণশিখামণিশকলাঙ্গারকিতাঙ্গমিব রোষাগ্নিমুদ্বমন্ননবরতস্ফুরিতেন পিবন্নিব সর্বতেজস্বিনামায়ূংষি রোষনির্ভুগ্নেন দশনচ্ছদেন, লোহিতায়মানলোচনালোকবিক্ষেপৈর্দিগ্দাহানিব দর্শয়ন্, রোষানলেনাপ্যসহ্যসহজশৌর্যোষ্মদহনদহ্যমানেনেব বিতন্যমানস্বেদসলিলশীকরাসারদুর্দিনঃ,স্বাবয়বৈরপ্যদৃষ্টপূর্বপ্রকোপভীতৈরিব কম্পমানৈরুপেতঃ, হর ইব কৃতভৈরবাকারঃ, হরিরিব প্রকটিতনরসিংহরূপঃ সূর্যকান্তশৈল ইবাপরতেজঃপ্রসরদর্শনপ্রজ্বলিতঃ, ক্ষয়দিবস ইবোদিতদ্বাদশাদিনকরদুর্নিরীক্ষ্যমূর্তিঃ, মহোৎপাতমারুত ইব সকলভূভৃৎপ্রকম্পকারী, বিন্ধ্য ইব

বর্ধমানবিগ্রহোৎসেধঃ, মহাশীবিষ ইব দুর্নরেন্দ্রাভিভবরোপিতঃ, পরীক্ষিত ইব সর্বভোগিদহনোদ্যতঃ, বৃকোদর ইব রিপুরুধিরতৃষিতঃ, সুরগজ ইব প্রতিপক্ষবারণপ্রধাবিতঃ, পূর্বাগম ইব পৌরুষস্য, উন্মাদ ইব মদস্য, আবেগ ইবাবলেপস্য, তারুণ্যাবতার ইব তেজসঃ, সর্বোদ্যোগ ইব দর্পস্য, যুগাগম ইব যৌবনোষ্মণঃ রাজ্যাভিষেক ইব রণরসস্য, নীরাজনদিবস ইবাসহিষ্ণুতায়াঃ পরাং ভীষণতামযাসীৎ।

অবাদীচ্চ গৌড়াধিপাধমমপহায় কস্তাদৃশং মহাপুরুষং তৎক্ষণ এব নির্ব্যাজভুজবীর্যনির্জিতসমস্তরাজকং মুক্তশস্ত্রং কলশযোনিমিব কৃষ্ণবর্ত্মপ্রসূতিরীদৃশেন সর্ববীরলোকবিমর্দিতেন মৃত্যুনা শময়েদেবমার্যম্। অনার্যং চ তং মুক্ত্বা ভাগীরথীফেনপটলপাণ্ডুরাঃ কেষাং মনঃসু সরঃসু রাজহংসা ইব পরশুরামপরাক্রমস্মৃতিকৃতো ন কুর্যুরার্যশৌর্যগুণাঃ পক্ষপাতম্। কথমিবাত্যুগ্রস্যাস্যার্যজীবিতহরণে নিদাঘরবেরিব কমলাকরসলিলশোষণেঽনপেক্ষিতপ্রীতয়ঃ প্রসৃতাঃ করাঃ। কাং নু গতিং গমিষ্যতি, কাং বা যোনিং প্রবেক্ষ্যতি, কস্মিন্ বা নরকে নিপতিষ্যতি। শ্বপাকোঽপি ক ইদমাচরেৎ। নামাপি চ গৃহ্ণতোঽস্য পাপকারিণঃ পাপমলেন লিপ্যত ইব মে জিহ্বা কিং বাঙ্গীকৃত্য কার্যমার্যস্তেন ক্ষুদ্রেণানুপ্রবিশ্য বিগতঘৃণেন ঘুণেনেব সকলভুবনাহ্লাদনচতুরশ্চন্দনস্তম্ভঃ ক্ষয়মুপনীতঃ। নূনং নানেন মূঢ়েন মধুরসাস্বাদলুব্ধেন মধ্বিবার্যজীবিতমাকর্ষতা ভাবী দৃষ্টঃ শিলীমুখসম্পাতোপদ্রবঃ। নিজগৃহদূষণং জালমার্গপ্রদীপকেন কজ্জলমিবাতিমলিনং কেবলমযশঃ সঞ্চিতং গৌড়াধমেন। নত্বাশ্বেবাস্তমুপগত্যাপি ত্রিভুবনচূড়ামণৌ সবিতরি বেধসাদিষ্টঃ সৎপথশত্রোরন্ধকারস্য নিগ্রহায় গ্রহষণ্ডবিহারৈকহরিণাধিপঃ শশী। বিনয়বিধায়িনি ভগ্নেঽপি চাঙ্কুশে বিদ্যত এব ব্যালবারণস্য বিনয়ায় সকলমত্তমাতঙ্গকুম্ভস্থলাস্থিরশিরোভাগভিদুরঃ খরতরঃ কেসরিনখরঃ। তাদৃশাঃ কুবেকটিকা ইব তেজস্বিরত্নবিনাশকাঃ কস্য ন বধ্যাঃ। ক্বেদানীং যাস্যতি দুর্বুদ্ধিঃ?' ইত্যেবমভিদধত এবাস্য পিতুরপি মিত্রং সেনাপতিঃ সমগ্রবিগ্রহপ্রাগ্রহরো হরিতালশৈলাবদাতদেহঃ পরিণতপ্রগুণসালপ্রকাণ্ডপ্রকাশঃ প্রাংশুঃ, অতিশৌর্যোষ্মণেব পরিপাকমাগতো গতভূয়িষ্ঠে বয়সি বর্তমানঃ, বহুশরশয়নসুপ্রোত্থিতোঽপি হসন্নিব শান্তনবমতিদীর্ঘেণায়ুষা দুরভিভবশরীরতয়া জরয়াপি ভীতভীতয়েব প্রকটিতপ্রকম্পয়া পরামৃষ্টঃ, কথমপি সারময়েষু শিরোরুহেষু শশিকরনিকরসিতসরলশিরোরুহসটালাং সৈংহীমিব নিষ্কপটপরাক্রমরসরচিতাং সংক্রান্তো জীবন্নেব জাতিম্, পরস্বামিমুখদর্শনমহাপাতকপরিজিহীর্ষয়েব ভ্রূযুগলেন বলিতশিথিলপ্রলম্বচর্মণা স্থগিতদৃষ্টিঃ ধবলস্থূলগুঞ্জাপিচ্ছপ্রচ্ছাদিতকপোলভাগভাস্বরেণ বমন্নিব বিক্রমকালমকালেঽপি বিকশিকাশকাননবিশদং শরদারম্ভং ভীমেন মুখেন, মৃতমপি হৃদয়স্থিতং স্বামিনমিব সিতচামরেণ বীজয়ন্নাভিলম্বেন কূর্চকলাপেন, পরিণামেঽপি ধৌতাসিধারাজলপানতৃষিতৈরিব বিবৃতবদনৈর্বহুভির্ব্রণবিদারৈর্বিষমিতবিশালবক্ষাঃ, নিশিতশস্ত্রটঙ্ককোটিকুট্টিতবহুবৃহদ্বর্ণাক্ষরপঙ্‌ক্তিনিরন্তরতয়া চ সকলসমরবিজয়পর্বগণনামিব কুর্বন্ পূর্বপর্বত ইব পাদচারী, বিবিধবীররসবৃত্তান্তরামণীয়কেন মহাভারতমপি লঘয়ন্নিব, প্রতিপক্ষক্ষপণাতিনির্বন্ধেন পরশুরামমপি শিক্ষয়ন্নিব অবভ্রমণেনানাদরশ্রীসমাকর্ষণবিভ্রমেণ মন্দরমপি মন্দয়ন্নিব, বাহিনীনায়কমর্যাদানুবর্তনেনাম্ভোধিমপ্যভিভবন্নিব, স্থৈর্যকার্কশ্যোন্নতিভিরচলানপি হ্রেপয়ন্নিব, সহজপ্রচণ্ডতেজঃপ্রসরপরিস্ফুরণেন সবিতারমপি তৃণীকুর্বন্নিব, ঈশ্বরভারোদ্বহনধৃষ্টতয়া হরবৃষভমপি হসন্নিব, অরণিরমর্ষাগ্নেঃ, ঐশ্বর্য

শৌর্যস্য, মদো মদস্য, বিসর্পো দর্পস্য, হৃদয়ং হঠস্য, জীবিতং জিগীষুতায়াঃ, সমুচ্ছ্ব-সিতমুৎসাহস্য, অঙ্কুশো দুর্মদানাম্, নাগদমনো দুষ্টভোগিনাম্, বিরামো বরমনুষ্য-তায়াঃ, কুলগুরুর্বীরগোষ্ঠীনাম্, তুলা শৌর্যশালিনাম্, সীমান্তদৃশ্বা শস্ত্রগ্রামস্য, নির্বোঢ়া প্রৌঢ়বাঙ্গানাম্, সংস্তম্ভয়িতা ভগ্নানাম্, পারগঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ, মর্মজ্ঞো মহা-বিগ্রহাণাম্, অঘোষণাপটহঃ সমরার্থিনাম্, সন্নিধাবেব সমুপবিষ্টঃ সিংহনাদনামা স্বরেণৈব দুন্দুভিঘোষগম্ভীরেণ সুভটানাং সমরসমানয়ন্ বিজ্ঞাপিতবান্—

'দেব ! ন কশ্চিৎকৃতাশ্রয়য়া মলিনয়া মলিনতরাঃ কোকিলয়া কাকা ইব কাপুরুষা হতলক্ষ্ম্যা বিপ্রলভ্যমানমাত্মানং ন চেতয়ন্তে। শ্রিয়ো হি দোষা অন্ধতাদয়ঃ কামলা বিকারাঃ। ছত্রচ্ছায়ান্তরিতরবয়ো বিস্মরন্ত্যন্যং তেজস্বিনং জড়ধিয়ঃ। কিংবা করোতু বরাকঃ যেনাতিভীরুতয়া নিত্যপরাঙ্মুখেন ন তু দৃষ্টান্যেব সর্বাতিশায়িশৌর্যাতিশয়-স্বযথুকপিলকপোলপুলকপল্লবিতকোপানলানি কুপিতানাং তেজস্বিনাং মুখানি। নাসৌ তপস্বী জানাত্যেবং যথাভিচারা ইব বিপ্রকৃতাঃ সদ্যঃ সকলকুলপ্রলয়মুপাহরন্তি মনস্বিন ইতি। জলেঽপি জ্বলন্তি তাড়িতাস্তেজস্বিনঃ। সকলবীরগোষ্ঠীবাহ্যস্য তস্যৈবেনমুচিতমনুত্তরনিরয়নিপাতনিপুণং কর্ম। মনস্বিনাং হি প্রধানপ্রধানধনে ধনুষি ম্রিয়মাণে সতি চ কমলাকলহংসীকেলি কুবলয়কাননে কৃপাণে কৃপণোপায়াঃ পয়োধিমথনপ্রভৃতয়োঽপি শ্রীসমুত্থানস্য কিং পুনরীদৃশাঃ। যেষাং চ ধাত্রা ধরিত্রীং ত্রাতুং নিযুক্তাঃ স্বয়মসমর্থা ইব কুলিশকর্কশভুজপরিঘপ্রহরণহেতোরুদ গিরন্তি গিরয়োঽপি লোহানি তে কথমিব বাহুশালিনো মনসাপি বিমলযশোবান্ধবা ধ্যায়েয়ু-রকার্যম্। সর্বগ্রহাভিভবভাস্বরাণাং হি সুভটকরাণামগ্রতো দিগ্গ্রহণে পঙ্গবঃ পতঙ্গকরাঃ। মহামহিষশৃঙ্গতরঙ্গভঙ্গভঙ্গুরভীষণান্তরালা লোকপ্রবাদমাত্রেণ চ দক্ষিণাশা পরমার্থতো ভটভ্রুকুটির্যধিবাসো যমস্য। চিত্তং হি যদুম্মুক্তসিংহনাদানং সহসা সাহসরভসরসরোমাঞ্চকণ্টকনিকরেণ সহ ন নির্যান্তি সটাঃ শূরাণাং রণেষু। দ্বয়মেব চ চতুঃসাগরভৃতস্য ভূতিসম্ভারস্য ভাজনং প্রতিপক্ষদাহি দারুণং বড়বামুখং বা মহাপুরুষহৃদয়ং বা। তেজস্বিনঃ সকলাননমবাপ্য পয়োরাশিসহজস্য কুতো নিবৃত্তি-রুষ্মণঃ। বৃথাবিততবিপুলফণাভারো ভুজঙ্গানাং ভর্তা বিভর্তি যো ভোগেন মৃৎপিণ্ড-মেব কেবলম্। অপ্রতিহতশাসনাক্রান্ত্যুপভোগসুখরসং তু রসায়াং দিক্কুঞ্জর-ভারভাস্বরপ্রকোষ্ঠা বীরবাহব এব জানন্তি। রবিবিরোধমুখপদ্মাকরগৃহীতপাদ-পল্লবঃ সুখেনাখণ্ডিততেজা দিবসান্নয়তি শূরঃ। কাতরস্য তু শশিন ইব হরিণহৃদয়স্য পাণ্ডুরপৃষ্ঠস্য কুতো দ্বিরাত্রমপি নিশ্চলা লক্ষ্মীঃ। অপরিমিতযশঃপ্রকরবর্ষী বিকাসী বীররসঃ। পুরপ্রবৃত্তপ্রতাপপ্রহতাঃ পন্থানঃ পৌরুষস্য। শব্দবিদ্রুতবিদ্বিষন্তি ভবন্তি দ্বারাণি দর্পস্য শস্ত্রালোকপ্রকাশিতাঃ শূন্যা দিশঃ শৌর্যস্য। রিপুরুধিরশীকরাসারেণ ভুরিব শ্রীরপ্যনুরজ্যতে। বহুনরপতিমুকুটমণিশিলাশাণকোণকষণেন চরণনখরাজিরিব রাজতাপুঞ্জজ্বলীভবতি। অনবরতশস্ত্রাভ্যাসেন করতলানীব রিপুমুখান্যপি শ্যামীভবন্তি বিবিধব্রণবন্ধপট্টকশতৈঃ শরীরমিব যশোঽপি ধবলীভবতি। কবচিষু রিপুরঃকবাটেষু পাত্যমানাঃ, পাবকশিখামিব শ্রিয়মপি বমন্তি নিষ্ঠুরা নিস্ত্রিংশপ্রহারাঃ। যশ্চাহিতহতস্ব-জনো মনস্বিজনো দ্বিষদ্যোষিদুরস্তাড়নেন কথয়তি হৃদয়দুঃখম্ পুরুষাসিলতানিপাত-পবনেনোচ্ছ্বসিতি নিরুচ্ছ্বসিতশত্রুধারাপাতেন রোদিতি বিপক্ষবনিতাচক্ষুষা দদাতি জলং স শ্রেয়ান্নেতরঃ। ন চ স্বপ্নদৃষ্টনষ্টেষ্বিব ক্ষণিকেষু শরীরেষু নিবধ্নন্তি বন্ধু-

বন্ধিং প্রবন্ধাঃ। স্থায়িনি যশসীব শরীরধীর্বীরাণাম্। অনবরত প্রজ্বলিততেজঃপ্রসরভাস্বরস্বভাবং চ মণিপ্রদীপমিব কলুষঃ কজ্জলমলো ন স্পৃশত্যেবাতিতেজস্বিনং শোকঃ। স ত্বং সত্ত্ববতামগ্রণীঃ প্রাগ্রহরঃ প্রাজ্ঞানাং প্রথমঃ সমর্থানাং প্রষ্ঠোঽভিজাতানামগ্রসরস্তেজস্বিনামদিরসহিষ্ণূনাম্। এতাশ্চ সততসন্নিহিতধূমায়মানকোপাগ্নয়ঃ স্থূলভাসিধারাতোয়তৃপ্তয়ো বিকটবাহুবনচ্ছায়োপগূঢ়া ধীরতায়া নিবাসশিশিরভূময় স্বায়ত্তাঃ সুভটানামুরঃকবাটভিত্তয়ঃ। যতঃ কিং গৌড়াধিপাধমেকেন। তথা কুরু যথা নান্যোঽপি কশ্চিদাচরত্যেবং ভূয়ঃ। সর্বোর্বীশ্রদ্ধাকামুকানামলীকবিজিগীষূণাং সন্তারয় চামরাণ্যন্তঃপুরপুরন্ধ্রীনিঃশ্বসিতৈঃ। উচ্ছিন্ধি রুধিরগন্ধান্ধগৃধ্রমণ্ডলচ্ছাদনৈশ্ছত্রচ্ছায়াব্যসনানি। অপাকুরু কদুষ্ণশোণিতোদকস্বেদৈঃ কুলক্ষ্মীকুলটাকটাক্ষচক্ষূরাগরোগান্ উপশময় নিশিতশরশিরাবেধৈরকার্যশ্বয়থূন্। উন্মূলয় লোহনিগড়াপীড়মালামলমহৌষধৈঃ পাদপীঠ দোহদদুর্ললিত পাদপটুমান্দ্যানি। ক্ষপয় তীক্ষ্ণাজ্ঞাক্ষরক্ষারপাতৈর্জয়শব্দশ্রবণকর্ণকণ্ডূঃ। অপনয়চরণনখমরীচিচন্দনচর্চা ললাটলেপৈরনমিতস্তিমিতমস্তকস্তম্ভবিকারান্। উদ্ধর করদানসন্দেশসন্দংশৈদ্র্বিণদর্পোষ্মায়মাণদুঃশীললীলাশল্যানি। ভিন্ধি মণিপাদপীঠদীধিতিদীপ্রপ্রদীপিকাভিঃ শুষ্কসুভটাটোপভ্রূকুটিবন্ধান্ধকারান্। জয় চরণলঙ্ঘনলাঘবগলিতশিরোগৌরবারোগ্যৈর্মিথ্যাভিমানমহাসন্নিপাতান্। শ্লথয় সততসেবাঞ্জলিমুকুলিতকরসম্পুটোষ্মভিরিষ্বসনগুণকিণকার্কশ্যানি। যেনৈব চ তে গতঃ পিতা পিতামহঃ প্রপিতামহো বা তমেব মা হাসীস্ত্রিভুবনস্পৃহণীয়ং পন্থানম্। অবহায় কুপুরুষোচিতাং শুচঃ প্রতিপদস্ব কুলক্রমাগতাং কেসরীব কুরঙ্গীং রাজলক্ষ্মীম্। দেব! দেবভূয়ং গতে নরেন্দ্রে দুষ্ট গৌড়ভুজঙ্গজগ্ধজীবিতে চ রাজ্যবর্ধনে বৃত্তেঽস্মিন্মহাপ্রলয়ে ধরণীধারণায়াধুনা ত্বং শেষঃ। সমাশ্বাসয় অশরণাঃ প্রজাঃ। ক্ষ্মাপতীনাং শিরঃসু শরৎসবিতেব ললাটন্তপান্ প্রযচ্ছ পাদন্যাসান্। অহিতানামভিনবসেবাদীক্ষাদুঃখসন্তপ্তশ্বাসধূমমণ্ডলৈর্নখম্পচঃ প্রচলিতচূড়ামণিচক্রবালবালাতপৈশ্চায়াহি কল্মাষপাদতাম্। অপি চ হতে পিতর্যেকাকী তপস্বী মৃগৈঃ সহ সম্বর্ধিতঃ সহজব্রাহ্মণামার্দবসুকুমারমনাঃ কৃতনিশ্চয়চণ্ডচাপবনার্টামিটাঙ্কারনাদানির্মদীকৃতদিগ্গজং গুঞ্জজ্জ্যাজালজনিতজগজ্জ্বরং সমগ্রমুদ্যতমেকবিংশতিকৃত্বঃ কৃতবংশমুৎখাতবান্ রাজন্যকং পরশুরামঃ, কিং পুনর্নৈসর্গিককায়কার্কশ্যকুলিশায়মানমানসো মানিনাং মূর্ধন্যো দেবঃ। তদদ্যৈব কৃতপ্রতিজ্ঞো গৃহাণ গৌড়াধিপাধমজীবিতধ্বংসয়ে জীবিতসংকলনাকুলকালাকাণ্ডদণ্ডযাত্রাচিহ্নধ্বজং ধনুঃ। ন হ্যায়মরাতিরক্তচন্দনচর্চাশিশিরোপচারমন্তরেণ শাম্যতি পরিভবানলপচ্যমানদেহস্য দেবস্য দুঃখদাহজ্বর সুদারুণঃ। নিকারসন্তাপশান্ত্যুপায়পরিক্ষয়ে হি হিড়িম্বাচুম্বনাস্বাদিতমিব রিপুরুধিরামৃতমমন্দরোপায়মপায়ি পবনাত্মজেন। জামদগ্ন্যেন চ শামাম্মন্যুশিখিশিখাসঞ্জ্বরসুখায়মানস্পর্শশীতলেষু ক্ষত্রিয়ক্ষতহ্রদেষ্বস্নায়ি।' ইত্যুক্ত্বা ব্যরংসীৎ।

দেবস্তু হর্ষস্তং প্রত্যবাদীৎ—'করণীয়মেবেদমভিহিতং মান্যেন। ইতরথা হি মে গৃহীতভুবি ভোগিনাথেঽপি দায়াদদৃষ্টিরীর্ষ্যালোর্ভুজস্ব। উপরি গচ্ছতীচ্ছতি নিগ্রহায় গ্রহগণেঽপি ভ্রূলতা চলিতুম্। অনমৎসু শৈলেষ্বপি কবচগ্রহমভিলষতি দাতুং করঃ। তেজোদুর্বিদগ্ধানকরানপি চামরাণি গ্রাহয়িতুমীহতে হৃদয়ম্। রাজশব্দরূপো মৃগরাজানামপি শিরাংসি বাঞ্ছতি পাদঃ পাদপীঠীকর্তুম্। স্বচ্ছন্দলোকপালস্বেচ্ছা-

গৃহীতানামাক্ষেপাদেশায় দিশমপি স্ফুরত্যধরঃ। কিং পুনরীদৃশে দুর্জাতে জাতে জাতামর্ষনির্ভরে চ মনসি নাস্ত্যেবাবকাশঃ শোকক্রিয়াকরণস্য ? অপি চ হৃদয়বিষমশল্যে মুসল্যে জীবতি জাল্মে জগদ্বিগর্হিতে গৌড়াধিপাধমচণ্ডালে জিহ্রেমি শুষ্কধরপুটঃ পীড়ের প্রতিকারশূন্যং শুচা শূৎকর্তুম্। অকৃতারিপুবলাবলাবিলোললোচনোদকদুর্দিনস্য মে কুতঃ করষুগলস্য জলাঞ্জলিদানম্, অদৃষ্টগৌড়াধমচিতাধূমমণ্ডলস্য বা চক্ষুষঃ স্বল্পমপ্যশ্রুসলিলম্। শ্রূয়তাং মে প্রতিজ্ঞা—'শপাম্যার্যস্যৈব পাদপাংসুস্পর্শেন, যদি পরিগণিতৈরেব বাসরৈঃ সকলচাপচাপলদুর্ললিতনরপতিচরণরণরণায়মাননিগড়াং নির্গৌড়াং গাং ন করোমি ততস্তনূনপাতি পীতসর্পিষি পতঙ্গ ইব পাতকী পাতয়াম্যাত্মানম্' ইত্যুক্ত্বা চ মহাসন্ধিবিগ্রহাধিকৃতমবন্তিকমন্তিকস্থমাদিদেশ—'লিখ্যতাম্। আ রবিরথচক্রচীৎকারচকিতচারণমিথুনমুক্তসানোরুদয়াচলাৎ, আ ত্রিকূটকটককুট্টাকটঙ্কলিখিতকাকুৎস্থলঙ্কালুণ্ঠনব্যতিকরাৎ সুবেলাৎ, আ বারুণীমদস্খলিতবরুণবরনারীনূপুররবমুখরকুহরকুক্ষেরস্তগিরেঃ, আ গুহ্যকগেহিনীপরিমলসুগন্ধিগন্ধপাষাণবাসিতগুহাগৃহাচ্চ গন্ধমাদনাৎ সর্বেষাং রাজ্ঞাং সজ্জীক্রিয়ন্তাং করাঃ করদানায় শস্ত্রগ্রহণায় বা, গৃহ্যন্তাং দিশশ্চামরাণি বা নমন্তু শিরাংসি ধনূংষি বা, কর্ণপূরীক্রিয়ন্তমাজ্ঞা মৌর্ব্যো বা, শেখরীভবন্তু পাদরজাংসি শিরস্ত্রাণি বা, ঘটন্তামঞ্জলয়ঃ করিঘটাবন্ধা বা, মুচ্যন্তাং ভূময় ইষবো বা, সমালম্ব্যন্তাং বেত্রযষ্টয়ঃ কুন্তযষ্টয়ো বা, সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তামাত্মা মচ্চরণনখেষু কৃপাণদর্পণেষু বা। পরাগতোঽহম্। পঙ্গোরিব মে কুতো নিবৃত্তিস্তাবদ্যাবন্ন কৃতঃ সর্বদ্বীপান্তরসঞ্চারী সকলনরপতিমুকুটমণিশিলালোকময়ঃ পাদলেপঃ।' ইতি কৃতনিশ্চয়শ্চ মুক্তাস্থানো বিসর্জিতরাজলোকঃ স্নানারম্ভাকাঙ্ক্ষী সভামত্যাক্ষীৎ। উত্থায় চ স্বস্থবন্নিঃশেষমাহ্নিকমকার্ষীৎ। অগলচ্চ দর্পপ্রসর ইব শ্রুতপ্রতিজ্ঞস্য শামাদৃষ্মা দিবসস্ত্রিভুবনস্য।

ততশ্চ নিজাধিকারাপহারভীত ইব ভগবত্যপি ক্বাপি গতে গততেজস্যহিমভাসি, তামরসবনেষ্বপি নিগূঢ়শিলীমুখালাপেষু ত্রাসাদিব সঙ্কুচৎসু, বিহগগণেষ্বপি সমুপসংহৃতনিজপক্ষবিক্ষেপনিশ্চলেষু ভিয়েবাপ্রকটীভবৎসু, ভুবনব্যাপিনীং সন্ধ্যাং প্রতিজ্ঞামিব মানয়তি নতশিরসি ঘটিতাঞ্জলিবনে জনে সকলে, স্বপদচ্যুতিচকিতদিক্পালদীয়মানাভ্রলিহলোহপ্রাকারবলয়কলিতাস্বিব বহলতিমিরমালাতিরোধীয়মানাসু দিক্ষু প্রদোষস্থানে নাতিচিরং তস্থৌ। নমনুপলোকলোলাংশুকপবনকম্পিতশিখৈর্দীপিকাচক্রবালৈরপি প্রণম্যমান ইব প্রাহিণোল্লোকং প্রতিষিদ্ধপরিজনপ্রবেশশ্চ শয়নগৃহং প্রাবিশৎ। উত্তানশ্চ মুমোচাঙ্গানি শয়নতলে। দীপদ্বিতীয়ং চ তমভিসর ইব লব্ধাবসরস্তরসা ভ্রাতৃশোকো জগ্রাহ। জীবন্তমিব হৃদয়ে নিমীলিতলোচনো দদর্শাগ্রজম্। উপর্যুপরি ভ্রাতৃজীবিতাশ্বেষিণ ইব প্রসসুঃ শ্বাসাঃ। ধবলাংশুকপটান্তেনেব চাশ্রুজলপ্লবেন মুখমাচ্ছাদ্য নিঃশব্দমতিচিরং রুরোদ। চকার চেতসি—'কথং নামাকৃতেস্তাদৃশ্যা যুক্তঃ পরিণামোঽয়মীদৃশঃ পৃথুশিলাসংঘাতকর্কশকায়বন্ধস্তাতাদচলাদিব লোহধাতুঃ কঠিনতর আসীদার্যঃ। কথং চাস্য মে হতহৃদয়স্যার্যবিরহে সকৃদপি যুক্তং সমুচ্ছ্বসিতুম্। ইয়ং সা প্রীতির্ভক্তিরনুবৃত্তির্বা। বালিশোঽপি কঃ সম্ভাবয়েদার্যমরণে মজ্জীবিতম্। তত্তাদৃশমৈক্যমেকপদ এব ক্বাপি গতম্। অযত্নেনৈব হতবিধিনা পৃথক্কৃতোঽপি দগ্ধরোষান্তরিতশুচা সুচিরং রুদিতমপি ন মুক্তকণ্ঠং গতঘৃণেন ময়া। সর্বথা লূতাতন্তুচ্ছটাচ্ছিদুরাস্তুচ্ছাঃ প্রীতয়ঃ প্রাণিনাম্। লোকযাত্রামাত্রনিবন্ধনা বান্ধবতা যত্রাহমপি নাম পর ইবার্যে স্বর্গস্থে স্বস্থ

ইবাসে। দৈবহতকেন ফলমাসাদিতমীদৃশি পরস্পরপ্রীতিবন্ধনিবদ্ধহৃদয়ে সুখভাজি ভ্রাতৃমিথুনে বিঘটিতে। তথা চ চন্দ্রময়া ইব জগদাহ্লাদিনো লোকান্তরীভূতস্য লগ্নচিতাগ্নয় ইবার্যস্য ত এব দহন্তি গুণাঃ ইত্যেতানি চান্যানি চ হৃদয়েন পর্যদেবত। প্রভাতায়াং চ শর্বর্যাং প্রতীহারমাদিদেশাশেষগজসাধনাধিকৃতং স্কন্দগুপ্তং দ্রষ্টুমিচ্ছামীতি।

অথ যুগপৎপ্রধাবিতবহুপুরুষপরম্পরাহূয়মানঃ, স্বমন্দিরাঙ্গপ্রতিপালিতকরেণুশ্চরণাভ্যামেব সম্ভ্রান্তঃ সসম্ভ্রমৈর্দণ্ডিভিরুৎসার্যমাণজনপদঃ, পদে পদে প্রণমতঃ প্রতিদিশমভিভিষগ্বরান্, বরবারণানাং বিভাবরীবার্তাঃ পৃচ্ছন্নুচ্ছ্রিতশিখিপিচ্ছলাঞ্ছিতবংশলতাবনগহনগৃহীতদিগায়ামৈর্বিন্ধ্যবনৈরিব বারণবন্ধবিমর্দোদ্যোগাগতৈঃ পুরঃপ্রধাবদ্ভিরনায়ত্তমণ্ডলৈর্বাধোরণগণৈশ্চ মরকতহরিতঘাসমুষ্টীশ্চ দর্শয়দ্ভির্নবগ্রহগজপতীংশ্চ প্রার্থয়মানৈশ্চ লব্ধাভিমতমত্তমাতঙ্গমুদিতমানসৈশ্চ সুদূরমুপসৃত্য নমস্যদ্ভিরাত্মীয়মাতঙ্গমদাগমাংশ্চ নিবেদয়দ্ভিঃ ডিণ্ডিমাধিরোহণায় চ বিজ্ঞাপয়দ্ভিঃ, প্রমাদপতিতাপরাধাপহৃতদ্বিরদদুঃখধৃতদীর্ঘশ্মশ্রুভিরগ্রতো গচ্ছদ্ভিঃ, অভিনবোপসৃতৈশ্চ কর্পটিভির্বারণাপ্তিসুখপ্রত্যাশয়া ধাবমানৈঃ, গণিকাধিকারিগণৈশ্চিরলব্ধান্তরৈরুচ্ছ্রিতকরৈঃ কর্মণ্যকরেণুকাসংকথনাকুলৈরুল্লাসিতপল্লবচিহ্নাভিররণ্যপালপঙ্‌ক্তিভিশ্চ. নিষ্পাদিতনবগ্রহনাগনিবহনিবেদনোদ্যতাভিরুপস্থিততুঙ্গতোরণবনাভিমর্হামাত্রপেটকৈশ্চ প্রকটিতকরিকর্দচর্মপুটৈঃ, অভিনবগজসাধনসঞ্চরণবার্তানিবেদনবিসর্জিতৈশ্চ নাগবনবীথীপালদূতবৃন্দৈঃ, প্রতিক্ষণপ্রত্যবেক্ষিতকরিকবলকূটৈশ্চ, কটভঙ্গসংগ্রহং গ্রামনগরনিগমেষু নিবেদয়মানৈঃ, কটকদম্বকৈঃ ক্রিয়মাণকোলাহলঃ, স্বামিপ্রসাদসম্ভূতেন মহাধিকারাবিষ্কারেণ স্বাভাবিকেন চাবষ্টম্ভাভোগেনোদাসীনোঽপ্যাদিশন্নিব, অসংখ্যকরিকর্ণশঙ্খসম্পৎসম্পাদনায় সমুদ্রানাজ্ঞাপয়ন্নিব, শৃঙ্গারগৈরিকপঙ্কাঙ্গরাগসংগ্রহায় গিরীন্ মৃক্ষন্নিব, দিগ্গজাধিকারং ককুভাসৈরাপাদন্যাসৈর্গুরুভারগ্রহণগর্বমুর্ব্যাঃ সংহরন্নিব. গতিবশবিলোলস্য চাজানুলম্বস্য বাহুদণ্ডদ্বয়স্য বিক্ষেপৈরালানশিলাস্তম্ভমালামিবোভয়তো নিখনন্নীষদুত্তুঙ্গলম্বেনাধরবিম্বনামৃতরসস্বাদুনা নবপল্লবকোমলেন কবলেনেব প্রীতিকরেণুকাং বিলোভয়ন্নিজনৃপবংশদীর্ঘং নাসাবংশং দধানঃ, অতিস্নিগ্ধমধুরধবলবিশালতয়া পীতক্ষীরোদেনেব পিবন্নীক্ষণযুগ্মায়ামেন দিশামায়ামং মেরুতটাদপি বিকটবিপুলালিকঃ, সততবিচ্ছিন্নচ্ছত্রচ্ছায়াপ্ররূঢ়বশাদিব নিতান্তায়তনীলকোমলচ্ছবিসুভগেন স্বভাবভঙ্গুরেণ কুন্তলবালবল্লরীবেল্লিতবিলাসিনা লুনন্নিব লুপ্তালোকানর্ককরান্ বর্বরকেণারিপক্ষপরিক্ষয়পরিত্যক্তকার্মুককর্মাপি সকলদিগন্তশ্রূয়মাণগুরুগুণধ্বনিঃ, আত্মস্থসমস্তমত্তমাতঙ্গসাধনোঽপাস্পৃষ্টো মদেন ভূতিমানপি স্নেহময়ঃ পার্থিবোঽপি গুণময়ঃ করিণামিব দানবতামুপরি স্থিতঃ, স্বামিতামিব স্পৃহণীয়াং ভৃত্যতামপ্যপরিভূতামুদ্বহন্নেকভর্তৃভক্তিনিশ্চলাং কুলাঙ্গনামিবানন্যাশ্রয়াং প্রভুপ্রসাদভূমিমারূঢঃ, নিষ্কারণবান্ধবো বিদগ্ধানাম্, অভৃতভৃত্যো ভজতাম্, অক্রীতদাসো বিদুষাম্, স্কন্দগুপ্তোবিবেশ রাজকুলম্। দূরাদেব চোভয়করকমলাবলম্বিতং স্পৃশন্মৌলিনা মহীতলং নমস্কারমকরোৎ।

উপবিষ্টং চ নাতিনিকটে তং তদা জগাদ দেবো হর্ষঃ—'শ্রুতো বিস্তর এবাস্যার্যব্যতিকরস্যাস্মাচ্চিকীর্ষিতস্য চ। অতঃ শীঘ্রং প্রবেশ্যন্তাং প্রচারনির্গতানি গজসাধনানি। ন ক্ষাম্যত্যতিস্বল্পমপ্যার্যপরিভবপীড়াপাবকঃ প্রয়াণবিলম্বম্।' ইত্যেবমভিহিতশ্চ প্রণম্য ব্যজ্ঞাপয়ৎ—'কৃতমবধারয়তু স্বামী সমাদিষ্টং কিন্তু স্বল্পং বিজ্ঞাপ্যমস্তি ভর্তৃভক্তেঃ। তদাকর্ণয়তু দেবঃ। দেবেন হি পুষ্যভূতিবংশসম্ভূতস্যাভিজনস্যাভিজাত্যস্য সহজস্য

তেজসো দিক্করিকরপ্রলম্বস্য বাহুযুগলস্যাসাধারণস্য চ সোদরস্নেহস্য সর্বং সদৃশমুপক্রান্তম্। কাকোদদরাভিধানাঃ কৃপণাঃ কৃময়োঽপি ন মৃষ্যন্তি নিকারং কিমুত ভবাদৃশাস্তেজসাং রাশয়ঃ। কেবলং দেবরাজ্যবর্ধনোদন্তেন কিয়দপি দৃষ্টমেব দেবেন দুর্জনদৌরাত্ম্যম্ ঈদৃশাঃ খলু লোকস্বভাবাঃ প্রতিগ্রামং প্রতিনগরং প্রতিদেশং প্রতিদ্বীপং প্রতিদিশং চ ভিন্না বেশাশ্চাকারাশ্চাহারাশ্চ ব্যাহারাশ্চ ব্যবহারাশ্চ জনপদানাম্। তদিয়মাত্মদেশাচারোচিতা স্বভাবসরলহৃদয়জা ত্যজ্যতাং সর্ববিশ্বাসিতা। প্রমাদদোষাভিষঙ্গেষু শ্রুতবহুবার্ত এব প্রতিদিনং দেবঃ। যথা নাগকুলজন্মনঃ সারিকাশ্রাবিতমন্ত্রস্যাসীন্নাশো নাগসেনস্য পদ্মাবত্যাম্। শুকশ্রুতরহস্যস্য চ শ্রীরশীর্যত শ্রুতবর্মণঃ শ্রাবস্ত্যাম্। স্বপ্নায়মানস্য চ মন্ত্রভেদোঽভূন্মৃত্যবে মৃত্তিকাবত্যাং সুবর্ণচূড়স্য। চূড়ামণিলগ্নলেখপ্রতিবিম্ববাচিতাক্ষরা চ চারুচামীকরচামরগ্রাহিণী যমতাং যযৌ যবনেশ্বরস্য। লোভবহুলং চ বহুলনিশি নিধানমুৎখনন্তমুৎখাতখড়্গাপ্রমাথিনী মমন্থ মাথুরং বৃহদ্রথং বিদূরথবরূথিনী। নাগবনবিহারশীলং চ মায়ামাতঙ্গাঙ্গান্নির্গতা মহাসেনসৈনিকা বৎসপতিং ন্যয়ংসিষুঃ। অতিদয়িতলাস্যস্য চ শৈলূষমধ্যমধ্যাস্য মূর্ধানমসিলতয়া মৃণালমিবালুনাদগ্নিমিত্রাত্মজস্য সুমিত্রস্য মিত্রদেবঃ। প্রিয়তন্ত্রীবাদ্যস্যালাবুবীণাভ্যন্তরশুষিরনিহিতনিশিতশরবারয়ো গান্ধর্বচ্ছাত্রচ্ছদ্মানশ্চিচ্ছিদুরশ্মকেশ্বরস্য শরভস্য শিরো রিপুপুরুষাঃ। প্রজ্ঞাদুর্বলং চ বলদর্শনব্যপদেশদর্শিতাশেষসৈন্যঃ, সেনানীরনার্যো মৌর্যং বৃহদ্রথং পিপেষ পুষ্যমিত্রঃ স্বামিনম্। আশ্চর্যকুতূহলী চ দণ্ডোপনতযবননির্মিতেন নভস্তলযায়িনা যন্ত্রযানেনানীয়ত ক্বাপি কাকবর্ণঃ শৈশুনাগিশ্চ নগরোপকণ্ঠে কণ্ঠে নিচকৃতে নিস্ত্রিংশেন। অতিস্ত্রীসঙ্গরতমনঙ্গপরবশং শুঙ্গমাত্যো বাসুদেবো দেবভূতিদাসীদুহিত্রা দেবীব্যঞ্জনয়া বীতজীবিতমকারয়ৎ। অসুরবিবরব্যসনিনং, চাপজহ্রুরপরিমিতরমণীমণিনূপুরঝণঝণাহ্লাদরম্যায়া নাগধং গোবর্ধনগিরিসুরঙ্গয়া স্ববিষয়ং মেকলাধিপমন্ত্রিণঃ। মহাকালমহে চ মনামাংসবিক্রয়বাদবাতূলং বেতালস্তালজঙ্ঘো জঘান জঘন্যজং প্রদ্যোতস্য পৌণিকং কুমারং কুমারসেনম্। রসায়নরসাভিনিবেশিনশ্চ বৈদ্যব্যঞ্জনাঃ সুবহুপুরুষান্তরপ্রকাশিতৌষধিগুণা গণপতের্বিদেহরাজসুতস্য রাজযক্ষ্মাণমজনয়ন্। স্ত্রীবিশ্বাসিনশ্চ মহাদেবীগৃহগূঢভিত্তিভাগভূত্বা ভ্রাতা ভদ্রসেনস্যাভবন্মৃত্যবে কালিঙ্গস্য বীরসেনঃ। মাতৃশয়নীয়তূলিকাতলনিষণ্ণশ্চ তনয়োঽন্যাং তনয়মভিষেক্তুকামস্য দধ্রস্য করূষাধিপতেরভবন্মৃত্যবে। উৎসারকরুচিং চ রহসি সসচিবমেব দূরীচকার চকোরনাথং শূদ্রকদূতশ্চন্দ্রকেতুং জীবিতাৎ। মৃগয়াসক্তস্য চ মথুনতো গণ্ডকানন্দদণ্ডনড্বলনলবননিলীনাশ্চম্পাধিপচমূচরভটাশ্চামুণ্ডীপতেরাচেমুঃ প্রাণান্ পুষ্করস্য। বন্দিরাগপরং চ পরপ্রযুক্তা জয়শব্দমুখরমুখা মঙ্খা মৌখরিং মূর্খং ক্ষত্রবর্মাণমুদখনন্। অরিপুরে চ পরকলত্রকামুকং কামিনীবেশগুপ্তশ্চ চন্দ্রগুপ্তঃ শকপতিমশাতয়দিতি। প্রমত্তানাং চ প্রমদাকৃতা অপি প্রমাদাঃ শ্রুতিবিষয়মাগতা এব দেবস্য। যথা মধুমোদিতং মধুরকসংলিপ্তৈর্লাজৈঃ সুপ্রভা পুত্ররাজ্যার্থং মহাসেনং কাশিরাজং জঘান। ব্যাজজনিতকন্দর্পদর্পা চ দর্পণেন ক্ষুরধারাপর্যন্তেনযোধ্যাধিপতিং পরন্তপং রত্নবতী জারূথ্যম্, বিষচূর্ণচুম্বিতমকরন্দেন চ কর্ণেন্দীবরেণ দেবকীদেবরানুরক্তা দেবসেনং সৌহ্ম্যম্, যোগপরাগবিরসবর্ষিণা চ মণিনূপুরেণ বল্লভা সপত্নীরুষা বৈরন্ত্যং রন্তিদেবম্ বেণীবিনিগূঢেন চ শস্ত্রেণ বিন্দুমতী বৃষ্ণিং বিদূরথম্, রসদিগ্ধমধ্যেন চ

মেখলামণিনা হংসবতী সৌবীরঃ বীরসেনম্, অদৃশ্যাগদবিলিপ্তবদনা চ বিষবারুণীগণ্ডূষপায়নেন পৌরবী পৌরবেশ্বরং সোমকম্। ইত্যুক্ত্বা বিররাম স্বাম্যাদেশসম্পাদনায় চ নির্জগাম।

দেবোঽপি হর্ষঃ সকলরাজ্যস্থিতীশ্চকার ততশ্চ তথা কৃতপ্রতিজ্ঞে প্রয়াণং বিজয়ায় দিশাং সমাদিশতি দেবে হর্ষে গতাযুষাং প্রতিসামন্তানামুদবনিত্ত্রেষু বহুরূপাণ্যুৎপাতলিঙ্গানি বিতেনিরে। তথা হ্যবিপ্রকৃষ্টাঃ কালদূতদৃষ্টয় ইবেতস্ততশ্চটুলাঃ কৃষ্ণশারশ্রেণয়ঃ প্রচলিতলক্ষ্মীনূপুরপ্রণাদপ্রতিমা মধুকরঘাসংঘাতঝঙ্কারা জহ্রাদিরে। চিরং বিবৃতবিকৃতবদনবিবরবিনিঃসৃতবহ্নিবিসরা বাসরেঽপি বিরসং বিরেসুশ্চিরমশিবার্থমশিবাঃ শিবাঃ। শবাপিপিতপ্ররূঢ়প্রসরা ইব কপিপোতকপোলকপিলপক্ষতয়ঃ কাননকপোতাঃ পেতুঃ। আমন্ত্রয়মাণা ইব মধুরকালকুসুমানি সমমুপবনতরবঃ। তরলকরতলপ্রহারপ্রহতপয়োধরা রুরুদুঃ প্রসভং সভাশালভঞ্জিকাঃ। দদৃশুরাসন্নকচগ্রহভয়োদ্ভ্রান্তোত্তমাঙ্গমিবাত্মানং কবন্ধমাদর্শোদরেষু যোধাঃ। চূড়ামণিষু চক্রশঙ্খকমললক্ষ্মাণঃ প্রাদুরভবন্ পাদন্যাসা রাজমহিষীণাম্। চেটীচামরাণ্যকস্মাদধাবন্ত পাণিপল্লবাৎ। প্রণয়কলহেঽপি দত্তপৃষ্ঠাশ্চিরমভবন্ ভটাঃ পরাঙ্মুখা মানিনীনাম্ করিকপোলেষু ব্যঘটন্ত মধুলিহাং মধুমাদরাপানগোষ্ঠ্যঃ। সমাঘ্রাতযমমহিষগন্ধা ইব তাম্যন্তঃ স্তম্বকরিমপি হরয়ো হরিতং নবযবসং ন চেরুঃ। চলবলয়াবলীবাচালবালিকাতালিকাতোদ্যলালিতা অপি ন ননৃতুর্মন্দা মন্দিরময়ূরাঃ। নিশি নিশি রজনিকরহরিণনিহিতনয়ন ইবোন্মুখস্তারমুপরোরণমকারণমকাণ্ডে কৌলেয়কগণঃ গণয়ন্তীবগতায়ুষস্তর্জনতরলয়া তর্জন্যা দিবসমাটবাটকেষু কোটবী। কুট্টিমেষু কুটিলহরিণখুরবেণীতরঙ্গিণ্যশ্চ। শষ্পরাজয়োঽজায়ন্ত। জনিতবেণীবন্ধানি নিরজনরোচনারোচীংষি চষকমধুনি মুখকলপ্রতিবিম্বানাদৃশ্যন্ত ভটীনাম্। সমাসন্নাত্মাপহারচকিতা ইব চকম্পিরে ভূময়ঃ। বধ্যালঙ্কাররক্তচন্দনরসচ্ছটা ইব লক্ষ্যন্ত শূরাণাং পতিতাঃ শরীরেষু বিকসিতবন্ধূককুসুমশোণিতশোচিষঃ শোণিতবৃষ্টয়ঃ। পর্যস্তা ঘূর্ণমানা ইব বিনশ্বরীং শ্রিয়মবিরলস্ফুরৎস্ফুলিঙ্গাঙ্গারোদগ্ধতারাগণা গণশঃ পতন্তঃ প্রজ্বলন্তো ন ব্যরংসিষুরুল্কাদণ্ডাঃ। প্রথমমেব প্রতিহারোবাপহরন্তী প্রতিভবনং চামরাতপত্রবাজনানি পরুষা বভ্রাম বাত্যেতি।

ইতি শ্রীবাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতে রাজপ্রতিজ্ঞাবর্ণনং নাম ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসঃ।

সপ্তম উচ্ছ্বাসঃ

অঙ্গনবেদী বসুধা কুল্যা জলধিঃ স্থলী চ পাতালম্।
বল্মীকশ্চ সুমেরুঃ কৃতপ্রতিজ্ঞস্য বীরস্য ॥ ১ ॥
ধৃতধনুষি বাহুশালিনি শৈলা ন নমন্তি যত্তদাশ্চর্যম্।
রিপুসংজ্ঞকেষু গণনা কৈব বরাকেষু কাকেষু ॥ ২ ॥

অথ ব্যতীতেষু চ কেষুচিদ্দিবসেষু মৌহূর্তিকমণ্ডলেন শতশঃ সুগণিতে সুপ্রশস্তেঽহনি দত্তে চতসৃণামপি দিশাং বিজয়যোগ্যে দণ্ডযাত্রালগ্নে সলিলমোক্ষবিশারদৈঃ শারদৈরিবাম্ভোধরৈঃ কালধৌতৈঃ শাতকৌম্ভৈশ্চ কুম্ভৈঃ স্নাত্বা বিরচয্য পরময়া ভক্ত্যা ভগবতো নীললোহিতস্যার্চামুদর্চিষং হুত্বা প্রদক্ষিণাবর্তশিখা-

কলাপমাশুশুক্ষণিং, দত্ত্বা দ্বিজেভ্যো রত্নবন্তি রাজতানি জাতরূপময়ানি চ সহস্রশস্তিলপাত্রাণি কনকপত্রলতালংকৃতশফশৃঙ্গশিখরা গাশ্চার্বুদশঃ, সমুপবিশ্য বিততব্যাঘ্রচর্মণি ভদ্রাসনে বিলিপ্য প্রথমবিলিপ্তায়ুধো নিজযশোধবলেনাচরণতশ্চন্দনেন শরীরং, পরিধায় রাজহংসমিথুনলক্ষ্মণী সদৃশে দুকূলে, পরমেশ্বরচিহ্নভূতাং শশিকলামিব কল্পয়িত্বা সিতকুসুমমুণ্ডমালিকাং শিরসি, নীত্বা কর্ণাভরণমরকতময়ূখমিব কর্ণগোচরতাং গোরোচনাচ্ছুরিতমভিনবং দূর্বাপল্লবং, বিন্যস্য সহ শাসনবলয়েন গমনমঙ্গলপ্রতিসরং প্রকোষ্ঠে, পরিপূজিতপ্রহৃষ্টপুরোহিতকরপ্রকীর্যমাণশান্তিসলিলশীকরনিকরাভ্যুক্ষিতশিরাঃ সম্প্রেষ্য মহার্হাণি বাহনানি বহলরত্নালোকলিপ্তককুভি চ ভূষণানি ভূভুজাং সংবিভজ্য, ক্লিষ্টকার্পটিককুলপুত্রলোকমোচিতৈঃ প্রসাদদানৈশ্চ বিমুচ্য বন্ধনানি সকলানি, নিযুজ্য তৎকালস্মরণস্ফুরণেন কথিতাত্মানমিব চাষ্টাদশদ্বীপজেতব্যাধিকারে দক্ষিণং ভুজস্তম্ভমহমহমিকয়া সেবকৈরিব সনিমিত্তৈরপি সমগ্রৈরগ্রতো ভবদ্ভিঃ প্রমুদিতপ্রজাজন্যমানজয়শব্দকোলাহলো হিরণ্যগর্ভ ইব ব্রহ্মাণ্ডাৎ কৃতযুগকরণায় ভবনান্নির্জগাম।

নাতিদূরে চ নগরাদুপসরস্বতি নির্মিতে মহতি তৃণময়ে, সমুত্তম্ভিততুঙ্গতোরণে, বেদীবিনিহিতপল্লবললামহেমকলশে, বন্ধবনমালাদাম্নি, ধবলধ্বজসালিনি, ভ্রমচ্ছুক্লবাসসি পঠদ্দ্বিজন্মনি মন্দিরে প্রস্থানমকরোৎ। তত্রস্থস্য চাস্য গ্রামাক্ষপটলিকঃ সকলকরণিপরিকরঃ 'করোতু দেবো দিবসগ্রহণমদ্যৈবাবন্ধ্যশাসনঃ শাসনানাম্' ইত্যভিধায় বৃষাঙ্কামভিনবঘটিতাং হাটকময়ীং মুদ্রাং সমুপনিন্যে। জগ্রাহ চ তাং রাজা। সমুপস্থাপিতে চ প্রথমত এব মৃৎপিণ্ডে পরিভ্রশ্য করকমলাদধোমুখী মহীতলে পপাত মুদ্রা। মন্দাশ্যানপঙ্কপটলে মৃদুমৃদি সরস্বতীতীরে পরিস্ফুটং ব্যরাজন্ত রাজয়ো বর্ণানাম্। অমঙ্গলাশঙ্কিনি চ বিষীদতি পরিজনে নরপতিরকরোন্মনস্যেতৎ—'অতত্ত্বদর্শিন্যো হি ভবন্ত্যবিদগ্ধানাং ধিয়ঃ। তথা হি—'একশাসনমুদ্রাঙ্কা ভূর্ভবতো ভবিষ্যতীতি নিবেদিতমপি নিমিত্তেনান্যথা গৃহ্ণন্তি গ্রাম্যাঃ।' ইত্যভিনন্দ্য মনসা মহানিমিত্তং তৎসীরসহস্রসম্মিতসীম্নাং গ্রামাণাং শতমদাদ্ দ্বিজেভ্যঃ। নিনায় চ তত্র তং দিবসম্। প্রতিপন্নায়াং শর্বর্যাং সম্মানিতসর্বরাজলোকঃ সুষ্বাপ।

অথ গলতি তৃতীয়ে যামে সুপ্তসমস্তসত্ত্বনিঃশব্দে দিক্কুঞ্জরজৃম্ভমাণগম্ভীরধ্বনিরতাড্যত প্রয়াণপটহঃ। অগ্রতঃ স্থিত্বা চ মুহূর্তমিব পুনঃ প্রয়াণক্রোশসংখ্যাপকাঃ স্পষ্টমষ্টাবদীয়ন্ত প্রহারাঃ পটহে পটীয়াংসঃ।

ততো রটৎপটহে, নন্দন্নান্দীকে, গুঞ্জদ্গুঞ্জে, কুজৎকাহলে, শব্দায়মানশঙ্খে, ক্রমোপচীয়মানকটককলকলে, পরিজনোত্থাপনব্যাপৃতব্যবহারিণি, দ্রুতদ্রুঘণঘাতঘট্যমানকোণকাকীলকোলাহলকলিতককুভি, বলাধিকৃতবধ্যমানপাটীপতিপেটকে, জনজ্বলিতোল্কাসহস্রালোকলুপ্যমানত্রিযামাতমসি, যামচেটীচরণচলনোত্থাপ্যমানকামিমিথুনে, কটুককটুকনির্দেশনশ্যন্নিদ্রোন্মিষন্নিষাদিনি, প্রবুদ্ধহাস্তিকশূন্যীক্রিয়মাণশয্যাগৃহে, সুপ্তোত্থিতাশ্বীয়াবধূয়মানসটে, রটৎকটকমুখরখনিত্রখন্যমানক্ষোণীপাশে, সমুৎকীল্যমানকীলশিঞ্জানহিঞ্জীরে, উপনীয়মাননিগড়তালকলরবোত্তালতুরঙ্গতরঙ্গ্যমাণখুরপুটে, লেশিকমুচ্যমানমদস্যন্দিদন্তিসন্দানশৃঙ্খলাখনখননিনাদনির্ভরভরিতদশদিশি, ভাসপুলকপ্রহারপ্রমৃষ্টপাংসুলকরিপৃষ্ঠপ্রসার্যমাণপ্রস্ফোটিতপ্রমৃষ্টচর্মণি, গৃহচিন্তকচেটকসংবেষ্ট্যমানপটপুটীকাণ্ডপটমণ্ডপপরিবস্ত্রাবিতানকে, কীলকলাপাপূর্যমাণ-

চিপিটচর্মপুটে, সম্ভাণ্ডায়মানভাণ্ডাগারিণি, ভাণ্ডাগারবহনসম্বাহ্যমানবহুনালীবাহিকে, নিষাদিনিশ্চলানেকানেকপারোপ্যমাণকোশকলশপীড়াপীড়সংকটায়মানসামন্তৌকসি, দূরগতদক্ষদাসেরকাক্ষিপ্রপ্রক্ষিপ্যমাণোপকরণসম্ভারম্রিয়মাণদুষ্টদান্তিনি, তির্যগানমঞ্জাঘনিকরকৃচ্ছ্রাকৃষ্টলম্বমানপরতন্ত্রতুন্দিলচুন্দীজনর্জানিতজনহাসে, পীড্যমানশারশারিবরত্রাগুণগ্রাহিতগাত্রবিহারবৃংহদ্বহুবৃহদুষ্মদকারিণি, করিঘটাঘটমানঘণ্টাটাংকারক্রিয়মাণকর্ণজ্বরে, পৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠাপ্যমানকণ্ঠালককদর্থিতকুব্জৎকরভে, অভিজাতরাজপুত্রপ্রেষ্যমাণকুপ্যযুক্তাকুলকুলীনকুলপুত্রকলত্রবাহনে, গমনবেলাবিপ্রলব্ধবারণাধোরণাম্বিষ্যমাণনবসেবকে, প্রসাদবিত্তপাত্তিনীয়মাননরপতিবল্লভবারবাজিনি, চারুচারভটসৈন্যান্যস্যমাননাসীরমণ্ডলাডম্বরস্থূলস্থাসকে, স্থানপালপর্যাণলম্বমানলবণকলায়ীকিংকণীনালীসনাথসংকলিতলসারকে, কুণ্ডলীকৃতাবরক্ষণীজালজটিলবল্লভপালাশ্বঘটানিবেশ্যমানশাখামৃগে, পরিবর্ধকাকৃষ্যমাণার্ধজগ্ধপ্রাভাতিকযোগ্যাশনপ্রারোহকে, ব্যক্রোশীবিজৃম্ভমাণঘাসিকঘোষে, গগনসম্ভ্রমভ্রষ্টভ্রমদুত্তুণ্ডতরুণতুরঙ্গমতন্যমানানেকমন্দুরাবিমর্দে, সঙ্গীকৃতকরেণুকারোহাহূনসত্বরসুন্দরীদীয়মানমুখালেপনে, চলিতমাতঙ্গতুরঙ্গপ্রধাবিতপ্রাকৃতপ্রাতিবেশিকলোকলুণ্ঠ্যমাননির্ঘাসসস্যসঞ্চয়ে, সঞ্চরচ্চেলচক্রাকান্তচক্রীবতি, চক্রচীৎকারিগন্ত্রীগণগৃহ্যমাণপ্রহতবর্ত্মনি, অকাণ্ডকোড্ডীয়মানভাণ্ডভরিতানড়ুহি, নিকটঘাসলাভলুভ্যল্লম্বমানপ্রথমপ্রসার্যমাণসারসৌরভেয়ে, প্রমুখপ্রবর্ত্যমানমহাসামন্তমহানসে, পুরঃপ্রধাবদ্ধ্বজবাহিনি, প্রিয়শতোপলভ্যমানসংকটকুটীরকান্তরালনিঃসরণে, করিচরণদলিতমঠিকোত্থিতলোকলোষ্টহন্যমানমেণ্ঠক্রিয়মাণাসন্নসাক্ষিণি, সংঘট্টবিঘট্টমানব্যাঘ্রপল্লীপলায়মানক্ষুদ্রকুটুম্বকে, কলকলোপদ্রবদ্রবদ্দ্রাবিণবলীবর্দবিদ্রাণবণিজি, পুরঃসরদীপিকালোকবিরলায়মানলোকোৎপীড়াপ্রস্থিতান্তঃপুরকরিণীকদম্বকে, হয়ারোহাহূয়মানলম্বিতশূনি, সরভসচরণনিপতননিশ্চলগমনসুখায়মানথকখটস্তূয়মানতুঙ্গতঙ্গণগুণে, স্রস্তবেসরাবিসংবাদিসীদন্দাক্ষিণাত্যসাদিনি, রজোজম্ভজগতি প্রয়াণসময়ে, প্রতিদিশমাগচ্ছদ্ভির্গজবধূসমারূঢ়ৈরাধোরণৈরুধ্বধ্রিয়মাণহেমপত্রভঙ্গশারশার্ঙ্গৈঃ, অন্তরাসনাসীনান্তরঙ্গগৃহীতাসিভিঃ, তাম্বূলিকাবিধূয়মানচামরপল্লবৈঃ, পশ্চিমাসনিকার্পিতভস্ত্রাভরণভিন্দিপালপূলিকৈঃ, পত্রলতাকুটিলকলধৌতনলকপল্লবিতপর্যাণৈঃ, পর্যাণপক্ষকপরিক্ষেপপাট্টিকাবন্ধনিশ্চলপট্টোপধানস্থিরাবধানৈঃ, প্রচলপাদফলিকাস্ফালনস্ফায়মানপদবন্ধমণিশিলাংশুবৈদঃ, উচ্চিত্রনেত্রসুকুমারস্বস্থানস্থগিতজঙ্ঘাকাণ্ডৈশ্চ কার্দমিকপটকল্মাষিতপিশঙ্গাপঙ্গৈঃ, অতিনীলমসৃণসতুলাসমুৎপাদিতাসিতসমাযোগপরভাগৈশ্চাবদাতৈর্দেহবর্ণবিরাজমানরাজাবর্তমেচকৈঃ, কঞ্চুকৈশ্চাপাচিতচীনচোলকৈশ্চ তারমুক্তাস্তবকিতস্তবরকবারবাণৈশ্চ নানাকষায়কর্বুরকূর্পাসকৈশ্চ শুকপিচ্ছচ্ছায়াচ্ছাদনকৈশ্চ ব্যায়ামোল্লুপ্তপার্শ্বপ্রবিষ্টচারুশস্ত্রৈশ্চ গতিবশবেল্লিতহারলতাগলল্লোলকুণ্ডলোন্মোচনপ্রধাবিতপতিজনৈঃ, চামীকরপত্রাঙ্কুরকর্ণপূরকবিঘট্টমানবাচালবালপাশৈশ্চোষ্ণীষপট্টাবেষ্টধ্বকর্ণোৎপলনালৈশ্চ কুঙ্কুমরাগকোমলোপরীয়ান্তরিতোত্তমাঙ্গৈশ্চ চূড়ামণিখণ্ডখচিতক্ষৌমচোলৈশ্চ মায়ূরাতপত্রায়মাণশেখরষট্পদপটলৈশ্চ মার্গাগতশারিকশারিবাহবেগদণ্ডৈঃ, পুনশ্চণ্ডচ্ছামরকির্মীরকার্দরঙ্গচর্মমণ্ডলমণ্ডনোড্ডীয়মানচটুলডামরচারভটভরিতভুবনান্তরৈঃ, আস্কন্দৎকাম্বোজবাজিশতশিঞ্জানজাতরূপাযানরবমুখরিতদিঙ্মুখৈশ্চ নির্দয়প্রহতলম্বাপটহ-

শতপটুরববধিরীকৃতশ্রবণবিবরৈঃ, উদ্‌ঘোষ্যমাণনামভিঃ, উন্মুখপাদাতপ্রতিপাল্যমানা-জ্ঞাপাতৈ রাজভিরাপূপূরে রাজদ্বারম্‌।

উদিতে চ ভগবতি দিনকৃতি রাজ্ঞঃ সমাযোগগ্রহণসমবশংসী সম্বান সংজ্ঞাশঙ্খো মুহুর্মুহুঃ। অথ ন চিরাদিব প্রথমপ্রয়াণ এব দিগ্‌বিজয়ায় দিগ্‌গজসমাগমমিব গমনবিলোলকর্ণতালদোলাবিলাসৈঃ কুর্বাণয়া করেণুকয়া সিন্ধষাত্রয়োহ্যমানঃ, বৈদূর্য-দণ্ডবিকটেনোপরি প্রত্যুপ্তপদ্মরাগখণ্ডময়ূখখচিততয়া সূর্যোদয়দর্শনকোপাদিব লোহিতায়তয়া ধ্রিয়মাণেন মঙ্গলাতপত্রেণ কদলীগর্ভাভ্যধিকম্রদিম্না নবনেত্রনির্মিতেন দ্বিতীয় ইব ভোগিনামধিপতিরঙ্গলগ্নেন কঞ্চুকেনামৃতমথনদিবস ইব ক্ষীরোদফেনপটল-ধবলাম্বরবাহী, বাল এব পারিজাতপাদপ ইবাখণ্ডলভূমিমারূঢ়ঃ, বিধূয়মানচামর-মরুদ্বিধুতকর্ণপূরকুসুমমঞ্জরীরজসা সকলভুবনবশীকরণচূর্ণেনেব দিশশ্ছুরয়ন্নভিমুখ-চূড়ামণিঘটমানপাটলপ্রতিবিম্বমুদয়মানং সবিতারমপি পিবন্নিব তেজসা বহলতাম্বূল-সিন্দূরচ্ছুরিতয়া বিলভমান ইব দ্বীপান্তরাণ্যোষ্ঠমুদ্রয়ানুমাগস্য স্ফুরন্মহাহারমরীচি-চক্রবালানি চামরাণীব দিশোঽপি গ্রাহয়ন্‌, রজকেক্ষণোৎক্ষিপ্তত্রিভাগয়া ত্রীনপি লোকান্‌ করদানায়াজ্ঞাপয়ন্নিব সবিভ্রমং জ্বলতয়া দ্রাঘীয়সা বাহুপ্রাকারেণ পরিক্ষিপন্নিব রিরক্ষয়া সপ্তাপি সাগরমহাখাতানখিলমিব ক্ষীরোদমাধুর্যমাদায়োদ্‌গতয়া লক্ষ্ম্যা সমুপগূঢ়ঃ, গাঢ়মমৃতময় ইব পীয়মানঃ কুতূহলোত্তানকটকলোকলোচনসহস্রৈঃ স্নেহাদ্রেষু রাজ্ঞাং হৃদয়েষু গুণগৌরবেণ মজ্জন্নিব, লিম্পন্নিব সৌভাগ্যদ্রবেণ দ্রষ্টৄণামমরপতিরিবাগ্রজবধকলঙ্কপ্রক্ষালনাকুলঃ, পৃথুরিব পৃথিবীপরিশোধনাবধান-সঙ্কলিতসকলমহীভৃৎসমুৎসারণঃ, পুরঃসরৈরালোককারকৈঃ সহস্রসংখ্যৈরর্ক ইব কিরণৈরধিকারচাতুর্যচণ্ডলচরণৈর্ব্যবস্থাস্থাপননিষ্ঠুরৈঃ ভয়পলায়মানলোকোৎপীড়ান্ত-রিতাদশাপি দিশো গ্রাহয়দ্ভিরিব, চলিতকদলিসম্পাতপীতপ্রচারং পবনমপি বিনয়ে স্থাপয়দ্ভিরিব, দ্রুতচরণোদ্ধুতধূলিপটলাবধূতান্‌ দিনকরকিরণানপ্যুৎসারয়দ্ভিরিব, কনকবেত্রলতালোকবিক্ষিপ্যমাণং দিনমপি দূরীকুর্বদ্ভিরিব, দণ্ডিভিরিতস্ততঃ সমুৎসার্যমাণজনসমূহো নির্জগাম নরপতিঃ।

অবনমতি চ বিনয়নমিতবপুষি, ভয়চকিতমনসি, চলনশিথিলমণিকনকমুকুট-কিরণনিকরপরিকররুচিরশিরসি, বিলুলিতকুসুমশেখররজসি রাজচক্রে, প্রভামুচাং চূড়ামণীনামবাঞ্ছিস্থর্ণ্ড উদঞ্চচ চণ্ডস্তো মরীচয়শ্চাপরাশয় ইব সুশকুনসম্পাদনায় চেলুঃ মেধায়মানরেণুমেদুরং নন্দিরশিখণ্ডিন ইব খমুড্ডীয়মানাং কোমলকল্প-পাদপপল্লববন্দনমালাঃ কলাপা ইবাবধ্যন্ত দিগ্‌দ্বারেষু দিক্‌পালৈঃ। প্রণম্যমানশ্চ নেত্রবিভাগৈশ্চ কটাক্ষৈশ্চ সমগ্রেক্ষিতৈর্দ্ধবীক্ষিতৈশ্চাধস্মিতৈশ্চ পরিহাসৈশ্চ ছেকালাপৈশ্চ কুশলপ্রশ্নৈশ্চ প্রতিপ্রণামৈশ্চোন্নতভ্রূবীক্ষিতৈশ্চাজ্ঞাদানৈশ্চাক্রীণন্নিব মানময়ান্‌ প্রাণান্‌ প্রণয়দানৈঃ প্রবীরাণাং বীরো যথারূপং বিবভাজ রাজকম্‌।

অথ প্রস্থিতে রাজনি বহলকলকলত্রস্তদিঙ্‌নাগশূৎকাররব ইবেতস্ততস্তুস্তার তারতর-তূর্যাণাং প্রতিধ্বনিরাশাতটেষু। দিগ্‌গজেভ্যঃ প্রকুপিতানাং ত্রিপ্রস্রুতানাং করিণাং মদপ্রস্রবণবীথীভিরলিকুলকালীভিং কালিন্দীবেণিকাসহস্রাণীব সস্যন্দিরে। সিন্দূর-রেণুরাশিভিরুণায়মানাবম্বে রবাবন্তসময়সময়ং শশাঙ্করে শকুনয়ঃ। করিণাং ষট্‌পদ-কোলাহলমাংসলৈঃ কর্ণতালনিঃস্বনৈঃস্তরোদধিরে দন্দুভিধ্বনয়ঃ। দোধূয়মানশ্চ সচরাচরমাচচাম চামরসংঘাতো বিশ্বম্‌। অশ্বীয়শ্বাসনিক্ষিপ্তৈঃ শিশিবন্দে সিতসিন্ধু-

ষারদামশুচিভির্নিরন্তরমন্তরিক্ষং ফেনপিণ্ডৈঃ। পিণ্ডীভূততগরস্তবকপাণ্ডুরাণি পপুরিব পরস্পরসংঘট্টনষ্টাষ্টদিশং দিবসমুচ্চচামীকরদণ্ডান্যাতপত্রবনানি। রজোরঞ্জনীনিমীলিতো মুকুটোমণিশিবালীবালাতপেন বিচকাস বাসরঃ। রাজতৈর্হিরণ্যৈশ্চ মণ্ডনকভাণ্ডমণ্ডলৈর্হ্রিয়মাণৈর্হারিতীকৃতাঃ পরিহ্লাদা হরিতো বধিরতাং দধুঃ। অরিপ্রতাপানলনির্মূলনায়েব নদোষ্মশীকরৈঃ শিশেকিরে করিণঃ ককুভাং চক্রম্। চক্ষুষামুন্মেষং মুমুষুস্তড়িচ্চঞ্চলানি চূড়ামণীনামর্চীংষি। স্বয়মপি বিসিস্মিয়ে বলানাং ভূপালঃ সর্বতোবিক্ষিপ্তচক্ষুশ্চাদ্রাক্ষীদাবাসস্থানসকাশাৎ প্রতিষ্ঠমানং স্কন্ধাবারম্, অধোক্ষজকুক্ষেরিব যুগাদৌ নিষ্পতন্তং জীবলোকম্, অম্ভোনিধিমিব কুম্ভভুবো বদনাৎ প্লাবিতভুবনমুদ্ভবন্তম্, অর্জুনবাহুদণ্ডসহস্রসম্পিণ্ডিতোন্মুক্তমিব সহস্রধা প্রবর্তমানং প্রবাহং নর্মদায়াঃ। 'প্রসর তাত। ভাব, কিং বিলম্বসে? লঙ্ঘতি তুরঙ্গমঃ। ভদ্র, ভগ্নচরণ ইব সঞ্চরসি যাবদমী পুরঃসরাঃ সরভসমুপরি পতন্তি। বাহয়সি কিমুষ্ট্রম্? ন পশ্যসি নির্দয়, নিঃশুকশিশুকং শয়ানম্? বৎস রামিল, রজসি যথা ন নশ্যসি তথা সমীপে ভব, কিং ন পশ্যসি গলতি শক্তুপ্রসেবকঃ? কিমেবমিত্বর, ত্বরসে। সৌরভেয়, সরণিমপহায় হয়মধ্যং ধাবসি? ধীবরি, বিশসি, গন্তুকামা মাতঙ্গি, মাতঙ্গমাগম্। অঙ্গ, গলতি তিরশ্চীনাং চণকগোণী। গণয়সি ন মামারটন্তম্? অবটমতটেনাবতরসি। সুখমাস্স্ব স্বৈরিণি। সৌবীরক, কুম্ভো ভগ্নঃ। মন্থরক খাদিষ্যসি গতঃ সন্নিক্ষুম্। উক্ষাণং প্রসাদয়। কিয়চ্চিরমুচ্চিনোষি চেট, বদরাণি? দূরং গন্তব্যম্। কিমদ্যৈব বিদ্রাসি দ্রোণক, দ্রাঘীয়সী দণ্ডযাত্রা, বিনৈকেন নিষ্ঠুরকেণ নিষ্ক্রয়মস্মাকম্। অগ্রতঃ পন্থাঃ স্থপুটক; স্থাবর, যথা ন ভনক্ষি ফণিতস্থালীং, গরীয়ান্ গণ্ডকতণ্ডুলভারকো ন নির্বহতি দম্যঃ। দাসক, মাষীণামমুতো দ্রাগুদাত্রেণ মুখঘাসপূলকং লুনীহি। কো জানাতি যবসগতং গতানাম্। ধব, বারয় বলীবর্দান্। বাহীকরক্ষিতং ক্ষেত্রমিদম্। লম্বিতা শকটী। শাক্বরং ধুরন্ধরং ধুরি ধবলং নিযুঙ্ক্ষ্ব। যক্ষপালিত, প্রমদাঃ পিনক্ষি। অক্ষিণী কিং তে স্ফুটিতে। হত হস্তিপক, নেদীয়সি করিকরদণ্ডে সমদঃ সম্মর্দকর্দমে স্খলসি। ভ্রাতর্ভাবিবিধুরবন্ধো, উদ্ধর পঙ্কাদনড্বাহম্। ইত এহি মাণবক, ঘনেভঘটাসংঘট্টসংকটে নাস্তি নিস্তরণসরণিঃ।' ইত্যেবমাদিপ্রবর্তমানানেকসংলাপং ক্বচিৎ স্বেচ্ছামুদিতোদ্দামসস্যাঘাসবিবসসুখসম্পন্নান্নপুষ্টৈঃ কৌলিককলৈঃ কিলকিলায়মানৈর্মেঠবঠরলম্বনলেশিকলুণ্ঠকচেটশাটচণ্ডালৈরাণ্ডীরৈঃ স্তূয়মানম্, ক্বচিদসহায়ৈঃ ক্লেশার্জিতকুগ্রামকুটুম্বসম্পাদিতসীদৎসৌরভেয়শলবলসংবাহনায়সাবেগাগতসংযোগৈঃ স্বয়ং গৃহীতগৃহোপস্করণৈঃ 'ইয়মেকা কথঞ্চিদ্দণ্ডযাত্রা স্বস্তু। যাতু পাতালতলং তৃষ্ণা ভূতেরভবনিঃ। ভবতু শিবম্। সেবাং করোতু। স্বস্তি সর্বদুঃখকুটায় কটকায়' ইতি দুর্বিধবন্ধকুলপুত্রকৈর্নিন্দ্যমানম্, ক্বচিদতিতীক্ষ্ণসলিলস্রোতঃপাতিনোগতৈরিব গ্রথিতৈরিব পঙ্‌ক্তিভূতৈর্জনৈরতিদ্রুতম্, দ্রবদ্ভিঃ রুক্ষকঠিনস্কন্ধগুরুলগুড়গৃহীতসৌবর্ণপাদপীঠীকরঙ্ককলশপতদ্গ্রহাবগ্রাহৈঃ প্রত্যাসন্নপার্থিবোপকরণগ্রহণগর্বদুর্বারৈঃ সর্বমেব বহিঃ কারয়দ্ভির্ভূপতিভৃতকভারিকৈর্মহানসোপকরণবাহিভিশ্চ বন্ধবরাহিবর্ধ্রবার্ধ্রীণসৈর্লম্বমানহরিণচটুকজুটজটিলৈঃ শিশুশশকশাকপত্রবেত্রাগ্রসংগ্রহসংগ্রাহিভিঃ শুক্লকর্পটপ্রাবৃতমুখৈকদেশদত্তার্দ্রমুদ্রাগুপ্তগোরসভাণ্ডৈস্তলকতাপকতাপিকাহস্তকতাম্রচরুককটাহসংকটপিকভারিকৈঃ সমুৎসার্যমাণপুরোবর্তিজনম্, ক্বচিৎ 'ক্লেশোঽস্মাকম্।

ফলকালেঽন্য এব বিটাঃ সমুপহাস্যন্তে' ইতি মুখরৈঃ পদে পদে পততাং দুর্বলবলীবর্দানাং নিষ্ঠুরৈঃ স্খলনে খলচেটকৈঃ খেদ্যমানা সংবিভক্তকুলপুত্রলোকম্, ক্বচিন্নরপতিদর্শনকুতূহলাদ্ভয়তঃ প্রজবিতপ্রধাবিতগ্রামেয়কজনপদম্, মার্গগ্রামনির্গতৈরাগ্রহারিকজালৈশ্চ পুরঃসরজরম্মহত্তরোত্তম্ভিতাম্ভঃকুম্ভৈরুপায়নীকৃতদধিগুড়খণ্ডকুসুমকরণ্ডকৈর্ঘটিতপেটকৈঃ সরভসং সমুৎসর্পদ্ভিঃ প্রকুপিতপ্রচণ্ডদাণ্ডবিত্রাসনবিদ্রুতৈর্দূরগতৈরপি স্খলদ্ভিরপি পতদ্ভিরপি নরেন্দ্রাভিহিতদৃষ্টিভিরসতোঽপি পূর্বভোগপতিদোষানুদ্ভাবয়দ্ভিরধিক্রান্তাযুক্তকশতানি চ শংসদ্ভিশ্চরন্তনচাটাপরাধাংশ্চাভিদধানৈরুদ্ধূয়মানধূলিপটলম্, ক্বচিদেকান্তপ্রবৃত্তাশ্ববারচক্রচর্যমাণাগামিগৌড়বিমৃগ্যমানসস্যসংরক্ষণম্, অপরৈরাদিষ্টপরিজালপুরুষপরিতুষ্টৈঃ 'ধর্মঃ প্রত্যক্ষো দেবঃ ইতি স্তুতীরাতন্বদ্ভিঃ, অপরৈর্লূয়মানানিষ্পন্নসস্যপ্রকটিতাবিষাদৈঃ ক্ষেত্রশুচা সকুটুম্বকৈরেব নির্গতৈঃ প্ররূঢ়প্রাণচ্ছেদৈঃ পরিতাপত্যাজিতভয়ৈঃ 'ক্ব রাজা, কুতো রাজা ? কীদৃশো বা রাজা ?' ইতি প্রারব্ধনরনাথনিন্দম্, শণকৈশ্চ কৈশ্চিৎ পদে পদে প্রজবিপ্রচণ্ডদণ্ডপাণিপেটকানুবন্ধৈর্গিরিগুড়কৈরিব হন্যমানৈরিতস্ততঃ সঞ্চরদ্ভিঃ, অপরৈর্যুগপৎপরাপতিতমহাজনগ্রন্থৌস্থলশো বিলুপ্যমানৈরনেকজন্তুজঙ্ঘান্তরালনিঃসরণকুশলিভিঃ কুটিলিকাব্যংসিতসাদিবহুশর্বভিঃ পতল্লোষ্টলগুড়কোণকুঠারকীলকুদ্দালখনিত্রদাত্রযষ্টিবৃষ্টিভিরপি নিঃসরদ্ভিরায়ুষো বলাৎকৃতকলকলম্, অন্যত্র সঙ্ঘশো ঘাসিকৈর্বুসধূলিধূসরিতবাসজালজালকিতজঘনৈশ্চ পুরাণপর্ণৈকদেশদোলায়মানদাত্রৈশ্চ শীর্ণোর্ণাশকলশিথিলমলিনমলকুথৈশ্চ প্রভুপ্রসাদীকৃতপাটিতপটচ্চরচলচ্চোলকধারিভিশ্চ ধাবমানৈরুদ্ধূয়মানধূলিপটলম্, ক্বচিদেকান্তপ্রবৃত্তাশ্ববারচক্রচর্যমানাগামিগৌড়বিগ্রহম্, ক্বচিৎপঙ্কিলপ্রদেশপূরণাদেশাকুলসকললোকলূয়মানতৃণপূলকম্, ক্বচিৎতলবর্তিবেত্রিবেত্রবিত্রাস্যমানশাখিশিখরগতব্রিক্রোশদ্বিবাবিব্রাহ্মণম্, ক্বচিৎকুলুণ্ঠকপাশবিবেষ্ট্যমানগ্রামীণগ্রামাকূটকৌলেয়কম্, ক্বচিদন্যোন্যবিভবস্পর্ধোদ্ধুররাজপুত্রবাহ্যমানবাজিসংঘট্টমর্দিতেভম্, অনেকবৃত্তান্ততয়া কৌতুকজননম্, প্রলয়জলধিমিব জগদ্গ্রাসগ্রহণায় প্রবৃত্তম্, পাতালমিব মহাভোগিনাং গুপ্তয়ে সমুৎপাদিতম্, কৈলাসমিব পরমেশ্বরবসতয়ে সৃষ্টম্, দৃশ্যমানসকলপ্রাণিপর্যায়ং চতুর্যুগসর্গকোশমিব প্রজাপতীতাং ক্লেশবহুলমপি তপঃকরণমিব ক্রমকারণং কল্যাণানাং, এবঞ্চ বীক্ষ্যমাণঃ কটকং জগাম।

আসন্নবর্তিনাঞ্চ 'তত্রভবতা মান্ধাত্রা প্রবর্তিতাঃ পন্থানো দিগ্বিজয়ায়। অপ্রতিহতরথরংহসা রঘুণা লঘুনৈব কালেনাকারি ককুভাং প্রসাদনম্। শরাসনদ্বিতীয়ঃ করদীচকার চক্রং ক্রমাগতভুজবলাভিজনধনমদাবলিপ্তানাং ভূভুজাং পাণ্ডুঃ। পাণ্ডবঃ সব্যসাচী চীনবিষয়মতিক্রম্য রাজসূয়সম্পদে কুপ্যদ্গন্ধর্বধনুষ্কোটিটঙ্কারকূজিতকুঞ্জং হেমকূটপর্বতং পরাজৈষ্ট। সংকল্পান্তরিতো বিজয়ন্তুরঙ্গবনাম্। সহিমহিমবদ্ব্যবহিতোঽপ্যুবাহ বাহুবলব্যতিকরকাতরঃ করং কৌরবেশ্বরস্য কিঙ্কর ইবাকৃতী দ্রুমঃ। নাতিজিগীষবঃ খলু পূর্বে যেনাল্প এব ভূভাগে ভূয়াংসো ভগদত্তদন্তবক্রক্রাথকর্ণকৌরবশিশুপালসাল্বজরাসন্ধসিন্ধুরাজপ্রভৃতয়োঽভবন্ ভূপতয়ঃ। সন্তুষ্টো রাজা যুধিষ্ঠিরো যো হ্যসহত সমীপ এব ধনঞ্জয়জয়জনিতজগৎকম্পঃ কিম্পুরুষাণাং রাজ্যম্। অলসশ্চণ্ডকোশা যো ন প্রাবিক্ষৎ ক্ষমাং জিত্বা স্ত্রীরাজ্যম্। তুসীয় এবান্তরং তুষারগিরিগন্ধমাদনয়োঃ উৎসাহিনঃ। কিম্কুঃ তুরুষ্কবিষয়ঃ। প্রাদেশঃ

পারসীকদেশঃ। শশপদং শকস্থানম্। অদৃশ্যমানপ্রতিহারে পারিযাত্রে যাত্রৈব শিথিলা। শৌর্যশুল্কঃ সুলভো দক্ষিণাপথঃ। দক্ষিণার্ণবকল্লোলানিলচালিতচন্দনলতাসৌরভসুন্দরীকৃতদরীমন্দিরাদ্দর্দুরাদদ্রের্নেদীয়সি মলয়ো মলয়লগ্ন এব চ মহেন্দ্রঃ।' ইত্যেবং প্রায়ানুদ্যোগদ্যোতকানামালাপান্ পার্থিবকুমারাণাং বাহুশালিনাং শৃণ্বন্নেবাসসাদাবাসম্। মন্দিরদ্বারি চোভয়তঃ সবহুমানং ভ্রূলতাভ্যাং বিসর্জিতরাজলোকঃ প্রবিশ্য চাবততার বাহ্যাস্থানমণ্ডপস্থাপিতমাসনমাচক্রাম। অপাস্তসমাযোগশ্চ ক্ষণমাসিষ্ট।

অথ তত্র প্রতীহারঃ পৃথিবীপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠাপিতপাণিপল্লবো বিজ্ঞাপিতবান্—'দেব! প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরেণ কুমারেণ প্রহিতো হংসবেগনামা দূতোঽন্তরঙ্গস্তোরণমধ্যাস্তে ইতি। রাজা তু 'তমাশু প্রবেশয়' ইতি সাদরমাদিদেশ। অথ দক্ষতয়া ক্ষিতিপালাদরাচ্চ প্রতীহারঃ স্বয়মেব নিরগাৎ। অনন্তরং চ হংসবেগঃ সবিনয়মাকৃত্যৈব নয়নানন্দসম্পাদনসুভগাভোগভদ্রতয়া সমুল্লঙ্ঘ্যমানগুণগরিমা প্রভূতপ্রাভৃতভৃতাং পুরুষাণাং সমূহেন মহতানুগম্যমানঃ প্রবিবেশ রাজমন্দিরম্। আরাদেব পঞ্চাঙ্গালিঙ্গিতাঙ্গনঃ প্রণামমকরোৎ। 'এহ্যেহি' ইতি সবহুমানমাহূতশ্চ প্রধাবিতোঽপসৃতঃ পাদপীঠলুঠিতললাটলেখো ন্যস্তহস্তঃ পৃষ্ঠে পার্থিবেনোপসৃত্য ভূয়ো নমশ্চক্রে। স্নিগ্ধনরেন্দ্রদৃষ্ট্যা নির্দিষ্টমবিপ্রকৃষ্টং স প্রদেশমধ্যাস্তে। ততো রাজা তিরশ্চীং তনুমীষদিব দধানশ্চামরগ্রাহিণীমন্তরালবর্তিনীং সমুৎসার্য সম্মুখীনস্তং সপ্রশ্রয়ং পপ্রচ্ছ—'হংসবেগ! শ্রীমান্ কচ্চিৎ কুশলী কুমারঃ?' ইতি। স তমন্ববাদীৎ—'অদ্য কুশলী যেনৈবং স্নেহস্নপিতয়া সৌহার্দদ্রবার্দ্রয়া সগৌরবং গিরা পৃচ্ছতি দেবঃ' ইতি।

স্থিত্বা চ মুহূর্তমিব পুনঃ স চতুরমুবাচ—চতুরম্ভোধিভোগভূতিভাজনভূতস্য দেবস্য সম্ভোগগর্ভমপহায় হৃদয়মেকমন্যদনুরূপং প্রাভৃতমেব দুর্লভং লোকে তথাপ্যস্মৎস্বামিনা সন্দেশমশূন্যতাং নয়তা পূর্বজোপার্জিতং বারুণাতপত্রভোগাখ্যমনুরূপস্থানন্যাসেন কৃতার্থীকৃতমেতৎ। অস্য চ কুতূহলকারীণি বহূন্যাশ্চর্যাণি দৃশ্যন্তে। তথা হি—প্রতিদিবসং প্রবিশতি শৈত্যহেতোশ্ছায়ায়াঃ কিরণসহস্রাদেকৈকঃ সোমস্য রশ্মিরস্মিন্। যস্মিন্ প্রবিষ্টে প্রাধ্যানানন্তরং স্বাদবো দন্তবীণোপদেশাচার্যাশ্চ্যোতন্তি চন্দ্রভাসামম্ভসাং মণিশলাকাভ্যো যাবদিচ্ছমচ্ছা ধারাঃ। প্রচেতা ইব যশ্চতুর্ণামর্ণবানামধিপতির্ভূতো ভাবী ব তমিদমনুগৃহ্লাতি ছায়য়া নেতরম্। ইদং চ ন সপ্তার্চির্দহতি, ন পৃষদশ্বো হরতি, নোদকমার্দ্রয়তি, ন রজাংসি মলিনয়ন্তি, ন জরা জর্জরয়তীতি। এতত্তাবদনুগৃহ্লাতু দৃশা দেবঃ সন্দেশমপি বিস্রব্ধং শ্রোষ্যতি।' ইত্যেবমভিধায় বিবৃত্যাত্মীয়ং পুরুষমভ্যধাৎ—'উত্তিষ্ঠ! দর্শয় দেবস্য' ইতি।

স চ বচনানন্তরমুত্থায় পুমানূর্ধ্বীচকার তদ্ধৌতদুকূলকল্পিতাচ্চ নিচোলকাদকোষীৎ। আকৃষ্যমাণ এব চ যস্মিন্নতিসিতমহসি সরভসমহাসীব হরেণ, রসাতলাদুদলাসীব শেষফণিফণাফলকমণ্ডলেন, অস্থায়ি চক্রীভূয়ান্তরিক্ষে ক্ষীরোদেন, অঘটীব গগনাঙ্গনে গোষ্ঠীবন্ধঃ শারদেন বলাহকব্যূহেন, বিশ্রান্তমিব বিততপক্ষতিনা বিয়তি পিতামহবিমানহংসযূথেন, অত্রিনেত্রনির্গতস্য ধবলধামমণ্ডলমনোহরো দৃষ্ট ইব জনেন জন্মদিবসঃ কুমুদবন্ধোঃ প্রত্যক্ষীকৃত ইবোদগমনক্ষণো নারায়ণনাভিপুণ্ডরীকস্য, আহিতেব কৌমুদীপ্রদোষদর্শনানন্দতৃপ্তিরক্ষ্ণাম্, উদমাংক্ষীদিব মন্দাকিনীপুলিনমণ্ডলং

মহদম্বরোদরে, পরিবর্তিত ইব দিবসঃ পৌর্ণমাসীনিশয়া, মন্দংমন্দমিন্দুদয়সন্দেহদূয়মানমানসৈর্বিঘটিতং ঘটমানচঞ্চুচ্যুতমৃণালকোটিভিরাসন্নকমলিনীচক্রবাকমিথুনৈঃ, শরজ্জলধরপটলাশঙ্কাসঙ্কোচিতকেকারবমূকমুখপুটৈঃ পরাঙ্মুখীভূতং ভবনশিখণ্ডীমণ্ডলৈঃ, প্রবুদ্ধমাবদ্ধচন্দ্রানন্দোন্দামোন্দলন্দলপুটাট্টহাসাবিশদং কুমুদষণ্ডৈঃ।

চিত্রীয়মাণচেতাশ্চ সরাজকো রাজা দণ্ডানুসারাধিরোহিণ্যা দৃষ্ট্যা সাদরমৈক্ষিষ্ট সাদরমৈক্ষিষ্ট তত্তিলকমিব ত্রিভুবনস্য, শৈশবমিব শ্বেতদ্বীপস্য, অংশাবতারমিব হৃদয়মিব ধর্মস্য, নিবেশমিব শশিলোকস্য, দন্তমণ্ডলকদ্যুতিধবলং মুখমিব চক্রবর্তিত্বস্য, মৌক্তিকজালপরিকরসিতং সীমান্তচক্রমিব দিবঃ, বহুলজ্যোৎস্নাশুক্লোদরমৈন্দবমিব পরিবেষবলয়ং শৌকল্যাপহসিতশঙ্খশ্রীকং শ্রবণমণ্ডলমিব নিশ্চলতাং গতমৈরাবতস্য, শ্বেতগঙ্গাবর্তপাণ্ডুরং পদমিব ত্রিভুবনবন্দনীয়ং ত্রিবিক্রমস্য, প্রচেতসশ্চূড়ামণিমরীচিশিখাভিরিব শ্লিষ্টাভির্মানসবিসতন্তুময়ীভিশ্চামরিকাবলীভির্বিরচিতপরিবেষমং, উপরি চক্রবর্তিলক্ষ্মীনূপুরস্বনশ্রবণদোহদনিশ্চলেনেব লক্ষ্মণা বিততপত্রেণ হংসেন সনাথীকৃতশিখরম্, স্পর্শবতা চ প্রভাবস্তম্ভিতেন মন্দাকিনীমৃণালেন মুকুলিতফণেন বাসুকিনেব নীতেন দণ্ডতাং দ্যোতমানম্, ধবলিম্না ক্ষালয়দিব নক্ষত্রপথম্, প্রভাপ্রবাহপ্রথিম্না প্রাবৃণ্বদিব দিবসম্, সমুচ্ছ্রায়েণাধঃকুর্বদিব দিবম্, উপরিস্থিতমিব সর্বমঙ্গলানাম্, শ্বেতমণ্ডপমিব শ্রিয়ঃ, স্তবকমিব ব্রহ্মস্তম্বস্য, নাভিমণ্ডলমিব জ্যোৎস্নায়াঃ, বিশদহাসমিব কীর্তেঃ, ফেনরাশিমিব খড়্গাধারাজলানাম্ যশঃপটলমিব শৌর্যশালিতায়াঃ, ত্রৈলোক্যাদ্ভুতং মহচ্ছত্রম্।

দৃষ্টে তস্মিন্ রাজ্ঞা প্রথমে শেষমপি প্রাভৃতং প্রকাশয়াঞ্চক্রুঃ ক্রমেণ কার্মাঃ। তদ্ যথা পরার্ধ্যরত্নাংশুশোণীকৃতদিগ্‌ভাগান্, ভগদত্তপ্রভৃতিখ্যাতপার্থিবপরাগতানাহতলক্ষণানলঙ্কারান্, প্রভালেপিনাং চ চূড়ামণীনাং সমুৎকর্ষান্, ক্ষীরোদধের্ধবলতাহেতূনিব হারান্, অনেকরাগরুচিরবেত্রকরণ্ডকুণ্ডলীকৃতানি শরচ্চন্দ্রমরীচিরুচি শৌচক্ষমাণি ক্ষৌমাণি, কুশলশিল্পিলোকোল্লিখিতানাং চ শক্তিশঙ্খগল্বর্কপ্রমুখানাং পানভাজনানাং নিচয়ান্, নিচোলকরক্ষিতরুচাং চ রুচিরকাঞ্চনপত্র-ভঙ্গভঙ্গভঙ্গুরাণামতিবন্ধুরপরিবেশানাং কার্দরঙ্গচর্মণাং সম্ভারান্, ভুর্জত্বক্‌কোমলাঃ স্পর্শবতীর্জাতীপট্টিকাঃ, চিত্রপটানাং চ মৃদ্বীরসাং সমূরুকোপধানাদীন্ বিকারান্, প্রিয়ঙ্গুপ্রসবপিঙ্গলত্বঞ্চি চাসনানি বেত্রময়ান্যগুরুবল্কলকল্পিতসঞ্চয়ানি চ সুভাষিতভাঞ্জি পুস্তকানি, পরিণতপাটলপটোলত্বিংষি চ তরুণহারীতহরিন্তি ক্ষীরক্ষারীণি চ পূগানাং পল্লবলম্বীনি সরসানি ফলানি, সহকারলতারসানাং চ কৃষ্ণগুরুতৈলস্য চ কুপিতকপিকপোলকপিলকাপোতিকাপলাশকোশীকাবচিতাঙ্গীঃ স্থবীয়সীবৈণবীর্নাডোশ্চ পট্টসূত্রপ্রসেবকার্পিতাংশ্চ ভিন্নাঞ্জানবর্ণস্য কৃষ্ণাগুরুণো গুরুপরিতাপমুষশ্চ গোশীর্ষচন্দনস্য, তুষারশিলাশকলশিশিরস্বচ্ছসিতস্য চ কর্পূরস্য, কস্তূরীকাকোশকানাং চ পরফলজুটজটিলানাং চ কঙ্কোলপল্লবানাং, লবঙ্গপুষ্পমঞ্জরীণাং জাতীফলস্তবকানাং চ রাশীন্, অতিমধুরমধুরসামোদনিহারিণীশ্চোল্লককলশীঃ সিতাসিতস্য চ চামরজাতস্য নিচয়ান্, অবলম্বমানতূলিকালাবুকাংশ্চ লিখিতানেকলেখ্যফলকসম্পুটান্, কুতুহলকল্পিত চ কনকশৃঙ্খলানিয়মিতগ্রীবাণাং কিন্নরাণাং চ বনমানুষাণাঞ্চ জীবঞ্জীবকানাং চ জলমানুষাণাং চ জলমানুষাণাং চ মিথুনানি, পরিমলামোদিতককুভশ্চ কস্তূরিকাকুরঙ্গান্ গেহপরিসরণপরিচিতাশ্চ চমরীঃ চামীকররসচিত্রবেত্রপঞ্জরান্তর্গতাংশ্চ বহুসুভাষিত-

জম্পাকজিহ্বাংশ্চ শুকশারিকাপ্রভৃতীন্ পক্ষিণঃ প্রবালপঞ্জরগতাংশ্চ চকোরান্ জলহস্তিনামুদগ্রকুম্ভমুক্তাফলদামদন্তুরাণি চ দন্তকাণ্ডকুণ্ডলানি।

রাজা তু ছত্রদর্শনাৎ প্রহৃষ্টহৃদয়ঃ প্রথমপ্রয়াণে শোভননিমিত্তমিতি মনসা জগ্রাহ। হংসবেগং চ প্রীয়মাণো বভাষে—'ভদ্র! সকলরত্নধাম্নঃ পরমেশ্বরশিরোধারণার্হস্যাস্য মহাতপত্রস্য মহার্ণবাদিব কুমুদবান্ধবস্য কুমারাল্লাভো ন বিস্ময়ায়। বালবিদ্যাঃ খলু মহতামুপকৃতয়ঃ' ইতি। অপনীতে চ তস্মাৎ প্রদেশাৎ প্রাভৃতসম্ভারে ক্ষণমিব স্থিত্বা 'হংসবেগ! বিশ্রাম্যতাম্' ইতি প্রতীহারভবনং বিসর্জয়াম্বভূব। স্বয়মপ্যুত্থায় স্নাত্বা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রাঙ্মুখঃ প্রাবিশদাভোগস্য ছায়াম্।

অথ বিশত এবাস্য ছায়াজন্মনা জড়িম্না চূড়ামণিতামনীয়তেব শশিবিম্বমম্বুবিন্দুমুচশ্চুচুম্বুরিব চন্দ্রকান্তমণয়ো ললাটতটং কর্পূররেণব ইব ব্যলীয়ন্ত লোচনযুগলে গলে গলন্তুহিনকর্ণনিকরকৃতনীহারা হারা ইবাববধ্যন্ত হরিচন্দনরসাসারেণেবাপাতি সন্ততমুরসি কুমুদময়মিব হৃদয়মভবদতিশিশিরমন্তর্হিতাহিমশিলেব বিলীয়মানা ব্যলিম্পদঙ্গানি। জাতবিস্ময়শ্চাকরোন্মনসি 'একমজর্যং সঙ্গতমপহায় কাহন্যান্যা প্রতিকৌশলিকে'তি। আহারকালে চ হংসবেগায় ধবলকর্পটপ্রাবৃতধৌতনালিকেরপরিগৃহীতং বিলিপ্তশেষং চন্দনমঙ্গসপৃক্তে চ বাসসী শরত্তারকাকারতারমুক্তাস্তবকিতপদং পরিবেশং নাম কটিসূত্রকম্ অতিমহার্হপদ্মরাগালোকলোহিতীকৃতদিবসং চ তরঙ্গকং নাম কর্ণাভরণং প্রভূতং চ ভোজ্যজাতং প্রাহিণোৎ। এবংপ্রায়েণ চ ক্রমেণ জগাম দিবসঃ।

ততঃ কটকস্থলবলবহলধূলিধূসরিতবপুরংশুমালী মলীমসমঙ্গমিব ক্ষালয়িতুমপরজলনিধিমবাতরৎ। আভোগাতপত্রপ্রদানবার্তামিব নিবেদয়িতুং বরুণায় বারুণীং দিশমযাসীৎ। মুকুলায়মানসকলকমলবনা প্রমুখ এব বদ্ধসেবাঞ্জলিপুটেব সদ্বীপা ভুরভূদ্ ভূপতেঃ। ভূপালানুরাগময় ইব নিখিলজীবলোকলোকাঞ্জলিবদ্ধবন্ধুর্জগজ্জগ্রাহ সন্ধ্যারাগঃ। গৌড়াপরাধশঙ্কিনীব শ্যামতাং প্রপেদে দিক্প্রাচী। প্রচিততিমিরনিবহা নির্বাণানানুপপ্রতাপানলকলাপেব কালিমানমতানীন্ মেদিনী। মেদিনীশপ্রদোষাস্থানপুষ্পনিকরমিব বিকচতগররুচিরমবচকরুরুডুনিকরমবিরলং ককুভঃ। স্কন্ধাবারগন্ধগজমদামোদধাবিতস্যেব মার্গো বিয়তি বিররাজ রজঃপাণ্ডুরৈরাবতস্য। কুপিতনৃপব্যাঘ্রাঘ্রাতামুপসৃষ্টামিব পৌরুষ্টুতীং বিহায় বিহায়স্তলমারুরোহ রোহিণীরমণঃ। প্রয়াণবার্তা ইব মানিনীনাং হৃদয়ভেদিন্যো যযুরিন্দুবীথিতয়ো দশ দিশঃ। নবনৃপদণ্ডযাত্রাত্রাসাতুরা ইব তরলিতসত্ত্ববৃত্তয়শ্চুক্ষুভুঃ পতয়ো বাহিনীনাম্। চিন্তেব ভূভৃতাং হৃদয়ানি বিবেশ গুহাবিবরাণি বিমুক্তসর্বাশাতিমিরসন্ততিঃ। প্রতিসামন্তচক্ষুষামিব ননাশ নিদ্রা কুমুদবনানাম্।

অস্যাং চ বেলায়াং বিততবিতানতলবর্তী নরেন্দ্রো 'যাত তাবৎ' ইতি বিসর্জ্যানুজীবিনো হংসবেগমাদিষ্টবান্—'কথয় সন্দেশম্' ইতি। প্রণম্য স কথয়িতুং প্রাস্তাবীৎ—'দেব! পুরা মহাবরাহস্পর্শসম্ভূতগর্ভয়া ভগবত্যা ভুবা নরকো নাম সূনুরসাবি রসাতলে। বীরস্য যস্যাভবন্ বাল্য এব পাদপ্রণামপ্রণয়িনশ্চূড়ামণয়ো লোকপালানাম্। যস্য চ ত্রিভুবনভুজো ভুজশৌণ্ডস্য ভবনকমলিনীচক্রবাকীকোপকুটিলকটাক্ষোক্ষিতোঽপি ভয়চকিতারুণপরিবর্তিতরথো নাজ্ঞয়া বিনা রবিরস্তমব্রাজীৎ। যশ্চ বরুণস্য বহির্বৃত্তি হৃদয়মিদমাতপত্রমহার্ষীৎ। মহাত্মনস্তস্যান্বয়ে ভগদত্তপুষ্পদত্তবজ্রদত্ত-

প্রভৃতিষু ব্যতীতেষু বহুষু মেরুপমেষু মহীপালেষু প্রপৌত্রো মহারাজভূতিবর্মণঃ পৌত্রশ্চন্দ্রমুখবর্মণঃ পুত্রো দেবস্য কৈলাসস্থিরস্থিতেঃ স্থিতিবর্মণঃ সুস্থিরবর্মা নাম মহারাজাধিরাজো জজ্ঞে তেজসাং রাশিমৃগাঙ্ক ইতি যং জনা জগুঃ। যোঽয়মগ্রজেনেবাজায়ত সহৈবাহংকারেণ। যশ্চ বাল এব প্রীত্যা দ্বিজাতীনপ্রীত্যা চারাতীন্ সমগ্রান্ প্রতিগ্রহানগ্রাহয়ৎ। যত্র চাতিদুর্লভং লবণালয়সম্ভূতায়াঃ পরং মাধুর্যমভূল্লক্ষ্ম্যাঃ। তথা চ যো বাহিনীনাথানাং শঙ্খাঞ্জহার ন রত্নানি, পৃথিব্যাঃ স্থৈর্যং জগ্রাহ ন করম্, অবনিভৃতাং গৌরবমাদত্ত ন নৈষ্ঠুর্যম্। তস্য চ সুগৃহীতনাম্নো দেবস্য দেব্যাং শ্যামাদেব্যাং ভাস্করদ্যুতির্ভাস্করবর্মাপবনামা তনয়ঃ শন্তনোর্ভাগীরথ্যাং ভীষ্ম ইব কুমারঃ সমভবৎ। অয়মস্য চ শৈশবাদারভ্য সংকল্পঃ স্থেয়ান্ স্থাণুপাদারবিন্দদ্বয়াদৃতে নাহমন্যং নমস্কুর্যামিতি ঈদৃশশ্চায়ং মনোরথস্ত্রিভুবনদুর্লভস্ত্রয়াণামন্যতমেন সমপদ্যতে সকলভুবনবিজয়েন বা মৃত্যুনা বা যদি বা প্রচণ্ডপ্রতাপজ্বলনজনিতদিগ্দাহেন জগত্যেকবীরেণ দেবোপমেন মিত্রেণ। মৈত্রী চ প্রায়ঃ কার্যব্যপেক্ষিণী ক্ষোণীভৃতাম্। কার্যং চ কীদৃশং নাম তদ্ভবেদ্যদুপন্যাস্যমানমুপনয়েন্মিত্রতাং দেবম্। দেবস্য হি যশাংসি সঞ্চিচীষতো বহিরঙ্গভূতানি ধনানি। বাহাবেব চ কেবলে নিষণ্ণস্য শেষাবয়বানামপি সাহায়কসম্পাদনমনোরথো নিরবকাশঃ কিমুত বাহ্যজনস্য। চতুঃসাগরগ্রামগ্রহণঘস্মরস্য পৃথিব্যেকদেশদানোপন্যাসেনাপি কা তুষ্টিঃ। অভিরূপকন্যাবিশ্রাণনবিলোভনমপি লক্ষ্মীমুখারবিন্দদর্শনদুর্ললিতদৃষ্টেরকিঞ্চিৎকরম্। এবমঘটমানসকলোপায়সম্পাদিতপদার্থেঽস্মিন্ প্রার্থনামাত্রকমেব কেবলমনুরুধ্যমানঃ শৃণোতু দেবঃ। প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরো হি দেবেন সহৈকপিঙ্গ ইবানঙ্গদ্বিষা, দশরথ ইব গোত্রভিদা, ধনঞ্জয় ইব পুষ্করাক্ষেণ, বৈকর্তন ইব দুর্যোধনেন, মলয়ানিল ইব মাধবেন, অজর্যং সঙ্গতমিচ্ছতি। যদি চ দেবস্যাপি মৈত্রীয়তি হৃদয়মবগচ্ছতি চ পর্যায়ান্তরিতং দাস্যমনুতিষ্ঠন্তি সুহৃদ ইতি ততঃ কিমাস্যতে সমাজ্ঞাপ্যতামনুভবতু বিক্ষোর্মন্দরাগিরিরিব বিকটকেয়ূরকোটিমণিবিঘট্টনক্বণিতকটকমণিশিলাশকলানি গাঢ়োপগূঢ়ানি দেবস্য কামরূপাধিপতিঃ। অস্মিন্মাতৃষ্বেরনবরতবিমললাবণ্যসৌভাগ্যসুধানির্ঝরিণি মুখশশিনি চিরাচ্চক্ষুষী ক্ষালয়তু প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরশ্রীঃ। নাভিনন্দতি চেদ্দেবঃ প্রণয়মাজ্ঞাপয়তু কিং কথনীয়ং ময়া স্বামিন' ইতি।

বিরতবচসি তস্মিন্ ভূপালঃ পূর্বোপলব্ধৈরেব গুরুভিগুণৈরারোপিতবহুমানঃ কুমারে সুদূরমাভোগাতপত্রব্যতিকরেণ তু পরাং কোটিমারোপিতে প্রেমণি লগ্নমান ইব সাদরং জগাদ—'হংসবেগ! কথমিব তাদৃশি মহাত্মনি মহাভিজনে পুণ্যরাশৌ গুণিনাং প্রাগ্রহরে পরোক্ষসুহৃদি স্নিহ্যতি মদ্বিধস্যানাথ্যা স্বপ্নেঽপি প্রবর্তেত মনঃ। সকলজগদুত্তাপনপটবোঽপি শিশিরায়ন্তে ত্রিভুবননয়নানন্দকরে কমলাকরে করাস্তিগ্মতেজসঃ। সুবহুগুণক্রীতাশ্চ কে বয়ং সখ্যস্য। সজ্জনমাধুর্যাণামভৃতদাস্যো দশ দিশঃ। একান্তাবদাতোত্তানস্বভাবসম্ভৃতসাদৃশ্যস্য কুমুদস্য কৃতে কেনাভিহিতঃ শিশিররশ্মিঃ। শ্রেয়াংশ্চ সংকল্পঃ কুমারস্য। স্বয়ং বাহুশালী ময়ি চ সমালম্বিতশরাসনে সুহৃদি হরাদৃতে কমন্যং নমস্যতি। সংবর্ধিতা মে প্রীতিরমুনা সংকল্পেন। অবলেপিনি পশাবপি কেসরিণি বহুমানো হৃদয়স্য কিং পুনঃ সুহৃদি। তত্তথা যতেথাঃ যথা ন চিরমিয়মস্মান্ ক্লেশয়তি কুমারদর্শনোৎকণ্ঠা' ইতি।

হংসবেগস্তু বিজ্ঞাপয়াম্বভূব—'দেব! কিমপরমিদানীং ক্লেশয়ত্যভিজাতমভিহিতং দেবেন। সেবাভীরবো হি সন্তঃ, তত্রাপি বিশেষেণায়মহঙ্কারধনো বৈষ্ণবো বংশঃ। আস্তাং তাবদস্মৎস্বামিবংশঃ। পশ্যতু দেবঃ পুরুষস্য হি সেবাং প্রতি দুর্জনন্যোবাতিবন্ধয়া দুর্গত্যা বাভিমুখীক্রিয়মাণস্য, কুটুম্বিন্যেবাসন্তুষ্টয়া তৃষ্ণয়া বা প্রের্যমাণস্য, দুরপত্যৈরিব যৌবনজনিতৈর্নানাভিলাষিভিরসৎসংকল্পৈপর্যাকুলীক্রিয়মাণস্য, জরৎকুমারীমিব পণমার্গণযোগ্যামতিমহতীং বা অবস্থাং পশ্যতঃ, স্বগৃহে দুর্বৃদ্ধিভিরিব দুঃস্থিতৈঃ সমগ্রৈগ্রহৈর্বা গ্রাহ্যমাণস্যাভিযোগং, পুরাতনৈরতিদুস্ত্যাজৈর্ভৃত্যৈরিব মলিনৈঃ কর্মভির্বানুবর্ত্যমানস্য, সকলশরীরসন্তাপকরং করীষাগ্নিমিব দুষ্কীর্তিনঃ কৃতচিত্তস্য সংপ্রবেষ্টুং রাজকুলমুপহতসকলেন্দ্রিয়শক্তেরিব মিথ্যৈব হৃদয়গতবিষয়গ্রামগ্রহণাভিলাষস্য, প্রথমমেব তোরণতলে বন্দনমালাকিসলয়স্যেব শুষ্যতো দ্বাররক্ষিভির্নিরুদ্ধস্য, পীড়িতস্য প্রবিশতো দ্বারে হরিণস্যেবাপরৈর্হন্যমানস্য, করিকর্মচর্মপুটস্যেব মুহুর্মুহুঃ প্রতিহারমণ্ডলকরপ্রহারৈর্নিরস্যমানস্য, নিধিপাদপপ্রবোহস্যেব দ্রবিণাভিলাষাদধোমুখীভবতঃ, দুরমমার্গণস্যাপ্যতিবিপ্রকৃষ্টবিবৃতবিসর্জিতস্যোদ্বেগং ব্রজতঃ, অকণ্টকস্যাপি চরণতললগ্নস্যাকৃষ্য ক্ষেপীয়ঃ ক্ষিপ্যমানস্য, অমকরকেতোরপ্যাকালোপসর্পণাপ্রকুপিতেশ্বরদৃষ্টিদগ্ধস্য, প্রলয়মুপগচ্ছতঃ কপেরিব কোপনির্ভর্ৎসিতস্যাপ্যভিন্নমুখরাগস্য, ব্রহ্মঘ্ন ইব প্রতিদিবসবন্দনোদ্ঘৃষ্টশিরঃকপালস্য, স্পর্শরহিতস্যাশুভকর্মাণি নির্বহতঃ, ত্রিশঙ্কোরিবোভয়লোকভ্রষ্টস্য নক্তন্দিবমবাক্শিরসস্তিষ্ঠতঃ, বাজিন ইব কবলবশেন সুখবাহ্যমাত্মানং বিদধানস্য, অনশনশায়িন ইব হৃদয়স্থাপিতজীবনাশস্য, শরীরং ক্ষপয়তঃ শুন ইব নিজদারপরাঙ্মুখস্য, জঘনাকর্মলগ্নমাত্মানং তাড়য়তঃ, প্রেতস্যেবানুচিতভূমিদীয়মানান্নপিণ্ডস্য, বলিভুজ ইব জিহ্বালৌল্যোপযুক্তপুরুষবর্চসো বৃথা বিহিতায়ুষো জীবিতঃ, শ্মশানপাদপানিব পিশাচস্য দগ্ধভূত্যা পরুষীকৃতান্ রাজবল্লভানুপসর্পতঃ, বিপরীতজিহ্বাজনিতমাধুর্যৈরোষ্ঠমাত্রপ্রকটিতরাগৈঃ রাজশুকালাপৈঃ শিশোরিব মুগ্ধবিলোভামানস্য, বেতালস্যেব নরেন্দ্রপ্রভাবাবিষ্টস্য ন কিঞ্চিন্নাচরতঃ, চিত্রধনুষ ইবালীকগুণাধ্যারোপণৈকক্রিয়ানিতান্তনম্রস্য নির্বাণতেজসঃ, সম্মার্জনীসমুপার্জিতরজসোঽবকরকূটস্যেব নির্মাল্যবাহিনঃ, কফবিকারিণ ইব দিনে দিনে কটুকৈরুদ্বেজ্যমানস্য, সৌগতস্যেবার্থশূন্যবিজ্ঞপ্তিজনিতবৈরাগ্যস্য কাষায়াণ্যভিলষতঃ, নিশাস্বপি মাতৃবলিপিণ্ডস্যেব দিক্ষু বিক্ষিপ্যমাণস্য, অশৌচগতস্যেব কুশয়নজনিতসমধিকতরদুঃখবৃত্তেঃ, তুলাযন্ত্রস্যেব পশ্চাৎকৃতগৌরবস্য তোয়ার্থমপি নমতঃ, অতিকৃপণস্য শিরসা কেবলেনাসন্তুষ্টস্য বচসাপি পাদৌ স্পৃশতঃ, নির্দয়বেত্রিবেত্রতাড়নত্রস্তয়েব ত্রপয়াত্যক্তস্য, দৈন্যসঙ্কোচিতহৃদয়স্বতাবকাশয়েবাহোপুরুষিকয়া পরিবর্জিতস্য, কুৎসিতকর্মাঙ্গীকরণকুপিতয়েবোন্নত্যা বিযুক্তস্য, ধনশ্রদ্ধয়া ক্লেশানুপার্জয়তঃ, স্ববৃদ্ধিবন্ধ্যাবমানং সম্বর্ধয়তো মূঢ়স্য, সত্যপি বিবিধকুসুমাধিবাসসুরভিণি বনে তৃষ্ণয়াঞ্জলিমুপরচয়তঃ, কুলপুত্রস্যাপি কৃতাগস ইব ভীতভীতস্য সমীপমুপসর্পতঃ, দর্শনীয়স্যাপ্যালেখ্যকুসুমস্যেব নিষ্ফলজন্মনঃ, বিদুষোঽপি বৈধেয়স্যেবাপশব্দমুখস্য, শক্তিমতোঽপি শ্বিত্রিণ ইব সঙ্কোচিতকরযুগলস্য সমসমুৎকর্ষেষু নিরগ্নিপচ্যমানস্য, নীচসমীকরণেষু নিরুচ্ছ্বাসং ম্রিয়মাণস্য পরিভবৈস্তৃণীকৃতস্য, দুঃখানিলেনানির্বৃতেজ্বলতঃ, ভক্তস্যাপ্যভক্তস্য, নিরূষ্মণঃ সন্তাপয়তো বন্ধূন্, [illegible]মানস্যাপ্যগতিকস্য, চ্যুতগৌরব-

স্যাপ্যধস্তাদ্ গচ্ছতঃ, নিঃসত্ত্বস্যাপি মহামাংসবিক্রয়ং কুর্বতঃ, নির্মদস্যাপ্যস্বতন্ত্রবৃত্তেঃ, অযোগিনোঽপি ধ্যানবশীকৃতাত্মনঃ, শয্যোত্থায়ং প্রণমতো দণ্ধমুণ্ডস্য, গোত্রবিদূষকস্য নক্তন্দিনং নৃত্যতো মনস্বিজনং হাসয়তঃ, কুলাঙ্গারস্য বংশং দহতঃ, নৃপশোস্তৃণেঽপি লব্ধে কন্ধরামবনময়তঃ, জঠরপরিপূরণমাত্রপ্রয়োজনজন্মনো মাংসপিণ্ডস্য গর্ভরোগস্য মাতুঃ, অপুণ্যানাং কর্মণামাচরণাদ্ ভৃতকস্য কিং প্রায়শ্চিত্তম্, কা প্রতিপত্তিক্রিয়া, ক গতস্য শান্তিঃ, কীদৃশং জীবিতম্, কঃ পুরুষাভিমানঃ, কিংনামানো বিলাসাঃ, কীদৃশী ভোগশ্রদ্ধা, প্রবলপঙ্ক ইব সর্বমধস্তান্নয়তি দারুণো দাসশব্দঃ। ধিক্ তদুচ্ছ্বসিতমুপযাতু নিধনং ধনম্, অভবনিভূর্তেরস্তু তস্যা নমো ভগবদ্ভ্যস্তেভ্যঃ সুখেভ্যস্তস্যায়মঞ্জলিরৈশ্বর্যস্য তিষ্ঠতু দূর এব সা শ্রীঃ শিবং স পরিচ্ছদঃ করোতু যদর্থমুত্তমাঙ্গং গা গমিষ্যত্যশাপানুগ্রহক্ষমতপস্বী মুখপ্রিয়রতঃ ক্লীবো পূতিমাংসময়ঃ কৃমিরগণ্যমানো নরকঃ, পাদরজোধূসরোত্তমাঙ্গো জঙ্গমঃ পাদপীঠঃ পুংস্কোকিলঃ কাকুক্বণিতেষু, শিখী মুখকরকেকাসু, স্থূলকূর্মঃ ক্রোড়কষণেষু, শ্বা নীচচাটুকরণেষু, কৃকলাসঃ শিরোবিড়ম্বনাসু, জাহক আত্মসঙ্কোচনেষু, বেণুর্মূর্ছনাসু, বেশ্যাকায়ঃ করণবন্ধক্লেশেষু, পলালং সত্ত্বশালিষু, প্রতিপাদকঃ পাদসংবাহনাসু, কন্দুকঃ করতলতাড়নেষু, বীণাদণ্ডঃ কোণাভিঘাতেষু, বরাকঃ সেবকোঽপি মর্ত্যমধ্যে রাজিলোঽপি বা ভোগী, পুলাকোঽপি বা কলমো, বরং ক্ষণমপি কৃতা মানবতা মানবতা ন মতো নমতস্ত্রৈলোক্যাধিরাজ্যোপভোগোঽপি মনস্বিনঃ। তদেবমভিনন্দিতাস্মদীয়প্রণয়ো দেবোঽপি দিবসৈঃ কতিপয়ৈরেব পরাগতঃ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ইতি করোতু চেতসি' ইত্যুক্ত্বা তূষ্ণীমভূৎ। অচিরাচ্চ নমস্কৃত্য নির্জগাম।

রাজাপি রজনীং তাং কুমারদর্শনোৎসুক্যস্বীকৃতহৃদয়ঃ সমনৈষীৎ। আত্মার্পণং হি মহতামমূলমন্ত্রময়ং বশীকরণম্। প্রভাতে চ প্রভূতং প্রীতিপ্রাভৃতং প্রধানপ্রতিদূতাধিষ্ঠিতং দত্ত্বা হংসবেগং প্রাহিণোৎ। আত্মনাপি ততঃ প্রভৃতি প্রয়াণকৈরনবরতৈরভ্যমিত্রং প্রাবর্তত। কদাচিত্তু রাজ্যবর্ধনভুজবলোপার্জিতমশেষং মালবরাজসাধনমাদায়াগতং সমীপ এবাবাসিতং লেখহারকাদ্ভণ্ডিমশৃণোৎ। শ্রুত্বা চাভিনবীভূতভ্রাতৃশোকহুতাশনস্তদ্দর্শনকাতরহৃদয়ো বভূব মূর্ছান্ধকারমিব বিবেশাতিষ্ঠচ্চ সমুৎসৃষ্টসকলব্যাপারঃ প্রতীহারনিবারণনিভৃতনিঃশব্দপরিজনে নিজমন্দিরে সরাজকপরিবারস্তদাগমনমুদীক্ষমাণো মুহূর্তম্।

অথ ভণ্ডিরেকেনৈব বাজিনা কতিপয়কুলপুত্রপরিবৃতো মলিনবাসা রিপুশরশল্যপূরিতেন নিখাতবহুলোহকীলকপ্রকররক্ষিতস্ফুটনেনেব হৃদয়েন, হৃদয়লগ্নৈঃ স্বামিসৎকৃতৈরিব শ্মশ্রুভিঃ, শুচং সমুপদর্শয়ন্ দূরীকৃতব্যায়ামশিথিলভুজদণ্ডদোলায়মানমঙ্গলবলয়ৈকশেষালঙ্কৃতিরনাদরোপযুক্ততাম্বূলবিরলরাগেণ শোকদহনদহ্যমানস্য হৃদয়স্যাঙ্গারেণেব, দীর্ঘনিঃশ্বাসবেগনির্গতেনাধরেণ শুষ্যতা স্বামিবিরহবিধৃতজীবিতাপরাধবৈলক্ষ্যাদিব, বাষ্পবারিপটলেন পটেনেব প্রাবৃতবদনঃ, বিশীর্ণৈরিব দুর্বলীভূতৈঃ স্বাঙ্গমপত্রপয়াঙ্গৈর্বর্মাণীব চ ব্যর্থীভূতভুজোষ্মাণমায়তৈর্নিঃশ্বসিতৈঃ, পাতকীব, অপরাধীব, দ্রোহীব, মুষিত ইব, ছলিত ইব, যূথপতিপতনাবসন্ন ইব বেগদণ্ডবারণঃ, সূর্যাস্তমনম্লাননিঃশ্রীক ইব কমলাকরঃ, দুর্যোধননিধনদুর্মনা ইব দ্রৌণিঃ, অপহৃতরত্ন ইব সাগরো রাজদ্বারমাজগাম। অবতীর্য চতুরঙ্গমাদবনতমুখো বিবেশ রাজমন্দিরম্। দূরাদেব চ বিমুক্তাক্রন্দঃ পপাত পাদয়োঃ।

অবনিপতিরপি দৃষ্ট্বা তমুত্থায় প্রবিরলৈঃ পদৈঃ প্রত্যুদ্গম্যোত্থাপ্য চ গাঢ়মুপগৃহ্য কণ্ঠে করুণমতিচিরং রুরোদ। শিথিলীভূতমন্যুবেগশ্চ পুনরেব পুনরাগত্য নিজাসনে নিষসাদ। প্রথমপ্রক্ষালিতমুখে চ ভণ্ডৌ মুখমক্ষালয়ৎ। সমতিক্রান্তে চ কিয়ত্যপি কালকলাকলাপে ভ্রাতৃমরণবৃত্তান্তমপ্রাক্ষীৎ। অথাকথয়চ্চ যথাবৃত্তমখিলং ভণ্ডিঃ। অথ নরপতিস্তমুবাচ—'রাজ্যশ্রী ব্যতিকরঃ কঃ?' ইতি। স পুনরবাদীৎ—'দেব! দেবভূয়ং গতে দেবে রাজ্যবর্ধনে গুপ্তনাম্না চ গৃহীতে কুশস্থলে দেবী রাজ্যশ্রীঃ পরিভ্রশ্য বন্ধনাদ্বিন্ধ্যাটবীং সপরিবারা প্রবিষ্টেতি লোকতো বার্তামশৃণবম্। অন্বেষ্টারস্তু তাং প্রতি প্রভূতাঃ প্রহিতা জনা নাদ্যাপি নিবর্তন্তে ইতি। তচ্চাকর্ণ্য ভূপতিরব্রবীৎ—কিমন্যৈরনুপদিভিঃ যত্র সা তত্র পরিত্যক্তান্যকৃত্যঃ স্বয়মেবাহং যাস্যামি। ভবানপি কটকমাদায় প্রবর্ততাং গৌড়াভিমুখম্।' ইত্যুক্ত্বা চোত্থায় স্নানভুবমগাৎ। কারিতশোকশ্মশ্রুবপনকর্মণা চ মহাপ্রতীহারভবনস্নাতেন, শারীরিকবসনকুসুমাঙ্গরাগালংকারপ্রেষণপ্রকটিতপ্রসাদেন ভণ্ডিনা সার্ধমভুক্ত, নিনায় চ তেনৈব সহ বাসরম্।

অথাপরেদ্যুরুষস্যেব ভণ্ডিভূর্পালমুপসৃত্য ব্যজ্ঞাপয়ৎ—'পশ্যতু দেবঃ শ্রীরাজ্যবর্ধনভুজবলার্জিতং সাধনং সপরিবর্হং মালবরাজস্য' ইতি। নরপতিনা স 'এবং ক্রিয়তাম্' ইত্যভ্যনুজ্ঞাতো দর্শয়াম্বভূব। তদ্ যথা—অনবরতগলিতমদমদিরামোদমুখরমধুকরজূটজটিলকরটপট্টপংক্তিকলগণ্ডান্, গণ্ডশৈলানিব জঙ্গমান্, গম্ভীরগর্জিতরবাঞ্জলধরানিব মহীমবতীর্ণানুৎফুল্লসপ্তচ্ছদবনামোদমুচঃ, শরদ্দিবসানিব পুঞ্জীভূতান্, অনেকসহস্রসংখ্যান্ করিণঃ, চারুচামীকরচিত্রচামরমণ্ডলমনোহরাংশ্চ হরিণরংহসো হরীন্, বালাতপবিসরবর্ষিণাং চ কিরণৈরনেকেন্দ্রায়ুধীকৃতদশদিশামলংকারাণাং বিশেষান্, বিস্ময়কৃতঃ স্মরোন্মাদিতমালবীকুচপরিমলদুর্ললিতাংশ্চ নিজজ্যোৎস্নাপূরপ্লাবিতদিগন্তানপি তারানুহারান্, উড়ুপতিপাদসঞ্চয়শচীনি নিজযশাংসীব বালব্যজনানি, জাতরূপময়নালঞ্চ নিবাসপুণ্ডরীকমিব শ্রিয়ঃ শ্বেতমাতপত্রম্, অপ্সরস ইব বহুসমররসসাহসানুরাগাবতীর্ণা বারবিলাসিনীঃ, সিংহাসনশয়নাসন্দীপ্রভৃতীনি রাজ্যোপকরণানি, কালায়সনিশ্চলীকৃতচরণযুগলং চ সকলং মালবরাজলোকম্, অশেষাংশ্চ সসংখ্যালেখ্যপত্রান্, সালঙ্কারাপীড়পীড়ান্ কোশকলশান্। অথালোচ্য তৎসর্বমবনিপালঃ স্বীকর্তুং যথাধিকারমাদিশদধ্যক্ষান্। অন্যস্মিংশ্চাহনি হয়ৈরেব স্বসারমন্বেষ্টুমুচ্চচাল বিন্ধ্যাটবীমবাপ চ পরিমিতৈরেব প্রয়াণকৈস্তাম্।

৩

অথ প্রবিশন্ দূরাদেব দহ্যমানষণ্টিকবুসবিসরবিসারিবিভাবসুনাং বন্যধান্যবীজধানীনাং ধূমেন ধূসরিমাণমাদধানৈঃ শুষ্কশাখাসঞ্চয়রচিতগোবাটবেষ্টিতবিকটবটৈঃ, ব্যাপাদিতবৎসরূপকরোষাবিষ্টগোপালকল্পিতব্যাঘ্রযন্ত্রৈঃ, অযান্ত্রতবনপালহঠাহ্রিয়মাণপরগ্রামীণকাষ্ঠিককুঠারৈঃ, গহনতরুখণ্ডনির্মিতচামুণ্ডামণ্ডপৈর্বনপ্রদেশৈঃ, প্রকাশ্যমানমটবীপ্রায়প্রান্ততয়া কুটুম্বভরণাকুলৈঃ কুদ্দালপ্রায়কৃষিভিঃ কৃষীবলৈরবলর্বাম্ভরুচ্চভাগভাষিতেন ভজ্যমানভূরিশালিখলক্ষেত্রখণ্ডলকমলুপাবকাশৈশ্চ কাপিলৈঃ, কালায়সৈরিব কৃষ্ণমৃত্তিকাকঠিনৈঃ, স্থানস্থানস্থাপিতস্থাণুখিতস্থূলপল্লবৈ দুর্রুপগমশ্যামাকপ্ররূঢ়িভিরলম্বুসবহুলৈঃ, অবরহিতকোকলাক্ষক্ষুপৈর্বিরলবিরলৈঃ কেদারৈঃ, কৃচ্ছ্রাৎকৃষ্যমাণৈর্নাতিপ্রভূতপ্রবৃত্তগতাগতাপ্রহতভুবমুপক্ষেত্রমুপরচিতৈরুচ্চৈর্মঞ্চৈশ্চসুচ্যমানশ্বা-

পদোপদ্রবং, দিশি দিশি চ প্রতিমার্গদ্রুমকৃতানাং পথিকপাদপ্রস্ফোটনধূলিধূসরৈর্নবপল্লবৈর্লাঞ্ছিতচ্ছায়ানাম্, অটবীসুলভসালকুসুমস্তবকার্চিতনবখাতকূপকোপকণ্ঠপ্রতিষ্ঠিতনানাস্ফুটানামচ্ছিদ্রকটকল্পিতকুটীরকাণাম্, কুটিলকীটবেণীবেষ্ট্যমানসক্তুশারশরাবশ্রেণীশ্রিতানাম্, অধ্বগজনজগ্ধজম্বুফলাস্থিশবলসমীপভুবাম্, উদ্ধূলিতধূলীকদম্বস্তবকপ্রকরপুলকিনীনাম্, কণ্টকিককর্ণীচক্রাক্রান্তকাষ্ঠমঞ্চিকামুষিততৃষাম্, তিম্যত্তলশীতলসিকতিলকলশীশমিতশ্রমাণাম্, আশ্যানশৈবলশ্যামলিতালঞ্জরজ্জায়মানজলজাড়িম্নাম্, উদকুম্ভাকৃষ্টপাটলশর্করাশকলশিশিরীকৃতদিশাম্, ঘটমুখঘটিতকটহারপাটলপুষ্পপুটানাম্, শীকরপুলকিতপল্লবপুলীপাল্যমানশোষ্যসরসশিশুসহকারফলজুটীজটিলস্থাণুনাম্, বিশ্রাম্যৎকার্পটিকপেটকপরিপাটীপীয়মানপয়সামটবীপ্রবেশপ্রপাণাং শৈত্যেন ত্যাজয়ন্তমিব গ্রৈষ্মমূষ্মণাং ক্বচিদন্যত্র গ্রাহয়ন্তমিবাঙ্গারীয়দারুসংগ্রহদাহিভিঃ ব্যোকারৈঃ, সর্বতশ্চ প্রাতিবেশ্যবিষয়বাসিনা সমাসন্নগ্রামগৃহস্থগৃহস্থাপিতস্থবিরপরিপাল্যমানপাথেয়স্থগিতেন কৃতদারুণদারুব্যায়ামযোগ্যাঙ্গাভ্যঙ্গেন স্কন্ধাধ্যাসিতকঠোরকুঠারকণ্ঠলম্বমানপ্রাতরাশপুটেন পাটচ্চরপ্রত্যবায়প্রতিপন্নপটচ্চরেণ কালবেত্রকৃত্রিমগুণব্রততিবলয়পাশগ্রথিতগ্রীবাগ্রথিতৈঃ পত্রবীটাবৃটাবৃতমুখৈঃ, বোটকুটৈরূঢ়বারিণা পুরঃসরবলদ্বলীবর্দযুগসরেণ নৈকটিককুটুম্বিকলোকেন কাষ্ঠসংগ্রহার্থমটবীং প্রবিশতা শ্বাপদব্যধনব্যবধানবহলীসমারোপিতকুটীকৃতকূটপাশৈশ্চ গৃহীতমৃগতন্তুতন্ত্রীজালবলয়বাগুরৈঃ, বহির্ব্যাধৈর্বিচরদ্ভিরংসাবসক্তবীতংসব্যালম্বমানবালপাশিকৈশ্চ সংগৃহীতগ্রাহকক্রকরকপিঞ্জলাদিপঞ্জরকৈঃ শাকুনিকৈঃ, সঞ্চরদ্ভিশ্চ্যুতসাসকলেশলিপ্তলতাবধূলটবালম্পটানাং চপেটকৈঃ, পাশকাশিশুনামটদ্ভিঃ তৃণস্তম্বান্তরিততিরস্কারিতরলায়মানকৌলেয়ককুলচাটুকারৈশ্চলদ্বিহগমৃগয়াং মৃগয়ুযুবভিঃ, ক্রীড়দ্ভিঃ, পরিণতচক্রবাককণ্ঠকষায়রুচাং শীধব্যানাং বল্কলানাং কলাপান্, নাতিচিরোদ্ধৃতানাং চ ধাতুত্বিষাং ধাতকীকুসুমানাং গোণীরগণিতাঃ পিচব্যানাং চাতসীগণপট্টমূলকানাং পুষ্কলান্ সম্ভারান্, ভারাংশ্চ মধুনো মাক্ষিকস্য ময়ূরাঙ্গস্যাক্লিষ্টমধূচ্ছিষ্টচক্রমালানাং লম্বমানলামজ্জকমুঞ্জজুটজটানামপত্বচাং খদিরকাষ্ঠানাং কুষ্ঠস্য কঠোরকেসরিসটাফারবভ্রুণশ্চ রোধ্রস্য ভূয়সো ভারকান্, লোকেনাদায় ব্রজতা প্রবিচিতবিবিধবনফলপূরিতপিটকমস্তকাভিশ্চাভ্যর্ণগ্রামসত্বরীভিস্ত্বরমাণাভির্বিক্রয়চিন্তাব্যগ্রাভির্গ্রামেয়কাভির্ব্যাপ্তদিগন্তরান্ নিস্তুতশ্চ যুক্তশুরেশকুরশাক্করাণাং পুরাণপাংসূৎকিরকরীষকূটবাহিনীনাং ধূর্গতধূলিধূসরসৈরিভসরোস্বরসার্যমাণানাং সংক্রীড়চ্চটুলচক্রচীৎকারিণীনাং শকটশ্রেণীনাং সম্পাতৈঃ, সম্পাদ্যমানদুর্বলোর্বীবিয়ৎক্ষক্ষেত্রসংস্কারমারক্ষাক্ষপ্তদান্তবাহকদণ্ডোদ্দীয়মানহরিণহেলার্দ্রিতধৃততুঙ্গবৈণববৃত্তিভিশ্চ নিখাতগৌরকরঙ্কশঙ্কুশঙ্কিতশশকশকালিতভুজঙ্গশৃঙ্গৈঃ, প্রযত্নপ্রভৃতবিশঙ্কটবিটপৈর্বাটেরৈক্ষবৈঃ সুবহুভিঃ শ্যামায়মানোপকণ্ঠমর্তিবিপ্রকটাস্তবৈর্মরকতস্নিগ্ধস্নুহাবাটবেষ্টিতৈঃ, কামুককর্মণ্যবংশবিটপসংকটৈঃ, কণ্টকিতকরঞ্জরাজিদুষ্প্রবেশৈঃ, উরুবুককবচাবনুকসুরসসুরণশিগ্রুগ্রন্থিপর্ণগবেধুকাগমুদ্গুল্মগহনগৃহবাটিকৈঃ, নিখতোচ্চকাষ্ঠারোপিতকাষ্ঠালুকলতাপ্রতানবিহিতচ্ছায়ৈঃ, পরিমণ্ডলবদরীমণ্ডপকতলনিখাতখাদির কীলবন্ধবৎরূপৈঃ, কথমপি কুক্কুটরটিতানুমীয়মানসন্নিবেশৈরঙ্গনাগমিস্তম্ভতলবিরচিতপক্ষিপুটিকাবাপিকৈর্বিকীর্ণবদরপাটলপটলৈঃ, বেণুপোটদলনলকলিতশরময়বৃতিবিহিতভিত্তিভিঃ, কিংশুকগোরোচনারচিতমণ্ডলমণ্ড-

পক্কবজবন্ধাঙ্গাররাশিভিঃ, শাল্মলীফলতূলসঞ্চয়বহুলৈঃ, সন্নিহিতনলশালিশালুকখণ্ড-কুমুদবীজবেণুতণ্ডুলৈঃ, সংগৃহীততমালবীজৈঃ, ভস্মমলিনম্লানকাশ্মর্যকূটব্যাধৃতকটৈ-রাশ্যানরাজাদনমদনফলস্ফীতৈর্মধুকাসবমদ্যপ্রায়ৈঃ, কুসুম্ভকুম্ভগণ্ডকুসুলৈরবিরহিত-বাজমাষত্রপুষককর্টিকাকুষ্মাণ্ডালাবুবীজৈঃ, পোষ্যমাণবনবিড়ালমালুধাননকুলশালি-জাতজাতকাদিভিরটবীকুটুম্বিনাং গৃহৈরুপেতং বনগ্রামকং দদর্শ। তত্রৈব চ তং দিব-সমত্যবাহয়দিতি।

ইতি শ্রী মহাকবিবাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতে ছত্রলাভনর্নাম সপ্তম উচ্ছ্বাসঃ।

অষ্টম উচ্ছ্বাসঃ

সহসা সম্পাদয়তা মনোরথপ্রার্থিতানি বস্তূনি।
দৈবেনাপি ক্রিয়তে ভব্যানাং পূর্বসেবেব ॥ ১ ॥
বিদ্বজ্জনসম্পর্কো নষ্টেষ্টজ্ঞাতিদর্শনাভ্যুদয়ঃ।
কস্য ন সুখায় ভবনে ভবতি মহারত্নলাভশ্চ ॥ ২ ॥

অথাপরেদ্যুঃ সুখায় পার্থিবস্তস্মাদ্ গ্রামকান্নির্গতো বিবেশ বিন্ধ্যাটবীম্। আট চ তস্যামিতশ্চেতশ্চ সুবহূন্ দিবসান্। একদা তু ভূপতের্ভ্রমত এবাটবিকসামন্তস্য শরভকেতোঃ সূনুর্ব্যাঘ্রকেতুর্নাম কুতোঽপি কজ্জলেশ্যামলশ্যামলতাবলয়েনাধিললাট-মুচ্চৈঃ কৃতমৌলিবন্ধম্, অন্ধকারিণীমকারণভ্রুবা ভ্রুকুটিভঙ্গেন ত্রিশাখেন ত্রিযামামিব সাহসসহচারিণীং ললাটস্থলীং সদা সমুদ্বহন্তম্, অবতংসিতৈঃশুকপক্ষকপ্রভাহরিতায়-মানেন পিনদ্ধকাচরকাচমণিকর্ণিকেন শ্রবণেন শোভমানম্, কিঞ্চিচ্চুল্লস্য প্রবিরল-পক্ষ্মণশ্চক্ষুষঃ সহজেন রাগরোচিষা রসায়নরসোপযুক্তং তারক্ষবং ক্ষতজমিব ক্ষরন্তম্, অবনাটনাসিকম্, চিপিটাধরম্, চিকিনচিবুকম্, অপীনহনুৎকটকপোলকূটাস্থিপর্যন্ত-মীষদবাগ্রগ্রীবাবন্ধম্, স্কন্নস্কন্ধার্ধভাগম্, অনবরতকঠিনকোদণ্ডকুণ্ডলীকরণকর্কশ-ব্যায়ামবিস্তারিতেনাংসলেনোরসা হসন্তমিব তটশিলাপ্রথিমানং বিন্ধ্যগিরেঃ, অজগর-গরীয়সা চ ভুজযুগলেন লঘয়ন্তং তুহিনশৈলশালদ্রুমাণাং দ্রাঘিমাণম্, বরাহবালবলিত-বন্ধনাভিনবগদমনজ্জটিকাবাটিকাভিরুৎটিলীকৃতপৃষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠাং গতং গোদন্ত-মণিচিত্রং ত্রাপুষং বলয়ং বিভ্রাণম্, অতুন্দিলমপি তুন্দিভম্, অহীরমণিচর্মনির্মিত-পট্টিকয়োশ্চিত্রচিত্রকত্বক্ত্রারীকতপরিবারয়া সংকুশ্চাজিনজালকিতয়া শৃঙ্গময়মসৃণমুষ্টি-ভাগভাস্বরয়া পারদরসলেশলিপ্তসমস্তমস্তকয়া কৃপাণ্যা করালিতবিশঙ্কটকটিপ্রদেশম্, প্রথমযৌবনোল্লিখ্যমানমধ্যভাগভ্রষ্টমাংসভরিতাবিব স্থবীয়সাবূরুদণ্ডৌ দধতম্, অচ্ছ-ভল্লচর্মময়েন ভল্লীপ্রায়প্রভূতশরভৃতা শবলশার্দূলচর্মপটপীড়িতেনালিকুলকালকম্বল-লোললোম্না পৃষ্ঠভাগভাজা ভস্ত্রাভরণেন পল্লবিতমিব কার্শ্যমুপদর্শয়ন্তম্, উত্তরভ্রভা-গোত্তংসিতচাষপিচ্ছচারুশিখরে খদিরজটানির্মাণে খরপ্রাণে প্রচুরময়ূরপিত্তপত্রলতা-চিত্রিতত্বচি ত্বচিসারগুণে গুরুণি বামস্কন্ধাধ্যাসিতধনুষি দোষি লম্বমানেনাবাক্শিরসা শিতশরকৃত্তৈকনলকবিবরপ্রবেশিতেতরজঙ্ঘজনিতস্বস্তিকবন্ধেন বন্ধুকলোহিতরুধির-রাজিরঞ্জিতঘ্রাণবর্ত্মনা বপুর্বিবর্তিতব্যক্তবিভাব্যমানকোমলক্রোড়রোমশুক্লিম্না শশেন শিতাটনীশিখাগ্রগ্রথিতগ্রীবেণ চাপাবৃতচঞ্চুত্তানতাম্রতালুনা তিত্তিরিণা বর্ণকমুষ্টিমিব

মৃগয়ায়াঃ, দর্শয়ন্তম্, বিষমবিষদূষিতবদনেন চ বিকর্ণেন কৃষ্ণাহিনেব মূলগৃহীতেন ব্যগ্রদক্ষিণকরাগ্রম্, জঙ্গমমিব গিরিতটতমালপাদপম্, যন্ত্রোল্লিখিতমশ্মসারস্তম্ভমিব ভ্রমন্তম্, অঞ্জনশিলাচ্ছেদমিব চলন্তম্, অয়ঃসারমিব গিরের্বিন্ধ্যস্য গলন্তম্, পাকলং করিকুলানাম্, মহানবমীমহং মহীষমণ্ডলানাম্, হৃদয়মিব হিংসায়াঃ, ফলমিব পাপস্য, কারণমিব কলিকালস্য, কামুকমিব কালরাত্রেঃ শবরযুবানমাদায়াজগাম। দূরে চ স্থাপয়িত্বা বিজ্ঞাপয়াম্বভুব—দেব! সর্বস্যাস্য বিন্ধ্যস্য স্বামী সর্বপল্লীপতীনাং প্রাগ্রহরঃ শবরসেনাপতির্ভূকম্পো নাম। তস্যায়ং নির্ঘাতনামা স্বস্রীয়ঃ সকলস্যাস্য বিন্ধ্যকান্তারারণ্যস্য পর্ণানামপ্যভিজ্ঞঃ কিমুত প্রদেশানাম্। এনং পৃচ্ছতু দেবো যোগ্যোঽয়মাজ্ঞাং কর্তুম্।' ইতি কথিতে চ নির্ঘাতস্তু ক্ষিতিতলনিহিতমৌলিঃ প্রণামমকরোৎ। উপনিন্যে চ তিত্তিরিণা সহ শশোপায়নম্। অবনিপতিস্তু সম্মানয়ন্ স্বয়মেব তমপ্রাক্ষীৎ—'অঙ্গ! অভিজ্ঞা যূয়মস্য সর্বস্যোদ্দেশস্য? বিহারশীলাশ্চ দিবসেষ্বেতেষু ভবন্তঃ। সেনাপতের্বান্যস্য বা তদনুজীবিনঃ কস্যচিদ্দাররূপা নারী ন গতা ভবেদ্দর্শনগোচরম্?' ইতি।

নির্ঘাতস্তু ভূপালালাপনপ্রসাদেনাত্মানং বহুমন্যমানঃ প্রণনাম, দর্শিতাদরং চ ব্যজ্ঞাপয়ৎ—'দেব! প্রায়েণাত্র হরিণ্যোঽপি নাপরিগতাঃ সঞ্চরন্তি সেনাপতেঃ, কুত এব নার্যঃ? নাপ্যেবংরূপা কাচিদবলা। তথাপি দেবাদেশাদিদানীমন্বেষণং প্রতি প্রতিদিনমনন্যকৃত্যৈঃ ক্রিয়তে যত্নঃ। ইতশ্চার্ধগব্যূতিমাত্র এব মুনিমহিতে মহতি মহীধরমালামূলরুহি মহীরুহাং ষণ্ডেঽপি পিণ্ডপাতী প্রভূতান্তেবাসিপরিবৃতঃ পরাশরী দিবাকরমিত্রনামা গিরিনদীমাশ্রিত্য প্রতিবসতি, স যদি বিদ্যাদ্বার্তাম্' ইতি। তচ্ছ্রুত্বা নরপতিরচিন্তয়ৎ—'শ্রূয়তে হি তত্রভবতঃ সুগৃহীতনাম্নঃ স্বর্গতস্য গ্রহবর্মণো বালমিত্রং মৈত্রায়ণীয়স্ত্রয়ীং বিহায় ব্রাহ্মণায়নো বিদ্বানুৎপন্নসমাধিঃ সৌগতে মতে যুবৈব কাষায়াণি গৃহীতবান্' ইতি প্রায়শশ্চ জনস্য জনয়তি সুহৃদপি দৃষ্টো ভৃশমাশ্বাসম্। অভিগমনীয়াশ্চ গুণাঃ সর্বস্য। কস্য ন প্রতীক্ষ্যো মুনিভাবঃ। ভগবতী চ বৈধেয়েঽপি ধর্মগৃহিণী গরিমাণমাপাদয়তি প্রব্রজ্যা, কিং পুনঃ সকলজনমনোমুষি বিদুষি জনে। যতো নঃ কুতূহলী হৃদয়মভূৎসততমস্য দর্শনং প্রতি প্রাসঙ্গিকমেবেদমাপতিতমতিকল্যাণং পশ্যামঃ প্রযত্নপ্রার্থিতদর্শনং জনমিতি। প্রকাশং চাব্রবীৎ—'অঙ্গ! সমুপদিশ তমুদ্দেশং যত্রাস্তে স পিণ্ডপাতী' ইতি। এবমুক্ত্বা চ তেনৈবোপদিশ্যমানবর্ত্মা প্রাবর্তত গন্তুম্।

অথ ক্রমেণ গচ্ছত এব তস্য অনবকেশিনঃ কুড্মলিতকর্ণিকারাঃ, প্রচুরচম্পকাঃ স্ফীতফলেগ্রহয়ঃ, ভলভরভরিতনমেরবঃ নীলদনলদনারিকেলনিকরাঃ, হরিকেসরসরলপরিকরাঃ কোরকনিকুরম্বরোমাঞ্চিতকুরবকরাজয়ঃ, রক্তাশোকপল্লবলাবণ্যলিপ্যমানদশদিশঃ, প্রবিকসিতকেসররজোবিসরবধ্যমানচারুধূসরিমাণঃ স্বরজঃ সিক্তিলতিলকতালাঃ, প্রবিচলিতহিঙ্গবঃ, প্রচুরপূগফলাঃ, প্রসবপুগপিঙ্গলপ্রিয়ঙ্গবঃ, পরাগপিঞ্জরিতমঞ্জরীপুঞ্জায়মানমধুপমঞ্জুশিঞ্জাজনিতজনমুদঃ, মদমলমেচকিতমুচুকুন্দস্কন্ধকাণ্ডকথ্যমাননিঃশঙ্ককরিকরটকণ্ডুতয়ঃ, উড্ডীয়মাননিঃশঙ্কচটুলকৃষ্ণশারশাবসকলশাদ্বলসুভগভূময়ঃ, তমঃকালতমতমালমালামীলিতাতপাঃ, স্তবকদন্তুরিতদেবদারবঃ, তরলতাম্বূলীস্তম্বজালকিতজম্বূজম্ভীরবীথয়ঃ, কুসুমরজোধবলধূলীকদম্বচক্রচুম্বিতব্যোমানঃ, বহলমধুমোক্ষোক্ষিতাক্ষতয়ঃ, পরিমলঘটিতঘনঘ্রাণতৃপ্তয়ঃ, কতিপয়দিবসসুতকুক্কুটীকৃতকুটজ-

কোটরাঃ, চটকাসঙ্ঘার্ষমাণবাচাটচাটকৈরক্রিয়মাণচাটবঃ, সহচারীচারণচঞ্চুরচকোরচণ্ডবঃ, নির্ভয়ভূরিভূরুণ্ডভুজ্যমানপাককপিলপীলবঃ, সদাফলকটুফলবিশসননিঃশঙ্কশঙ্কুশকন্তু-শাতিতশলাটব, শৈলেয়সুকুমারশিলাতলসুখশায়িতশশশিশবঃ, শেফালিকাশিফাবিবর-বিস্রব্ধবিবর্তমানগোধেররাশয়ঃ, নিরাতঙ্করঙ্কবঃ, নিরাকুলনকুলকুলকেলয়ঃ, কল-কোকিলকুলককবলিতকলিকোদ্গমাঃ, সহকাররোমরোমন্থায়মানচমরযূথাঃ, যথাসুখনিষন্ন-নীলাণ্ডজমণ্ডলাঃ, নির্বিকারবর্কবিলোক্যমানপোতপীতগবয়ধেনবঃ, শ্রবণহারিসনীড়-গিরিনিতম্বনির্ঝরনিনাদনিদ্রানন্দমন্দায়মানকরিকুলকর্ণতালদুন্দুভয়ঃ সমাসন্নকিন্নরী-গীতরবসমানরুরবঃ, প্রমুদিততরতরক্ষবঃ, ক্ষতহারিতহরিদ্রাদ্রবরজ্যমাননববরাহ-পোতপোত্রবলয়ঃ, গুঞ্জাকুঞ্জগুঞ্জজ্জাহকাঃ, জাতীফলকসুপ্তশালিজাতকবলয়ঃ, দশন-কুপিতকপিপোতপেটকপাটিতপাটলমুখকীটপুটকাঃ, লুকচলম্পটগোলাঙ্গুললম্ব্য-মানপ্লবলয়ঃ, বদ্ধবালুকালবালবলয়াঃ, কুটিলকুটাবলিবলিতবেগগিরিনদিকাস্রোতসঃ, নিবিড়শাখাকাণ্ডলম্বমানকমণ্ডলবঃ, সত্রশিক্যাসক্তরিক্তভিক্ষাকপালপল্লবিতলতা-মণ্ডপাঃ, নিকটকুটীকৃতপাটলমুদ্রাচৈত্যকমুর্তয়ঃ, চীবরাম্বররাগকষায়োদক-দূষিতোদ্দেশাঃ, মেঘময়া ইব কৃতশিখণ্ডিকুলকোলাহলাঃ, বেদময়া ইবাপরিমিতশাখা-ভেদগহনাঃ, মাণিক্যময়া ইব মহানীলতনবঃ, তিমিরময়া ইব সকলজননয়ননুষঃ, যমুনা ইবোধবীকৃতমহাহ্রদাঃ, মরকতমণিশ্যামলাঃ, ক্রীড়াপর্বতকা ইব বসন্তস্য, অঞ্জনাচলা ইব পল্লবিতাঃ, তনয়া ইবাটবীজাতা বিন্ধ্যাস্যাদ্রেঃ, পাতালান্ধকাররাশয় ইব ভিত্ত্বা ভুবনুত্থিতাঃ, প্রতিপ্রবেশিকা ইব বর্ষাবাসরাণাম্, অংশাবতারা ইব কৃষ্ণার্ধরাত্রীণাম্, ইন্দ্রনীলাময়াঃ প্রাসাদা ইব বনদেবতানাম্, পুরস্তাদ্দর্শনপথমবতেরুস্তরবঃ।

ততো নরপতেরভবন্মনস্যদূরবর্তিনা খলু ভবিতব্যং ভদন্তেনেতি। অবতীর্য চ গিরিসরিতি সমুপস্পৃশ্য যুগপদ্বিশ্রামসময়সমুম্মুক্তহ্রেষাঘোষবধিরীকৃতাটবী-গহনামস্মিন্নেব প্রদেশে স্থাপয়িত্বা বাজিসেনামবলম্ব্য চ তপস্বিজনদর্শনোচিতং বিনয়ং হৃদয়েন দক্ষিণেন চ হস্তেন মাধবগুপ্তমংসে বিরলৈরেব রাজভিরনুগম্যমানশ্চরণাভ্যামেব প্রাবর্তত গন্তুম্।

অথ তেষাং তরূণাং মধ্যে নানাদেশীয়ৈঃ স্থানস্থানেষু স্থাণুনাশ্রিতৈঃ শিলাতলেষুপবিষ্টৈর্লতাভবনানাধ্যাবসদ্ভিররণ্যানীনিকুঞ্জেষু নিলীনৈর্বিটপচ্ছায়াসু নিষণ্ণৈস্তরুমূলানি নিষেবমাণৈর্বীতরাগৈরার্হতৈর্মস্করিভিঃ শ্বেতপটৈঃ পাণ্ডুর-ভিক্ষুভির্ভাগবতৈর্বর্ণিভিঃ কেশলুঞ্চনৈঃ কাপিলৈর্জৈনৈর্লোকায়তিকৈঃ কাণাদৈরৌপ-নিষদৈরৈশ্বরকারণিকৈঃ কারন্ধমিভির্ধর্মশাস্ত্রিভিঃ পৌরাণিকৈঃ সাপ্ততন্তবৈঃ শাব্দিকৈঃ পাঞ্চরাত্রিকৈরন্যৈশ্চ স্বান্ স্বান্ সিদ্ধান্তাঞ্শৃণ্বদ্ভিরভিযুক্তৈশ্চিন্তয়দ্ভিশ্চ প্রত্যুচ্চরদ্ভিশ্চ সংশয়ানৈশ্চ নিশ্চিন্বদ্ভিশ্চ ব্যুৎপাদয়দ্ভিশ্চ বিবদমানৈশ্চাভ্যসদ্ভিশ্চ ব্যাচক্ষাণৈশ্চ শিষ্যতাং প্রতিপন্নৈর্দূরাদেবাবেদ্যমানম্, অতিবিনীতৈঃ কপিভিরপি চৈত্যকর্ম কুর্বাণৈ-স্ত্রিসরণপরৈঃ পরমোপাসকৈঃ শুকৈরপি শাক্যশাসনকুশলৈঃ কোশং সমুপদিশদ্ভিঃ শিক্ষা-পদোপদেশদোষোপশমশালিনীভিঃ শারিকাভিরপি ধর্মদেশনাং দর্শয়ন্তীভিরনবরত-শ্রবণগৃহীতালোকঃ কৌশিকৈরপি বোধিসত্ত্বজাতকানি জপদ্ভির্জাতসৌগতশীলশীতল-স্বভাবৈঃ শার্দূলৈরপ্যমাংসাশিভিরুপাস্যমানম্, আসনোপান্তোপবিষ্টবিস্রব্ধানেক-কেসরিশাবকতয়া মুনিপরমেশ্বরম্, অকৃত্রিম ইব সিংহাসনে নিষণ্ণম্, উপশমমিব পিবদ্ভির্বনহরিণৈর্জিহ্বালতাভিরুপলিহ্যমানপাদপল্লবম্, বামকরতলনিবিষ্টেন

নীবারমশ্নতা পারাবতপোতকেন কর্ণোৎপলেনেব প্রিয়াং মৈত্রীং প্রসাদয়ন্তম্, ইতরকরকিসলয়নখময়ূখলেখাভিজ্ঞনিতজনব্যামোহম্, উদ্গ্রীবং ময়ূরং মরকতমণিকরকমিব বারিধারাভিঃ পূরয়ন্তম্, ইতস্ততঃ পিপীলকশ্রেণীনাং শ্যামাকতণ্ডুলকণান্ স্বয়মেব কিরন্তম্, অরুণেন চীবরপটলেন ম্রদীয়সা সংবীতম্, বহলবালাতপানুলিপ্তমিব পৌরন্দরং দিগ্ভাগম্, উল্লিখিতপদ্মরাগপ্রভাপ্রতিময়া রক্তাবদাতয়া দেহপ্রভয়া পাটলীকৃতানাং কাষায়গ্রহণমিব দিশামপ্যুপদিশন্তম্, অনোন্ধত্যাদধোমুখেন মন্দমুকুলিতকুমুদাকরেণ স্নিগ্ধধবলপ্রসন্নেন চক্ষুষা জনক্ষুণ্ণক্ষুদ্রজন্তুজীবনার্থমমৃতমিব বর্ষন্তম্, সর্বশাস্ত্রাক্ষরপরমাণুভিরিব নির্মিতম্, পরমসৌগতমপ্যবলোকিতেশ্বরম্, অস্খলিতমপি তপসি লগ্নম্, আলোকমিব যথাবস্থিতসকলপদার্থপ্রকাশকং দর্শনার্থিনাম্, সুগতস্যাপ্যভিগমনীয়ম্, অবধর্মস্যাপ্যারাধনীয়মিব, প্রসাদস্যাপি প্রসাদনীয়মিব, মানস্যাপি মাননীয়মিব, বন্দ্যত্বস্যাপি বন্দনীয়মিব, আত্মনোঽপি স্পৃহনীয়মিব, ধ্যানস্যাপি ধ্যেয়মিব, জ্ঞানস্যাপি জ্ঞেয়মিব, জন্ম জপস্য, নেমিং নিয়মস্য, তত্ত্বং তপসঃ, শরীরং শৌচস্য, কোশং কুশলস্য, বেশ্ম বিশ্বাসস্য, সদ্বৃত্তং সদ্বৃত্ততায়াঃ, সর্বস্বং সর্বজ্ঞতায়াঃ, দাক্ষ্যং দাক্ষিণ্যস্য, পারং পরানুকম্পায়াঃ, নির্বৃতিং সুখস্য, মধ্যমে বয়সি বর্তমানং দিবাকরমিত্রমদ্রাক্ষীৎ। অতিপ্রশান্তগম্ভীরাকারারোপিতবহুমানশ্চ সাদরং দূরাদেব শিরসা বচসা মনসা চ ববন্দে।

দিবাকরমিত্রস্তু মৈত্রীময়ঃ প্রকৃত্যা বিশেষতস্তেনাপরেণাদৃষ্টপূর্বেণামানুষলোকোচিতেন সর্বাভিভাবিনা মহানুভাবাভোগভাজা ভ্রাজিষ্ণুনা ভূপতেরপ্রাকৃতেনাকারবিশেষেণ তেন চাভিজাত্যপ্রকাশকেন গরীয়সা প্রশ্রয়েণ চাহ্লাদিতশ্চক্ষুষি চ চেতসি চ যুগপদগ্রহীৎ। ধীরস্বভাবোঽপি চ সমপাদিতসসম্ভ্রমাভ্যুত্থানঃ সংকলয্য কিঞ্চিদুদ্গমনকেন বিলোলং বিলম্বমানং বামাংসাচ্চীবরপটান্তমুৎক্ষিপ্য চানেকাভয়দানদীক্ষাদক্ষিণো দক্ষিণং মহাপুরুষলক্ষণলেখাপ্রশস্তং স্নিগ্ধমধুরয়া বাচা সগৌরবমারোগ্যদানেন রাজানমস্বগ্রহীৎ। অভ্যনন্দচ্চ স্বাগতগিরা গুরুমিবাভ্যাগতং বহু মন্যমানঃ স্বেনাসনেনাসদ্ধ্বমত্রেতি নিমন্ত্রয়াঞ্চকার। পার্শ্বস্থিতং চ শিষ্যমব্রবীৎ‘আয়ুষ্মন্! উপানয় কমণ্ডলুনা পাদোদকম্’ইতি। রাজা ত্বচিন্তয়ৎ—‘অলোহঃ খলু সংযমনপাশঃ সৌজন্যমভিজাতানাম্। স্থানে খলু তত্রভবান্ গুণানুরাগী গ্রহবর্মা বহুশো বর্ণিতবানস্য গুণান্’ ইতি। প্রকাশং চাবভাষে—‘ভগবন্! ভবদ্দর্শনপুণ্যানুগৃহীতস্য মম পুনরুক্ত ইবায়মর্ঘ প্রযুক্তঃ প্রতিভাত্যনুগ্রহঃ। চক্ষুঃপ্রমাণপ্রসাদস্বীকৃতস্য চ পরকরণমিবাসনাদিদানোপচারচেষ্টিতম্। অতিভূমির্ভূমিরেবাসনং ভবাদৃশাং পুরঃ সম্ভাষণা মৃতাভিষেকপ্রক্ষালিতসকলবপুষশ্চ মে প্রদেশবৃত্তিঃ। পাদ্যমপ্যপার্থকম্। আসতাং ভবন্তো যথাসুখম্। আসীনোহম্’ ইত্যভিধায় ক্ষিতাবেবোপাবিশৎ।

‘অলঙ্কারো হি পরমার্থতঃ প্রভবতাং প্রশ্রয়াতিশয়ঃ, রত্নাদিকস্তু শিলাভারঃ’ ইত্যাকলয্য পুনঃ পুনরভ্যর্থ্যমানোঽপি যদা ন প্রত্যপদ্যত পার্থিবো বচনং তদা স্বমেবাসনং পুনরপি ভেজে ভদন্তঃ। ভূপতিমুখনলিনর্নিহিতনিভৃতনয়নষট্পদনিগড়নিশ্চলীকৃতহৃদয়শ্চ স্থিত্বা কাঞ্চিৎকালকলাং কলিকালকল্মষকালুষ্যমিব ক্ষালয়ন্নমলাভির্দন্তময়ূখমালাভির্মুক্তফলাভ্যবহারসম্ভবমুষ্মাণমিব চ পরিমলসুভগং বিকচকুসুমপটলপাণ্ডুরং লতাবনমবাদীৎ—‘অদ্য প্রভৃতি ন কেবলমানন্দ্যো বন্দ্যোঽপি

প্রকাশিতসংসারং সংসারঃ। কিং নাম নালোক্যতে জীবদ্ভিরদ্ভুতং যেন রূপম-চিন্তোপনতমিদং দৃক্পথমুপগতম্। এবং বিধৈরনুমীয়ন্তে জন্মান্তরাবস্থিত-সুকৃতানি হৃদয়োৎসবৈঃ। ইহাপি জন্মনি দত্তমেবাস্মাকমমুনা তপঃক্লেশেন ফলমসুলভদর্শনং দর্শয়তা দেবানাং প্রিয়ম্। আ তৃপ্তেরাপীতমমৃতমীক্ষণাভ্যাম্। জাতং নিরুৎকণ্ঠং মানসং নিবৃত্তসুখস্য। মহদ্ভিঃ পুণ্যৈর্বিনা ন বিশ্রাম্যন্তি সজ্জনে স্বাদৃশি দৃশঃ। সুদিবসঃ স স্বং যস্মিঞ্জাতোঽসি। সা সুজাতা জননী যা সকলজীবলোকজীবিতজনকমজনয়দায়ুষ্মন্তম্। পুণ্যবন্তি পুণ্যান্যপি তানি যেষামসি পরিণামঃ। সুকৃততপসস্তে পরমাণবো যে তব পরিগৃহীতসর্বাবয়বাঃ। তৎসুভগং সৌভাগ্যমাশ্রিতোঽসি যেন। ভব্যঃ স পুরুষভাবো ভবত্যবস্থিতো যঃ। যৎসত্যং মুমুক্ষোরপি মে পুণ্যভাজমালোক্য পুনঃ শ্রদ্ধা জাতা মনুজজন্মনি। নেচ্ছাস্ভিরপ্যস্মাভির্দৃষ্টঃ কুসুমায়ুধঃ। কৃতার্থমদ্য চক্ষুর্বনদেবতানাম্। অদ্য সফল্য জন্ম পাদপানাং যেষামসি গতো গোচরম্। অমৃতময়স্য ভবতো বচসাং মাধুর্যং কার্যমেব। অস্য স্বীদৃশে শৈশবে বিনয়স্যোপাধ্যায়ং ধ্যায়ন্নপি ন সম্ভাবয়ামি ভুবি। সর্বথা শূন্য অসীদজাতে দীর্ঘায়ুষি গুণগ্রামঃ। ধন্যঃ স ভূভৃদ্ যস্য বংশে মণিরিব মুক্তাময়ঃ সম্ভুতোঽসি। এবংবিধস্য চ পুণ্যবতঃ কথঞ্চিৎ-প্রাপ্তস্য কেন প্রিয়ং সমাচরাম ইতি পারিপ্লবং চেতো নঃ। সকলবনচরসার্থ-সাধারণস্য কন্দমূলফলস্য গিরিসরিদম্ভসো বা কে বয়ম্। অপরোপকরণীকৃতস্তু কায়কলিরয়মস্মাকম্। সর্বস্বমবশিষ্টমিষ্টাতিথ্যায়। স্বায়ত্তাশ্চ বিদ্যন্তে বিদ্যা-বিন্দবঃ কতিচিৎ। উপযোগং তু ন প্রীতির্বিচারয়তি। যদি চ নোপরুণদ্ধি কঞ্চিৎকার্যলবমরক্ষণীয়াক্ষরং বা কথনীয়ং তৎ কথয়তু ভবান্ স শ্রোতুমভিলষতি হৃদয়ং সর্বমিদং নঃ। কেন কৃত্যাতিভারেণ ভব্যো ভূষিতবান্ ভূমিমেতামভ্রমণ-যোগ্যাম্? কিয়দবধির্বাঽয়ং শূন্যাটবীপর্যটনক্লেশঃ কল্যাণরাশেঃ? কস্মাচ্চ সন্তপ্তরূপেব তে তনুরিয়মসন্তাপার্হা বিভাব্যতে?' ইতি।

রাজা তু সাদরতরমব্রবীৎ—'আর্য! দর্শিতসম্ভ্রমেণানেন মধুরসবিসরমমৃতমিব হৃদয়ধৃতিকরমনবরতং বর্ষতা বচসৈব তে সর্বমনুষ্ঠিতম্। ধন্যোঽস্মি যদেবমভ্যর্হিত-মনুপচরণীয়মপি মান্যো মন্যতে মাম্। অস্য চ মহাবনভ্রমণপরিক্লেশস্য কারণ-মবধারয়তু মতিমান্। মম হি বিনষ্টনিখিলেষ্টবন্ধোজীবিতানুবন্ধস্য নিবন্ধনমেকৈব যবীয়সী স্বসাবশেষা। সাপি ভর্তুর্বিয়োগাদ্বৈরিপরিভবভয়াদ্ ভ্রমন্তী কথমপি বিন্ধ্যবনমিদম্, অশুভশবরবলবহুলম্, অগণিতগজকুলকলিলম্, অপরিমিতমৃগপতি-শরভভয়ম্, উরুমহিষমুষিতপথিকগমনম্, অতিনিশিতশরকুশপরুষম্, অবটশত-বিষমমবিশৎ। অতস্তামন্বেষ্টুং বয়মনিশং নিশি নিশি চ সততমিমামটবীমটামঃ। ন চৈনামাসাদয়ামঃ। কথয়তু চ গুরুরপি যদি কদাচিৎ কুতশ্চিদ্বনে চরতঃ শ্রুতি-পথমুপগতা তদ্বার্তা' ইতি।

অথ তচ্ছ্রুত্বা জাতোদ্বেগ ইব ভদন্তঃ পুনরভ্যধাৎ—'ধীমন্! ন খলু কশ্চিদেবং-রূপো বৃত্তান্তোঽস্মানুপাগতবান্। অভাজনং হি বয়মীদৃশানাং প্রিয়াখ্যানোপায়-নানাং ভবতাম্। ইত্যেবং ভাষমাণ ইব তস্মিন্নকস্মাদাগত্যাপরঃ শমিনি বয়সি বর্তমানঃ সম্ভ্রান্তরূপ ইব পুরস্তাদুপরচিতাঞ্জলির্জাতকরুণঃ প্রক্ষরিতচক্ষুর্ভিক্ষু-রভাষত—'ভগবন্ ভদন্ত! মহৎ করুণং বর্ততে। বালৈব চ বলবদ্ব্যসনাভিভূতা

ভূতপূর্বাপি কল্যাণরূপা স্ত্রী শোকাবেশবিবশা বৈশ্বানরং বিশতি। সম্ভাবয়তু তামপ্রোষিতপ্রাণাং ভগবান্। অভ্যুপপদ্যতাং সমুচিতৈঃ সমাশ্বাসানৈঃ অনুপরতপূর্বং কৃমিকীটপ্রায়মপি দুঃখিতং দয়ারাশেরার্যস্য গোচরগতম্, ইতি।

রাজা তু জাতানুজাশঙ্কঃ সোদর্যস্নেহাচ্চাপদ্রুত ইব দুঃখেন দোদূয়মানহৃদয়ঃ কথমপি গদ্গদিকাগৃহীতকণ্ঠো বিকলবাগ্বাষ্পায়মাণদৃষ্টিঃ পপ্রচ্ছ—পারাশরিন্! কিয়দ্দূরে সা যোষিদেবংজাতীয়া জীবেদ্বা, কালমেতাবন্তমিতি। পৃষ্টা বা ত্বয়া ভদ্রে! কাসি, কস্যাসি, কুতোঽসি, কিমর্থং বনমিদমভ্যুপগতাসি, বিশসি চ কিং নিমিত্তমনলম্? ইত্যাদিতচ্চ প্রভৃতি কাৎস্ন্যেন কথ্যমানমিচ্ছামি শ্রোতুং কথমার্যস্য গতা দর্শনগোচরমাকারতো বা কীদৃশী ইতি।

তথাভিহিতস্তু ভূভুজা ভিক্ষুরাচচক্ষে—'মহাভাগ! শ্রূয়তাম্—অহং হি প্রত্যূষস্যেবাদ্য বন্দিত্বা ভগবত্তমনেনৈব নদীরোধসা সৈকতসুকুমারেণ যদৃচ্ছয়া বিহৃতবানতিদূরম্। একস্মিংশ্চ বনলতাগহনে গিরিনদীসমীপভাজি ভ্রমরীণামিব হিমহতকমলাকরকাতরাণাং রসিতং সার্যমাণানামতিতারতানবর্তিনীনাং বীণাতন্ত্রীণামিব ঝঙ্কারমেকতানং নারীণাং রুদিতমধৃতিকরমতিকরুণমাকর্ণিতবানস্মি। সমুপজাতকৃপশ্চ গতোঽস্মি তং প্রদেশম্। দৃষ্টমানস্মি চ দৃষৎখণ্ডখণ্ডিতাঙ্গুলিগলল্লোহিতেন চ পার্ষ্ণিপ্রবিষ্টশরশলাকাশল্যশূলসঙ্কোচিতচক্ষুষা চাধ্বনীনশ্রমশ্বয়থুনিশ্চলচরণেন চ স্থাণবরণব্যথিতগুল্ফবন্ধভূর্জত্বা চ বাতখুড়খেদখঞ্জজঙ্ঘাজাতজ্বরেণ চ পাংসুপাণ্ডুরপিচ্ছকেন চ খর্জূরজূটজটাজর্জরিতজানুনা চ শতাবরীবিদারিতোরুণা চ বিদারীদারিততনুদুকূলপল্লবেন চোৎকটবংশবিটপকণ্টককোটিপাটিতকঞ্চুককর্পটেন চ ফললোভাবলম্বিতানম্রবদরীলতাজালকৈরুৎকণ্টকৈরুল্লিখিতসুকুমারকরোদরেণ চ কুরঙ্গশৃঙ্গোৎখাতৈঃ কন্দমূলফলৈঃ কদর্থিতবাহুনা তাম্বূলবিরহবিরসমুখখণ্ডিতকোমলামলকীফলেন কুশকুসুমাহতিলোহিতানাং শ্বযথুমতামক্ষ্ণাং লেপীকৃতমনঃশিলেন চ কণ্টকিলতালুনালকলতেন চ কেনচিৎকিসলয়োপপাদিতাতপত্রকৃত্যেন কেনচিৎকদলীদলব্যজনবাহিনা কেনচিৎ কমলিনীপলাশপুটগৃহীতাম্ভসা কেনচিৎ পাথেয়ীকৃতমৃণালপূলিকেন কেনচিচ্চীনাংশুকদশাশিক্যনিহিতনালিকেরকোশকলশীকলিতসরলতৈলেন, কতিপয়াবশেষশোকবিকলমূককুব্জবামনবধিরবর্বরাবিরলেনাবলানাং চক্রবালেন পরিবৃতাম্, আপৎকালেঽপি কুলোদ্গতেনেবামুচ্যমানাং প্রভালেপিনা লাবণ্যেন, প্রতিবিম্বিতৈরাসন্নবনলতাকিসলয়ৈঃ সরসৈর্দুঃখক্ষতৈরিবান্তঃপটলীক্রিয়মাণকায়াম্, কঠোরদর্ভাঙ্কুরক্ষতক্ষারিণা ক্ষতজেনানুসরণালক্তকেনেব রক্তচরণাম্, উন্মালেনান্যতরনারীধৃতেনারবিন্দিনীদলেন কৃতচ্ছায়ামপি বিচ্ছায়াং মুখমুদ্বহন্তীম্, আকাশমপি শূন্যতয়াতিশয়ানাম্, মৃন্ময়ীমিব নিশ্চেতনতয়া মরুন্ময়ীমিব নিঃশ্বাসসম্পদা পাবকময়ীমিব সন্তাপসন্তানেন সলিলময়ীমিবাশ্রুপ্রস্রবণেন বিয়ন্ময়ীমিব নিরবলম্বনতয়া তড়িন্ময়ীমিব পারিপ্লবতয়া শব্দময়ীমিব পরিদেবিতবাণীবাহুল্যেন মুক্তমুক্তাংশুকরত্নকুসুমকনকপত্রাভরণাং কল্পলতামিব মহাবনে পতিতাম্, পরমেশ্বরোত্তমাঙ্গপাতদুর্ললিতাঙ্গা গঙ্গামিব গাং গতাম্, বনকুসুমধূলিধূসরিতপাদপল্লবাম্, প্রভাতচন্দ্রমূর্তিমিব লোকান্তরমভিলষন্তীম্, নিজজন্মমোক্ষকদর্থিতদর্শিতধবলায়তনেত্রশোভাং মন্দাকিনীমৃণালিনীমিব পরিম্লায়মানাম্, দুঃসহবিকিরণসংস্পর্শখেদনিমীলিতাং কুমুদিনীমিব দুঃখেন দিবসং নয়ন্তীম্,

দগ্ধদশাবিসংবাদিতাং প্রত্যুষপ্রদীপশিখামিব ক্ষামক্ষামাং পাণ্ডুবপুষম্, পার্শ্ববর্তিবারণাভিযোগরক্ষ্যমাণাং বনকারিণীমিব মহাহ্রদে নিমগ্নাম্, প্রবিষ্টাং বনগহনং ধ্যানং চ, স্থিতা তরুতলে মরণে চ পতিতাং ধাত্র্যুৎসঙ্গে মহানর্থে চ, দূরীকৃতাং ভর্ত্রা সুখেন চ, বিরেচিতাং ভ্রমণেনায়ুষা চ, আকুলাং কেশকলাপেন মরণোপায়েন চ, বিবর্ণিতামধূধূলিভিরঙ্গবেদনাভিশ্চ. দগ্ধাং চণ্ডাতপেন বৈধব্যেন চ, ধৃতমুখীং পাণিনা মৌনেন চ, গৃহীতাং প্রিয়সখীজনেন মন্যুনা চ, তথা চ স্রস্টৈর্বন্ধুভির্বিলাসৈশ্চ, মুক্তেন শ্রবণযুগলোনাত্মনা চ, পরিত্যক্তৈর্ভূষণৈঃ সর্বারম্ভৈশ্চ, ভগ্নৈর্বলয়ৈর্মনোরথৈশ্চ, চরণলগ্নাভিঃ, পরিচারিকাভির্দর্ভাঙ্কুরসূচীভিশ্চ, হৃদয়বিনিহিতেন চক্ষুষা প্রিয়েণ চ, দীর্ঘৈঃ শোকশ্বসিতৈঃ কেশৈশ্চ, ক্ষীণেন বপুষা পুণ্যেন চ, পাদয়োঃ পতন্তীভির্বন্ধাভিরশ্রুধারাভিশ্চ, স্বল্পাবশেষেণ পরিজনেন জীবিতেন চ, অলসামুন্মেষে, দক্ষামশ্রুমোক্ষে, সক্তাং চিন্তাসু, বিচ্ছিন্নামাশাসু, কৃশাং কায়ে, স্থূলাং শ্বসিতে, পূরিতাং দুঃখেন, রিক্তা সত্ত্বেন, অধ্যাসিতামায়াসেন, শূন্যাং হৃদয়েন, নিশ্চলাং নিশ্চয়েন, চলিতাং ধৈর্যাৎ, অপি চ বসতিং ব্যসনানাম্, আধানমাধীনাম্, অবস্থানমনবস্থানাম্, আধারমধৃতীনাম্, আবাসমবসাদানাম্, আস্পদমাপদাম্, অভিযোগং ভাগ্যানাম্, উদ্বেগমুদ্বেগানাম্, কারণং করুণায়াঃ, পারং পরায়ত্ততায়া যোষিতম্। চিন্তিবানস্মি চ চিত্রমীদৃশীমপ্যাকৃতিমুপতাপাঃ স্পৃশন্তীতি। সা তু সমীপগতে ময়ি তদবস্থাপি সবহুমানমানতমৌলিঃ প্রণতবতী। অহং তু প্রবলকরুণাপ্রের্যমাণস্তামালপিতুকামঃ পুনঃ কৃতবান্ মনসি—কথমিব মহানুভাবামেনামামন্ত্রয়ে। 'বৎসে' ইত্যতিপ্রণয়ঃ, 'মাতঃ' ইতি চাটু, 'ভগিনি' ইত্যসম্ভাবনা, 'দেবি' ইতি পরিজনালাপঃ, 'রাজপুত্রি' ইত্যস্ফুটম্, 'উপাসিকে' ইতি মনোরথঃ, 'স্বামিনি' ইতি ভৃত্যভাবাভ্যুপগমঃ, 'ভদ্রে' ইতীতরস্ত্রীসমুচিতম্, 'আয়ুষ্মতি' ইত্যবস্থায়ামপ্রিয়ম্, 'কল্যাণিনি' ইতি দশায়াং বিরুদ্ধম্, 'চন্দ্রমুখি' ইত্যনুনিময়তম্, 'বালে' ইত্যগৌরবোপেতম্' 'আর্যে' ইতি জরারোপণম্, 'পুণ্যবতি' ইতি ফলবিপরীতম্, 'ভবতি' ইতি সর্বসাধারণম্। অপি চ 'কাসি' ইত্যনভিজ্ঞাতম্, 'কিমর্থং রোদিষি' ইতি দুঃখকারণস্মরণকারি, 'মা রোদীঃ' ইতি শোকহেতুমনপনীয় ন শোভতে, 'সমাশ্বসিহি' ইতি কিমাশ্রিত্য, 'স্বাগতম্' ইতি যাতয়ানম্, 'সুখমাস্যতে' ইতি মিথ্যা। ইত্যেবং চিন্তয়ত্যেব ময়ি তস্মাৎ স্ত্রৈণাদুত্থায়ান্যতরা যোষিদার্যরূপেব শোকবিক্লবা সমুপসৃত্য কতিপয়পলিতশারং শিরো নীত্বা মহীতলমতুলহৃদয়সন্তাপসূচকৈরশ্রুবিন্দুভিশ্চরণযুগলং দহন্তী মমাতিকৃপণৈরক্ষরৈশ্চ হৃদয়মভিহতবতী—'ভগবন্! সর্বসত্ত্বানুকম্পনী প্রায়ঃ প্রব্রজ্যা। প্রতিপন্নদুঃখক্ষপণদীক্ষাদক্ষাশ্চ ভবন্তি সৌগতাঃ। করুণাকুলগৃহং চ ভগবতঃ শাক্যমুনেঃ শাসনম্। সকলজনোপকারসজ্জা সজ্জনতা জৈনী। পরলোকসাধনং চ ধর্মো মুনীনাম্। প্রাণরক্ষণাচ্চ ন পরং পুণ্যজাতং জগতি গীয়তে জনেন। অনুকম্পাভূময়ঃ প্রকৃত্যৈব যুবতয়ঃ কিং পুনর্বিপদভিভূতাঃ? সাধুজনশ্চ সিদ্ধক্ষেত্রমার্তবচসাম্। যত ইয়ং নঃ স্বামিনী মরণেন পিতুরভাবেন ভর্তুঃ প্রবাসেন চ ভ্রাতুঃ ভ্রংশেন চ শেষস্য বান্ধববনস্যাতিমুদুহৃদয়তয়ানপত্যতয়া চ নিরবলম্বনা, পরিভাবেন চ নীচারাতিকৃতেন, প্রকৃতিমনস্বিনী অমুনা চ মহাটবীপর্যটনক্লেশেন কদর্থিতসৌকুমার্যা দগ্ধদৈবদত্তৈরেবংবিধৈর্দুর্ভিরুপর্যুপরি ব্যসনৈর্বিক্লবীকৃতহৃদয়া, দারুণং দুঃখমপারয়ন্তী সোঢ়ুং নিবারয়ন্তমনাক্রান্তপূর্বং

স্বপ্নেঽপ্যবগণষ্য গুরুজনমনুনয়ন্তীরখণ্ডিতপ্রণয়া নর্মস্বপি সমবধীর্য প্রিয়সখী-বিজ্ঞাপয়ন্তমশরণমনাথমশ্রুব্যাকুলনয়নকপরিভূতপূর্বং মনসাপি পরিভূয় ভৃত্যবর্গমগ্নিং প্রবিশতি। পরিত্রায়তাম্। আর্যেঽপি তাবদসহ্যশোকাপনয়নোপায়োপদেশ-নিপুণাং ব্যাপারয়তু বাণীমস্যাম্ ইতি চাতিকৃপণং ব্যাহরন্তীমহমুখাপ্যোদ্বিগ্নতরঃ শনৈরভিহিতবান্—'আর্যে! যথা কথয়সি তথা। অস্মদ্‌গিরামগোচরোঽয়মস্যাঃ পুণ্যাশয়ায়াঃ শোকঃ। শক্যতে চেন্মুহূর্তমাত্রমপি ত্রাতুমুপরিষ্টান্ন ব্যর্থেয়মভ্যর্থনা ভবিষ্যতীতি। মম হি গুরুরপর ইব ভগবান্ সুগতঃ সমীপগত এব। কথিতেময়াস্মন্নুবন্তে নিয়তমাগামিষ্যতি পরমদয়ালুঃ। দুঃখান্ধকারপটলভিদুরৈশ্চ সৌগতৈঃ সুভাষিতৈঃ স্বকীয়ৈশ্চ দর্শিতানিদর্শনৈর্নানাগমন্তরুভির্গিরাং কৌশলৈঃ কুশল-শীলামেনাং প্রবোধপদবীমারোপয়িষ্যতি ইতি। তচ্চ শ্রুত্বা 'ত্বরতামার্যঃ' ইত্যভিদধানা সা পুনরপি পাদয়োঃ পতিতবতী। সোঽহমুপগত্য ত্বরমাণো ব্যতিকরমিমমধৃতিকরমশরণকৃপণবহুষুবৃত্তমরণমতিকরুণমত্রভবতে গুরবে নিবেদিত-বান্ ইতি।

অথ ভূভৃদ্ভৈক্ষবং সমবধার্য তদ্‌ভাষিতমশ্রুমিশ্রিতমশ্রুতেঽপি স্বসুর্নাম্নি নিম্নীকৃতমনা মনুনা সর্বাকারসংবাদিন্যা দশয়ৈব দূরীকৃতসন্দেহো দগ্ধ ইব 'সোদর্যা-বস্থাশ্রবণেন শ্রবণয়োঃ শ্রমণাচার্যমুবাচ—'আর্য! নিয়তং সৈবেয়মমনাথস্যাস্য জনস্যাতিকঠিনহৃদয়স্যাতিনৃশংসস্য মন্দভাগ্যস্য ভগিনী ভাগধেয়ৈরেতামবস্থাং নীতা নিষ্কারণবৈরিভির্বরাকী বিদীর্যমাণং মে হৃদয়মেবং নিবেদয়তি' ইত্যুক্ত্বা তমপি শ্রমণ-মভ্যধাৎ—'আর্য! উত্তিষ্ঠ। দর্শয় ক্বাসৌ। যতস্ব প্রভুতপ্রাণপরিত্রাণপুণ্যো-পার্জনায় যামঃ, যদি কথঞ্চিজ্জীবন্তীং সম্ভাবয়ামঃ' ইতি ভাষমাণ এবোত্তস্থৌ।

অথ সমগ্রশিষ্যবর্গানুগতেনাচার্যেণ তুরগেভ্যশ্চাবতীর্য সমস্তেন সামন্তলোকেন পশ্চাদাকৃষ্যমাণাশ্বীয়েনানুগম্যমানঃ পুরস্তাচ্চ তেন শাক্যপুত্রীয়েণ প্রদিশ্যমানবর্ত্মা পদ্ভ্যামেব তং প্রদেশমবিরলৈঃ পদৈঃ পিবন্নিব প্রাবর্তত। ক্রমেণ চ সমীপমুপগতঃ শুশ্রাব লতাবনান্তরিতস্য মুমূর্ষোর্মুহুঃ স্ত্রৈণস্য তৎকালোচিতানেকপ্রকারানালা-পান্—'ভগবন্ ধর্ম! ধাব শীঘ্রম্। ক্বাসি কুলদেবতে। দেবি ধরণি, ধীরাসি ন দুঃখিতাং দুহিতরম্। ক নু খলু প্রোষিতা পুষ্পভূতিকুটুম্বিনী লক্ষ্মীঃ। অনাথাং নাথ মুখরবশ্যাবিবিধাধিবিধুরাং বধূং বিধবাং বিবোধয়সি কিমিতি নেমাম্। ভগবন্, ভক্তজনে সঞ্চারিণি সুগত সুপ্তোঽসি। রাজধর্মপুষ্পভূতিভবনপক্ষপাতিন্, উদাসীনী-ভূতোঽসি কথম্। ত্বয়াপি বিপদ্বান্ধব বিন্ধ্য, বদ্ধোঽয়মঞ্জলিবন্ধঃ। মাতর্মহাটবি, রটন্তীং ন শৃণোষীমামাপৎপতিতাম্। পতঙ্গ, প্রসীদ পাহি পতিব্রতামশরণম্। প্রযত্নরক্ষিত কৃতঘ্ন চারিত্রচণ্ডাল, ন রক্ষসি রাজপুত্রীম্। কিমবধৃতং লক্ষণৈঃ। হা দেবি দুহিতৃস্নেহময়ি যশোমতি, মুষিতাসি দগ্ধদৈবদস্যুনা। দেব, দুহিতরি দহ্যমানায়াং নাপতসি। প্রতাপশীল, শিথিলীভূতমপত্যপ্রেম। মহারাজ রাজ্যবর্ধন, ন ধাবসি মন্দীভূতা ভগিনীপ্রীতিঃ। অহো নিষ্ঠুরঃ প্রেতভাবঃ। ব্যপেহি পাপ পাবক স্ত্রীঘাত-নির্ঘৃণ, জ্বলসি লজ্জসে। ভ্রাতর্বাত, দাসী তবাস্মি। সংবাদয় দ্রুতং দেবীদাহং দেবায় দুঃখিতজনার্তিহরায় হর্ষায়। নিতান্তনিঃশঙ্ক শোকশ্বপাক, সকামোঽসি। দুঃখদায়িন্বিয়োগরাক্ষস, সন্তুষ্টোঽসি। বিজনে বনে কমাক্রন্দামি কস্মৈ কথয়ামি, কমুপযামি শরণম্, কাং দিশং প্রতিপদ্যে, করোমি কিমভাগধেয়া। গান্ধারিকে,

গৃহীতোঽয়ং লতাপাশঃ। পিশাচি মোচনিকে, মুঞ্চ শাখাগ্রহণকলহম্। কলহংসি হংসি, কিমতঃপরমুত্তমাঙ্গম্। মঙ্গলিকে মুক্তগলং কিমদ্যাপি রুদ্যতে। সুন্দরি, দূরীভবতি সখীসার্থঃ। স্থাস্যসি কথমিবাশিবে শবশিবিরে শবরিকে সুতনু, তনূনপাতি পতিষ্যসি ত্বমপি। মৃণালকোমলে মালাবতি, ম্লানাসি। মাতর্মাতঙ্গিকে, অঙ্গীকৃতস্ত্বয়াপি মৃত্যুঃ। বৎসে বৎসিকে, বৎস্যসি কথমনভিপ্রেতে প্রেতনগরে। নাগরিকে, গরিমাণমাগতাস্যনয়া স্বামিভক্ত্যা। বিরাজিকে, বিরাজিতাসি রাজপুত্রী-বিপদি জীবিতব্যয়ব্যবসায়েন। ভৃগুপতনাত্যুদ্যমভাগাভিজ্ঞে ভৃঙ্গারধারিণি, ধন্যাসি। কেতকি, কুতঃ পুনরীদৃশী স্বপ্নেঽপি সুস্বামিনী। মেনকে, জন্মনি জন্মনি দেবীদাস্যমেব দদাতু দেবো দেবং দহন্ দহনঃ। বিজয়ে, বীজয় কৃশানুম্। সানুমতি, নমতীন্দীবরিকা দিবং গন্তুকামা। কামদাসি, দেহি দহনপ্রদক্ষিণাবকাশম্। বিচারিকে, বিরচয় বহ্নিম্। বিকির কিরাতিকে, কুসুমপ্রকরম্। কুররিকে, কুরু কুরুবককোরকার্চিতাং চিতাম্। চামরং চামরগ্রাহিণি, গৃহাণ। পুনরপি কণ্ঠে মর্ষয়িতব্যানি নর্মদে নর্মনির্মিতানি নির্মর্যাদহসিতানি। ভদ্রে সুভদ্রে, ভদ্রমস্তু তে পরলোকগমনম্। অগ্রামীণগুণানুরাগিণি গ্রামেয়িকে, গচ্ছ সুগতিম্। বসন্তিকে, অন্তরং প্রযচ্ছ। আপৃচ্ছতে ছত্রধারী দেবি, দেহী দৃষ্টিম্। ইষ্টা তব জহাতি জীবিতং বিজয়সেনা। সেয়ং মন্তিকা মুক্তকণ্ঠমারটতি নিকটে নাটকসূত্রধারী। পাদয়োঃ পততি তে তাম্বূলবাহিনী বহুমতা রাজপুত্রি, পত্রলতা। কলিঙ্গসেনে, অয়ং পশ্চিমঃ পরিষ্বঙ্গঃ। পীড়য় নির্ভরমুরসা মাম্। অসবঃ প্রবসন্তি বসন্তসেনে। মঞ্জুলিকে, মার্জয়সি কতিকৃত্বঃ সুদুঃখসহস্রাস্রদিগ্ধং চক্ষুরিদং, রোদিষি কিয়দাশ্লিষ্য চ মাম্। নির্মাণমীদৃশং প্রায়শো যশোধনে। ধীরয়স্যদ্যাপি কিং মাং মাধবিকে। ক্কেয়মবস্থা সংস্থাপনানাম্। গতঃ কালঃ কালিন্দি, সখীজনানুনয়াঞ্জলীনাম্। উন্মত্তিকে মত্তপালিকে, কৃতাঃ পৃষ্ঠতঃ প্রণয়িনীপ্রণিপাতানুরোধাঃ। শিথিলয় চকোরবতি, চরণগ্রহণং গ্রাহিণি। কমলিনি, কিমনেন পুনঃ পুনর্দৈবোপালম্ভেন। ন প্রাপ্তং চিরং সখীজনসঙ্গমসুখম্। আর্যে মহত্তরিকে তরঙ্গসেনে, নমস্কারঃ। সখি সৌদামিনি, দৃষ্টাসি। সমুপনয় হব্যবাহনার্চনকুসুমানি কুমুদিকে। দেহি চিতারোহণায় রোহিণি, হস্তাবলম্বনম্। অম্ব, ধাত্রি, ধীরা ভব। ভবন্ত্যেবংবিধা এব কর্মণাং বিপাকাঃ পাপকারিণীনাম্। আর্যচরণানাময়মঞ্জলিঃ। পরঃ পরলোক-প্রয়াণপ্রণামোঽয়ং মাতঃ। মরণসময়ে কম্মাল্লবলিকে, হলহলকো বলীয়ানানন্দময়ো হৃদয়স্য মে। হৃষ্যত্তুচ্ছরোমাঞ্চমুণ্ডি কিমঙ্গীকৃত্যাঙ্গানি। বামনিকে, বামেন মে স্ফুরিতমক্ষ্না। বৃথা বিরসসি বয়স্যা বায়স, বৃক্ষে ক্ষীরিণি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণপুণ্যায়াঃ পুরঃ। হরিণি, হ্রেষিতমিব হয়ানামুত্তরতঃ। কস্যেদমাতপত্রমুচ্চমত্র পাদপান্তরেণ প্রভাবতি, বিভাব্যতে। কুরঙ্গিকে, কেন সুগৃহীতনাম্নো নাম গৃহীতমমৃতময়মার্যস্য। দেবি, দিষ্ট্যা বর্ধসে দেবস্য হর্ষস্যাগমনমহোৎসবেন।' ইতোতশ্চ শ্রুত্বা সত্বর-মুপসসর্প। দদর্শ চ মুহ্যন্তীমগ্নিপ্রবেশায়োদ্যতাং রাজা রাজ্যশ্রিয়ম্। আললম্বে চ মূর্ছামীলিতলোচনায়া ললাটং হস্তেন তস্যাঃ সসম্ভ্রমম্।

অথ তেন ভ্রাতুঃ প্রেয়সঃ প্রকোষ্ঠবন্ধানামোষধীনাং রসবিরসমিব প্রত্যুজ্জীবনক্ষমং ক্ষরতা বমতেব পারিহার্যমণীনামচিন্ত্যং প্রভাবমমৃতমিব নখচন্দ্ররশ্মিভিরুদ্গিরতা বর্ষতেব চন্দ্রোদয়চ্যুতশিশিরশীকরং চন্দ্রকান্তচূড়ামণিং মূর্ধনি মৃণালময়াঙ্গুলিনেবাতি-

শীতলেন নির্বাপয়ন্তা দহ্যমানং হৃদয়প্রত্যানয়ন্তেব কুতোঽপি জীবিতমাহ্লাদকেন হস্তসংস্পর্শেন সহসৈব সমুন্মিমীল রাজ্যশ্রীঃ। তথা চাসম্ভাবিতাগমনস্যাচিন্তিতদর্শনস্য সহসা প্রাপ্তস্য ভ্রাতুঃ স্বপ্নদৃষ্টদর্শনস্যেব কণ্ঠে সমাশ্লিষ্য তৎকালাবির্ভাবনির্ভরেণাভিভূতসর্বাত্মনা দুঃখসম্ভারেণ নির্দয়ং নদীমুখপ্রণালাভ্যামিব মুক্তাভ্যাং স্থূলপ্রবাহমুৎসৃজন্তী বাষ্পবারি বিলোচনাভ্যাম্ হা তাত, হা অম্ব, হা সখ্যঃ, ইতি ব্যাহরন্তী, মুহুর্মুহুরুচ্চৈস্তরাং চ সমুদ্ভূতভগিনীস্নেহসম্ভাবভারভাবিতমন্যুনা মুক্তকণ্ঠমতিচিরং বিক্রুশ্য 'বৎসে, স্থিরা ভব ত্বম্' ইতি ভ্রাত্রা করস্থগিতমুখী সমাশ্বাস্যমানাপি, 'কল্যাণিনি, কুরু বচনমগ্রজস্য গুরোঃ' ইত্যাচার্যেণ যাচ্যমানাপি, দেবি, ন পশ্যসি দেবস্যাবস্থাম্ অলমতিরুদিতেন' ইতি রাজলোকোভ্যর্থ্যমানাপি 'স্বামিনি, ভ্রাতরমবেক্ষস্ব' ইতি পরিজনে বিজ্ঞাপ্যমানাপি, দুহিতঃ, বিশ্রম্য পুনরারাটিতব্যম্ ইতি নিবার্যমাণাপি বান্ধববৃদ্ধাভিঃ, প্রিয়সখি, কিয়দ্রোদিষি, তূষ্ণীমাস্স্ব। দৃঢ়ং দূয়তে দেব ইতি সখীভিরনুনীয়মানাপ, চিরং সম্ভাবিতানেকদুঃ সহদুঃখনির্বহনির্বহণবাষ্পোৎপীড়পীড্যমানকণ্ঠভাগা, প্রভূতমন্যুভারভরিতান্তঃকরণা করুণং কাহলস্বরেণ কিঞ্চিৎকালমতিদীর্ঘং রুরোদ। বিগতে চ মন্যুবেগে বহ্নেঃ সমীপাদাক্ষিপ্য ভ্রাত্রা নীতা নিকটবর্তিনি তরুতলে নিষসাদ।

শনৈরাচার্যস্তু তথা হর্ষ ইতি বিজ্ঞায় বিবর্ধিতাদরঃ সুতরাং মুহূর্তমিবাতিবাহ্য নিভৃতসংজ্ঞাজ্ঞাপিতেন শিষ্যোপনীতং নলিনীদলৈঃ স্বয়মেবাদায় নম্রো মুখপ্রক্ষালনায়োদকমুপনিন্যে। নরেন্দ্রোঽপি সাদরং গৃহীত্বা প্রথমমনবরতরোদনাতাম্রং চিরপ্রবৃত্তাশ্রুজলজালং রক্তপঙ্কজমিব স্বসুশ্চক্ষুরক্ষালয়ৎপশ্চাদাত্মনঃ। প্রক্ষালিতমুখশশিনি চ মহীপালে সর্বতো নিঃশব্দঃ সম্বভূব সকলো লিখিত ইব লোকঃ। ততো নরেন্দ্রো মন্দমন্দমব্রবীৎ স্বসারম্—'বৎসে! বন্দস্বাত্রভবন্তং ভদন্তম্। এষ তে ভর্তুর্হৃদয়ং দ্বিতীয়মস্মাকঞ্চ গুরুঃ' ইতি। রাজবচনাত্তু রাজদুহিতরি পতিপরিচয়শ্রবণোদ্ঘাতেন, পুনরানীতনেত্রাম্ভসি নমস্যন্ত্যামাচার্যঃ প্রযত্নরক্ষিতাগমাগতবাষ্পাম্ভঃসম্ভারভজ্যমানধৈর্যাদ্রলোচনঃ কিঞ্চিৎপরাবৃত্তনয়নো দীর্ঘং নিঃশশ্বাস। স্থিত্বা চ ক্ষণমেকং প্রদর্শিতপ্রশ্রয়ো মৃদুবাদী মধুরয়া বাচা ব্যাজহার—'কল্যাণরাশে! অলং রুদিত্বাতিচিরম্। রাজলোকো নাদ্যাপি রোদনান্নিবর্ততে। ক্রিয়তামবশ্যকরণীয়ঃ স্নানবিধিঃ। স্নাত্বা চ গম্যতাং তামেব ভূয়ো ভুবম্ ইতি।

অথ ভূপতিরনুবর্তমানো লৌকিকমাচারমাচার্যবচনং চোত্থায় স্নাত্বা গিরিসরিতি সহ স্বস্রা তামেব ভূমিমযাসীৎ। তস্যাং চ সপরিজনাং প্রথমমাহিতাবধানঃ পার্শ্ববর্তী পরবতীং শুচা পতিপিণ্ডপ্রদর্শিতপ্রযত্নপ্রতিপন্নাভাবহারকারণাং ভগিনীমভোজয়ৎ। অনন্তরং চ স্বয়মাহারস্থিতিমকরোৎ। ভুক্তবাংশ্চ বন্ধনাৎ প্রভৃতি বিস্তরতঃ স্বসুঃ কান্যকুব্জাদ্ গৌড়সম্ভ্রমং গুপ্তিতো গুপ্তনাম্না কুলপুত্রেণ নিষ্কাসনং নির্গতায়াশ্চ রাজ্যবর্ধনমরণশ্রবণং শ্রুত্বা চাহারনিরাকরণমনাহারপরাহতায়াশ্চ বিন্ধ্যাটবীপর্যটনখেদং জাতনির্বেদায়াঃ পাবকপ্রবেশোপক্রমণং যাবৎসর্বমশৃণোদ্ ব্যতিকরং পরিজনতঃ। ততঃ সুখাসীনমেকত্র তরুতলে বিভক্তভূবি ভগিনীদ্বিতীয়ং দূরস্থিতানুজীবিজনং রাজানমাচার্যঃ সমুপসৃত্য শনৈরাসাঞ্চক্রে। স্থিত্বা চ কঞ্চিৎ কালাংশং লেশতো বক্তুমুপচক্রমে—'শ্রীমন্! আকর্ণ্যতাম্। আখ্যেয়মস্তি নঃ কিঞ্চিৎ—

অয়ং হি যৌবনোন্মাদাৎ পরিভূয় ভূয়সীর্ভার্যা যৌবনাবতারতরলতরান্তারারাজ্যো

রজনীকর্ণপূরঃ পুরা পুরুহূতপুরোধসো ধিষণস্য পুরন্ধ্রীং ধর্মপত্নীং পত্নীং নীতিতরলতারাং নামাপজহার। নাকতশ্চ পলায়াঞ্চক্রে। চকিতচকোরলোচনয়া চ তয়া সহাতিকাময়া সর্বাকারাভিরাময়া রমমাণো রমণীয়েষু দেশেষু চচার। চিরাচ্চ কথঞ্চিৎসর্বগীর্বাণবাণীগৌরবাদ্ গিরাং পত্যুঃ পুনরপি প্রত্যর্পয়ামাস তাম্। হৃদয়ে ত্বনিন্ধনমদহ্যত বিরহাদ্ বরারোহায়াস্তস্যাঃ সততম্।

একদা তু শৈলাদুদয়াদদয়মানো বিমলে বারিণি বরুণালয়স্য সংক্রান্তমাত্মনঃ প্রতিবিম্বং বিলোকিতবান্। দৃষ্ট্বা চ তত্তদা সস্মরঃ স্মেরগণ্ডস্থলস্য তারায়া মুখস্য। মুমোচ চ মন্মথোন্মাদমথ্যমানমানসঃ স্বঃস্রোতঃস্যন্দস্বচ্ছঃ স্থবীয়সঃ পীতসকলকুমুদবনপ্রলাপপ্রবাহধবলতারাভ্যামিব লোচনাভ্যাং বাষ্পবারিবিন্দূন্। অথ পততস্তানুদ্বিত সমস্তানেবাচেমুর্মুক্তাশুক্তয়ঃ। তাসাং চ কুক্ষিকোষেষু মুক্তাফলীভূতানবাপ তান্ কথমপি রসাতলনিবাসী বাসুকির্নাম বিষমুচামীশঃ। স চ তৈর্মুক্তাফলৈঃ পাতালতলেঽপি তারাগণমিব দর্শয়দ্ভিরেকাবলীমকল্পয়ৎ। চকার চ মন্দাকিনীতি নাম তস্যাঃ। সা চ ভগবতঃ সোমস্য সর্বাসামোষধীনামধিপতেঃ প্রভাবাদত্যন্তবিষঘ্নী হিমামৃতসম্ভবত্বাচ্চ সপর্শেন সর্বসত্ত্বসন্তাপহারিণী বভূব। যতঃ স তাং সর্বদা বিষোষ্মশান্তয়ে বাসুকিঃ পর্যধত্ত।

সমতিক্রামতি চ কিয়ত্যপি কালে কদাচিন্নামৈকাবলীং তস্মান্নাগরাজান্নাগার্জুনো নাম নাগৈরেবানীতঃ পাতালতলং ভিক্ষুরভিক্ষত লেভে চ। নির্গত্য চ রসাতলাৎ ত্রিসমুদ্রাধিপতয়ে সাতবাহননাম্নে নরেন্দ্রায় সুহৃদে স দদৌ তাম্। সা চাস্মাকং কালেন শিষ্যপরম্পরয়া কথমপি হস্তমুপগতা। যদ্যপি চ পরিভব ইব ভবতি ভবাদৃশাং দাতৃত্বম্ উপচারস্তথাপ্যোষধিবুদ্ধ্যা বুদ্ধিমতা সর্বসত্ত্বরাশিরক্ষাপ্রবৃত্তেন রক্ষণীয়শরীরেণায়ুষ্মতা বিষরক্ষাপেক্ষয়া গৃহ্যতাম্' ইত্যভিধায় ভিক্ষোরভ্যাশবর্তিনশ্চীবরপটান্তসংযতাং মুমোচ তামেকাবলীং মন্দাকিনীম্।

উন্মুচ্যমানায়া এব যস্যাঃ প্রভালোপনি লব্ধাবকাশে বিশদমহসি মহীয়সি বিসর্পতি রশ্মিমণ্ডলে যুগপদ্ধবলায়মানেষু দিঙ্মুখেষু মুকুলিতলতাবধূৎকণ্ঠিতৈরামুলাদ্বিকাসিতমিব তরুভিঃ, অভিনবমৃণাললুব্ধৈর্ধাবিতমিব ধৃতপক্ষপুটেটলধবলিতগগনং বনসরসীহংসযূথৈঃ, স্ফুটিতমিব ভরবশাবিশীর্যমাণধূলিধবলৈর্গর্ভভেদসূচিতসূচীসঞ্চয়শুচিভিঃ কেতকীবাটৈঃ, উন্দলিতদন্তুরাভিঃ প্রবুদ্ধমিব কুমুদিনীভিঃ, বিদ্যোতিসিতসটাভারভরিতদিকচক্রৈশ্চলিতমিব কেসরিকুলৈঃ, প্রহসিতমিব সিতদশনাংশুমালালোকলিপ্যমানবনং বনদেবতাভিঃ, বিকাসিতমিব শিথিলিতকুসুমকোশকেসরাট্টহাসনিরঙ্কুশং কাশকাননৈঃ, ভ্রান্তমিব সম্ভ্রমভ্রমিতবালপল্লবপরিবেষশ্বেতায়মানৈশ্চমরীকদম্বকৈঃ, প্রসৃতমিব স্ফায়মানফেনিলতরলতরতরঙ্গোদ্গারিণা গিরিনদীপূরেণ, অপরতারাগণলোভমুদিতেনোদিতমিব বিকচমরীচিচক্রাক্রান্তককুভা পূর্ণচন্দ্রেণ, প্রক্ষালিত ইব দাবানলধূলিধূসরিতদিগন্তো দিবসঃ, পুনরিব ধৌতান্যশ্রুজলক্লিষ্টানি নারীণাং মুখানি।

রাজা তু মাংসলৈস্তস্যাঃ সম্মুখৈর্ময়ূখৈরাকুলীক্রিয়মাণং মুহুর্মুহুরুন্মীলয়ন্নিমীলয়ংশ্চ চক্ষুঃ কথমপি প্রযত্নেন দদর্শ সর্বাশাপূরণীং পঙ্ক্তীকৃতামিব দিঙ্নাগকরশীকরসংহতিম্, ঘনমুক্তাং শারদীমিব লেখীকৃতাং জ্যোৎস্নাম্, প্রকটপদকচিহ্নাং সঞ্চারবীথীমিব বালেন্দোর্নিশ্চলীভূতাং সপ্তর্ষিমালামিব হস্তমুক্তাম্,

অভিভূতসকলভুবনভূষণভূতিপ্রভাবামিবৈশানীং শশিকলাম্, ধবলতাগুণপরিগৃহীতাং কান্তিমিব নির্গতাং ক্ষীররাশেঃ অনেকমহামহীভৃৎপরম্পরাগতাং গঙ্গামিব দুর্গতিহরাম্, অনবরতস্ফুরিততরলাংশুকাং পুরঃসরপতাকামিব মহেশ্বরভাবাগমস্য, ঘনসারশুক্লাং দন্তপঙ্‌ক্তিমিবাভিমুখস্যেশ্বরস্য, বরমনোরথপূরণসমর্থাং স্বয়ম্বরস্রজমিব ভুবনশ্রিয়ঃ, নিজকরপল্লবাবরণদুর্লক্ষ্যাং চক্ষুরাগবিহসতিকামিব বসুধায়াঃ, মন্ত্রকোশসাধনপ্রবৃত্তস্যাক্ষমালামিব রাজধর্মস্য, সমুদ্রালঙ্কারভূতাং সংখ্যালেখ্যপট্টিকামিব কুবেরকোশস্য। পশ্যংশ্চৈতাং বিস্ময়মাজগাম মনসা সুচিরম্। আচার্যস্তু তামুদ্ধৃত্য ববন্ধ কন্ধরে স্কন্ধভাগে ভূপতেঃ। অথ নরপতিরপি প্রতিপ্রীতিমুপদর্শয়ন্ প্রত্যবাদীৎ—'আর্য! রত্নানামীদৃশানামনর্হাঃ প্রায়েণ। তপঃসিদ্ধিরিয়মার্যস্য দেবতাপ্রসাদো বা। কে চ বয়মিদানীমাত্মনোঽপি কিমুতগ্রহণস্য প্রত্যাখ্যানস্য বা। দর্শনাৎ প্রভৃতি প্রভূতগুরুগুণগণহৃতেন হৃদয়েন পরবন্তো বয়ম্। সঙ্কল্পিতমিদমামরণাদার্যোপযোগায় শরীরম্। অত্র কামচারো বঃ কর্তব্যানাম্' ইতি।

সমতিক্রান্তে চ কিয়ত্যপি কালে গতে চৈকাবলীবর্ণনালাপে লোকস্যানন্তরং লব্ধবিশ্রম্ভা রাজ্যশ্রীস্তাম্বূলবাহিনীং পত্রলতামাহূয়োপাংশু কিমপি কর্ণমূলে শনৈরাদিদেশ। দর্শিতবিনয়া চ পত্রলতা পার্থিবং ব্যজ্ঞাপয়ৎ—'দেব! দেবী বিজ্ঞাপয়তি ন স্মরাম্যার্যস্য পুর কদাচিদুচ্চৈর্বচনমপি। কুতো বিজ্ঞাপনম্। ইয়ং হি শুচামসহ্যতাং ব্যাপারয়ন্তী হতদৈবদত্তা চ দশা শিথিলয়তি বিনয়ম্। অবলানাং হি প্রায়শঃ পতিরপত্যং বাবলম্বনম্। উভয়বিকলানাং তু দুঃখানলেন্ধনায়মানং প্রাণিতমশালীনত্বমেব কেবলম্। আর্যাগমনেন চ কুতোঽপি প্রতিহতো মরণপ্রযত্নঃ। যতঃ কাষায়গ্রহণাভ্যমজ্ঞিয়ানুগৃহতামযমপুণ্যভাজনং জনঃ' ইতি। জনাধিপস্তু তদাকর্ণ্য তূষ্ণীমেবাবতিষ্ঠৎ।

অথাচার্যঃ সুধীরমভ্যধাৎ-'আয়ুষ্মতি! শোকো হি নাম পর্যায় পিশাচস্য, রূপান্তরমাক্ষেপস্য, তারুণ্যং তমসঃ, বিশেষণং বিষস্য, অনন্তকঃ প্রেতনগরনায়কঃ, অয়মনিবৃতিধর্মা দহনঃ, অযমক্ষয়ো রাজযক্ষ্মা, অয়মলক্ষ্মীনিবাসো জনার্দনঃ, অয়মপুণ্যপ্রবৃত্তঃ ক্ষপণকঃ, অয়মপ্রতিবোধো নিদ্রাপ্রকারঃ, অয়মনলসধর্মা সন্নিপাতঃ, অয়মশিবসহচরো বিনায়কঃ, অয়মবুধসেবিতো গ্রহবর্গঃ, অয়মযোগসমুখো জ্যোতিঃপ্রকারঃ, অয়ং স্নেহাদ্বায়ুপ্রকোপঃ, মানসাদগ্নিসম্ভবঃ, আর্দ্রভাবাদ্রজঃক্ষোভঃ, রসাদভিশোষঃ, রাগাৎ কালপরিণামঃ। তদস্যাজস্রাস্রস্রাবিণো হৃদয়মহাব্রণস্য বহলদোষান্ধকারলব্ধপ্রসরস্য প্রাণতস্করস্য শূন্যতাহেতোর্মহাভূতগ্রামঘাতকস্য সকলবিগ্রহক্ষপণদক্ষস্য দোষচক্রবর্তিনঃ কার্শ্যশ্বাসপ্রলাপোপদ্রববহলস্য দীর্ঘরোগস্যাসদ্‌গ্রহস্যসকললোকক্ষয়ধূমকেতোর্জীবিতাপহারদক্ষস্যাক্ষণরুচেরনভ্রবজ্রবাতস্য স্ফুরদনবদ্যাবিদ্যাবিদ্যুদ্বিদ্যোতমানানি গহনগ্রন্থগূঢ়গর্ভগ্রহণগম্ভীরাণি ভূরিকাব্যকথোকঠোরাণি, বহুশাখোদ্বহনবৃহন্তি বিদুষামপি হৃদয়ানিনালং সোঢুমাপাতং কিমুত নবমালিকাকুসুমকোমলানাং সরসবিসতন্তুদুর্বলকমবলানাং হৃদয়ম্।

এবং সতি সত্যব্রতে! বদ কিমত্র ক্রিয়তে, কতম উপালভ্যতে, কস্য পুর উচ্চৈরাক্রন্দ্যতে, হৃদয়দাহি দুঃখং বা খ্যাপ্যতে? সর্বমক্ষিণো নিমীল্য সোঢ়ব্যমমূঢেন মর্ত্যধর্মণা। পুণ্যবতি! পুরাতন্যঃ স্থিতয় এতাঃ কেন শক্যন্তেঽন্যথাকর্তুম্।

সংসরন্ত্যো নক্তন্দিবং দ্রাঘীয়স্যো জন্মজরামরণথটনঘটীয়ন্ত্ররাজিবঞ্জবঃ সর্বপঞ্চজনানাম্। পঞ্চমহাভূতপঞ্চকুলাধিষ্ঠিতান্তঃকরণব্যবহারদর্শননিপুণাঃ সর্বংকষা বিষমা ধর্মরাজস্থিতয়ঃ। ক্ষণমপি ক্ষমমাণা গলন্ত্যায়ুষ্কলাকলনকুশলা নিলয়ে নিলয়ে কালনালিকাঃ। জগতি সর্বজন্তুজীবিতোপহারপাতিনী সঞ্চরতি ঝটিতি চণ্ডিকা যমাজ্ঞা। রটন্ত্যনবরতমখিলপ্রাণিপ্রয়াণপ্রকটনপটবঃ প্রেতপতিপটহাঃ। প্রতিদিশং পর্যটন্তি পেটকৈঃ প্রতপ্তলোহলোহিতাক্ষাঃ কালকূটকান্তিকালকায়াঃ কালপাশপাণয়ঃ কালপুরুষাঃ। প্রতিভবনং ভ্রমন্তি ভীষণকিঙ্করকরঘট্টিতঘণ্টাপুটপুটটাঙ্কারভয়ঙ্করাঃ সর্বসত্ত্বসঙ্ঘসংহরণা ঘোরাঘাতঘোষণাঃ। দিশি দিশি বহন্তি বহুচিতাধূমধূসরিতপ্রেতপতিপতাকাপটুপতিতগৃধ্রদৃষ্টয়ঃ শোককৃতকোলাহলকুলকুটুম্বিনীবিকীর্ণকেশকলাপশবলশবশিবিকাসহস্রসঙ্কুলাঃ কিলকিলায়মানশ্মশানশিবিরশিবাশাবকাঃ পরলোকাবসথপথিকসার্থপ্রস্থানবিশিখা বীথয়ঃ। সকললোককবলাবলেহলম্পটা বহুলা বহুংলিহা লেঢ়ি লোহিতাচিতা চিতাঙ্গারকালী কালরাত্রিজিহ্বা জীবিতানি জীবিনাম্। তৃপ্তিমশিক্ষিতা চ ভগবতঃ সর্বভূতভুজো বুভুক্ষা মৃত্যোঃ। অতিদ্রুতবাহিনী চানিত্যতানদী। ক্ষণিকাশ্চ মহাভূতগ্রামগোষ্ঠয়ঃ। রাত্রিষু ভঙ্গুরাণি পাত্রযন্ত্রপঞ্জরদারূণি দেহিনাম্। অশুভশুভাবেশবিবশা বিশরবঃ শরীরনির্মাণপরমাণবঃ। ছিদুরা জীববন্ধনপাশতন্ত্রীতন্তবঃ। সর্বমাত্মনোঽনীশ্বরং বিশ্বং নশ্বরম্। এবমবধৃত্য নাত্যর্থমেবার্হসি মেধাবিনি মৃদুনি মনসি তমসঃ প্রসরং দাতুম্। একোঽপি প্রতিসংখ্যানক্ষণ আধারীভবতি ধৃতেঃ। অপি চ দূরগতেঽপি হি শোকে নন্বিদানীমপেক্ষণীয় এবায়ং জ্যেষ্ঠঃ পিতৃকল্পো ভ্রাতা ভবত্যা গুরুঃ। ইতরথা কো ন বহু মন্যেত কল্যাণরূপমীদৃশং সংকল্পমত্রভবত্যাঃ কাষায়গ্রহণকৃতম্। অখিলমনোজ্বরপ্রশমনকরণং হি ভগবতী প্রব্রজ্যা। জ্যায়ঃ খল্বিদং পরমাত্মবতাম্। মহাভাগস্তু ভিনত্তি মনোরথমধুনা। যদয়মাদিশতি তদেবানুষ্ঠেয়ম্। যদি ভ্রাতেত যদি জ্যেষ্ঠ ইতি যদি বৎস ইতি যদি গুণবানিতি যদি রাজেতি সর্বথা স্থাতব্যমস্য নিয়োগে' ইত্যুক্ত্বা ব্যরংসীৎ।

উপরতবচসি চ তস্মিন্নিজগাদ নরপতিঃ—'আর্যমপহায় কোঽন্য এবমভিদধ্যাৎ। অনভ্যর্থিতদৈবনির্মিতা হি বিষমবিপদবলম্বনস্তম্ভা ভবন্তো লোকস্য। স্নেহার্দ্রমূর্তয়ো মোহান্ধকারকারধ্বংসনশ্চ ধর্মপ্রদীপাঃ। কিন্তু প্রণয়প্রদানদুর্ললিতা দুর্লভমপি মনোরথমতিপ্রীতিরভিলষতি। ধীরস্যাপি ধার্ষ্ট্যমারোপয়তি হৃদয়ং লঙ্ঘিতলঘিমাতিবল্লভত্বম্। যুক্তাযুক্তবিচারশূন্যত্বাচ্চ শালীনমপি শিক্ষয়ন্তি স্বার্থতৃষ্ণাঃ প্রাগল্ভ্যম্। অভ্যর্থনায়া রক্ষন্তি চ জলনিধয় ইব মর্যাদামার্যাঃ। দত্তমেব চ শরীরমিদমনভ্যর্থিতেন প্রথমমেবাতিথ্যায় মাননীয়েন ভবতা মহ্যম্। অতঃ কিঞ্চিদর্থয়ে ভদন্তমিয়ং নঃ স্বসা বালা চ বহুদুঃখখেদিতা চ সর্বকার্যাবধীরণোপরোধেনাপি যাবল্লালনীয়া নিত্যম্। অস্মাভিশ্চ ভ্রাতৃবধাপকারিরিপুকুলপ্রলয়করণোদ্যতস্য বাহোর্বিধেয়ৈর্ভূত্বা সকললোকপ্রত্যক্ষং প্রতিজ্ঞা কৃতা। পূর্বাবমাননাভিভবমসহমানৈরর্পিত আত্মা কোপস্য। অতো নিযুঙ্ক্তাং কিয়ন্তমপি কালমাত্মানমার্যোঽপি কার্যে মদীয়ে। দীয়তামতিথয়ে শরীরমিদম্। অদ্য প্রভৃতি যাবদয়ং জনো লঘয়তি প্রতিজ্ঞাভারম্, আশ্বাসয়তি চ তাতবিনাশদুঃখবিক্লবাঃ প্রজাঃ, তাবদিমামত্রভবতঃ কথাভিশ্চ ধর্ম্যাভিঃ, কুশলপ্রতিবোধবিধায়িভিরুপদেশৈশ্চ দূরাপসারিতরজোভিঃ,

শীলোপশমদায়িনীভিশ্চ দেশনাভিঃ, ক্লেশপ্রহাণহেতুভূতৈশ্চ তথাগতৈর্দর্শনৈঃ, অস্মাৎ পার্শ্বোপযায়িনীমেব প্রতিবোধ্যমানামিচ্ছামি। ইয়ং তু গ্রহীষ্যতি ময়ৈব সমং সমাপ্তকৃত্যেন কাষায়াণি। অর্থিজনে চ কিমিব নাতিসৃজন্তি মহান্তঃ। সুরনাথমাত্মাস্থিভিরপি যাবৎ কৃতার্থমকরোদ্দধীচো দধিদধীচিঃ। মুনিনাথোঽপ্যনপেক্ষিতাত্মস্থিতিরনুকম্পেতি কৃত্বা কৃপাবানাত্মানং বঠরসত্ত্বেভ্যঃ কতিকৃত্বো ন দত্তবান্। অতঃ পরং ভবন্ত এব বহুতরং জানন্তি—ইত্যুক্ত্বা তূষ্ণীম্বভূব ভূপতিঃ।

ভূয়স্তু বভাষে ভদন্তঃ—'ভব্যা ন দ্বিরুচ্চারয়ন্তি বাচম্। চেতসা প্রথমমেব প্রতিগ্রাহিতা গুণাস্তাবকাঃ কায়বলিমিমাম্। অমুনা জনেন উপযোগস্তু নিরুপযোগস্যাস্য লঘূনি গুরূণি বা কৃত্যে গুণবদায়ত্তঃ' ইতি। অথ তথা তস্মিন্নভিনন্দিতপ্রণয়ে প্রীয়মাণঃ পার্থিবস্তত্র তামুষিত্বা কিভাবরীমুষসি চ বসনালঙ্কারাদিপ্রদানপরিতোষিতং বিসর্জ্য নির্ঘাতমাচার্যেণ সহ স্বসারমাদায় প্রয়াণকৈঃ। কতিপয়ৈরেব কটকমনুজাহ্নবি নিবিষ্টং প্রত্যাজগাম।

তত্র চ রাজ্যশ্রীপ্রাপ্তিব্যতিকরকথাং কথয়ত এব প্রণয়িভ্যো রবিরপি তত্যাজ গগনতলম্। বহলমধুপঙ্কপিঙ্গলঃ পঙ্কজাকরঃ ইব সঞ্চুকোচ চক্রবাকবল্লভো বাসরঃ। প্রকীর্ণানি নবরুধিরসারুণবর্ণানি লোকালোকজংঘাষ যজুংষীব কর্পূপিতষাঙ্কবক্কাবক্তুবান্তানি নিজবপুষি পূষা পাপমুষি পুনরপি সঞ্জহার জালকানি রোচিষাম্। ক্রমেণ চ সমুপোহ্যমানমাংসলরাগরোচিষ্ণুরুষ্মাংশুরুক্ষীবিবন্ধসহজচূড়ামণিরিব বৃকোদরকরপুটোৎপাটিতঃ, প্রত্যগ্রশোণিতশোণাঙ্গরাগরৌদ্রো দ্রৌণায়নস্য, রুদ্রভিক্ষাদানশৌণ্ডপুরমথনমুক্তমুণ্ডশিরানাড়িরুধিরপূরণশোণিতকপিলঃ কপালকর্পর ইব চ পৈতামহঃ, পিতৃবধরুষিতরামরাগরচিতঃ পৃথুবিকটকার্তবীর্যাংসকূটকুট্টাককুঠারতুণ্ডতষ্টদৃষ্টক্ষত্রিয়কণ্ঠকুহররুধিরকুল্যাপ্রণালসহস্রপূরিতো হ্রদ ইব দূররোধী রৌধিরো ভয়নিগূঢ়করচরণমুণ্ডমণ্ডলাকৃতিগূঢ় গরুড়নখপঞ্জরাক্ষেপপক্ষপর্ণক্ষিপ্তক্ষতজোক্ষিতো ব্যসুর্বিভাবসুঃ কমঠ ইব চ লোঠ্যমানঃ, নভস্যারুণগর্ভমাংসপিণ্ড ইব চ খণ্ডিমানমানীতঃ, নিয়তকালাতিপাতদয়মানদাক্ষায়ণীক্ষিপ্তঃ ধাতুতট ইব চ সুমেরোরসুরবধাভিচারচরুপচনপিশুনঃ শোণিতক্কাথকষায়িতকুক্ষিরতিবিসঙ্কটঃ কটাহ ইব চ বার্হস্পত্যঃ, সদ্যোগলিতগজদানববেঙ্গলোহিতোপলেপভীষণঃ মুখমণ্ডলাভোগ ইব মহাভৈরবস্য মুহূর্তমদৃশ্যত। জলনিধিজলপ্রতিবিম্বিতরবিবিম্বারাজিভাস্বরাভ্রাবলম্বিনী গৃহীতাদ্রমাংসভারের চাবভাসে বাসরারসানবেলা বেতালনিভা। জ্বলৎসন্ধ্যারাগরজ্যমানজলপ্রবাহঃ পুনরিব পুরাণপুরুষপীবরোরুসম্পুটীপিষ্টমধু কটভরুধিরপটলপাটলবপুরভবদধিপতিরর্ণসাম্। সমবাসত্তে চ সন্ধ্যাসময়ে সগনস্তরমপরিমিতযশঃপানতৃষিতায় মুক্তাশৈলশিলাচষক ইব নিজকুলকীর্ত্যা, কৃতযুগকরণোদ্যতায়াদিরাজরাজতশাসনমুদ্রানিবেশ ইব রাজ্যশ্রিয়া, সকলদ্বীপজিগীষাচলিতায় শ্বেতদ্বীপদূত ইব চায়ত্যা, শ্বেতভানুরুপানীয়ত নিশয়া নরেন্দ্রায়েতি ভদ্রমোম্॥

ইতি শ্রীমহাকবিবাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতেঽষ্টম উচ্ছ্বাসঃ।